কুলার্ণবতন্ত্রম্

ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদিত
পরশুরামকল্পসূত্র ও নিত্যোৎসব
মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহিত।

—যন্ত্রস্থ

মূল্য : ত্রিরিশ টাকা

কুলার্ণবতন্ত্রম্

(মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ)

উপেন্দ্রকুমার দাস

সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য আপামরসাধারণের মুক্তি। সেই কথা নিয়েই আরম্ভ হয়েছে কুলার্ণবতন্ত্র। পরমকরুণাময়ী জগজ্জননী করুণামৃতবারিধি জগৎপিতা শিবের কাছে অনুনয় করে বলছেন—"অসার ঘোরসংসারে সর্বদুঃখের হেতুরূপ-মলযুক্ত নানাবিধ দেহধারী অসংখ্য জীব জন্মাচ্ছে এবং মরছে। তাদের মুক্তি নাই। তারা সর্বদা দুঃখার্ত; কদাচিৎ কেউ সুখী। হে দেবেশ, হে প্রভু, এইসব জীব কি উপায়ে মুক্তি পাবে তা আমাকে বল।"[১]

শিবমুখে এই মুক্তির উপায়ই আলোচ্য তন্ত্রে বিবৃত হয়েছে।

প্রথমেই শিবের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শিব পরব্রহ্মস্বরূপ, নিষ্কল, অদ্বয়, সর্বমলশূন্য, সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা।[২]

তারপর শিব ও জীবের সম্বন্ধ এবং জীবের স্বরূপ কথিত হয়েছে। জীব স্বরূপতঃ শিব। তাই জীবও অনাদি। তবে অনাদি অবিদ্যার জন্য সে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চতুর্বিধ শরীর ধারণ করে। এই চতুর্বিধ শরীর হাজার হাজার বার ধারণ করতে করতে জীব পুণ্যবান্ মানুষ হয় আর তা হয়ে যদি তত্ত্বজ্ঞানী হয় তা হলেই মোক্ষলাভ করে।[৩]

লক্ষ্য করার বিষয়, তন্ত্রে জীবের একপ্রকার ক্রমবিবর্তন স্বীকৃত। উদ্ভিদ্-জন্ম থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার বিবিধ জন্মের মধ্য দিয়ে এসে সে মানবজন্ম লাভ করে। এই মানবদেহেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় আর তাতেই মিলে মোক্ষ।[৪] তাই মানবজন্মকে বলা হয়েছে মোক্ষের সোপান।[৫]

অন্যান্য তন্ত্রের মতো আলোচ্যতন্ত্রেও মানবদেহের গৌরব বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে। এই দেহ ছাড়া পুরুষার্থ লাভ হয় না।[৬] অতএব, সর্বপ্রযত্নে এই দেহকে রক্ষা করতে হবে।

পুরুষার্থ লাভের জন্যই মানবদেহ। কিন্তু মোহগ্রস্ত মানুষ একথা ভুলে যায়। মোহগ্রস্তের লক্ষণ কি? মোহগ্রস্ত মানুষ দেখেও দেখে না, শুনেও বুঝে না, পড়েও জ্ঞানলাভ করে না। সে মায়াবিমোহিত।[৭] কাজেই,

---

১ ১।৩-৫ ২ ১।৭ ৩ ১।১৩

৪ ১।১৪-১৫ ৫ ১।১৬ ৬ ১।১৮

৭ ১।৩৭

এরকম মানুষ কদাচিৎ মোক্ষলাভের জন্য সচেষ্ট হয়। দেখতে দেখতে কখন তার আয়ু ক্ষয় হয়ে যায়।

আয়ু কি করে ক্ষয় হয় সে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"নিজ নিজ বর্ণাশ্রমসম্মত আচার লঙ্ঘনের জন্য, অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণের জন্য, পরস্ত্রী ও পরধনের প্রতি লোভের জন্য মানুষের আয়ু ক্ষয় হয়।"[১]

আয়ু ফুরিয়ে গেলে মানুষের মৃত্যু হয় এবং তখন সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ করার জন্য তাকে আবার দেহধারণ করতে হয়। এক দেহ ত্যাগ করে অপর দেহধারণ কেমন ক'রে করে? বলা হয়েছে—"চিনাজোঁক যেমন এক তৃণ থেকে অন্য তৃণে যায়, তেমনি জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। সে উত্তর-দেহ পেয়ে পূর্বজাত দেহ ত্যাগ করে।"[২]

জীবের ত্রিবিধ দেহ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহেরই বাহ্যরূপ বা বহিরাবরণ। মৃত্যুর সময় জীব সূক্ষ্মদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহে যায়। সূক্ষ্মদেহ মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী।

স্থূলদেহ ত্যাগের পর জীবের সূক্ষ্মদেহ স্থূল রূপ প্রাপ্ত হলেই বলা হয় জীব দেহ ধারণ করেছে।

তবে, মৃত্যুর পর মানুষ যে-দেহ ধারণ করবে তা মনুষ্যদেহ হবেই এমন কোনো কথা নেই। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই বচনে—"গ্রাম, ভূমি, বিত্ত, গৃহ বার বার পাওয়া যায়। শুভাশুভ কর্মও বার বার করা যায়। কিন্তু মনুষ্যশরীর বার বার লাভ করা যায় না।[৩]

কাজেই, মনুষ্যজন্ম লাভ করে একান্তভাবে মোক্ষ বা মুক্তির জন্য চেষ্টা করা জীবের কর্তব্য। সে-চেষ্টা নানাপ্রকারে হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে—জ্ঞানমূল ধ্যানযোগে যার চিত্ত নিবিষ্ট হয় সে অচিরে মুক্তিলাভ করে।[৪]

আবার বলা হয়েছে—"নিরাসক্তিই মোক্ষ। সমস্ত দোষের উদ্ভব আসক্তি থেকে। সেইজন্য, আসক্তি ত্যাগ করে ও তত্ত্বনিষ্ঠ হয়ে সুখী হবে।"[৫]

এই নিরাসক্তি প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে—"যেহেতু সংসার আদি মধ্য ও অন্তে সর্বদুঃখময়, সেইজন্য মানুষ সংসার ত্যাগ করে যদি তত্ত্বনিষ্ঠ হয় তা হলেই সুখী হবে।"[৬]

বুঝতে অসুবিধা হয় না, এখানে সংসার ত্যাগ করা অর্থ সংসার বর্জন করে সন্ন্যাসী হওয়া নয়, নিরাসক্তভাবে সংসার করা। সংসারের যে-নিন্দা করা

---

১ ১।৪৭-৪৮ ২ ১।৫০ ৩ ১।২০

৪ ১।২২ ৫ ১।৫৫ ৬ ১।৬৩

হয়েছে তাও নহি নিন্দান্যায়: অনুসারে তত্ত্বনিষ্ঠতার প্রশংসার জন্য। তার কারণ, তান্ত্রিক সাধনা গৃহস্থের সাধনা। সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বলতে যা বুঝায় এ সাধনা তাঁদের নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বেদ-সংহিতায় যে-ধর্মসাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তাও গৃহস্থ মানুষের সাধনা। বেদপন্থী ধর্মসাধনায় গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাধান্য বা সন্ন্যাসমুখ্যতা পরবর্তীকালের ব্যাপার।

তত্ত্বনিষ্ঠতার গৌরব প্রচার করতে গিয়ে আলোচ্য তন্ত্রে বর্ণাশ্রমবিহিত আচারানুষ্ঠান, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম, ব্রত-উপবাস, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদি বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের নিন্দা করা হয়েছে।[২]

সাধারণ মানুষের উপর যোগীদের অত্যন্ত প্রভাব। কারণ, তারা এঁদের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করে। যোগীর বাহ্য ক্রিয়াকর্ম ও ভেক দেখে তাঁকে যোগী ভাবে। কিন্তু যোগীর এ-সব বাহ্য ক্রিয়াকর্ম ও ভেক যে উপলক্ষ্য, লক্ষ্য নয়; এ সবের দ্বারা যে যথার্থ যোগীর পরিচয় পাওয়া নাও যেতে পারে, তা-ই বুঝাবার জন্য মনে হয় এ সবের নিন্দা করা হয়েছে কয়েকটি বচনে।[৩]

অনুমান করা কঠিন নয়, কুলার্ণবতন্ত্র যখন প্রকাশিত হয় তখনও লোকে ধর্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য ভুলে গিয়ে বাহ্যানুষ্ঠানকেই ধর্ম মনে করত। এইজন্যই, বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের নিন্দা।

তান্ত্রিক সাধনা মুখ্যতঃ ক্রিয়াকলাপপ্রধান। এমতাবস্থায় 'ক্রিয়ায়াসপরাঃ কেচিৎ'[৪]—কোনো কোনো লোকের ক্রিয়াকলাপের প্রতি অতিশয় যত্ন—এই বলে ক্রিয়াকলাপের নিন্দা দ্বারা, যেসব ক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপের মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে তার বাহ্য অনুষ্ঠানকেই লক্ষ্য মনে করা হয়, সেইসব ক্ষেত্রেই ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করা হয়েছে, বুঝতে হবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। তান্ত্রিক সাধনা মুখ্যতঃ ক্রিয়াকলাপপ্রধান হলেও এতে জ্ঞানের প্রাধান্য সমধিক বলা যায়। এ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। তাও তর্কবিতর্কমূলক শাব্দজ্ঞান নয়, সাক্ষাৎ অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান। কেননা, শাব্দজ্ঞান সংসারমোহ নাশ করতে পারে না[৫] আর সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানেই মোক্ষ মিলে।[৬]

---

১ নহি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে কিন্তু বিধেয়ং স্তোতুমিতি ন্যায়ঃ। —দ্রঃ বাচস্পত্যম্।

২ ১।৭২-৭৫ ৩ ১।৭৯-৮৪ ৪ ১।৭৩

৫ ১।৯৭ ৬ ১।৮৬

সেইজন্য, আলোচ্য তন্ত্রে বলা হয়েছে—যে তত্ত্বজ্ঞানী সে মানুষ আর যে তত্ত্বজ্ঞানহীন সে পশু।[১] পশু অর্থ পাশবদ্ধ মানুষ। বলা হয়েছে—পশুরা ষড়্দর্শনরূপ মহাকূপে নিপতিত। পশুপাশবদ্ধ এই ব্যক্তিরা পরমার্থ অর্থাৎ পরমতত্ত্ব কি তা জানে না।[২]

এইটি আসল কথা। এরা বেদশাস্ত্রসমূহ পড়ে পরস্পর বিবাদ করে কিন্তু পরমতত্ত্ব জানে না, যেমন হাতা পায় না পাক-করা জিনিসের স্বাদ।[৩]

বেদশাস্ত্রসমূহ বলতে ষড়্দর্শনাদিও বুঝাচ্ছে। এইসব পাঠের নিন্দা করা হয়েছে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা করা হয় নি। নিন্দা করা হয়েছে প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির এসব পাঠের। কারণ, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ অন্ধের দর্পণে মুখ দেখার মতো ব্যাপার আর প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ তত্ত্বজ্ঞানের কারণ স্বরূপ।[৪]

ষড়্দর্শনের যে বস্তুতঃ নিন্দা করা হয়নি তার প্রমাণ, একটি বচনে স্পষ্টই বলা হয়েছে—ষড়্দর্শন শিবের ষড়ঙ্গ।[৫] ষড়্দর্শন কুলশাস্ত্রেরও ষড়ঙ্গ। এইজন্য, বেদাত্মক শাস্ত্রকেও কৌলাত্মক মনে করতে হবে।[৬]

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। হিন্দুধর্মের দুটি ধারা—এক বৈদিক, অপর তান্ত্রিক। উভয় ধারা স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য সাধারণভাবে বলা যায়, তান্ত্রিক ধারায় যোগ্য হলে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই সাধনার অধিকারী কিন্তু বৈদিক ধারায় যাগযজ্ঞাদিতে দ্বিজ ভিন্ন অন্যের অধিকার নেই। এ ছাড়া, ক্রিয়াকর্ম-আচার-অনুষ্ঠান-গত অন্য সব পার্থক্য ত আছেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উভয় ধারার পরস্পর মেশামেশি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-নিয়ন্ত্রিত। যা বেদসম্মত নয় ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ তা অগ্রাহ্য করেন। অথচ, তান্ত্রিক ধর্মের মতো একটি প্রবল ধর্মকে অগ্রাহ্য করা নানা কারণে তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সেইজন্য, তান্ত্রিক ধর্মও বেদসম্মত, এটি তাঁরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। এটি প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় মতের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা। এর ফলে তন্ত্রেরও দুটি শ্রেণী হয়ে গেছে—এক, বেদগ্রাহ্য অপর বেদবাহ্য।

আলোচ্য কুলার্ণবতন্ত্র বেদগ্রাহ্য তন্ত্ররূপেই প্রকাশিত। এতে স্বীয় মতের সমর্থনে বেদপ্রামাণ্যতা নির্দেশ করা হয়েছে।[৭] অনেকগুলি বেদমন্ত্র কুলশাস্ত্রের

---

১ ১।৬৯ ২ ১।৮৭ ৩ ১।৯৪
৪ ১।৯৮ ৫ ২।৮৫ ৬ ২।৮৬
৭ ৮।১০১ ; ১২।৪০

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর বলা হয়েছে এতেই কুলশাস্ত্রের প্রামাণ্যতা।[১] এই তন্ত্রানুসারে কৌলমত বেদসম্মত বলে এতে বর্ণাশ্রম[২] স্বীকৃত ও বেদশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন বিহিত;[৩] আর বেদশাস্ত্রবিৎ কুলপূজা করার অধিকারী।[৪] বলা হয়েছে যে-সব কৌল অনাচারী অর্থাৎ কুলাচার পালন করেন না তাঁরা চতুর্বেদ নষ্ট করেন।[৫]

কিন্তু কুলধর্ম বা কৌলমত বা কৌলমার্গ তথা কৌলাচার যে বৈদিক ধর্ম বা মত বা মার্গ তথা আচার থেকে পৃথক্ এবং এতে যে বর্ণাশ্রম মানা হয় না তার নিদর্শন আলোচ্যতন্ত্রেও আছে। যেমন একটি বচনে[৬] কুলধর্মকে লোকধর্মবিরুদ্ধ বলা হয়েছে। অন্য একটি বচনে[৭] আছে—বন্ধুবান্ধবেরা কুলধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির নিন্দা করে, স্ত্রীপুত্র তাঁকে ত্যাগ করে, লোকে তাঁকে দেখে হাসে, রাজা তাঁকে দণ্ড দেন, তবুও তিনি কুলধর্ম ত্যাগ করেন না।

জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত যে-ধর্ম তাই লোকধর্ম। এখানে লোক অর্থে হিন্দু জনসাধারণকেই বুঝান হয়েছে। ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজে যে-ধর্ম প্রচলিত, অনুমান করা যায়, তা বেদসম্মত। কাজেই, যা এ-হেন লোকধর্ম-বিরুদ্ধ তা বেদসম্মত হতে পারে না। আর বেদসম্মত ধর্মানুসরণকারীকে তাঁর স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করবে, রাজা তাঁকে ধর্মাচরণের জন্য দণ্ড দেবেন, লোকে তাঁকে দেখে হাসবে, বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর নিন্দা করবে, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। কুলধর্মের এমন আচার-অনুষ্ঠান আছে যা বেদানুসারীদের দৃষ্টিতে গর্হিত। সেইজন্যই এই ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে বন্ধুবান্ধবের নিন্দা, রাজদণ্ড ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

কুলধর্ম বা কৌলমত তথা কৌলাচার যে বেদসম্মত নয় তার আরও নিদর্শন আছে। যেমন একটি বচনে আছে প্রায়শ্চিত্ত, ভৃগুপাত, সন্ন্যাস, ব্রতধারণ এবং তীর্থগমন কৌল সাধকের পক্ষে বর্জনীয়।[৮] এই প্রায়শ্চিত্তাদি স্মৃতিবিহিত। স্মৃতি শ্রুতিসম্মত। কৌলাচার বেদসম্মত হলে এরূপ নিষেধ থাকত না।

একটি বচনে[৯] আছে "সর্বধর্মহীন হলেও এবং বর্ণাশ্রম বর্জিত হলেও কুলধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়।" এর অর্থ বর্ণাশ্রম না মেনেও কুলধর্মনিষ্ঠ হওয়া যায় অথবা কুলধর্মনিষ্ঠ হলে বর্ণাশ্রম না মানলেও চলে। কৌলমতে যে বর্ণাশ্রম মানা হয় না বা হত না এটিতে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

---

১ ২।১৪১-৫২ ২ ১।৪৭ ; ৯।১২২ ৩ ১।৫৮
৪ ৬।৪ ৫ ১১।৯৫ ৬ ২।৮৮
৭ ২।৫৪-৫৫ ৮ ১১।৩৯ ৯ ২।৫১

আরেকটি বচনে[১] পাওয়া যায়—"কুলজ্ঞানী হলে চণ্ডালও হয় ব্রাহ্মণের বাড়া।" কুলধর্মরত ব্যক্তিই কুলজ্ঞানী হতে পারেন। কাজেই, দেখা যাচ্ছে চণ্ডালও কুলধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। মহানির্বাণতন্ত্রে একথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। তাতে আছে—বিপ্র থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যজ পর্যন্ত সব মানুষ কুলাচারে অধিকারী।[২] বর্ণাশ্রম-স্বীকৃত বৈদিক ধর্মে চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজের এরূপ অধিকার নাই।

কৌলমত বা কৌলাচারে যে বর্ণাশ্রম মানা হয় না বা হত না উদ্ধৃত সংসৃষ্ট বচনগুলিতে তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

মোট কথা, কুলধর্ম বা কৌলমত তথা কৌলাচার বেদসম্মত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কাজেই, আমাদের মনে হয়, আলোচ্যতন্ত্রে তা বেদসম্মত প্রতিপন্ন করার প্রয়াসের মধ্যে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় ধারার একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করাই হয়েছে। আর এটি ভারতীয় প্রতিভাসম্মত কাজ। কেননা, ইতিহাসের সূচনা থেকেই দেখা যায়—ভারতীয় প্রতিভা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধান, বৈসাদৃশ্য তথা বিরুদ্ধতার মধ্যেও সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করেছে। অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে ত এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

শাস্ত্রপাঠের কথা হচ্ছিল। শাস্ত্রপাঠ করতে হবে বৈকি। কিন্তু সে শুধু তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়ে গেলে সব শাস্ত্র বর্জন করতে হবে। কেননা, তখন তার আর প্রয়োজন নাই।[৩]

জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি। তার একমাত্র কারণ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান; বেদ নয়, দর্শনগুলিও নয়, তেমনি অন্য সব শাস্ত্রও নয়।[৪]

তন্ত্রের অভিমত, এই তত্ত্বজ্ঞান শুধু গুরুমুখেই লাভ করা যায়। আলোচ্য তন্ত্রেই বলা হয়েছে—একমাত্র গুরুবাক্যই মুক্তি দেয়। গুরূপদেশহীন সব বিদ্যা বঞ্চনা করে।[৫]

এখানে প্রশ্ন উঠে, এই যে তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান তার স্বরূপ কি? এ অদ্বৈত, না দ্বৈত? শিবমুখে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে আলোচ্য তন্ত্রে—কেউ কেউ অদ্বৈতের অভিলাষী, কেউ কেউ দ্বৈতের। দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত আমার তত্ত্ব এরা জানে না।"[৬]

এর তাৎপর্য হল তান্ত্রিক সাধকরা পরমতত্ত্ব নিয়ে বিচারের পক্ষপাতী নন।

---

১ ২।৩৮

২ মহানির্বাণতন্ত্র ১৪।১৮৪

৩ ১।১০৩-১০৪

৪ ১।১০৬

১।১০৭

৬ ১।১১০

তাঁদের লক্ষ্য তত্ত্বোপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধি। এটি হলে ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বৈত অদ্বৈতের কোনো কথাই উঠে না। কেননা, দ্বৈত অদ্বৈতের প্রশ্ন উঠে বিচারের ক্ষেত্রে। বিচার করে মন। যে অবস্থায় তত্ত্বোপলব্ধি হয় সেই অবস্থায় মন তন্ময় অর্থাৎ পরমতত্ত্বে লীন হয়। কাজেই সে-ক্ষেত্রে আর দ্বৈতাদ্বৈত নেই।

তত্ত্বজ্ঞান গুরুমুখে লভ্য, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তন্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, গুরুকৃপা ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।[১] তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুর গৌরব উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। গুরু ছাড়া তান্ত্রিক সাধনা হয় না। তার মুখ্য কারণ, গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করলে তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারই হয় না। আর গৌণ কারণ এই সাধনার অঙ্গ নানা ক্রিয়াকর্ম ও যৌগিক প্রক্রিয়া গুরুর কাছে হাতে কলমে না শিখলে সে-সব করতেই পারা যায় না।

শাস্ত্রের বিধান, গুরু হওয়া চাই সদ্‌গুরু আর শিষ্য হওয়া চাই সৎশিষ্য। আলোচ্য তন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসে সদ্‌গুরু ও সৎ শিষ্যের লক্ষণ বিবৃত হয়েছে। তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়—সদ্‌গুরু যেমন দুর্লভ, সৎ শিষ্যও তেমনি দুর্লভ। কুলার্ণবতন্ত্র-প্রকাশের কালেই অযোগ্য গুরু বা অসদ্‌গুরু এবং অযোগ্য শিষ্য বা অসৎ শিষ্যের ছড়াছড়ি ছিল, অসদ্‌গুরু ও অসৎ শিষ্যের লক্ষণ বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর আজকের দিনের কথা, সে না বলাই ভাল। অধিকারী গুরু ও অধিকারী শিষ্যের অভাবে আজ শাস্ত্রবিহিত তান্ত্রিক সাধনা দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

গুরুমুখে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তত্ত্বনিষ্ঠ হলে পরে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হবে একথা প্রতিপন্ন করে প্রথম উল্লাসের উপসংহারের দিকে বলা হয়েছে—কুলধর্ম ছাড়া মুক্তি নেই, একথা নিঃসংশয় সত্য।[২]

কুলার্ণবতন্ত্র কৌল সম্প্রদায়ের তন্ত্র, আর এই সম্প্রদায়ের ধর্ম কুলধর্ম। বিশেষ সম্প্রদায়ের তন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য সেই সম্প্রদায়ের ধর্মের মাহাত্ম্য ও গৌরব ঘোষণা। এই দিক্ দিয়ে বিচার করলে উদ্ধৃত বচনটির তাৎপর্য বুঝা যাবে। কৌল সদ্‌গুরুর কাছ থেকে কুলধর্মনির্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তত্ত্বনিষ্ঠ হলে পরেই মোক্ষলাভ হবে, এই হল তাৎপর্য। ব্যঞ্জনা হল অন্য ধর্মে মোক্ষলাভ হবে না। এখানেও সেই 'নহি নিন্দা ন্যায়'। স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সম্প্রদায়ের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য অন্য ধর্মের লাঘব করা হয়েছে, অন্য ধর্মের লঘুত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তা করা হয় নি।

---

১ ১।১১২ ২ ১।১১৯

দ্বিতীয় উল্লাসে কুলধর্মের কথা বলা হয়েছে। উল্লাস সম্পর্কে এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, এ যাবত কুলার্ণবতন্ত্রের যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে তা সপ্তদশ উল্লাসে সমাপ্ত। সপ্তদশ উল্লাসের সমাপ্তিবাক্যে 'সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ'—গ্রন্থ সমাপ্ত হল, এই বলে উপসংহার করা হয়েছে। সপ্তদশ উল্লাসের মোট শ্লোকসংখ্যা ২০৬৪। কিন্তু প্রত্যেক উল্লাসের শেষে যে সমাপ্তিবাক্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা থেকে জানা যায়, কুলার্ণবতন্ত্রের মোট শ্লোক সংখ্যা ১,২৫,০০০। তার পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে পূর্বোক্ত সপ্তদশ উল্লাস রয়েছে। এখানে নিবেদন, মূলের 'পঞ্চম খণ্ডে উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে' এই কথা থেকে মনে হতে পারে পঞ্চম খণ্ডেরই নাম উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র। আমাদের অনুবাদে 'পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে' বলা দ্বারা খণ্ডনাম ও তন্ত্রনাম পৃথক্ করে দেখান হয়েছে। এতে অর্থের দিক্ দিয়ে বস্তুতঃ কোনো ভেদ হয় না। আমাদের পূর্বোক্ত অনুবাদের কারণ, মোক্ষপ্রদ উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র অর্থাৎ উর্দ্ধাম্নায়ের অন্তর্ভুক্ত তন্ত্র[১] আরও থাকতে পারে। এইজন্য পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র বলায় তা এবংবিধ অন্যতন্ত্র থেকে বিশিষ্ট হয়ে গেল।

পূর্বোক্ত সমাপ্তিবাক্যানুসারে কুলার্ণবতন্ত্রের আর চারখণ্ড রয়েছে। একটি বচনে তার স্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। যথা—ওগো কুলনায়িকা, চার আম্নায় থেকে অনেক গূঢ় আম্নায় উদ্ভূত হয়েছে। এই তন্ত্রে আমি তাদের পূর্বে বিবৃত করেছি।[২] অন্যত্রও[৩] উক্ত চতুরাম্নায় ও তাদের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু এ যাবত উল্লিখিত চার খণ্ডের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। অনুমান হয়, অন্যান্য বহু তন্ত্রের মতো কুলার্ণবতন্ত্রের উক্ত চারখণ্ডও লোপ পেয়ে গেছে। অথবা, এমনও হতে পারে, ঐ খণ্ডগুলি অন্যনামে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এসব সবই অনুমান।

কুলধর্মের কথা হচ্ছিল। কৌলাচারপরায়ণ সাধকদের ধর্মকে কুলধর্ম আর তাঁদের সম্প্রদায়কে কৌলমার্গী বা কৌলাচারী বা কৌলিক বলা হয়। কৌলাচারকে কুলাচারও বলা হয় আর কৌলাচারী বা কুলাচারীদের কৌলিক।

কুল, আচার, কৌলিক, ইত্যাদি শব্দের টীকা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই, এখানে আর পুনরাবৃত্তি করা হল না।

---

১ সময়াচারতন্ত্রমতে উর্দ্ধাম্নায় এবং অধঃ আম্নায় শুধু মোক্ষপ্রদান করে।
দ্রঃ প্রাণতোষণী, কাণ্ড ১, পরিচ্ছেদ ৯, বসুমতী সং, ১৩৩৫, পৃঃ ৭৪।

২ ৩।৯ ৩ ৩।৪১-৪৪

কুলার্ণবতন্ত্রে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার—এই সপ্ত আচারে সাধনার স্তর বা সোপানের ক্রমোর্দ্ধতা নির্দিষ্ট হয়েছে। উক্ত তন্ত্রানুসারে সাধনার প্রথম স্তর বা সোপান বেদাচার আর ক্রমোর্দ্ধতানুসারে সর্বোচ্চ স্তর বা সোপান কৌলাচার।[১] কৌলাচার গুরুশিষ্যপরম্পরায় আগত এবং সাক্ষাৎ শিবপ্রদ। এটি শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর।[২]

কুলধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য শিবমুখে বলা হয়েছে—বেদাগমরূপ মহাসমুদ্র জ্ঞানরূপ মন্থনদণ্ডের দ্বারা মন্থন করে আমি সারভূত কুলধর্ম উদ্ধার করেছি।[৩]

লক্ষ্য করার বিষয়, কুলার্ণবতন্ত্রমতে কুলধর্ম বেদ ও আগমের সারভূত অর্থাৎ এতে বেদ ও আগম তথা তন্ত্রের যা সার তার সমন্বয় করা হয়েছে। অথবা বলা যায়, বেদের সার আর আগম তথা তন্ত্রের সার যে অভিন্ন তাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর এটি হয়েছে জ্ঞানের সাহায্যে। এ দ্বারা স্পষ্টই সূচিত হয়েছে কুলধর্ম জ্ঞানমূলক।

কয়েকটি[৪] বচন জুড়ে নানা উপমা ও রূপকের সাহায্যে কুলধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তার নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—কৌলমতের অনুসরণে মানুষ সদ্য মোক্ষলাভ করতে পারে। কিন্তু অন্যমতের অনুসরণে বহুকালের সাধনা দ্বারা এটি হতে পারে।[৫]

অন্যমতে, যে যোগী সে ভোগী হতে পারে না আর যে ভোগী সে যোগী হতে পারে না। কিন্তু কৌলমতে যোগ ও ভোগ একই সঙ্গে চলে।[৬]

শুধু তাই নয়। কুলধর্মে ভোগ হয়ে যায় যোগ, প্রত্যক্ষ পাতক হয়ে যায় সুকৃতি আর সংসার হয়ে যায় মোক্ষসাধন।[৭]

এটি কুলধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম হেতু, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণেই এই ধর্ম ভিন্ন মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে গর্হিত। আলোচ্য তন্ত্রেই যে একে লোকধর্মবিরুদ্ধ বলা হয়েছে তা লক্ষ্য করা গেছে। তবে, লোকধর্মবিরুদ্ধ হলেও এ ধর্ম প্রামাণ্য। কারণ, এটি প্রত্যক্ষফলপ্রদ। আর প্রত্যক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।[৮]

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশের সময় যে অন্য শাস্ত্রে কুলধর্মের নিন্দা করা হয়েছে তার ইঙ্গিত উক্ত তন্ত্রেরই

---

১ ২।৭-৮ ২ ২।৯ ৩ ২।১০ ৪ ২।১২-১৯
৫ ২।২২ ৬ ২।২৪ ৭ ২।২৫ ৮ ২।৮৮-৮৯

একটি বচনে পাওয়া যায়। তাতে শিবমুখে বলা হয়েছে—এই কুলধর্ম অবগত হয়ে সব মানুষ মুক্তিলাভ করে যাবে, এই কথা মনে করে আমি কুলধর্মের নিন্দা করেছি।[১] তন্ত্রমতে সব শাস্ত্রই শিবমুখে প্রকাশিত। তা হলে দেখা যায় শিব কোথাও কুলধর্মের প্রশংসা করেছেন আর কোথাও তার নিন্দা করেছেন। এ পরস্পর-বিরোধী। পূর্বোক্ত বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বচন আলোচ্য তন্ত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। তাতে শিবমুখে বলা হয়েছে—"আমি কখনো কুলমার্গের নিন্দা করিনি।"[২] তাছাড়া প্রথমোক্ত বচনে যে বলা হয়েছে কুলধর্ম অবগত হয়ে সব মানুষ মুক্তিলাভ করে যাবে, এই কথা মনে করে শিব কুলধর্মের নিন্দা করেছেন তা কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশের যে-উদ্দেশ্য গ্রন্থারম্ভেই নির্দেশ করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিরোধী। আপামরসাধারণের মুক্তির জন্যই ত এই তন্ত্রের প্রকাশ।

অবশ্য পশুদের কাছে কুলধর্ম নিন্দিত বলে গণ্য হোক, এই উদ্দেশ্যে শিব কুলধর্মের নিন্দা করেছেন, এই যুক্তি দিয়ে উক্তরূপ পরস্পর-বিরোধী বচনের একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এযুক্তি সবার মনঃপূত নাও হতে পারে। আমাদের মনে হয়, কুলধর্ম লোকধর্মসম্মত নয়—এই সত্যটিই শিবমুখে উক্ত ধর্মের নিন্দায় সূচিত হয়েছে।

যে-ধর্ম লোকধর্মসম্মত নয় তা গ্রহণ করার পরও যে কেউ কেউ ত্যাগ করতেন একথার ইঙ্গিত একটি বচনে সুস্পষ্ট। তাতে আছে—"লোকে স্তুতিই করুক আর নিন্দাই করুক, লক্ষ্মী যান কি থাকুন, মৃত্যু আজই হোক আর একযুগ পরেই হোক, কুলধর্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত নয়।"[৩]

আরেকটি বচনেও সে-ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বচনটিতে আছে—"লোভ, ক্রোধ, দ্বেষ, মাৎসর্য, কাম বা ভয়, কোনো কারণেই কুলধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়।"[৪]

কুলধর্মাবলম্বী সাধারণ সাধকদের মন যাতে বিচলিত না হয়, মনে হয়, প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই কুলধর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে।[৫] সেই সম্পর্কিত একটি বচনে বলা হয়েছে—"গাছপালাও জীবনধারণ করে, পশুপাখীও জীবনধারণ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যথার্থ জীবনধারণ করে যার মন কুলধর্মে নিবিষ্ট।"[৬]

---

১ ২।৯১ ২ ২।১৯১ ৩ ২।৪৮

৪ ২।৫৯ ৫ ২।৬১-৮৭ ; ৭১-৭৮

৬ তরবোঽপি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য কুলধর্মে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২।৬২

বচনটি যোগবাসিষ্ঠের একটি প্রখ্যাত শ্লোকের[১] সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। এরকম দৃষ্টান্ত অন্যত্র আরও আছে। যেমন সিদ্ধপুরুষ সম্বন্ধে একটি বচনে একটি শ্রৌত মন্ত্র[২] প্রায় অবিকল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—সেই পরমাত্মার দর্শন লাভ হলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থিভেদ হয়, সর্বসংশয় দূর হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।[৩]

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসব পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যায় যে কুলার্ণবতন্ত্রে হিন্দুসমাজে তৎকালপ্রচলিত আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাব-সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে, কুলার্ণবতন্ত্র বেদসম্মত বলে তা সঙ্গতকারণেই হয়েছে।

উল্লিখিত যোগবাসিষ্ঠের শ্লোকে যেমন মনন তথা জ্ঞানের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি কুলার্ণবতন্ত্রেও কুলধর্মে জ্ঞানের প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে। এ-জ্ঞান কুলজ্ঞান। কুলজ্ঞান শিবশক্তি জ্ঞান। অকুলশ্চ কুলশ্চ ইতি কুলৌ। তয়োঃ জ্ঞানং কুলজ্ঞানম্। শিবশক্তি জ্ঞান পরমতত্ত্বজ্ঞান। কাজেই, কুলজ্ঞান অর্থ পরমতত্ত্বজ্ঞান। একটি বচনে আছে—"কুলজ্ঞানহীন ব্যক্তি চতুর্বেদজ্ঞ হলেও সে চণ্ডালের অধম আর চণ্ডাল যদি কুলজ্ঞানী হয় তা হলে সে হবে ব্রাহ্মণের বাড়া।"[৪]

লক্ষ্য করে এসেছি, অন্যত্রও কৌলমার্গে জ্ঞানের প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে। তবে এতে ভক্তির গৌরবও সমানভাবেই স্বীকৃত। বলা হয়েছে—কুলজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিও যদি কুলভক্তির আশ্রয় নেয় তা হলে সেও সদ্‌গতি লাভ করে। আর যে কুলজ্ঞানভক্তিপরায়ণ তার আর কথা কি।[৫]

---

১ তরবোঽপি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥
(যোগবাসিষ্ঠঃ, বৈরাগ্যপ্রকরণম্, চতুর্দশঃ সর্গঃ।)

২ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে-পরাবরে॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮)

৩ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাত্মনি॥
কুলার্ণবতন্ত্র, ১।২৪
একখানি পুঁথিতে 'পরাত্মনি'-স্থলে 'পরাবরে' পাঠই আছে।

৪ ২।৬৮ ৫ ২।৫২

কুলধর্মাবলম্বী সাধককে বলা হয় কৌল। একটি বচনে কৌলের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—যে গুরুকৃপা লাভ করেছে, দীক্ষা দ্বারা যার পাপ ধুয়ে মুছে গেছে, যে কুলপূজারত সে-ই কৌল, অন্য কেউ নয়।[১]

যথার্থ কৌল খুব কম লোকই হতে পারে। তার কারণ, 'যার জন্মান্তরের পাপকর্মবন্ধন অধিক তার গুরুকৃপা লাভ হয় না এবং কুলজ্ঞান জন্মে না।'[২] গুরুকৃপালাভ না হলে কুলধর্মে দীক্ষাই মিলে না। আর দীক্ষা ছাড়া কৌল হওয়া যায় না। কাজেই, উদ্ধৃত বচনের তাৎপর্য হল, জন্মান্তরের পুণ্যাধিক্য থাকলে পরেই গুরুকৃপা ও কৌলজ্ঞান-লাভ করে কৌল হওয়া যায়। কথাটা আরেকটি বচনে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—পূর্বে কৃত তপস্যা দান যজ্ঞ তীর্থযাত্রা জপ ব্রত ইত্যাদি দ্বারা যাদের পাপ ক্ষয় হয়েছে সেই সব মানুষের কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়।[৩] অর্থাৎ এঁরাই কৌল হতে পারেন।

অন্য তন্ত্রেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—বহুজন্মার্জিত পুণ্যবল থাকলে পরে তবে মানুষের কুলাচারে মতি হয়।[৪] আর তা হলেই তারা কুলধর্ম গ্রহণ করতে পারে।

এই বিষয়টি আরও বিশদ করে বলা হয়েছে—"কুলধর্মের দিকে প্রেরিত হলেও পাপাত্মা তাতে প্রবৃত্ত হয় না, আর নিবারিত হলেও পুণ্যাত্মা কুলধর্মই অবলম্বন করে।"[৫]

পুণ্যবান্‌দের অবলম্বিত ভুক্তিমুক্তিপ্রদ এহেন কুলধর্ম লোকধর্মবিরুদ্ধ ও অন্য-মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে কি কারণে গর্হিত তার ইঙ্গিত পূর্বে করা হয়েছে। কারণটি এবার স্পষ্ট করা হল—"মদ্যপান, মাংসভোজন, প্রিয়ামুখ অবলোকন, এরূপ আচরণ করে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।"[৬]

খুলে না বললেও এতে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার নিয়ে সাধনা দ্বারা পরমপদ-প্রাপ্তির কথাই বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার—এই তিন আচারেই পঞ্চমকার সাধনা বিহিত। শাস্ত্রের নির্দেশ এই তিন আচারেই পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার সহযোগে সাধনা অবশ্যই করতে হবে।[৭] যে-সাধক পঞ্চতত্ত্ব

---

১ ২।৯৯ ২ ২।৯৩ ৩ ২।৩১

৪ বহুজন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে-মতির্ভবেৎ। —মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।৫৮

৫ কুলার্ণবতন্ত্র, ২।১০০

৬ ২।১১৩

৭ পঞ্চতত্ত্বেন কর্তব্যং সদৈব পূজনং মহৎ।
(কৌলাবলীনির্ণয়, উল্লাস ১০)

ছাড়া পূজা করেন তাঁর সে-পূজা অভিচার হয়ে যায়। তাঁর ইষ্টসিদ্ধি হয় না ও পদে পদে বিঘ্ন ঘটে।[১]

তন্ত্রের অভিমত নির্বাণমুক্তির জন্যই পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা।[২]

"জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হলেই নির্বাণমুক্তি লাভ হয়। জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি পঞ্চতত্ত্বসেবায় সাধক পরমাত্মায় লীন হয়ে যান।"[৩]

এই পরমাত্মায় লীন হওয়াই পরমপদপ্রাপ্তি বা শিব হওয়া। এরই অপর নাম নির্বাণ-বা মোক্ষলাভ।

তান্ত্রিক ধর্ম বাস্তবসচেতন মনোবিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। জন্মার্জিত কর্মানুসারে সব মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও রুচি নিয়ে জন্মায়। মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি ও রুচির অনুকূল সাধনা তন্ত্রশাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। অধিকার অনুসারে আপন প্রকৃতি সংস্কার ও রুচির অনুকূল সাধনা অবলম্বন করলেই মানুষ অভীষ্ট-সিদ্ধি লাভ করতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোনো ধর্মে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

এই সূত্রেই সাধনায় পঞ্চমকার বা পঞ্চতত্ত্ব এসেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, পঞ্চমকারের প্রতি, বিশেষ করে, পঞ্চম-মকারের প্রতি, মানুষের রয়েছে সহজ প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি বিষয়মুখী বা ভোগমুখী। কাজেই, অন্যান্য মতে, প্রবৃত্তির পথে মোক্ষ-লাভ হয় না। কেননা, তাঁরা মনে করেন ভোগ রয়েছে মোক্ষের বিপরীত কোটিতে। সেইজন্যই, যে-ধর্মে ভোগের পথে মোক্ষের বিধান দেওয়া হয় তা তাঁদের দৃষ্টিতে গর্হিত। কারণ, ভোগের দ্বারা মোক্ষ, এ তাঁদের সংস্কারবিরোধী ও শাস্ত্রের অনভিমত।

তাঁদের মতে মোক্ষের জন্য চাই নিবৃত্তি। কেননা, নিবৃত্তিই আত্মাভিমুখী। এ সম্বন্ধে তন্ত্রও একমত। কিন্তু নিবৃত্তিসাধন নিয়ে, বিশেষ করে, বামাচারী তান্ত্রিকদের সঙ্গে অন্যমতাবলম্বীদের মতভেদ দেখা যায়।

"দু'ভাবে নিবৃত্তি সম্ভবপর—প্রবৃত্তি দমন করে আর প্রবৃত্তিকেই নিবৃত্তিতে রূপান্তরিত করে।" অর্থাৎ প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তিসাধন করে। এই শেষোক্ত উপায়ই বামাচারে তথা কুলধর্মে অবলম্বিত হয়েছে। জোর করে প্রবৃত্তি দমন করা যায় না। বাইরে প্রবৃত্তিমূলক কাজ থেকে জোর করে বিরত হলেই

---

১ পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।
নেষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥
—মহানির্বাণতন্ত্র, ৫।২৩

২ পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে।—নির্বাণতন্ত্র, পটল ১১

৩ যথা তোয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি।
তথৈব তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি॥—নির্বাণতন্ত্র, পটল ১১

নিবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তিকে ভোগবাসনা বলা যায়। অন্তরে যদি ভোগবাসনা থাকে, তা হলে শুধু বাইরে ভোগকর্মের বিরতিতে নিবৃত্তি আসবে না।

ভোগবাসনা লোপ করা অত্যন্ত কঠিন। তার কারণ, ভোগায়তন দেহ যতদিন থাকে ততদিন দেহধর্মের তাগিদেই ভোগবাসনা থাকে। "আয়ুর্বেদ বলেন—মানুষের শরীরে নিত্য বুভুক্ষা পিপাসা সুপ্তিস্পৃহা ও রতিস্পৃহা এই চতুর্বিধ বাঞ্ছা জন্মে।"[১]

পঞ্চমকার এই চতুর্বিধ বাঞ্ছাপূরণের উপযোগী। কাজেই, এতে প্রবৃত্তি দেহধর্মগত। আর, সেইজন্য তা দূষণীয়ও নয়। এ সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রের অভিমত —"মাংসভক্ষণে দোষ নেই, মদ্যপানেও নেই, মৈথুনেও নেই। কেননা, এ মানুষের প্রবৃত্তি। কিন্তু নিবৃত্তিই মহাফলদায়ক।"[২]

শ্রীমদ্ভাগবতেরও অনুরূপ অভিমত। "চমস মুনিকে মহারাজ নিমি প্রশ্ন করেন—যে-সব অবিজিতাত্মা অশান্তকাম ব্যক্তি শ্রীহরির ভজনা করে না তাদের নিষ্ঠা কি? উত্তরে মুনি বলেন—জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ আর মদ্যসেবা এই তিন ব্যাপারে জীবের নিত্য অনুরাগ। এ বিষয়ে কোনো প্রবর্তক শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োজন নেই। তবে এই স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়েও শাস্ত্রবিধি আছে। স্ত্রীসঙ্গের জন্য বিবাহবিধি, যজ্ঞে আমিষভক্ষণ ও সুরাপান বিধি। যে-ক্ষেত্রে স্ত্রীসঙ্গাদি শাস্ত্রবিহিত সেখানেও নিবৃত্তি কল্যাণজনক।"[৩]

দেখা যাচ্ছে, ধর্মশাস্ত্রাদি নিবৃত্তির প্রশংসা করেছেন কিন্তু প্রবৃত্তির নিন্দা করেন নি। এটি খুবই যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবোচিত। কারণ, "প্রকৃতির বিধানে যে-সব বস্তুতে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল সেই-সব বস্তু সে ভোগ করবেই।" এইজন্য, নিন্দা না করে "শাস্ত্র এই সব ভোগ নিয়মিত করে দেন এবং যথাবিহিত এই সব ভোগ যে ধর্ম, এরকম ভোগে যে কোনো পাপ নেই, এই বোধ শাস্ত্রানুসরণকারীদের মনে জাগিয়ে দেন। যে-ভোগ মানুষ না করে পারে না সেই ভোগ সম্বন্ধে তার মনে যদি অনবরত একটা পাপবোধ জেগে থাকে, তবে

---

১ শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছাঃ নৃণাং চতুর্বিধাঃ।
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ সুষুপ্সা চ রতিস্পৃহা।—ভাবপ্রকাশ, ১।১১০

২ ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।—মনুসংহিতা, ৫।৫৬

৩ লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৫।১১

সেই ভোগে তার পাপই হবে ; আর সেই ভোগ সম্বন্ধে তার মনে যদি একটা ধর্মবোধ থাকে, একটা শ্রদ্ধার ভাব থাকে, তবে সেই ভোগই তার প্রবৃত্তি দমনের, তার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে।"

অতএব, দেখা গেল ধর্মশাস্ত্রাদির মতেও ভোগবাসনা বা প্রবৃত্তি হলেই তা আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপন্থী হয় না; বরং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে তার চরিতার্থতায় যথার্থ নিবৃত্তি আসতে পারে।

এইভাবে বিচার করলে বলা যায়, বামাচারে পঞ্চমকারের ব্যবহার ধর্মশাস্ত্রাদিরও অনভিমত হয় না।

কিন্তু পঞ্চমকার বা পঞ্চতত্ত্ব-সাধনার তাৎপর্য আরও গভীর। পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে, পঞ্চমকারসেবায় দেহধর্মগত ভোগবাসনা বা প্রবৃত্তির তৃপ্তি হয়। "এইজন্য পঞ্চমকারসেবায় অথবা পঞ্চমকারের কোনো না কোনো এক বা একাধিক মকারের সেবায় সাধারণতঃ সব মানুষই প্রভূত আনন্দ পায়। যে-বস্তুতে মানুষের আনন্দ নাই সে-বস্তুতে তার অনুরাগও থাকে না এবং তাতে তার প্রবৃত্তিও হয় না।"

পঞ্চমকারের মধ্যে পঞ্চমমকারের সেবাতেই মানুষের সব চেয়ে বেশী আনন্দ। "পঞ্চমতত্ত্বে মানুষ যেরূপ প্রগাঢ় আনন্দ পায় তেমনটি আর কিছুতেই পায় না। এইটি জৈব আনন্দের পরাকাষ্ঠা"।[১]

এই আনন্দ স্বরূপতঃ ব্রহ্মানন্দ। নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে—"স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমে যে সৌখ্য অর্থাৎ আনন্দ তাই পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্ম"।[২]

লক্ষ্য করা গেছে, কুলধর্মের চরম লক্ষ্য, সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভ বা শিবত্ব লাভ বা ব্রহ্মোপলব্ধি। ব্রহ্মোপলব্ধি আর ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি একই বস্তু। পঞ্চমকারসেবায় এই ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয়।

আলোচ্যতন্ত্রে শিব বলছেন—সচ্চিদানন্দলক্ষণ আমাদের দুজনের (শিব-শক্তির) পরমাকার কুলদ্রব্য উপভোগের দ্বারাই সাধকচিত্তে পরিস্ফুরিত হয়, অন্য প্রকারে নয়।[৩] আবার বলছেন—কুলদ্রব্যের উপভোগে অন্তরে অবস্থিত অবাঙ্‌মনসোগোচর যে-আনন্দোল্লাস জাত হয় তা অন্য কোনো প্রকারে হয় না।[৪]

---

১ (ক) সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নম্।—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৪।১১, ৪।৫।১২

(খ) প্রজাপতিরমৃতানন্দ ইত্যুপস্থে। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।১০।৩

২ স্ত্রীপুংসো সঙ্গমে সৌখ্যং জায়তে তৎ পরমং পদম্। —নিরুত্তরতন্ত্র, পটল ৬

৩ ৫।৭২ ৪ ৫।৭৩

তন্ত্রান্তরেও অনুরূপ বচন পাওয়া যায়। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—আনন্দ ব্রহ্মের রূপ। তা দেহে অবস্থিত—এরূপ ভাবনা করতে হবে। পঞ্চমকারাদি তার অভিব্যঞ্জক।[১]

পরশুরামকল্পসূত্রে আছে—আনন্দ ব্রহ্মের রূপ। তা দেহে অবস্থিত। পঞ্চমকার তার অভিব্যঞ্জক।[২]

এইসব বচনের তাৎপর্য, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী সন্দেহ নেই। তবে মানুষের কাছে তার স্বদেহেই সে-আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হয়। পঞ্চমকার সেই ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকারজনক।[৩]

"শাস্ত্রবিহিত পঞ্চতত্ত্বের সেবায় কাম লোপ পায় এবং পঞ্চতত্ত্বসেবাজনিত আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ এই অনুভূতি ক্রমে দৃঢ় হয়। পঞ্চতত্ত্বকে যে ব্রহ্মানন্দের অভিব্যঞ্জক বলা হয়েছে এই তার তাৎপর্য।"

সহজ কথায় বলা যায়, "পঞ্চমকারের সেবায় ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়। অনুভূতি যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না। যাঁর অনুভূতি হয়নি অথচ যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করেছেন মনে করেন, মৈত্রেয়ী উপনিষদে তাঁকে মূঢ় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁর ব্রহ্মানন্দ কি রকম? না, বৃক্ষশাখায় অবস্থিত ফলের প্রতিবিম্ব দেখে ফলাস্বাদের আনন্দলাভ যেমন তেমনি"।[৪]

ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি অর্থ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি। এই ব্রহ্মোপলব্ধির অর্থ জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য লোপ; জীবাত্মার পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়া। লক্ষ্য করা গেছে, একেই বলে মোক্ষ। এরই নাম নির্বাণমুক্তি। তাই নির্বাণতন্ত্রের অভিমত—"নির্বাণমুক্তির জন্যই পঞ্চতত্ত্ব[৫]। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হলেই নির্বাণমুক্তিলাভ হয়। জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি পঞ্চতত্ত্বসেবায় সাধক পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়"।[৬]

---

১ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে বিভাবয়েৎ।
তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।—গন্ধর্বতন্ত্র, ২৭.৩৮-৩৭

২ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ।
—পরশুরামকল্পসূত্র, ১.১২

৩ তস্য অভিব্যঞ্জকাঃ তদ্বিষয়সাক্ষাৎকারজনকাঃ পঞ্চমকারাঃ।
—পূর্বোক্ত সূত্রের রামেশ্বরকৃত বৃত্তি।

৪ অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিতশাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ।—মৈত্রেয়ী উপনিষৎ, ২।২২

৫ পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে।—নির্বাণতন্ত্র, পটল ১১

৬ যথা তোয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি।
তথৈব তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি। —ঐ

অতএব, দেখা গেল, ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি বা ব্রহ্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই সাধনায় পঞ্চমকার বা পঞ্চতত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। তন্ত্রের পরিভাষায় এই উদ্দেশ্যসূচক শব্দ বাসনা। তবে, পারিভাষিক বাসনা শব্দের আরেকটি অর্থ আছে। তা হল তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে 'ভাবনা'।

বাসনা সম্পর্কে আলোচ্যতন্ত্রের পরিষ্কার নির্দেশ—গুরু ও কুলশাস্ত্রের কাছ থেকে সম্যক্‌রূপে বাসনা অবগত হয়ে সাধককে পঞ্চমুদ্রা বা পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার সেবা করতে হবে। নৈলে তাঁর পতন হবে।[১]

পঞ্চতত্ত্বের বাসনা অর্থাৎ উদ্দেশ্য উপরে বিবৃত হয়েছে। বাসনার অপর অর্থ আলোচ্যতন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে ১০৮-১১৩ সংখ্যক শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে।

এই বাসনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত না হলে পঞ্চতত্ত্ব সাধনার মর্ম বুঝা যাবে না। কি উদ্দেশ্যে কি ভাবনা নিয়ে পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার করা হয়, সেইটি হল আসল কথা। কেননা, বাসনানুসারেই কর্মের বিচার হবে। কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে "যখন যে-কাজে যার বাসনা কুৎসিত থাকে তখন সে-কাজ তার পক্ষে দোষের হয়, নৈলে হয় না।"[২]

মনে রাখতে হবে, পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার সহযোগে সাধনা তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত ধর্মসাধনা। অতএব শাস্ত্রের যথানির্দিষ্ট বিধানানুসারে এ সাধনা করতে হয়। নৈলে, এমনিতে পঞ্চমকার সেবা ত সংসারের বেশীরভাগ মানুষই করে। তাতে তাদের সাধনা হয় না এবং তার ফলে মুক্তিও মিলে না। আলোচ্যতন্ত্রেই একথা কোথাও পরিহাসচ্ছলে বলা হয়েছে,[৩] কোথাও বা পরিষ্কারই বলা হয়েছে।[৪]

লক্ষণীয়, সাধনার অঙ্গরূপেই যাগকালে পঞ্চতত্ত্বের বিধান তন্ত্রে দেওয়া হয়েছে। নৈলে, এমনিতে পঞ্চতত্ত্বসেবাকে আলোচ্যতন্ত্রেই দূষণীয় বলা হয়েছে।[৫] বলা হয়েছে, দেবতার প্রীতির জন্য যথাবিধি পঞ্চমকার সেবা না করে যে লোভের জন্য তা করে সে পাতকী।[৬]

---

১ শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যগ্‌ বিজ্ঞায় বাসনাম্।
পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্যথা পতিতো ভবেৎ॥—কুলার্ণবতন্ত্র, ৭।৯১

২ অতএব যদা যস্য বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ।
তদা দোষায় ভবতি নান্যথা দূষণং কচিৎ॥—কৌলাবলীনির্ণয়, উল্লাস, ৮

৩ দ্রঃ ২।১১-৭১১৯ ৪ দ্রঃ ৭।১০৪

৫ মৎস্যমাংসসুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্।
যাগকালং বিনান্যত্র দূষণং কথিতং প্রিয়ে॥
—কুলার্ণবতন্ত্র, ৫।৮৯ ; তা বি গ,-ধৃত পাঠ।

৬ কুলার্ণবতন্ত্র, ১০।৬

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা কেবলমাত্র বামাচারে বিহিত। পূর্বেই বলা হয়েছে—বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার এই তিন আচারের সাধারণ নাম বামাচার। শুধু বীরভাবের ও দিব্যভাবের সাধকেরাই বামাচারে সাধনার অধিকারী। এই উভয়ভাবের সাধকই উচ্চস্তরের সাধক। তন্ত্রে এঁদের লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিশুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় নির্বিকার অদ্বৈতপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকই পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনায় অধিকারী।

এমনি সাধকের সাধনায় ব্যবহৃত পঞ্চমকার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে "যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা।"[১]—যে-সব দ্রব্যের দ্বারা পতন হয় সে-সবের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়।

বলা বাহুল্য, এ সাধনা অতিশয় কঠিন সাধনা। কত কঠিন তারও ইঙ্গিত তন্ত্রে পাওয়া যায়। আলোচ্যতন্ত্রেই আছে—"কৃপাণধারাগমনের চেয়ে ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনের চেয়ে এবং সর্পধারণের চেয়েও কুলমার্গানুসরণ কঠিন।"[২]

আমরা কুলধর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কাজেই, প্রধানতঃ কৌলাচারে পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা আমাদের আলোচ্য। এ সাধনাকে গন্ধর্বতন্ত্রে নিসর্গদুর্গম বলা হয়েছে।[৩] এ যে কী ভীষণ দুর্গম কৌলাবলীনির্ণয়ে একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। যথা "কৌল সাধকের বামে রমণ-কুশলা রমণী, দক্ষিণে পানপাত্র, মধ্যে অর্থাৎ সাধকের সম্মুখে মরিচযুক্ত উষ্ণ শূকরমাংস। সাধকের স্কন্ধে ললিত রমণীয় বীণা। সদ্‌গুরুদের নির্দিষ্ট এই প্রপঞ্চ। (এই প্রপঞ্চের মধ্যে থেকেও সাধককে অবিচলিতচিত্তে সাধনা করতে হয়)। এইজন্য, কৌলধর্ম পরমগহন, যোগীদেরও অগম্য।"[৪]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এ সাধনা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ তন্ত্রের ভাষায় পশু। পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা পশুদের পক্ষে নিষিদ্ধ।[৫] শুধু তাই নয়, এমনকি পশুসন্নিধানেও পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীপূজা নিষেধ করা হয়েছে।[৬]

---

১ কুলার্ণবতন্ত্র ৫।৪৮   ২ ২।১২৫

৩ নিসর্গদুর্গমঃ কৌল সুগম ইব ভাত্যসৌ। গন্ধর্বতন্ত্র ৭০।৫০

৪ বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্।
মধ্যে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসম্।
স্কন্ধে বীণা ললিত-সুভগা সদ্‌গুরূণাং প্রপঞ্চঃ।
কৌলো ধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।—কৌলাবলীনির্ণয়, ২১।১৮৯-১৯০

৫ মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেবচ।
ইদমাচরণং দেবি পশোর্ন দিব্যবীরয়োঃ।—যোগিনীতন্ত্র, পটল ৬

৬ মকারপঞ্চকৈর্দেবীং নার্চয়েৎ পশুসন্নিধৌ।—কৌলাবলীনির্ণয়, পটল ৭

অবশ্য, এ-বিষয়ে মতভেদও আছে। "যেমন আগমকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে —মুখ্য অনুকল্প ও দিব্য পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা জগদম্বার নৈবেদ্য দিতে হবে। বীরেরা মুখ্যকল্পের দ্বারা নৈবেদ্য দেবে। পশুদের অনুকল্পের দ্বারা এবং দিব্যদের দিব্যকল্পের দ্বারা নৈবেদ্য দান বিধি।"[১]

হয়ত এই রন্ধ্রপথেই বিকার প্রবেশ করল। মুখ্য পঞ্চমকারের অনধিকারী পশুরা অনুকল্পের পরিবর্তে মুখ্যকল্পই ব্যবহার করতে লাগল। ফলে ধর্মের নামে চলল ব্যভিচার। আর একাজে অগ্রণী হলেন একদল তথাকথিত গুরু। তাঁরা নিজেদের মনগড়া কুলধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। সম্ভবতঃ এঁদের কথা স্মরণ করেই আলোচ্যতন্ত্রে বলা হয়েছে—"মিথ্যাজ্ঞান প্রচারের দ্বারা বঞ্চনাকারী গুরুশিষ্যপরম্পরাবর্জিত বহু ব্যক্তি নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে কুলধর্ম কল্পনা করে। অর্থাৎ কুলধর্ম বলে যা প্রচার করে তা তাদের নিজেদের কল্পনাপ্রসূত।"[২]

আলোচ্যতন্ত্রে এসব গুরু ও তাঁদের শিষ্যদের এবং তাঁদের ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করে যথাশাস্ত্র কুলদ্রব্য অর্থাৎ পঞ্চমকার সেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং আলোচ্য উল্লাসের উপসংহারের দিকে সার কথা বলা হয়েছে—জীবন্মুক্তির সুখসাধ্য উপায় কুলশাস্ত্রে রক্ষিত আছে।[৩] বলা বাহুল্য, এই সুখসাধ্য কথাটি আপেক্ষিক। উচ্চকোটির অধিকারী সাধকের পক্ষেই কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনা জীবন্মুক্তির সুখসাধ্য উপায়। সুখসাধ্য শব্দের আরেকটি ব্যঞ্জনা আছে। তা হল এই—অন্যমতে জীবন্মুক্তি লাভের উপায়ের তুলনায় কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায় সুখসাধ্য।

তৃতীয় উল্লাসে ঊর্দ্ধাম্নায়, তার মন্ত্র ও মাহাত্ম্য বিবৃত হয়েছে। মন্ত্র সম্বন্ধে শিবমুখে বলা হয়েছে—"ঊর্দ্ধাম্নায়ে অধিষ্ঠিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র (অর্থাৎ হংস মন্ত্র) আমাদের উভয়ের পরম রূপ। এটি যে জানে সে স্বয়ং শিব।"[৪] অন্যত্র বলা হয়েছে, মন্ত্রটি পরতত্ত্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দলক্ষণ শিবশক্তিময় ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বলে সকর্মা হয়েও নিষ্কর্মা, সগুণ হয়েও নির্গুণ।[৫]

---

১ পঞ্চতত্ত্বেন মুখ্যেন চানুকল্পেন বা প্রিয়ে।
দিব্যেন জগদম্বার্থে নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ॥
মুখ্যকল্পেন বীরাণাং নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ।
পশূনাঞ্চানুকল্পেন দিব্যানাং দিব্যকল্পকৈঃ॥
দ্রঃ সাধনরহস্যম্, পরিশিষ্টখণ্ডম্, অন্নদাপ্রসাদ কবিভূষণসংগৃহীতম্, পৃঃ ৩৮

২ ২।১১৭ ৩ ২।১৩৮ ৪ ৩।৪৯ ৫ ৩।১৪-১৫

মন্ত্র যে দেবতার রূপ অথবা দেবতা যে মন্ত্ররূপ[১] একথা তন্ত্রান্তরেও বলা হয়েছে। মন্ত্রে আর দেবতায় কোনো ভেদ নাই। কাজেই 'হংস'মন্ত্র শিবশক্তি, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপে এই মন্ত্র প্রাণীমাত্রে বিদ্যমান।[২]

অনেকগুলি বচনে প্রাসাদপরামন্ত্রের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে যিনি গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে প্রাসাদপরামন্ত্র অবগত হন, তিনি শিব থেকে অভিন্ন হয়ে যান।[৩] এহেন ব্যক্তির শুধুমাত্র দর্শনের দ্বারাই চণ্ডালও মুক্তি লাভ করে।[৪]

মন্ত্রটিকে বলা হয়েছে মন্ত্ররাজ। কেন না, দীর্ঘকালে একটিমাত্র ফল প্রদান করে এরূপ হাজার হাজার মন্ত্র আছে। কিন্তু এটি শীঘ্র সর্বফল প্রদান করে।[৫] এই মন্ত্র যথাবিধি জপ করলে জীব নিঃসংশয় ভুক্তিমুক্তি লাভ করে।[৬]

মন্ত্রটিকে কখনও প্রাসাদপরামন্ত্র আবার কখনও পরাপ্রাসাদমন্ত্র বলা হয়েছে। চতুর্থ উল্লাসেও ন্যাস-ধ্যানাদির সহিত এই মন্ত্র বিবৃত হয়েছে। প্রথমেই সাংকেতিক ভাষায়[৭] মন্ত্রটি ব্যক্ত করে এটিকে কেন প্রাসাদমন্ত্র বলা হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৮]

আলোচ্যতন্ত্রমতে এই মন্ত্রটিই কুলমন্ত্র।[৯] অর্থাৎ উক্ত তন্ত্রানুসারী কৌলাচারে এটিই মূলমন্ত্র।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় "কৌলাচারের প্রকারভেদ আছে। সময়াচারতন্ত্রমতে[১০] কৌলাচার দ্বিবিধ—আর্দ্র ও শুষ্ক। পঞ্চমকারযুক্ত হলে কৌলাচারকে আর্দ্র আর পঞ্চমকাররহিত হলে শুষ্ক বলা হয়। কলিযুগে বিশেষ করে আর্দ্রাচারই ফলপ্রদ।"

তাছাড়া, কৌলাচারে সম্প্রদায়ভেদও আছে। পূর্বকৌল ও উত্তরকৌল[১১], আর বামকৌল ও দক্ষিণকৌল[১২] সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়।

---

১ মন্ত্ররূপো ভবেদ্দেবঃ।—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, তারাখণ্ড, ৫৮।৩

২ কুলার্ণবতন্ত্র ৩।৭০ ৩ ৫।৭৭ ৪ ৩।৮৩

৫ ৩।৮৬ ৬ ৩।৯৯ ৭ ৪।৪

৮ ৪।৫-৮ ৯ ৪।৯

১০ আর্দ্রাশুষ্কবিভাগেন দ্বিধাচারং পুনঃ শৃণু।
আর্দ্রাচারস্তু বিজ্ঞেয়ো মকারৈঃ পঞ্চভির্যুতঃ॥
মকারপঞ্চরহিতঃ শুষ্কাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ বিশেষতঃ দেবি আর্দ্রাচারঃ ফলপ্রদঃ॥
—দ্রঃ প্রাণতোষিণী, কাণ্ড ৭, পরিচ্ছেদ ৪, বসুমতী সং, ১৩৩৫, পৃঃ ৫৩১

১১ দ্রঃ সৌন্দর্যলহরীর ৩৩ সংখ্যক শ্লোকের লক্ষ্মীধরকৃত টীকা।

১২ দ্রঃ অকুলবীরতন্ত্রম্ (খ), শ্লোক ১৩০, কৌলজ্ঞাননির্ণয়, পৃঃ ১০৫

কুলজ্ঞাননির্ণয়তন্ত্রে[১] রোমকূপাদিকৌল, বৃষণোত্থকৌল, বহ্নিকৌল ইত্যাদি বিভিন্ন কৌলসম্প্রদায়ের বা উপসম্প্রদায়ের নাম করা হয়েছে।

কুলমার্গের বা কৌলাচারের সাধনা যে একদা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এইসব বিভিন্ন নাম তার ইঙ্গিত বহন করে।

আলোচ্যতন্ত্রমতে কৌলাচরের আরাধ্যা কে, এই প্রশ্নটিও এই প্রসঙ্গে মনে জাগে। "তন্ত্রে কৌলাচার প্রধানতঃ শ্রীবিদ্যা বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে[২]। মুখ্য কৌলাচার একমাত্র শ্রীবিদ্যা বিষয়েই বিহিত।[৩] কাজেই মুখ্য কৌলাচারের আরাধ্যা শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শী। দেবীর ত্রিপুরসুন্দরী ললিতা কামেশ্বরী প্রভৃতি নামও প্রচলিত।"

"তবে কালী তারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি পরাশক্তির অন্যান্য মূর্তিও কৌলাচারে আরাধ্যা। কুলচূড়ামণিতন্ত্রের[৪] আরম্ভেই ত্রিপুরা কালিকা বাগীশ্বরী বিমলা মাতঙ্গিনী পূর্ণা চণ্ডনায়িকা একজটা দুর্গা প্রভৃতি কুলসুন্দরী অর্থাৎ কুলাচারে আরাধ্যা দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে।"

আলোচ্যতন্ত্রে কিন্তু কোথাও সরাসরি আরাধ্যার উল্লেখ করা হয়নি, করা হয়েছে তির্যকভাবে। প্রথমেই পরাপ্রাসাদমন্ত্রের কথা ধরা যাক। পরার প্রাসাদ যে-মন্ত্রে তা পরাপ্রাসাদমন্ত্র। এটিকে কুলমন্ত্র অর্থাৎ মূলমন্ত্র বলা হয়েছে। মন্ত্র আর দেবতা অভিন্ন। কাজেই, এই সিদ্ধান্ত হয়, এই তন্ত্রমতে কুলাচারের আরাধ্যা পরা বা পরাশক্তি। ইনি শিবাভিন্না। অতএব, বিচারের ক্ষেত্রে একে শিবশক্তি বলা যায়। পূর্বে লক্ষ্য করা গেছে, পরাপ্রাসাদ মন্ত্রকে বলা হয়েছে শিবশক্তির রূপ। শিবশক্তিকে পরশিবও বলা যায়। আবার পরাশক্তিও বলা যায়। কাজেই, এই দিক্ দিয়ে বিচারেও পরাশক্তিকে আরাধ্যা বলতে কোনো বাধা হয় না। অবশ্য, একই যুক্তি অনুসারে পরশিবকেও আরাধ্য বলা যেতে পারে। পরবর্তী ধ্যানসম্পর্কিত বচনে[৫] এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়।

পরাশক্তি যে আরাধ্যা একথার সমর্থন পাওয়া যায় একাধিক বচনে। একটি বচনে শিব বলছেন—'প্রিয়ে, পূর্ণাভিষেকসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ এবং সংযতাত্মা ব্যক্তিরা তোমার অর্চনা করবে।'[৬]

---

১ দ্রঃ পটল ১৪, ১৬, ২১ ২ কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ৫৬

৩ ঐ, পৃঃ ২৫০ ৪ দ্রঃ ১।১-২ ৫ ৪।১১৪ ৬ ৬।৪

অন্যত্র বলছেন—'দেবী, এই সব লক্ষণযুক্ত নিয়তব্রত যে কৌলিক তোমার অর্চনা করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়।'[১]

আরেক জায়গায় পূজকের লক্ষণ, কুলদ্রব্যের সংস্কার এবং অর্চনার বিষয় বলতে গিয়ে দেবীকে বলছেন—"যাদের পাপ অপগত হয়েছে, যারা পুণ্যবান্, উত্তমরূপে কুলজ্ঞানসম্পন্ন সেই সব দৃঢ়ব্রত মানুষ তোমার ভজনা করবে।"[২]

বচনগুলিতে কোথাও দেবীর কোনো নামোল্লেখ করা হয়নি। তবে একটি বচনে তাঁকে অরূপা পরমা শিবা বলা হয়েছে।[৩] অরূপা পরমা শিবা ব্রহ্মময়ী পরাশক্তিকেই বলা যায়।

অতএব, কোথাও স্পষ্ট করে না বললেও আলোচ্যতন্ত্রমতে যে কৌলাচারের আরাধ্যা পরাশক্তি এই সিদ্ধান্ত হতে পারে।

এবার পূর্বের কথায় ফেরা যাক। মন্ত্রের বিষয় বলার পর সাধকের প্রাতে শয্যাত্যাগ থেকে আরম্ভ করে পূজাগৃহে প্রবেশ করতঃ আসনে উপবেশন ইত্যাদি বিবিধ কার্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার পর বিবিধ প্রকারের ন্যাস বিবৃত হয়েছে।

ন্যাসের পর বিহিত হয়েছে ধ্যান। বলা হয়েছে—অর্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান করতে হবে। পুরুষরূপে বা স্ত্রীরূপে দেবতার ধ্যান কর্তব্য। অথবা সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বতেজোময় সচরাচরবিগ্রহ নিষ্কলের ধ্যান করা উচিত।[৪]

মনে হয়, সাধকের রুচি অনুসারে এই ধ্যানের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অর্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান অথবা পুরুষরূপে দেবতার ধ্যানের কথা বলায় কুলার্ণবতন্ত্রের অভিমত আরাধ্যবস্তু সম্পর্কে মনে সংশয় জাগতে পারে—আরাধ্য শিব, না আরাধ্যা শক্তি। বস্তুতঃ এরূপ সংশয়ের কোনো হেতু নেই। কারণ, তন্ত্রের মতে শিবশক্তি অভিন্ন। এঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। যিনি শক্তি তিনিই শিব, একথা ধ্রুব।[৫] অন্যত্র বলা হয়েছে ত্রিপুরা ত্রিবিধা, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরস্বরূপিণী[৬]। কাজেই, অর্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান বললে অর্ধনারীশ্বররূপে পরাশক্তির ধ্যান বুঝান হয়েছে, একথা বললে তা তন্ত্রদৃষ্টিতে অসঙ্গত হবে না। তন্ত্রে এরূপ সিদ্ধান্তের বহু সমর্থন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন দেবী শিবকে বলছেন—তুমি

---

১ ৬।১১ ২ ৬।৩ ৩ ৬।৭৫

৪ ৪।১১৪-১৫

৫ নানয়োর্বিদ্যতে ভেদো যা শক্তিঃ স শিবো ধ্রুবম্।—গন্ধর্বতন্ত্র ৪০।৪

৬ ত্রিপুরা ত্রিবিধা দেবি ব্রহ্মাবিষ্ণ্বীশরূপিণী।—বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণব, পৃঃ ১০৯

আমিই, অন্য কেউ নও, ব্রহ্মা আমি, বিষ্ণুও আমি।[১] আবার শিব বলছেন—দেবীই আমি পুরুষরূপে, স্ত্রীরূপে আমিই দেবী। আমাদের মধ্যে ভেদ নেই। যে-ভেদ কল্পিত হয় তা অজ্ঞানের জন্য।[২]

আবার বলা হয়েছে, শিবশক্তি দ্বিবিধা-নির্গুণা এবং সগুণা। নির্গুণা জ্যোতির্ময়ী পরব্রহ্মসনাতনী।[৩]

আলোচ্য বচনে যাঁকে সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বতেজোময় সচরাচরবিগ্রহ বলা হয়েছে তিনি এই পরব্রহ্মসনাতনী পরাশক্তি। কেননা, সচ্চিদানন্দলক্ষণাদি ব্রহ্ম সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ব্রহ্ম স্ত্রী পুরুষ নপুংসক কিছুই নন।[৪] ব্রহ্মময়ী শক্তি সম্বন্ধেও বলা হয়েছে—ইনি স্বরূপতঃ স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, ক্লীবও নন।[৫]

অতএব, ধ্যানসম্পর্কিত আলোচ্য বচনে কৌলাচারের আরাধ্যা সম্বন্ধে কোনো সংশয় সূচিত হয়নি। এ আরাধ্যা পরাশক্তি। অবশ্য, এবংবিধ যুক্তি অনুসারে পরশিবও আরাধ্য হতে পারেন এবং নিষ্কল ব্রহ্মও আরাধ্য হতে পারেন।

ধ্যানের পর মুদ্রাপ্রদর্শন, বীজমন্ত্র জপ এবং গুরুর ধ্যান করতে হবে। তা করলে পর ন্যাস সম্পূর্ণ হবে। ন্যাসের মহিমা কীর্তন করে উল্লাস সমাপ্ত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যায়, বীজমন্ত্র জপের কথা বললেও এবং অন্যত্র পরাবীজ ও প্রাসাদবীজের এবং পরাপ্রাসাদবীজের উল্লেখ করলেও আলোচ্যতন্ত্রে কোথাও বীজমন্ত্র ব্যক্ত করা হয় নি। সম্ভবতঃ বীজমন্ত্র প্রকাশ্য নয় এবং গুরুমুখে জ্ঞাতব্য বলে গ্রন্থে তা ব্যক্ত করা হয় নি।

পঞ্চম উল্লাসের বিষয়বস্তু কুলদ্রব্য। মদ্যপাত্রের আধার মদ্যপাত্র, পৈষ্টী গৌড়ী ইত্যাদি মদ্যের প্রস্তুতপ্রণালী, বিভিন্ন রকমের মদ্যের গুণ এবং কোন কর্মে কোন মদ্য প্রশস্ত, এইসব বিবৃত হয়েছে। এর পর কীর্তন করা হয়েছে

---

১ ত্বমেবাহং ন চান্যোঽসি ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরপ্যহম্।—গন্ধর্বতন্ত্র, ৪৮।৪৪

২ দেবৈবাহং পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণাহমেব হি।
আবাভ্যাং নহি ভেদোঽস্তি ভেদস্ত্বজ্ঞানসম্ভবম্।—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সুন্দরীখণ্ড, ৩।৮৫-৮৬

৩ শিবশক্তির্দ্বিধা দেবি। নির্গুণা সগুণাপি চ।
নির্গুণা জ্যোতিষাং বৃন্দং পরং ব্রহ্মসনাতনী।—নিরুত্তরতন্ত্র, পটল ২

৪ নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৫।১০

৫ নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ঢো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।—নবরত্নেশ্বরবচন, দ্রঃ তন্ত্রতত্ত্ব, পৃঃ ৩২৪

সুরামাহাত্ম্য। সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সব মদিরা ব্রহ্মগা এবং চিত্তশুদ্ধির সাধন। তার মধ্য থেকে যে-কোনো একটি সংগ্রহ করে পূজাকর্ম সম্পাদন করতে হবে।[১] মদ্যের অভাব হলে তার অনুকল্পেরও বিধান দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর মাংসের বিষয় বিবৃত হয়েছে। মদ্যের মতো মাংসও সাধনার অঙ্গ হিসাবেই বিহিত। সেইজন্য প্রাণীবধ সম্পর্কে বলা হয়েছে—পিতৃযজ্ঞে ও দেবযজ্ঞে বৈধহিংসা বিহিত। শাস্ত্রে নিজের জন্য প্রাণী-হিংসার কথা কখনো বলা হয়নি।[২] স্মার্ত বিধানের সঙ্গে এ বিধানের ভেদ নেই। তন্ত্রের বিধানানুসারে পশুবলি দিয়ে তার মাংস ব্যবহার করতে হবে। মাংসের অভাবে তার অনুকল্পও বিহিত হয়েছে।

কুলপূজায় পূজাদ্রব্যরূপেই মদ্যাদির বিধান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, এ সবের ব্যবহার নিষিদ্ধ। আলোচ্যতন্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে—কুলপূজা বিনা যে মদ্যাদি সেবন করে সে এবং তার একবিংশতি পুরুষ ঘোর নরকে যায়।[৩]

এখানে একবার কুলপূজার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। তার প্রধান বক্তব্য—ত্রিজগতে কুলপূজার মতো পুণ্য আর নেই। যে ভক্তিসহকারে কুলপূজা করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়।[৪]

এই প্রসঙ্গেই এসেছে চক্রানুষ্ঠানের কথা। চক্রানুষ্ঠান দর্শন করলেই মহাপুণ্য হয়।

এই উল্লাসে কুলদ্রব্যের বিশেষ করে মদ্য ব্যবহারের উপযোগিতা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। পূজাকালেও ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান বিহিত কি না এ সম্পর্কে সব তন্ত্র একমত নয়। যেমন মেরুতন্ত্রে আছে—ব্রাহ্মণ সুরাপান করলে রৌরব নরকে যাবেন।[৫] আবার মাতৃকাভেদতন্ত্রে বলা হয়েছে—মদ্যপানে ব্রাহ্মণের মহামোক্ষ লাভ হয়।[৬] আলোচ্য তন্ত্রের অভিমত—যেমন ব্রাহ্মণদের পক্ষে যজ্ঞে সোমপান বিহিত তেমনি শাস্ত্রবিহিত আচারে ভোগমোক্ষপ্রদায়ক মদ্যপান করা উচিত।[৭]

---

১ কুলার্ণবতন্ত্র, ৫।৪১ ২ ঐ, ৫।৪৭ ৩ ঐ, ৫।৭০ ৪ ঐ, ৫।৫৬

৫ ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পীত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।—মাতৃকাভেদতন্ত্র, ৪।২-এর টীকায় উদ্ধৃত।

৬ ব্রাহ্মণস্তু মহামোক্ষং মদ্যপানে প্রিয়ংবদে। মাতৃকাভেদতন্ত্র, ৬।৩২

৭ কুলার্ণবতন্ত্র, ৫।৯০

কিন্তু যে-কোনো ব্রাহ্মণ বা যে-কোনো ব্যক্তি এরূপ মদ্যপানে অধিকারী নন। এ সম্বন্ধে উক্ত তন্ত্রের নির্দেশ—"যে নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, ধীর, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কুতূহল, যে বেদশাস্ত্রার্থ নির্ধারণ করেছে, বরদায়িনী বারুণী তারই পান করা বিধি।"[১]

মদ্যপানের উপযোগিতা এখানে বিশেষ করে বিবৃত হয়েছে। তার সার কথা হল—মন্ত্রার্থ স্ফুরণের জন্য, মনের স্থৈর্যবিধান করার জন্য এবং ভবপাশ ছিন্ন করার জন্য মদ্যপান করতে হয়।[২]

দিব্য পঞ্চতত্ত্বের বাসনা বিবৃত করে উল্লাস সমাপ্ত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিব্য পঞ্চমতত্ত্বের বাসনার উল্লেখ করা যাচ্ছে। যথা—পরাশক্তি পরশিব এই মিথুনের সংযোগ মৈথুন। এই মৈথুন থেকে যে-আনন্দ উৎপন্ন হয় তার উপর যার নির্ভর অর্থাৎ যে তাতে নিমগ্ন থাকে তারই হয় মৈথুন। অন্যেরা স্ত্রী-সম্ভোগকারী মাত্র।[৩]

ষষ্ঠ উল্লাসে কুলপূজক অর্থাৎ কৌলাচারী সাধকের লক্ষণ ও কুলদ্রব্যের অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের সংস্কারাদি বিবৃত হয়েছে। উক্ত লক্ষণ সম্পর্কে একটি বচনে শিবমুখে বলা হয়েছে—পূর্ণাভিষেকসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ এবং সংযতাত্মা ব্যক্তিরা তোমার অর্চনা করবে।[৪] অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিরাই কৌলাচারে পরাশক্তির পূজায় অধিকারী।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গান্তরে এই বচনটি পূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে।

পূজকের লক্ষণ নির্দেশ করার পর পঞ্চশুদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ পদার্থের শুদ্ধিকে বলা হয় পঞ্চশুদ্ধি। পঞ্চশুদ্ধির পর মণ্ডল অঙ্কন ও পঞ্চপাত্র স্থাপনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

এরপর মদ্যাদিশোধন বিবৃত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় শোধনমন্ত্রগুলি সবই বৈদিক মন্ত্র।

অতঃপর গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা, দেবীর আবাহন ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হয়েছে। কৌলসাধকের আলোচ্যতন্ত্রাভিমত আরাধ্যা পরাশক্তি। ইনি ব্রহ্মস্বরূপিণী। অতএব, অরূপা, সর্বব্যাপিনী। তা হলে তাঁকে আবার আবাহন করার যৌক্তিকতা কোথায়? তার উত্তরে আলোচ্যতন্ত্রে বলা হয়েছে—কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তিরা অরূপাকে রূপিণী কল্পনা করে পূজা করে।[৫] রূপিণী হলে পরে আবাহনাদি যুক্তিসিদ্ধ।

---

১ ৫।৮২ ২ ৫।৮৭ ৩ ৫।১১২ ৪ ৬।৪ ৫ ৬।৭৫

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, শুধু কৌল সাধকের আরাধ্যা নয়, শাস্ত্রবিহিত, এমনকি, লৌকিক, সব দেবতা সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। কেননা, স্বরূপতঃ সব দেবতাই ব্রহ্ম। আলোচ্যতন্ত্রে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—সাধকের হিতের জন্যই চিন্ময় অপ্রমেয় নিগুর্ণ অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা।[১]

প্রতিমাদিতে পূজারও এই তত্ত্ব। একটি সহজ উপমার সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—গাভীর সর্বাঙ্গে দুধ থাকলেও তা যেমন স্তনমুখে ক্ষরিত হয় তেমনি দেবতা সর্বগত হলেও প্রতিমাদিতে দীপ্তি পান।[২]

প্রতিমাদিতে যেমন পূজা হয় তেমনি যন্ত্রেও পূজা হয়। প্রতিমায় পূজার ক্ষেত্রেও যথাবিধি যন্ত্রাঙ্কন করে পূজা করতে হয়। যন্ত্রে পূজার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। আলোচ্যতন্ত্রের অভিমত—যন্ত্র মন্ত্রময়। দেবতা মন্ত্ররূপী। যন্ত্রে পূজিত হলে দেবতা সহসাই প্রসন্ন হন।[৩]

আবার অন্যত্র দেবতাকেই যন্ত্ররূপ বলা হয়েছে।[৪]

কৌলপূজা সম্পর্কে নানা বিধিনিষেধ আছে। সে-সব এবং যন্ত্রমন্ত্রাদি সব পূজাঙ্গের তত্ত্ব এবং পূজানুষ্ঠানের ক্রম গুরুমুখে যথাশাস্ত্র অবগত হয়ে যথাবিধি পূজা করতে হবে। এসব না জেনে শুধু অনুষ্ঠান করে গেলে তাতে কোনো ফল হবে না।

কৌলপূজা ক্রিয়াকর্মবহুল অনুষ্ঠান। বটুকবলি ইত্যাদি এ পূজার অঙ্গ। সপ্তম উল্লাসে বটুকবলি যোগিনীবলি ভূতবলি ইত্যাদি, কুলদীপ প্রদর্শন, শক্তিলক্ষণ ও শক্তিপূজা, পূজায় দ্রব্যস্বীকার, এই সব কথিত হয়েছে।

কৌলাচারের সাধনা শক্তিসহ সাধনা। এখানে শক্তি অর্থ সাধনসঙ্গিনী। শক্তি নানাবিধ। তাঁদের মধ্যে কারা গ্রহণীয়া ও কারা বর্জনীয়া তা কয়েকটি বচনে বলা হয়েছে।[৫]

যথাবিধি শক্তিপূজার পর পূজা সমর্পণ করতে হয়।

খুব সাবধানে করলেও পূজায় ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটতে পারে। তার জন্য সাধক এই মন্ত্রটি পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি যা কিছু করেছি, ওগো শিবা, সে তোমার কৃত্য, এই জেনে আমাকে ক্ষমা কর।[৬]

এর অন্তর্নিহিত ভাব—অহংবুদ্ধি বর্জন ও ব্রহ্মৈকভাবনা। সাধক নিমিত্ত-মাত্র। সাধক যা করেছেন তা তাঁকে নিমিত্ত করে দেবীই করেছেন। অথবা,

---

১ ৬।৭৩ ২ ৬।৭৬ ৩ ৬।৮৬

৪ ৬।৮৫ ৫ ৭।৪২-৫১ ৬ ৭।৫৬

দেবী সর্বস্বরূপা। সাধকও তাঁরই রূপ। কাজেই, সাধক যা করেছেন তা দেবীই করেছেন। এটি অবশ্য সাধনার চরম-উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু তা হওয়ার আগেও এরূপ ভাবনা নিঃসন্দেহ সেই উপলব্ধির সহায়ক হয়।

ক্ষমা প্রার্থনার পর করতে হবে দেবীর উদ্বাসন। এই উদ্বাসন হবে সাধকের হৃৎপদ্মে।[১]

সাধারণভাবে কুলপূজার কথা বলা হলেও, প্রসঙ্গ থেকে অনুমান হয় এখানে অধিকারী গুরুর কুলপূজার কথা বলা হয়েছে। কেননা, উদ্বাসনের পরই গুরুকর্তৃক শিষ্যের দেহশুদ্ধি এবং গুরুর কাছে শিষ্যের তত্ত্বত্রয়ের জ্ঞানলাভ বিহিত হয়েছে। গুরুর যথাশাস্ত্র মদ্যপান এবং শিষ্যকে মদ্যপ্রসাদ দানের কথাও এই উপলক্ষে বিবৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মদ্যপান সম্পর্কে বিবিধ বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত মদ্যপান সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ, এটি হোম।[২] আলোচ্যতন্ত্রে স্পষ্ট ভাষাতেই বলা হয়েছে—অহন্তারূপ পাত্রভরে ইদন্তারূপ পরমামৃত পরাহন্তাময় অগ্নিতে হোম—এরই নাম দ্রব্যস্বীকার অর্থাৎ মদ্যপান।[৩]

বাহ্য মদ্যপান এই তত্ত্বেরই দ্যোতক। এই বাহ্য মদ্যপানের প্রকারভেদ, পরিমাণ ইত্যাদির যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে এই ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

এই উল্লাসের সমাপ্তির দিকে আছে এই বহুবিতর্কিত বচনটি—পানের পর পান করে যাবে। ভূতলে পতিত না হওয়া পর্যন্ত বার বার পান করবে। পতিত হলে উঠে আবার পান করবে। এরূপ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।[৪]

অনধিকারী ব্যক্তিরা এই বচনের মর্ম অবগত নন। সেইজন্য, এটিকে এবং পরবর্তী বচনটিকে[৫] যথেচ্ছ মদ্যপানের সমর্থক প্রমাণরূপে ব্যবহার করেন অথবা বচন দুটির দৃষ্টান্ত দিয়ে তান্ত্রিক সাধনার নিন্দা করেন।

অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বচনদুটি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদলের মতে বচন দুটি দিব্যপান সম্পর্কে প্রযোজ্য, মুখ্যপান সম্পর্কে নয়। দিব্যপানের

---

১ ৭।৪৭ ২ ৭।৮৮ ৩ ৭।৮৯

৪ পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৭।১০০

৫ আনন্দাত্তৃপ্যতে দেবী মূর্চ্ছয়া ভৈরবঃ স্বয়ম্।
বমনাৎ সর্বদেবাশ্চ তস্মাৎ ত্রিবিধমাচরেৎ ॥ ৭।১০১

বিষয়ে আলোচ্য তন্ত্রেই বলা হয়েছে—"মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ সেখানকার সহস্রারে সাধক বার বার যাতায়াত করবে। সেখানে চিৎচন্দ্রের (শিবের) সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির সামরস্যসুখের উদ্ভব হয়। ব্যোমপঙ্কজ অর্থাৎ সহস্রারে এই সামরস্যজনিত অমৃত ক্ষরিত হয়। সাধক সেই অমৃত পান করে। এরই নাম সুধাপান অর্থাৎ কুলশাস্ত্রবিহিত মদ্যপান। এরূপ সুধাপানকারী ব্যতীত অন্যেরা মদ্যপ মাত্র"।[১]

সহস্রারে পূর্বোক্তভাবে বার বার যাতায়াতই পানের পর পান। সহস্রার থেকে মূলাধারে নেমে আসা ভূতলে পতিত হওয়া। পুনরায় সহস্রারে যাওয়াই উঠে আবার পান করা। এরূপ করতে করতে সাধকের ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয়ে যাবে অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি হয়ে যাবে। আর তা হলেই আর পুনর্জন্ম হবে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য বচনে যোগসাধনার কথাই বলা হয়েছে। কৌলাচারের সাধনা বস্তুতঃ যোগসাধনা। মুখ্য পঞ্চমকার নিয়ে সাধনাও তাই। আলোচ্যতন্ত্রে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে—কুলধর্মে ভোগ হয়ে যায় যোগ, প্রত্যক্ষ পাতক হয়ে যায় সুকৃতি আর সংসার হয়ে যায় মোক্ষসাধন।[২] প্রসঙ্গান্তরে এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

অধিকারী ব্যক্তিদের অপর দল মনে করেন বচন দুটি মুখ্যপান সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তবে তাঁদের মতে এ পান পূর্ণাভিষিক্ত উন্মনোল্লাসারূঢ় সাধকের পান, অন্যদের নয়। আলোচ্যতন্ত্রেই এরকম সাধকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—উন্মনা নামক ষষ্ঠ উল্লাসে সাধকদের মুহুর্মুহু উত্থান-পতন এবং মূর্চ্ছা হয় বলে তাঁরা উন্মনা হন।[৩]

এঁরা উচ্চকোটির শক্তিশালী সাধক। যথেচ্ছ মুখ্যপানেও এঁরা বিচলিত বা বিকারগ্রস্ত হন না। এঁদের পক্ষে যা বিধি, নিম্নাধিকারী সাধকের পক্ষে তা বিধি নয়। এঁদের মুখ্যপান উচ্চাধিকারীর যোগসাধনার অঙ্গ। কাজেই বচন দুটিকে কোন প্রকারেই যে-কোনো সাধকের যথেচ্ছ মদ্যপানের সমর্থক বলা চলে না।

অষ্টম উল্লাসে আরম্ভাদি সপ্ত উল্লাস, দ্রব্যসঙ্গতি ও পাত্রমেলন বিবৃত হয়েছে।

আরম্ভাদি উল্লাসের বেলা উল্লাস অর্থ উপাসকের দশাবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষ। এই উল্লাসের মধ্যে ক্রমোর্দ্ধতা আছে। উল্লাসভেদে মদ্যপানের

১ ৫।১০৭-৮ ২ ২।২৫ ৩ ৮।৮১

পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। আলোচ্য অষ্টম উল্লাসেও মদ্যপান সম্পর্কে বিধিনিষেধ ব্যক্ত হয়েছে। যা সহজেই মানুষকে বিকারগ্রস্ত করে দিতে পারে তার সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই সতর্কতা। প্রাণনাশক বিষকে প্রাণরক্ষক ঔষধরূপে ব্যবহার অতি কঠিন বলেই তার ব্যবহার সম্বন্ধে বার বার বিধিনিষেধের উল্লেখ করতে হয়। সাধক মদ্যের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ পানাবশিষ্ট কাকে দেবেন-না-দেবেন সে-সবও বিবৃত হয়েছে। তারপর বলিবিসর্জন ও উচ্ছিষ্টভৈরবের পূজা-ধ্যান বর্ণনা করার পর শান্তিস্তব বিবৃত হয়েছে। শান্তিস্তবের পর অনেকগুলি বচন জুড়ে রয়েছে শান্তিবাচন।

এই উপলক্ষে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কৌল সাধকের পূজায় মদ্যপান সাধারণ মদ্যপান নয়, তা যজ্ঞ। বলা হয়েছে—"শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত, ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব পর্যন্ত, কালাগ্নি থেকে শিব পর্যন্ত, জগৎ আমার যজ্ঞের (এখানে মদ্যপানরূপ যজ্ঞ) দ্বারা তৃপ্ত হোক।"[১]

প্রৌঢ়োল্লাস পর্যন্ত আরূঢ় সাধককে শাস্ত্রবিহিত নানা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। কিন্তু প্রৌঢ়ান্ত-উল্লাসে আরূঢ় বীরভাবের সাধকের আর কার্যাকার্য থাকে না। তাঁর ইচ্ছাই শাস্ত্র হয়ে যায়।[২] শুধু তাই নয়, তাঁর জল্পে জপফল লাভ হয়। তাঁর তন্দ্রা হয়ে যায় সমাধি। তাঁর অপচার হয় পূজা। তাঁর সমাহৃত বস্তুমাত্র হয় ভৈরবীবলি।[৩]

প্রৌঢ়ান্ত-উল্লাসের এমনি আরও মাহাত্ম্য কীর্তন করে উক্ত উল্লাসে আরূঢ় সাধকদের ভৈরবীচক্র সাধনার বিষয় বলা হয়েছে। চক্রে সমবেত সাধক-সাধিকার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে সম্প্রদায়ের বাইরের লোকদের এঁদের সম্বন্ধে খুবই খারাপ ধারণা হতে পারে। কিন্তু ভিতরের লোকেদের কাছে এঁদের আচরণ, ক্রিয়াকর্মের অন্য তাৎপর্য। নির্বিকার, সাধ্যে নিবিষ্টচিত্ত, এই সব ভৈরব-ভৈরবীদের দেবতাবুদ্ধিতে দর্শন করার নির্দেশ আলোচ্যতন্ত্রে দেওয়া হয়েছে।[৪]

প্রৌঢ়ান্তোল্লাসের পরবর্তী উল্লাস উন্মনা। এই উল্লাসের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এটি ষষ্ঠ উল্লাস।

সপ্তম উল্লাসের নাম অনবস্থা। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—দেহেন্দ্রিয়ের অবশ অবস্থাকে অনবস্থা বলা হয়। অনবস্থাবিধানকারী এই সপ্তম উল্লাসে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত সাধক পরামন্ত্রস্বরূপ হয়ে যান। মূর্চ্ছাসন্নিকর্ষই মুক্তির পরম মূল।[৫] এটি সাধকের চরম অবস্থা।

---

১ ৮।৫৩ ২ ৮।২৭ ৩ ৮।৫৯ ৪ ৮।৭৯ ৫ ৮।৮৪

এই অবস্থায় সাধক ব্রহ্মধ্যাননিবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মাস্বাদ লাভ করেন। তা ছাড়া তার সঙ্গে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও তিনি লাভ করেন।[১]

এরপর ভৈরবীচক্রের বিষয় বিবৃত হয়েছে। ভৈরবীচক্রসাধনা একটি গুহ্য তান্ত্রিক সাধনা। এর গূঢ়ার্থ অধিকারী গুরুর কাছে জানতে হবে। যোগ্য বিবেচিত হলে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই সাধনায় অধিকারী। আলোচ্য-তন্ত্রে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথার সঙ্গে বলা হয়েছে—এই চক্রে জাতিভেদ নেই ; সকলকেই শিবতুল্য মনে করা হয়। এরূপ মত বেদেও প্রতিষ্ঠিত। বেদ বলেছেন সবই ব্রহ্ম।[২]

নবম উল্লাসের বক্তব্য বিষয়—যোগ, যোগীশ্বরের লক্ষণ ও কুলভক্তি সহ অর্চনার ফল।

প্রথমেই ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই যোগীর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এবং তার পর সমাধিলক্ষণ বিবৃত হয়েছে। তারপর আবার ধ্যানের মাহাত্ম্য ও ধ্যানের লক্ষণ বলা হয়েছে। একটি বচনে আছে—"যেমন ধ্যানবলে কীটও ভ্রমর হয়ে যায় তেমনি ধ্যানবলে মানুষও ব্রহ্ম হয়ে যায়।"[৩]

এমনি যে-যোগী ব্রহ্ম হয়েছেন অর্থাৎ যাঁর ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—এঁর চেষ্টামাত্রই অর্চনা, কথাবার্তামাত্রই উত্তম মন্ত্র আর নিরীক্ষণমাত্রই ধ্যান।[৪]

এরকম যাঁর দেহাভিমান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরমাত্মা যাঁর বিদিত তাঁর যেখানে যেখানে মন যাবে সেখানেই সমাধি হবে।[৫]

সাধনায় নিয়মপালন, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির প্রয়োজন সিদ্ধিলাভের সহায়করূপে। সিদ্ধিলাভ হয়ে গেলে এসবের আর প্রয়োজন থাকে না। কৌল সাধনার চরম লক্ষ্য পরাশক্তি পরশিব বা পরব্রহ্মের উপলব্ধজ্ঞান। সেটি লাভ হয়ে গেলে আর কোনো নিয়মাদি পালনের দরকার নেই। একটি সুন্দর উপমা দিয়ে আলোচ্যতন্ত্রে কথাটা বলা হয়েছে—পরব্রহ্ম বিজ্ঞাত হলে আর কোনো নিয়মের প্রয়োজন হয় না। মলয় বাতাস পাওয়া গেলে তালপাতার পাখার আর কি প্রয়োজন।[৬]

এই প্রসঙ্গে প্রকৃষ্ট যোগ কি তা নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—পদ্মাসন করলে যোগ হয় না, নাসাগ্র নিরীক্ষণ করলেও যোগ হয় না। যোগ-বিশারদেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন।[৭]

---

১ ৮।৯২ ২ ৮।১০১ ৩ ৯।১৬ ৪ ৯।২২
৫ ৯।২৩ ৬ ৯।২৮ ৭ ৯।৩০

লক্ষ্য করা গেছে পঞ্চমকার নিয়ে সাধনারও লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধি। সেই উপলব্ধিতে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ ঘুচে যায়। এটি কৌলাচারের লক্ষ্য। তাই, এখানেও সাধারণভাবে জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যোপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়ে উপনিষদাদির যে-লক্ষ্য কৌলতন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য। বস্তুতঃ অনেকে তন্ত্রকে উপনিষদের শেষভূত মনে করেন।[১] সাধনার ক্ষেত্রে আত্মচিন্তা বা তত্ত্বচিন্তার কথা যে উভয়ত্র অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট তাও লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্যতন্ত্রে তত্ত্বচিন্তাকে শ্রেষ্ঠ চিন্তা, পরমাত্মায় জীবাত্মার লয়কে শ্রেষ্ঠ পূজা বলা হয়েছে[২]—আর ওঁ-কে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।[৩]

এই প্রসঙ্গে পরতত্ত্ববিদ্ কৌল যোগীর যে-পূজাদির কথা বলা হয়েছে তা সাধারণ পূজাদি থেকে ভিন্ন। বলা হয়েছে—"যথার্থতঃ যোগীকে শিবশক্তিপরা পূজা করতে হবে। যোগী সতত মন্ত্র ও জল ছাড়া সন্ধ্যা, পূজা ও হোম ছাড়া জপ আর উপচার বিনা পূজা করবে"।[৪]

বলা বাহুল্য পরতত্ত্ববিদ্ সাধক অতি উচ্চাধিকারী সাধক। এমনি সাধক সম্বন্ধেই বিধান দেওয়া হয়েছে—"দেহ দেবালয়। জীব সদাশিব। অজ্ঞাননির্মাল্য ত্যাগ করতে হবে আর পূজা করতে হবে সোঽহংভাবে"।[৫]

কৌলমত যে বস্তুতঃ অদ্বয়মত এবং কৌল সাধনা অদ্বয়ভাবের সাধনা তা এই বচনে স্পষ্ট হয়েছে।

বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—জীব শিব। শিব জীব। সে-জীব অদ্বিতীয় শিব। পাশবদ্ধ হলে বলা হয় জীব আর পাশমুক্ত হলে সদাশিব।[৬]

যোগী না হলে পূর্বোক্ত উচ্চাধিকারী সাধক হওয়া যায় না। অনেকগুলি বচন জুড়ে কুলযোগীর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে। যথানির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত কুলযোগী কৌল-সাধকদের আদর্শ। তাঁকে সামনে রেখেই বলা হয়েছে এমনি সাধকের অনুসৃত কুলমার্গে অন্য মার্গানুসারে যা নিকৃষ্ট তাই উৎকৃষ্ট, যা উৎকৃষ্ট তাই নিকৃষ্ট; সংসারে যা অনাচার তাই সদাচার; যা অকার্য তাই উত্তম কার্য। এঁদের কাছে অসত্যও সত্য।[৭]

---

১ তন্ত্রাণামুপনিষচ্ছেষত্বাৎ। —বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণব-
এর ১।২২-এর ভাস্কররায়কৃত টীকা।

২ ৯।৩৫-৩৬　　৩ ৯।৩৭　　৪ ৯।৩৯
৫ ৯।৪১　　৬ ৯।৪২　　৭ ৯।২৫-২৬

আত্মবিদ্ এই কুলযোগীরা নানা বেশ ধরে নিজের স্বরূপ গোপন করে ঘুরে বেড়ান।[১] কখনো কখনো উন্মত্ত মূক জড়ের মতো বাস করেন।[২]

এই ধরণের সিদ্ধ কুলযোগী এমন আচরণ করেন যাতে সংসার তাঁকে দেখে হাসে, তাঁকে ঘৃণা করে, তাঁর নিন্দা করে এবং তাঁকে দেখে দূর থেকে সরে পড়ে।[৩]

সহজেই অনুমান করা যায় যোগীর কাছ থেকে নানারকম জাগতিক লাভের প্রত্যাশী প্রাকৃত লোকদের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই কুলযোগীরা এরূপ করতেন।

তবে তন্ত্রোক্ত বিবরণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উচ্চকোটির কুল-যোগীরা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। এঁরা জীবকল্যাণের জন্যই সংসারে বিচরণ করেন।

কুলযোগীর কথা বলে সাধারণভাবে কৌলিকের লক্ষণও নির্দেশ করা হয়েছে কয়েকটি বচন জুড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বচনের উল্লেখ করা যায়। তাতে শিবমুখে বলা হয়েছে—"নিবৃত্তদুঃখ সন্তুষ্ট নির্দ্বন্দ্ব বিগতমৎসর কুলজ্ঞানরত শান্ত ব্যক্তিরাই তোমার (অর্থাৎ দেবীর) ভক্ত এবং তারাই কৌলিক"।[৪]

কি করে কৌলিক হওয়া যায় তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা—"তত্ত্বত্রয়, আরাধ্য দেবতা ও গুরুর চরণ, মূলমন্ত্রের অর্থ, এ সবের তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন এবং দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি দীক্ষা দ্বারা কৌলিক হয়"।[৫]

অনেকগুলি বচনে কুলজ্ঞানী দেবীভক্ত কৌলিকের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। আধুনিক বিচারে এ সম্পর্কে অনেক উক্তিই অত্যুক্তি মনে হতে পারে।

কুলযোগীকে দানের গৌরব যেভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা স্মৃতিবিহিত ব্রাহ্মণকে দানের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন বলা হয়েছে—বিশেষ বিশেষ তিথিতে প্রীতিসহকারে কুলযোগীকে যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ যা দান করা হয় সেই দানের ফল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।[৬]

কুলযোগীকে দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সর্ব অবস্থায় সর্বপ্রযত্নে কুলধর্মব্রত হতে হবে।[৭]

কৌল সাধকদের শাস্ত্রবিহিত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁদের সর্ব কর্মই করতে হবে নির্লিপ্তভাবে। এইরূপ কর্মের দ্বারা অজ্ঞান

---

১ ৯।৬৮
২ ৯।৬৭
৩ ৯।৭৩
৪ ৯।৮৪
৫ ৯।৯০
৬ ৯।১১৩
৭ ৯।১২১

দূরীভূত হবে। অজ্ঞান দূরীভূত হলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হবে। আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে পুণ্যাপুণ্য সব কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। তখন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম ত্যাগ করতে পারেন কিংবা কর্ম করলেও তা তাঁকে লিপ্ত করে না।[১] উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই শিবত্ব অর্থাৎ শিবৈক্য লাভ হবে। এই শিবৈক্যই মুক্তি।[২]

দশম উল্লাসে বিশেষ বিশেষ দিনে পূজার কথা বলা হয়েছে। এ পূজা হবে শাস্ত্রবিহিত, কালোপযোগী ও দেশোপযোগী।[৩] কালোপযোগী ও দেশোপ-যোগী পূজার বিধান বাস্তবসচেতনতার পরিচায়ক।

গুরুপূজাদির কথা বলে আশ্বিন মাসে নবকুমারীর এবং নবযুবতীর পূজার বিষয় বলা হয়েছে।

এর পর বিবৃত হয়েছে কুলাষ্টক ও অকুলাষ্টক শক্তিদের পূজা ও মিথুন পূজা। প্রসঙ্গ থেকে বুঝা যায়, এই মিথুনপূজা হয় চক্রে। তন্ত্রের বিধানানুসারে বিশেষ বিশেষ দিনে চক্রানুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য।

অতঃপর প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে পূজার কথা বলা হয়েছে আর বলা হয়েছে বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ তিথিতে পূজার কথা। বিবৃত হয়েছে চক্রে অষ্টাষ্টক পূজার বিষয়। দূতীযাগেরও বিধান দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলোল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিকপূজার কথা বলে পূজার বিষয়ের উপসংহার করা হয়েছে।

এরপর কুলপূজার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কুলার্ণবতন্ত্র বেদগ্রাহ্যতন্ত্র এবং এই তন্ত্রমতে কৌলাচার বেদসম্মত। আলোচ্য উল্লাসে একটি বচনে কুলপূজাকে স্পষ্টভাষায় বেদসম্মত বলা হয়েছে। শিব বলছেন—"যে বেদশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে কুলপূজা করে, ওগো ভাবিনী, আমাকে এবং তোমাকে তার নিকটে অবস্থিত জানবে, অন্যত্র নয়। একথা নিঃসংশয় সত্য সত্য সত্য।"[৪]

বিশেষ বিশেষ দিনে বা তিথিতে পূজা নৈমিত্তিক পূজা। এ ছাড়া, অনুগ্রহবটুক লাভের জন্য কাম্যপূজারও বিধান দেওয়া হয়েছে।

স্মার্তপূজায় যেমন পূজান্তে দক্ষিণা দেওয়া বিধি এক্ষেত্রেও তাই। প্রসঙ্গক্রমে কৌলপূজার একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যায়। এপূজা পুরোহিত দিয়ে করান যায় না, গুরুকে দিয়ে করাতে হয়। গুরুর অভাবে অন্য কোনো ক্রমজ্ঞ কৌল সাধককে দিয়ে পূজা করাতে হবে। তবে সাধক যদি স্বয়ং ক্রমজ্ঞ হন তা হলে তিনিই পূজা করবেন।

---

১ ৯।১২৮ ২ ৯।১২৩ ৩ ১০।১১ ৪ ১০।১১৭

একাদশ উল্লাসে কুলাচারের ক্রম বিবৃত হয়েছে। এতে পূজাসংক্রান্ত ব্যাপারে নানা ক্রিয়াকর্মের পর্যায় এবং অন্যান্য কর্তব্যাকর্তব্যাদি নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন, চক্র সম্পর্কে খুঁটিনাটি অনেক বিধিনিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রবিহিত মদ্যপান সম্পর্কে।

গুরু সম্পর্কে কৌল সাধকের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি বচনে শিব বলছেন—"ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্যন্ত আমার গুরুসন্ততি। সকলের আমি শিষ্য। এ সংসারে কে আমার পূজ্য নয়—এইরূপ ভাবনায় যে স্থিরবুদ্ধি সে আমাদের উভয়ের প্রিয়।'[১]

এখানে কৌলিকের অনেক গুরুর ইঙ্গিত করা হয়েছে। শক্তিরহস্যে স্পষ্ট্ করেই বলা হয়েছে—কৌল সাধকের গুরু অসংখ্য।[২] বলা বাহুল্য, এঁরা শিক্ষাগুরু।

সাধকের মনে মনে যাতে অহংকার না জন্মে সেইজন্য তন্ত্রের কঠোর নির্দেশ—"আমি গুরু, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জানি এরূপ যাদের গর্ব, অহং-ই যাদের গতি অর্থাৎ যারা অহংবাদী তারা কৌলিক হতে পারে না।"[৩]

একটি বচনে আছে—গুরু, কুলশাস্ত্র, অন্যান্য পূজাস্থল, এসবের পূর্বে শ্রী-শব্দ যোগকরতঃ ভক্তিভরে প্রণাম করে তবে তার উল্লেখ করতে হবে।[৪] বৈষ্ণবদের মধ্যেও শ্রী-শব্দের অনুরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সঠিকভাবে শাস্ত্রগ্রন্থের সময়-নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে কারা অগ্রণী তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

কৌল সাধককে নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হতে বলা হয়েছে। আলোচ্যতন্ত্রের নির্দেশ—সংসারে যে-কোনো নারী হোক না কেন সে মাতৃকুলসম্ভবা।[৫] নারীদের অমর্যাদা করলে কুলযোগিনীরা কুপিত হন। শত অপরাধ করলেও নারীকে ফুলের দ্বারাও আঘাত করতে নেই। নারীদের দোষ ধরতে নেই। তাদের গুণই প্রকাশ করতে হয়।"[৬]

কৌল সাধককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কৌলাচার গোপনীয়।

আবার কুলধর্ম গ্রহণ করেও যারা যথাবিধি কৌলাচার পালন করে না তাদের অশেষ দুর্গতির কথা বিস্তৃতভাবেই বলা হয়েছে।

---

১ ১১।৪১

২ কৌলিকে গুরবোঽনন্তাঃ।—দ্রঃ বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের ৬।৪-এর ভাস্কররায়কৃত টীকা।

৩ ১১।৪২ ৪ ১১।৪৩ ৫ ১১।৬৪ ৬ ১১।৬৫

এ থেকে অনুমান করা যায়, কুলধর্ম গ্রহণ করার পরও কৌলাচার ঠিক ঠিক মেনে চলতেন না এরূপ লোক উক্ত তন্ত্র প্রকাশকালেও ছিলেন।

দ্বাদশ উল্লাসে পাদুকার বিষয় বিবৃত হয়েছে, পাদুকামাহাত্ম্য ও গুরু-মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্যতন্ত্রেই অন্যত্র পাদুকা শব্দের অর্থ করা হয়েছে এইভাবে—"পালন করার জন্য, ত্বরিত ক্ষয় করার জন্য, কাম্য বিষয় বর্ধন করার জন্য আমার এবং তোমার (শিব ও শক্তির) তত্ত্বকে পাদুকা বলা হয়।"[১]

এই উপলক্ষে ভক্তির, বিশেষ করে, গুরুভক্তির গৌরব প্রচার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি বচনে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের একটি মন্ত্র[২] ঈষৎ পরিবর্তিত করে নিবদ্ধ করা হয়েছে। বচনটিতে শিব বলছেন, কুলেশ্বরী, যার দেবতার প্রতি উত্তম ভক্তি এবং যেমন দেবতার প্রতি তেমনি গুরুর প্রতি ভক্তি, তোমাকে যে-সব বিষয় বলেছি সে-সবের মর্ম তার কাছে প্রকাশিত হবে"।[৩]

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো ভক্তি সম্পর্কেও শ্রুতি ও তন্ত্রের মত বস্তুতঃ অভিন্ন। ভক্তির এক অর্থ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার এক অর্থ বিশ্বাস। এর তাৎপর্য, ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস একই মনোবৃত্তির বিভিন্ন রূপ। তাই ভক্তি প্রসঙ্গে বিশ্বাসেরও মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এই বলে—সর্বসিদ্ধিপ্রদ সেই বিশ্বাসকে নমস্কার যে-বিশ্বাসের জন্য মৃত্তিকা, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরও অব্যর্থ ফল দেয়।[৪]

পূর্বেই কুলমার্গে জ্ঞানের প্রাধান্যের বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এখানে ভক্তির প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে।[৫] এর তাৎপর্য হল ভক্তি থাকলে পরেই তবে কৌলাচারের ক্রিয়াকর্ম সফল হবে।

যার ভক্তিবিশ্বাস নেই সে গুরুকে মানুষ, মন্ত্রকে অক্ষর আর প্রতিমাকে পাথর মনে করে। আলোচ্যতন্ত্রের বিধানে এরকম লোক নরকে যাবে।[৬]

শিষ্যের কাছে গুরুর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তাই বলা হয়েছে—গুরু পিতা, গুরু মাতা, গুরু দেব মহেশ্বর। শিব রুষ্ট হলে গুরু ত্রাণ করেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে ত্রাণকারী কেউ নেই।[৭]

---

১ ১২।৩৪

২ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ৬।২৩

৩ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈ তে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে কুলেশ্বরি॥ ১২।৩৩

৪ ১২।৭২   ৫ ১২।৪৩   ৬ ১২।৪৪

৭ ১২।৪৯

এহেন গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনেকগুলি বচনে। তার মধ্যে একটি নির্দেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছে—গুরুবুদ্ধিতে দেবতা এমন কি তৃণ সমস্তকেই প্রণাম করবে। কিন্তু দেববুদ্ধিতে লৌহময়ী বা মৃন্ময়ী প্রতিমাকে প্রণাম করবে না।[১]

যাঁর কাছ থেকে কিছু শিক্ষালাভ হয় তাঁকেই গুরু গণ্য করা যেতে পারে। এই অর্থে তৃণও গুরু। কেননা, তৃণের কাছ থেকে নম্রতা শিক্ষা করা যায়। প্রতিমায় পূজা বা প্রতীকোপাসনার তাৎপর্য সূচিত হয়েছে লৌহময়ী বা মৃন্ময়ী প্রতিমা সম্পর্কে নির্দেশে। প্রতিমা দেবতা নয়। প্রতিমাতে যথাশাস্ত্র উদ্দিষ্ট দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি হলে পর প্রতিমা আর প্রতিমামাত্র থাকে না, দেবতা থেকে অভিন্ন হয়ে যায়। প্রতিমা তখন মূর্ত দেবতা। এবার প্রতিমা দেবতা-বুদ্ধিতে প্রণম্য, তার আগে নয়। প্রতিমাপূজা প্রতিমার পূজা নয়, প্রতিমায় মূর্ত দেবতার পূজা, শিষ্যের যাতে একথা সর্বদা স্মরণে থাকে, মনে হয়, এইজন্যই উক্ত নির্দেশ।

কৌল শিষ্যের প্রতি যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কোনো কোনটি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকেও অনুসরণ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই নির্দেশটির উল্লেখ করা যেতে পারে—পিতামাতাদি গুরুজন এবং পূজনীয় আত্মীয়বান্ধবদের প্রতি শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করতে হবে অভ্যুত্থান প্রণামাদি দ্বারা।[২]

তন্ত্রশাস্ত্র যেমন গুরুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন তেমনি সদ্‌গুরু ও অসদ্‌-গুরুর লক্ষণ এবং সৎ শিষ্য ও অসৎ শিষ্যের লক্ষণও বিস্তৃতভাবে নির্দেশ করেছেন। এটি করা হয়েছে আলোচ্যতন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসে।

এই সব লক্ষণ বিচার করলে দেখা যায়, কৌলমার্গে সদ্‌গুরু ও সৎ শিষ্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আর তন্ত্রের বিধানে সদ্‌গুরু এবং সৎ শিষ্যই কৌল সাধনায় তথা তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারী। অসদ্‌গুরু ও অসৎ শিষ্য এই সাধনায় বর্জনীয়। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে কৌলমার্গ সকলের জন্য হলেও যে-কোনো ব্যক্তি এই মার্গের সাধনায় অধিকারী নন। আর অসদ্‌গুরু ও অসৎ শিষ্যের লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করায় এটিই প্রমাণিত হয় যে কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশ-কালেই অনেক অনধিকারী ব্যক্তি কুলমার্গে প্রবেশ করেছিলেন।

এটা কিছু আশ্চর্য নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপার চিরকাল হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে।

---

১ ১২।১১১ ২ ১২।১২৫

পূর্বেই বলা হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রে উচ্ছ্বসিতভাবে গুরুর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এগুরু সদ্গুরু। একটি বচনে আছে—সাক্ষাৎ পরশিব স্বয়ং মনুষ্যচর্মাবৃত হয়ে অর্থাৎ মানুষগুরুরূপে সৎ শিষ্যদের অনুগ্রহ করার জন্য সংসারে গূঢ়ভাবে বিচরণ করেন।[১] অন্য একটি বচনে বলা হয়েছে—শিব নিরাকার, মানুষের দৃষ্টিগোচর নন। তাই গুরুরূপ ধারণ করে ধার্মিক শিষ্যদের রক্ষা করেন।[২]

শিব কেন এরকম করেন ? তার কারণ, আলোচ্যতন্ত্রের সূচনাতেই বলা হয়েছে তিনি করুণানিধি। জীবের প্রতি অশেষ করুণাবশতঃই এরূপ করেন।

এই প্রসঙ্গে আবার গুরুর বিশেষ লক্ষণ বলা হয়েছে। এই সব বিচার করলে দেখা যায়, কৌলগুরু তত্ত্বজ্ঞ রহস্যবিদ্ তন্ত্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ ও যোগবিশারদ ত হবেনই তার সঙ্গে হবেন তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মকুশল। তবে গুরুর তত্ত্বজ্ঞানের উপরই সব চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—"যিনি তত্ত্বজ্ঞানী সর্বলক্ষণহীন হলেও তাঁকে গুরু বলা হয়। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানীই নিজে মুক্ত এবং অন্যকেও মুক্তি দিতে পারেন।"[৩]

কোনো গুরু যথার্থ সদ্গুরু কিনা তার কয়েকটি সহজ পরীক্ষার কথাও আলোচ্যতন্ত্রে বলা হয়েছে। একটি বচনে আছে—"যে-গুরুর সংস্পর্শ থেকেই পরানন্দ উৎপন্ন হয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁকে গুরুরূপে বরণ করবে, অপর কাউকে নয়।"[৪]

পূর্বেই বলা হয়েছে, আলোচ্যতন্ত্র প্রকাশের সময়ও দেশে অনেক অসদ্গুরু যে ছিলেন অসদ্গুরুর লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। এখানে এই সম্পর্কিত একটি বচনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বচনটি এই—শিষ্যের বিত্তাপহারক অনেক গুরু আছেন। কিন্তু শিষ্যের দুঃখ অপহরণ করেন তেমন গুরু দুর্লভ।[৫]

যদি গুরুকরণে ভুল হয়, যদি গুরু সদ্গুরু না হন, তা হলে কি করা কর্তব্য ? এ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—"অনভিজ্ঞ, সর্বদা সংশয়কারক গুরু লাভ হলে শিষ্য অন্য গুরুর কাছে যেতে পারে। এতে তার কোনো দোষ হবে না।"[৬]

চতুর্দশ উল্লাসে প্রধানতঃ দীক্ষার কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ পূর্ববর্তী উল্লাসেও যে-গুরুর কথা বলা হয়েছে তিনি দীক্ষাগুরু আর যে-শিষ্যের কথা বলা হয়েছে তিনি দীক্ষিত শিষ্য।

---

১ ১৩।৫৪ ২ ১৩।৫৩ ৩ ১৩।১২১
৪ ১৩।১১০ ৫ ১৩।১০৮ ৬ ১৩।১৩১

তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষা অপরিহার্য। দীক্ষা ছাড়া তান্ত্রিক সাধনা হয় না আর গুরু ছাড়া দীক্ষা হয় না, একথা পূর্বেও লক্ষ্য করা গেছে। অতএব, তান্ত্রিক সাধনায় গুরু অপরিহার্য। এ সম্পর্কে একটি বচনে আছে—"দীক্ষা ছাড়া মুক্তি নেই—এটি শিবাজ্ঞা। আর আচার্য ব্যতীত দীক্ষা হয় না। এইজন্য, এ ক্ষেত্রে আচার্যপরম্পরা নির্দিষ্ট।"[১]

তান্ত্রিক সাধনায় পরম্পরা তথা সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত। এ বিষয়ে আলোচ্যতন্ত্রের নির্দেশ—গুরু সর্বদা সর্বপ্রকারে যত্ন করে সাক্ষাৎ পরশিবোদ্ভূত সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন রাখবেন।[২]

যথাবিধি পরীক্ষা না করে গুরু কাউকে দীক্ষা দেবেন না। এ সম্পর্কে তন্ত্রের নির্দেশ স্পষ্ট—"যাতে শক্তিসিদ্ধি উত্তমরূপে লাভ হয় সেইজন্য গুরু শিষ্যকে যথাবিধি পরীক্ষা করে তারপর মন্ত্র দেবেন। অন্যথা তা নিষ্ফল হবে।"[৩]

শুধু গুরুই যে শিষ্যকে পরীক্ষা করবেন তা নয়, শিষ্যও গুরুকে পরীক্ষা করবেন। গুরুশিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচ্যতন্ত্রে যথোচিত বিধান দেওয়া হয়েছে।[৪] অবশ্য, অন্যান্য তন্ত্রেও এরূপ বিধান আছে। তদনুসারে পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা না করে মন্ত্রদান ও মন্ত্রগ্রহণ করলে মন্ত্রদাতা ও মন্ত্রগ্রহীতা উভয়েরই অশেষ দুর্গতি হয়।

বোঝা যাচ্ছে শাস্ত্রের সতর্কবাণী সেকালেও লঙ্ঘিত হত বা হবার সম্ভাবনা ছিল। নৈলে, এরূপ সতর্কবাণী উচ্চারিত হত না।

তন্ত্রশাস্ত্রে নানারকমের দীক্ষার বিধান দেওয়া হয়েছে। আলোচ্যতন্ত্রেও বিবিধ দীক্ষা বিবৃত হয়েছে।[৫] তার মধ্যে স্পর্শদীক্ষা, দৃগ্দীক্ষা ও মানসদীক্ষা ও বেধদীক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—এই তিন দীক্ষায় কোনো ক্রিয়া বা আয়াসের প্রয়োজন হয় না।[৬] এই তিন দীক্ষা এবং ক্রিয়াদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা, কলাদীক্ষা ও বাগ্দীক্ষা এই সপ্ত দীক্ষাকে মোক্ষপ্রদা বলা হয়েছে।[৭]

এর মধ্যে আবার বেধদীক্ষা বা মানসদীক্ষা বা মনোদীক্ষার বিশেষ মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। এই দীক্ষা দ্বিবিধা—তীব্রা ও তীব্রতরা। তীব্রার চেয়ে তীব্রতরার মাহাত্ম্য অধিক। বলা হয়েছে, তীব্রতরা দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিব হয়ে যান। কাজেই, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।[৮] কিন্তু এই দীক্ষাদানকারী গুরু ও দীক্ষাগ্রহণকারী শিষ্য উভয়ই দুর্লভ।[৯]

---

১ ১৪।৩ ২ ১৪।৮ ৩ ১৪।৯ ৪ ১৪।১৯-২৬ ৫ ১৪।৩৪-৫৮
৬ ১৫।৩৪ ৭ ১৪।৩৯ ৮ ১৪।৬৩ ৯ ১৪।৬৬

এই বেধদীক্ষা আভ্যন্তরী আর ক্রিয়াদীক্ষা বাহ্য।[১] এই উভয় ভিন্ন কৌলিকের মুক্তি লাভ হয় না।[২] অর্থাৎ কৌলিকের এই উভয় দীক্ষারই প্রয়োজন।

দীক্ষা সম্পর্কে একটি সুন্দর কথা বলা হয়েছে—দীক্ষার অনুষ্ঠান এক হলেও উত্তম গুরু ও শিষ্যের সংযোগে ফল ভিন্ন হয়ে যায়।[৩] এর অর্থ উত্তম গুরু ও শিষ্য হলে ফল এক রকম আর তা না হলে অন্যরকম হবে।

দীক্ষা প্রসঙ্গে অভিষেকের কথা বলা হয়েছে। বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে পূর্ণাভিষেকমাহাত্ম্য। শিবসাযুজ্যপ্রদ পূর্ণাভিষেকের দ্বারা পূত ব্যক্তিরা মুক্তি লাভ করে।[৪]

দীক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে উল্লাস সমাপ্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—দীক্ষাসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে আর জাতিভেদ থাকে না। দীক্ষা দ্বারা শূদ্রের শূদ্রত্ব এবং বিপ্রের বিপ্রত্ব দূর হয়ে যায়।[৫] তার কারণ, দীক্ষাবিদ্ধ আত্মা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।[৬] শিবত্ব প্রাপ্ত হলে আর কোনো ভেদ থাকতে পারে না।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হল কুলমার্গে দীক্ষা গ্রহণের পর আর ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ থাকে না, সবাই তখন কৌলিক। কৌলাচারে যে বর্ণ স্বীকৃত নয়, এটি তার স্পষ্ট নিদর্শন। কুলার্ণবতন্ত্রে অন্যরকম বলা সত্ত্বেও বাস্তব ঘটনাকে একেবারে চাপা দেওয়া সম্ভব হয় নি।

পঞ্চদশ উল্লাসে পুরশ্চরণের এবং প্রসঙ্গতঃ দীক্ষামন্ত্রের বিষয় বিবৃত হয়েছে। "দীক্ষার পর মন্ত্রের পুরশ্চরণ অবশ্য কর্তব্য। তন্ত্রের অভিমত, যে-মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়নি তাকে বলা হয় মৃত। প্রাণহীন দেহ যেমন কোনো কর্মই করতে পারে না পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তেমনি কোনো ফল দিতে পারে না।"[৭]

ত্রিসন্ধ্যা পূজা, জপ, হোম, তর্পণ এবং ব্রাহ্মণভোজন পুরশ্চরণের এই পঞ্চাঙ্গ[৮]। তবে এতে জপেরই প্রাধান্য। তাই, প্রথমেই জপের মাহাত্ম্য

---

১ ১৪।৭৮ ২ ১৪।৮০ ৩ ১৪।৮২ ৪ ১৪।৭৬

৫ ১৪।৯১ ৬ ১৪।৮৯

৭ বিনা পুরক্রিয়াং দেবি মন্ত্রো মৃত ইতীরিতঃ।
জীবোহীনো যথা দেহঃ সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সুন্দরীখণ্ড, ৬।১২৫-২৬

৮ কুলার্ণবতন্ত্র, ১৫।৮

কীর্তন করা হয়েছে। একটি বচনে বলা হয়েছে—এজগতে জপযজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর কিছু নেই। অতএব, জপের দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ-লাভ করতে হবে।[১]

কি করে মন্ত্র সিদ্ধি হবে, কি করে মন্ত্র জপ করতে হবে, কোন মন্ত্রের জপে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, এই সব বিষয়ে আলোচ্য উল্লাসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্র ত অসংখ্য। দীক্ষাকালে গুরুকৃপায় যে-মন্ত্র লাভ হয় সেই একটি মন্ত্রই সাধকের পক্ষে সর্বসিদ্ধিপ্রদ।[২] গুরুর কাছে লব্ধ মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্রজপ শুধু যে নিষ্ফল হয় তা নয়, তাতে পাপ হয়।[৩]

জপের পক্ষে প্রশস্ত এবং বর্জনীয় স্থানের নির্দেশও এই প্রসঙ্গে করা হয়েছে।[৪]

জপের আসনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। কম্বলাদি আসনে বসে পদ্মাসনাদি যোগাসন করে জপ করতে হবে। প্রাণায়াম করে জপ করতে হয়। কি করে প্রাণায়াম করতে হবে সে-নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য তন্ত্রের অভিমত—আগমোক্ত উপায়ে নিত্য প্রাণায়াম করলে সাধক দেবভাব প্রাপ্ত হন এবং তাঁর মন্ত্রসিদ্ধি হয়।[৫]

জপের পূর্বে ন্যাস ও কবচের বিধান দেওয়া হয়েছে।

"সংখ্যা রেখে জপ করতে হয় বলে জপমালা ব্যবহার শাস্ত্রবিহিত। শাস্ত্রে মালার প্রকারভেদ করা হয়েছে। যামলের মতে[৬] মালা ত্রিবিধ—বর্ণমালা, চরমালা ও করমালা।" আলোচ্যতন্ত্রে অক্ষমালার কথা বলা হয়েছে। অক্ষমালা দ্বিবিধ—কল্পিত আর অকল্পিত। মণিমুক্তাদি রচিত মালা কল্পিত। এইটি চরমালা। মাতৃকাবর্ণের মালা অকল্পিত। এইটি যামলোক্ত বর্ণমালা। করমালাও অকল্পিত। বর্ণমালার আদিতে অ এবং অন্তে ক্ষ থাকার জন্য বর্ণমালাকে অক্ষমালা বলা হয়।[৭]

জপ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। তার মধ্যে মানস উত্তম, উপাংশু মধ্যম আর বাচিক অধম।[৮] আলোচ্যতন্ত্রের মতে বাচিক জপ নিষ্ফল হয়।[৯]

যে-মন্ত্র জপ করা হবে তার সম্বন্ধে কতগুলি করণীয় বিষয়ের কথা বলা

---

১ কুলার্ণবতন্ত্র, ১৫।১৩ ২ ১৫।২০ ৩ ১৫।২১-২২ ৪ ১৫।২৩-৩১

৫ ১৫।৪৭

৬ মালা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা প্রথমা বর্ণমালিকা।
দ্বিতীয়া চরমালোক্তা তৃতীয়া করমালিকা।
—যামলবচন, দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, তরঙ্গ ৬, পৃঃ ৪৩০

৭ ১৫।৫০ ৮ ১৫।৫৫ ৯ ১৫।৫৭

হয়েছে। অবশ্য, এগুলি প্রায় সবই মন্ত্রদীক্ষার পূর্বেই করা হয়ে থাকে। যেমন, মন্ত্রের জাতসূতক ও মৃতসূতক অপনোদন করতে হয়। নৈলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।[১] এ ছাড়া, অন্যরকম দোষগ্রস্ত মন্ত্র আছে। রুদ্ধ কূটাক্ষর ইত্যাদি ষাট রকমের দোষগ্রস্ত মন্ত্রের উল্লেখ আলোচ্যতন্ত্রে করা হয়েছে। এরকম দোষগ্রস্ত মন্ত্রজপে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।[২] তন্ত্রে এসব দোষের সংস্কারেরও বিধান দেওয়া হয়েছে।

জপমন্ত্রের সংস্কার অবশ্যই করতে হয়। আলোচ্যতন্ত্রে জাবন ইত্যাদি দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

মন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচারের কথা বলা হয়েছে।[৪] আর এই প্রসঙ্গে অকডমচক্র, রাশিচক্র, ঋণিধনিচক্র ও কুলাকুলচক্র বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে, মন্ত্রচৈতন্য সম্পাদন করতে হবে। মন্ত্রার্থ জানতে হবে এবং যোনিমুদ্রা অবগত হতে হবে। নৈলে, শতকোটি জপেও মন্ত্রসিদ্ধি হবে না।[৫]

পুরশ্চরণের সময় সাধককে সাত্ত্বিক ভোজনাদি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঐ সময়ে পরান্নগ্রহণ এবং চিন্তায়ও অসংযম নিষিদ্ধ।[৬]

এছাড়াও জপার্থী সাধকের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে কতগুলি খুঁটিনাটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৭]

জপের সঙ্গে ধ্যান বিহিত। বলা হয়েছে জপ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে ধ্যান করতে হবে আর ধ্যান করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে জপ করতে হবে। এইভাবে জপধ্যানরত সাধকের ক্ষিপ্র মন্ত্রসিদ্ধি হয়।[৮]

আলোচ্যতন্ত্রের মতে জপ সাধকের নিজের সিদ্ধির জন্য, পরের জন্য জপ সফল হয় না। বলা হয়েছে—তর্কবিতর্কের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র পঠিত হলে, পরার্থে জপ করা হলে, খ্যাতির জন্য দান করা হলে, তা কি করে সফল হবে।[৯]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, শুধু জপ নয়, সমগ্র তান্ত্রিক সাধনাই সাধকের নিজের জন্য এবং এর ক্রিয়াকর্ম সাধককেই করতে হয় একথা সাধারণভাবে বলা যায়। এখানে প্রতিনিধি চলে না।

ষোড়শ উল্লাসে কাম্যকর্মের বিধান বিবৃত হয়েছে। সাধারণতঃ কাম্যকর্ম বলতে বুঝায় স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কৃত যাগাদিকর্ম। কিন্তু আলোচ্য

---

১ ১৫।৫৮ ২ ১৫।৬৬-৭১ ৩ ১৫।৭২-৭৩

৪ ১৫।৭৯-৮৬ ৫ ১৫।৬০ ৬ ১৫।৭৪-৭৮

৭ ১৫।১০৪-১১৪ ৮ ১৫।১১৫ ৯ ১৫।১০২

উল্লাসে প্রধানতঃ ষট্কর্মকে কাম্যকর্ম বলা হয়েছে। শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই ষট্কর্ম।

আলোচ্যতন্ত্রে কিন্তু কাম্যকর্ম বর্জনেরই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কাম্যকর্মের দ্বারা উক্ত কর্মের উদ্দিষ্ট একটিমাত্র ফল লাভ হয়। অতএব, নিষ্কামভাবে দেবতার আরাধনা করা উচিত।[১] কৌলসাধনার চরম লক্ষ্য যেখানে পরশিব হওয়া সেখানে শুধু ভুক্তিলক্ষ্য কাম্যকর্ম বর্জনের উপদেশই সুসঙ্গত।

কাম্যকর্মানুষ্ঠানের পূর্বে শাস্ত্রবিহিত কতগুলি কৃত্য আছে। যেমন, যথাশাস্ত্র তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, বর্ণ ইত্যাদি বিচার করতে হবে। কুলচক্র অবগত হতে হবে। পুত্রবান্ধবাদির আনুকূল্য সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। মন্ত্রের ঋষি ছন্দ দেবতা, দোষসংস্কার ইত্যাদি বিষয় জানতে হবে। পঞ্চশুদ্ধি ন্যাস প্রাণায়াম ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে,[২] এইসব যথাশাস্ত্র জানতে হবে।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রের স্ত্রীপুরুষ নপুংসক, সৌম্য ও আগ্নেয় ইত্যাদি ভেদ, শান্তিকর্মাদি ষট্কর্মের কোন কর্মে কোন মন্ত্র প্রশস্ত, কোন কর্মের মন্ত্রের শেষে ফট্ ইত্যাদি কোন শব্দ ব্যবহার করতে হবে, এইসব বিবৃত হয়েছে।[৩] এইসব অবগত হতে হবে।

ষট্কর্মেও যন্ত্র লাগে। শান্তিকর্মাদি কোন কর্মে কোন দ্রব্যের উপর কিরকম লেখনী দিয়ে যন্ত্র লিখতে হয়, কোন কর্মের পক্ষে কোন স্থান প্রশস্ত, এইসব গুরুমুখে অবগত হয়ে ষট্কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে।[৪]

ষট্কর্মে ধ্যান বিহিত। সাত্ত্বিক, রাজস বা রাজসিক ও তামস বা তামসিক ভেদে ধ্যান ত্রিবিধ। শান্তিকর্মে সাত্ত্বিক ধ্যান, বশীকরণকর্মে রাজস ধ্যান আর রোগাদি নাশ ও দুষ্টের মারণাদিকর্মে তামসধ্যানের কথা বলা হয়েছে। আলোচ্যতন্ত্রে দুটি[৫] সাত্ত্বিক ধ্যান ও তার ফলও বিবৃত হয়েছে। রাজসিক ধ্যান[৬] এবং তার ফলও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তামস ধ্যান বিবৃত হয়নি। রাজস ধ্যানের ফল বর্ণনার পরই যন্ত্রাঙ্কন, কলসস্থাপন, অভিষেক ও তার ফল এবং হোমের কথা বলা হয়েছে।

---

১ ১৬।১০ ২ ১৬।১৪-৩৮ ৩ ১৬।৩৯-৪৪
৪ ১৬।৪৫-৪৯ ৫ একটি দ্রঃ ১৬।৫০-৫২, অপরটি ১৬।৫৩-৫৮
৬ ১৬।৭০-৭৩

৯৭, ৯৮ ও ৯৯-সংখ্যক বচনে তামস ধ্যানের ফল বিবৃত হয়েছে। পূর্বপ্রসঙ্গ থেকে জানা যায় শান্তিকর্মে সাত্ত্বিক ধ্যান ও বশীকরণকর্মে রাজস ধ্যান বিহিত। আর যেহেতু প্রসঙ্গটি ষট্‌কর্মের, সেইজন্য ষট্‌কর্মের অবশিষ্ট স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই চারকর্মে তামস ধ্যানের বিধান অপেক্ষিত। ৯৭-সংখ্যক বচনে স্তম্ভনকর্মের আর ৯৯-সংখ্যক বচনে মারণকর্মের কথা বলাও হয়েছে।

আবার সাত্ত্বিক ধ্যান ও রাজস ধ্যানের ফল যে-ভঙ্গীতে বর্ণনা করা হয়েছে তামস ধ্যানের ফলও সেই ভঙ্গীতেই বর্ণনা করা হয়েছে।

এই সব বিচার করলে মনে হয় মূল তন্ত্রে তামস ধ্যানের বর্ণনাও ছিল। সম্ভবতঃ মূল তন্ত্র প্রথমে পরম্পরাক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।[১] যখন লিপি-বদ্ধ হয় তখন অনবধানতাবশতঃ তামস ধ্যানটি লিপিবদ্ধ হয় নি। অথবা, এমনও হতে পারে মূল লিপিবদ্ধ পুঁথিতে ধ্যানটি ছিল। তা থেকে যে-পুঁথি নকল করা হয় তাতে ধ্যানটি বাদ পড়ে যায়। কোনো কারণে হয়ত মূল পুঁথি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে তা ঐ প্রথম নকলের থেকে নকল করা। ফলে প্রচলিত পুঁথিগুলিতে তামস ধ্যানটি পাওয়া যায় না।

তামস ধ্যানের ফল বর্ণনার পর শান্তিকর্মাদিতে নির্দিষ্ট হোমের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ষট্‌কর্ম সম্পর্কে একটি নির্দেশ—প্রথমে যথাশাস্ত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে সাধককে ষট্‌কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। যিনি তা করবেন না তিনি দেবতার পশু হবেন।[২]

পরাপ্রাসাদবীজের ধ্যান ও পরাপ্রাসাদমন্ত্রজপের ফল বর্ণনা করে উল্লাস সমাপ্ত করা হয়েছে। ১২৯-সংখ্যক বচনে 'পরাপ্রাসাদবীজং'-এর অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু পরাপ্রাসাদবীজ যে কি তা কোথাও ব্যক্ত করা হয় নি। ৫০-সংখ্যক বচনে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পরাবীজ ও প্রাসাদবীজের উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণবীজকোষ-অনুসারে (দ্রঃ তন্ত্রাভিধান) পরাবীজ সৌঃ আর প্রাসাদবীজ হৌং। তা হলে পরাপ্রাসাদবীজ হয় সৌঃ হৌং। সৌঃ

---

১ একটি বচনে (১৭।১০৪) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুলতন্ত্র "জানীয়াদ্ গুরুবক্ত্রতঃ" অর্থাৎ গুরুমুখে জানতে হবে। এতে উক্ত অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।

২ ১৬।১২৭

শক্তিবীজ আর হোং শিববীজ। শক্তি আর শিব অভিন্ন। এইজন্য, মনে হয়, পরাপ্রাসাদবীজং এই একবচনান্ত পদের দ্বারা দুটি বীজাক্ষরে মিলে একটি বীজমন্ত্র সূচিত হয়েছে।

সপ্তদশ উল্লাসে প্রধানতঃ তন্ত্রশাস্ত্রে বহুব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের নিরুক্ত নির্দেশ করা হয়েছে। এ এক বিশেষ ধরণের ব্যাখ্যা বা অর্থনির্দেশ। ব্যাখ্যেয় শব্দের আদ্যক্ষরক্রমে প্রত্যেকটি অক্ষর দিয়ে আরব্ধ পদের দ্বারা উক্ত অক্ষরের ব্যাখ্যা করে সমগ্র শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, অবধূত-শব্দের এই নিরুক্ত করা হয়েছে—

অক্ষরত্বাৎ বরেণ্যত্বাৎ ধুতসংসারবন্ধনাৎ।
তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাৎ অবধূতোঽভিধীয়তে॥ ১৭।২৪

অ—অক্ষরত্বাৎ, ব—বরেণ্যত্বাৎ, ধূ—ধুতসংসারবন্ধনাৎ, ত—তত্ত্বমস্যর্থ-সিদ্ধত্বাৎ।

অথবা, অন্যভাবে বলা যায়, ব্যাখ্যাবচনের পদগুলির যথাক্রমে আদ্যক্ষর নিয়ে ব্যাখ্যেয় শব্দটি গঠিত হয়েছে।

এ ছাড়াও কতগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন, অবগুণ্ঠন শব্দটি পারিভাষিক, তার অর্থ দেবতার শাস্ত্রোক্ত আচ্ছাদন[১]।

এই সব বিবৃত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যিনি কৌলিক তাঁকে এই সমস্ত ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ জানতে হবে।[২] পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে কৌলাচারে জ্ঞানের প্রাধান্য। এখানেও তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

কুলার্ণবতন্ত্র পশুদের কাছে প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে এবং চক্রসান্নিধ্যে কুলার্ণবতন্ত্র পাঠ বা শ্রবণের ফল বর্ণনা করে উল্লাস তথা গ্রন্থ সমাপ্ত করা হয়েছে।

কৌলমার্গের প্রখ্যাত গ্রন্থ কুলার্ণবতন্ত্র। অনেকের মতে এটি উক্ত মার্গের মুখ্যগ্রন্থ। গ্রন্থখানি নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হবে কৌল সাধনার "মৌল বিষয়গুলি, এই সাধনার অন্তর্নিহিত দর্শন, এর সামাজিক ও নৈতিক অনুষঙ্গ" ইত্যাদি বিষয়ে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য।

সম্প্রদায়ের লোকের কাছে অবশ্য গ্রন্থখানির আদর প্রামাণ্য শাস্ত্র হিসাবে। গুরুমুখে তাঁরা শাস্ত্রার্থ অবগত হন। এতে এমন গূঢ় বিষয় আছে যার যথার্থ মর্ম গুরুর কাছেই জানতে হয়; গ্রন্থপাঠ করে জানা যায় না।

---

১ ১৭।৯২ ২ ১৭।১০০

গুহ্য সাধনাবিষয়ক তন্ত্রের প্রকাশ পশুসন্নিধানে নিষিদ্ধ। আলোচ্যতন্ত্রেও সে রকম নিষেধ লক্ষ্য করা গেছে। এই কারণেই, একদা এই ধরণের তন্ত্র সম্প্রদায়ের বাইরের লোকের কাছে প্রকাশিত হত না।

যতটা জানা যায় রাজা রামমোহন রায়ের গুরু[১] কুলাবধূত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ১৮২০ খ্রীঃ কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশ করেন কলিকাতায়[২]।

"এই 'কুলার্ণব' (১৮২০) রামমোহনের প্রথম গ্রন্থাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল; বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে এটি রামমোহনের নিজস্ব রচনা নয় বলে বাদ দেওয়া হয়েছে[৩]।"

তারপর ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় বাংলা হরফে ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগর দেবনাগরী হরফে কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশ করেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

কুলার্ণবতন্ত্রের প্রথম সমালোচনামূলক সংস্করণ Trantric Text Series-এ পঞ্চম পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। সম্পাদনা করেন তারানাথ বিদ্যারত্ন আর গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন আর্থার এভালন। বিদ্যারত্ন মশাই পাঁচখানি পুঁথি নিয়ে কাজ করেন। তা, ক খ গ ঘ ও ঙ এই সঙ্কেতে সূচিত হয়েছে। আর্থার এভালন অনুমান করেন রসিকমোহনরা উক্ত ঙ-পুঁথিকেই আকর হিসারে গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যারত্ন মশাই পাদটীকায় উক্ত পুঁথিগুলিতে প্রাপ্ত পাঠান্তর ধরে দিয়েছেন।

শ্রী এম. পি. পণ্ডিতের Readings সহযোগে বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থখানি ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে আবার প্রকাশ করেছেন Ganesh & Co. (Madras) Private Limited.

কিন্তু রসিকমোহনের গ্রন্থের পর বাংলা হরফে আর কুলার্ণবতন্ত্র প্রকাশিত হয় নি। রসিকমোহনের গ্রন্থও অনেককাল যাবৎ পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, বাংলা টীকা ও অনুবাদ সহ কুলার্ণবতন্ত্রের কোনো সংস্করণ এযাবৎ প্রকাশিতও হয় নি। বাংলাভাষাভাষা যাঁরা তন্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত কিন্তু সংস্কৃত জানেন না বা দেবনাগরী হরফের সঙ্গেও পরিচিত নন তাঁরা এরূপ একখানি গ্রন্থ পেলে আনন্দিত হবেন, আশা করা যায়। প্রধানতঃ তাঁদের কথা স্মরণ করেই আমাদের এই প্রয়াস।

---

১ দ্রঃ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ৯৩

২ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯৪

৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, ১৯৭২, পৃঃ ২৮৩

তারানাথ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থকে আমরা মূল হিসাবে গ্রহণ করেছি। তবে উক্ত গ্রন্থের পাদটীকায় নির্দেশিত পুঁথিগুলির পাঠান্তর এবং রসিকমোহনের গ্রন্থে প্রাপ্ত পাঠান্তরে অর্থসঙ্গতির দিক্ দিয়ে যে-পাঠ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে তা আমরা মূল হিসাবে ব্যবহার করেছি।

বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থের জন্য আমরা তা বি গ (তারানাথ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থ) এই সঙ্কেত ব্যবহার করেছি। আর উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত ক-পুঁথি ইত্যাদির জন্য তা বি গ,-ক, (তারানাথ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত গ্রন্থে উল্লিখিত ক-পুঁথি), তা বি গ,-খ, ইত্যাদি সঙ্কেত ব্যবহার করেছি। আর রসিকমোহন সম্পাদিত গ্রন্থের জন্য ব্যবহার করেছি র গ এই সঙ্কেত।

কুলার্ণবতন্ত্রের গূঢ়মর্ম সম্প্রদায়ক্রমে গুরুমুখে জ্ঞাতব্য। আমাদের মতো সামান্য মানুষের তা অধিগত নয়। আমাদের অত্যল্প বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের কাছে বিষয়বস্তুর একটা মোটামুটি পরিচয় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। এ কাজেও আমাদের অক্ষমতাজনিত যে-সব ত্রুটি থেকে গেল তার জন্য প্রথমেই মার্জনা ভিক্ষা করছি।

মুদ্রণকার্যে অনেক ভুলত্রুটি থেকে গেছে প্রধানতঃ প্রুফ দেখার ব্যাপারে আমাদের অপটুতার জন্য। এগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করে দেওয়া হল। সেদিকে সহৃদয় পাঠকের সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আরেকটি নিবেদন—টীকায় আলোচিত বিষয়ের মূল শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যেত। সেইজন্য, তা করতে পারি নি। তার পরিবর্তে প্রয়োজনমতো অনেক ক্ষেত্রে নিদর্শ (reference) হিসাবে শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনার উল্লেখ করেছি। কারণ, উক্ত গ্রন্থে সংসৃষ্ট প্রমাণগুলি উদ্ধৃত হয়েছে। অপর কোন একখানিগ্রন্থে এসব প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমাদের অকুণ্ঠিতভাবে সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ ও অধ্যাপক ডক্টর শিবনারায়ণ ঘোষাল, শাস্ত্রী। তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ডক্টর বিমলকুমার দত্ত ও তাঁর সহকর্মীদের প্রতি। তাঁদের অকৃপণ সাহায্য না পলে এ কঠিন কাজ কঠিনতর হত।

আজকালকার দিনে বাংলায় শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশক দুর্লভ। কেননা, এরূপ প্রকাশনে লাভের প্রত্যাশা খুবই সামান্য। লাভের প্রত্যাশা না করে কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধিতে এরকম কাজে যিনি অগ্রসর হন তাঁকে অসাধারণই বলতে হয়। এরূপ একজন অসাধারণ মানুষ নবভারত পাবলিসার্সের মালিক শ্রীরণজিৎ সাহা। সাহা মশাইয়ের বাসনা, নবভারত তন্ত্রগ্রন্থমালা নাম দিয়ে তন্ত্রের প্রধান প্রধান আকরগ্রন্থগুলি একে একে প্রকাশ করবেন। উক্ত গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ কুলার্ণবতন্ত্র। সাহা মশাইকে উপলক্ষ্য করে আমাদের মতো অল্পজ্ঞ অক্ষম লোকের উপর এই গ্রন্থ সম্পাদনার ভার ভগবতী কেন দিলেন তা তিনিই জানেন। আমরা একান্তমনে বিশ্বাস করি একাজে আমরা যন্ত্রমাত্র। সেইজন্য, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা—

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে।
তব কৃত্যমিদং সর্বমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব মে ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যা কিছু করেছি, ওগো শিবা, সে তোমারই কৃত্য, এই জেনে আমাকে ক্ষমা কর। ওঁ শম্।

শান্তিনিকেতন,
মহালয়া
৬ই আশ্বিন, ১৩৮৩ সন।

উপেন্দ্রকুমার দাস

॥ শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রম্ ॥

প্রথম উল্লাসঃ

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।
পপ্রচ্ছেশং পরানন্দং পার্বতী পরমেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র প্রধানতঃ শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো তন্ত্রে শিব বক্তা, দেবী শ্রোত্রী। কোনো তন্ত্রে বা দেবী বক্ত্রী, শিব শ্রোতা। এটি তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশের একটি রীতি বলা যায়। আলোচ্য তন্ত্রেও এটি অনুসৃত হয়েছে।

কৈলাসশিখরাসীনং—পুরাণমতে শিবস্থান কৈলাসপর্বত হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত। মৎস্যপুরাণে আছে, নানারত্নময় শৃঙ্গশোভিত হিমালয়ের পৃষ্ঠে কৈলাসপর্বত। এটি শিবের স্থান (মৎস্যপুরাণ, ২১৪ অঃ ঃ বিশ্বকোষ, কৈলাসশব্দ)।

তন্ত্রশাস্ত্রে কৈলাসের জীবদেহসংলগ্ন অবস্থিতিও নির্দেশ করা হয়েছে। শৈবরা শিরস্থিত সহস্রারকে কৈলাস বলেন (দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৪৪)।

জগদ্গুরুম্—শিবকে জগদ্গুরু বলার কারণ তন্ত্রমতে শিবই একমাত্র গুরু। আর কোনো গুরু নেই। যেমন যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—আদিনাথ মহাকালই সর্বমন্ত্রের গুরু, অন্য কেউ নয়। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব গাণপত্য ঐন্দব মহাশৈব—সব ক্ষেত্রেই তিনি গুরু এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই (দ্রঃ প্রা. তো. কাণ্ড ২, পরি. ২)। মানুষগুরুতেও সেই শিববুদ্ধিই করতে হবে। অবশ্য এখানে শিব উপলক্ষণ। যাঁর যাঁর আরাধ্যই তাঁর গুরু। যেমন তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতে গুরু বিমর্শময়ী আদ্যাশক্তি (ত. রা. ত. ৩৫।২)। ক্রমদীপিকায় গুরুকে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে (ক্রমদীপিকা ৪।৭২)।

—এ বিষয়ে অন্যান্য আলোচনা দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৭৩৮—৪০।
পরানন্দং—পরম এবং চরম আনন্দস্বরূপ। শ্রুতিতে আছে, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (বৃহ. উপ. ৩।৯।২৮।৭)। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই পরম এবং চরম আনন্দ। পরমেশ্বর পরমশিব ব্রহ্ম (দ্রঃ শা ভা শ, প্রথম সং, পৃঃ ২২২, ২৪৩, ২৬৬)। তাই তাঁকে পরানন্দ বলা হয়েছে।

কৈলাসশিখরে দেবদেব জগদ্গুরু পরানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর শিব উপবিষ্ট। তাঁকে পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন। ১

শ্রীদেব্যুবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ পঞ্চক্রতুবিধায়ক[১]।
সর্বজ্ঞ ভক্তিসুলভ শরণাগতবৎসল ॥ ২ ॥
কুলেশ পরমেশান করুণামৃতবারিধে।
অসারে ঘোরসংসারে সর্বদুঃখমলীমসাঃ[২] ॥ ৩ ॥
নানাবিধশরীরস্থা অনন্তা[৩] জীবরাশয়ঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ[৪] তেষাং মোক্ষো[৫]ন বিদ্যতে ॥ ৪ ॥
সদা দুঃখাতুরা[৬] দেব ন সুখী বিদ্যতে ক্বচিৎ।
কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ মে প্রভো ॥ ৫ ॥

পঞ্চক্রতুবিধায়ক—পঞ্চক্রতুর বিধানকারী। বেদতন্ত্রাদি সব শাস্ত্রই স্বরূপতঃ পরমেশ্বরপ্রোক্ত। নানারূপে পরমেশ্বরই এ সবের বিধান করেছেন। কাজেই শাস্ত্রোক্ত পঞ্চক্রতুর তিনিই বিধানকারী একথা বলা যায়।

পঞ্চক্রতু—পঞ্চ যজ্ঞ। যথা—ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ (দ্রঃ মনু ৪।২১)।

কুলেশ—কুলের ঈশ, শিব। কুল অর্থ শক্তি। (অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্তিতা—কু. ত ১৭।২৭)। অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রে কুল শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৩০১—৩০২)।

সর্বদুঃখমলীমসাঃ—সর্বদুঃখের হেতু যে মল সেই মলযুক্তরা। মলীমসাঃ মলযুক্তাঃ অর্থাৎ মলযুক্তগণ। মল ত্রিবিধ—আণব, কার্ম এবং মায়ীয়। "শিবের অপ্রতিহতস্বাতন্ত্র্যরূপ-ইচ্ছাশক্তি জীবে সঙ্কুচিতা হলে অপূর্ণংমন্যতারূপ আণবমলের উদ্ভব হয়।"

"শিবের অসঙ্কুচিতা ক্রিয়াশক্তি জীবে সঙ্কুচিতা হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে কিঞ্চিৎকর্তৃত্বপ্রাপ্ত হয় এবং তখন শক্তি এই কর্মেন্দ্রিয়রূপ-সঙ্কোচ গ্রহণপূর্বক অত্যন্ত পরিমিততা প্রাপ্ত হওয়ায় শুভাশুভ অনুষ্ঠানময় কার্মমলের উদ্ভব হয়।"

---

১ তা বি গ.—খ, পঞ্চক্রতুবিধানক ; ঐ—ঘ, ঙ, পঞ্চকৃত্যবিধায়ক।
২ ঐ—খ, মলীমসে।
৩ ঐ—খ, অনন্তা।
৪ ঐ—খ, গ, বিলীয়ন্তে।
৫ ঐ—ক, খ, গ তেষামন্তো।
৬ ঐ—ক, ঘোরদুঃখোত্তরা ; ঐ—খ, ঘোরদুঃখভবাব্ধৌ চ ; ঘ গ, ঘোরদুঃখাতুরা

"শিবের অসঙ্কুচিতা জ্ঞানশক্তি জীবে সঙ্কুচিত হওয়ায় শিবের সর্বজ্ঞত্ব জীবে কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শক্তি তখন অন্তঃকরণবুদ্ধীন্দ্রিয়ত্বপ্রাপ্তিপূর্বক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হন এবং এইভাবে ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপ মায়ীয় মলের উদ্ভব হয় (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৭৯—২৮০)।

যে পর্যন্ত মল থাকে সেই পর্যন্ত জীব বদ্ধ। বন্ধন সকল দুঃখের মূল। সেইজন্য মলকে সকল দুঃখের হেতু বলা যায়।

মোক্ষ—মুক্তি। মুক্তি বলতে বুঝায় কোনো বন্ধন থেকে মুক্তি। নানাভাবে বন্ধনের কথা বলা হয়। যেমন—ঘৃণাদি পাশের বন্ধন, মলাদি পাশের বন্ধন, অজ্ঞানের বন্ধন। তত্ত্বতঃ সব বন্ধনেরই মূলে অজ্ঞান।

বন্ধনমুক্ত অবস্থা অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। সার্ষ্টি, স্বারূপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য, নির্বাণ বা কৈবল্য এমনি বিবিধ মুক্তির কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তবে বলা যেতে পারে, সব মুক্তি বা মোক্ষ মূলতঃ আত্মোপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞান।

শ্রীদেবী বললেন—হে ভগবান্ দেবদেবেশ পঞ্চযজ্ঞবিধানকারী সর্বজ্ঞ ভক্তিসুলভ শরণাগতবৎসল কুলেশ পরমেশান করুণামৃতবারিধি, অসার ঘোরসংসারে সর্বদুঃখের হেতুরূপ-মলযুক্ত নানাবিধ দেহধারী অসংখ্য জীব জন্মাচ্ছে এবং মরছে। তাদের মুক্তি নাই। তারা সর্বদা দুঃখার্ত; কদাচিৎ কেউ সুখী। হে দেবেশ, হে প্রভু, এইসব জীব কি উপায়ে মুক্তি পাবে তা আমাকে বল। ২—৫

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারাৎ[১] মুচ্যতে নরঃ ॥ ৬ ॥

দেবী আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। কেবলমাত্র এটি শুনলেই মানুষ সংসার থেকে মুক্ত হবে। ৬

অস্তি দেবি পরব্রহ্মস্বরূপী নিষ্কলঃ শিবঃ[২]।
সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তা চ সর্বেশো নির্মলোঽদ্বয়ঃ ॥ ৭ ॥

নিষ্কলঃ—কলাহীন অর্থাৎ অংশরহিত; নিরবয়ব; নিরুপাধিক। কুলমত প্রত্যভিজ্ঞামত বা ত্রিকমত এবং ক্রমমতের মতো শিবাদ্বয়বাদী। অদ্বৈত-

১ ম গ, সংশয়াৎ।
২ ভা বি গ.—ক, গ, নির্মলোদয়ঃ; ম গ, নির্মলাশয়ঃ।

বেদান্তীদের মতে যেমন ব্রহ্ম অদ্বয়, নিরাকার, নিষ্কল, নিরবয়ব, নিরুপাধিক, শিবাদ্বয়বাদীদের মতে শিবও তাই। উভয়মতেই একই পরম বস্তুর কথা বলা হয়েছে। ভেদ শুধু নামের।

দেবী, পরব্রহ্মস্বরূপ নিষ্কল শিব বিরাজমান। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বকর্তা সর্বেশ সর্বমলশূন্য এবং অদ্বয়। ৭

স্বয়ং[১]জ্যোতিরনাদ্যন্তো নির্বিকারঃ পরাৎপরঃ।
নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দস্তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ ॥ ৮ ॥

তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ—জীবনামধারীরা তাঁর অংশসমূহ অর্থাৎ জীব শিবের অংশ। এতে শিবাদ্বয়বাদ বাধিত হচ্ছে না কি? উক্ত মতে শিবই জীব। তন্ত্রালোকে বলা হয়েছে—'শিবই ভোক্তা (জীব) এবং প্রভু (শিব); যাজ্য (শিব) এবং যাজক (জীব)। শিবই পশুভাব গ্রহণ করেন।' পশু অর্থ জীব। তা'হলে জীবকে শিবের অংশ বলার তাৎপর্যকি? অবচ্ছিন্ন অনংশকে বলা যায় অংশ। জীব অবচ্ছিন্ন শিব; স্বরূপতঃ নয়, পাশবদ্ধ অবস্থায়। এইজন্য জীবকে শিবের অংশ বলা হয়েছে। এতে অদ্বয়বাদ বাধিত হয় না। জীবে শিবে স্বরূপতঃ ভেদ নেই। সেক্ষেত্রে জীব শিবের অংশ নয়, শিবই। কিন্তু ব্যবহারতঃ ভেদ আছে। জীবাত্মা যদিও চৈতন্যরূপে সর্বদা প্রকাশিত কিন্তু পূর্ণচৈতন্যরূপে নয়। শিব পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ। এক্ষেত্রে জীবকে শিবের অংশ বলা যায় (এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৭৭—৭৮)।

পরের শ্লোকে কথাটা পরিষ্কার করা হয়েছে। অগ্নি এবং তার স্ফুলিঙ্গ যেমন, তেমনি শিব ও জীব। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ আবার অগ্নিও বটে, তেমনি জীব শিবের অংশ আবার শিবও বটে।

স্বয়ংজ্যোতি আদ্যন্তহীন নির্বিকার পরাৎপর নির্গুণ সচ্চিদানন্দ শিব। জীবনামধারীরা তাঁরই অংশসমূহ। ৮

অনাদ্যবিদ্যোপহিতা[২] যথাগ্নৌ বিস্ফুলিঙ্গকাঃ।
সর্বাদ্যুপাধিভিন্নাস্তে কর্মাদিভিরনাদিভিঃ[৩] ॥ ৯ ॥

---

১ ব্র গ, অয়ং।

২ তা বি গ,—খ, অতাত্তায়াসমহিতা ; ব গ, অসত্যাবিদ্যোপহতা।

৩ তা বি গ—ঙ এবং ব্র গ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, গর্ভাদ্যুপাধিসংভিন্নাঃ কর্মভিঃ করণাদিভিঃ ; তা বি গ,—ক, সর্বাদ্যুপাধিসংভিন্নাঃ কর্মভিস্তৈরনাদিভিঃ ; তা বি গ,—খ, ঘ, সর্বেহপ্যুপাধিসংভিন্নাস্তে কর্মভিরনাদিভিঃ

সুখ[১]দুঃখপ্রদৈঃ স্বীয়পুণ্যপাপৈর্নিয়ন্ত্রিতাঃ।
তত্তজ্জাতিযুতং দেহম্ আয়ুর্ভোগঞ্চ কর্মজম্ ॥ ১০ ॥
প্রতিজন্ম প্রপদ্যন্তে মানুষা মূঢ়চেতসঃ[২]।
সূক্ষ্মলিঙ্গশরীরন্তদামোক্ষাদক্ষয়ং প্রিয়ে ॥ ১১ ॥

অবিদ্যা—অজ্ঞান। চিতির পরিচ্ছিন্নত্ব জ্ঞানই অজ্ঞান। জীব যেমন অনাদি তেমনি অবিদ্যাও অনাদি। কিন্তু অবিদ্যা জীবের উপাধি। কেননা, জীব স্বরূপতঃ শিব। আর শিব নিরুপাধি।

উপাধি—জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা দ্বারা যা কোনো পদার্থকে অপর পদার্থাদি থেকে বিচ্ছিন্ন করে; আরোপিত বিশেষণ। উপাধিযুক্তের সঙ্গে উপাধির নিত্যসম্বন্ধ নয়। যেমন ধনবান্ ব্যক্তি। এখানে ধনবান্ উপাধি। কারণ, ব্যক্তির সঙ্গে ধনবত্তার নিত্যসম্বন্ধ নয়।

সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীর—সাধারণতঃ জীবের ত্রিবিধ শরীরের কথা বলা হয়—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। সূক্ষ্ম শরীরকেই লিঙ্গ শরীর বলা হয়। "পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়। ইহা ভোগসাধন সূক্ষ্ম শরীর। অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। এই সূক্ষ্মশরীর মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী" (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৪১২)।

স্থাবরাঃ কৃময়শ্চাব্জাঃ[৩] পক্ষিণঃ[৪] পশবো নরাঃ।
ধার্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ১২ ॥

যথাক্রমে স্থাবর (বৃক্ষাদি) কৃমি, জলজপ্রাণী, পাখী, পশু, মানুষ, ধার্মিক জীব, দেবতা এবং মোক্ষপ্রাপ্ত জীব এই পর্যায়ে জীবের অবস্থান। ১২

চতুর্বিধশরীরাণি ধৃত্বা ধৃত্বা সহস্রশঃ[৫]।
সুকৃতান্মানবো[৬] ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

চতুর্বিধ শরীর। উদ্ভিদ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ এই চতুর্বিধ। "জরায়ুজাণ্ডজাতানি স্বেদজানুদ্ভিদানি চ।"—দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, উদ্ভিদং-শব্দ।

---

১ ব শ-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সর্বঃ।
২ তা বি গ,—ক, ঙ, তেষামন্তো ন বিদ্যতে; ব শ, তেষামন্তো ন বিদ্যতে।
৩ তা বি গ,—খ, ঘ, কৃময়শ্চাজাঃ।
৪ তা বি গ,—ঘ, ব্যোমগাঃ।
৫ তা বি গ,—খ, ঘ, সূক্ষ্মাণি ভূরিশঃ।
৬ তা বি গ,—গ, সুকৃতাত্মা নরঃ।

চতুর্বিধ শরীর হাজার হাজার বার ধারণ করতে করতে জীব পুণ্যবান্ মানুষ হয় এবং তা হয়ে যদি জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞানী) হয় তা হলেই মোক্ষলাভ করে। ১৩

চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্।
ন মানুষ্যং বিনা অন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে ॥ ১৪ ॥

শরীরধারীদের চৌরাশী লক্ষ শরীরের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যশরীরেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, আর কোনো শরীরে হয় না। ১৪

অত্র জন্ম সহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্বতি।
কদাচিৎ লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥ ১৫ ॥

পার্বতী, হাজার হাজার জীব হাজার হাজার জন্ম গ্রহণ করছে তাদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ পুণ্যসঞ্চয়হেতু মানবজন্ম লাভ করে। ১৫

সোপানভূতং[১] মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্।
যস্তারয়তি[২] নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র[৩] কঃ ॥ ১৬ ॥

মোক্ষের সোপানস্বরূপ দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করে যে আপনাকে তরাতে না পারে তার চেয়ে অধিক পাপী আর কে। ১৬

ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেৎ আত্মঘাতকঃ[৪] ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠবযুক্ত উত্তম জন্ম লাভ করেও যে মানুষ কিসে আপনার যথার্থ হিত হয় তা জানে না সে আত্মঘাতক। ১৭

বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে।
তস্মাদ্দেহধনং প্রাপ্য[৫] পুণ্যকর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৮ ॥

পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ। ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।—অগ্নিপুরাণবচন, উদ্ধৃত শব্দকল্পদ্রুম, পুরুষার্থঃ-শব্দ। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে মানুষের শরীরই পুরুষার্থের একমাত্র সাধন। যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—শরীরং তু মনুষ্যাণাং পুরুষার্থৈকসাধনম্।—৩৪।১৫

দেহ (মনুষ্যদেহ) ছাড়া কারো পুরুষার্থ লাভ হয় না। সেইজন্য, দেহধন পেয়ে পুণ্যকর্ম সাধন করবে। ১৮

---

১ তা বি গ,—ক, ভূরি।
২ ঐ,—গ, যস্ত্বারয়তি।
৩ র গ, পাপরতো।
৪ র গ, ন হ্য।
৫ তা বি গ,—গ, ঘ, রক্ষ্য ; র গ, রক্ষ্য।

রক্ষেৎ সর্বাত্মনাত্মানম্ আত্মা সর্বস্য ভাজনম্ ।
রক্ষণে যত্নমাতিষ্ঠেৎ যাবত্তত্ত্বং ন পশ্যতি ॥ ১৯ ॥

আত্মা—ব্রহ্ম। (অয়মাত্মা ব্রহ্ম—মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ২)। আত্মার জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই রূপ ব্যবহারতঃ স্বীকৃত। জীবদেহে অবস্থিত আত্মা জীবাত্মা। পরমাত্মা সর্বব্যাপী। আলোচ্য শ্লোকে 'আত্মানম্' শব্দের দ্বারা জীবাত্মাকে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং 'আত্মা'-শব্দের দ্বারা পরমাত্মা।

সর্বপ্রযত্নে আত্মরক্ষা করতে হবে। আত্মা সব কিছুর নিমিত্তভূত। পরমতত্ত্বের উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত আত্মরক্ষণে যত্নবান্ থাকতে হবে। ১৯

পুনর্গ্রামাঃ পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্বিত্তং পুনর্গৃহম্ ।
পুনঃ শুভাশুভং কর্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ ॥ ২০ ॥

গ্রাম, ভূমি, বিত্ত, গৃহ বার বার পাওয়া যায়। শুভাশুভ কর্মও বার বার করা যায়। কিন্তু শরীর অর্থাৎ মনুষ্যশরীর বার বার লাভ করা যায় না। ২০

শরীররক্ষণায়াসঃ ক্রিয়তে সর্বদা জনৈঃ ।
নহীচ্ছন্তি তনুত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগতঃ [১] ॥ ২১ ॥

মনুষ্যগণ শরীররক্ষার জন্য সর্বদা অতিশয় যত্ন করে। কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত হলেও দেহত্যাগ করতে চায়না। ২১

তদ্‌গোপিতং স্যাদ্ যত্নেন[২] ধর্মো জ্ঞানার্থমেবচ [৩] ।
জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোগার্থং[৪] সোঽচিরাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ২২ ॥

অতএব যত্ন সহকারে (ধর্মসাধন) শরীর রক্ষা করতে হবে। ধর্ম জ্ঞানের জন্য। জ্ঞান ধ্যানযোগের জন্য। জ্ঞানমূল ধ্যানযোগে যার চিত্ত নিবিষ্ট হয় সে অচিরে মুক্তি লাভ করে। ২২

আত্মৈব[৫] যদি নাত্মানমহিতেভ্যো নিবারয়েৎ ।
কোঽন্যো হিতকরস্তস্মাদাত্মনং তারয়িষ্যতি ॥ ২৩ ॥

আপনি যদি আপনাকে অকল্যাণ থেকে নিবৃত্ত না করে, তা হলে এমন কে হিতকারী আছে যে সেই জীবকে তা থেকে ত্রাণ করবে। ২৩

---

১ র গ, রোগিণঃ।
২ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ নষ্টেঽপি তস্য ধর্মার্থম্।
৩ র গ, ধর্মজ্ঞানার্থমেব চ।
৪ তা বি গ,—ঘ এবং র গ, ধ্যানযোগশ্চ।
৫ তা বি গ,—ক, অথৈব; ঐ.—ঙ. যাদেব; র গ, আত্মৈব।

ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন[১] করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং স্থানং[২] ব্যধিস্থঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

নিরৌষধং স্থানং—ঔষধহীন স্থান। এখানে পরলোক। নরকব্যাধির ঔষধ ধর্মসাধনা। ধর্মসাধনা কেবলমাত্র ইহলোকে মানবদেহে সম্ভবপর (শরীরং তু মনুষ্যাণাং পুরুষার্থৈকসাধনম্—গ. ত ৩৪।১৫)। পরলোকে ধর্মসাধনা নেই। এইজন্যই তাকে ঔষধহীন স্থান বলা হয়েছে।

ইহলোকেই যে নরকব্যাধির চিকিৎসা করে না সেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেস্থানে ঔষধ নেই সেখানে যাওয়ার পর কি করবে। ২৪

সন্দীপ্তে[৩] ভবনে কো বা কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।
যাবত্তিষ্ঠতি দেহোঽয়ং তাবত্তত্ত্বং সমভ্যসেৎ ॥ ২৫ ॥

গৃহ যখন দগ্ধ হচ্ছে তখন (অগ্নিনির্বাপণের জলের জন্য) কূপ খনন করে এমন দুর্মতি কে আছে। যতদিন এই দেহ থাকবে ততদিন তত্ত্বের অনুশীলন করতে হবে। ২৫

ব্যাঘ্রীবাস্তে জরা চায়ুর্যাতি ভিন্নঘটাম্বুবৎ।
নিঘ্নন্তি রিপুবদ্রোগাস্তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

বাঘিনীর মতো জরা ওৎ পেতে আছে। ফুটো ঘটের জলের মতো আয়ু শেষ হচ্ছে। নানা রোগ শত্রুর মতো আক্রমণ করছে। অতএব যা শ্রেয় তার আচরণ করতে হবে। ২৬

যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়ান্তি চাপদঃ।
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ২৭ ॥

যে পর্যন্ত দুঃখ এসে আশ্রয় না করছে, আপদ বিপদ উপস্থিত না হচ্ছে এবং ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য না ঘটছে সেই পর্যন্ত শ্রেয়ের আচরণ করতে হবে। ২৭

কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ।
সুখদুঃখরতো জন্তুর্ন[৪] বেত্তি হিতমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥

কালঃ—এখানে সংহারকারী। তবে কাল শুধু সংহারকারী নয়, সৃষ্টিকারীও বটে। মহাভারতে আছে—কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। সংহরন্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ ॥ মহা. ভা. ১।১।২০৯—২১০ (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং, ১৩৩৮)

১ তা. ব গ—ঙ, নীরুষঃ।
২ ব গ, দেহং।
৩ ব গ—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সদাদ ; ঐ—খ, ঘ, সুদীপ্তভবনে ; ঐ—ঙ, সন্দীপ্তে।
৪ তা বি গ—ক, সুখদুঃখভবোদ্ভূতঃ ; ঐ—খ, সুখদুঃখভবে ভূতঃ ; ঐ—ঘ, সমদুঃখভাবভূতঃ ; ঐ—ঙ, সুখদুঃখৈর্জনো হন্তি।

সাংসারিক নানা কাজের জন্য জীব কালকে জানে না। সুখদুঃখে রত বলে সে নিজের হিত কিসে তা অবগত নয়। ২৮

জড়ানার্ত্তান্মৃতানাপদ্‌গতান্ [১] দৃষ্ট্বাঽতিদুঃখিতান্।
লোকো মোহসুরাং পীত্বা ন বিভেতি কদাচন [২] ॥ ২৯ ॥

মোহমদিরা পান করে লোকে জড়, আর্ত্ত, মৃত, বিপদগ্রস্ত এবং অতিদুঃখিত মানুষদের দেখেও কখনো ভয় পায় না। ২৯

সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশা যৌবনং কুসুমোপমম্।
তড়িচ্চঞ্চলমায়ুশ্চ কস্য স্যাজ্জানতো ধৃতিঃ [৩] ॥ ৩০ ॥

সম্পদ্ স্বপ্নের মতো। যৌবন ফুলের মতো। আয়ু বিদ্যুতের মতো চঞ্চল। এ জানার পর কার ধৈর্য থাকে। ৩০

শতং জীবিতমত্যল্পং [৪] নিদ্রা স্যাদর্দ্ধহারিণী।
বাল্যরোগজরাদুঃখৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলম্ ॥ ৩১ ॥

শতবর্ষ পরমায়ু অতি অল্প সময়। তার অর্দ্ধেক হরণ করে নিদ্রা। বাল্য, রোগ, জরা এবং দুঃখের জন্য বাকী অর্দ্ধেক নিষ্ফল হয়ে যায়। ৩১

প্রারব্ধব্যে নিরুদ্বেগো [৫] জাগর্ত্তব্যে সুষুপ্তকঃ।
বিশ্বস্তব্যো ভয়স্থানে ঘাতকৈঃ কিং ন [৬] হন্যতে ॥ ৩২ ॥

যা আরম্ভ করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ থাকা, যেখানে সজাগ থাকা কর্তব্য সেখানে সুপ্ত থাকা, যে স্থানে ভয় সেখানে বিশ্বাস করা, এসব ঘাতকের মতো। ঘাতকেরা কি না বিনাশ করে। ৩২

তোয়ফেনসমে দেহে জীবে শকুনিবৎ স্থিতে [৭]।
অনিত্যেঽপ্রিয়সংসারে [৮] কথং তিষ্ঠন্তি নির্ভয়াঃ ॥ ৩৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, ঙ, যাতনার্ত্তানাপদ্‌গতান্; ঐ—গ, ঘ, জাতানার্ত্তান্ মৃতান্বাহনাগতান্।

২ তা বি গ—ঙ এবং ব গ, বেত্তি হিতমাত্মনঃ।

৩ ব গ, কস্মানতো ধৃতিঃ; তা বি গ,—ঙ, ঐ।

৪ ব গ, শতজীবিতমিথঞ্চ; তা বি গ,—ঙ, ঐ; তা বি গ,—খ, শতং জীবতি যদ্যল্পং নিদ্রালস্যার্দ্ধহারিণী।

৫ তা বি গ,—ক, প্রারব্ধৈ ধর্ম্মাধিরুদ্বেগঃ; ঐ—খ, প্রারব্ধ ধর্ম্মনিরুদ্ধ্যে জাগর্ত্তব্যঃ সুষুপ্তকে; ঐ—গ, ঘ, প্রারব্ধে ধর্ম্মাদিরুদ্বেগঃ। ৬ তা বি গ,—ঙ, হা নরঃ কেন।

৭ তা বি গ,—খ, শোকবাধস্থিতে।

৮ ব গ, প্রিয়সংসারে; তা বি গ,—খ, গ, ঘ, প্রিয়সংবাদে।

দেহ জলের ফেনার সমান। তাতে পাখীর (পানকৌড়ি) মতো জীবাত্মা অবস্থিত। অনিত্য ও অপ্রিয় সংসারে জীবগণ কি করে নির্ভয়ে থাকে। ৩৩

অহিতে হিতবুদ্ধিঃ স্যাদধ্রুবে ধ্রুবচিন্তকঃ।
অনর্থে চার্থবিজ্ঞানী স্বমৃত্যুং যো ন বেত্তি চ [১] ॥ ৩৪ ॥

যা অহিতকর তাতে যার হিতবুদ্ধি, যা অধ্রুব তাতে যার ধ্রুববুদ্ধি, যা অনর্থ তাকে যে অভীষ্ট বিষয় মনে করে, সে নিজের মৃত্যুর কথা জানে না। ৩৪

পশ্যন্নপি ন পশ্যেৎ স [২] শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতি।
পঠন্নপি ন জানাতি তব মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৩৫ ॥

যে দেখেও দেখে না, শুনেও বোঝে না, পড়েও জ্ঞান লাভ করে না, সে তোমার মায়া দ্বারা বিমোহিত। ৩৫

সন্নিমজ্জজ্জগদিদং [৩] গম্ভীরে কালসাগরে।
মৃত্যুরোগজরাগ্রাহে [৪] ন কিঞ্চিদপি বুধ্যতি ॥ ৩৬ ॥

মৃত্যু-রোগ-জরারূপ কুম্ভীরসঙ্কুল অগাধ কালসাগরে এই জগৎ নিমজ্জিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র বোধ নেই। ৩৬

প্রতিক্ষণময়ং কায়ো জীর্ণমাণো ন লক্ষ্যতে [৫]
আমকুম্ভ ইবাম্ভঃস্থো বিশীর্ণো নৈব [৬] ভাব্যতে ॥ ৩৭ ॥

জীব দেখতে পায় না তার এই শরীর প্রতিমুহূর্তে জীর্ণ হচ্ছে। জলে ডোবানো মাটির কাঁচা কলসের মতো সে নষ্ট হচ্ছে তা ভাবে না। ৩৭

যুজ্যতে বেষ্টনং [৭] বায়োরাকাশস্য চ খণ্ডনম্।
গ্রথনঞ্চ তরঙ্গাণামাস্থা নায়ুষি যুজ্যতে ॥ ৩৮ ॥

বরং বাতাসকে বেড়া দিয়ে ঘেরা যায়, আকাশকে খণ্ডিত করা যায়, তরঙ্গগুলিকে গেঁথে ফেলা যায় কিন্তু আয়ুকে ধরে রাখা যায় না। ৩৮

পৃথিবী দহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিশীর্যতে।
শুষ্যতে সাগরজলং শরীরে দেবি কা কথা ॥ ৩৯ ॥

---

১ র গ, স মৃত্যুং ন হি বেত্তি কিম্ ; তা বি গ,—ঙ, ঐ।
২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, প্রস্খলতি ; ঐ—খ, ন জানীতে।
৩ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, শক্তিমগ্নং জগদিদং।
৪ র গ, মহাগ্রাহে : তা বি গ,—ঙ, মহাগ্রাহে।
৫ র গ, জীর্ণমাণো নিরীক্ষ্যতে ; তা বি গ,—ঙ, ঐ।
৬ র গ, বিশীর্ণ-ইব।
৭ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, ন বদ্ধো মুহ্যতে ; র গ, যুজ্যতে চেষ্টনং।

দেবী, পৃথিবী দগ্ধ হয়, মেরু বিদীর্ণ হয়, সাগরের জল শুষে যায়, শরীরের আর কথা কি অর্থাৎ শরীরও যে নষ্ট হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ৩৯

অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে[1]।
লপন্তমিতি মর্ত্ত্যং হি হন্তি কালবৃকো বলাৎ[2] ॥ ৪০ ॥

মানুষ যখন আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ধন, আমার বন্ধুবান্ধব এই সব বলতে থাকে তখন কালরূপ বৃক তাকে জোর করে বধ করে। ৪০

ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্যৎ কৃতাকৃতম্।
এবমীহাসমাযুক্তং মৃত্যুরত্তি জনং প্রিয়ে ॥ ৪১ ॥

এটি করা হয়েছে, এটি করতে হবে, এই আরেকটী খানিকটা করা হয়েছে খানিকটা হয় নি ; প্রিয়ে, এরূপ ঈহাযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু গ্রাস করে। ৪১

শ্বঃ কার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং[3] পূর্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাঽস্য ন বা কৃতম্[4] ॥ ৪২ ॥

আগামী কাল যা করণীয় তা আজই করতে হবে, অপরাহ্ণে যা করণীয় তা করতে হবে পূর্বাহ্ণে। এই ব্যক্তির কি করা হয়েছে আর কি করা হয়নি তা বিবেচনা করে মৃত্যু অপেক্ষা করে না। ৪২

জরাদর্শিতপন্থানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকম্।
মৃত্যুশত্রুমভিজ্ঞোঽসি আয়ান্তং[5] কিং ন পশ্যসি ॥ ৪৩ ॥

তুমি ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। দেখতে পাচ্ছ না কি, জরা যে-পথ দেখিয়েছে সেই পথ ধরে মৃত্যুরূপ শত্রু প্রচণ্ডব্যাধিরূপ সৈনিকদের নিয়ে এগিয়ে আসছে। ৪৩

আশা[6]সূচীবিনির্ভিন্নং সিক্তং[7] বিষয়সর্পিষা।
রাগদ্বেষানলে পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবম্ ॥ ৪৪ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, বাঞ্ছিতঞ্চ মে।
২ র গ, হন্তি কালবৃকোদরঃ ; তা বি গ,—গ, বৃকো যথা ; ঐ—ঙ, বৃকোদরঃ।
৩ র গ, কুর্ব্বীত।
৪ র গ, কৃতং বাপ্যথবা কৃতম্ ; তা বি গ,—ঙ, ঐ।
৫ তা বি গ,—ক, মৃত্যুশত্রুসমজ্ঞানম যান্তং ; ঐ—গ যাহো মৃত্যুসমাদিষ্টঃ ; ঐ,—ঙ, মৃত্যুশত্রুসমাদিষ্টং ; র গ, মৃত্যুশত্রুসমাদিষ্টং আযান্তং।
৬ র গ, তৃষ্ণা ; তা বি গ,—ঙ, তৃষ্ণ।
৭ তা বি গ,—ক, খ, ইচ্ছা ; ঐ,—গ, ঈহা ; ঐ—ঙ, মিশ্রং ; র গ, মিশ্রং।

আশাশলাকা দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড, বিষয়রূপ ঘৃতে সিক্ত এবং রাগদ্বেষরূপ অগ্নিতে পক্ক মানুষকে মৃত্যু খায়। ৪৪

বালাংশ্চ যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি[১]।
সর্বাংশ্চ হিংসতে[২] মৃত্যুরেবম্ভূতমিদং জগৎ ॥ ৪৫ ॥

ভ্রূণ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাইকে মৃত্যু বধ করে। এই জগৎ এমনি ধরণের। ৪৫

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ[৩]।
নাশমেবানুধাবন্তি[৪] তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেয়ঃ—হিত, কল্যাণ, ধর্ম, মুক্তি। চতুর্বর্গকেও শ্রেয় বলা হয় (চতুর্বর্গ এব শ্রেয়ঃ। শব্দকল্পদ্রুম, শ্রেয়ঃ-শব্দ)। কাজেই শ্রেয়ের আচরণ বলতে বোঝাবে ধর্মাচরণ, ধর্মপথে কাম ও অর্থ লাভের জন্য কর্ম এবং সব কিছুর মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভের জন্য প্রয়াস।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা, প্রাণীসমূহ সবাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব, শ্রেয়ের আচরণ করবে। ৪৬

স্বস্ববর্ণাশ্রমাচারলঙ্ঘণাদ্দুষ্প্রতিগ্রহাৎ।
পরস্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

নিজ নিজ বর্ণাশ্রমসম্মত আচার লঙ্ঘনের জন্য, অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণের জন্য, পরস্ত্রী ও পরধনের প্রতি লোভের জন্য মানুষের আয়ু ক্ষয় হয়। ৪৭

বেদশাস্ত্রাদ্যনভ্যাসাত্তথৈব গুর্বনর্চনাৎ[৫]।
নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভূয়াদিন্দ্রিয়াণামনিগ্রহাৎ ॥ ৪৮ ॥

বেদশাস্ত্রাদি অভ্যাস না করার জন্য, গুরুর অর্চনা না করার জন্য এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না করার জন্য মানুষের আয়ু ক্ষয় হয়। ৪৮

ব্যাধিরাধির্বিষং শস্ত্রং ক্ষুৎ[৬] সর্পঃ পশবো মৃগাঃ।
মরণং [৭] যেন নির্দ্দিষ্টং তেন গচ্ছন্তি জন্তবঃ ॥ ৪৯ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, রোগগতানপি।

২ তা বি গ,—খ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্বান্ সংবিশতে ; ঐ,—গ, ঘ আবিশতে, ঐ—ঙ, আদিশতে ; র গ, আদিশতে।

৩ তা বি গ,—গ, ঘ, রাশয়ঃ।

৪ তা বি গ,—খ, ঘ, সর্বে নাশং প্রযান্তি।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, গুরুবঞ্চনাৎ।

৬ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, ক্ষুৎ ; তা বি গ, না ; র গ, না।

৭ তা বি গ,—খ, নির্বাণং ; ঐ—গ, ঘ, ঙ, নির্বাণং।

ব্যাধি, আধি, বিষ, শস্ত্র, ক্ষুধা, সর্প, সিংহাদি পশু এবং হস্তী এসবের যেটিকে নিমিত্ত করে মৃত্যু নির্দিষ্ট, জীবের মৃত্যু সেই নিমিত্ত অবলম্বনেই হবে। ৪৯

জীবস্তৃণজলৌকেব দেহাদ্দেহান্তরং ব্রজেৎ।
সম্প্রাপ্য উত্তরং দেহং[১] দেহং ত্যজতি পূর্বজম্ ॥ ৫০ ॥

উত্তরং দেহং—উত্তর দেহ অর্থাৎ পরবর্তী দেহ। জীব মৃত্যুর সময় "পূর্বপ্রজ্ঞা, কর্ম ও উপাসনার সংস্কারবশতঃ বাসনানির্মিত ভাবী ভোগায়তন দেহে আত্মাভিমান করেন এবং পরলোকস্থ সেই দেহকেই প্রাপ্ত হন।" উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ; ১৩১১, পৃঃ ৩৪৫। এই ভাবী ভোগায়তন দেহই উত্তর দেহ। এটি সূক্ষ্ম দেহ।

জোঁক যেমন এক তৃণ থেকে অন্য তৃণে যায় তেমনি জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। সে উত্তর অর্থাৎ পরবর্তী দেহ পেয়ে পূর্বজাত দেহ ত্যাগ করে। ৫০

বাল্যযৌবনবৃদ্ধত্বং যথা দেহান্তরাদিকম্।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্গৃহাদ্গৃহমিবাগতঃ ॥ ৫১ ॥

একই দেহে জীবের বাল্য থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য, এ যেমন তার প্রথম দেহান্তর বলা যায় তেমনি এই দেহ ছেড়ে তার দেহান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ অন্য দেহ লাভ। এ যেন এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে আগমন। ৫১

জনাঃ কৃত্বেহ কর্মাণি সুখদুঃখানি ভুঞ্জতে।
পরত্রাজ্ঞানিনো[২] দেবি যান্ত্যায়ান্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫২ ॥

পরত্রাজ্ঞানিনঃ—যারা পরলোক সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই দলে পড়বে যারা পরলোক সম্বন্ধে কিছুই জানে না, যারা জানে কিন্তু সেই জ্ঞানানুসারে কর্ম করে না, যারা জানে কিন্তু মানে না। এই শেষোক্ত দল ইহৈকবাদী। আমাদের দেশের সেকালের চার্বাকপন্থীরা এই দলের। জড়বাদীরা এই দলের।

এইসব লোক ইহলোক থেকে পরলোকে এবং পরলোক থেকে ইহলোকে যাতায়াত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছুই করে না।

---

১ তা বি গ,—ক, খ, ঘ.-দৃত পাঠ; ঐ.—গ. উত্তরমেবৈনং; তা বি খ, পরমংশেন; স্ব গ, পরমংশেন।

২ স্ব গ, পরত্রহানিতো; তা বি গ.—ঙ, পরত্র হানিতঃ।

ইহলোকে মানুষ কর্ম করে এবং সুখদুঃখ ভোগ করে। দেবী, যারা পরলোক সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা ইহলোকে পরলোকে বার বার আসা যাওয়া করে। ৫২

ইহ যৎ[১] ক্রিয়তে কর্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে।
সিক্তমূলস্য বৃক্ষস্য ফলং শাখাসু দৃশ্যতে ॥ ৫৩ ॥

ইহলোকে যে-কর্ম করা হয় তার ফল ভোগ করতে হয়। গাছের মূল জলসিক্ত করা হয় আর ফল দেখা যায় তার শাখায়। ৫৩

দারিদ্র্যদুঃখরোগাশ্চ বন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্ ॥ ৫৪ ॥

দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, বন্ধন, ব্যসন এসব জীবের আত্মাপরাধবৃক্ষের ফল। ৫৪

নিঃসঙ্গ এব মোক্ষঃ স্যাদ্দোষাঃ সর্বে চ সঙ্গজাঃ।
তস্মাৎ সঙ্গং পরিত্যজ্য তত্ত্বনিষ্ঠঃ সুখী ভবেৎ।
সঙ্গাচ্চ চলতে জ্ঞানী চাবশ্যং কিমুতাল্পবিৎ[২] ॥ ৫৫ ॥

সঙ্গ—আসক্তি। আসক্তি থেকেই যে যাবতীয় দোষের উদ্ভব হয়, এ ইঙ্গিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ও করা হয়েছে। যেমন—ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে। ২।৬২ ॥—যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে তার সেই সব বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি থেকে কামনা এবং কামনা থেকে ক্রোধ জন্মে। তারপর ক্রোধ থেকে ক্রমে অন্যান্য দোষের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে।

সঙ্গের অপর অর্থ কর্তৃত্বাভিমান। যেমন "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ২।৪৮ ॥ হে ধনঞ্জয়, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে যোগস্থ হয়ে কর্ম কর।

নিরাসক্তিই মোক্ষ। সমস্ত দোষের উদ্ভব আসক্তি থেকে। সেইজন্য, আসক্তি ত্যাগ করে ও তত্ত্বনিষ্ঠ হয়ে সুখী হবে। কর্তৃত্বাভিমানের জন্য জ্ঞানীও অবশ্যই বিচলিত হয়। যে অল্পজ্ঞ সে যে বিচলিত হবে তার আর কথা কি। ৫৫

---

১ তা বি গ,—গ, ঘ, ইহৈব।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, সঙ্গাৎ পতত্যধো জ্ঞানী চাবশ্যং কিমনাত্মবিৎ; ঐ,—খ, কিমুতানাত্মবিৎ প্রিয়ে।

সঙ্গঃ সর্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ[1] স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
সদ্ভিঃ সহ স কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥ ৫৬ ॥

সঙ্গঃ—সাহচর্য। সঙ্গ অর্থ আসক্তিও বটে। সাহচর্য অর্থ ধরলে শ্লোকের আদিতে ব্যবহৃত সঙ্গ বলতে অসৎসঙ্গ বুঝাতে হবে; কেন না, পরার্ধেই সৎসঙ্গের প্রশংসা করা হয়েছে।

সঙ্গ সর্বপ্রকারে পরিত্যাজ্য কিন্তু তা ত্যাগ করা যায় না। সৎসঙ্গ করা উচিত। কেন না, সৎসঙ্গই ঔষধ।

সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্মলং[2] নয়নদ্বয়ম্।
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং ন স্যাদমার্গগঃ[3] ॥ ৫৭ ॥

সৎসঙ্গ আর বিবেক মানুষের দুই নির্মল চক্ষু। এ দুটি যার নেই সে কি করে বিপথগামী না হবে। ৫৭

যাবন্তঃ[4] কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্[5]।
তাবন্তোঽস্য বিশন্ত্যেতে[6] হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ[7] ॥ ৫৮ ॥

জীব যে-পর্যন্ত প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপন করে সে-পর্যন্ত তার হৃদয়ে শোকশেল প্রবেশ করে। ৫৮

স্বদেহমপি জীবোঽয়ং ত্যক্ত্বা যাতি কুলেশ্বরি[8]।
স্ত্রীমাতৃপিতৃপুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥ ৫৯ ॥

ওগো কুলেশ্বরী, এই জীব নিজের দেহ পর্যন্ত ত্যাগ করে চলে যায়। তা হলে আর মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র, এদের সঙ্গে প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপন কিসের জন্য।৫৯

দুঃখমূলো[9] হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ।
তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে ॥ ৬০ ॥

সংসার দুঃখের মূল। যার সংসার আছে সে-ই দুঃখিত। প্রিয়ে, যে সংসার ত্যাগ করেছে সে-ই সুখী, অপর কেউ নয়। ৬০

প্রভবঃ[10] সর্বদুঃখানামাশ্রয়ঃ[11] সকলাপদাম্।
আলয়ঃ সর্বপাপানাং সংসারং বর্জয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৬১ ॥

---

১ ব গ, সর্বাত্মনাত্যাজ্যঃ।
২ ব গ, নিশ্চলং ; তা বি গ,—ঙ, নিশ্চলং।
৩ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, অধর্মগঃ।
৪ ব গ,-মুদ্রপাঠ ; তা বি গ, যাবন্তঃ।
৫ তা বি গ,—গ, বিষয়স্পৃহান্।
৬ ব গ, নিখন্যন্তে ; তা বি গ,—ঙ, নিখন্যন্তে।
৭ ব গ, শোকশঙ্কবান্।
৮ ব গ, সুরেশ্বরি ; তা বি গ,—ঙ, সুরেশ্বরি।
৯ ব গ, দুঃখমূলং।
১০ তা বি গ,—আরম্ভঃ।
১১ ব গ, সর্বদুঃখানামাশ্রয়ঃ।

প্রিয়ে, সংসার সর্বদুঃখের উৎপত্তিস্থল, সমস্ত বিপত্তির আশ্রয়, সমস্ত পাপের আলয়। একে পরিত্যাগ করা উচিত। ৬১

অরজ্জুবন্ধনং[১] ঘোরং মিশ্রীকৃতং[২]মহাবিষম্।
অশস্ত্রখণ্ডনং দেবি সংসারাসক্তচেতসাম্ ॥ ৬২ ॥

ওগো দেবী, সংসারে যার চিত্ত আসক্ত সে-ব্যক্তির রজ্জু ছাড়াই বন্ধন, তার জন্য ভয়ানক মহাবিষ মিশ্রিত করা হয়েছে, আর বিনা শস্ত্রাঘাতেই সে ক্ষতবিক্ষত। ৬২

আদিমধ্যাবসানেষু সর্ব্বং[৩] দুঃখমিদং যতঃ[৪]।
তস্মাৎ সন্ত্যজ্য সংসারং তত্ত্বনিষ্ঠঃ সুখী ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥

যেহেতু সংসার আদি মধ্য ও অন্তে সর্বদুঃখময়, সেইজন্য মানুষ সংসার ত্যাগ করে যদি তত্ত্বনিষ্ঠ হয় তা হলেই সুখী হবে। ৬৩

লৌহ[৫]দারুময়ৈঃ পাশৈর্দৃঢ়বদ্ধোঽপি মুচ্যতে।
স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো[৬] মুচ্যতে ন কদাচন ॥ ৬৪ ॥

লোহার কিংবা কাঠের পাশের দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ ব্যক্তিও মুক্ত হতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক ধন ইত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তি কখনও মুক্তি পায় না। ৬৪

কুটুম্বচিন্তাযুক্তস্য শ্রুত[৭]শীলাদয়ো গুণাঃ।
অপক্বকুম্ভজলবৎ নশ্যন্ত্যঙ্গেন তেন হি[৮] ॥ ৬৫ ॥

কুটুম্ব অর্থাৎ পুত্রদারাদির চিন্তাযুক্ত মানুষের পাণ্ডিত্য-শীলাদি গুণরাশি মাটির কাঁচা কলসের জলের মতো সেই গৌণ বিষয় দ্বারা অর্থাৎ পুত্রদারাদির চিন্তা দ্বারাই নষ্ট হয়। ৬৫

বাঞ্ছিতাশেষচিত্তৈ[৯]স্তৈর্নিত্যং লোকো বিনাশিতঃ[১০]।
হা হন্ত বিষয়াহারৈর্দেহস্থেন্দ্রিয়তস্করৈঃ ॥ ৬৬ ॥

---

১ ১২ তা বি গ,—খ, ঘ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অবজ্জবন্ধনং।

২ তা বি গ,—ক, মিশ্রীকৃতা ; র গ, মিশ্রীকৃতং। ৩ র গ, সর্ব্বদুঃখমিদং।

৪ র গ, জগৎ ; তা বি গ,—ঙ, জগৎ। ৫ র গ, লোহ।

৬ তা বি গ, খ, সংযুক্তঃ। ৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, শ্রুতি।

৮ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কেবলম্ ; ঐ,—ঙ, তেন হি।

৯ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বঞ্চিতাশেষবিত্তৈ ; তা বি গ,—ক, গ, ঘ, চিত্তৈঃ। তা বি গ,-ঙ, বাঞ্ছিতাশেষচিত্তৈ।

১০ তা বি গ,—ক, বিনশ্যতি।

বিষয়াহারৈঃ—বিষয় আহার যাহাদের তাহারা বিষয়াহার, তাহাদের দ্বারা। বিষয় বলতে বুঝায় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ। আহার অর্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ। চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয় গ্রহণ করে বলে তাদের বলা হয়েছে বিষয়াহার। ইন্দ্রিয়—একাদশ (একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্বে মনীষিণঃ—মনুসংহিতা—২।৮৯)। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) এবং মন এই একাদশ।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ যাদের আহার, যাদের বাঞ্ছিত বিষয়ের শেষ নেই, হায় হায়! দেহস্থ সেই ইন্দ্রিয়রূপ তস্করদের দ্বারা মানুষ নিত্য বিনষ্ট হচ্ছে। ৬৬

মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লৌহশঙ্কুং ন পশ্যতি।
সুখলুব্ধস্তথা দেহী যমবাধাং[1] ন পশ্যতি ॥ ৬৭ ॥

মাংসের টোপের লোভে মাছ যেমন লৌহশঙ্কু অর্থাৎ বড়্‌শী দেখতে পায় না তেমনি সুখের লোভে মানুষ যমপীড়া দেখতে পায় না। ৬৭

হিতাহিতং ন জানন্তো নিত্যমুন্মার্গগামিনঃ।
কুক্ষিপূরণনিষ্ঠা যে তেঽবুধা নারকাঃ প্রিয়ে ॥ ৬৮ ॥

প্রিয়ে, যারা হিতাহিত জানে না, নিত্য যারা কুপথগামী এবং উদরপূরণেই যাদের অনুরাগ, সেই অবোধেরা নারকী। ৬৮

নিদ্রাদিমৈথুনাহারাঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥

সকল প্রাণীর মধ্যেই মৈথুন আহার নিদ্রাদি বিদ্যমান। প্রিয়ে, জ্ঞানবান্ প্রাণীকে বলা হয় মানুষ আর জ্ঞানহীন প্রাণীকে পশু। ৬৯

প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাং মধ্যগে রবৌ।
রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে[2] মানবাঃ প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥

প্রিয়ে, মানুষ প্রভাতে মলমূত্রের দ্বারা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা এবং রাত্রে কাম ও নিদ্রা দ্বারা পীড়িত হয়। ৭০

স্বদেহধর্মদারাদিনিরতাঃ সর্বজন্তবঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হা! হন্তাজ্ঞানমোহিতাঃ ॥ ৭১ ॥

অজ্ঞানমোহিত সব প্রাণী স্বীয় দেহধর্মের অনুগত এবং দারাদিনিরত হয়ে থাকে। হায়, হায়! এরা শুধু জন্মায় এবং মরে।

১ স্ব গ, মায়াশীলং; তা বি গ,—ঙ, মায়াশীলং।
২ তা বি গ,—গ, যুজ্যন্তে।

স্বস্ববর্ণাশ্রমাচারনিরতাঃ সর্বমানবাঃ।
ন জানন্তি পরং তত্ত্বং[১] মূঢ়া[২] নশ্যন্তি পার্বতি ॥ ৭২ ॥

সব মানুষ আপন আপন বর্ণাশ্রমবিহিত আচার পালনেই সন্তুষ্ট। পার্বতী, এই মূঢ়েরা পরমতত্ত্ব জানে না বলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ক্রিয়ায়াসপরাঃ কেচিৎ ব্রতচর্যাদি[৩]সংযুতাঃ।
অজ্ঞানসংযুতাত্মানঃ[৪] সঞ্চরন্তি প্রতারকাঃ[৫] ॥ ৭৩ ॥

কোনো কোনো লোকের ক্রিয়াকর্মের প্রতি অতিশয় যত্ন। এরা ব্রতচর্যাদি করে বেড়ায়। কিন্তু এরা অজ্ঞানমতি এবং প্রতারক অর্থাৎ নিজেদের ও অন্যদের প্রতারণা করে। ৭৩

নামমাত্রেণ সন্তুষ্টাঃ কর্মকাণ্ডরতা নরাঃ।
মন্ত্রোচ্চারণহোমাদ্যৈর্ভ্রামিতাঃ ক্রতুবিস্তরৈঃ ॥ ৭৪ ॥

যেসব মানুষ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম করে তারা মাত্র নামেই সন্তুষ্ট। মন্ত্রোচ্চারণ হোমাদি সহ বহু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্যে এরা ঘুরপাক খায়। ৭৪

একভক্তোপবাসাদ্যৈর্নিয়মৈঃ কায়শোষণৈঃ।
মূঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব [৬] মায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৭৫ ॥

পরোক্ষম্—পরোক্ষকে। পরোক্ষ—অপ্রত্যক্ষজ্ঞান (অপ্রত্যক্ষজ্ঞানে-বাচস্পত্যভিধান) আবার পরোক্ষ অর্থ শ্রৌত বা আপ্ত জ্ঞান বিশেষ (শ্রুত্যাপ্তজন্যাদিজ্ঞানাবিশেষঃ—শব্দকল্পদ্রুম)। এখানে এই জ্ঞান বা পরতত্ত্ব। পরমার্থতঃ অবশ্য বাচ্য একই।

একাহার উপবাসাদি নিয়মের দ্বারা শরীর ক্ষয় করে তোমার মায়াবিমোহিত মূঢ়েরা পরোক্ষকে জানতে বা পেতে চায়। ৭৫

দেহদণ্ডনমাত্রেণ কা মুক্তি[৭]রবিবেকিনাম্।
বল্মীকতাড়নাদ্দেবি মৃতঃ কিন্নু[৮] মহোরগঃ ॥ ৭৬

বিবেকহীন ব্যক্তিদের কেবলমাত্র দেহপীড়নের দ্বারা কি করে মুক্তি মিলবে ; দেবী, উঁইয়ের ঢিবিকে আঘাত করলে কি মহাসর্প মরে ? ৭৬

---

১ তা বি গ,—খ. গ, ধর্মং। ২ ঐ,—ক, খ, গ, ঘ, বৃথা।

৩ তা বি গ,—গ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ক্রতুচর্যাদি ; তা বি গ,—ঙ, ব্রতধর্মাদি ; র গ, ব্রতধর্মাদি।

৪ র গ, সংভৃতাত্মানঃ ; তা বি গ,—ঙ, সংভৃতাত্মানঃ ; তা বি গ,—ক, সংহতাত্মানঃ।

তা বি গ,—ঙ, প্রভাকরাঃ। ৬ তা বি গ,—ক, গ, মম।

র গ, সিদ্ধি ; তা বি গ—ঙ, সিদ্ধি। ৮ র গ, কোহত্র।

ধনাহারার্জনে যুক্তা [১] দাম্ভিকা বেষধারিণঃ।
ভ্রমন্তি জ্ঞানিবল্লোকে [২] ভ্রাময়ন্তি জনানপি ॥ ৭৭ ॥

ধন এবং অন্ন অর্জনে নিযুক্ত দাম্ভিক লোকেরা সংসারে জ্ঞানীর মতো বেশ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায় এবং অন্য লোকদের ঘুরিয়ে মারে। ৭৮

সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনাম্।
কর্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা ॥ ৭৮ ॥

সাংসারিক সুখে আসক্ত যে-ব্যক্তি বলে 'আমি ব্রহ্মজ্ঞ' সে শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং ব্রহ্ম উভয় থেকে ভ্রষ্ট। অন্ত্যজকে যেমন বর্জন করা হয় তেমনি এরকম লোককে বর্জন করতে হবে। ৭৮

গৃহারণ্যসমা লোকে গতব্রীড়া দিগম্বরাঃ।
চরন্তি গর্দভাদ্যাশ্চ যোগিন স্তে[৩] ভবন্তি কিম্ ॥ ৭৯ ॥

যোগীনস্তে ভবন্তি কিম্—তারা কি যোগী হয়ে যায়? শ্লোক ৭৯ থেকে শ্লোক ৮৫ পর্যন্ত যোগীদের নানা অবস্থার কথা এবং বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে ধর্ম সম্বন্ধে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে এবং পরিহাস ছলে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার ভ্রান্তি নির্দেশ করা হয়েছে।

গর্দভাদির কাছে গৃহ ও অরণ্য সমান, তারা লজ্জামুক্ত এবং দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্য তারা যোগী হয়ে যায় কি? (তাৎপর্য—অমনি বাহ্যাচরণের দ্বারা কেউ যোগী হয় না)। ৭৯

মৃদ্ভস্মত্রক্ষণাদ্দেবি মুক্তাঃ স্যুর্যদি মানবাঃ।
মৃদ্ভস্মবাসিনো গ্রাম্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবন্তি হি ॥ ৮০ ॥

গায়ে মাটি এবং ভস্ম মাখলেই যদি মানুষেরা সব মুক্ত হয় তা হলে যে-সব গেঁয়ো লোক ছাই-মাটির মধ্যেই থাকে তারা কি মুক্ত হয়ে যায়?

তৃণপর্ণোদকাহারাঃ সততং[৪] বনবাসিনঃ।
হরিণাদিমৃগা দেবি যোগিন[৫]স্তে ভবন্তি কিম্ ॥ ৮১ ॥

দেবী, হরিণাদি পশু সতত বনে বাস করে এবং ঘাস পাতা ও জল মাত্র খায়। তাই বলে তারা কি যোগী হয়ে যায়? ৮১

---

১ ব্র গ, ধনার্জনোপযুক্তাস্তে; ভা বি গ,—ঙ, ঐ।
২ ব্র গ, লুব্ধা; ভা বি গ,—ঙ, লুব্ধা।
৩ ব্র গ, বিবিক্তাস্তে; ভা বি গ,—ঙ, বিবিক্তাস্তে।
৪ ভা বি গ,—গ, চরন্তি।
৫ ভা বি গ,—গ, ঙ, তাপসা; ব্র গ, তাপসা।

আজন্মমরণান্তঞ্চ গঙ্গাদিতটিনীস্থিতাঃ[১] ।
মণ্ডূক[২]মৎস্যপ্রমুখা ব্রতিনস্তে ভবন্তি কিম্ ॥ ৮২ ॥

মাছ ব্যাঙ্ প্রভৃতি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গঙ্গাদি নদীতে বাস করে। তাই বলে তারা কি ব্রতশীল তপস্বী হয়ে যায় ? ৮২

বদন্তি হৃদয়ানন্দং পঠন্তি শুকসারিকাঃ ।
জনানাং[৩] পুরতো দেবি বিবুধাঃ কিং ভবন্তি হি ॥ ৮৩ ॥

দেবী, শুকসারি লোকের সামনে (শ্লোকাদি) পড়ে, হৃদয়ানন্দকর কথা বলে। তাই বলে তারা কি পণ্ডিত হয়ে যায় ? ৮৩

পারাবতাঃ শিলাহারাঃ পরমেশ্বরি চাতকাঃ ।
ন পিবন্তি মহীতোয়ং যোগিনস্তে ভবন্তি কিম্ ॥ ৮৪

পরমেশ্বরী, ধান কাটার মাঠে ঝড়তিপড়তি যা থাকে পায়রারা তাই খায়, চাতকেরা ভূমিস্থ অর্থাৎ নদী প্রভৃতির জল খায় না। তাই বলে তারা কি যোগী হয়ে যায় ? ৮৪

শীতবাতাতপসহা ভক্ষাভক্ষ্যসমাঃ[৪] প্রিয়ে।
তিষ্ঠন্তি শূকরাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবন্তি কিম্ ॥ ৮৫ ॥

প্রিয়ে, শূকরাদি শীতের হাওয়া ও রোদ অর্থাৎ ঠাণ্ডা গরম সহ্য করে এবং নির্বিচারে ভক্ষ্যাভক্ষ্য সব খায়। তাই বলে তারা কি যোগী হয়ে যায় ? ৮৫

তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকবঞ্চনকারকম্[৫] ।
মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি ॥ ৮৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞান—আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। মোক্ষস্যকারণং—মোক্ষের কারণ। আত্মসম্বিদের উদয় হলে অর্থাৎ আত্মস্বরূপের যথাতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হলে জীবের যে-অবস্থা হয় তাকেই বলে মোক্ষ। সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান অর্থ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি বা আত্মসম্বিদের উদয়। কাজেই এখানে কারণ আর কার্য অভিন্ন (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৮০, ৪২৫)।

---

১ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতা ; ঐ—গ, গঙ্গানীরং।

২ তা বি গ,—গ, মণ্ডূকমৎস্যকূর্মীরাঃ ; ঐ,—ঙ, মাতঙ্গ ; র গ, মাতঙ্গ।

৩ তা বি গ,—ঙ, তত্রৈব, র গ, তত্রৈব।

৪. র গ, জম্বালাশ্মশয়াঃ, তা বি গ,—ঙ, জম্বালাশ্মশয়াঃ।

৫ তা বি গ,—ক, শীতবাতাতপস্তস্মাদিত্যাদিরঞ্জকারকম্ ; ঐ,—ঘ, ঙ, লোকরঞ্জনকারকম্ ; র গ, লোকরঞ্জনকারণম্।

কুলেশ্বরী, সেইজন্য এইসব কর্ম (ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠান, যোগীর বাহ্য ক্রিয়াকর্ম) মানুষকে প্রতারিত করে। সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ। ৮৬

ষড়দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং[১]ন জানন্তি পশুপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ৮৭ ॥

ষড়দর্শন—সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত।

পাশ—শৈব-শাক্ত শাস্ত্রে পশু শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শৈবশাস্ত্র অনুসারে জীবন্মুক্তদের বাদ দিয়ে চেতনাবান্ আর সবাই পশু। ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে তির্যগ্ পর্যন্ত সব জীবই পশু। উক্ত শাস্ত্রে বলা হয়েছে, পুরুষ পশু আর প্রকৃতি পাশ। পাশবদ্ধ পুরুষ পশু। পুরুষ আত্মা, প্রকৃতি মায়া। মায়াবৃত আত্মা পুরুষ বা পশু। সহজ করে বলা যায়, পাশবদ্ধ জীব পশু। পাশমুক্ত জীব শিব।

শাক্তশাস্ত্র অনুসারে পশুভাবাপন্ন সাধক পশু। এই পশু পাশবদ্ধ জীব। এখানেও পাশবদ্ধ জীব পশু, পাশমুক্ত জীব সদাশিব (পাশবদ্ধঃ স্মৃতো জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ—কুলার্ণবতন্ত্র ৯।৪২)।

শৈব শাস্ত্রে পাশ শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অর্থে লক্ষ্য করা যায়। যথা—মল, কর্ম, মায়া এই তিন প্রকারের পাশ। আবার মল, কর্ম, মায়া এবং রোধশক্তি এই চার পাশের কথাও পাওয়া যায়।

মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগ এই ষট্ কঞ্চুককে পাশ বলা হয়। মায়াকে বাদ দিয়ে পঞ্চকঞ্চুক। তাও পাশ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশকেও পাশ বলা হয় (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা—দ্রঃ শা. ভা. শ. শৈবদর্শন অধ্যায়)।

শাক্ততন্ত্রে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল আর জাতি সাধারণতঃ এই অষ্টপাশের কথা পাওয়া যায়। তবে কোথাও কোথাও বাহান্ন বা বাষট্টি পাশেরও উল্লেখ আছে। শৈবমতের পঞ্চক্লেশকে শাক্ত মতেও পাশ বলা হয়েছে। উক্ত পঞ্চক্লেশকে তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্রও বলা হয়। তমের ভেদ আট, মোহের আট, মহামোহের দশ, তামিস্রের আট এবং মহাতামিস্রের আঠার, সব মিলিয়ে মোট পাশ সংখ্যা হয় বাহান্ন। কোনো কোনো মতে তামিস্রেরও আঠার ভেদ

১ তা বি গ,—খ, পরাত্মানং।

স্বীকার করা হয়। তা'হলে পাশ সংখ্যা হয় বাষট্টি (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৪৪৬)।

প্রিয়ে, পশুরা ষড়্দনর্শনরূপ মহাকূপে নিপতিত। পশুপাশবদ্ধ এই ব্যক্তিরা পরমার্থ কি তা জানে না। ৮৭

বেদশাস্ত্রার্ণবে ঘোরে তাড্যমানা[১] ইতস্ততঃ।
কালোর্মিগ্রাহগ্রস্তাশ্চ[২] তিষ্ঠন্তি হি কুতার্কিকাঃ ॥ ৮৮ ॥

ঘোর বেদশাস্ত্রসাগরে নিমজ্জিত কুতার্কিকেরা কালরূপ তরঙ্গ ও কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং এদিক্ থেকে ওদিকে তাড়িত হয়ে অবস্থান করছে।

বেদাগমপুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং[৩] ন বেত্তি যঃ।
বিড়ম্বকস্য তস্যাপি[৪] তৎ সর্বং কাকভাষিতম্[৫] ॥ ৮৯ ॥

যে-ব্যক্তি বেদ আগম ও পুরাণে পারদর্শী কিন্তু পরমার্থ জানে না, সে প্রতারক। তার সব বিদ্যা কাকের মতো কা-কা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়মিতি চিন্তাসমাকুলাঃ।
পঠন্ত্যহর্নিশং দেবি পরতত্ত্বপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৯০ ॥

দেবী, পরতত্ত্ববিমুখ ব্যক্তিরা এটি জ্ঞান এটি জ্ঞেয় এরূপ চিন্তা করতে করতে দিনরাত বই পড়ে। ৯০

বাক্য[৬]চ্ছন্দোনিবন্ধেন কাব্যালঙ্কারশোভিনা[৭]।
চিন্তয়া দুঃখিতা মূঢ়াস্তিষ্ঠন্তি ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৯১ ॥

কাব্যালঙ্কারশোভিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশিত ভাবনা দ্বারা অর্থাৎ কাব্য পাঠ করে তার ভাবের দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিরা দুঃখিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ৯১

অন্যথা পরমং তত্ত্বং[৮] জনা ক্লিশ্যন্তি চান্যথা।
অন্যথা শাস্ত্রসদ্ভাবো[৯] ব্যাখ্যাং কুর্বন্তি চান্যথা ॥ ৯২ ॥

---

১ স্ব গ, বেদার্থমপবিজ্ঞায় দহ্যমানাঃ ; তা বি গ,—ক, খ, ঈড্যমানা ; তা বি গ,—গ, গ্রা দহ্যমানাঃ।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ঙ, কালোর্মিণা গ্রহগ্রস্তঃ ; স্ব গ, কালোর্মি'ণা গ্রহগ্রস্তা।

৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, পরাম্নায়ং।   ৪ তা বি গ,—বিন্মূত্রক্ত তভস্তস্মাৎ।

৫ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, ভোজনং।   ৬ স্ব গ, কাব্য ; তা বি গ,—ঙ, কাব্য।

৭ স্ব গ, শোভিতাঃ ; তা বি গ,—ঙ, শোভিতাঃ।

৮ তা বি গ,—খ, ঘ, পরং ভাবং।   ৯ তা বি গ,—খ, সম্ভাবো।

পরমতত্ত্ব এক রকম আর লোকেরা জানে অন্যরকম। শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ এক আর এরা তার ব্যাখ্যা করে অন্যরকম। ৯২

কথয়ন্ত্যুন্মনীভাবং[১] স্বয়ং নানুভবন্তি হি।
অহঙ্কারহতাঃ কেচিদুপদেশবিবর্জিতাঃ[২] ॥ ৯৩ ॥

উন্মনীভাব—ত্রিপুরোপনিষদে বলা হয়েছে বাহ্যবিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করে মন হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হলে উন্মনীভাব হয় আর এইভাবে পরমপদ লাভ হয় (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৫)।

উপদেশবর্জিত অর্থাৎ গুরুর উপদেশ লাভ করেনি এরকম অহংকারাভিভূত ব্যক্তিরা উন্মনীভাবের কথা বলে কিন্তু নিজেরা তা অনুভব করে না। ৯৩

পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি বিবদন্তি পরস্পরম্।
ন জানন্তি পরং তত্ত্বং দর্বী পাকরসং যথা ॥ ৯৪ ॥

এরা বেদশাস্ত্রসমূহ পাঠ করে, পরস্পর বিবাদ করে কিন্তু পরতত্ত্ব জানে না ; যেমন হাতা পায় না পাক-করা জিনিসের স্বাদ। ৯৪

শিরো বহতি পুষ্পাণি গন্ধং জানাতি নাসিকা।
পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি দুর্লভো ভাববেদকঃ ॥ ৯৫ ॥

ফুল থাকে মাথায় আর গন্ধ পায় নাক। বেদশাস্ত্র অনেকে পড়ে কিন্তু তার মর্ম গ্রহণ করতে পারে এমন মানুষ দুর্লভ। ৯৫

তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু মুহ্যতে[৩]।
গোপঃ কক্ষগতং ছাগং কূপে পশ্যতি দুর্মতি ॥ ৯৬ ॥

আত্মস্থ তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব না জেনে মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রে মনোনিবেশ করে। এ কি রকম—না, বোকা ছাগল-রাখাল যেমন কাঁধে-করা ছাগল কুয়োর মধ্যে পড়েছে কিনা দেখতে যায়। ৯৬

সংসারমোহনাশায়[৪] শাব্দবোধো ন হি ক্ষমঃ।
ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপবার্ত্তয়া[৫] ॥ ৯৭ ॥

শাব্দবোধঃ—শব্দজ্ঞান। একে পরোক্ষজ্ঞানও বলা হয়। এদ্বারা মোহনাশ হয় না, এটি মোক্ষের কারণ নয়। মোক্ষের কারণ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান।

---

১ ভা বি গ,—খ, কথং যান্ত্যুন্মনীভাবং।
২ ভা বি গ,—ক, খ, উপদেশাদিবর্জিতাঃ।
৩ ভা বি গ,—খ,-মৃত পাঠ ; ভা বি গ, মুহ্যতি ; ব গ, মুহ্যতি।
৪ ব গ, মাত্র ; ভা বি গ,—ঙ, মাত্র।
৫ ব গ, দীপশিখয়া ; ভা বি গ,—ঙ, দীপশিখয়া।

"আপ্তবাক্য, শাস্ত্রপাঠ ও অনুমান প্রভৃতির দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার নাম পরোক্ষজ্ঞান, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম অপরোক্ষ বা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।" অপরোক্ষ জ্ঞানকে পরজ্ঞান বা পরম জ্ঞানও বলা হয়। সদ্‌গুরুর উপদেশে সাধকের চিত্তে এই জ্ঞানের উদয় হয়। সিদ্ধযোগীর দর্শনাদি দ্বারাও এই জ্ঞানের উদয় হতে পারে (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ২৮১-৮২, ৩৫৪-৩৫৫)।

যেমন প্রদীপের কথাবার্তা দ্বারা অন্ধকার দূর হয় না তেমনি শাব্দজ্ঞান সংসারমোহ নাশ করতে পারে না। ৯৭

প্রজ্ঞাহীনস্য পঠনম্ অন্ধস্যাদর্শদর্শনম্[১]।
দেবি প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ৯৮ ॥

দেবী, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ অন্ধের দর্পণে মুখ দেখার মতো আর প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ তত্ত্বজ্ঞানের কারণস্বরূপ। ৯৮

অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ কেচিৎ পার্শ্বয়োরপি কেচন।
তত্ত্বমীদৃক্ তাদৃগিতি বিবদন্তি পরস্পরম্।
সদ্বিদ্যাদানশূরাদ্যৈগুর্ণৈর্বিখ্যাতমানবাঃ ॥ ৯৯ ॥

যেসব লোকের সদ্‌বিদ্যাদাননৈপুণ্যাদি গুণের জন্য খ্যাতি আছে তারাও কেউ কেউ তত্ত্বকে সামনের দিক্ থেকে, কেউ কেউ পিছনের দিক্ থেকে আবার কেউ কেউ দুই পাশের থেকে দেখে বলতে থাকে তত্ত্ব এই রকম, তত্ত্ব ঐরকম, আর পরস্পর বিবাদ করে। ৯৯

ঈদৃশস্তাদৃশশ্চেতি দূরস্থঃ কথ্যতে জনৈঃ[২]।
প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্তয়া[৩] গ্রহণং কুতঃ[৪]।
এবং যে শাস্ত্রসম্মূঢ়াস্তে দূরস্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১০০ ॥

তত্ত্ব এই প্রকার, তত্ত্ব ঐ প্রকার, তত্ত্ব দূরে, লোকেরা এই সব কথা বলে। যেখানে প্রত্যক্ষ তত্ত্বোপলব্ধি নেই সেখানে শুধু কথা দ্বারা তত্ত্বলাভ হবে কেমন করে। এরকম যারা শুধু তত্ত্বকথা নিয়ে থাকে সেই শাস্ত্রবিমূঢ় ব্যক্তিরা তত্ত্ব থেকে অনেক দূরে থাকে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১০০

ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্বতঃ শ্রোতুমিচ্ছতি।
দেবি বর্ষসহস্রায়ুঃ[৫] শাস্ত্রান্তং নৈব গচ্ছতি ॥ ১০১ ॥

---

১ র গ, পঠতোহন্ধস্যাদর্শনং যথা; তা বি গ,—ক, খ, ঘ, ঙ, দর্শনং যথা।
২ র গ,-হ শ্লোকার্ধ; তা বি গ,—খ,-হ শ্লোকার্ধ।
৩ তা বি গ,—ঘ, পরোক্ষ।
৪ র, গ প্রিয়ে; তা বি গ,—গ, ঙ, প্রিয়ে।
৫ তা বি গ,—ক, গ, ঙ, সহস্রৈস্তু।

দেবি, যে ব্যক্তি শাস্ত্রের কাছে এইটি জ্ঞান, এইটি জ্ঞেয় সর্বপ্রকারে তাই শুনতে চায় তার যদি হাজার বছর পরমায়ু হয় তবু সে শাস্ত্রের অন্ত পাবে না। ১০১

বেদাদ্য[১]নেকশাস্ত্রাণি স্বল্পায়ুর্বিঘ্নকোটয়ঃ।
তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ ক্ষীরং হংস ইবাম্ভসঃ[২] ॥ ১০২ ॥

বেদাদি শাস্ত্র অনেক, মানুষের আয়ু স্বল্প আবার বিঘ্নও অসংখ্য। অতএব, হাঁস যেমন জলমেশানো দুধ থেকে জল বাদ দিয়ে দুধ খায় তেমনি শাস্ত্রের অসারভাগ পরিত্যাগ করে সারভাগ গ্রহণ করতে হবে। ১০২

অভ্যস্য সর্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা হি বুদ্ধিমান্।
পলালমিব ধান্যার্থী সর্বশাস্ত্রং পরিত্যজেৎ ॥ ১০৩ ॥

যে ধান চায় সে যেমন ধান ঝেড়ে নিয়ে পোয়াল ফেলে দেয় তেমনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সব শাস্ত্রের চর্চা করে তত্ত্ব গ্রহণ করবে এবং তারপর সর্বশাস্ত্র পরিত্যাগ করবে।

যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।
তত্ত্বজ্ঞস্য তথা দেবি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্ ॥ ১০৪ ॥

দেবী, যে অমৃত পান করে তৃপ্ত হয়েছে তার যেমন আর আহারের প্রয়োজন নেই তেমনি যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে তার আর শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। ১০৪

ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তির্ন শাস্ত্রপঠনাদপি।
জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা বীরবন্দিতে ॥ ১০৫ ॥

বীরবন্দিতে—ওগো বীরসাধকবন্দিতা। বীর শব্দ এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বীর অর্থ বীরভাবাশ্রিত সাধক। তবে বীর শব্দের প্রচলিত অর্থেও বীরভাবাশ্রিত সাধক বীর। "যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতহ্রদের কণিকামাত্র আস্বাদন পাইয়া, বীরের মত অবিদ্যারজ্জুচ্ছেদনে কৃতপ্রযত্ন হইয়া অমৃতহ্রদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম বীর।"

বীরভাবের সাধনার মধ্যে চিতাসাধনা, শবসাধনা প্রভৃতি যে-সব সাধনা আছে অত্যন্ত সাহসী এবং বলশালী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে-সব সাধনা সম্ভবপরই নয়। এইজন্যও এইসব সাধনায় প্রবৃত্ত সাধককে বীর বলা হয় (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৪৬১)।

---

১ ভা বি গ,—গ, বিদত্যা।
২ ব্র গ, ইবাম্ভসি।

ন বেদাঃ[১] কারণং মুক্তের্দর্শনানি ন কারণম্ ।
তথৈব সর্বশাস্ত্রাণি[২] জ্ঞানমেব হি কারণম্ ॥ ১০৬ ॥

বেদ মুক্তির কারণ নয়, দর্শনগুলিও নয়, তেমনি অন্য সব শাস্ত্রও নয়; একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ। ১০৬

মুক্তিদা গুরুবাগেকা[৩] বিদ্যাঃ সর্বা বিড়ম্বকাঃ ।
কাষ্ঠভারশ্রমাদস্মাদেকং[৪] সঞ্জীবনং পরম্ ॥ ১০৭ ॥

গুরু—তন্ত্রশাস্ত্র গুরুমূলক। গুরু ছাড়া তন্ত্রে কোনোরূপ অধিকারই হয় না। তন্ত্রশাস্ত্র গুরুর মহিমা কীর্তনে মুখর। যেমন গুরুতন্ত্রে বলা হয়েছে "গুরুর অধিক শাস্ত্র নাই, গুরুর অধিক তপ নাই, গুরুর অধিক মন্ত্র নাই, গুরুর অধিক ফল নাই। গুরুর অধিক দেবী নাই, গুরুর অধিক শিব নাই, গুরুর অধিক মূর্তি নাই, গুরুর অধিক জপ নাই"। রুদ্রযামলের মতে সমস্ত জগৎ গুরুমূলক, সমস্ত তপস্যা গুরুমূলক। গুরু প্রসন্ন হওয়ামাত্র সৎ শিষ্য মোক্ষলাভ করেন। গুরু বলতে দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু কেমন হবেন সে সম্বন্ধেও তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গুরু শব্দের নানা ব্যাখ্যাও তন্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন তন্ত্রার্ণবের মতে গকার সিদ্ধিদায়ক, রেফ্ অর্থাৎ র পাপের দাহক এবং উকার শিব। এই ত্রিতয়াত্মক আচার্য গুরু। অর্থাৎ যে শিবস্বরূপ আচার্য শিষ্যের পাপ দগ্ধ করেন এবং তাকে সিদ্ধি প্রদান করেন তিনি গুরু।

কুলার্ণবতন্ত্রের অভিমত—গু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু অর্থ তার নিরোধক। কাজেই গুরু শব্দের অর্থ অন্ধকারনাশক। অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন তিনি গুরু (গুরু সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শা. ভা. শ, ১ম সং, পৃঃ ৭২৭—৭৬৪)।

একমাত্র গুরুবাক্যই মুক্তি দেয়। (গুরুপদেশহীন) সব বিদ্যা বঞ্চনা করে। (নিষ্ফলা বিদ্যার) কাষ্ঠভার বহনের পরিশ্রম থেকে (গুরুবাক্যই) জীবনদায়ক অমৃত পরম একের কথা বলে অব্যাহতি দেয়। ১০৭

অদ্বৈতন্তু শিবেনোক্তং ক্রিয়ায়াস[৫]বিবর্জিতম্ ।
গুরুবক্ত্রেণ লভ্যতে নান্যথা[৬]গমকোটিভিঃ ॥ ১০৮ ॥

---

১ স্ব গ,-ধৃত পাঠ; ভা বি গ, নাশ্রমাঃ।
২ ভা বি গ,—গ, জ্ঞানিনো জ্ঞানমার্গ্যাং
৩ ভা বি গ,—ক, গুরুভাবৈকা; ঐ,—খ, তত্ত্বভাবৈকা।
৪ ভা বি গ,—খ, কাষ্ঠাদিকারণং যস্মাৎ।
৫ স্ব গ, ক্রিয়ায়াম।
৬ স্ব গ, নাধীতা; ভা বি গ,—ঙ, নাধীতা।

আগম—তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বিভাগ। বিশ্বসারতন্ত্রের মতে সৃষ্টি প্রলয়, দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা, সব মন্ত্রের সাধনা, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্মসাধন এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সাতটি লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আগম বলেন।

কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—আচার বর্ণিত হয়েছে বলে, যথাবিধি দিব্যগতি প্রাপ্তির উপায় এবং মহান্ আত্মতত্ত্ব কথিত হয়েছে বলে আগম বলা হয়।

আবার রুদ্রযামলের ব্যাখ্যা—শিবমুখ থেকে আগত, গিরিজামুখে গত এবং বাসুদেবের সম্মত, এইজন্য আগম বলা হয়। আগতম্ গতম্ এবং মতম্ এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে আগম শব্দ গঠিত। আগম শব্দের অন্য ব্যাখ্যা—মহেশ্বর থেকে আরম্ভ করে গুরুপরম্পরায় আগত শাস্ত্র আগম (এ সম্বন্ধে মূল তন্ত্রবচন ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ; শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ১০০৭, ২৮২)।

গুরুবক্ত্রেণ লভ্যতে—গুরুমুখে লাভ করা যায় অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্ব গুরুর উপদেশেই লভ্য। অনুরূপ অভিমত উপনিষদেও ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর কাছেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হয়। যে-গুরু স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্ নন তাঁর উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না (ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥ কঠোপনিষৎ ১।২।৮)।

ক্রিয়ায়াসবিবর্জিতম্—ক্রিয়াকর্মাদি আয়াসবর্জিত। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্মাদি প্রচেষ্টার দ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এটি সাধকের শুদ্ধচিত্তে উদ্ভাসিত হয়। এই কথাটাই অন্যভাবে বলা হয়েছে উপনিষদেও—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।—এই আত্মা (আত্মা ব্রহ্ম, ব্রহ্ম অদ্বৈততত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান) প্রবচনের দ্বারা লভ্য নয়, মেধা দ্বারা নয়, বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও নয়। যাকেই ইনি অনুগ্রহ করেন তিনিই এঁকে লাভ করেন, তাঁরই কাছে এই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন।

শিবপ্রোক্ত অদ্বৈততত্ত্ব ক্রিয়াকর্ম এবং আয়াস-বিরহিত। একমাত্র গুরুমুখে তা লভ্য; অন্য উপায়ে নয়, কোটি আগম পাঠেও নয়। ১০৮

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্মবিবেকজম্ ॥ ১০৯ ॥

জ্ঞানং—এখানে জ্ঞান অর্থ জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান। শব্দব্রহ্মাগমময়ং—আগমোদ্ভূত শব্দব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিষয়ক শব্দজ্ঞান।

বিবেকজম্—বিবেকোদ্ভূত। বিবেক অর্থ নিত্যানিত্যবস্তুবিচার বোধ। নিত্যানিত্যবস্তু বিচারের ফলে নিত্যবিষয়ক যে-বোধ জন্মে তাহাই বিবেকোদ্ভূত জ্ঞান।

দুই প্রকার জ্ঞানের কথা বলা হয়। এক আগমোদ্ভূত, অপর বিবেকোদ্ভূত। আগমোদ্ভূত জ্ঞান শব্দব্রহ্ম আর বিবেকোদ্ভূত জ্ঞান পরব্রহ্ম। ১০৯

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্ ॥ ১১০ ॥

দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্—দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়। তান্ত্রিক সাধকরা পরমতত্ত্ব নিয়ে বিচারের পক্ষপাতী নন। তাঁদের লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি। এটি হলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে দ্বৈত অদ্বৈতের কোনো কথাই উঠে না। দ্বৈত অদ্বৈতের বিচার করে মন এবং বুদ্ধি। এই উভয়ই তখন তন্ময় অর্থাৎ পরমতত্ত্বে লীন। কাজেই সেক্ষেত্রে আর দ্বৈতাদ্বৈত নেই।

কেউ অদ্বৈতের অভিলাষী, কেউ কেউ দ্বৈতের। দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত আমার তত্ত্ব এরা জানে না। ১১০

দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্মমেতি চ।
মমেতি বাধ্যতে[1] জন্তুর্ন মমেতি বিমুচ্যতে ॥ ১১১ ॥

মম—আমার। আমি, আমার এরূপ অহংকার। আমি কর্তা, ভোক্তা; আমার স্ত্রী পুত্র বাড়ী ঘর খ্যাতি প্রতিপত্তি ইত্যাদি চিন্তা এই মম শব্দের দ্বারা সূচিত। নির্মম—আমার নয়। আমি, আমার এরূপ অহংকারের অভাব।

মম (আমার) এবং নি-র্মম (আমার নয়) এই দুইটি পদ বন্ধন এবং মোক্ষ সূচিত করে। 'মম' জীবকে বদ্ধ করে আর 'নি-র্ম'ম'-তাকে মুক্ত করে। ১১১

তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায় বিদ্যা সা যা বিমুচ্যতে[2]।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণ্যম্ ॥ ১১২ ॥

বিদ্যা—তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, ব্রহ্মজ্ঞান। (বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণা। দুর্গাসপ্তশতী, ১।৫৪ শ্লোকের চতুর্ধরী টীকা)। ব্রহ্মজ্ঞানেই হয় মুক্তি (জ্ঞানং মোক্ষৈককারণম্। কৌলোপনিষৎ, ৩)। উপনিষদে একে পরাবিদ্যাও বলা হয়েছে।

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, বাধতে; ঐ—খ; ব ধ্যতে; র গ, বধ্যতে।
২ র, গ, বিমুক্তয়ে।

তা-ই কর্ম যা বন্ধ করে না। তা-ই বিদ্যা যা মুক্তি দেয়। অন্য কর্ম ক্লেশের হেতু। অন্য বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্য। ১১২

যাবৎ কামাদি দীপ্যেত যাবৎ সংসারবাসনা।
যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ॥ ১১৩ ॥

যে পর্যন্ত কামাদির উত্তেজনা থাকে, যে পর্যন্ত সংসারবাসনা থাকে আর থাকে ইন্দ্রিয়-চাপল্য সেই পর্যন্ত তত্ত্বকথা কোথা থেকে আসবে? ১১৩

যাবৎ প্রযত্নবেগোঽস্তি[1] যাবৎ সঙ্কল্পকল্পনা।
যাবন্ন মনসঃ স্থৈর্য্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ॥ ১১৪ ॥

যে পর্যন্ত প্রযত্নবেগ থাকে, যে পর্যন্ত সঙ্কল্পকল্পনা থাকে, যেপর্যন্ত মন স্থির না হয়, সে পর্যন্ত তত্ত্বকথা কোথা থেকে আসবে? ১১৪

যাবদ্দেহাভিমানশ্চ মমতা যাবদস্তি হি।
যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ॥ ১১৫ ॥

যে পর্যন্ত দেহাভিমান থাকে, মমত্ববুদ্ধি থাকে, যে পর্যন্ত গুরুকৃপা লাভ না হয় সে পর্যন্ত তত্ত্বকথা কোথা থেকে আসবে? ১১৫

তাবত্তপো[2] ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চনাদিকম্।
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং[3] ন বিন্দতে ॥ ১১৬ ॥

যতদিন তত্ত্বোপলব্ধি না হয় ততদিন তপস্যা, ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থগমন। বেদাগমাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন এ সবের প্রয়োজন। ১১৬

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেদ্দেবি যদীচ্ছেন্মোক্ষ[4]মাত্মনঃ ॥১১৭ ॥

অতএব, দেবী, যে আপন মুক্তি চায় তাকে সর্বাবস্থায় সর্বদা সর্বপ্রযত্নে তত্ত্বনিষ্ঠ হতে হবে। ১১৭

ধর্মজ্ঞানসুপুষ্পস্য[5] স্বর্গলোক[6] ফলস্য চ।
তাপত্রয়ার্তিসন্তপ্তশ্ছায়াং মোক্ষ[7] তরোঃ শ্রয়েৎ ॥ ১১৮ ॥

তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপ।

---

১ স্ব, গ, রোগো; তা বি গ,—ঘ, ঙ, রোগঃ।
২ স্ব গ, যাবৎ; তা বি গ,—ঙ, যাবৎ।
৩ স্ব গ, তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ; তা বি গ—ঙ, তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ।
৪ তা বি গ.—ঘ, ঙ, সিদ্ধি।
৫ স্ব গ, স্বপুষ্পস্য; তা বি গ—ঙ, স্বপুষ্পস্য।
৬ স্ব গ, যক্ষুলোক্ত; তা বি গ,—ঙ, যক্ষুলোক্ত।
৭ স্ব গ, কল্প; তা বি গ,—ঙ, কল্প।

মোক্ষরূপ বৃক্ষের সুন্দর ফুল ধর্ম ও জ্ঞান, ফল স্বর্গলোক। ত্রাপত্রয়জনিত আর্ত্তি দ্বারা সন্তপ্ত ব্যক্তির এই বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। ১১৮

বহুনাত্র কিমুক্তেন রহস্যং শৃণু পার্বতি।

কুলধর্মমৃতে[১] মুক্তির্নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১১৯ ॥

কুলধর্ম—যাঁরা কুলকে পরম সত্তা মনে করেন এবং কুল যাঁদের আরাধ্য তাঁদের ধর্ম। কুল অর্থ (১) অনুত্তর ও অনুত্তরার যামলরূপ, (২) পরমা শক্তি (কুল শব্দের অন্যান্য অর্থ, দ্রঃ শা ভা শ, পৃঃ ৩০১-৩০২)।

পার্বতী, বেশী কথা বলে কি হবে, শোন তোমাকে রহস্য বলি। কুলধর্ম ছাড়া মুক্তি নেই একথা নিঃসংশয় সত্য। ১১৯ ॥

তস্মাদ্‌বদামি তত্ত্বন্তে বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্মুখাৎ[২]।

সুখেন মুচ্যতে দেবি ঘোরসংসারবন্ধনাৎ[৩] ॥ ১২০ ॥

অতএব দেবী, তোমাকে তত্ত্বকথা বলছি। শ্রীগুরুমুখে এই তত্ত্ব জেনে নিয়ে জীব অনায়াসে ঘোর সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। ১২০

ইতি তে কথিতা কাচিজ্জীবজাতি[৪]স্থিতিঃ প্রিয়ে।

সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২১ ॥

প্রিয়ে, জীবজ্ঞানস্থিতি সংক্ষেপে তোমাকে কিছুটা বললাম। ওগো কুলেশানী, আবার কি শুনতে চাও। ১২১

ইতি শ্রীকুলার্ণবে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে জীবস্থিতিকথনং নাম প্রথম উল্লাসঃ ॥ ১॥

সওয়ালক্ষ শ্লোকবিশিষ্ট সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে জীবস্থিতি কথন নামক প্রথম উল্লাস সমাপ্ত।

---

১ তা বি গ,—ঙ, কুলমার্গাদৃতে।

২ খ গ, অত্র গুরোর্মুখাৎ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, ঘোরসংসারসাগরাৎ।

৪ তা বি গ,—ক, খ, গ, জীবজ্ঞানস্থিতিঃ। তা বি গ,—ঘ, জীবজ্ঞানস্থিতেঃ।

দ্বিতীয় উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বজীবদয়ানিধে।
কুলধর্মস্তুয়া দেব সূচিতো ন প্রকাশিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী দেবী বললেন, কুলেশ, সর্বজীবদয়ানিধি, হে দেব, তুমি কুলধর্মের উল্লেখ করেছ কিন্তু ব্যাখ্যা করে বলনি। আমি তার কথা শুনতে চাই। ১

তস্য ধর্মস্য মাহাত্ম্যং সর্বধর্মোত্তমস্য চ।
উর্দ্ধাম্নায়স্য মাহাত্ম্যং তন্মতং বদ মে প্রভো।
বদ মে পরমেশান যদি তেঽস্তি[১] কৃপা ময়ি ॥ ২ ॥

উর্দ্ধাম্নায়স্য—উর্দ্ধাম্নায়ের। আম্নায় শব্দের অর্থ বেদ, তন্ত্র, আগম। আবার আম্নায় অর্থ গুরুপরম্পরাগত উপদেশ বা সম্প্রদায়। এরূপ সম্প্রদায়-সম্মত এক এক শ্রেণীর তন্ত্রকেও আম্নায় বলা হয়। এখানে উর্দ্ধাম্নায় সাধারণ-ভাবে একটি বিশেষ সম্প্রাদয় ও তার তন্ত্রকে বোঝাচ্ছে।

সাধারণতঃ পাঁচটি আম্নায়ের কথা বলা হয়। শিবের পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চাম্নায় উদ্ভূত হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে (৩।৭) শিব বলেছেন, আমার পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চাম্নায় উদ্ভূত হয়েছে। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এবং ঊর্ধ্ব এই পঞ্চ আম্নায়কে মোক্ষমার্গ বলা হয়।

শিবের পঞ্চমুখের নাম সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ এবং ঈশান। সদ্যোজাত পশ্চিমে, বামদেব উত্তরে, অঘোর দক্ষিণে, তৎপুরুষ পূর্বে এবং মধ্যে ঈশান। তা থেকে যথাক্রমে পশ্চিমাম্নায় উত্তরাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, পূর্বাম্নায়, এবং ঊর্ধ্বাম্নায় উদ্ভূত হয়েছে (আম্নায় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ১০১১-১৪)।

হে পরমেশান, হে প্রভু, যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা থাকে তা'হলে সেই সর্বধর্মোত্তম কুলধর্মের এবং ঊর্ধ্বাম্নায়ের মাহাত্ম্য ও মত আমাকে বল। ২

শ্রীঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৩ ॥

---

১ র গ, চাস্তি; ভা বি গ,—৬, চাস্তি।

যোগিনীনাং—যোগিনীদের। এখানে যোগিনী অর্থ ভগবতীর সখীরূপ আবরণ দেবতা। আবরণ দেবতা দেবীর সূক্ষ্ম মন্ত্ররূপ আবৃত করে রাখেন। এইজন্য তাঁকে আবরণ দেবতা বলা হয়। আবরণ দেবতা কোটি প্রকারের। তার মধ্যে প্রধান চৌষট্টিটি। এঁদেরই চতুঃষষ্টি যোগিনী বলা হয়। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত চৌষট্টি যোগিনীর উল্লেখ আছে। যথা-নারায়ণী, গৌরী, শাকম্ভরী, ভীমা, রক্তদন্তিকা, ভ্রামরী, পার্বতী, দুর্গা, কাত্যায়নী, মহাদেবী, চণ্ডঘণ্টা, মহাবিদ্যা, মহাতপা, সাবিত্রী, ব্রহ্মাবাদিনী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, রুদ্রাণী, কৃষ্ণপৃঙ্গলা, অগ্নিজ্বালা, রৌদ্রমুখী, কালরাত্রি, তপস্বিনী, মেঘস্বনা, সহস্রাক্ষী, বিষ্ণুমায়া, জলোদরী, মহোদরী, মুক্তকেশী, ঘোররূপা, মহাবলা, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, বিদ্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, অম্বিকা, যোগিনী, ডাকিনী, শাকিনী, হারিণী, হাকিনী, লাকিনী, ত্রিদশেশ্বরী, মহাষষ্ঠী, সর্বমঙ্গলা, লজ্জা, কৌশিকী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, নারসিংহী, বারাহী, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বিষ্ণুমায়া, এবং মাতৃকা।

শ্রীঈশ্বর বললেন, দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শ্রবণমাত্র জীব যোগিনীদের প্রিয় হয়। ৩

ব্রহ্মবিষ্ণুগুহাদিভ্যো[১] ন ময়া কথিতং পুরা[২]।
কথয়ামি তব স্নেহাৎ শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসা [৩] ॥ ৪ ॥

পূর্বে আমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-কার্তিকেয়াদিকে এটি বলি নি। তোমাকে ভালবাসি বলে বলছি। একাগ্রমনা হয়ে শোন। ৪

পারম্পর্য্যক্রমায়াতং পঞ্চবক্ত্রেষু সংস্থিতম্।
অকথ্যং পারমার্থেন তথাপি কথয়ামি তে ॥ ৫ ॥

আমার পঞ্চমুখে সংস্থিত পরম্পরাক্রমে আগত কুলধর্ম যদিও পরমার্থতঃ প্রকাশ করা যায় না, তথাপি তোমাকে তা বলব। ৫

ত্বয়াপি গোপিতব্যং হি ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দেয়ং ভক্তায় শিষ্যায় অন্যথা পতনং ভবেৎ ॥ ৬ ॥

তোমাকেও এটি সযত্নে রক্ষা করতে হবে। যাকে তাকে এটি দেওয়া চলবে না। শুধু ভক্ত শিষ্যকে দিতে হবে। অন্যরকম করলে যাকে দেবে তার পতন হবে। ৬

---

১ র গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, ব্রহ্মবিষ্ণুগুহাদীনাং; ঐ,—ঙ, গুহাদিভ্যঃ।
২ র গ, প্রিয়ে; তা বি গ,—ঙ প্রিয়ে।
৩ তা বি গ,—ক, খ, গ, একাগ্রচেতসা; ঐ,—ঘ, একাগ্রচেতনা; র গ, একাগ্রচেতসা।

সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

বেদাঃ—এখানে বেদাচার। আচার শব্দটি তন্ত্রে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা লইয়াই সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই অবস্থাকে তন্ত্রশাস্ত্র সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া সপ্ত আচার নাম দিয়াছেন।"

সপ্ত আচার—বেদাচার বৈষ্ণবাচার শৈবাচার দক্ষিণাচার বামাচার সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার।

কুলার্ণবতন্ত্রমতে সাধনার প্রথম সোপান বেদাচার আর ক্রমোর্দ্ধ্বতা অনুসারে সর্বোচ্চ সোপান কৌলাচার।

"যে-আচারে সাধক বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতিপুরাণাদিতে বিবৃত বিধিব্যবস্থা অনুসারে আরাধ্য দেবতার সকাম উপাসনা করেন তা-ই বেদাচার।

বৈষ্ণবাচার—এই আচারপরায়ণ সাধক বেদাচারক্রমে নিয়মতৎপর হবেন। কতগুলো বিশেষ বিধিনিষেধ তাঁকে মেনে চলতে হবে। তিনি বিষ্ণুর পূজা করবেন, সর্বকর্ম বিষ্ণুকে সমর্পণ করবেন এবং সর্বদা সমস্ত জগৎকে বিষ্ণুময় ভাববেন।

শৈবাচার—এই আচারে বেদাচারক্রমেই শিব ও শক্তির উপাসনা বিহিত। অধিকন্তু এতে পশুবলির বিধি আছে। শৈবাচারপরায়ণ সাধক সর্বকর্মে শিবভাবনা করবেন।"

দক্ষিণাচার—"দক্ষিণামূর্তি মুনি পুরাকালে এই আচারের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে একে বলা হয় দক্ষিণাচার।" তবে এর অন্যরকম ব্যাখ্যা আছে। "দক্ষিণ শব্দের অর্থ অনুকূল। এইজন্য, অনুকূল আচারকে দক্ষিণাচার বলা হয়। অনুকূল আচার অর্থ যে-আচারে পিতৃগণ ও দেবতাদি অনুকূল অর্থাৎ প্রসন্ন হন, দেবী দক্ষিণা অর্থাৎ অনুকূল হন, সেই আচার।"

"এই আচার বীর ও দিব্য ভাবের প্রথম প্রবর্তক। এই আচারেও বেদাচার অনুসারে পরমেশ্বরীর পূজা করতে হয় এবং রাত্রে বিজয়া সেবন করে অনন্যমনা হয়ে মন্ত্র জপ করতে হয়।"

বেদাচার সব চেয়ে উত্তম। তা থেকে উত্তম বৈষ্ণবাচার। বৈষ্ণবাচার থেকে উত্তম শৈবাচার। তা থেকে উত্তম দক্ষিণাচার। ৭

দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি ॥ ৮ ॥

বামং—বামাচার। তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদেরা বামাচারের ব্যাখ্যা করেছেন। একাধিক ব্যাখ্যা প্রচলিত। যেমন প্রশংস্য যোগীর নাম বাম। তাঁর অবলম্বিত আচার বামাচার।

পাশুপতসূত্রের (২।১) ভাষ্যে কৌণ্ডিণ্য বাম শব্দের অর্থ করেছেন শ্রেষ্ঠ। কাজেই, শ্রেষ্ঠ সাধকের যে-আচার তা-ই বামাচার।

আবার বাম অর্থ বিপরীত। "জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিপরীত নিবৃত্তি। সেই নিবৃত্তিমূলক সাধনা যে-আচারে বিহিত তা-ই বামাচার।"

অন্য ব্যাখ্যা। "কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়ে সহস্রারে উঠবার সময় মূলাধার হতে আরম্ভ করে প্রতিচক্রকে বামাবর্তে পরিবেষ্টন ও তচ্চক্রস্থ বর্ণসকলকে নিজাঙ্গে মিলিত করে নেন। সমাধির পর নামবার সময় প্রতিচক্রকে দক্ষিণাবর্তে পরিবেষ্টন করতে করতে নামেন। কুণ্ডলিনীশক্তিকে এই বামাবর্তে পরিভ্রমণ করিয়ে সহস্রারে উঠিয়ে সমাধির শিক্ষা যে-আচার দেয় তা-ই বামাচার" (বামাচার সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যাখ্যা ও আলোচনা, দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৫৬৫-৫৭১)।

সিদ্ধান্তম্—সিদ্ধান্তাচার। এই আচারের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে "এই অবস্থায় উন্নীত সাধক ভোগ এবং ত্যাগের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করে এ সম্পর্কে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। এইজন্য এই আচারের নাম সিদ্ধান্তাচার।"

"সিদ্ধান্তাচারে বামাচারের ক্রিয়াকর্ম সব করতে হয়। তবে এতে অন্তর্যাগের প্রাধান্য; অন্তর্যাগের অঙ্গরূপে বহির্যাগ করতে হয়। আত্মা নিত্যশুদ্ধ, সিদ্ধান্তাচারী সাধক সর্বদা এই ভাবনা করেন।"

"এই আচারে সাধককে ভৈরববেশে থাকতে হয় ও সর্বদা রুদ্রাক্ষমালা অস্থিমালাদি ধারণ করতে হয়। সাধনার এই অবস্থাতেই সাধকের ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। সিদ্ধান্তাচারী সাধকের দক্ষিণ-বাম দুই দিক্ই দেখা হয়ে গেছে। এই সময় তাঁর মন স্থিরভাব ধারণ করে এবং তিনি কুলজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের কাছাকাছি পৌঁছে যান।"

কৌলং—কৌলাচার। কুল শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করে কৌল শব্দ নিষ্পন্ন। এক্ষেত্রে কুল এবং কৌল একই অর্থে ব্যবহৃত। সেইজন্য কৌলাচারকে কুলাচারও বলা হয়।

কুল শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। কুল অর্থ বংশ। ভাস্কররায় লিখেছেন, পরমশিব থেকে স্ব-গুরু পর্যন্ত বংশ কুল (সৌন্দর্যলহরী, ১ম শ্লোকের টীকা)।

কুল দু'রকমের—বিদ্যাগত আর জন্মগত। কুলগত আচার কৌলাচার। এখানে কুল বিদ্যাগত।

আবার কুল অর্থ শক্তি। কুলার্ণবতন্ত্রেই (১৭।২৭) আছে, শিবকে অকুল আর শক্তিকে কুল বলা হয়। কুল ও অকুলের অনুসন্ধাননিপুণ অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্যানুসন্ধাননিপুণ সাধককে বলা হয় কৌলিক বা কৌল। কৌলের আচার কৌলাচার।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে (৭।৯৭-৯৮) বলা হয়েছে—জীব প্রকৃতিতত্ত্ব দিক্ কাল আকাশ বায়ু তেজ অপ্ এবং ক্ষিতিকে বলা হয় কুল। জীবপ্রকৃত্যাদি এই সবের প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধিতে নির্বিকল্প যে-আচরণ তাই কুলাচার। এই কুলাচার ধর্মার্থমোক্ষ প্রদান করে।

(কৌলাচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৬-৫৮৭ ; সপ্ত আচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৬০-৫৮৭।)

দক্ষিণাচার থেকে উত্তম বামাচার। তা থেকে উত্তম সিদ্ধান্তাচার। সিদ্ধান্তাচার থেকে উত্তম কৌলাচার। কৌলাচার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নেই। ৮

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং দেবী, সারাৎ সারং পরাৎ পরম্।
সাক্ষাৎ শিবপ্রদং[১] দেবী কর্ণাকর্ণিগতং[২] কুলম্ ॥ ৯ ॥

দেবী, কুল (এখানে কৌলচার) গুহ্য থেকে গুহ্যতর, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর। কর্ণাকর্ণিগত অর্থাৎ গুরুশিষ্যপরম্পরায় আগত এটি সাক্ষাৎ শিবপ্রদ। ৯

মথিত্বা জ্ঞানমন্থেন[৩] বেদাগমমহার্ণবম্।
সারভূতঃ[৪] ময়া দেবী কুলধর্মঃ সমুদ্ধৃতঃ ॥ ১০ ॥

দেবী, বেদাগমরূপ মহাসমুদ্র জ্ঞানরূপ মন্থনদণ্ডের দ্বারা মন্থন করে আমি সারভূত কুলধর্ম উদ্ধার করেছি। ১০

একতঃ সকলা ধর্মা[৫]যজ্ঞতীর্থব্রতাদয়ঃ।
একতঃ কুলধর্মশ্চ[৬] তত্র[৭] কৌলোঽধিকঃ প্রিয়ে ॥ ১১ ॥

---

১ তা বি গ,—ক-ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—ঙ, পরত্বরং ; ব্র গ, পরত্বরঃ।
২ তা বি গ,—ক, গ, ঙ, কর্ণাকর্ণগতং ; ব্র গ, কর্ণাকর্ণগতম্।
৩ ব্র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, জ্ঞানদণ্ডেন।
৪ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ সারজ্ঞেন ; তা বি গ,—গ, সারজ্ঞ নং মহাদেবি ; তা বি গ,—ঙ, সর্বজ্ঞেন ; ব্র গ, সর্বজ্ঞেন।
৫ তা বি গ,—ঙ, কুলধর্মাণি।
৬ ব্র গ, কুলধর্মাণি।
৭ তা বি গ,—ক, যত্ৰঃ।

প্রিয়ে, একদিকে যদি যজ্ঞ তীর্থব্রতাদি সকল ধর্ম থাকে আর একদিকে থাকে কুলধর্ম, তা'হলে কৌল অর্থাৎ কুলধর্ম প্রবল হবে।

প্রবিশন্তি যথা নদ্যঃ সমুদ্রং ঋজুবক্রগাঃ।
তথৈব বিবিধা ধর্মাঃ [১] প্রবিষ্টা কুলমেব হি॥ ১২॥

ঋজু ও বক্রপথগামী সব নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনি বিবিধ ধর্ম কুলধর্মে প্রবেশ করে। ১২

যথা হস্তিপদে লীনং সর্বপ্রাণিপদং ভবেৎ।
দর্শনানি চ সর্বাণি কুল এব তথা প্রিয়ে॥ ১৩॥

প্রিয়ে, যেমন হাতীর পায়ের ছাপে অন্য সব প্রাণীর পায়ের ছাপ লীন হয়ে যায় তেমনি সব দর্শন কুলমতে লীন হয়ে যায়। ১৩

যদা জাম্বূনদানাঞ্চ সদৃশং লৌহমস্তি চেৎ।
তদা চ কুলধর্মেণ সময়োঽন্যঃ সমো ভবেৎ॥ ১৪॥

সময়মত, শাস্ত্রপদ্ধতি, আচার। তন্ত্রে অবশ্য সময় শব্দ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। শক্তির সাম্যপ্রাপ্ত শিবকে বলা হয় সময়। কুলশাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধিনিষেধকেও সময় বলা হয়। সময়াচার বলে একটি আচারেরও বিবরণ তন্ত্রে আছে। (দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৫)।

যদি কখনো লোহা সোনার সমান হয়, তা'হলে অন্য কোন মত কুলধর্মের সমান হবে। ১৪

*যথা জলং নদীনান্তু সমুদ্রসদৃশং ভবেৎ।
তথা চ কুলধর্মেণ সমোঽন্যঃ সময়ো ভবেৎ॥ ১৫॥

নদীসমূহের জল যেরূপ সমুদ্রের সমান হয় সেইরূপ অন্য মত কুলধর্মের সমান হয় (অর্থাৎ কোনোটাই হয় না)। ১৫

যথামরতরঙ্গিণ্যা ন সমাঃ সকলাপগাঃ।
তথৈব সময়াঃ সর্বে কুলধর্মেণ ন সমাঃ॥ ১৬॥

যেমন অন্য সব নদী গঙ্গার সমান নয় তেমনি অন্য সব মত কুলধর্মের সমান নয়। ১৬

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োর্যথা।
তথান্যসময়স্যাপি কুলস্য মহদন্তরম্॥ ১৭॥

---

১ স্ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সময়াঃ সর্বে'; তা বি গ,—ঘ, সময়া ধর্মাঃ; ঐ,—ঙ; বিবিধা ধর্মাঃ।

* তা বি গ,—গ,-ধৃত শ্লোক।

সুমেরু আর সরষেতে যেমন পার্থক্য, সূর্য আর খদ্যোতে যেমন পার্থক্য, তেমনি কৌলমতের সঙ্গে অন্য মতের বিরাট্ পার্থক্য। ১৭

অস্তি চেৎ ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোঽস্তি চেৎ।
কুলেন সমধর্মস্তু তথাপি ন কদাচন[১] ॥ ১৮ ॥

যদি তোমার সমান নারী এবং আমার সমান পুরুষও হয় তথাপি কুলধর্মের সমান কোনো ধর্ম কখনো হবে না। ১৮

কুলধর্মং হি মোহেন[২] যোঽন্যধর্মেণ[৩] দুর্মতিঃ।
বদ্ধঃ সংসারপাশেন সোঽন্ত্যজানাং প্রিয়ো ভবেৎ[৪] ॥ ১৯ ॥

যে দুর্মতি মোহহেতু কুলধর্মকে অন্য ধর্মের সমান মনে করে সে সংসারপাশে বদ্ধ এবং অন্ত্যজদের প্রিয় হয়। ১৯

যো বা কুলাধিকং ধর্মমজ্ঞানাদ্ বদতি[৫] প্রিয়ে।
ব্রহ্মহত্যাধিকং[৬] পাপং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে, যে অজ্ঞানবশতঃ কুলধর্মের চেয়ে উত্তম ধর্মের কথা বলে তার ব্রহ্মহত্যার অধিক পাপ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ২০

কুলধর্মপ্রবহণং[৭] সমারুহ্য নরোত্তমঃ।
স্বর্গাদ্দ্বীপান্তরং গত্বা[৮] মোক্ষরত্নং সমশ্নুতে ॥ ২১ ॥

যে নরোত্তম সে কুলধর্মযানে আরোহণ করে স্বর্গ থেকে দ্বীপান্তরে গিয়ে (অর্থাৎ সাধনভূমি পৃথিবীতে গিয়ে) মোক্ষরত্ন লাভ করে। ২১

দর্শনেষু চ সর্বেষু চিরাভ্যাসেন[৯] মানবাঃ।
মোক্ষং লভন্তে কৌলে তু সদ্য এব ন সংশয় ॥ ২২ ॥

সমস্ত দর্শনের অনুসরণে মানুষেরা সুদীর্ঘকাল অভ্যাস অর্থাৎ সাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ করে, কিন্তু কৌলধর্মের অনুসরণে নিঃসংশয় সদ্য মোক্ষলাভ করে। ২২

---

১ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, কথয়েস্তু তদা প্রিয়ে।

২ তা বি গ,—ক, খ, ঙ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, কুলধর্মং হি নো বেত্তি; র গ, কুলধর্মাদিমোহেন।

৩ তা বি গ.—ঘ, যোঽপ্যধর্মেণ।

৪ তা বি গ,—ক, ঘ, সক্বৎ সংসারিণং কুর্যাৎ সোঽন্ত্যজো নাত্র সংশয়ঃ; ঐ,—খ, সকৃৎ সাধনং কুর্যাৎ; ঐ,—ঙ, স কাষ্ঠাভরণং ভ্রেয়াৎ; র গ, স কাষ্ঠভরণং ভ্রেয়াৎ।

৫ র গ, ভজতি; তা বি গ,—ঙ, ভজতি।

৬ তা বি গ,—খ, ব্রহ্মহত্যাসমং; ঐ,—গ, ঘ, ব্রহ্মহত্যাদিকং।

৭ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, কুলমার্গং প্রবহণং।

৮ তা বি গ,—ক, ঘ, ঙ, এবং র গ-ধৃত পাঠ; তা বি গ, স্বর্গাদ্দ্বীপান্তরিভবং।

৯ তা বি গ,—গ, বিদ্যা।

বহুনাত্র[১] কিমুক্তেন শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
ন কৌলসমধর্মোঽস্তি ত্বাং শপে কুলনায়িকে ॥ ২৩ ॥

আমার প্রাণবল্লভা কুলনায়িকা, শোন, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে। তোমার শপথ করে বলছি, কৌলধর্মের সমান ধর্ম নাই। ২৩

যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাদ্ ভোগী চেন্নৈব যোগবান্[২]।
ভোগযোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ[৩] সর্বাধিকং[৪] প্রিয়ে ॥ ২৪ ॥

যোগী—যিনি যোগ সাধনা করেন। "শাস্ত্রে যোগ শব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে, যোগ শব্দের অর্থ সংসার উত্তীর্ণ হবার উপায়। যোগবিশারদেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন।"

শারদাতিলকে বিভিন্নমতের যোগসংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। শৈবরা শিব এবং আত্মার অভেদজ্ঞানকে বলেন যোগ। আগমবিদ্‌রা বলেন, শিবশক্ত্যাত্মক জ্ঞান যোগ। ভেদবাদী বৈষ্ণবাদি বিশারদদের মতে পুরাণপুরুষের জ্ঞানই যোগ। রাঘবভট্ট বলেন, এই পুরাণপুরুষ সাংখ্যমতে পুরুষ, ন্যায় মতে ঈশ্বর এবং বৈষ্ণবমতে নারায়ণ" (যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শা ভা শ, ১ম সং যোগ-শীর্ষক অধ্যায়)।

প্রিয়ে, কৌল ভিন্ন অন্যমতে যদি কেউ যোগী হয় তা হলে সে ভোগী হতে পারবে না আর ভোগী হলে যোগী হতে পারে না। কিন্তু কৌলমত ভোগযোগাত্মক। সেজন্য, কৌলমত সর্বশ্রেষ্ঠ। ২৪

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ পাতকং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে[৫] কুলেশ্বরী ॥ ২৫ ॥

মোক্ষায়তে চ সংসারঃ—সংসার মোক্ষের সাধন হয়। অন্যান্য মতে সাধারণতঃ সংসারকে বন্ধন মনে করা হয়। সংসার মোক্ষের পরিপন্থী বলে গণ্য। এইজন্য মুমুক্ষু সাধুসন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ করেন। কুলধর্মে কিন্তু মোক্ষের জন্য সংসার ত্যাগ অবশ্যক মনে করা হয় না। সংসারে থেকে সংসারকর্মের মধ্য দিয়েই মোক্ষলাভ হয়। কেমন করে হয় তার নির্দেশ কৌলশাস্ত্র থেকে এবং সদ্‌গুরুমুখে পাওয়া যায়।

১ তা বি গ,—ক, বহুনেহ ; ঐ,—খ, বহুনেন।
২ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, যোগবিৎ।
৩ তা বি গ,—ক, খ, অতঃ।
৪ তা বি গ,-ঘ, সর্বাত্মকং ; ঐ,—ঙ, সর্বাধিকঃ ; ব গ, সর্বাধিকঃ।
৫ তা বি গ,—খ, কুলধর্মাঃ ; ঐ,—ঙ, কুলধর্ম ; ব গ, কুলধর্মাঃ।

কুলেশ্বরী, কুলধর্মে ভোগ হয়ে যায় যোগ, প্রত্যক্ষ পাতক হয়ে যায় সুকৃতি আর সংসার হয়ে যায় মোক্ষসাধন। ২৫

ব্রহ্মেন্দ্রাচ্যুত[১]রুদ্রাদিদেবতামুনিপুঙ্গবাঃ[২]।
কুলধর্মপরা দেবি মানুষেষু চ কা কথা ॥ ২৬ ॥

দেবী, ব্রহ্মা-ইন্দ্র-বিষ্ণু-রুদ্রাদি দেবতারা, মুনিশ্রেষ্ঠরা সব কুলধর্মপরায়ণ, মানুষের আর কথা কি? ২৬

বিহায় সর্বধর্মাংশ্চ নানাগুরুমতানি চ।
কুলমেব বিজানীয়াদ্ যদীচ্ছেৎ[৩]সিদ্ধিমাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

কেউ যদি নিজের সিদ্ধি চায় তা হলে তাকে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে, নানাগুরুর নানা মত পরিত্যাগ করে একমাত্র কুল অর্থাৎ কুলধর্মকেই জানতে হবে। ২৭

পূর্বজন্মকৃতাভ্যাসাৎ কুলজ্ঞানং[৪] প্রকাশতে।
স্বপ্নোত্থিত[৫]প্রত্যয়বদুপদেশাদিকং বিনা ॥ ২৮ ॥

স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ে যেমন অন্যের উপদেশ ছাড়াই প্রত্যয় হয় তেমনি পূর্বজন্মকৃত সাধনার ফলে জীববিশেষের কাছে উপদেশাদি ছাড়াই কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ২৮

জন্মান্তরসহস্রেষু[৬] যা বুদ্ধির্বিহিতা নৃণাম্[৭]।
তামেব লভতে জন্তুরুপদেশো নিরর্থকঃ ॥২৯॥

সহস্র জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের যে-বুদ্ধি নির্ধারিত হয়েছে সে তাই লাভ করে, উপদেশে কিছু হয় না। ২৯

শৈববৈষ্ণবদৌর্গার্কগাণপত্যেন্দু[৮]সম্ভবৈঃ।
মন্ত্রৈর্বিশুদ্ধচিত্তস্য কুলজ্ঞানং[৯] প্রকাশতে ॥ ৩০ ॥

শিব বিষ্ণু দুর্গা সূর্য গণপতি চন্দ্র এঁদের কারো মন্ত্রজপের দ্বারা যার চিত্ত বিশুদ্ধ হয়েছে এমন ব্যক্তির কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

১ তা বি গ,—ঙ, দিত্য ; ব গ, দিত্য।
২ তা বি গ,—গ, ঙ, বাঙ্গবাঃ ; ব গ, বাঙ্গবাঃ।
৩ তা বি গ,—খ, ঘ, প্রিয়ং।
৪ তা বি গ,—ঙ, কুলধর্মঃ।
৫ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, সুপ্তোত্থিত।
৬ তা বি গ,—ঙ, জন্মভির্বহুভির্দেবি ; ব গ জন্মভির্বহুভির্দেবি।
৭ তা বি গ,—গ, যা বুদ্ধির্ভাবিতা পুরা।
৮ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, গণপত্যেন্দ্র।
৯ তা বি গ,—ক, ঘ, কৌলজ্ঞানং।

সর্বধর্ম্মাশ্চ দেবেশি পুনরাবর্ত্তকাঃ স্মৃতাঃ।
কুলধর্মস্থিতা যে চ তে সর্বেঽপ্য নিবর্তকাঃ[১] ॥ ৩১ ॥

দেবেশী, অন্য সব ধর্মের অনুসরণকারীদের সংসারে প্রত্যাবর্তন হয় কিন্তু কুলধর্মানুসারীদের আর প্রত্যাবর্তন হয় না। ৩১

পুরাকৃততপোদানযজ্ঞতীর্থজপব্রতৈঃ।
ক্ষীণাঘানাং[২] নৃণাং দেবী কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩২ ॥

দেবী, পূর্বে কৃত তপস্যা দান যজ্ঞ তীর্থযাত্রা জপ ব্রত ইত্যাদি দ্বারা যাদের পাপ ক্ষয় হয়েছে সেই সব মানুষের কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ৩২

ত্বমহং দেবি কল্যাণি[৩] যস্য তুষ্টাবুভাবপি[৪]।
দেবতাগুরুভক্ত্যা চ কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৩ ॥

কল্যাণময়ী ওগো দেবী, তুমি এবং আমি উভয়ে যার প্রতি সন্তুষ্ট হই এবং দেবতা ও গুরুর প্রতি যার ভক্তি আছে, তার কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ৩৩

শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য ধর্মিণো[৫] গুরুসেবিনঃ।
অতিভক্তস্য গুহ্যস্য কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৪ ॥

যে শুদ্ধচিত্ত শান্ত ধার্মিক গুরুসেবাপরায়ণ অতিশয় ভক্ত এবং গুপ্তসাধক তার কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ৩৪

শ্রীগুরৌ[৬] কুলশাস্ত্রেষু কৌলিকেষু কুলাশ্রয়ে[৭]।
যস্য ভক্তির্দৃঢ়া তস্য কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৫ ॥

ওগো কুলাশ্রয়া, শ্রীগুরু কুলশাস্ত্র এবং কৌলসাধকদের প্রতি যার ভক্তি দৃঢ় তার কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ৩৫

শ্রদ্ধা[৮]বিনয়হর্ষাদ্যৈঃ সদাচারদৃঢ়ব্রতৈঃ।
গুর্বাজ্ঞাপালকৈর্ধর্মৈঃ কুলজ্ঞানমবাপ্যতে ॥ ৩৬ ॥

যাঁরা শ্রদ্ধাবান্ বিনয়ী হর্ষযুক্ত সদাচারপরায়ণ দৃঢ়ব্রত গুরুর আজ্ঞা পালনকারী তারা কুলজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ৩৬

---

১ তা বি গ,—গ, কুলধর্মে স্থিতা যে ন তে সর্বে ন তথা ভবেৎ।
২ তা বি গ,—ক, খ, গ,-ধৃতপাঠ ; তা বি গ, ক্ষীণাংহসাং ; র গ, ক্ষীণাঘসাং।
৩ র গ, কল্যাণং ; তা বি গ—ঙ, কল্যাণং।
৪ র গ, তস্যাঘ্যাভাবপি ; তা বি গ—ঙ, তস্যাঘ্যাভাবপি।
৫ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কর্মিণো ; তা বি গ, —খ, গ, ঙ ধর্মিণঃ।
৬ র গ, শ্রীগুরোঃ ; তা বি গ,—ঘ, ঙ, শ্রীগুরোঃ।
৭ তা বি গ,—খ, ঘ, কুলাধরে ; ঐ,—গ, কুলপ্রিয়ে।
৮ তা বি গ—খ, শুদ্ধৈঃ, ঐ,—ঙ, শুদ্ধি ; র গ, শুদ্ধি।
গুর্বাজ্ঞাকরণৈঃ।

অনর্হে কুলবিজ্ঞানং[১] ন তিষ্ঠতি কদাচন।
তস্মাৎ পরীক্ষ্য বক্তব্যং কুলজ্ঞানং[২] ময়োদিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অযোগ্য ব্যক্তির কাছে কুলবিজ্ঞান কখনো থাকে না। কাজেই, মৎকথিত কুলজ্ঞান গ্রহীতার যোগ্যতা পরীক্ষা করে তারপর বলতে হবে। ৩৭

ন ব্রূয়াৎ কুলধর্মং তমযোগ্যে কুলশাসনম্[৩]।
আজ্ঞাভঙ্গশ্চ যঃ কুর্যাদ্দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

কুলধর্ম ও কুলশাস্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে বলবে না। যে এই আজ্ঞা ভঙ্গ করবে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে। ৩৮

আরাধ্য সময়াচারং[৪] কুলজ্ঞানং বদেদ্ যদি।
স গুরুশ্চাপি শিষ্যশ্চ যোগিনীনাং ভবেৎ পশুঃ[৫] ॥ ৩৯ ॥

সময়াচারং—সময়াচার। তন্ত্রোক্ত প্রধান সাতটি আচার—বেদাচার বৈষ্ণবাচার শৈবাচার দক্ষিণাচার বামাচার সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার। এ ছাড়া সময়াচার বলে আরেকটি আচারের কথাও পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে লিখেছেন, 'শ্রীবিদ্যার উপাসনায় তিনটি মত—সময়মত, কৌলমত ও মিশ্রমত।' এই সময়মতের অনুসরণকারীরা যে-আচার অবলম্বন করেন তা-ই সময়াচার।

সৌন্দর্যলহরীর (শ্লো ৩১) টীকায় লক্ষ্মীধর লিখেছেন 'বেদপন্থীদের জন্য পরমেশ্বর পশুপতি শুভাগম তন্ত্রপঞ্চক প্রণয়ন করেছেন। এই শুভাগমপঞ্চকে বৈদিকমার্গ অনুসারে অনুষ্ঠানসমূহ নিরূপিত হয়েছে। শুভাগমপঞ্চকনির্দিষ্ট মার্গ প্রদর্শন করেছেন বশিষ্ঠ সনক শুক সনন্দন এবং সনৎকুমার। এই মার্গই সময়াচার।'

'সময়াচারিগণ সময়া নাম্নী আনন্দভৈরবী শক্তি ও সময় নামা আনন্দভৈরব শিবের মানসপূজা সহস্রদলে করিয়া থাকেন।'

'সময়াচারীদের মতে আন্তর পূজারতি সময়াচার আর বাহ্য পূজারতি কৌলাচার। তাই এঁরা কৌলাচারের চেয়ে সময়াচারকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন।'

---

১ তা বি গ,—গ, অনর্থায় কুলজ্ঞানং।
২ ঐ,—ঙ, কুলধর্মং।
৩ তা বি গ,—গ নব্রূয়া তু কুলধর্মার্থমযোগ্যাশিবশাসনম্।
৪ ঐ, অনারাধ্য সমাচারং।
৫ ঐ,—ঙ, প্রভুঃ ; ব গ, প্রভুঃ।

'কৌলশাস্ত্রেও সময়াচারের কথা আছে। কিন্তু সেখানে সময়াচারের অর্থ ভিন্ন। পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর সময়াচারের অর্থ করেছেন কুলশাস্ত্র-প্রতিপাদিত উপাসক ধর্ম অর্থাৎ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ। আবার সময় শব্দের অর্থ গুপ্তও হয়। কাজেই সময়াচার অর্থ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার এবং গুপ্ত আচার উভয়ই হতে পারে।' 'পরশুরামকল্পসূত্রে বলা হয়েছে, আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌঢ় তদন্ত উন্মন এবং অনবস্থ এই সপ্ত উল্লাসের মধ্যে প্রৌঢ় পর্যন্ত সময়াচার, তারপর স্বৈরাচার। এখানে সময় অর্থ উপাসক ধর্ম বা নিয়ম। সাধককে প্রৌঢ়োল্লাস পর্যন্ত নিয়ম মেনে চলতে হয়।

'কৌলমতে সাধনার পথে কিছুদূর পর্যন্ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময়াচার অবলম্বনীয়, সময়াচারী সাধক খুব উঁচুস্তরের সাধক নন।'

আলোচ্য শ্লোকে কৌলশাস্ত্রনির্দিষ্ট অর্থেই সময়াচার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (সময়াচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৪-৫৭৬)

সময়াচারের আরাধনা করে কেউ যদি কাউকে কুলজ্ঞান উপদেশ দেয় তাহলে সেই গুরু ও শিষ্য উভয়ে যোগিনীদের পশু অর্থাৎ বধ্য হবে। ৩৯

বোধয়িত্বা গুরুঃ শিষ্যং, কুলজ্ঞানং প্রকাশয়েৎ।
লভেতে তাবুভৌ সাক্ষাদ্[1] যোগিনীবীরমেলনম্ ॥ ৪০ ॥

গুরু যদি শিষ্যকে প্রবুদ্ধ করে অর্থাৎ যথাবিধি শিক্ষা দিয়ে তার কাছে কুলজ্ঞান প্রকাশ করেন তা'হলে গুরু এবং শিষ্য উভয়ে সাক্ষাৎ যোগিনী ও বীরের অর্থাৎ শক্তি ও শিবের সঙ্গ লাভ করেন। ৪০

অনায়াসেন সংসারসাগরং যস্তিতীর্ষতি।
কুলধর্মমিমং[2] জ্ঞাত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

যে অনায়াসে সংসারসাগর পার হতে চায় সে এই কুলধর্মের জ্ঞান লাভ করে মুক্তি পাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৪১

কুলধর্মমহামার্গগন্তা[3] মুক্তিপুরীং ব্রজেৎ।
অচিরান্নাত্র সন্দেহস্তস্মাৎ কৌলং সমাশ্রয়েৎ[4] ॥ ৪২ ॥

যে কুলধর্মরূপ রাজপথে চলে সে অচিরে মুক্তিপুরীতে উপস্থিত হয় এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। অতএব কুলধর্ম আশ্রয় করবে। ৪২

---

১ তা বি গ,—গ, নিত্যং। ২ ব গ, কুলধর্মমিদং।
৩ তা বি গ,—খ, গ, মহামার্গগন্তঃ; ঐ—ঙ, মহামার্গে গন্তা; ব গ, মহামার্গে গন্তা।
৪ তা বি গ,—ক, খ, সমাচরেৎ।

কুলশাস্ত্রমনাদৃত্য[১] পশুশাস্ত্রাণি যোঽভ্যসেৎ[২]।
স্বগৃহে[৩] পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষামটতি পার্বতি ॥ ৪৩ ॥

পার্বতী, যে কুলশাস্ত্রের অনাদর ক'রে অন্য শাস্ত্র অভ্যাস করে সে নিজের বাড়ীতে পায়স ফেলে দিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। ৪৩

বিহায় কুলধর্মং[৪] যঃ পরধর্মপরো[৫] ভবেৎ।
করস্থং রত্নমুৎসৃজ্য দূরস্থং কাচমীহতে ॥ ৪৪ ॥

যে কুলধর্ম পরিত্যাগ করে পরধর্ম অবলম্বন করে সে হাতের রত্ন ফেলে দিয়ে দূরের কাঁচ পেতে চায়। ৪৪

সংত্যজ্য কুলমন্ত্রাণি পশুমন্ত্রাণি[৬] যো জপেৎ।
স ধান্যরাশিমুৎসৃজ্য পাংসুরাশিং[৭] জিঘৃক্ষতি ॥ ৪৫ ॥

যে কুলমন্ত্র পরিত্যাগ করে পশুমন্ত্র জপ করে সে ধান ফেলে দিয়ে ধুলো ধরতে চায়। ৪৫

কুলান্বয়ং সমুৎসৃজ্য যোঽন্যমন্বয়মীহতে।
তড়াগাদিব তৃষ্ণার্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥ ৪৬ ॥

যে কুলধর্মের আনুগত্য ত্যাগ করে অন্য আনুগত্য ইচ্ছা করে সে সেই তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির মত, যে (জলভরা) দীঘি ছেড়ে মরীচিকার পিছনে ছুটে। ৪৬

যথেন্দ্রজালজা লাভাঃ[৮] ক্ষণমেব সুখাবহাঃ।
শ্রীকৌলাদন্যসময়াস্তাদৃশাঃ কুলনায়িকে ॥ ৪৭ ॥

ওগো কুলনায়িকা, ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রাপ্ত লাভ যেমন ক্ষণিক সুখ প্রদান করে তেমনি শ্রীকৌলশাস্ত্রপ্রতিপাদিত উপাসকধর্ম ভিন্ন অন্য উপাসকধর্ম ক্ষণিক সুখের কারণ হয়। ৪৭

কুলধর্মমজানন্ যঃ সংসারা[৯]ন্মোক্ষমিচ্ছতি[১০]।
পারাবারমপারং স পাণিভ্যাং তর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, পরিত্যজ্য ; র গ, পরিত্যজ্য।
২ র গ, যোঽভ্যসেৎ।
৩ তা বি গ,—ঙ, স মূঢ়ঃ ; র গ, স মূঢ়ঃ।
৪ তা বি গ,—ঙ, শাস্ত্রং ; র গ, শাস্ত্রং।
৫ তা বি গ,—ঙ, সর্বধর্মপরঃ ; র গ, সর্বধর্মপরো।
৬ তা বি গ,—ঙ, শাস্ত্রাণি ; র গ, শাস্ত্রাণি।
৭ তা বি গ,—ঙ, শাস্ত্রাণি ; র গ, শাস্ত্রাণি।
৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মায়াঃ।
৯ তা বি গ,—ঙ, হি যো মূঢ়ঃ ; র গ, হি যো মূঢ়ো।
১০ তা বি গ,—খ, সংসারে চ মুমুক্ষতি।

যে কুলধর্ম না জেনে সংসার থেকে মুক্তি পেতে চায় সে অপার পারাবার হাতে সাঁতার কেটে পার হতে চায়। ৪৮

যো বান্যদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি।
স্বপ্নলব্ধ ধনেনৈব[1] ধনবান্ স ভবেত্তদা[2] ॥ ৪৯ ॥

যে অন্য দর্শন অনুসরণ করে ভুক্তি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে সে তবে স্বপ্নলব্ধ ধনে ধনবান্ হবে। ৪৯

শুক্তৌ রজতবিভ্রান্তির্যথা জায়তে পার্বতি।
তথান্যসময়েভ্যশ্চ ভুক্তির্মুক্তিঃ[3] প্রকাশতে ॥ ৫০ ॥

পার্বতী, যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম হয় তেমনি কৌল ভিন্ন অন্যশাস্ত্র-প্রতিপাদিত উপাসকধর্মে ভুক্তিমুক্তি প্রকাশিত হয়। ৫০

সর্বধর্ম[4]বিহীনোঽপি বর্ণাশ্রমবিবর্জিতঃ।
কুলনিষ্ঠঃ কুলেশানি ভুক্তিমুক্ত্যোঃ স ভাজনম্ ॥ ৫১ ॥

কুলেশানী, সর্বধর্মহীন হলেও এবং বর্ণাশ্রমবিবর্জিত হলেও কুলধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়। ৫১

কুলজ্ঞানবিহীনোঽপি কুলভক্ত্যাশ্রয়ো ভবেৎ।
সোঽপি সদ্‌গতিমাপ্নোতি কিমুতাস্য[5] পরায়ণঃ[6] ॥ ৫২ ॥

কুলজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিও যদি কুলভক্তির আশ্রয় নেয় তাহলে সেও সদ্‌গতি লাভ করে ; যে কুলজ্ঞানভক্তিপরায়ণ তার আর কথা কি। ৫২

কুলধর্মো হতো হন্তি রক্ষিতো রক্ষতি প্রিয়ে।
পূজিতঃ পূজয়ত্যাশু তস্মাত্তং ন পরিত্যজেৎ ॥ ৫৩ ॥

প্রিয়ে, যে কুলধর্মের বিনাশ করে কুলধর্ম তাকে বিনাশ করে। যে কুলধর্ম রক্ষা করে কুলধর্ম তাকে রক্ষা করে। যে কুলধর্মের আদর করে কুলধর্ম তাকে আদর করে ; সেইজন্য কুলধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ৫৩

নিন্দন্তু বান্ধবাঃ সর্বে ত্যজন্তু স্ত্রীসুতাদয়ঃ।
জনা হসন্তু মাং দৃষ্ট্বা রাজানো দণ্ডয়ন্তু বা ॥ ৫৪ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ স্বপ্নলব্ধ ধনে লব্ধে ; র গ, স্বপ্নলব্ধ ধনং লাভে।
২ তা বি গ,—ঙ যদি ; র গ, যদি।
৩ তা বি গ,—ঙ, ভুক্তিং মুক্তিং ; র গ, ভুক্তিং মুক্তিং।
৪ তা, বি গ,—খ, ঙ এবং র গ –ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্বকর্ম।
৫ র গ, কিমু তস্য ; তা বি গ,—ঙ, কিমু তস্য।
৬ র গ, পরায়ণাৎ ; তা বি গ,—ঙ, পরায়ণাৎ ; তা বি গ,—খ কিমুতাস্যে পরে জনাঃ।

সব বন্ধুবান্ধবেরা আমার নিন্দা করুক, স্ত্রী-পুত্রাদি আমাকে ত্যাগ করুক, লোকে আমাকে দেখে হাসুক বা রাজারা আমায় দণ্ড বিধান করুন। ৫৪

সেবে সেবে পুনঃ সেবে ত্বামেব পরদেবতে।
ত্বদ্ধর্মং[১] নৈব মুঞ্চামি মনোবাক্‌কায়কর্মভিঃ ॥ ৫৫ ॥

তবু, ওগো পরদেবতা, আমি পুনঃ পুনঃ তোমারই সেবা করব। কায়-মনোবাক্যে এবং কর্মে তোমার ধর্ম ত্যাগ করব না। ৫৫

এবমাপদ্‌গতস্যাপি যস্য ভক্তিঃ সুনিশ্চলা।
স তু সম্পূজ্যতে দেবৈরমুত্র স শিবো ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

এরূপ বিপদে পড়েও যার ভক্তি অবিচলিত থাকে সে দেবতাদের দ্বারাও আদৃত হয় এবং পরলোকে সে শিব হয়। ৫৬

রোগদারিদ্র্যদুঃখাদ্যৈঃ পীড়িতোঽপ্যনিশং শিবে।
যস্ত্বামুপাস্তে[২] ভক্ত্যা স[৩] নরঃ সদ্‌গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭ ॥

শিবে, যে মানুষ অনবরত রোগদারিদ্র্যদুঃখাদি দ্বারা পীড়িত হলেও ভক্তিভরে তোমার উপাসনা করে সে সদ্‌গতি লাভ করে। ৫৭

জনাঃ স্তুবন্তু নিন্দন্তু লক্ষ্মীর্গচ্ছতু তিষ্ঠতু।
মৃতিরদ্য[৪] যুগান্তে বা কুলং[৫] নৈব পরিত্যজেৎ[৬] ॥ ৫৮ ॥

লোকে স্তুতিই করুক আর নিন্দাই করুক, লক্ষ্মী যান কি থাকুন, মৃত্যু আজই হোক আর এক যুগ পরেই হোক, কুলধর্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ৫৮

নাপি লোভায়[৭] চ ক্রোধায় দ্বেষায় চ মৎসরাৎ।
ন কামায় ভয়াদ্বাপি কুলধর্মং[৮] পরিত্যজেৎ ॥ ৫৯ ॥

লোভ, ক্রোধ, দ্বেষ, মাৎসর্য, কাম বা ভয় কোন কারণেই কুলধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। ৫৯

---

১ তা বি গ,—ঙ, ত্বৎকর্ম ; ব গ, ত্বৎকর্ম।
২ তা বি গ,—ঙ, যস্ত্বামুপাসতে ; ব গ, যস্ত্বামুপাসতে।
৩ ব গ-তে নেই।
৪ তা বি গ,—ঙ, মৃত্যুরস্তু।
৫ ব গ, কৌলং।
৬ তা বি গ,—ঙ, ন পরিবর্জয়েৎ ; ব গ, ন পরিবর্জ্জয়েৎ।
৭ তা বি গ,—ঙ, নার্থলোভায় ; ব গ, নার্থলোভায়।
৮ তা বি গ,—ঙ, কুলং প্রাপ্তং ; ব গ, কুলং প্রাপ্তং।

যো জন্তু[১]র্নার্চয়েত্ত্বাস্তু কুলধর্মসমাশ্রিতঃ[২]।
ক্লিশ্যতে জাতমাত্রেণ[৩] ভূতাগ্নিণাত্মশত্রুণা[৪] ॥ ৬০ ॥

যে জীব কুলধর্মাশ্রিত হয়ে তোমার অর্চনা না করে সে জন্ম থেকেই পঞ্চভূতরূপ আত্মশত্রু দ্বারা ক্লিষ্ট হয়। ৬০

পুলাকা ইব ধান্যেষু পতঙ্গা ইব জন্তুষু[৫]।
বুদ্‌বুদা ইব তোয়েষু যে কৌলবিমুখা হি তে ॥ ৬১ ॥

যারা কুলধর্মবিমুখ তারা ধানের মধ্যে শস্যহীন ধানের মতো, প্রাণীর মধ্যে পতঙ্গের মতো, জলে বুদ্‌বুদের মতো। ৬১

তরবোঽপি হি[৬] জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য কুলধর্মে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৬২ ॥

গাছপালাও জীবনধারণ করে, পশুপাখীও জীবনধারণ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যথার্থ জীবনধারণ করে যার মন কুলধর্মে নিবিষ্ট। ৬২

কুলধর্ম[৭]বিহীনস্য দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি[৮] ন[৯] জীবতি ॥ ৬৩ ॥

যে কুলধর্মহীন তার দিনগুলি আসে আর যায়। কামারের হাঁপরের মতো তার নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে বটে কিন্তু সে বাঁচার মতো বাঁচে না। ৬৩

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা।
কুলেশ্বরি কুলাজ্ঞস্য[১০] তৎ পশোরিব জীবিতম্ ॥ ৬৪ ॥

কুলেশ্বরী, যার কুলজ্ঞান নেই সে যাক কি থাক, জেগে থাকুক কি ঘুমোক, তার জীবন পশুর জীবন। ৬৪

বিদ্বানপি চ মূর্খোঽসৌ ধার্মিকো বাপ্যধার্মিকঃ।
ব্রতস্থোঽপ্যব্রতস্থো বা যঃ কৌলবিমুখো জনঃ ॥ ৬৫ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, জ্ঞাত্বা ; র গ, জ্ঞাত্বা। ২ র গ, কুলধর্মসমন্বিতঃ।

৩ র গ, অজ্ঞানমাত্রেণ ; তা বি গ,—ঙ, অজ্ঞানমাত্রেণ।

৪ তা বি গ,—ঙ, ভূতাবেশী যথা নরঃ ; র গ, ভূতাবেশী যথা নরঃ ; তা বি গ,—খ, ভূতাবেশাত্মশত্রুণা।

৫ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, কুলার্চাবিমুখা যে চ প্রত্যাস্তা ইব জন্তুষু।

৬ তা বি গ,—খ, তরবঃ কিং ন জীবন্তি। ৭ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, কুলজ্ঞান।

৮ তা বি গ,—ঙ, শ্বসন্নিব ; র গ, শ্বসন্নিব। ৯ তা বি গ,—ঙ, স ; র গ, স।

১০ তা বি গ,—খ, কথাহীনং।

যে ব্যক্তি কুলধর্মবিমুখ সে বিদ্বান হলেও মূর্খ, ধামক হলেও অধার্মিক, ব্রতপরায়ণ হলেও ব্রতহীন। ৬৫

জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিনঃ।
কুলধর্মপরা দেবি শেষা জঠরগর্দভাঃ[১] ॥ ৬৬ ॥

দেবী, যেসব কুলধর্মপরায়ণ জীব পুণ্যজীবন যাপন করে জগতে তারাই যথার্থ জন্মগ্রহণ করে, অন্যেরা জঠরজাত গর্দভমাত্র। ৬৬

স পুমানুচ্যতে সদ্ভিঃ কুলধর্মপরায়ণঃ।
অপরস্তু পরং সত্যমস্থিকৃটত্বচাবৃতঃ ॥ ৬৭ ॥

যে কুলধর্মপরায়ণ তাকে সাধুলোকেরা পুরুষ মানুষ বলে গণ্য করে। এছাড়া অন্যরা চামড়ায় ঢাকা কতগুলো হাড় মাত্র, একথা পরম সত্য। ৬৭

চতুর্বেদী কুলাজ্ঞানী শ্বপচাদধমঃ প্রিয়ে।
শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬৮ ॥

প্রিয়ে, যে চতুর্বেদজ্ঞ কিন্তু কুলজ্ঞানহীন সে চণ্ডালেরও অধম। আর কুলজ্ঞানী হলে চণ্ডালও হয় ব্রাহ্মণের বাড়া। ৬৮

গুরুকারুণ্যযুক্তস্তু[২] দীক্ষানির্ধূতপাতকঃ।
কুলপূজারতো দেবি সোঽয়ং কৌলো ন চেতরঃ ॥ ৬৯ ॥

দেবী, যে গুরুকৃপা লাভ করেছে, দীক্ষা দ্বারা যার পাপ ধুয়ে মুছে গেছে, যে কুলপূজারত, সে-ই কৌল, অন্য কেউ নয়। ৬৯

যঃ কৌলিকঃ কুলজ্ঞানং[৩] ন পশ্যতি ন বিন্দতি।
ন পূজয়তি ধিক্ তস্য কাকস্যেব[৪] জীবিতম্ ॥ ৭০ ॥

কৌলিকঃ—কৌলিক। কৌলাচারপরায়ণ বা কুলধর্মপরায়ণ সাধককে তন্ত্রে কৌল, কৌলিক, কুলীন ইত্যাদি শব্দে নির্দেশ করা হয়েছে। কৌলিক বা কৌলের বিভিন্ন ব্যাখ্যাও আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে এইসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—যে-দেশে মন্ত্রসাধনার যে-দ্বার নির্দিষ্ট, যিনি সেই দ্বারবিশিষ্ট তিনি কৌলিক। কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হয়েছে—শিবকে অকুল আর শক্তিকে কুল বলা হয়। কুল

---

১ তা বি গ.—খ, ঘ—ধৃত পাঠ; তা বি গ.—ঙ, বিশেষা জনবাদতঃ; ব গ, বিশেষা জনবাদতঃ; তা বি গ.—শেষাশ্চ দ্বারগর্দভাঃ।

২ তা বি গ.—ক, ঘ, গুরুকারুণ্যপূর্ণস্তু; ঐ.—খ, গুরুকারুণ্য সম্পূর্ণস্তু।

৩ তা বি গ.—ঙ, কুলজ্ঞানী; ব গ, কুলজ্ঞানী।

৪ তা বি গ.—ঙ, বৃথা তস্যৈব; ব গ, বৃথা তস্যৈব।

ও অকুলের অনুসন্ধাননিপুণ অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্যানুসন্ধাননিপুণ সাধকদের বলা হয় কৌলিক বা কৌল (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৭-৭৮)।

যে কৌলিক কুলজ্ঞানের সন্ধান করে না, কুলজ্ঞান লাভ করে না, কুলজ্ঞানের আদর করে না, ধিক্ তাকে। কাকের জীবনের মতো তার জীবন। ৭০

তে ধন্যাঃ[১] পুণ্যকর্মাণস্তে সন্তস্তে চ যোগিনঃ।
যেষাং ভাগ্যবশাদ্দেবি কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৭১ ॥

দেবী, ভাগ্যক্রমে যাদের অন্তরে কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয় তারা ধন্য, তারা পুণ্যকর্মা, তারা সন্ত, তারা যোগী। ৭১

তে বন্দ্যা[২]স্তে মহাত্মানঃ কৃতার্থাস্তে নরোত্তমাঃ।
যেষামুৎপদ্যতে চিত্তে কুলজ্ঞানং ময়োদিতম্ ॥ ৭২ ॥

মৎকথিত কুলজ্ঞান যাদের চিত্তে উৎপন্ন হয় তারা সকলের বন্দনীয়, মহাত্মা, কৃতার্থ, নরোত্তম। ৭২

সর্বপ্রকাশগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্।
যৎ সর্বযজ্ঞাচরণং কুলধর্মপ্রবেশনম্ ॥ ৭৩ ॥

সব বিগ্রহ দর্শন, সব তীর্থস্নান, সব যাগযজ্ঞ কুলধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ৭৩

প্রবিশন্তি কুলং ধর্মং যে বৈ সুকৃতিনো নরাঃ[৩]।
তে পুনর্জননীগর্ভং ন বিশন্তি কদাচন ॥৭৪॥

যে-সব পুণ্যবান্ মানুষ কুলধর্ম গ্রহণ করে তারা আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না। ৭৪

প্রসঙ্গেনাপি যঃ কশ্চিৎ কুলং কুলমিতীরয়েৎ।
কুলং তৎ পাবনং[৪] দেবি ভবতি ত্বদনুগ্রহাৎ।
কুলজ্ঞস্য কুলেশানি নান্যধর্মৈঃ প্রয়োজনম্ ॥ ৭৫ ॥

দেবী, প্রসঙ্গক্রমেও যে মুখে কুল কুল বলে, তোমার অনুগ্রহে সেই কুলশব্দোচ্চারণই তাকে পবিত্র করে। কুলেশানী, কুলজ্ঞব্যক্তির অন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই। ৭৫

---

১ ভা বি গ,—ক, খ, গ, বিজ্ঞাঃ।
২ ম গ, দক্ষাঃ।
৩ ভা বি গ,—ক, খ, ঘ, প্রবিশন্তি কুলং যে বা ধন্যাস্তে কৃতিনো নরাঃ।
৪ ভা বি গ,—ঙ, তস্য ধমং ; ম গ, তস্য ধনং

কুলেশি কুলনিষ্ঠানাং কৌলিকানাং মহাত্মনাম্[১]
দদামি[২] পরমং জ্ঞানং চান্তকালে ন সংশয়ঃ[৩] ॥ ৭৬ ॥

কুলেশী, কুলনিষ্ঠ কৌলিক মহাত্মাদের অন্তকালে আমি পরমজ্ঞান প্রদান করি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৭৬

চিরায়াসাল্পফলদং কাঙ্ক্ষন্ত সময়ং জনাঃ[৪]।
সুখেন সর্বফলদং কুলং[৫] কোঽপি[৬] ত্যজত্যহো[৭] ॥ ৭৭ ॥

লোকেরা চির-আয়াসসাধ্য অল্পফলপ্রদ ধর্মাচার গ্রহণ করতে চায়। অহো, সুখসাধ্য সর্বফলপ্রদ কুলধর্ম কেউ কি ত্যাগ করে। ৭৭

কুলজ্ঞো হি চ সর্বজ্ঞো বেদশাস্ত্রাদ্বিবর্জিতোঽপি বা[৮]।
বেদশাস্ত্রাগমজ্ঞোঽপি কুলাজ্ঞস্ত্বজ্ঞ এব হি ॥ ৭৮ ॥

বেদশাস্ত্রে অজ্ঞ হলেও যে কুলজ্ঞ সে সর্বজ্ঞ। আর যে বেদাগমশাস্ত্রে পণ্ডিত কিন্তু কুলশাস্ত্রে অজ্ঞ, সে অজ্ঞই। ৭৮

জানন্তি কুল[৯]মাহাত্ম্যং ত্বদ্ভক্তা এব নাপরে।
চকোরা এব জানন্তি নান্যে চন্দ্ররুচাং[১০] রুচিম্ ॥ ৭৯ ॥

তোমার ভক্তেরাই কুলমাহাত্ম্য জানে, অন্যেরা নয়। চাঁদের আলোর আস্বাদ চকোরই জানে, অন্যে নয়। ৭৯

কুলজ্ঞা এব তুষ্যন্তি শ্রুত্বা কুলকথাং ইমাম্[১১]।
যথা নন্দো[১২] বিবর্দ্ধন্তে জ্যোৎস্নয়া কিং সমুদ্রবৎ ॥ ৮০ ॥

---

১ তা বি গ.—ঙ. কুলাত্মনঃ; ব গ. কুলাত্মনাং।
২ তা বি গ.—ঙ. দদাসি; ব গ. দদাসি।
৩ তা বি গ.—ঙ. চান্তকালেষু নিশ্চিতম্; ব গ. চান্তকালেষু নিশ্চিতম্।
৪ তা বি গ.—ঙ. পশুশাস্ত্রং পঠন্তি যে; ব গ. পশুশাস্ত্রং পঠন্তি যে।
৫ ব গ. কৌলং।
৬ তা বি গ.—ঙ. কোঽত্র; ব গ. কোত্র।
৭ ব গ. ত্যজত্যহো।
৮ তা বি গ.—খ, ঙ. বেদশাস্ত্রাদ্বিবর্জিতোঽপি বা; ব গ. বেদশাস্ত্রাদ্বিবর্জিতোঽপি বা।
৯ তা বি গ.—খ, তব।
১০ তা বি গ.—ক, ঘ, ঙ. এবং ব গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. চন্দ্রমতাং।
১১ তা বি গ.—ক, খ, ঘ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. প্রিয়ে; ব গ. প্রিয়ে।
১২ তা বি গ.—ঙ. অল্পকূপাঃ; ব গ. অল্পকূপা।

৪

এই কুলকথা শুনে কুলজ্ঞরাই সন্তোষ লাভ করে, অন্যেরা নয়। জ্যোৎস্নায় (পূর্ণিমার) সমুদ্রের মতো স্বল্পতোয়া নদীগুলি কি স্ফীত হয়। ৮০

নান্যধর্মমবেক্ষন্তে কৌলিকাঃ সারবেদিনঃ।
ভৃঙ্গা পুষ্পান্তরং যদ্বৎ[1] মন্দারামোদসেবিনঃ ॥ ৮১ ॥

মন্দারপরিমলসেবী ভ্রমর যেমন অন্য পুষ্পে যায় না তেমনি সারজ্ঞ কৌলিকেরা অন্যধর্মের দিকে দৃষ্টি দেয় না। ৮১

মানয়ন্তে হি সারজ্ঞাঃ[2] কুলধর্মং ন চেতরে।
শিবঃ শিরসি ধত্তেন্দুং[3] সৈংহিকেয়ো গিলত্যহো ॥ ৮২ ॥

সারজ্ঞ ব্যক্তিরাই কুলধর্ম মানে, অন্যেরা নয়। চন্দ্রকে শিব মাথায় করে রাখেন, হায়! রাহু তাকে গ্রাস করে। ৮২

অভিজ্ঞা এব জানন্তি নাভিজ্ঞাঃ কুলদর্শনম্।
জলমিশ্রপয়ঃপানং বকঃ[4] কিং বেত্তি হংসবৎ ॥ ৮৩ ॥

যারা অভিজ্ঞ কুলদর্শন তারাই জানে, অনভিজ্ঞেরা নয়। জলমেশান দুধের থেকে শুধু দুধটুকু খেতে হাঁসের মতো বক পারে কি। ৮৩

শিবশক্তিময়ো লোকো লোকে কৌলং প্রতিষ্ঠিতম্[5]।
তস্মাৎ সর্বাধিকং কৌলং সর্বসাধারণং কথম্ ॥ ৮৪ ॥

জগৎ শিবশক্তিময়। জগতে কুলধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য কুলধর্ম সবার বাড়া, কি করে তা অন্য সব সাধারণ ধর্মের মতো হবে। ৮৪

ষড়্দর্শনানি মেঽঙ্গানি[6] পাদৌ কুক্ষিঃ করৌ শিরঃ।
তেষু ভেদন্তু যঃ কুর্যান্মমাঙ্গং ছেদয়েত্তু সঃ ॥ ৮৫ ॥

দুই পা, কুক্ষি, দুই হাত এবং শির, আমার এই ষড়ঙ্গ ষড়্দর্শন। তাদের মধ্যে যে ভেদ নির্দেশ করে সে আমার অঙ্গছেদন করে। ৮৫

---

১ তা বি গ.—খ, ঘ, লব্‌ধা; তা বি গ, লুব্‌ধা; তা, বি, গ—ঙ এবং ম গ-চ্যুত পাঠ।
২ তা বি গ.—ক, খ, ঘ, সর্বজ্ঞা।
৩ তা বি গ.—খ, ঘ,-চ্যুত পাঠ; তা বি গ, ধত্তেহস্য যং; তা বি গ,—ঙ, ধত্তে ত্বাং, ম গ, ধত্তে ত্বাং।
৪ তা বি গ.—ক, খ, ঘ, পক্ষী।
৫ তা বি গ.—ক, খ, ঘ, কৌলে ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
৬ তা বি গ,—খ, ঘ, সাঙ্গানি।

এতান্যেব কুলস্যাপি ষড়ঙ্গানি ভবন্তি হি।
তস্মাদ্ বেদাত্মকং[1] শাস্ত্রং[2] বিদ্ধি[3] কৌলাত্মকং প্রিয়ে[4] ॥ ৮৬ ॥

প্রিয়ে, এই ষড়্‌দর্শন কুলশাস্ত্রেরও ষড়ঙ্গ। সেইজন্য বেদাত্মক শাস্ত্রকেও কৌলাত্মক বলে জানবে। ৮৬

দর্শনেষখিলেষেব ফলদং চৈকদৈবতম্[5]।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং কুলেঽস্মিন্ দৈবতং প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥

সমস্ত দর্শনে ফলপ্রদানকারী এক দেবতার কথা বলা হয়েছে। এই কুলশাস্ত্রেও ভুক্তিমুক্তিপ্রদানকারী এক দেবতার কথাই বলা হয়েছে। ৮৭

লোকধর্মবিরুদ্ধঞ্চ (স্তোঽপি)[6] সিদ্ধযোগীশ্বরি প্রিয়ে[7]।
কুলং প্রমাণতাং যাতি প্রত্যক্ষফলদং যতঃ ॥ ৮৮ ॥

সিদ্ধযোগীদের ঈশ্বরী, প্রিয়ে। কুলধর্ম প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলে লোকধর্মবিরুদ্ধ হলেও প্রামাণ্য বলে গণ্য হয়। ৮৮

প্রত্যক্ষঞ্চ প্রমাণায় সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রিয়ে।
উপলব্ধি বলাত্তস্য হতাঃ সর্বে কুতার্কিকাঃ ॥ ৮৯ ॥

সব জীবের কাছেই প্রত্যক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের উপলব্ধি হয় সেক্ষেত্রে সব কুতার্কিক কুপোকাৎ হয়। ৮৯

পরোক্ষং কোন্ জানীতে[8] কস্য কিংবা ভবিষ্যতি।
যদ্‌বা[9] প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্তম[10] দর্শনম্ ॥ ৯০ ॥

কে পরোক্ষ জানতে পারে। কার কি হবে কে জানে। যা প্রত্যক্ষফল প্রদান করে তাই উত্তম দর্শন। ৯০

---

১ র গ, মদাত্মকং।

২ র গ, কৌলং।

৩ র গ, অহং।

৪ তা বি গ,—ঙ, তস্য মদাত্মকং কৌলমহং কৌলাত্মকঃ প্রিয়ে।

৫ তা বি গ,—খ, ঘ, কুলত্রৈবোক্তদৈবতম্।

৬ র গ, বিরুদ্ধে ঽপি।

৭ তা বি গ,—ঙ, সিদ্ধযোগীশ্বরীমতে; র গ, সিদ্ধযোগীশ্বরীমতে; তা বি গ,—গ, সিদ্ধযোগীশ্বরো মতে।

৮ র গ, কোঽনুজানীতে।

৯ তা বি গ,—খ, যদ্বৈব।

১০ তা বি গ,—গ, তদেবোত্তম।

কুলধর্মমিদং[1] জ্ঞাত্বা মুচ্যন্তে সর্বমানবাঃ।
ইতি মত্বা মহেশানি ময়া কৌলং বিগর্হিতম্ ॥ ৯১ ॥

এই কুলধর্ম অবগত হয়ে সব মানুষ মুক্তিলাভ করে যাবে এই কথা মনে করে আমি কুলধর্মের নিন্দা করেছি। ৯১

ত্বৎকারুণ্যবিহীনানাং কুলজ্ঞানবিরোধিনাম্।
পশূনামনভিজ্ঞানাং কুলধর্মো বিগর্হিতঃ ॥ ৯২ ॥

তোমার করুণাবঞ্চিত কুলজ্ঞানবিরোধী অনভিজ্ঞ পশুদের কাছে কুলধর্ম গর্হিত। ৯২

যস্য জন্মান্তরে পাপকর্মহ্যবরোধিকো[2] ভবেৎ।
ন তস্য গুরুকারুণ্যং কুলজ্ঞানং ন জায়তে ॥ ৯৩ ॥

যার জন্মান্তরের পাপকর্মবন্ধন অধিক তার গুরুকৃপা লাভ হয় না এবং কুলজ্ঞান জন্মে না। ৯৩

যথান্ধা নৈব পশ্যন্তি সূর্যং সর্বপ্রকাশকম্।
তথা কুলং ন জানন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৯৪ ॥

যে-সূর্য সমস্তকে আলোকিত করে অন্ধেরা যেমন তাঁকে দেখতে পায় না তেমনি তোমার মায়াবিমোহিত ব্যক্তিরা কুলমত জানতে পারে না। ৯৪

শৈববৈষ্ণবসৌরাদি[3] দর্শনান্যপি ভক্তিতঃ।
ভজন্তে[4] মানবা নিত্যং বৃথায়াসফলানি চ ॥ ৯৫ ॥

মানুষ নিত্য ভক্তিভরে শৈব-বৈষ্ণব-সৌরাদি দর্শনের সেবা করে, কিন্তু তাদের সে-চেষ্টায় কোনো ফললাভ হয় না। ৯৫

বেদশাস্ত্রাগমৈঃ প্রোক্তং ভোগমোক্ষৈকসাধনম্।
মূঢ়া নিন্দন্তি[5] হা হন্ত মৎপ্রিয়ং তব দর্শনম্ ॥ ৯৬ ॥

হায় হায়। মূঢ়েরা বেদশাস্ত্র ও আগমে কথিত ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র উপায় আমার প্রিয় তোমার দর্শনের নিন্দা করে। ৯৬

ভ্রামিতা হি ময়া[6] দেবি পশবঃ শাস্ত্রকোটিষু।
কুলধর্মং ন জানন্তি বৃথা জ্ঞানাভিমানিনঃ ॥ ৯৭ ॥

---

১ ব্র গ, ইদং।
২ তা বি গ,—ঙ, কর্মবাধাদিকা ; ব্র গ, কর্মবাধাধিকা।
৩ তা বি গ,—ক, ঘ, শৈববৈষ্ণববৌদ্ধাদি।
৪ তা বি গ,—ঙ, জপন্তঃ, ব্র গ, ভপন্তো।
৫ ব্র গ, মূঢ়ো নিন্দতি।
৬ তা বি গ,—ঙ, মহা, ব্র গ, মহা।

দেবী, আমি পশুদের বহুশাস্ত্রের মধ্যে ঘুরিয়ে মারি। এই ব্যর্থ-জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিরা কুলধর্ম জানে না। ৯৭

পশুশাস্ত্রাণি সর্বাণি ময়ৈব কথিতানি হি।
মূর্ত্যন্তরস্তু গত্বৈব মোহনায় দুরাত্মনাম্ ॥ ৯৮ ॥

দুরাত্মাদের মোহগ্রস্ত করার জন্য ভিন্নমূর্তি ধারণ করে আমিই সমস্ত পশুশাস্ত্র ব্যক্ত করেছি। ৯৮

মহাপাপবশান্নৄণাং তেষু বাঞ্ছাভিজায়তে।
তেষাঞ্চ সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৯৯ ॥

মহাপাপের বশেই মানুষের সে-সবের প্রতি অভিলাষ জন্মে। শতকোটি কল্পেও তাদের সদ্গতি হয় না। ৯৯

প্রের্যমাণোঽপি পাপাত্মা কুলে নৈব প্রবর্ততে।
বার্যমাণোঽপি পুণ্যাত্মা কুলমেবাভিলম্বতে ॥ ১০০ ॥

কুলধর্মের দিকে প্রেরিত হলেও পাপাত্মা তাতে প্রবৃত্ত হয় না, আর নিবারিত হলেও পুণ্যাত্মা কুলধর্মই অবলম্বন করে। ১০০

কুলধর্মেণ দেবত্বং দেবাঃ সম্প্রতিপেদিরে।
মুনিযোগীশ্বরাদ্যাশ্চ সুসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১০১ ॥

কুলধর্মের দ্বারা দেবতারা দেবত্ব লাভ করেন এবং মুনি যোগীশ্বরাদি পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১০১

পশুব্রতাদিনিরতাঃ সুলভা দাম্ভিকা ভুবি।
যে কৌলমেব সেবন্তে তে মহান্তোঽতি[1] দুর্লভাঃ ॥ ১০২ ॥

পশুর আচরণীয় ব্রতাদিনিরত দাম্ভিক লোকেরা সংসারে সুলভ। কিন্তু যারা কুলধর্মের সেবা করে এরূপ মহৎ ব্যক্তি দুর্লভ। ১০২

মানবা বহবঃ সন্তি মিথ্যাতত্ত্বার্থবেদিনঃ[2]।
দুর্লভোঽয়ং মহেশানি[3] কুলতত্ত্ব[4]বিশারদঃ ॥ ১০৩ ॥

মহেশানী, মিথ্যা তত্ত্বার্থ জানে এরূপ মানুষ অনেক। কিন্তু কুলতত্ত্ববিশারদ ব্যক্তি দুর্লভ। ১০৩

---

১ তা বি গ,—ঙ, পি ; র গ, পি।
২ তা বি গ,—ঙ, বাদিনঃ ; র গ, বাদিনঃ।
৩ র গ, কুলেশানি।
৪ তা বি গ,—ক, কুলধর্ম।

যথা রোগাতুরাঃ কেচিন্মানবাঃ কুলনায়িকে।
দিব্যৌষধং ন সেবন্তে মহাব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১০৪ ॥

ওগো কুলনায়িকা, যেমন কোনো কোনো রোগাতুর মানুষ মহাব্যাধি-নাশক দিব্য ঔষধ খায় না। ১০৪

তদ্‌ব্যাধিবর্দ্ধনাপথ্যং কুর্বন্তি হি কুভেষজম্[১]।
তথৈব জন্মমরণকৃতং[২] সাংসারিকীং ক্রিয়াম্ ॥ ১০৫ ॥
সমাচরন্তি সততং ত্বৎকারুণ্যবিবর্জিতাঃ।
ন ভজন্তে[৩] কুলং ধর্মং ভববন্ধবিমোচনম্ ॥ ১০৬ ॥

সেই রোগবর্ধক অপথ্য এবং বাজে ঔষধ খায়; তেমনি তোমার করুণাবর্জিত ব্যক্তিরা জন্ম থেকে মরণাবধি সর্বদা সাংসারিক কর্মই করে, ভববন্ধনমোচনকারী কুলধর্মের অনুসরণ করে না। ১০৫-১০৬

যথা চারণ্যজাতাংস্তু[৪] মরীচাদীন্ বণিগ্‌জনান্[৫]
মোহতো মানবাঃ প্রীত্যা[৬] যাচন্তে কুলনায়িকে ॥ ১০৭ ॥
অনর্ঘ্যাণি[৭] চ রত্নানি ন যাচন্তে হি কেচন।
তথৈব পশুশাস্ত্রাণি কর্মপাশফলানি[৮] চ ॥ ১০৮ ॥
ইতি পৃচ্ছন্তি মূর্খাস্তে[৯] তব মায়াবিমোহিতাঃ।
কুলধর্মং ন পৃচ্ছন্তি ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ১০৯ ॥

ওগো কুলনায়িকা, যেমন মোহগ্রস্ত মানুষ বণিকের কাছে সানন্দে অরণ্যজাত গোলমরিচ চায়, অমূল্য রত্ন কেউ চায় না, তেমনি তোমার মায়াবিমোহিত মূর্খেরা কর্মপাশফলপ্রদ পশুশাস্ত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করে, ভুক্তিমুক্তি প্রদানকারী কুলধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করে না। ১০৭-১০৯

---

১ ম গ, কুভৈষজম্।
২ তা বি গ.—ক, জন্মমরণে স্থিতিং; ঐ.-ঙ. জন্মমরণং কৃতাং।
৩ ম গ, ভজন্তি।
৪ তা বি গ.—ক, ঙ.লবণলশুন; ম গ, লবণলশুন।
৫ ম গ, বণিক্ জন:।
৬ তা বি গ.—ঙ. পদার্থানেব সংপ্রীত্যা; ম গ, পদার্থানেব সংপ্রীত্যা।
৭ ম গ, অমূল্যানি।
৮ তা বি গ.—ক. ঙ. কর্মাযাসফলানি; ম গ. কর্মাযাসফলানি।
৯ তা বি গ.—খ, মূর্খ দান; ঐ—ঙ, মূর্খা হি; ম গ, মূর্খা হি।

কস্তুরীং কর্দমধিয়া কর্পূরং লবণেচ্ছয়া।
শার্করং শর্করাভ্রান্ত্যা মণিং কাচমনীষয়া[১] ॥ ১১০ ॥
যথাদৃষ্টং[২] ন মন্যন্তে[৩] করস্থমপি পামরাঃ[৪]।
তথা কৌলং ন জানন্তি ত্বৎপ্রসাদবিবর্জিতাঃ ॥ ১১১ ॥

মূর্খব্যক্তিরা যেমন করস্থ দ্রব্যও তা বস্তুতঃ যেমন তেমন বলে জানে না, কস্তুরীকে মনে করে কর্দম, কর্পূরকে লবণ, শর্করাযুক্ত দ্রব্যকে শর্করা, কাচের নকল মণিকে মণি তেমনি যারা তোমার প্রসাদবর্জিত তারা কুলধর্ম জানে না। ১১০-১১১

অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং ত্বন্মায়াজনিতস্য চ।
কিমজ্ঞানপি[৫] দেবেশি মোহয়েদমরানপি ॥ ১১২ ॥

অহো। তোমার মায়াজনিত মোহের কি মাহাত্ম্য। দেবেশী, এটি দেবতাদেরও মোহগ্রস্ত করে, অজ্ঞদের ত কথাই নাই। ১১২

পেয়ং[৬] মদ্যং পলং[৭] খাদ্যং[৮] সমালোক্য প্রিয়ামুখম্।
ইত্যেবাচরণং জাপ্যং পরিপ্রাপ্যং[৯] পরম্পদম্ ॥ ১১৩ ॥

মদ্যপান, মাংসভোজন, প্রিয়ামুখ অবলোকন, এরূপ আচরণ করে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১১৩

গুরুকারুণ্যসংলভ্যমীদৃশং কুলদর্শনম্।
ত্বদ্ভক্তা এব জানন্তি নেতরে ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥ ১১৪ ॥

গুরুকৃপা দ্বারা লভ্য কুলদর্শন এইরূপই বটে। তোমার ভক্তেরাই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ এই দর্শন অবগত হয়, অন্যেরা নয়। ১১৪

---

১ তা বি গ—ক মণিং কাচমণিং যথা; ঐ,—খ, মণিঃ কাচনির্ধিয়া; ঐ,—ঘ, মণিং কাচনির্ধিয়া।
২ র গ, দৃশ্যং; তা বি গ,—ঙ, দৃশ্যং।
৩ তা বি গ,—ঙ, মন্যন্তে; র গ, মন্যন্তে।
৪ তা বি গ,—ঙ, পামরঃ; র গ, পামরঃ।
৫ তা বি গ,—ঙ, কিন্তু বক্ষ্যামি; র গ, কিন্তু বক্ষ্যামি।
৬ র গ, কে হযং; তা বি গ,—ঙ, কোহয়ং।
৭ র গ, বলং; তা বি গ,—ঙ, বলং।
৮ তা বি গ,—ক, খাদেৎ।
৯ তা বি গ,—ক, পরাৎ প্রাপ্য; ঐ,—গ, পরিপ্রাপ্নোতি।

গুরূপদেশরহিতা মহান্ত ইতি[১] কেচন।
মোহয়ন্তি জনান্ সর্বান্[২] স্বয়ং পূর্ববিমোহিতাঃ ॥ ১১৫ ॥

গুরুর উপদেশ পায়নি এমন কোনো কোনো লোক নিজেদের মহান্ত বলে জাহির করে। আগে থেকে নিজেরাই মোহগ্রস্ত এইসব লোক সবাইকে মোহগ্রস্ত করে। ১১৫

দুরাচারপরাঃ কেচিদ্বাচয়ন্তি চ পামরাঃ।
কথং পূতো[৩] ভবেৎ স্বামী সেবকাঃ স্যুস্তথাবিধাঃ ॥ ১১৬ ॥

দুরাচারপরায়ণ কোনো কোনো পামর উপদেশ দেয়। এরকম গুরু কি করে নিষ্কলুষ হবে। এর শিষ্যেরাও সেইরকমই হবে। ১১৬

বহবঃ কৌলিকং ধর্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা[৪] কল্পয়ন্তীত্থং পারম্পর্যবিবর্জিতাঃ[৫] ॥ ১১৭ ॥

মিথ্যাজ্ঞান প্রচারের দ্বারা বঞ্চনাকারী গুরুশিষ্যপরম্পরাবর্জিত বহু ব্যক্তি নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে কুলধর্ম কল্পনা করে। অর্থাৎ কুলধর্ম বলে যা প্রচার করে তা তাদের নিজেদের কল্পনাপ্রসূত। ১১৭

মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভতে বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ[৬] ॥ ১১৮ ॥

মদ খেলেই যদি মানুষের সিদ্ধিলাভ হয়, তা হলে যত সব মদখোর পামর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ১১৮

মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি ॥ ১১৯ ॥

মাংস খেলেই যদি পুণ্যগতি লাভ হয় তা হলে দুনিয়ার সব মাংসাশী পুণ্যভাজন হয়ে যায়। ১১৯

শক্তিসম্ভোগমাত্রেণ[৭] যদি মোক্ষো ভবেত বৈ।
সর্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ ॥ ১২০ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, মহান্তং যান্তি।
২ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, কেচিৎ।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ভূতো।
৪ তা বি গ,—ঙ, স্ববুদ্ধা; র গ, স্ববুদ্ধা।
৫ তা বি গ,—গ, ঙ, পারম্পর্যবিমোহিতাঃ; র গ, পারম্পর্যবিমোহিতাঃ।
৬ তা বি গ,—গ, যান্তু সমোহিতাঃ।
৭ তা বি গ,—খ, ঙ, স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি; র গ, স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি।

স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারাই যদি মোক্ষলাভ হয় তা হলে সংসারে স্ত্রীসম্ভোগকারী যত জীব আছে সব মুক্ত হয়ে যায়। ১২০

কুলমার্গো মহাদেবী ন ময়া নিন্দিতঃ ক্বচিৎ।
আচাররহিতা যেঽত্র নিন্দিতাস্তে ন চেতরে[১] ॥ ১২১ ॥

মহাদেবী, আমি কখনো কুলমার্গের নিন্দা করি নি। এক্ষেত্রে যারা আচাররহিত তারাই নিন্দিত, অন্যেরা নয়। ১২১

অন্যথা[২] কৌলিকে ধর্মে আচারঃ কথিতো ময়া।
বিচরন্ত্যন্যথা দেবি মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ১২২ ॥

দেবী, আমি কুলধর্মে এক প্রকার আচারের কথা বলেছি, আর নিজেদের পণ্ডিত বলে গর্ব করে এরূপ মূঢ়েরা অন্য প্রকার আচার অনুষ্ঠান করে। ১২২

কৃপাণধারাগমনাৎ ব্যাঘ্রকণ্ঠা[৩]বলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলবর্ত্তনম্[৪] ॥ ১২৩ ॥

কৃপাণের ধারমুখের উপর দিয়ে হাঁটা, বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা, শরীরে সাপ জড়ানো, এ সবের চেয়েও কুলমার্গের অনুসরণ দুষ্কর। ১২৩

বৃথা পানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে।
তন্ম[৫]হাপাতকং জ্ঞেয়ং[৬] বেদাদিষু নিরূপিতম্ ॥ ১২৪ ॥

বৃথা পানং—বৃথা পান। সাধনার অঙ্গ হিসাবে শাস্ত্রবিহিত মদ্যপান ভিন্ন অন্য মদ্যপান বৃথা পান।

দেবেশী, বৃথাপানকেই বলে সুরাপান। বেদাদি শাস্ত্রে এটি মহাপাতক বলে নিরূপিত হয়েছে। ১২৪

অনাঘ্রেয়মনালোক্য[৭]মস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কম্।
মদ্যং মাংসং পশূনান্তু কৌলিকানাং মহাফলম্ ॥ ১২৫ ॥

পশুভাবের সাধকদের পক্ষে মদ্য ও মাংসের আঘ্রাণ, দর্শন, স্পর্শন, সেবন নিষিদ্ধ। কিন্তু কৌলিকদের পক্ষে এসব মহাফলপ্রদ। ১২৫

১ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, চ সর্বদা।
২ তা বি গ,—গ, নান্যথা।
৩ তা বি গ,—ঙ, কর্ণা ; র গ, কর্ণা।
৪ তা বি গ,—ঙ, কুলসেবনম্।
৫ র গ, যন্মহা।
৬ র গ, দেবি।
৭ তা বি গ,—ঙ, মনালোচ্য। র গ, মনালোচ্য।

অমেধ্যানি দ্বিজাতীনাং মদ্যান্যেকাদশৈব তু।
দ্বাদশন্তু[1] মহামদ্যং[2] সর্বেষামধমং স্মৃতম্[3] ॥ ১২৬ ॥

মদ্যান্যেকাদশৈব—একাদশ প্রকার মদ্য। আলোচ্য তন্ত্রে (৫।২৯) এই একাদশ মদ্যের নাম করা হয়েছে—পানস, দ্রাক্ষ, মাধূক, খার্জুর, তাল, ঐক্ষব, মধুথ, শীধু, মাধ্বীক, মৈরেয় এবং নারিকেলজ। দ্বাদশ মদ্যকে বলা হয়েছে সুরা (৫।৩০)। মাধুক এবং মাধ্বীক উভয়ের অর্থ মহুয়ার মদ। শীধু আর ঐক্ষব উভয়ের অর্থ আখের রসের থেকে তৈরী মদ। হয়ত সে যুগে একই মহুয়া থেকে তৈরী হলেও মাধূক এবং মাধ্বীক মদের মধ্যে পার্থক্য ছিল, তেমনি একই আখের রস থেকে তৈরি হলেও শীধু আর ঐক্ষব মধ্যে ভেদ ছিল।

দ্বিজদের ক্ষেত্রে একাদশ প্রকার মদ্য অমেধ্য। দ্বাদশ মদ্য মহামদ্য। এটিকে সবার অধম মনে করা হয়। ১২৬

সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপমা তু[4] মলমুচ্যতে[5]।
তস্মাদ্ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ ॥ ১২৭ ॥

সুরা অন্নের মল। এটি সর্বপাপের মূল, ঘৃণ্যবস্তু। সেইজন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সুরাপান করবে না ॥ ১২৭ ॥

সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্যাৎ সূর্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ॥ ১২৮ ॥

সুরার উপর চোখ পড়ামাত্র সূর্যদর্শন করবে। তার ঘ্রাণ নেওয়ামাত্র তিনবার প্রাণায়াম করবে। ১২৮

আজানুভ্যাং ভবেন্মগ্নো জলে চোপবসেদহঃ[6]।
ঊর্ধ্বং নাভেস্ত্রিরাত্রন্তু মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ ॥ ১২৯ ॥

মদ্য স্পর্শ করলে বিধি এই—হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে একদিন আর নাভির ঊর্ধ্ব পর্যন্ত ডুবিয়ে তিন রাত্রি অবস্থান করবে। ১২৯

---

১ র গ, দ্বাদশাধ্যাং।
২ তা বি গ,—গ, সুধারণাং।
৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সর্বেষামুত্তমোত্তমম্।
৪ র গ, পাপাত্মা।
৫ তা বি গ,—ক, সুরা চৈব মনুষ্যাণাং পেয়া তু মলমুচ্যতে—এই অতিরিক্ত শ্লোকার্ধটি পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, এটি 'সুরা বৈ মলমন্নানাং' ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পাঠান্তর।
৬ তা বি গ,—খ, ঘ, আজানুভ্যাং ভবেৎ স্নানমানাস্ত্বাপবসেদহঃ।

সুরাপানে কামকৃতে[১] জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।

মুখে তয়া বিনির্দগ্ধে[২] ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩০ ॥

ভোগেচ্ছায় কেউ সুরাপান করলে ফুটন্ত সুরা তার মুখে নিক্ষেপ করতে হবে। এইভাবে মুখে নিক্ষিপ্ত সুরা দ্বারা দগ্ধ হয়ে তার শুদ্ধিলাভ হবে। ১৩০

মদ্যস্পর্শাদি[৩]দোষস্য প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ।

অবিধানেন যো হন্যাদাত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে ॥ ১৩১ ॥

নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।

স মৃতোঽপি[৪] দুরাচারস্তির্যগ্‌যোনিষু জায়তে ॥ ১৩২ ॥

মদ্যস্পর্শাদিদোষের প্রায়শ্চিত্তবিধি স্মৃতিতে বিহিত হয়েছে। প্রিয়ে, যে নিজের ভোগের জন্য শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে প্রাণিবধ করে সে মৃত্যুর পর নিহত পশুর গায়ে যত লোম ততদিন ঘোর নরকে বাস করে, আর তারপর সেই দুরাচার পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১৩১—১৩২

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।

সংস্কর্তা চোপহর্তা[৫] চ খাদিতাঽষ্টৌ চ ঘাতকাঃ ॥ ১৩৩ ॥

অনুমতিদানকারী, বিশ্বাস-উৎপাদনকারী, শিকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী, পাচক, হরণকারী, ভক্ষক এবং ঘাতক এই আটজন পশুবধ করে। ১৩৩

ধনৈর্বিক্রয়িকো[৬] হন্তি খাদিতা চোপভোগতঃ।

ঘাতকো বধ[৭]বন্ধাভ্যাং ইত্যেষ ত্রিবিধো[৮] বধঃ ॥ ১৩৪ ॥

বধ তিন প্রকার। বিক্রয়কারী অর্থগ্রহণ করে বধ করে, ভক্ষণকারী ভোজন করে বধ করে, আর ঘাতক বন্ধন ও প্রাণনাশ করে বধ করে। ১৩৪

মাংস সন্দর্শনং কৃত্বা সুরাদর্শনবচ্চরেৎ[৯]।

তস্মাদবিধিনা মাংসং মদ্যং ন সেবতে[১০] ক্বচিৎ ॥ ১৩৫ ॥

---

১ র গ. অজ্ঞানকৃতে ; তা বি গ.—ঘ. ঙ. জ্ঞানকৃতে।

২ র গ এবং তা বি গ.—ঙ-ধৃত পাঠ ; তা. বি, গ বিনিক্ষিপ্তে।

৩ তা বি গ.—ঙ. মাংসাদি ; র গ, মাংসাদি।

৪ তা বি গ.—ক, ঘ. সঞ্চিতানি ; তা বি গ.—ঙ এবং র গ, সঞ্চিতানি, গলিতানি।

৫ তা বি গ.—ক, ভোক্তা।

৬ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ. ধনেন চ ক্রেতা।

৭ তা বি গ.—ঙ. এবং র গ. ঘাত।

৮ র গ. ইত্যেষস্ত্রিধো।

৯ তা বি গ —ঙ, এবং র গ. সুরাদর্শনমাচরেৎ।

১০ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ. চ নাচরেৎ।

সুরা দেখলে যেরূপ আচরণ করা বিধি, মাংস দেখলেও তাই করতে হবে। অতএব, শাস্ত্রবিহিত না হলে কখনো মদ্য মাংস খাবে না। ১৩৫

বিধিনা সেবাতে দেবি তরসা ত্বং[১] প্রসীদসি।
নাশায় স্বপরজ্ঞানং[২] সত্যমেব বরাননে ॥ ১৩৬ ॥

দেবী, যথাশাস্ত্র মদ্য মাংস সেবন করলে তুমি শীঘ্র প্রসন্ন হও। ওগো বরাননা, এতে আত্মপর জ্ঞান বিনষ্ট হয় এ কথা অবশ্যই সত্য। ১৩৬

তৃণং বাপ্যবিধানেন ছেদয়েন্ন কদাচন।
বিধিনা গাং দ্বিজং বাপি হত্বা পাপৈর্ন লিপ্যতে[৩] ॥ ১৩৭ ॥

এমন কি শাস্ত্রবিহিত না হলে তৃণও কর্তন করবে না। শাস্ত্রবিধি অনুসারে গো এবং ব্রাহ্মণ বধ করলেও বধকারী পাপে লিপ্ত হয় না। ১৩৭

বহুনাত্র কিমুক্তেন সারমেকং[৪] শৃণু প্রিয়ে।
জীবন্মুক্তিসুখোপায়ং কুলশাস্ত্রেষু গোপিতম্ ॥ ১৩৮ ॥

প্রিয়ে, এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলে কি হবে, একমাত্র সারকথা বলছি, শোন। জীবন্মুক্তির সুখসাধ্য উপায় কুলশাস্ত্রে রক্ষিত আছে। ১৩৮

যন্মুমুক্ষোঃ ফলং দেবি কনকস্যেব সৌরভম্[৫]।
কুলজ্ঞেঽপ্যূর্ধ্ববিখ্যাতে[৬] জ্ঞানং তত্তদনুত্তমম্ ১৩৯ ॥

দেবী, মোক্ষকামী (অন্যমার্গাবলম্বী) যে ফল চায় তা স্বর্ণপুষ্পের সৌরভের মতো (অর্থাৎ অলীক)। কুলজ্ঞানীদের মধ্যেও যে ঊর্ধ্বাম্নায়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন তার জ্ঞান অত্যুৎকৃষ্ট। (কুলজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না। অত্যুৎকৃষ্ট কুলজ্ঞান কি তার নির্দেশ দেওয়া হল)। ১৩৯

কুলশাস্ত্রাণি সর্বাণি মরৈবোক্তানি পার্বতি।
প্রমাণানি ন সন্দেহো ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ ১৪০ ॥

পার্বতী, সব কুলশাস্ত্র আমিই ব্যক্ত করেছি। কাজেই এসব নিঃসন্দেহ প্রামাণ্য, কোনো যুক্তি দ্বারা খণ্ডনীয় নয়। ১৪০

---

১ তা বি গ,—ক, পরমাত্বং ; ঐ—ঙ, পরমার্থং ; ব গ, পরমার্থং।
২ তা বি গ,—খ, গ, ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নাশয়স্বপরিজ্ঞানাৎ।
৩ তা বি গ,—ক, পাপাৎ প্রমুচ্যতি।
৪ তা বি গ—ঙ, এবং ব গ, সর্বসারং।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, নাক্ষসর্গাপি সেবিতম্।
৬ তা বি গ,—ক, কুলজ্ঞোঽপ্যূর্ধ্ববিখ্যাতো জ্ঞানতত্ত্বং তদুচ্যতে।

দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মধু বাতা ঋতায়তে।
স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া[১] ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥ ১৪১ ॥
হিরণ্যপাবাঃ[২] খাদিশ্চ অবঘ্নন্ পুরুষং পশুম্।
দীক্ষামুপেয়াদিত্যাদ্যাঃ[৩] প্রমাণং শ্রুতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪২ ॥

দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি কয়েকটি শ্রৌত মন্ত্রাংশ আলোচ্য শ্লোক দুটিতে ধরা হয়েছে। কুলশাস্ত্রেও এগুলি আছে। এ দ্বারা কুলশাস্ত্রের শ্রৌত-প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা হল। এখানে মন্ত্রাংশগুলির মূল নির্দেশ করা যাচ্ছে—

দেবতাভ্যঃ—দেবতাভ্যস্ ত্বা দেবতাভির্গৃহ্ণামি।—মৈত্রায়ণী সংহিতা, ১.৪.৪ ; ৩.৬.৯।

পিতৃভ্যঃ—পিতৃভ্যঃ সোমবদ্ভ্যঃ স্বধা নমঃ। অথর্ববেদ ১৮.৪.৭৩. ; স্বধা পিতৃভ্যঃ পৃথিবিষদ্ভ্যঃ। অথর্ববেদ ১৮.৪.৭৮।

মধু বাতা ঋতায়তে—মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরতি সিন্ধবঃ। ঋগ্বেদ, ১.৯০.৬

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া। ঋগ্বেদ, ৯.১.১ ; অথর্ববেদ ৪.২৪.৩

ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্—ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্। ঋগ্বেদ, ৯.৬৭.৩২

হিরণ্যপাবাঃ—হিরণ্যপাবাঃ পশুম্ আসু গৃভ্ণতে। ঋগ্বেদ ৯.৮৬.৪৩

খাদিশ্চ—হস্তেষু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সং দধে। ঋগ্বেদ, ১.১৬৮.৩

অবঘ্নন্ পুরুষং পশুম্—অবঘ্নন্ পুরুষং পশুম্। ঋগ্বেদ, ১০.৯০.১৫

দীক্ষামুপেয়াৎ—দীক্ষামুপৈতি। অথর্ববেদ ৯.৬.(১)৪

প্রিয়ে, দেবতাভ্যঃ (দেবতার প্রতি), পিতৃভ্য (পিতৃগণের প্রতি), মধু বাতা ঋতায়তে (বায়ুসমূহ মধুময় হোক), স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া (স্বাদুতম এবং অতিশয়-উৎফুল্লতাবিধানকারী দ্বারা), ক্ষীরং সর্পির্মমধূদকম্ (দুগ্ধ ঘৃত মধু ও উদক) হিরণ্যপাবাঃ (হিরণ্যের দ্বারা পবিত্রকারী), খাদিশ্চ (হস্তত্রাণক এবং), অবঘ্নন্ পুরুষং পশুম্ (বিরাট্ পুরুষের পশুত্ব কল্পনাকারীসমূহ); দীক্ষামুপেয়াৎ (দীক্ষালাভ করবে) ইত্যাদি শ্রুতি কুলশাস্ত্রে আছে। এতে কুলশাস্ত্রের প্রামাণ্যতা। ১৪১-১৪২

ইত্যেতৎ কথিতং কিঞ্চিৎ কুলমাহাত্ম্যমম্বিকে।
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪৩ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, গ, স্বাধিষ্ঠানমধিষ্ঠানং ; তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, স্বাধিষ্ঠানমধিষ্ঠায়াং।

২ তা বি গ,—ক, মাত্রং ; ঐ—ঙ, এবং ব গ, পাত্রং।

৩ তা বি গ,—ধ, সদ্যোদীক্ষবতীত্যাদ্যাঃ ; ঐ—ঙ, এবং ব গ, ঐ।

অম্বিকা, এই কিঞ্চিৎ কুলমাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। ওগো কুলেশানী, আবার কি শুনতে চাও। ১৪১

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডেউর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে কুলমাহাত্ম্যকথনং নাম দ্বিতীয় উল্লাসঃ ॥ ২ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে কুলমাহাত্ম্যকথন নামক দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত। ২

তৃতীয় উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বধর্মোত্তমোত্তমম্।
ঊর্দ্ধাম্নায়ঞ্চ তন্মন্ত্রং মাহাত্ম্যং[১] বদ মে প্রভো ॥ ১ ॥

ঊর্দ্ধাম্নায়ঞ্চ—ঊর্দ্ধাম্নায় এবং। আম্নায় শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। পরশুরামকল্পসূত্রের (১৷২) বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন "আম্নায় শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ হলেও তন্ত্র বেদের সার বলে আম্নায় শব্দের অর্থ তন্ত্রও বটে।

তন্ত্রের ভাগবিশেষকেও আম্নায় বলা হয়। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রকে পাঁচটি আম্নায়ে ভাগ করা হয়েছে। যথা—পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও ঊর্দ্ধ। শিবের পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চাম্নায় উদ্ভূত হয়েছে।

শ্রীদেবী বললেন, কুলেশ, সব উত্তম ধর্মের মধ্যেও যা উত্তম সেই কুলধর্মের ঊর্দ্ধাম্নায়, মন্ত্র এবং মাহাত্ম্যের কথা শুনতে চাই। প্রভু, আমাকে তাই বল। ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ দেবতা[২] সুপ্রসীদতি ॥ ২ ॥

শ্রীঈশ্বর বললেন, দেবী, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র শ্রোতার প্রতি দেবতা প্রসন্ন হন। ২

ন কদাচিন্ময়া প্রোক্তমিতঃ পূর্বং কুলেশ্বরি।
কথয়ামি তব স্নেহাদূর্দ্ধাম্নায়ং শৃণু প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

কুলেশ্বরী, ঊর্দ্ধাম্নায়ের কথা আমি এর আগে আর কখনও বলিনি। প্রিয়ে, তোমার প্রতি প্রেমের জন্য এবার বলছি। ৩

বেদশাস্ত্রপুরাণানি প্রকাশ্যানি কুলেশ্বরি।
শৈবশাক্তাগমাঃ[৩] সর্বে রহস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥

শৈবশাক্তাগমাঃ—শৈব এবং শাক্ত আগমসমূহ। আগম শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পাশুপতসূত্রের (১৷১) ভাষ্যে কৌণ্ডিণ্য বলেছেন, মহেশ্বর থেকে আরম্ভ করে গুরুপরম্পরায় আগত শাস্ত্র আগম।

---

১ পা বি প.—ঙ. এবং ব প. ঊর্দ্ধাম্নায়স্য মাহাত্ম্যং তন্মন্ত্রং।

২ পা বি প.—খ. শঙ্করী।

৩ পা বি প.—খ, গ, ঘ, শৈবশাস্ত্রাগমাঃ; ঐ,—ঙ, এবং ব প, শৈবাচারাসবাঃ।

তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আগম অন্যতম। বিশ্বসারতন্ত্রের মতে "সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা, সব মন্ত্রের সাধনা, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্মসাধন এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সাতটি লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আগম বলেন।" (অন্যান্য ব্যাখ্যাদি—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০০৭-৯)।

কুলেশ্বরী, বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ এসব প্রকাশ্য। কিন্তু সব শৈবশাক্ত আগম গুহ্য বলে খ্যাত। ৪

রহস্যাতিরহস্যানি কুলশাস্ত্রাণি পার্বতি।
রহস্যাতিরহস্যানাং রহস্যমিদমম্বিকে ॥ ৫ ॥

পার্বতী, কুলশাস্ত্রসমূহ গুহ্যাতিগুহ্য। অম্বিকা, সেই গুহ্যাতিগুহ্যেরও এটি গুহ্য। ৫

ঊর্দ্ধাম্নায়স্য তত্ত্বং হি[১] পূর্ণব্রহ্মাত্মকং পরম্[২]।
সুগোপিতং ময়া যত্নাদিদানীন্তু প্রকাশ্যতে ॥ ৬ ॥

ঊর্দ্ধাম্নায়ের তত্ত্ব পূর্ণব্রহ্মাত্মক পরমতত্ত্ব। এটি আমি এতকাল যত্নসহকারে ভাল করে গোপন করে রেখেছিলাম। ইদানীং প্রকাশ করছি। ৬

মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়াঃ সমুদ্গতাঃ।
পূর্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরস্তথা।
ঊর্দ্ধাম্নায়শ্চ পঞ্চৈতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭ ॥

পঞ্চমুখেভ্যশ্চ—পঞ্চমুখ থেকে। "শিবের পঞ্চমুখের নাম সদ্যোজাত বামদেব অঘোর তৎপুরুষ এবং ঈশান।" অবস্থান যথাক্রমে পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও মধ্যে। "পূর্ব ও পশ্চিম মুখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পূর্বমুখকে সদ্যোজাত এবং পশ্চিমমুখকে তৎপুরুষও বলা হয়।" সদ্যোজাত মুখ থেকে পশ্চিমাম্নায় (মতান্তরে পূর্বাম্নায়), বামদেব থেকে উত্তরাম্নায়, অঘোর থেকে দক্ষিণাম্নায়, তৎপুরুষ থেকে পূর্বাম্নায় (মতান্তরে পশ্চিমাম্নায়) এবং ঈশান থেকে ঊর্দ্ধাম্নায় উদ্ভূত হয়েছে। (শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০১২)।

আমার পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চাম্নায় উদ্ভূত। পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, ঊর্দ্ধ এই আম্নায় পঞ্চককে মোক্ষমার্গ বলা হয়। ৭

ভা বি গ,—ঙ, এবং ষ গ, ঊর্দ্ধাম্নায়ঞ্চ তং বেদ্মি। ঊর্দ্ধাম্নায়ার্থতত্ত্বং হি।
ভা বি গ,—ঙ এবং ষ গ, পূর্ণাহন্তাত্মকং পরম্।

আম্নায়াঃ বহব সন্তি নোর্দ্ধাম্নায়েন তে সমাঃ।
সত্যমেতদ্ বরারোহে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮ ॥

ওগো বরারোহা, আম্নায় অনেক। কিন্তু সেগুলি ঊর্দ্ধাম্নায়ের সমান নয়। এ কথা সত্য। এ বিষয়ে বিচারবিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। ৮

আম্নায়া বহবো গুপ্তা[১]শ্চতুরাম্নায়ভেদজাঃ।
অস্মিংস্তন্ত্রে[২] সমাখ্যাতাঃ পূর্বং তে[৩] কুলনায়িকে ॥ ৯ ॥

ওগো কুলনায়িকা, চার আম্নায় থেকে অনেক গূঢ় আম্নায় উদ্ভূত হয়েছে। এই তন্ত্রে আমি তাদের পূর্বে বিবৃত করেছি। ৯

চতুরাম্নায়[৪]বেত্তারো বহবঃ সন্তি মানিনি[৫]।
ঊর্দ্ধাম্নায়স্য[৬] তত্ত্বজ্ঞা বিরলা[৭] বীরবন্দিতে ॥ ১০ ॥

ওগো মানিনী, চতুরাম্নায়বিদ্ অনেক আছে। কিন্তু, হে বীরবন্দিতা, ঊর্দ্ধাম্নায়ের তত্ত্বজ্ঞ বিরল। ১০

যাবন্তঃ পাংসবো ভূমেস্তাবন্তঃ সমুদীরিতাঃ।
একৈকাম্নায়জা মন্ত্রা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাঃ ॥ ১১ ॥

বলা হয় পৃথিবীর যত ধূলি একেক আম্নায় থেকে উদ্ভূত ভুক্তিমুক্তি-প্রদানকারী মন্ত্র তত। ১১

উপমন্ত্রাশ্চ তাবন্তঃ সারদাঃ সমুদীরিতাঃ।
ময়ৈব কথিতাস্তে তু লোকানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১২ ॥

শ্রেষ্ঠপদার্থ-প্রদানকারী উপমন্ত্রও সেই সংখ্যক বলা হয়ে থাকে। জগতের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছায় আমিই তাদের ব্যক্ত করেছি। ১২

সর্বেষামপি মন্ত্রাণাং দেবতাস্তৎফলপ্রদাঃ।
আবয়োরংশসম্ভূতাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ শুচিস্মিতে ॥ ১৩ ॥

---

১ তা বি গ.—ক, ঘ, শ্চোত্তরা।

২ তা বি গ.—ক, যস্মিন্ মন্ত্রে; ঐ—গ, ঘ, অস্মিন্ মন্ত্রে।

৩ তা বি গ.—গ, ঘ, সর্বত্র; ঐ—ঙ, এবং র গ, পূর্বত্র।

৪ তা বি গ—ঙ এবং র গ, উত্তরাম্নায়।

৫ তা বি গ.—গ, ঘ,-ধৃত পাঠ; ঐ,—খ, পার্বতি; ঐ—ঙ, এবং র গ, মানিনঃ; তা বি গ, কামিনি।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ঊর্দ্ধাম্নায়ায়।

৭ তা বি গ,—ক, খ, বীরাণাং।

সব মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই সেই মন্ত্রের (বাসনা অনুযায়ী) ফল প্রদান করেন। ওগো শুচিস্মিতা, এসব দেবতা আমাদের উভয়ের অংশসম্ভূত বলে খ্যাত। ১৩

সর্বমন্ত্রানহং বেদ্মি নান্যো জানাতি কশ্চন।
মৎপ্রসাদেন যঃ কশ্চিদ্বেত্তি মানবকোটিষু॥ ১৪॥

আমি সব মন্ত্র জানি, অন্য কেউ জানে না। আমার প্রসাদেই কোটি মানুষের মধ্যে কোনো একজন জানতে পারে। ১৪

একাম্নায়ঞ্চ যো বেত্তি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনশ্চতুরাম্নায়বেত্তা সাক্ষাচ্ছিবো ভবেৎ॥ ১৫॥

যে একটিমাত্র আম্নায় জানে সে মুক্তিলাভ করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চতুরাম্নায়বিদের কথা আর কি বলব, সে সাক্ষাৎ শিব হয়ে যায়। ১৫

চতুরাম্নায়বিজ্ঞানাদূর্দ্ধাম্নায়ঃ পরঃ প্রিয়ে[১]।
তস্মাত্তদেব জানীয়াদ্ যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ॥ ১৬॥

প্রিয়ে, চতুরাম্নায় জানার চেয়ে উর্দ্ধাম্নায় জানা উত্তম। সেই কারণে, যে নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করে তাকে তাই জানতে হবে। ১৬

উর্দ্ধত্বাৎ সর্বধর্মাণামূর্দ্ধাম্নায়ঃ প্রশস্যতে[২]।
উর্দ্ধং নয়ত্যধঃস্থঞ্চ[৩] উর্দ্ধাম্নায় ইতীরিতঃ॥ ১৭॥

সর্বধর্মের চেয়ে উর্ধ্বে বলে উর্ধ্বাম্নায়ের শ্রেষ্ঠত্ব। অধস্থ ব্যক্তিকেও উর্ধ্বে নিয়ে যায় বলে এই আম্নায়কে উর্দ্ধাম্নায় বলা হয়। ১৭

উর্দ্ধতত্ত্বাৎ[৪] কুলেশানি ধ্বস্তসংসারসাগরাৎ।
উর্দ্ধলোকৈকসেব্যত্বাদূর্দ্ধাম্নায় ইতি স্মৃতঃ॥ ১৮॥

কুলেশানী, যেহেতু এটি উর্ধ্বতত্ত্ব, এর দ্বারা সংসারসাগর নিরাকৃত হয় এবং যেহেতু এটি একমাত্র উর্ধ্বলোকসেব্য সেইহেতু একে উর্ধ্বাম্নায় বলা হয়। ১৮

---

১ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, ইতীরিতঃ।
২ তা বি গ,—ক, গ, ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ প্রশংস্যতে।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, চেৎ।
৪ তা বি গ,—খ, উর্দ্ধগাচ্চ।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, উর্দ্ধলোকনিষেব্যত্বা।

তস্মাদ্দেবেশি জানীহি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনম্।
সর্বাম্নায়াধিকফলং[১] মূর্ধ্বাম্নায়ং পরাৎপরম্॥ ১৯॥

দেবেশী, ঊর্ধ্বাম্নায়কে মোক্ষের একমাত্র সাক্ষাৎসাধন, সব আম্নায়ের চেয়ে অধিকফলপ্রদানকারী এবং পরাৎপর বলে জানবে। ১৯

সর্বলোকেষু সর্বেভ্যো হ্যহং পূজ্যো যথা প্রিয়ে।
আম্নায়েষু চ সর্বেষু ঊর্ধ্বাম্নায়স্তথা শিবে[৩]॥ ২০॥

প্রিয়ে, আমিই যেমন সর্বলোকে সর্বজনের পূজ্য তেমনি, ওগো শিবা, সমস্ত আম্নায়ের মধ্যে ঊর্ধ্বাম্নায়। ২০

দেবতানাং যথা বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং ভাস্করো যথা।
তীর্থানাঞ্চ যথা কাশী স্বর্নদী সরিতাং যথা॥ ২১॥
পর্বতানাং যথা মেরুস্তরূণাং চন্দনং যথা।
অশ্বমেধঃ ক্রতূনাঞ্চ পাষাণানাং যথা মণিঃ॥ ২২॥
যথা রসানাং মাধুর্যং ধাতূনাং কাঞ্চনং যথা।
চতুষ্পদাং যথা ধেনুর্যথা হংসশ্চ পক্ষিণাম্॥ ২৩॥
আশ্রমাণাং যথা ভিক্ষুর্বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
মনুষ্যাণাং যথা রাজাঽবয়বানাং যথা শিরঃ[৪]॥ ২৪॥
আমোদানাঞ্চ কস্তূরী যথা কাঞ্চীপুরী পুরাম্।
তথৈব সর্বধর্মাণামূর্ধ্বাম্নায়োঽধিকঃ প্রিয়ে॥ ২৫॥

দেবতাদের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, গ্রহাদি জ্যোতিষ্কের মধ্যে যেমন সূর্য, তীর্থসমূহের মধ্যে যেমন কাশী, নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, পর্বতসমূহের মধ্যে যেমন সুমেরু, বৃক্ষসমূহের মধ্যে যেমন চন্দন, যজ্ঞসমূহের মধ্যে যেমন অশ্বমেধ, প্রস্তরসমূহের মধ্যে যেমন মণি, রসসমূহের মধ্যে যেমন মাধুর্য, ধাতুগুলির মধ্যে যেমন কাঞ্চন, চতুষ্পদের মধ্যে যেমন ধেনু, পাখীদের মধ্যে যেমন হংস, চতুরাশ্রমের মধ্যে যেমন সন্ন্যাস, চতুর্বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, মনুষ্যদের মধ্যে যেমন রাজা, অবয়বগুলির মধ্যে যেমন শির, সুরভিদ্রব্যগুলির মধ্যে যেমন কস্তূরী, নগরগুলির মধ্যে যেমন কাঞ্চীপুরী, তেমনি ওগো প্রিয়া, সর্বধর্মের মধ্যে ঊর্ধ্বাম্নায় শ্রেষ্ঠ। ২১-২৫

---

১ তা বি গ,—খ, গ, নাস্তি।
২ তা বি গ,—খ, সর্বাম্নায়াধিপুণ্যং পুণ্যং।
৩ ব্র গ, প্রিয়ে।
৪ তা বি গ,—ক, অমরাণাং যথা শিবঃ।

নানাজন্মার্জিতাপারপুণ্যকর্মফলোদয়াৎ।
ঊর্দ্ধায়ায়ং বিজানীয়ান্নান্যথা বীরবন্দিতে ॥ ২৬ ॥

ওগো বীরবন্দিতা, নানাজন্মার্জিত অশেষ পুণ্যকর্মের ফলে জীবের ঊর্দ্ধায়ায়-জ্ঞান হয়ে থাকে, অন্যথা নয়। ২৬

ধন্যো মনুষ্যলক্ষেষু জানাতি কুলসাধনম্[১]।
তেষাং লক্ষেষু যঃ কশ্চিদূর্দ্ধায়ায়ং প্রবেত্তি চ ॥ ২৭ ॥

লক্ষ মানুষের মধ্যে একজন কুলসাধনা জানে। সে ধন্য। এরূপ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে কেউ একজন যে ঊর্ধ্বায়ায়জ্ঞান লাভ করে সেও ধন্য। ২৭

ন বেদৈর্নাগমৈঃ শাস্ত্রৈর্ন পুরাণৈঃ সুবিস্তরৈঃ।
ন যজ্ঞৈর্ন তপোভির্বা ন তীর্থব্রতকোটিভিঃ ॥ ২৮ ॥
নান্যৈ[২]রুপায়ৈর্দ্দেবেশি মন্ত্রৌষধিপুরঃসরৈঃ।
আম্নায়ে[৩] জ্ঞায়তে চোর্দ্ধঃ শ্রীমদ্গুরুমুখং বিনা ॥ ২৯ ॥

দেবেশী, শ্রীমদ্গুরুমুখে ছাড়া বেদ-আগম-শাস্ত্র-পুরাণের বিস্তৃত অধ্যয়নের দ্বারা, যাগযজ্ঞের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, বহুতীর্থগমনের দ্বারা বা মন্ত্রৌষধিপ্রমুখ অন্য কোনো উপায়ের দ্বারা ঊর্ধ্বায়ায়ের জ্ঞান লাভ করা যায় না। ২৮-২৯

তমেবা:শ্রয়েত্তত্র[৪] সর্বজ্ঞং করুণানিধিম্।
সর্বলক্ষণসম্পন্নং[৫] ঊর্দ্ধায়ায়ার্থকোবিদম্[৬]।
তস্মাদ্দেবেশি[৭] জানীয়াদূর্দ্ধায়ায়ং কুলেশ্বরি ॥ ৩০ ॥

সর্বলক্ষণসম্পন্নং—সর্বলক্ষণযুক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রে সদ্গুরুর যেসব লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে সেইসব লক্ষণযুক্ত। নানা তন্ত্রে গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রুদ্রযামলে (উত্তরতন্ত্র, পটল ২) বলা হয়েছে—"গুরু হবেন শান্ত, দান্ত, কুলীন

---

১ তা বি গ.—ঙ. এবং স্ব গ -ধৃত পাঠ; তা বি গ. কুলদর্শনম্।

২ তা বি গ.—ঙ. এবং স্ব গ. অন্যৈ।

৩ ২৯ সংখ্যক শ্লোক ও ৩০ সংখ্যক শ্লোকের মধ্যে তা বি গ.—ঙ, এবং স্ব গ,-তে এই শ্লোকার্ধটি পাওয়া যায়—বিধাতব স্বয়া দেব্যা সততঞ্চ পুনঃ স্বয়ম্।

৪ স্ব গ.-এ তমেবাশ্রেয়েত্তত্র ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পর এই শ্লোকার্ধ পাওয়া যায়—
আম্নায়াং যো নরো দেবি বিজানাতি চ তত্ত্বতঃ।

৫ স্ব গ, সর্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ।

৬ স্ব গ, উর্দ্ধাম্নায়ায়কোবিদঃ।

৭ তস্মাদ্দেবেশি ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পর এই শ্লোকার্ধটি পাওয়া যায়—লভতে কাঙ্ক্ষিতাং সিদ্ধিং সত্যং সত্যং বরাননে।

অর্থাৎ কৌল, বিনীত, শুক্লবেশধারী, শুদ্ধাচারসম্পন্ন, সুপ্রতিষ্ঠিত, শুচি, দক্ষ, সুবুদ্ধি, আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ, ধ্যাননিষ্ঠ, মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, মন্ত্রার্থজ্ঞাপক, রোগহীন, নিরহংকার, নির্বিকার, মহাপণ্ডিত, বাক্‌পতি, শ্রীসম্পন্ন, সর্বদা যজ্ঞবিধানকারী, পুরশ্চরণকারী, সিদ্ধ, হিতাহিতবিবর্জিত, সর্বসুলক্ষণযুক্ত, মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারা আদৃত, প্রাণায়ামাদিসিদ্ধ, জ্ঞানী, মৌনী, বৈরাগ্যযুক্ত, তপস্বী, সত্যবাদী, সর্বদা ধ্যানপরায়ণ, আগমার্থবিশেষজ্ঞ, নিজধর্ম-পরায়াণ, অব্যক্তলিঙ্গচিহ্নস্থ, ভাবুক, কল্যাণকরদানপরায়ণ, লক্ষ্মীবান্, ধৃতিমান্ এবং নাথ।"

আলোচ্য কুলার্ণবতন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসেও সদ্‌গুরুর লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। (এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২৯-৭৩২)

ঊর্ধ্বাম্নায়ার্থবেত্তা সর্বলক্ষণসম্পন্ন সর্বজ্ঞ করুণানিধি সেই গুরুর সন্ধান যত্ন করে করতে হবে। ওগো দেবেশী, কুলেশ্বরী, তার কাছ থেকে ঊর্ধ্বাম্নায় জানতে হবে। ৩০

আম্নায়ং যো নরো দেবি বিজানাতি চ তত্ত্বতঃ।
লভতে কাঙ্ক্ষিতাং সিদ্ধিং সত্যং সত্যং বরাননে[১] ॥ ৩১ ॥

দেবী, যে মানুষ তত্ত্বতঃ আম্নায় জানতে পারে, ওগো বরাননা, সে সত্য সত্য বাঞ্ছিত সিদ্ধি লাভ করে। ৩১

ঊর্দ্ধাম্নায়ং বিজানাতি যঃ সম্যক্[২] শ্রীগুরোর্মুখাৎ।
শাস্ত্রমার্গেণ স[৩] নরো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শ্রীগুরুমুখে ঊর্ধ্বাম্নায় অবগত হয় সে জীবন্মুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৩২

আম্নায়মীদৃশং[৪] দেবি বিজানাতি চ তত্ত্বতঃ[৫]।
স বন্দ্যঃ সদ্‌গুরুঃ সোঽর্চ্যো[৬] স দৈবজ্ঞঃ স মান্ত্রিকঃ।
স সেব্যঃ স চ সংস্তুত্যঃ[৭] স দ্রষ্টব্যঃ[৮] স সাত্ত্বিকঃ[৯] ॥ ৩৩ ॥

---

১ ব গ.-এ এই শ্লোকটি এখানে নেই। শ্লোকার্ধ দুটি পৃথক্‌ভাবে অন্যত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। পূর্বেই পাদটীকায় আমরা তা দেখিয়েছি।
২ তা বি গ.—ঙ, এবং ব গ, কশ্চিৎ। ৩ তা বি গ.—ঙ, এবং ব গ, শাস্ত্রমার্গেণৈব।
৪ ঐ—ঙ, এবং ব গ, আম্নায়ং যো নরো।
৫ তা বি গ.-নির্দিষ্ট ক, খ, গ, পুঁথিতে এখান থেকে আরম্ভ করে দেড়খানি শ্লোক নেই।
৬ তা বি গ.—ঘ, স গুরুঃ সোঽপি। ৭ ঐ.—ঘ, সম্বাদ্যঃ।
৮ ব গ, ইষ্টব্যঃ। ৯ তা বি গ.—ঘ, মমাধিকঃ।

দেবী, এই প্রকার আম্নায় যে তত্ত্বতঃ জানে সে বন্দনীয়, সদ্‌গুরু, অর্চনীয়, দেববিদ্, মন্ত্রকুশল. সেবাযোগ্য, স্তবনীয়, দর্শনীয় এবং সাত্ত্বিক। ৩৩

স ব্রতী স তপস্বী চ সোঽনুষ্ঠাতা স পূজকঃ।
স বেদাগমশাস্ত্রাদিসর্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৩৪ ॥

সে ব্রতী, তপস্বী, ধর্মানুষ্ঠাতা, পূজক, বেদাগমশাস্ত্রাদি সর্ববিদ্যাবিশারদ। ৩৪

স আচার্যঃ স মতিমান্ স যতিঃ স চ কৌলিকঃ।
স যজ্বা স চ পূতাত্মা স জাপী স চ সাধকঃ ॥ ৩৫ ॥

সে আচার্য, মতিমান্, যতি, কৌলিক, যাগশীল, পূতাত্মা, জপকারী এবং সাধক। ৩৫

স যোগী স কৃতার্থস্তু[১] স বীরঃ স চ উত্তমঃ[২]।
স পুণ্যাত্মা স সর্বজ্ঞঃ[৩] স মুক্তঃ স শিবঃ প্রিয়ে ॥ ৩৬ ॥

প্রিয়ে, সে যোগী, কৃতার্থ, বীরভাবের সাধক, সে উত্তম, পুণ্যাত্মা, সর্বজ্ঞ মুক্ত, সে শিব। ৩৬

তৎকুলং পাবনং দেবি ধন্যা তজ্জননী স্মৃতা[৪]।
তৎপিতা চ কৃতার্থঃ স্যান্মুক্তাস্তৎপিতরঃ প্রিয়ে।
পুণ্যাস্তদ্বংশজাঃ সর্বে পূতা[৫] স্তন্মিত্রবান্ধবাঃ ॥ ৩৭ ॥

দেবী, তার কুল পাবন, জননী ধন্যা। তার পিতা কৃতার্থ, পূর্বপুরুষেরা মুক্তিপ্রাপ্ত। তার বংশোদ্ভূত সবাই পুণ্যবান্, তার মিত্রবন্ধুরাও পূত। ৩৭

বহুনেহ কিমুক্তেন চোর্দ্ধাম্নায়পরস্য চ।
স্মরণং কীর্ত্তনং বাপি দর্শনং বন্দনং[৬] তথা।
সম্ভাষণঞ্চ[৭] কুরুতে রাজসূয়াধিকং ফলং ॥ ৩৮ ॥

উর্দ্ধাম্নায়পরায়ণ ব্যক্তি সম্বন্ধে এখানে আর বেশী বলে কি হবে। তার স্মরণ, কীর্তন, বন্দনা যে করে, যে তাকে সম্ভাষণ করে, সে রাজসূয়যজ্ঞের অধিক ফল পায়। ৩৮

স যত্র বসতে দেবি তত্র শ্রীর্বিজয়ো[৮] ভবেৎ।
অনাময়ং সুভিক্ষঞ্চ সুবৃষ্টিনিরুপদ্রবম্ ॥ ৩৯ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ. এবং ব গ, সমস্তঃর্থস্থ।
২ ঐ,—ঙ. এবং ব গ, সত্তমঃ।
৩ তা বি গ,—খ, ধর্মজ্ঞঃ।
৪ ঐ,—খ, গ. পরা।
৫ ঐ,—ঘ, পুণ্যা।
৬ ঐ,—ঙ. এবং ব গ. স্পর্শনং।
৭ তা বি গ,—খ, সম্ভাবন।
৮ ঐ,—খ, বিজয়ী।

দেবী, সে যে স্থানে বাস করে সেখানে শ্রী এবং বিজয় অবস্থান করে। সে-স্থান নিরাময়। সেখানে সুবৃষ্টি হয়, প্রচুর ভিক্ষা পাওয়া যায় এবং কোনো উপদ্রব থাকে না। ৩৯

তস্মাদ্ গুরুপ্রসাদেন উর্দ্ধাম্নায়ং নরোত্তমঃ।
যো বেত্তি তত্ত্বতো দেবি স মে প্রিয়তমো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

অতএব, দেবী, যে-নরোত্তম গুরুপ্রসাদে তত্ত্বতঃ উর্দ্ধাম্নায় অবগত হয় সে আমার সব চেয়ে প্রিয়। ৪০

পূর্বাম্নায়ঃ সৃষ্টিরূপঃ[১] স্থিতিরূপশ্চ[২] দক্ষিণঃ।
সংহারঃ পশ্চিমো দেবি উত্তরোঽনুগ্রহো ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

দেবী, পূর্বাম্নায় সৃষ্টিরূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত, দক্ষিণাম্নায় স্থিতিরূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ স্থিতিতত্ত্ব বিবৃত, পশ্চিমাম্নায় সংহাররূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ সংহারতত্ত্ব বিবৃত আর উত্তরাম্নায় অনুগ্রহরূপী অর্থাৎ এতে প্রধানতঃ অনুগ্রহতত্ত্ব বিবৃত। ৪১

মন্ত্রযোগং বিদ্ধি পূর্বং ভক্তিযোগঞ্চ দক্ষিণম্।
পশ্চিমং কর্মযোগঞ্চ জ্ঞানযোগং তথোত্তরম্ ॥ ৪২ ॥

পূর্বাম্নায়কে মন্ত্রযোগ, দক্ষিণাম্নায়কে ভক্তিযোগ, পশ্চিমাম্নায়কে কর্মযোগ এবং উত্তরাম্নায়কে জ্ঞানযোগ বলে জানবে। ৪২

পূর্বাম্নায়স্য সঙ্কেতাশ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ।
দক্ষিণাম্নায়সঙ্কেতাঃ পঞ্চবিংশতিরীরিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

পূর্বাম্নায়ের চতুর্বিংশতি সঙ্কেত এবং দক্ষিণাম্নায়ের পঞ্চবিংশতি সঙ্কেতের কথা বলা হয়। ৪৩

পশ্চিমাম্নায়সঙ্কেতা দ্বাত্রিংশৎ[৩] সমুদাহৃতাঃ[৪]।
বিদ্ধি ষট্‌ত্রিংশদাম্নায়ে[৫] সঙ্কেতাঃ শ্রীমদুত্তরে[৬] ॥ ৪৪ ॥

পশ্চিমাম্নায়ের সঙ্কেত দ্বাত্রিংশৎ বলে কথিত আর শ্রীমদুত্তরাম্নায়ের সঙ্কেত ষট্‌ত্রিংশৎ বলে জানবে। ৪৪

---

১ ভা বি গ,—খ, স্থিতিরূপঃ।
২ ঐ,—খ, সৃষ্টিরূপঃ।
৩ ঐ,—ঙ, দ্বাবিংশৎ; র গ, পশ্চিমাম্নায়সঙ্কেতো দ্বাবিংশৎ।
৪ র গ, সমুদাহৃতঃ।
৫ ভা বি গ,—খ, ষড়্‌বিংশদাম্নায়ে।
৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, উত্তরাম্নায়সঙ্কেতঃ ষট্‌ত্রিংশৎ সমুদাহৃতঃ।

উর্দ্ধাম্নায়স্য চৈতানি ন সন্তি[1] কুলনায়িকে।
সাক্ষাচ্ছিব[2]স্বরূপত্বান্ন কিঞ্চিৎ কর্ম বিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

ওগো কুলনায়িকা, ঊর্ধ্বাম্নায়ের এসব কিছু নেই। সাক্ষাৎ শিবস্বরূপত্ব এর বিষয় বলে অন্য কোনো কর্ম নেই। ৪৫

উর্দ্ধাম্নায়স্য মাহাত্ম্যমহং বেদ্মি ন চাপরঃ।
মৎস্নেহাত্ত্বঞ্চ জানাসি সত্যমেতদ্বরাননে ॥ ৪৬ ॥

ওগো বরাননা, ঊর্ধ্বাম্নায়ের মাহাত্ম্য আমি জানি, অন্য কেউ নয়। তোমার প্রতি আমার প্রেমের জন্য তুমিও জান এ কথা সত্য। ৪৬

উর্দ্ধাম্নায়স্য মাহাত্ম্যমিতি তে কথিতং ময়া[3]।
সমাসেন কুলেশানি মন্ত্রমাহাত্ম্যমুচ্যতে[4] ॥ ৪৭ ॥

ওগো কুলেশানী, এই তোমাকে ঊর্ধ্বাম্নায়ের মাহাত্ম্য বললাম। এবার সংক্ষেপে মন্ত্রমাহাত্ম্য বলব। ৪৭

ইতঃ পূর্বং[5] ময়া নোক্তং যস্য কস্যাপি পার্বতি।
তদ্বদামি তব স্নেহাচ্ছৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ॥ ৪৮ ॥

পার্বতী, এর আগে এটি আর কাউকে বলিনি। তোমার প্রতি প্রেমবশতঃ, ওগো আমার প্রাণবল্লভা, তোমাকে বলছি শোন। ৪৮

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রমূর্দ্ধাম্নায়মধিষ্ঠিতম্[6]।
আবয়োঃ পরমাকারং যো বেত্তি স স্বয়ং শিবঃ ॥ ৪৯ ॥

ঊর্ধ্বাম্নায়ে অধিষ্ঠিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র (অর্থাৎ হংস-মন্ত্র) আমাদের উভয়ের পরম রূপ। এটি যে জানে সে স্বয়ং শিব। ৪৯

শিবাদিক্রিমি[7]পর্যন্তং প্রাণিনা প্রাণবর্ত্মনা।
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ে, শিব থেকে অতিক্ষুদ্র কীট পর্যন্ত সব প্রাণীর প্রাণপথে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-রূপে এই মন্ত্র বর্তমান। ৫০

---

১ ভা বি গ.—ঙ. এবং ম প. বসন্তি।
২ ঐ.—ঙ. এবং ম প. সাক্ষাজ্ জ্ঞান।
৩ ঐ.—ঘ. প্রিয়ে।
৪ ঐ.—ঙ. মুত্তমং ; ম প. মুত্তমম্।
৫ ঐ.—ক. গ. ইতঃ পরম।
৬ ঐ—মতীপ্সিতং।
৭ ভা বি গ.—গ. ঘ. ক্রমপর্যন্তং।

অনিলেন বিনা মেঘো যথাকাশে ন বেষ্টতে[১]।
পরাপ্রাসাদমন্ত্রেণ বিনা লোকস্তথা প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥

প্রিয়ে, বিনা বাতাসে মেঘ যেমন আকাশে ব্যাপ্ত হয় না তেমনি পরা-প্রাসাদমন্ত্র বিনা সংসারের বিস্তার হয় না। ৫১

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেণ স্যূত[২]মেতচ্চরাচরম্।
অভিন্নঃ তত্ত্বতো দেবী তালবৃন্তে যথানিলঃ ॥ ৫২ ॥

তালবৃন্তের সঙ্গে বাতাস যেমন সদাসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোনো ভেদ নেই তেমনি পরাপ্রাসাদমন্ত্রের দ্বারা অনুস্যূত এই চরাচর ও উক্ত মন্ত্র তত্ত্বতঃ অভিন্ন। ৫২

বীজেঽঙ্কুরস্তিলে তৈলমগ্নাবুষ্ণং রবৌ প্রভা।
চন্দ্রে জ্যোৎস্নাঽনলঃ কাষ্ঠে পুষ্পে গন্ধো জলে দ্রবঃ ॥ ৫৩ ॥
শব্দে চার্থঃ শিবে শক্তিঃ ক্ষীরে সর্পিঃ ফলে রুচিঃ।
শর্করায়াঞ্চ মাধুর্যং ঘনসারে চ শীতলম্ ॥ ৫৪ ॥
নিগ্রহানুগ্রহো মন্ত্রে প্রতিমায়াঞ্চ দেবতা।
দর্পণে প্রতিবিম্বঞ্চ সমীরে চলনং যথা।
পরাপ্রাসাদমন্ত্রেঽপি প্রপঞ্চোঽয়ং[৩] তথা স্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥

যেমন বীজে অঙ্কুর, তিলে তৈল, অগ্নিতে উষ্ণতা, সূর্যে প্রভা, চন্দ্রে জ্যোৎস্না, কাষ্ঠে অনল, পুষ্পে গন্ধ, জলে তরলতা, শব্দে অর্থ, শিবে শক্তি, দুগ্ধে ঘৃত, ফলে রুচি, শর্করায় মাধুর্য, কর্পূরে শীতলতা, মন্ত্রে নিগ্রহানুগ্রহ, প্রতিমায় দেবতা, দর্পণে প্রতিবিম্ব, বাতাসে গতি, তেমনি পরাপ্রাসাদমন্ত্রে এই প্রপঞ্চ অবস্থিত। ৫৩-৫৫

বটবীজে যথা বৃক্ষঃ সূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠতি।
পরাপ্রাসাদমন্ত্রেঽস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডোঽপি তথা স্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥

যেমন বটের বীজে বটগাছ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত তেমনি এই পরাপ্রাসাদমন্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডও অবস্থিত। ৫৬

সূপকেষু[৪] পদার্থেষু সুরসেষু[৫] কুলেশ্বরি।
লবণেন বিনা যাদৃ যথা ভোক্তুর্ন জায়তে ॥ ৫৭ ॥

---

১ তা বি গ.—খ. গ. ঘ. বেষ্টিতঃ।
২ ঐ.—ক., ঙ. এবং র গ. সূত্রমেত।
৩ তা বি গ.—গ. পরাপ্রাসাদমন্ত্রোঽপি প্রপঞ্চেঽপি।
৪ তা বি গ.—ঙ. এবং র গ. যথ স্থেষু।
৫ র গ. সরসেষু।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রেণ যে বা মন্ত্রা ন সঙ্গতাঃ।
তে ফলং ন প্রযচ্ছন্তি মন্ত্রশক্তিবিবর্জিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

কুলেশ্বরী, সুস্বাদু পদার্থ ভাল করে রান্না করা হলেও যেমন লবণ ছাড়া হলে ভোজনকারী তাতে স্বাদ পায় না, তেমনি যে-সব মন্ত্র পরাপ্রাসাদমন্ত্রের সহিত সঙ্গত নয় মন্ত্রশক্তিবিবর্জিত সেই সব মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। ৫৭-৫৮

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র গোপনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র যত্নসহকারে গোপন রাখতে হবে। ৫৯

বিচার্যাহং পরাণার্থান্[১] দর্শনাম্নায়ভেদজান্।
সমগ্রান্ বেদ্ম্যহং মন্ত্রান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ[২] ॥ ৬০ ॥

চিরন্তন অর্থ বিচার করে দর্শন ও আম্নায় ভেদে জাত সমগ্র মন্ত্র এবং বিবিধ শাস্ত্র আমি অবগত আছি। ৬০

সহস্রাক্ষাদয়ো দেবাঃ শাস্ত্রেষু[৩] বিবিধেষু চ।
ভ্রমন্তি তেষু মূঢ়াস্তে তব মায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৬১ ॥

ইন্দ্রাদি দেবতা নানাবিধ শাস্ত্রের মধ্যে ঘুরপাক খায়। তারা তোমার মায়াবিমোহিত মূঢ়। ৬১

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ সংসারক্লেশভাগিনঃ।
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং ন গায়ন্তঃ কুলেশ্বরি[৪]।
ন লভন্তে হি মোক্ষং তে তব মায়াবিমোহিতাঃ[৫] ॥ ৬২ ॥

কুলেশ্বরী, সংসারের ক্লেশভোগকারী জীবগণ জন্মায় এবং মরে। তারা শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র সুস্বরে উচ্চারণ করে না। তোমার মায়াবিমোহিত এইসব জীব মোক্ষ লাভ করে না। ৬২

মদ্রূপে শ্রীগুরৌ যস্য দৃঢ়া ভক্তি প্রজায়তে।
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং স জ্ঞাত্বা পরিমুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥

মদ্রূপী শ্রীগুরুর প্রতি যার দৃঢ়ভক্তি জন্মে সে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র অবগত হয়ে মুক্তিলাভ করে। ৬৩

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পুরাণানি।
২ সমগ্র ন্ ইত্যাদি শ্লোকার্ধ তা বি গ,-নির্দিষ্ট ক, খ, গ, ঘ পুঁথিগুলিতে নেই।
৩ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, সহস্রসংখ্যাগুণাগুণ স্থানি।
৪ শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং ইত্যাদি শ্লোকার্ধ তা বি গ,-নির্দিষ্ট ক, খ, গ, ঘ পুঁথিগুলিতে নেই।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ত্বৎপ্রসাদবিবর্জিতাঃ।

পূর্বজন্মসহস্রেষু শৈবাদিসময়োন্নতান্ ।
চতুরাম্নায়জান্ মন্ত্রান্ গুর্বাজ্ঞাং যো ভজিষ্যতি[১] ॥ ৬৪ ॥
স পাপকঞ্চুকামুক্তঃ শুদ্ধাত্মা গুরুবৎসলঃ ।
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং বিজানাতি ন চান্যথা[২] ॥ ৬৫ ॥

যে পূর্বেকার বহুজন্ম ধরে শৈবাদি আচার অনুসারে চতুরাম্নায়ের মন্ত্রসাধন করেছে এবং যে গুরুর আজ্ঞা আশ্রয় করেছে সেই শুদ্ধাত্মা গুরুবৎসল পাপ-কঞ্চুকমুক্ত হয়ে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জানতে পারে, অন্য প্রকারে নয়। ৬৪-৬৫

সব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাশ্চ শক্রাদিসুরপুঙ্গবাঃ ।
বসুরুদ্রার্কদিক্পালা মনুচন্দ্রাদয়ঃ প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥
মার্কণ্ডেয়াদিমুনয়ো ব'সিষ্ঠাদি মুনীশ্বরাঃ ।
সনকাদ্যাশ্চ যোগীশা জীবন্মুক্তাঃ শুকাদয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
যক্ষ[৩]কিন্নরগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ঃ[৪] ।
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রজাপাল্লেভিরে কামিকং[৫] ।
প্রাপ্য মন্ত্রমিমং পুণ্যং জপন্ত্যদ্যাপি পার্বতি ॥ ৬৮ ॥
সামর্থ্যং পূজ্যতা[৬] বিদ্যা তেজঃ সৌখ্যমরোগিতা ।
রাজ্যং স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ পরাপ্রাসাদজাপিনঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রিয়ে, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের সহিত ইন্দ্রাদি সুরশ্রেষ্ঠরা, বসু রুদ্র অর্কাদি দিক্-পালেরা, মনু চন্দ্রাদি, মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ, বশিষ্ঠাদি মুনীশ্বরগণ, সনকাদি যোগীশ্বরগণ, শুকাদি জীবন্মুক্তগণ, যক্ষকিন্নর-গন্ধর্বগণ, সিদ্ধবিদ্যাধরাদি সবাই শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করে কাম্য ফল লাভ করেছে এবং ওগো পার্বতী, আজও তারা এই পুণ্যমন্ত্র জপ করছে। পরাপ্রাসাদজপকারীর সামর্থ্য, পূজ্যতা, বিদ্যা, তেজ, সৌখ্য, রোগহীনতা, রাজ্য, স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ হয়। ৬৬-৬৯

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রবিষ্ণূনামপি দুষ্প্রাপ্যং[৭] পদম্ ।
সর্বকর্ম[৮]বিহীনোঽপি পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিৎ ।
সুখেন যাং গতিং যাতি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ ॥ ৭০ ॥

---

১ ভা বি গ,—খ, সবজ্ঞো যো ভাবয়্যাত।   ২ ঐ,—খ, যো বিজানাতি নান্যথা।
৩ র গ, যক্ষাঃ।   ৪ র গ, কিন্নরগন্ধর্বাসিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ঃ।
৫ ভা বি গ,—ক, খ,-ধৃত পাঠ; ভা বি গ, এবং র গ, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রপ্রভক্ষান্বিতং ফলম্।
৬ ভা বি গ,—ক, খ, পুষ্টতা; ঐ,—গ, পুষ্টতা; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পূজিতা।
৭ ভা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ব্রহ্মেন্দ্রব্রহ্মাদিমুনিনামভূয়ায়তে।
৮ ভা বি গ,—ক, ধর্মকর্ম।

পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিৎ সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিহিত-ক্রিয়াকর্মহীন হলেও অনায়াসে যে-গতি লাভ করে তা ধার্মিকেরাও লাভ করতে পারে না। ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র বিষ্ণু এঁদেরও যে-পদ দুরধিগম্য তা সে লাভ করে। ৭০

তস্য চিন্তামণিঃ কামধেনুঃ কল্পতরুর্গৃহে।
কুবেরঃ কিঙ্করঃ সাক্ষাৎ পরাপ্রাসাদজাপিনঃ ॥ ৭১ ॥

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজপকারীর ঘরে চিন্তামণি, কামধেনু, কল্পতরু। সাক্ষাৎ কুবের তার কিঙ্কর। ৭১

যথা দিব্যমণি[১]স্পর্শাল্লৌহো ভবতি কাঞ্চনম্।
পরাপ্রাসাদজাপাচ্চ[২] পশুঃ পশুপতির্ভবেৎ ॥ ৭২ ॥

যেমন দিব্যমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায় তেমনি পরাপ্রাসাদমন্ত্র জপের দ্বারা পশু পশুপতি হয়ে যায়। ৭২

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং যো বিজানাতি তত্ত্বতঃ।
স মাং ত্বাঞ্চ বিজানাতি চাবয়োরপ্যতিপ্রিয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

যে তত্ত্বতঃ শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জানে সে আমাকে এবং তোমাকে জানে। সে আমাদের উভয়ের অতিপ্রিয়ও বটে। ৭৩

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞঃ শ্বপচোঽপি হি পার্বতি।
দেবতাস্থাপনে শক্তঃ প্রতিমাদৌ ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পার্বতী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি চণ্ডাল হলেও প্রতিমাদিতে দেবতার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৭৪

মন্ত্রমাত্রন্তু[৩] যো বেত্তি পরাপ্রাসাদসংজ্ঞকম্।
শ্বপচোঽপি হি মুচ্যতে কিং পুনস্তদ্বিধানবিৎ ॥ ৭৫ ॥

পরাপ্রাসাদ নামক মন্ত্রটি যে শুধুমাত্র জানে সে চণ্ডাল হলেও মুক্তিলাভ করে আর যে বিধানসহ মন্ত্রটি জানে তার আর কথা কি। ৭৫

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞো যৎ করোতি যদিচ্ছতি।
যদ্ ব্রূতে তন্মহেশানি তপো ধ্যানং জপো ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥

ওগো মহেশানী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ যা করে, যা ইচ্ছা করে, যা বলে, তাই তপ, ধ্যান এবং জপ হয়ে যায়। ৭৬

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, স্বস।
২ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, পরাপ্রাসাদজাপী যঃ।
৩ তা বি গ,—খ, মন্ত্রমন্ত্রস্ত।

দীক্ষাপূর্বং মহেশানি পারম্পর্যসমন্বিতম্ ।
পরাপ্রাসাদমন্ত্রং যো বেত্তি সোঽহং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

ওগো মহেশানী, গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে যে পরম্পরাযুক্ত এই পরাপ্রাসাদমন্ত্র অবগত হয় সে আমার থেকে অভিন্ন এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই । ৭৭

চরাচরসমেতানি ভুবনানি চতুর্দশ ।
পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞদেহে তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ[১] ॥ ৭৮ ॥

যে পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ তার দেহে চরাচরসমেত চতুর্দশ ভুবন নিত্য অবস্থিত । ৭৮

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞো যত্র তিষ্ঠতি ভাবিনি ।
দিব্যক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সমন্তাদ্দশযোজনম্ ॥ ৭৯ ॥

ওগো ভাবিনী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ যেখানে থাকে তার চারদিকে দশ যোজন পর্যন্ত দিব্যক্ষেত্র বলে কথিত । ৭৯

পরাপ্রাসাদমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং কুলনায়িকে ।
সুরাসুরাশ্চ বন্দন্তে[২] কিং পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ৮০ ॥

ওগো কুলনায়িকা, যে পরাপ্রাসাদমন্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব জানে তাকে সুরাসুর বন্দনা করে ; মনুষ্যাদির আর কথা কি । ৮০

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞো যত্র তিষ্ঠতি পার্বতি[৩] ।
সিদ্ধক্ষেত্রং মদীয়ং বা মুনিদেবগণৈঃ সহ ॥ ৮১ ॥

পার্বতী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ যেখানে থাকে সে স্থান সিদ্ধক্ষেত্র অথবা মুনিগণ এবং দেবগণের সহিত আমার ক্ষেত্র (অর্থাৎ শিবক্ষেত্র) । ৮১

শৈব[৪] বৈষ্ণবদৌর্গার্কগাণপত্যেন্দুসম্ভবান্ ।
সর্বমন্ত্রান্ স জানাতি পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিৎ ॥ ৮২ ॥

যে পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিৎ শৈব বৈষ্ণব দৌর্গ সৌর গাণপত্য চান্দ্র সব মন্ত্রই সে জানে । ৮২

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রো জিহ্বাগ্রে যস্য বর্ততে ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ শ্বপচোঽপি বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, সর্বদা ।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, বন্দন্তি ।
৩ ঐ—ক, গ, ঘ, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞমনুতিষ্ঠতি মন্ত্রবিৎ ; ব গ, পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞমনুতিষ্ঠতি পার্বতি ।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, সৌর ।

যার জিহ্বাগ্রে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র অবস্থিত তার শুধুমাত্র দর্শনের দ্বারাই চণ্ডালও মুক্তি লাভ করে। ৮৩

ব্রাহ্মণো বাঽন্ত্যজো বাপি শুচির্বাপ্যশুচিঃ প্রিয়ে[1]।
পরাপ্রাসাদজাপী যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রিয়ে, ব্রাহ্মণ হোক কি অন্ত্যজই হোক, শুচি হোক কি অশুচিই হোক, যে পরাপ্রাসাদমন্ত্র জপ করে সে মুক্ত এ সম্বন্ধে সংশয় নেই। ৮৪

গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্তো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো'ঽপি বা।
পরাপ্রাসাদমন্ত্রোঽয়ং দেবেশি ন চ নিষ্ফলঃ ॥ ৮৫ ॥

দেবেশী, কি গমনকারী কি অবস্থানকারী, কি জাগ্রত কি সুপ্ত, কারোই এই পরাপ্রাসাদমন্ত্র নিষ্ফল হয় না। ৮৫

চিরেণৈকৈকফলদা মন্ত্রাঃ সন্তি সহস্রশঃ।
কুলেশি মন্ত্ররাজোঽয়ং শীঘ্রং সর্বফলপ্রদঃ ॥ ৮৬ ॥

ওগো কুলেশানী, দীর্ঘকালে একটিমাত্র ফল প্রদান করে এরূপ হাজার হাজার মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রটি মন্ত্ররাজ। এটি শীঘ্র সর্বফল প্রদান করে। ৮৬

পরাপ্রাসাদমন্ত্রোঽয়ং সর্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি[3] ভজতাং কামদো মনুঃ[4] ॥ ৮৭ ॥

এই পরাপ্রাসাদমন্ত্র সমস্ত উত্তম মন্ত্রের মধ্যেও উত্তম। জ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে হোক যারা এই মন্ত্রের সেবা করে মন্ত্রটি তাদের কামনা পূর্ণ করে। ৮৭

শচীন্দ্রৌ রোহিণীচন্দ্রৌ স্বাহাগ্নী চ প্রভারবী।
লক্ষ্মীনারায়ণৌ বাণী ধাতারৌ রাত্রিবাসরৌ ॥ ৮৮ ॥
অগ্নীষোমৌ বিন্দুনাদৌ দেবি প্রকৃতিপুরুষৌ।
আধারাধেয়নামানৌ ভোগমোক্ষৌ কুলেশ্বরি ॥ ৮৯ ॥
প্রাণাপানৌ চ বাগর্থৌ প্রিয়ে[5] বিধিনিষেধকৌ।
সুখদুঃখাদি যদ্ দ্বন্দ্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তে যথা[6]।
সর্বলোকেষু তৎ সর্বমাবামেব ন সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥

---

১ জ্ঞা বি গ.—খ. শিবে; ঐ.—ঙ. এবং স্ব গ. শুচির্বাপ্যথবাঽশুচিঃ।
২ স্ব গ. স্বপতো।
৩ জ্ঞা বি গ.—ঘ. জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি। ৪ ঐ.—ক. গ. মণিঃ।
৫ ঐ.—ঙ. এবং স্ব গ. শব্দার্থৌ প্রিয়ৌ।
৬ জ্ঞা বি গ.—ঙ. এবং স্ব গ.-ধৃত পাঠ; জ্ঞা বি গ. যদা।

দেবী কুলেশ্বরী, শচী-ইন্দ্র, রোহিণী-চন্দ্র, স্বাহা-অগ্নি, প্রভা-রবি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, বাণী-ব্রহ্মা, রাত্রি-দিবস, অগ্নি-সোম, বিন্দু-নাদ, প্রকৃতি-পুরুষ, আধার-আধেয়, ভোগ-মোক্ষ, প্রাণ-অপান, বাক্-অর্থ, বিধি-নিষেধ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যে যে যুগ্ম যেমন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় সে-সবই নিঃসংশয় তুমি এবং আমি। ৮৮-৯০

পুংস্ত্রীরূপাণি সর্বাণি চাবয়োরংশকানি[১] হি।
পরাপ্রাসাদমন্ত্রোঽয়ং তস্মাৎ সর্বাত্মকো ভবেৎ[২] ॥ ৯১ ॥

স্ত্রী-পুরুষরূপী সবই আমাদেরই অংশ। সেইজন্য, এই পরাপ্রাসাদমন্ত্র সর্বাত্মক (এই মন্ত্রে শিবশক্তির যুগনদ্ধ রূপ অনুস্যূত)। ৯১

অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরি।
নিষ্কলং[৩] নির্মলং নিত্যং নির্গুণং ব্যোমসন্নিভম্[৪] ॥ ৯২ ॥

ওগো কুলেশ্বরী, পরব্রহ্ম অরূপ, ভাবনার অগম্য, নিষ্কল, নির্মল, নিত্য, নির্গুণ ও আকাশসন্নিভ। ৯২

অনন্তমব্যয়ং[৫] তত্ত্বং মনোবাচামগোচরম্।
পরাপ্রাসাদমন্ত্রার্থসন্ধানাৎ সম্প্রকাশতে ॥ ৯৩ ॥

অনন্ত অব্যয় অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্মতত্ত্ব পরাপ্রাসাদমন্ত্রের অর্থ অভিনিবেশের ফলে প্রকাশিত হয়। ৯৩

তস্মাম্মন্ত্রমিদং[৬] দেবি পরাপ্রাসাদসংজ্ঞকম্।
পরতত্ত্বস্বরূপত্বাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণাৎ ॥ ৯৪ ॥
শিবশক্তিময়ত্বাচ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রদানতঃ।
সকর্মাপি চ নিষ্কর্ম সগুণঞ্চাপি নির্গুণম্ ॥ ৯৫ ॥

দেবী, সেইজন্য পরাপ্রাসাদ নামক এই মন্ত্র পরতত্ত্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দলক্ষণ শিবশক্তিময় ভুক্তিমুক্তিপ্রদানকারী বলে সকর্মা হয়েও নিষ্কর্মা, সগুণ হয়েও নির্গুণ। ৯৪-৯৫

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং সর্বমন্ত্রশিরোমণি[৭]।
জপন্ ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৬ ॥

---

১ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ, রংশজানি।
২ তা বি গ.—খ, জপেৎ।
৩ ঐ.—ঙ, এবং র গ, নিষ্ফলং।
৪ তা বি গ.—ক, নির্গুণঞ্চ সর্বাধিতম্।
৫ ঐ.—ঙ, এবং র গ অনন্তমমলং।
৬ র গ, তস্মাম্মন্ত্রমিদং।
৭ র গ, শিরোমণিম্।

সর্বমন্ত্রের শিরোমণি শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করলে জীব ভুক্তি এবং মুক্তি লাভ করবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ৯৬

বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্বসারং শৃণু প্রিয়ে।
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রসমং মন্ত্রং[1] ন বিদ্যতে ॥ ৯৭ ॥

প্রিয়ে, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে আর কি হবে। সর্বসার কথা শোন, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের মতো মন্ত্র আর নেই। ৯৭

ইদমেব পরং জ্ঞানমিদমেব পরং তপঃ।
ইদমেব পরং ধ্যানমিদমেব পরার্চনম্ ॥ ৯৮ ॥
ইদমেব পরা দীক্ষা ইদমেব পরো জপঃ।
ইদমেব পরং তত্ত্ব[2]মিদমেব পরং ব্রতম্ ॥ ৯৯ ॥
ইদমেব পরো যজ্ঞ ইদমেব পরাৎপরম্।
ইদমেব পরং শ্রেয় ইদমেব পরং ফলম্ ॥ ১০০ ॥
ইদমেব পরং ব্রহ্ম[3] ইদমেব পরা গতিঃ।
ইদমেব পরং গুহ্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
ইতি মত্বা মন্ত্রবরং তন্নিষ্ঠঃ[4] স্যাৎ সদা প্রিয়ে ॥ ১০১ ॥

এইটিই পরম জ্ঞান, পরম তপস্যা, পরম ধ্যান, পরম অর্চনা, পরা দীক্ষা, পরম জপ, পরম তত্ত্ব, পরম ব্রত, পরম যজ্ঞ, পরাৎপর, পরম শ্রেয়, পরম ফল, পর ব্রহ্ম, পরা গতি, পরম গুহ্য, একথা নিঃসংশয় সত্য। প্রিয়ে, এইরূপে এই মন্ত্রশ্রেষ্ঠের চিন্তা করে জীবের তন্নিষ্ঠ হওয়া উচিত। ৯৮-১০১

আগমোক্তেন বিধিনা ক্রম[5]পূজাপুরঃসরম্।
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদিমহাপাপৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মহত্যাদিমহাপাপৈশ্চ পঞ্চভিঃ—ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চ মহাপাপ থেকে। ব্রহ্মহত্যা, নিষিদ্ধ-সুরাপান, চৌর্য, বিমাতৃগমন এবং এই চতুর্বিধ পাপীর সহিত সংসর্গ—এই পঞ্চ মহাপাপ।

যে আগমোক্ত বিধি-অনুসারে ক্রমপূজা করে (অর্থাৎ যথাবিহিত ক্রম-অনুসারে পূজা করে) শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে সে ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চমহাপাপ থেকে মুক্ত হবে। ১০২

---

১ স্ব গ, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রসমোমন্ত্রো।
২ স্ব গ, ব্রহ্ম।
৩ ঐ,—তত্ত্বং।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং স্ব গ, যন্নিষ্ঠঃ।
৫ তা বি গ,—খ, দেবি।

দ্বিশতং যো জপেদ্দেবি শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ ।
চতুরশীতি[1]লক্ষাংশ্চ ধারয়ন্[2] চরিতৈরপি ॥ ১০৩ ॥
স্বযোনি[3]জাঙ্গচরিতৈরসংখ্যজননার্জিতৈঃ ।
বার্দ্ধক্যে যৌবনে বাল্যে জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ॥ ১০৪ ॥
কর্মণা মনসা বাচা জ্ঞানাজ্ঞানকৃতৈরপি ।
মহাপাতকসঙ্ঘৈশ্চ হ্যুপপাতক[4]কোটিভিঃ ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যমেতদ্ বরাননে ॥ ১০৫ ॥

দেবী, যে দু'শ বার শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করে তার চৌরাশী লক্ষ যোনিতে জীবন ধারণ করে কৃত এবং নরযোনিতে অসংখ্য জন্ম গ্রহণ করে সেই সেই জন্মে বার্ধক্যে যৌবনে বাল্যে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় মনে বাক্যে কর্মে জ্ঞানে অজ্ঞানে কৃত মহাপাতকসমূহ এবং কোটি উপপাতক থেকে সে নিঃসন্দেহ মুক্ত হয়, ওগো বরাননা, একথা সত্য। ১০৩-১০৫

ত্রিশতং যো জপেদ্দেবি শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ ।
সর্বক্রতুষু যৎ পুণ্যং সর্বদানেষু যৎ ফলম্ ॥ ১০৬ ॥
সর্বব্রতেষু যৎ পুণ্যং সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্ ।
তৎ ফলং লভতে দেবি নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ১০৭ ॥

দেবী, সর্বযজ্ঞে যে-পুণ্য হয়, সর্বদানে যে-ফল হয়, সর্বব্রত পালনে যে-পুণ্য হয় এবং সর্বতীর্থ গমনে যে-ফল হয়, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র যে তিনশ বার জপ করে, সে সেই সব ফল লাভ করে, এ বিষয়ে বিতর্ক চলে না। ১০৬-১০৭

চতুঃশতং জপেদ্ যস্তু শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ ।
সদা তস্য গৃহদ্বারে হ্যণিমাদি[5] অষ্টসিদ্ধয়ঃ ।
বসন্তে[6] নাত্র সন্দেহঃ সর্বসিদ্ধি সমন্বিতাঃ ॥ ১০৮ ॥
যদ্ যন্মনোঽভিলষিতং তত্তৎ প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ[7] ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ সাক্ষাত্তস্য করে স্থিতাঃ ॥ ১০৯ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, চতুর্বিংশতি।
২ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, চতুরশীতিলক্ষাংশধারণা।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, অযোনি।
৪ র গ, উপপাতক।
৫ র গ, প্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ।
৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সেবন্তে।
৭ তা বি গ,—ঙ, প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ; র গ, আপ্নোতি নিত্যশঃ।

সালোক্যপ্রমুখাং দেবি লভেন্মুক্তিং চতুর্বিধাম্ ।
সত্যমেতন্ন সন্দেহঃ সাধকঃ কুলনায়িকে ।। ১১০ ।।

অণিমাদি অষ্টসিদ্ধয়ঃ—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি। অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব এবং কামবসায়িতা এই অষ্টসিদ্ধি।

সালোক্যপ্রমুখাং চতুর্বিধাং মুক্তিং—সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য এই চার রকম মুক্তি।

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র যে চার-শ বার জপ করে, সর্বসিদ্ধিসমন্বিত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সর্বদা তার দ্বারে অবস্থান করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১০৮

তার মনে যে যে অভিলাষ থাকে সে-সব নিঃসংশয় পূর্ণ হয়। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রত্যক্ষ তার করস্থ। ১০৯

দেবী কুলনায়িকা, এরূপ জপকারী সাধক সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করে একথা নিঃসন্দেহ সত্য। ১১০

জপেৎ পঞ্চশতং যস্তু শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্ ।
তৎফলং নৈব শক্নোমি কথিতুং কুলনায়িকে ।। ১১১ ।।

ওগো কুলনায়িকা, যে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র পাঁচ শ বার জপ করে আমি তার সেই জপের ফল ব্যক্ত করতে পারব না। ১১১

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বাবস্থাসু সর্বদা ।
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং জপেদ্ ভুক্তিবিমুক্তয়ে[১] ।। ১১২ ।।

অতএব, ভুক্তিমুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে সর্বাবস্থায় সর্বদা শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র জপ করা উচিত। ১১২

নাস্তি গুর্বাধিকং তত্ত্বং ন শিবাধিকদৈবতম্ ।
ন হি বেদাধিকা বিদ্যা ন কৌলসম দর্শনম্ ।। ১১৩ ।।

গুর্বাধিকং তত্ত্বং—গুরুর বাড়া তত্ত্ব। তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব ও গুরুমাহাত্ম্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

যেমন—কৌলাবলীনির্ণয়ে (পঃ ১০) বলা হয়েছে—গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বর, গুরু মন্ত্র, গুরু জপ, গুরুই পরমতপ।

যোগিনীতন্ত্রে আছে—আদিনাথ মহাকালই সর্বমন্ত্রের গুরু, অন্য কেউ নহে।

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, জপেচ্ছ ভুবি মুক্তয়ে।

আলোচ্য কুলার্ণবতন্ত্রেও (১৩।৫১-৫২) বলা হয়েছে—যে-শিব সর্বগ সূক্ষ্ম উন্মনা নিষ্কল অব্যয় ব্যোমাকার অজ অনন্ত তাঁর পূজা কি করে হবে ? এইজন্য সাক্ষাৎ শিব গুরু-রূপ ধারণ করেন এবং ভক্তিভরে পূজিত হয়ে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে—গুরু সাক্ষাৎ শিব। তিনি সর্বার্থসাধক। গুরুই পরমতত্ত্ব। সমস্ত জগৎ গুরুময়। (এ সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণাদি সহ বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৩৮-৭৪১)।

গুরুর বাড়া তত্ত্ব নেই, শিবের বাড়া দেবতা নেই, বেদের বাড়া বিদ্যা নেই, কৌলদর্শনের বাড়া দর্শন নেই। ১১৩

> ন কুলাদধিকং জ্ঞানং[১] ন জ্ঞানাদধিকং সুখম্।
> নাষ্টাঙ্গা চাধিকা[২] পূজা ন হি মোক্ষাদধিকং ফলম্[৩]।
> ইদং সত্যমিদং সত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পূজা—তন্ত্রশাস্ত্রে এবং আচার্যদের ব্যাখ্যায় পূজার মূলগত ভাবটি ব্যক্ত করা হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে (১৪।১২৩) সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্যকে পূজা বলা হয়েছে।

ভাবনোপনিষদের ভাষ্যে আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন—"লোকব্যবহারে বিশেষার্ঘ্যরূপ জলবিন্দ্বাদি নৈবেদ্য এবং পূজকের নিজেকে দেবতার কাছে সমর্পণসম্বন্ধই পূজা।" আরাধ্য দেবতার কাছে আত্মসমর্পণই পূজা। পূর্ণ-আত্মসমর্পণে পূজ্যের মধ্যে পূজকের আত্মলয় ঘটে। শাস্ত্রে আছে—"পুষ্পাদি দিয়ে পূজা হয় না। নির্বিকল্প মহাব্যোমে অর্থাৎ পরমশিবে বা ব্রহ্মে যা বুদ্ধিকে দৃঢ় করে তা-ই পূজা। সে পূজা পূজ্যের মধ্যে পূজকের আত্ম-লয় ছাড়া আর কিছুই নয়।"—(তন্ত্রালোকের (৪।১২১) জয়রথকৃত টীকায় উদ্ধৃত তন্ত্রবচন)।

পূজার মূলগত ভাব যে আরাধ্য আরাধকের ঐক্য আচার্য অভিনবগুপ্তও পূজার দার্শনিক ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন। তাঁর মতে (তন্ত্রালোক, ৪।১২১ দ্রষ্টব্য) "রূপরসাদি বিভিন্ন ভাবসমূহের সঙ্গে দেশকালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন নিরুপাধিক পূর্ণসম্বিদ্রূপী আত্মার সংগতি অর্থাৎ একীকরণ পূজা।"

---

১ তা বি গ.—ঙ, এবং ব্র গ, ন কুলজ্ঞাধিকো জ্ঞানী।

২ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নাষ্টাঙ্গাদধিকা ; তা বি গ.—খ, গ, ঘ, নাষ্টাষ্টকাধিকা।

৩ নাষ্টাঙ্গা চাধিকা ইত্যাদি এবং ইদং সত্যমিত্যাদি শ্লোকার্দ্ধদ্বয়ের মধ্যে ব্র গ,-এ শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রাদধিকং নৈব বিদ্যতে এই শ্লোকার্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

পূজার অষ্টাঙ্গ—পূজার অঙ্গ গণনা করলে আটের বেশী হয়ে যায়। আমাদের মনে হয় এখানে নিম্নোক্ত আটটি অঙ্গের ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, অন্যান্য সব অঙ্গ মোটের উপর এই আটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অষ্ট অঙ্গ, যথা—পঞ্চশুদ্ধি (ন্যাস প্রাণায়ামাদি এর অন্তর্ভুক্ত), দেবতাপ্রতিষ্ঠা (আবাহনাদি এর অন্তর্ভুক্ত), ধ্যান, অর্চনা, জপ, হোম তর্পণ এবং উদ্বাসন। অবশ্য, ষড়ঙ্গ পূজার কথাও তন্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে (২২।৮৪) ধ্যান, পূজা, জপ, হোম, ন্যাস ও তর্পণ পূজার এই ষড়ঙ্গের কথা বলা হয়েছে।

কৌলজ্ঞানের বাড়া জ্ঞান নেই। জ্ঞানের বাড়া সুখ নেই। একথা নিঃসংশয় সত্য সত্য সত্য। ১১৪

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রমাহাত্ম্যমিহ বর্ণিতুম্[১]।
ন শক্লোমি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১১৫ ॥

ওগো বরারোহা, শতকোটিকল্পেও আমি শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারব না। ১১৫

গিরৌ সর্ষপমাত্রন্তু সাগরে বালুকা যথা[২]।
তথা চ মন্ত্রমাহাত্ম্যং কিঞ্চিত্তে কথিতং ময়া ॥ ১১৬ ॥

পর্বতের তুলনায় সরষের মতো, সাগরের তুলনায় বালুকার মতো মন্ত্র-মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎমাত্র তোমাকে বললাম। ১১৬

উর্দ্ধাম্নায়স্য মাহাত্ম্যং শ্রীপ্রাসাদপরামনোঃ।
ইতি তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১৭ ॥

দেবী, উর্ধ্বাম্নায় ও শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের মাহাত্ম্য এই তোমাকে বললাম। আর কি শুনতে চাও।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে শ্রীপ্রসাদপরামন্ত্রকথনং নাম তৃতীয় উল্লাসঃ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকযুক্ত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্ভুক্ত উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রকথন নামক তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, মাহাত্ম্যমিদমদ্ভুতং।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, বালুকানি চ।

চতুর্থ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি শ্রীপ্রাসাদপরামনুম্[১]।

মন্ত্ররাজং বদেশান ন্যাসধ্যানাদিভিঃ সহ ॥ ১ ॥

ন্যাস—ললিতাসহস্রনামের (১।৪) টীকায় "ভাস্কররায় ন্যাস শব্দের অর্থ করেছেন সেই সেই দেবতার সেই সেই অবয়বে অবস্থাপন। অবস্থাপন অর্থ অবস্থিতিভাবনা। কাজেই ন্যাস অর্থ সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তাঁর ইষ্টদেবতার সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতিভাবনা।"

"অস্-ধাতু থেকে ন্যাসশব্দ নিষ্পন্ন। অস্-ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ এবং স্থাপন্। কাজেই ন্যাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিক্ষেপ এবং স্থাপন। দেহ সম্পর্কে কর্তৃত্বাভিমান বা মমত্ববুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করে সেইস্থলে দেবত্বভাবনা বা ভগবদ্‌বুদ্ধি স্থাপন করাই ন্যাসের তাৎপর্য।" (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫২)।

ধ্যান—"ধ্যান শব্দের সহজ অর্থ চিন্তা। পাশুপতসূত্রের (৫।২৪) ভাষ্যে কৌণ্ডিণ্য লিখেছেন ধ্যান অর্থ চিন্তা। কিন্তু যে-কোনো রকম চিন্তাকে ধ্যান বলে না। শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা, উত্তর ভাগ ২৯।১২) আছে—ধৈ ধাতু চিন্তার্থক। অবিক্ষিপ্ত মনে মুহুর্মুহু শিবচিন্তাকে বলে ধ্যান। শিবচিন্তা উপলক্ষণ, শিবচিন্তা অর্থ অভীষ্টদেবতাচিন্তা।"

আলোচ্য "কুলার্ণবতন্ত্রে (১৭।৩৬) স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—সমস্ত ইন্দ্রিয়সন্তাপ মনের দ্বারা সংযত করে মনের মধ্যে ইষ্টদেবতার চিন্তাকে বলে ধ্যান।" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯০২)

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের বিষয় শুনতে চাই। ঈশান, ন্যাস-ধ্যানাদি সহ এই মন্ত্ররাজ বল। ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।

তস্য শ্রবণমাত্রেণ[২] শিবাকারঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥

শ্রীঈশ্বর বললেন, দেবী, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র জীব শিবরূপ হয়ে যায়। ২

---

১ তা বি গ,—খ, পরাত্মকম্।

২ তা বি গ,—খ, স্মরণমাত্রেণ; ঐ,—ঘ, দর্শনমাত্রেণ।

ইতঃ পূর্বং ময়া নোক্তো মন্ত্রোঽয়ং যস্য কস্যচিৎ।
তব স্নেহাদ্‌বদাম্যদ্য শৃণু মৎ[১]প্রাণবল্লভে ॥ ৩ ॥

এর আগে এই মন্ত্র আমি আর কাউকে বলিনি। ওগো আমার প্রাণবল্লভা, তোমাকে ভালবাসি বলে আজ বলছি, শোন। ৩

অনন্তচন্দ্রভুবনমিন্দুবিন্দুযুগান্বিতঃ।
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ৪ ॥

সাংকেতিক ভাষায় মন্ত্রটি বিবৃত হয়েছে। এইভাবে উদ্ধার করা হবে—অনন্তঃ=হ; চন্দ্রভুবনম্=ং (চন্দ্রঃ অংকারঃ ভুবনম্ উৎপত্তিস্থানং যস্য সঃ অনুস্বারঃ); ইন্দুঃ=স; বিন্দুদ্বয়যুগান্বিতঃ=দুটি বিন্দু (ঃ) দ্বারা যুক্ত। তা হ'লে দাঁড়াল 'হংসঃ'।

অনন্ত চন্দ্রভুবন ইন্দুবিন্দুযুগান্বিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্র ভুক্তিমুক্তিফল প্রদান করে। ৪

পরাপ্রাসাদমন্ত্রস্তু সাদিরুক্তঃ কুলেশ্বরি।
প্রকাশানন্দরূপত্বাৎ প্রত্যক্ষফলদানতঃ ॥ ৫ ॥
প্রসন্নচিত্তবশ্যত্বাৎ[২] প্রসিদ্ধার্থনিরূপণাৎ।
প্রাক্তনাঘ[৩] প্রশমনাৎ প্রপন্নার্ত্তিবিনাশনাৎ[৪]।
প্রসাদ[৫]করণাৎ শীঘ্রং[৬] প্রাসাদমনুরীরিতঃ ॥ ৬ ॥

সাদিরুক্তঃ—যে মন্ত্রের আদিতে 'স' থাকে তাকে 'সাদি' বলা হয়। হংসঃ দ্রুত উচ্চারণে সঃহং হয়ে যায়। কাজেই একে সোঽহং মন্ত্রও বলা যেতে পারে। এই বিচারে হংসঃ-মন্ত্রকে 'সাদি' বলা যায়।

কুলেশ্বরী, পরাপ্রাসাদমন্ত্রকে সাদি-মন্ত্র বলা হয়। এটি প্রকাশানন্দ স্বরূপ, প্রত্যক্ষফলপ্রদ। চিত্তকে প্রসন্ন ও বশীভূত করে, প্রসিদ্ধার্থ নিরূপণ করে, প্রাক্তন পাপ প্রশমিত করে। শরণাগতের আর্তি নাশ করে, শীঘ্র অনুগ্রহ করে, এইজন্য একে প্রাসাদমন্ত্র বলা হয়। ৫-৬

পরতত্ত্বস্বরূপত্বাৎ পরমাত্ম[৭] প্রকাশনাৎ।
পরমানন্দ[৮]জননাৎ পরধর্মনিদর্শনাৎ[৯] ॥ ৭ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, তৎ। ২ ঐ,—খ, ঘ, বশ্যত্বাৎ।
৩ ঐ,—ক, প্রাক্তনস্য। ৪ ঐ,—গ, ঘ, নিবারণাৎ।
৫ র গ, প্রাসাদ। ৬ ঐ, শীঘ্রাৎ।
৭ তা বি গ,—খ, পরমার্থ। ৮ ঐ,—ঘ, পরব্রহ্মানন্দ।
৯ ঐ,—ঙ, এবং র গ, পরমৈশ্বর্যাকারণাৎ।

পরোক্ষফলদানাচ্চ পরৈশ্বর্যকারণাৎ[১] ।
পরত্বাৎ সর্বমন্ত্রাণাং পরামন্ত্র ইতীরিতঃ ॥ ৮ ॥

এই মন্ত্র পরতত্ত্বস্বরূপ, পরমাত্মার প্রকাশক, পরমানন্দ উৎপন্নকারী, পরধর্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্মের নিদর্শন, পরোক্ষফলপ্রদানকারী, পরৈশ্বর্যের কারণ এবং সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; এইজন্য একে পরামন্ত্র বলা হয় । ৭-৮

কুলমন্ত্রমিদং দেবি ন্যাসং শৃণু বদামি তে[২] ।
আদৌ[৩] প্রাতঃ সমুত্থায় গুরুদেবানু[৪]চিন্তনম্ ॥ ৯ ॥

দেবী, এটি কুলমন্ত্র । এবার ন্যাসের কথা বলছি, শোন । প্রথমে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গুরু ও ইষ্টদেবতার চিন্তা করতে হবে । ৯

সকৃন্মূলেন স্মৃত্বা চ[৫] কুর্যাদ্বিন্মূত্রমোচনম্ ।
শৌচাস্যশোধনং স্নানং সন্ধ্যাতর্পণমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

স্নান—প্রাতঃকৃত্যাদির পর সাধকের পক্ষে স্নানাদি বিহিত । শাস্ত্রে স্নানের বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদ করা হয়েছে । প্রথমে বৈদিক স্নান করে পরে তান্ত্রিক স্নান করতে হবে ।

তন্ত্রে সপ্তবিধ তান্ত্রিক স্নানের বিবরণ পাওয়া যায় । যথা—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ এবং মানস (বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং পৃঃ ৮৩৩-৩৮) ।

সন্ধ্যা—বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ । প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা করে পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা বিধি । তান্ত্রিক সন্ধ্যা নিত্য কর্তব্য (বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৪০-৪৭) ।

তর্পণ—তর্পণও দ্বিবিধ, বৈদিক এবং তান্ত্রিক । প্রথমে বৈদিক তর্পণ করে পরে তান্ত্রিক তর্পণ করতে হয় । গায়ত্রী জপের পর ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করে তর্পণ করা বিধি (বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৪৫-৪৬) ।

একবার মূলমন্ত্রে আরাধ্যের স্মরণ করে সাধক মলমূত্র-ত্যাগ, শৌচ, মুখ-প্রক্ষালন, স্নান, সন্ধ্যা ও তর্পণ করবে । ১০

---

১ ব্র গ, পরধর্মনিদর্শনাৎ ।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, বরাননে ।
৩ ঐ,—খ, ঙ, এবং ব্র গ, অথ ।
৪ তা বি গ,—ক, খ, দেবায় ।
৫ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কন্দমূলে মনঃ কৃত্বা ।

একান্তে দ্বারযজনং বিঘ্নত্রয়নিবারণম্[১]।
পূজাস্থানপ্রবেশশ্চ তথাসনোপ[২]বেশনম্ ॥ ১১ ॥

বিঘ্নত্রয়—দৈব, অন্তরিক্ষগত ও পার্থিব এই ত্রিবিধ বিঘ্ন (দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, তৃতীয় তরঙ্গ, পৃঃ ১৫২)।

একান্তে দ্বারপূজা করে পূজাস্থানে প্রবেশ করতে হবে এবং বিঘ্নত্রয় নিবারণ করে আসনে উপবেশন করতে হবে। ১১

দেবীপূজাগৃহ[৩]ধ্যানং শিবাদিগুরুবন্দনম্।
আসনং গণপক্ষেত্রপালবন্দনমীশ্বরি ॥ ১২ ॥

ওগো ঈশ্বরী, দেবীপূজাগৃহের ধ্যান, শিবাদি গুরুর বন্দনা, আসনের শোধন ও পূজা এবং গণপতি ক্ষেত্রপালাদির বন্দনা করতে হবে। ১২

পাদুকাস্মরণঞ্চৈব দিননাথার্চনং[৪] প্রিয়ে।
করাঙ্গশোধনং প্রাণায়ামঃ স্বব্রহ্মরন্ধ্রকে ॥ ১৩ ॥
দিগ্‌বন্ধনঞ্চ যুগ্মঞ্চ[৫] বিধিযুক্তা[৬]ঞ্চ মাতৃকাম্।
দশপ্রকারভূতাখ্যাং লিপিং কমঠসংজ্ঞকাম্ ॥ ১৪ ॥

যুগ্মঞ্চ—যুগ্ম অর্থ শিবশক্তি।

মাতৃকাম্—মাতৃকা অর্থ উৎপাদিকা। যিনি স্থূলসূক্ষ্ম জগতের উৎপাদিকা তিনি মাতৃকা। মাতৃকা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী শক্তি। বর্ণ মাতৃকা। কেননা, নাদ বা শব্দ শক্তিরই রূপ। আর বর্ণ শব্দেরই রূপ। অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ পঞ্চাশৎ মাতৃকা।

দশপ্রকারভূতাখ্যাং লিপিং কমঠসংজ্ঞকাম্—কমঠসংজ্ঞক দশ প্রকার ভূতলিপি। "যে লিপি বা অক্ষর চেষ্টাবিশেষের দ্বারা উচ্চারিত হবার ধর্ম-বিশিষ্ট তাকে ভূতলিপি বলা হয়।" (শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৭২)। কাজেই, মাতৃকাবর্ণগুলি ভূতলিপি।

দশপ্রকার—ভূতলিপির দশ রকম ভাগ করা যায়। যথা—সৌম্য সৌর

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বিনাশনং।
২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সমুপবেশনং ; তা বি গ,—খ, ঘ, সম্বপ্রবেশনং।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দেবীপূজাগ্রতো।
৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, দীপনাথার্চনং ; তা বি গ,—গ, ঘ, দীপাদ্যানয়নং।
৫ তা বি গ,—ক,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দিগ্‌বন্ধনঞ্চাস্যগুম্ম।
৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বীজযুক্তাং।

আগ্নেয় ; স্ত্রী পুরুষ নপুংসক ; স্বকুল মিত্র উদাসীন অমিত্র।

কমঠ—ক—অগ্নি—আগ্নেয় বর্ণ।
ম—রবি—সৌর বর্ণ।
ঠ—চন্দ্র—সৌম্য বর্ণ।

কাজেই কমঠ বলতে সমগ্র বর্ণমালাকেই বুঝায়।

প্রিয়ে, পাদুকাধ্যান, সূর্যার্চনা, করাঙ্গশোধন, স্বীয় ব্রহ্মরন্ধ্রে মন নিবিষ্ট করে প্রাণায়াম, দশদিক্‌বন্ধন, শিবশক্তিন্যাস, কমঠসংজ্ঞক দশপ্রকার ভূতলিপিরূপ অবিভক্ত মাতৃকা-ন্যাস যথাবিধি করতে হবে। ১৩—১৪।

ঋষিরস্য পরঃ শম্ভুশ্ছন্দশ্চাব্যক্তপূর্বিকা।
গায়ত্রী দেবতা চাত্র[১] সর্বমন্ত্রেশ্বরী পরা ॥ ১৫ ॥
দীর্ঘত্রয়যুতং মূলং বীজং শক্তিশ্চ[২] কীলকম্।
ষড়্‌দীর্ঘযুক্তমূলেন[৩] ষড়ঙ্গানি চ পার্বতি ॥ ১৬ ॥
ঈশতৎপুরুষাঘোরসদ্যোজাতাস্মনস্তথা।
পঞ্চাঙ্গুলিষু বিন্যস্য মূর্তিং বক্ত্রেষু বিন্যসেৎ[৪] ॥ ১৭ ॥
পঞ্চধা[৫] ব্রহ্মাণি তথৈবাঙ্গুলিন্যাসমাচরেৎ[৬]।
আধারশক্তিমারভ্য পীঠমন্ত্রান্তমম্বিকে[৭] ॥ ১৮ ॥

ষড়ঙ্গানি—তান্ত্রিক মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি ও কীলক এই ছয়টি অঙ্গ। এদের ন্যাস-স্থান যথাক্রমে শির, মুখ, হৃদয়, গুহ্যদেশ, পদদ্বয় এবং সর্বাঙ্গ (দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ৮৮)।

এখানে উল্লেখ করা যায়, হংস-মন্ত্রের ঋষি-ছন্দাদি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যেমন,'সুরেন্দ্রসংহিতা'য় বলা হয়েছে হংস-মন্ত্রের ঋষি হংস, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা পরমহংস, বীজ হং, শক্তি সঃ, কীলক সোঽহং, তত্ত্ব প্রণব, স্বর উদাত্ত এবং মোক্ষার্থে এর বিনিয়োগ। (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৭২-৭৩)।

---

১ ব্র গ, যত্র।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, বীজশক্ত্যা চ।
৩ তা বি গ,—খ, ষড়্‌দীর্ঘমূলবীজেন ; ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, ষড়্‌দীর্ঘমূলযুক্তেন।
৪ তা বি গ,—ঙ, ব্র গ, বর্জয়েৎ।
৫ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পঞ্চসু।
৬ ব্র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তথৈবাঙ্গবিন্যাসমাচরেৎ।
৭ তা বি গ,—ঘ, মন্ত্রান্তমম্বিকে।

দীর্ঘত্রয়—আঁ ঈঁ ঊঁ। ষড়্‌দীর্ঘ—আঁ ঈঁ ঊঁ ঐঁ ঔঁ অঃ। ঈশতৎপুরুষাঘোর ইত্যাদি। সাধারণতঃ ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত এবং বামদেব শিবের এই পঞ্চমুখ তথা পঞ্চমূর্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এখানে বামদেবের পরিবর্তে আত্মার উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সম্প্রদায়বিশেষসম্মত মনে হয়। ঈশানাদি-ন্যাস সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ২০৪।

আধারশক্তিমারভ্য ইত্যাদি—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ এই দিয়ে পীঠন্যাস-প্রণালী আরম্ভ হয় এবং পীঠমন্ত্র দিয়ে শেষ হয়।

পীঠমন্ত্র—দেবতা ও মন্ত্রের ভেদ অনুসারে পীঠমন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, শ্যামার পীঠমন্ত্র—ঐঁ পরায়ৈ অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ হ্‌সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ।

লক্ষ্মীর পীঠমন্ত্র—শ্রীঁ সর্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ। মতান্তরে শ্রীঁ শ্রীদেব্যাসনায় নমঃ। (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম, সং, পৃঃ ৮৬১-৬২)।

এই মন্ত্রের ঋষি পরশম্ভু, ছন্দ অব্যক্তপূর্বা গায়ত্রী, দেবতা সর্বমন্ত্রেশ্বরী পরা, বীজ আঁ হ্‌সঃ, শক্তি ঈঁ হ্‌সঃ, কীলক ঊঁ হ্‌সঃ।

পার্বতী, যথাক্রমে ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা ঋষ্যাদিকীলকান্ত ষড়্‌মন্ত্রাঙ্গের ন্যাস করতে হবে। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত এবং আত্মাকে পঞ্চাঙ্গুলিতে ন্যাস করে মুখে মূর্তি ন্যাস করতে হবে। ওগো অম্বিকা, পঞ্চপ্রকারে ব্রহ্মে তেমনি অঙ্গুলি-ন্যাস করতে হবে। আধারশক্তি দিয়ে আরম্ভ করে পীঠমন্ত্র দিয়ে শেষ করা পর্যন্ত শাস্ত্রবিহিত প্রণালীতে পীঠন্যাস করতে হবে। ১৫-১৮।

অল্প[১]ষোঢ়াং কুলেশানি কুর্যাৎ পূর্বোক্তবর্ত্মনা।
মহাষোঢ়াহ্বয়ং ন্যাসং ততঃ কুর্যাৎ সমাহিতঃ।
বক্ষ্যমাণেন বিধিনা দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥

অল্পষোঢ়া—অল্পষোঢ়ান্যাস। ষোঢ়ান্যাসের মূল অর্থ ছয় প্রকারের ন্যাস। তবে তন্ত্রে রূঢ় অর্থেও কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে : ছয়ের অধিক সংখ্যক ন্যাসকেও ষোঢ়ান্যাস বলা হয়েছে। কালীতারাদি দশবিদ্যার ষোঢ়ান্যাস বিহিত। এঁদের প্রত্যেকের ষোঢ়ান্যাস ভিন্ন। আবার একই মন্ত্র তথা দেবতার বিভিন্ন

১ তা বি গ,—খ, অন্তঃ। ঐ,—ড, এবং র গ, অস্য।

ষোঢ়ান্যাস হতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রের নির্দেশ, সাধকেরা স্ব-স্ব কল্পোক্ত ষোঢ়ান্যাস করবেন। (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫৭-৫৮)।

অল্পষোঢ়ান্যাস বলতে বুঝায় সাধারণতঃ নিত্যপূজাদিতে যে ষোঢ়ান্যাস বিহিত।

মহাষোঢ়ান্যাস—আলোচ্যমান তন্ত্রানুসারে প্রপঞ্চ, ভুবন, মূর্তি, মন্ত্র, দেবতা ও মাতৃকা এই ছয়ের ন্যাস মহাষোঢ়ান্যাস।

ওগো কুলেশানী, পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অল্পষোঢ়ান্যাস করতে হবে। তারপর সমাহিত হয়ে দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য বক্ষ্যমান বিধি অনুসারে মহাষোঢ়া নামক ন্যাস করতে হবে। ১৯

যস্য কস্যাপি নৈবোক্তং[1] তব স্নেহাদ্বদাম্যহম্
প্রপঞ্চো[2]ভুবনং মূর্তির্মন্ত্রদৈবতমাতরঃ।
মহাষোঢ়াহ্বয়ো ন্যাসঃ সর্বন্যাসোত্তমোত্তমঃ[3] ॥ ২০ ॥

ভুবনং—ভুবন। সহজ অর্থ উৎপত্তিস্থান, লোক। তন্ত্রমতে শিবাদি ক্ষিত্যন্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব নিয়ে ভুবনসমূহ গঠিত। সাধনার দিক্ দিয়ে বিচারে ভুবনগুলিকে প্রাণ ও বোধের বিভিন্ন ভূমি বলা হয়।

মর্মজ্ঞরা বলেন, শিবাদি প্রত্যেক তত্ত্বেরই আছে এক ভুবনমালা। ভুবন ষড়ধ্বার অন্যতম। (বিস্তৃত আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪১৪—১৭)।

প্রপঞ্চ, ভুবন, মূর্তি, মন্ত্র, দেবতা, মাতৃকা এদের ন্যাসকে মহাষোঢ়ান্যাস বলা হয়। সমস্ত ন্যাসের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। তোমার প্রতি প্রেমবশতঃ আমি এটি বলছি। এ কিন্তু আর কাউকে বলিনি। ২০

তত্রাদৌ পরমেশানি প্রপঞ্চন্যাস উচ্যতে।
প্রপঞ্চদ্বীপজলধিগিরিপত্তনপীঠকাঃ[4] ॥ ২১
ক্ষেত্রং বনাশ্রমগুহানদীচত্বরকোদ্ভিদাঃ[5]।
স্বেদাণ্ডজজরায়ুজা ইত্যুক্তাস্তে হি ষোঢ়শ[6] ॥ ২২

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, যস্য তস্য ন বক্তব্যং।

২ তা বি গ,—ঘ, প্রপঞ্চে

৩ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, মহাষোঢ়াহ্বয়ং ন্যাসং সর্বন্যাসোত্তমোত্তমম্।

৪ তা বি গ,—ঘ, পীঠকাঃ।

৫ ঐ,—ক, গ, ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, চত্বরকোদ্ভিদঃ

৬ ঐ,—খ, ইত্যুক্তানি চ ষোড়শ।

পরমেশানী, প্রথমে প্রপঞ্চন্যাস বলছি। প্রপঞ্চ, দ্বীপ, জলধি, গিরি, পত্তন, পীঠ, ক্ষেত্র, বন, আশ্রম, গুহা, নদী, চত্বর, উদ্ভিদ্, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ এই ষোড়শের ন্যাস প্রপঞ্চন্যাস। ২১—২২

শ্রীর্মায়া কমলা বিষ্ণুবল্লভা[১] পদ্মধারিণী।
সমুদ্রতনয়া লোকমাতা কমলবাসিনী ॥ ২৩ ॥
ইন্দিবরা[২] রমা পদ্মা[৩] তথা নারায়ণপ্রিয়া।
সিদ্ধির্লক্ষ্মী[৪] রাজলক্ষ্মীর্মহালক্ষ্মীরিতীরিতাঃ ॥
শক্তয়স্তু প্রপঞ্চানাং স্বরাণামধিদেবতাঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রী, মায়া, কমলা, বিষ্ণুবল্লভা পদ্মধারিণী, সমুদ্রতনয়া, লোকমাতা, কমলবাসিনী, ইন্দিবরা, রমা, পদ্মা, নারায়ণপ্রিয়া, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী ষোড়শ প্রপঞ্চের এই ষোড়শ শক্তি স্বরবর্ণের অধিদেবতা। ২৩—২৪

লবস্ত্রুটিঃ[৫] কলা কাষ্ঠা নিমেষঃ শ্বাস এব হি।
ঘটিকা চ মুহূর্ত্তশ্চ প্রহরো দিবসস্তথা ॥ ২৫ ॥
সন্ধ্যা রাত্রিস্তিথিশ্চৈব বারো নক্ষত্রমেব চ।
যোগশ্চ করণং পক্ষৌ মাসো রাশি ঋর্তুস্তথা ॥ ২৬ ॥
অয়নং বৎসরযুগপ্রলয়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
এতেষাং স্থাননিয়মো হৃদয়ান্তঃ সমীরিতঃ ॥ ২৭ ॥

লব, ত্রুটি, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, শ্বাস, ঘটিকা, মুহূর্ত, প্রহর, দিবস, সন্ধ্যা, রাত্রি, তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, করণ, পক্ষদ্বয়, মাস, রাশি, ঋতু, অয়ন, বৎসর, যুগ, প্রলয়—এই পঞ্চবিংশতির ন্যাস হৃদয়ে সমাপ্ত হবে। ২৫—২৭

আর্যোমা চণ্ডিকা দুর্গা শিবাপর্ণা[৬]ম্বিকা সতী।
ঈশ্বরী শাম্ভবীশানী পার্বতী সর্বমঙ্গলা ॥ ২৮ ॥
দাক্ষায়ণী হৈমবতী মহামায়া মহেশ্বরী।
মৃড়ানী চৈব রুদ্রাণী সর্বাণী পরমেশ্বরী ॥ ২৯ ॥
কালী কাত্যায়নী গৌরী ভবানীতি সমীরিতা।

---

১ তা বি গ,—খ, বিষ্ণুবল্লভা।
২ ঐ,—ক,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ইন্দিরা মা।
৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, লক্ষ্মীঃ।
৪ ঐ,—ঘ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সিদ্ধলক্ষ্মী।
৫ ঐ,—ক, নব কোটিঃ।
৬ তা বি গ,—খ, শিবপূর্ণা।

শক্তয়ঃ স্মার্ণবাদীনাং[1] স্পর্শানাম[2]ধিদেবতাঃ।

এতাসাং স্থাননিয়মো হৃদয়ান্তঃ সমীরিতঃ ॥ ৩০ ॥

আর্যা, উমা, চণ্ডিকা, দুর্গা, শিবা, অপর্ণা, অম্বিকা, সতী, ঈশ্বরী, শাম্ভবী, ঈশানী, পার্বতী, সর্বমঙ্গলা, দাক্ষায়ণী, হৈমবতী, মহামায়া, মহেশ্বরী, মৃড়ানী, রুদ্রাণী, সর্বাণী, পরমেশ্বরী, কালী, কাত্যায়নী, গৌরী, ভবানী, লবাদি পঞ্চবিংশতির এই পঞ্চবিংশতি শক্তি স্পর্শবর্ণের অধিদেবতা। এদের ন্যাস হৃদয়ে সমাপ্ত হবে। ২৮—৩০

পঞ্চভূতানি তন্মাত্রং জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি চ[3]।

গুণান্তঃকরণাবস্থা ধ্যায়েদ্দোষান্ দশানিলান্[4] ॥ ৩১ ॥

পঞ্চভূতানি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত।

তন্মমাত্রং—সাংখ্যমতে তন্মাত্র সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র। এগুলি যথাক্রমে ক্ষিতি-আদি পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম রূপ।

গন্ধতন্মাত্র বলতে কোনো বিশেষ গন্ধকে বোঝায় না; অবিশেষ গন্ধত্ব গন্ধতন্মাত্র। তেমনি অবিশেষ রসত্ব রসতন্মাত্র, অবিশেষ রূপত্ব রূপতন্মাত্র, অবিশেষ স্পর্শত্ব স্পর্শতন্মাত্র এবং অবিশেষ শব্দত্ব শব্দতন্মাত্র।

জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সকল। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, যথা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এবং ত্বক্। কোনো কোনো মতে মনও জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়।

গুণান্তকরণাবস্থা—গুণ, অন্তঃকরণ এবং অবস্থা। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ। মন বুদ্ধি অহংকার এবং চিত্ত এই চার অন্তঃকরণ। সাংখ্যমতে মন বুদ্ধি অহংকার এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ। শারদাতিলকের (১৷৩৬) টীকায় রাঘবভট্ট বলেছেন, মন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক। বুদ্ধি সর্বভাবনিশ্চয়কারিণী, জ্ঞাতার অভিমানযুক্ত অহংকার এবং চিত্ত নির্বিকল্পক। অবস্থা চতুর্বিধ, যথা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়। মতান্তরে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা।

দোষান্—দোষগুলি। দোষ বলতে এখানে দোষ এবং দূষ্য উভয়কেই ধরা হয়েছে। শারদাতিলকে (১৷৩৩) বলা হয়েছে বাত, পিত্ত, কফ, এই তিন দোষ আর সপ্ত ধাতু দূষ্য। টীকায় রাঘবভট্ট গুরুতবচন উদ্ধার করে বলেছেন রস, অসৃক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই সপ্তধাতু।

---

১ তা বি গ,—ক, স্মার্ভবাদীনাং; ঐ,—খ, গ, স্মার্নবাদীনাং;

২ ঐ,—ক, পশূনাম। ৩ ঐ,—ঙ, এবং স্ব গ, কর্মেন্দ্রিয়ানিলাঃ।

৪ ঐ,—খ, ঙ, এবং স্ব গ, ষষ্ঠে দোষো দশেরিতাঃ।

দশানিলান্—দশ বায়ু। শারদাতিলকে (১।৪৪-৪৫) প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, ধনঞ্জয়, কৃকল এবং দেবদত্ত এই দশ বায়ুর কথা বলা হয়েছে।

লক্ষণীয় পঞ্চভূত এবং তন্মাত্র (সূক্ষ্ম পঞ্চভূত) মিলে দশ; জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় মিলে দশ; তিন গুণ, তিন অবস্থা এবং চার অন্তঃকরণ মিলে দশ, দোষ দশ এবং বায়ু দশ, এইভাবে দশ সংখ্যার এক-একটি বর্গ করা হয়েছে।

পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, গুণত্রয়, অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়, অবস্থাত্রয়, দোষসমূহ এবং দশ বায়ুর কথা চিন্তা করবে। ৩১

ব্রাহ্মী বাগীশ্বরী[১] বাণী সাবিত্রী চ সরস্বতী।
গায়ত্রী বাক্প্রদা পশ্চাৎ সারদা ভারতী প্রিয়ে॥
বিদ্যাত্মিকা[২] পঞ্চভূতব্যাপকানামধীশ্বরা[৩]॥ ৩২॥

ব্যাপকানাং—ব্যাপকগুলির। শারদাতিলকের (২।২) টীকায় রাঘবভট্ট লিখেছেন, ব্যাপকাঃ যকারাদিক্ষকারান্তাঃ—য থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ ব্যাপক। এর অর্থ য র ল ব শ ষ স হ ল্ এবং ক্ষ এই দশটি বর্ণ ব্যাপক বর্ণ।

ব্রাহ্মী, বাগীশ্বরী, বাণী, সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী, বাক্প্রদা, সারদা, ভারতী, বিদ্যাত্মিকা এঁরা পঞ্চভূতাদি এবং ব্যাপকবর্ণের অধীশ্বরী। ৩২

বাগ্ভবং ভুবনেশীঞ্চ লক্ষ্মীবীজং ত্রিতারকম্।
ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে[৪] মাতৃকাক্ষরতঃ পরম্॥ ৩৩॥
বদেৎ প্রপঞ্চরূপায়ৈ শ্রিয়ৈ নম ইতি ক্রমাৎ।
প্রপঞ্চাদিভিরাযোজ্য[৫] বর্ণান্ শক্তীর্নিযোজয়েৎ।
মাতৃকান্যাস সংপ্রোক্তস্থানেষেবং ন্যসেৎ প্রিয়ে[৬]॥ ৩৪॥

বাগ্ভবং—ঐঁ। ভুবনেশীং—হ্রীঁ। লক্ষ্মীবীজং—শ্রীঁ। ত্রিতারকম্—ওঁ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্র (যথা ওঁ হংসঃ) তারপর মাতৃকাক্ষর (যথা অং আং ইত্যাদি) তারপর প্রপঞ্চরূপায়ৈ শ্রিয়ৈ নমঃ—এইভাবে বলতে হবে। প্রপঞ্চাদির সঙ্গে বর্ণ যুক্ত করে শক্তিসমূহ ন্যাস্ করতে হবে। প্রিয়ে যে-যে স্থানে মাতৃকান্যাসের কথা বলা হয়েছে সেই-সেই স্থানে এমনি করে ন্যাস করতে হবে। ৩৩-৩৪

---

১ তা বি গ,—খ, মাহেশ্বরী। ২ র গ, বিদ্যাত্মিকাঃ। ৩ র গ, মধীশ্বরীঃ।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, বিদ্যান্তে।
৫ তা বি গ,—ক, দিভিরান্তৈব; ঐ—ঙ, এবং র গ, দিভিরাদ্যন্তে।
৬ ঐ,—খ, মাতৃকান্যাসসংপ্রোক্তস্থানেষু পরমেশ্বরি।

ত্রিতারমূলসকলপ্রপঞ্চাদি[১] স্বরূপতঃ।
আয়ৈ পরাম্বা[২]দেব্যৈ নম উক্ত্বা ব্যাপকং ন্যসেৎ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাপকংন্যসেৎ—ব্যাপকন্যাস করবে। "মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীর উভয় করতলের দ্বারা বিহিতমন্ত্র জপ সহ মার্জনা করার নাম ব্যাপকন্যাস।

স্বরূপতঃ ওঁ সকল প্রপঞ্চের মূল। ওঁ-যুক্ত সকল প্রপঞ্চের সঙ্গে আয়ৈ যোগ করে পরাম্বাদেব্যৈ নমঃ (অর্থাৎ ওঁ সকলপ্রপঞ্চায়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ নমঃ) এই বলে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। ৩৫

প্রপঞ্চন্যাস এবং[৩] স্যাদ্ ভুবনন্যাস উচ্যতে[৪]।
ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে অঁ আঁ ই অতলং বদেৎ ॥ ৩৬ ॥
লোকঞ্চ নিলয়ঞ্চৈব শতকোটিপদং[৫] ততঃ।
গুহ্যাখ্যা[৬] যোগিনী মূলদেবতান্তং[৭] বদেৎ প্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥
বদেদাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈচ[৮] পাদয়োর্ন্যসেৎ।
ঈঁ[৯] উ উঁ[৯] বিতলং গুহ্যতরং[১০] চানন্ত সংজ্ঞকম্।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য গুল্ফয়োর্দেবি বিন্যসেৎ ॥ ৩৮ ॥

ভুবনন্যাস—ভুবনের ন্যাস। ভুবন চতুর্দশ। যথা—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যঃ অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল এবং পাতাল। ভূঃ থেকে সত্যঃ পর্যন্ত ভুবন ঊর্ধ্বক্রমে অবস্থিত আর ভূঃ-র নিম্নস্থ অতল থেকে পাতাল পর্যন্ত ভুবন অধঃক্রমে অবস্থিত।

প্রপঞ্চন্যাস এইপ্রকার, অর্থাৎ উপরি-উক্ত প্রকার হবে। এবার ভুবনন্যাস বলা হচ্ছে। প্রিয়ে, ওঁ-যুক্ত মূল-মন্ত্রের পর অঁ আঁ ই অতল-লোক-নিলয় এরপর শতকোটিগুহ্যাযোগিনী, তারপর মূলদেবতা বলে এবং

---

১ তা বি গ,—খ, প্রপঞ্চঃ স্যাৎ।
২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা-বি গ, পরাম্বা।
৩ র গ, এবং; তা বি গ, এব।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ন্যাসমাচরেৎ।
৫ ঐ,—ক, বানন্তকোটিপদং।
৬ র গ, ধৃত পাঠ; তা বি গ, গুহ্যা।
৭ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মূলদেবতান্ত; তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, দেবতান্তে যুতং।
৮ তা বি গ,—খ, যুৎ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তৎ।
৯ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ঈঃ-দুর্লং।
১০ ঐ,—খ, অতিগুহ্য; ঐ,—গ, ঘ, গুহ্যতরাম্বানন্তসংজ্ঞকং।

আধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ উচ্চারণ করতঃ পদযুগলে ন্যাস করতে হবে। মন্ত্রটি দাঁড়াবে—ওঁ হংসঃ (দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত) অঁ আঁ ইঁ অতল-লোক-নিলয়-শতকোটিগুহ্যাযোগিনীমূলদেবতা-আধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ।

দেবী, ঈঁ উঁ ঊঁ বিতল অনন্ত নামক গুহ্যতর যোগিনী বলে শেষ অংশ পূর্ববৎ বলার পর গুল্ফদ্বয়ে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ঈঁ উঁ ঊঁ বিতল-লোক-নিলয়ানন্তাগুহ্যতরাযোগিনী-মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)।

৩৬-৩৮

ঋঁ ৠঁ ঌঁ সুতলঞ্চাতিগুহ্যং চাচিন্ত্যসঞ্জকম্।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য জঙ্ঘয়োর্বিন্যসেৎ প্রিয়ে[১] ॥ ৩৯ ॥

ঋঁ ৠঁ ঌঁ সুতল অচিন্ত্য নামক অতিগুহ্য এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে জঙ্ঘাদ্বয়ে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ঋঁ ৠঁ ঌঁ সুতললোকনিলয়াচিন্ত্যাতিগুহ্যাযোগিনী-মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৩৯

ৡঁ এঁ ঐঁ মহাতলঞ্চ মহাগুহ্যঞ্চ পদং ততঃ[২]।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য জানুনোর্বিন্যসেৎ প্রিয়ে[৩] ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ে, ৡঁ এঁ ঐঁ মহাতল তারপর মহাগুহ্য এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে জানুদ্বয়ে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ৡঁ এঁ ঐঁ মহাতললোকনিলয় মহাগুহ্যাযোগিনী-মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪০

ওঁ ঔঁ তলাতলং দেবি পরংগুহ্যাভিধানকম্[৪]।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য উর্বোর্দেবেশি বিন্যসেৎ ॥ ৪১ ॥

দেবি, ওঁ ঔঁ তলাতল পরমগুহ্যনামক এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে, ওগো দেবেশী, উরুদ্বয়ে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ ওঁ ঔঁ তলাতললোকনিলয় পরমগুহ্যাযোগিনী-মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪১

অঁ অঃ রসাতলঞ্চৈব[৫] রহস্যং জ্ঞানসংজ্ঞকম্।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য গুহ্যদেশে প্রবিন্যসেৎ ॥ ৪২ ॥

অঁ অঃ রসাতল জ্ঞাননামক রহস্য এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে গুহ্যদেশে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ অঁ অঃ রসাতল-জ্ঞানরহস্যাযোগিনী-মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)।

---

১ তা বি গ,—খ, দেবি জান্বোঃ প্রবিন্যসেৎ।
২ ম গ, মহাগুহ্যং পদস্ততঃ মহত্তরং।
৩ ম গ,-স্থত পাঠ; তা বি গ, দেবি জান্বোঃ প্রবিন্যসেৎ।
৪ ম গ, পরমগুহ্যং চাভিধানকং; তা বি গ,—খ, পরমগুহ্যং চোক্তা বিধানকং।
৫ তা বি গ,—গ, ঘ, সর্বতলঞ্চৈব।

কবর্গেণাপি পাতালং সরহস্যতরঃ ক্রিয়াং[১]।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য মূলাধারে তু বিন্যসেৎ ॥ ৪৩ ॥

ক-বর্গের দ্বারাও রহস্যতর ক্রিয়া এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে মূলাধারে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ পাতাললোকনিলয় ক্রিয়ারহস্যতরাযোগিনীমূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪৩

চবর্গং ভূতলঞ্চেতি[২] রহস্যং ডাকিনীমপি।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য স্বাধিষ্ঠানে ন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রিয়ে, চবর্গ ভূতলরহস্যা ডাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে স্বাধিষ্ঠানে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ ভূতললোকনিলয়রহস্যা-ডাকিনীমূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪৪

টবর্গেণ ভুবো লোকং[৩] রহস্যং রাকিণীমপি।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য নাভৌ চ বিন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৫ ॥

প্রিয়ে, ট-বর্গের দ্বারা ভুবোলোকরহস্যা রাকিণী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে নাভিতে (মণিপুরে) বিন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ ভুবর্লোকরহস্যারাকিণীমূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪৫

ত বর্গং স্বশ্চ পরমরহস্যং লাকিনীমপি।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য হৃদয়ে বিন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৬ ॥

প্রিয়ে, ত-বর্গ স্বঃ পরমরহস্যা লাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে হৃদয়ে (অনাহতে) ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ স্বর্লোকনিলয়-পরমরহস্যালাকিনী-মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪৬

পবর্গঞ্চ মহর্লোকং[৪] রহস্যং কাকিনীমপি।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য তালুমূলে ন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ে, প-বর্গ মহর্লোকরহস্যা কাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে তালু-মূলে (বিশুদ্ধাখ্যে) ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ মহর্লোকনিলয়রহস্যা-কাকিনীমূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪৭

---

১ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, লোকেতি নিলয়েতি চ ; র গ, রহস্যং নিতরাং ক্রিয়াং (পাঠান্তরম্)।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ভূরহস্যাতি।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ভুবো মহা।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মহাগুহ্যং।

য বর্গঞ্চ জনো গুপ্ততরঞ্চ[1] শাকিনীমপি।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য আজ্ঞায়াঞ্চ ন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৮ ॥

প্রিয়ে, য বর্গ জনঃ গুপ্ততরা শাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে আজ্ঞা-চক্রে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ যঁ রঁ লঁ বঁ জনর্লোকনিলয় গুপ্ততরা-শাকিনীমূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪৮

শ বর্গঞ্চ তপশ্চাতিগুহ্যঞ্চ হাকিনীমপি।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য ললাটে বিন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ে, শ বর্গ তপঃ অতিগুহ্যা হাকিনী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে ললাটে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ শঁ ষঁ সঁ হঁ তপর্লোকনিলয়াতিগুহ্যহাকিনী-মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৪৯

লঁ ক্ষঁ[2] সত্যং মহাগুহ্যং যক্ষিণী[3]মপি চ প্রিয়ে।
শেষঞ্চ পূর্ববৎ প্রোচ্য ব্রহ্মরন্ধ্রে চ বিন্যসেৎ ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ে, লঁ ক্ষঁ সত্য মহাগুহ্যা যক্ষিণী এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলে ব্রহ্মরন্ধ্রে ন্যাস করতে হবে। (মন্ত্র—ওঁ হংসঃ লঁ ক্ষঁ সত্যলোকনিলয়মহাগুহ্যাযক্ষিণী-মূলদেবতাধারশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৫০

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে চতুর্দশভুবং[4] বদেৎ।
নাথিপায়ৈ শ্রীপরায়ৈ[5] দেব্যৈ চ ব্যাপকং ন্যসেৎ ॥ ৫১ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্র চতুর্দশভুবন অধিপায়ৈ শ্রীপরায়ৈ দেব্যৈ বলে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ হংসঃ (যথা) চতুর্দশভুবনাধিপায়ৈ শ্রীপরাদেব্যৈ নমঃ]। ৫১

কৃত্বৈবং ভুবনন্যাসং মূর্তিন্যাসমথাচরেৎ।
কেশবনারায়ণমাধবগোবিন্দবিষ্ণবঃ ॥ ৫২ ॥
মধুসূদনসংজ্ঞশ্চ স্যাৎ ত্রিবিক্রমবামনৌ।
শ্রীধরশ্চ হৃষীকেশঃ পদ্মনাভো দামোদরঃ।
বাসুদেবঃ[6] সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ ॥ ৫৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ক. লোকগুপ্তশ্রী ; ঐ,—খ, চাতিগুপ্তশ্রী।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ল ক্ষং।
৩ ঐ,—ঙ. এবং র গ, যাক্বিনী।
৪ তা বি গ,—খ, ধরং।
৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, পরাম্বা।
৬ র গ, বাসুদেবশ্চ।

অক্ষোদ্ধেন্দ্রাণী চেশানী চোগ্রার্দ্ধনয়না তথা।
ঋদ্ধিশ্চ রূপিণী মূকা[১] নূনদোষৈকনায়িকা ॥ ৫৪ ॥
ঐঙ্কারিণী চৌঘবতী[২] সর্বকামাগ্নপ্রভা।
অস্থি[৩]মালাধরা চেতি সম্প্রোক্তাঃ স্বরদেবতাঃ ॥ ৫৫ ॥

এই প্রকারে ভুবনন্যাস করে মূর্তিন্যাস করতে হবে। কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং অক্ষা, উদ্ধা, ইন্দ্রাণী, ঈশানী, উগ্রা, অর্দ্ধনয়না, ঋদ্ধি, রূপিণী, মূকা, নূনদোষা, একনায়িকা, ঐঙ্কারিণী, ঔঘবতী সর্বকামা, অগ্নপ্রভা, অস্থিমালাধরা—এঁদের বলা হয় স্বরবর্ণদেবতা। ৫২-৫৫

ভবঃ শর্বোঽথ রুদ্রশ্চ পশুপতিশ্চোগ্র এব চ।
মহাদেবস্তথা ভীম ঈশ[৪]স্তৎপুরুষাহ্বয়ঃ।
অঘোরসদ্যোজাতৌ চ বামদেব ইতীরিতাঃ ॥ ৫৬ ॥
করভদ্রা খগচলা[৫] গরিমাদিফলপ্রদা।
ঘণ্টাধরোগ্রনয়না চন্দ্রধর্ত্রী ততঃ পরম্[৬]।
ছন্দোময়ী জগৎস্থানা স্বলত্তারা[৭] ততঃ পরম্ ॥ ৫৭ ॥
জ্ঞানদা চ[৮] টঙ্কধরা ধৃতির্দ্বাদশ ঈরিতাঃ[৯]।
কভাদীনাং ঠ[১০]ডান্তানাং বর্ণানাং দেবতাস্ত্বিমাঃ ॥ ৫৮ ॥

ক-ভাদীনাং ঠ-ডান্তানাং—সৃষ্টিক্রমে আদি বর্ণ ক এবং অন্ত বর্ণ ঠ আর সংহারক্রমে আদিবর্ণ ভ এবং অন্ত বর্ণ ড।

ভব, শর্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম, ঈশ, তৎপুরুষ অঘোর, সদ্যোজাত এবং বামদেব ; আর করভদ্রা, খগচলা, গরিমাদিফলপ্রদা, ঘণ্টাধরা, উগ্রনয়না, চন্দ্রধর্ত্রী, ছন্দোময়ী, জগৎস্থানা, স্বলত্তারা, জ্ঞানদা, টঙ্কধরা ও ধৃতি

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ভূকা ; ঐ,—ঘ, লুপ্তা।
২ ঐ,—ঘ, চোগ্রবতী ; ঐ,—ঙ, চোচ্চবতী ; র গ, চোচাবতী।
৩ তা বি গ,—খ, নোক্ষ।
৪ র গ, ঈশান।
৫ তা বি গ,—ক, মৃগচলা ; ঐ,—খ, খগবলা।
৬ ঐ,—খ, ঘোরপাদা পঙ্‌ক্তিনাথা তথা চন্দ্রার্দ্ধধারিণী। র গ,-তে এই শ্লোকার্ধ নেই।
৭ তা বি গ,—খ, ছন্দোদয়ী জগৎস্থাতা স্বলংকারা।
৮ ঐ,—খ, জ্ঞানদাতা।
৯ ঐ,—খ, তথা টঙ্‌স্তুতি ডামরা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তথা টঙ্কভিরীরিতাঃ।
১০ ঐ,—ঙ, এবং র গ, কভাদীনাঞ্চ।

—এঁরা ক থেকে ঠ পর্যন্ত (সৃষ্টিক্রমে) এবং ভ থেকে ড পর্যন্ত (সংহারক্রমে) বর্ণের দেবতা। ৫৬-৫৮

ব্রহ্মা প্রজাপতির্বেধাঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।
বিধাতা চ বিরিঞ্চিশ্চ স্রষ্টা চ চতুরাননঃ।
হিরণ্যগর্ভ ইত্যুক্তাঃ ক্রমাদ্ ব্রহ্মাদয়ো দশ ॥ ৫৯ ॥
যক্ষিণী রঞ্জিনী লক্ষ্মীর্বজ্রিণী শশিধারিণী।
ষড়াধারলয়া[1] সর্বনায়িকা হসিতাননা[2]।
ললিতা চ ক্ষমা চেতি প্রোক্তা যাদ্যর্ণ[3] দেবতাঃ ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বেধা, পরমেষ্ঠী, পিতামহ, বিধাতা, বিরিঞ্চি, স্রষ্টা, চতুরানন এবং হিরণ্যগর্ভ এই ক্রমে ব্রহ্মাদি দশ আর যক্ষিণী, রঞ্জিনী, লক্ষ্মী, বজ্রিণী, শশিধারিণী, ষড়াধারলয়া, সর্বনায়িকা, হসিতাননা, ললিতা এবং ক্ষমা—এঁরা য থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণের দেবতা। ৫৯-৬০

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে স্বরান্ বিষ্ণূন্ সশক্তিকান্।
চতুর্থ্যা নমসা যুক্তান্ মস্তকে চাননে ন্যসেৎ ॥ ৬১ ॥
সস্কন্ধ পার্শ্বকট্যূরু[4] জানুজঙ্ঘাপদেষু চ।
দক্ষাদিবামপর্যন্তং বিন্যসেৎ পরমেশ্বরি ॥ ৬২ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর অ আ ইত্যাদি-ক্রমে স্বরবর্ণ অনুস্বারযুক্ত করে কেশব নারায়ণ ইত্যাদি-ক্রমে বিষ্ণুর নামের চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রূপের পর নমঃ শব্দ যোগ করে মস্তকে, মুখে এবং ওগো পরমেশ্বরী, স্কন্ধ, পার্শ্ব, কটি, উরু, জানু, জঙ্ঘা, পদ—এইসব স্থানে দক্ষিণ-বাম এই ক্রমে ন্যাস করতে হবে। ৬১-৬২

কভাদ্যর্ণযুতান্[5] মন্ত্রান্[6] ভবাদীন্ শক্তি সংযুতান্।
পাদপার্শ্ববাহুকণ্ঠপক্ষবক্ত্রেষু বিন্যসেৎ।
দশস্থানেষু[7] ব্রহ্মাদীন্ যাদি[8] শক্তিযুতান্ন্যসেৎ ॥ ৬৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ঘ, ষড়াধারা যথা ; ঐ,—ঘ, ষোড়াধারালয়া।
২ ঐ,—ক, ঘসিতাননা।
৩ ঐ,—ক, মাদ্যন্ত ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, ত্বাদ্যন্ত।
৪ তা বি গ,—ঘ, পার্শ্বকাহ্বারু ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, পার্শ্বকণ্ঠোরু।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, কভাদ্যন্তযুতান্।
৬ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ও ব গ, মন্ত্রী।
৭ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, -ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—দশাধারেষু।
৮ তা বি গ,—ঘ, ঙ, এবং ব গ, আদি।

ক থেকে ঠ পর্যন্ত (সৃষ্টিক্রমে) এবং ভ থেকে ড পর্যন্ত (সংহারক্রমে) বর্ণ অনুস্বারযুক্ত করে ভব শর্ব ইত্যাদি-ক্রমে (পূর্ববৎ উক্ত নামগুলির চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রূপের সঙ্গে নমঃ শব্দ যোগ করে) পাদদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয়, কণ্ঠ এবং পঞ্চবক্ত্রে ন্যাস করবে। য থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ অনুস্বারযুক্ত করে যথাক্রমে ব্রহ্মা, প্রজাপতি ইত্যাদির চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রূপের সঙ্গে নমঃ শব্দ যোগ করে দশস্থানে ন্যাস করবে। ৬৩

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে শ্রীত্রিমূর্ত্ত্যম্বিকাং[১] বদেৎ।
আয়ৈ[২] পরাম্বাদেব্যৈ[৩] চ নমসা ব্যাপকং ন্যসেৎ।
মূর্ত্তিন্যাসং বিধায়েত্থং মন্ত্রন্যাসং সমাচরেৎ[৪] ॥ ৬৪ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর শ্রীত্রিমূর্ত্ত্যম্বিকা আয়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ এবং তার সঙ্গে নমঃ যোগ করে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ হংসঃ (যথা) শ্রীত্রিমূর্ত্ত্যম্বিকায়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ নমঃ]। এই প্রকারে মূর্ত্তিন্যাস করে তারপর মন্ত্রন্যাস করা উচিত। ৬৪

ত্রিতারমূলং অঁ আঁ ইং[৫] একলক্ষ কোটিচ।
ভেদশ্চ প্রণবাদ্যেকাক্ষরাত্মাখিলমন্ত্রতঃ ॥ ৬৫ ॥
ততোঽধিদেবতায়ৈ স্যাৎ সকলঞ্চ ফলপ্রদাম্[৬]।
আয়ৈ[৭] তথৈককূটৈশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমো বদেৎ ॥ ৬৬ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর অঁ আঁ ইঁ একলক্ষকোটি ভেদ প্রণবাদ্যেকাক্ষরাত্মাখিলমন্ত্র তারপর অধিদেবতায়ৈ সকল-ফলপ্রদা আয়ৈ এক কূটৈশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ বলবে। [মন্ত্র—ওঁ হংসঃ (যথা) অঁ আঁ ই একলক্ষকোটিভেদপ্রণবাদ্যেকাক্ষরাত্মাখিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলফলপ্রদায়ৈ এককূটৈশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৬৫-৬৬

ঈং উং ঊং আদি[৮] হংসাদি দ্বিকূটং[৯] পূর্ববৎ পরম্।
ঋং ৠং ঌং আদি বহ্ন্যাদি ত্রিকূটং[১০] পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৬৭ ॥

---

১ তা বি গ.,—খ. ত্রিমূর্ত্ত্যায়কতাং ; ঐ.—ক, ঙ. এবং র গ. শ্রীত্রিমূর্ত্ত্যাম্বিকাং।
২ র গ. আর্যৈ।
৩ তা বি গ.,—ক. পরাদৈব দেব্যৈ।
৪ র গ. মন্ত্রনাসমথাচরেৎ।
৫ তা বি গ.,—ঙ. এবং র গ. ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে।
৬ ঐ.—ঙ. এবং র গ. ফলপ্রদা।
৭ র গ. আর্যৈ।
৮ তা বি গ.,—খ. যাদি ; ঐ—ঙ. এবং র গ. যাদি।
৯ ঐ.—ক. দ্বিলক্ষকূটং।
১০ ঐ.—গ. আদিত্যাদি ; ঐ.—ঘ. আদিবর্ণাদি ; ঐ.—ঙ. এবং র গ. ত্র্যাদিকূটং।

ঈ ঁ উ উ ঁ হংস ত্রিকূট এর পরের অংশ পূর্ববৎ। ঋ ঁ ৠ ঁ ঌ ঁ বহ্নিত্রিকূট এর পরের অংশ পূর্ববৎ। [মন্ত্র—ঈ ঁ উ ঁ উ ঁ হংসত্রিকূটেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ঋ ঁ ৠ ঁ ঌ ঁ বহ্নিত্রিকূটেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৬৭

ৡ ঁ এঁ ঐ ঁ চতুর্লক্ষং চন্দ্রাদি পূর্ববৎ পরম্।
ওঁ ঔ ঁ অঁ অঃ পঞ্চলক্ষং সূর্যাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৬৮ ॥

ৡ ঁ এঁ ঐ ঁ চতুর্লক্ষ চন্দ্র, এর পরের অংশ পূর্ববৎ। ওঁ ঔ ঁ অঁ অঃ পঞ্চলক্ষ সূর্য, এর পরের অংশ পূর্ববৎ। [মন্ত্র—ৡ ঁ এঁ ঐ ঁ চতুর্লক্ষ চন্দ্রেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ওঁ ঔ ঁ অঁ অঃ পঞ্চলক্ষসূর্যেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৬৮

কঁ খঁ গঁ চৈব ষড়্‌লক্ষং স্কন্দাদি পূর্ববৎ পরম্।
ঘঁ ঙ ঁ চঁ সপ্তলক্ষং গণেশাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৬৯ ॥

কঁ খঁ গঁ ষড়্‌লক্ষ স্কন্দ এর পরের অংশ পূর্ববৎ। ঘঁ ঙ ঁ চঁ সপ্তলক্ষ গণেশ, এর পরের অংশ পূর্ববৎ। [মন্ত্র—কঁ খঁ গঁ ষড়লক্ষস্কন্দেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ঘঁ ঙ ঁ চঁ সপ্তলক্ষগণেশেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৬৯

ছঁ জ ঁ ঝঁ অষ্টলক্ষং বটুকাদি[1] পূর্ববৎ পরম্।
ঞ ঁ ট ঁ ঠঁ নবলক্ষঞ্চ ব্রহ্মাদি[2] পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৭০ ॥

বটুকাদি—বটুক জপপূজাদিহরণকারী বেতালাদির বিনাশ সাধন এবং ভক্তদের অনুগ্রহ করেন। ইনি সর্বতেজঃসমুদ্ভূত সনাতন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—

বেতালাদ্যা মহাদেবি জপপূজাদিহারকাঃ ॥
তেষাং বিনাশনার্থায় ভক্তানুগ্রহায় চ
বটুকোঽয়ং মহেশানি তারাকাল্যা বিভাবিতঃ ॥

অধিকন্তু—

সর্বতেজঃসমুদ্ভূতং বটুরূপং সনাতনম্ ॥ —কালীখণ্ড।১২।৫৫।৫৬।৬২

ছঁ জ ঁ ঝঁ অষ্টলক্ষ বটুক এর পরের অংশ পূর্ববৎ। ঞ ঁ ট ঁ ঠঁ নবলক্ষ ব্রহ্মা এর পরের অংশ পূর্ববৎ। [মন্ত্র—ছঁ জ ঁ ঝঁ অষ্টলক্ষবটুকেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ঞ ঁ ট ঁ ঠঁ নবলক্ষব্রহ্মেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৭০

ড ঁ ঢঁ ণ ঁ দশলক্ষঞ্চ বিষ্ণ্বাদি পূর্ববৎ পরম্।
তঁ থ ঁ দঁ একাদশলক্ষং রুদ্রাদি পূর্ববৎ পরম্ ॥ ৭১ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, রুদ্রাদি।
২ তা বি গ,—ঙ, শিবাদি।

ড॑ ট॑ ণ॑ দশলক্ষ বিষ্ণু এর পরের অংশ পূর্ববৎ। ত॑ থ॑ দ॑ একাদশলক্ষ রুদ্র এর পরের অংশ পূর্ববৎ। [মন্ত্র—ড॑ ট॑ ণ॑ দশলক্ষবিষ্ণ্বৈশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ত॑ থ॑ দ॑ একাদশলক্ষরুদ্রৈশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৭১

ধঁ ন॑ পঁ দ্বাদশলক্ষং বাণ্যাদি[১] পূর্ববৎ পরম্।
ফঁ বঁ ভঁ ত্রয়োদশলক্ষং লক্ষ্ম্যাদি পূর্ববৎ পরম্॥ ৭২॥

ধঁ ন॑ পঁ দ্বাদশলক্ষ বাণী এর পরের অংশ পূর্ববৎ। ফঁ বঁ ভঁ ত্রয়োদশলক্ষ লক্ষ্মী এর পরের অংশ পূর্ববৎ। [মন্ত্র—ধঁ ন॑ পঁ দ্বাদশলক্ষবাণ্যৈশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ফঁ বঁ ভঁ ত্রয়োদশলক্ষলক্ষ্ম্যৈশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৭২

মঁ যঁ রঁ চতুর্দশলক্ষং গৌর্যাদি পূর্ববৎপরম্।
লঁ বঁ শঁ পঞ্চদশলক্ষং দুর্গাদি পূর্ববৎ পরম্।
ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষঁ[২] ষোড়শলক্ষং ত্রিপুরাদি চ ষোড়শ ॥ ৭৩॥
অক্ষরাত্মা[৩] খিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলং ততঃ।
তথা ফলপ্রদায়ৈ চ ষোড়শ কূটেশ্বরী[৪] পুনঃ॥ ৭৪॥
অম্বাদেব্যৈ নমঃ প্রোক্তো মন্ত্রন্যাসো মহেশ্বরি।
আধারলিঙ্গয়োর্নাভিহৃৎকণ্ঠে নেত্রয়োরপি[৫]॥ ৭৫॥
নিবোধিকায়ামর্দ্ধেন্দৌ বিন্দৌ চৈব কলাপদে।
উন্মন্যাং বিষ্ণুবক্ত্রে চ[৬] নাদে নাদান্ত এব চ[৭]।
ধ্রুবমণ্ডলদেশে চ[৮] বিন্যসেৎ কুলনায়িকে॥ ৭৬॥

মঁ যঁ রঁ চতুর্দশলক্ষ গৌরী এর পরের অংশ পূর্ববৎ। লঁ বঁ শঁ পঞ্চদশলক্ষ দুর্গা এর পরের অংশ পূর্ববৎ। ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষঁ ত্রিপুরা ষোড়শ অক্ষরাত্মা অখিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলফলপ্রদায়ৈ ষোড়শ কূটেশ্বরী অম্বাদেব্যৈ নমঃ বলে, ওগো মহেশ্বরী, মন্ত্রন্যাস করতে হবে। ওগো কুলনায়িকা, মূলাধার, লিঙ্গমূল, যোনি, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, বামনেত্র, দক্ষিণনেত্র, নিবোধিকা, অর্দ্ধেন্দু, বিন্দু, কলা, উন্মনী, বিষ্ণুবক্ত্র, নাদ, নাদান্ত এবং ধ্রুবমণ্ডলে ন্যাস

---

১ তা বি গ,—গ, বাণ্যাদি।　　২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, যঁ সঁ হঁ।
৩ ঐ,—ঘ কূটাদ্যা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, অক্ষরাত্মা।
৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ঈশ্বরী।
৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, হৃৎকণ্ঠেষু চ বিন্যসেৎ। ঐ—ঘ, কণ্ঠাস্যাক্ষিষু চ ন্যসেৎ।
৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, বিন্দৌ তদূর্দ্ধমুন্মনাঃ।
৭ ঐ,—ঘ, নাদে নাদান্তে চ শক্তৌ বিন্যসেৎ কুলনায়িকে।
৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ধ্রুবমণ্ডলে বহ্মরন্ধ্রে।

করতে হবে। (মন্ত্র—মঁ যঁ রঁ চতুর্দশলক্ষগৌরীশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। লঁ বঁ শঁ পঞ্চদশলক্ষদুর্গেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ষঁ সঁ হঁ লঁ ক্ষঁ ত্রিপুরাষোড়শাক্ষরাত্মাখিলমন্ত্রাধিদেবতায়ৈ সকলফলপ্রদায়ৈ ষোড়শকূটৈশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৭৩-৭৬

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে সর্বমন্ত্রাত্মিকাপদম্।
আয়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ চ হৃদয়ে ব্যাপকং ন্যসেৎ ॥ ৭৭ ॥

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর সর্বাত্মিকাপদের সঙ্গে আয়ৈ যোগ করে পরাম্বাদেব্যৈ বলে হৃদয়ে ন্যাস এবং ব্যাপকন্যাস করতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ হংসঃ (যথা) সর্বাত্মিকায়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৭৭

মন্ত্রন্যাসং বিধায়েত্থং দৈবতন্যাসমাচরেৎ[১]।
ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে অঁ আঁ সহস্রকোটি চ ॥ ৭৮ ॥
যোগিনীকুলশব্দান্তে সেবিতায়ৈ পদং বদেৎ[২]।
নিবৃত্ত্যম্বাপদং[৩] দেব্যৈ নম ইত্যুচ্চরেৎ প্রিয়ে ॥ ৭৯ ॥

এই প্রকার মন্ত্রন্যাস করে দেবতান্যাস করতে হবে। প্রিয়ে, ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর অঁ আঁ সহস্রকোটি যোগিনীকুলশব্দের পর সেবিতায়ৈ এবং তারপর নিবৃত্ত্যম্বা-পদ এবং দেব্যৈ নমঃ বলতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ (হংসঃ) অঁ আঁ সহস্রকোটিযোগিনীকুলসেবিতায়ৈ নিবৃত্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৭৮-৭৯

ইঁ ঈঁ[৪] যোগিনীপ্রতিষ্ঠাং[৫] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ[৬]।
উঁ ঊঁ তপস্বি[৭] বিদ্যাঞ্চ শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ[৮] ॥ ৮০ ॥

ইঁ ঈঁ যোগিনীপ্রতিষ্ঠা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। উঁ ঊঁ তপস্বি বিদ্যা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—ইঁ ঈঁ যোগিনীপ্রতিষ্ঠাম্বাদেব্যৈ নমঃ। উঁ ঊঁ তপস্বিবিদ্যাম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৮০

ঋঁ ৠঁ শান্তং তথা শান্তিং শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।
ঌঁ ৡঁ মুনিং শান্ত্যতীতাং শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৮১ ॥

---

১ তা বি গ,—ঘ, দেবতান্যাস উচ্যতে।
২ ঐ,—ক, গ, ঘ, ন্যসেৎ।
৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, নিবৃত্ত্যম্বাপদাং।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ইমাং।
৫ ঐ,—খ, যোগপ্রতিষ্ঠাঞ্চ।
৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, পূর্ববদাচরেৎ।
৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তপস্বী।
৮ ঐ,—পূর্ববদাচরেৎ।

ঋঁ ৠঁ শান্ত শান্তি এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ঌঁ ৡঁ মুনি শান্ত্যতীতা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। [মন্ত্র—ঋঁ ৠঁ শান্তশান্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ঌঁ ৡঁ মুনিশান্ত্যতীতাম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ৮১

এঁ ঐঁ দেবঞ্চ হৃল্লেখাং শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।
ওঁ ঔঁ রাক্ষসশব্দান্তে গগনাং[1] পূর্ববৎ পরম্[2]।
অং অঃ বিদ্যাধরং রক্তাং শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৮২ ॥

এঁ ঐঁ দেব হৃল্লেখা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ওঁ ঔঁ রাক্ষস শব্দ তারপর গগনা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ। অঁ অঃ বিদ্যাধর রক্তা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—এঁ ঐঁ দেবহৃল্লেখাম্বাদেব্যৈ নমঃ। ওঁ ঔঁ রাক্ষসগগনাম্বাদেব্যৈ নমঃ। অঁ অঃ বিদ্যাধররক্তাম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৮৩

কঁ খঁ সিদ্ধং মহোচ্ছুষ্মাং[3] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।
গঁ ঘঁ সাধ্যমহাকরালাং[4] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৮৩ ॥

কঁ খঁ সিদ্ধ মহোচ্ছুষ্মা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। গঁ ঘঁ সাধ্যমহাকরালা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—কঁ খঁ সিদ্ধমহোচ্ছুষ্মাম্বাদেব্যৈ নমঃ। গঁ ঘঁ সাধ্যমহাকরালাম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৮৩

ঙঁ চঁ সাপ্সরসং জয়াং[5] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।
ছঁ জঁ গন্ধর্ববিজয়াং শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৮৪ ॥

ঙঁ চঁ সাপ্সরস জয়া এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ছঁ জঁ গন্ধর্ব বিজয়া এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—ঙঁ চঁ সাপ্সরসজয়াম্বাদেব্যৈ নমঃ। ছঁ জঁ গন্ধর্ববিজয়াম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৮৪

ঝঁ ঞঁ গুহ্যকশব্দান্তে অজিতং পূর্ববৎপরম্[6]।
টঁ ঠঁ যক্ষাপরাজিতাং[7] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৮৫ ॥

---

১ তা বি গ.—ক, গ, শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ। ২ র গ, পূর্ববদুচ্চরেৎ।

৩ তা বি গ.—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ. সিদ্ধিমহোচ্ছুষ্মং; ঐ.—ঙ, ক, খ এবং র গ. মহোগ্রাভাং।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সাধ্যকরালাশ্চ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তথাপ্সরোজয়াং।

৬ ঐ,—ক, অজিতাংশেষং পূর্ববৎ পরম্; ঐ,—ঙ, এবং র গ. শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।

৭ তা বি গ,—খ, যক্ষং পরাজিতাং; ঐ,—ঙ, এবং র গ, যক্ষোঽপরাজিতাম্।

ঋঁ ঞঁ গুহ্যক শব্দের পর অজিতা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ। টঁ ঠঁ যক্ষাপরাজিতা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—ঋঁ ঞঁ গুহ্যকাজিতাম্বাদেব্যৈ নমঃ। টঁ ঠঁ যক্ষাপরাজিতাম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৮৫

ডঁ টঁ কিন্নরবামাঞ্চ[১] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।
ণঁ তঁ পন্নগজ্যেষ্ঠাঞ্চ শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৮৬ ॥

ডঁ টঁ কিন্নরবামা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ণঁ তঁ পন্নগজ্যেষ্ঠা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চরণ করতে হবে। (মন্ত্র—ডঁ টঁ কিন্নরবামাম্বাদেব্যৈ নমঃ। ণঁ তঁ পন্নগজ্যেষ্ঠাম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৮৬

থঁ দঁ টঁ পিতৃরৌদ্রাম্বাং[২] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।
ধঁ নঁ গণেশমায়াঞ্চ শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ[৩] ॥ ৮৭ ॥

থঁ দঁ টঁ পিতৃরৌদ্রাম্বা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ধঁ নঁ গণেশমায়া এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—থঁ দঁ পিতৃরৌদ্রাম্বাম্বাদেব্যৈ নমঃ। ধঁ নঁ গণেশমায়াম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৮৭

পঁ ফঁ ভৈরবশব্দান্তে কুণ্ডলীং পূর্ববৎ পরম্।
বঁ ভঁ বটুক[৪] কালীঞ্চ শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৮৮ ॥

পঁ ফঁ ভৈরব শব্দের পর কুণ্ডলী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ। বঁ ভঁ বটুককালী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—পঁ ফঁ ভৈরবকুণ্ডল্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। বঁ ভঁ বটুককাল্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৮৮

মঁ যঁ ক্ষেত্রেশং কালরাত্রিঞ্চ শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ[৫]।
রঁ লঁ প্রমথভগবতীং[৬] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৮৯ ॥

মঁ যঁ ক্ষেত্রেশ কালরাত্রি এবং শেষ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। রঁ লঁ প্রমথভগবতী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—মঁ যঁ ক্ষেত্রেশকালরাত্র্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। রঁ লঁ প্রমথভগবত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ৮৯

বঁ শঁ ব্রহ্মাসর্বেশ্বরীং[৭] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।
ষঁং সঁং বিষ্ণুঞ্চ সর্বজ্ঞাং শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥ ৯০ ॥

---

১ তা বি গ,—গ, কিন্নরবালাঞ্চ। ২ তা বি গ,—ঘ, পিতৃরৌদ্রৌ শুঃ।
৩ ঐ,—ক, গণেশশব্দান্তে কালরাত্রিঞ্চ পূর্ববৎ। ৪ ঐ,—ঘ, বটুকং।
৫ ঐ,—ঘ,-ধৃত পাঠ। তা বি গ, এবং র গ, ক্ষেত্রেশশব্দান্তে কালরাত্রিঞ্চ পূর্ববৎ।
৬ ঐ,—ক, প্রথমং ভগবতীং ; ঐ,—ঘ, ঙ, এবং র গ, প্রথমভগবতীং।
৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ব্রহ্মসর্বেশ্বরীং ; ঐ,—ক, ব্রহ্মসর্বৈশ্বর্যাং। ঐ— গ, ব্রহ্মসর্বৈশ্বর্য্যাদি।

ব্ঁ শঁ ব্রহ্মাসর্বেশ্বরী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। যঁ সঁ বিষ্ণুঃ সর্বজ্ঞা এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—ব্ঁ শঁ ব্রহ্মাসর্বেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। যঁ সঁ বিষ্ণুসর্বজ্ঞাম্বাদেব্যৈ নমঃ)। ৯০

হঁ লঁ রুদ্রসর্বকর্ত্রী শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।
ক্ষং চরাচরশক্তিশ্চ শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ[1] ॥ ৯১ ॥

হঁ লঁ রুদ্রসর্বকর্ত্রী এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। ক্ষং চরাচরশক্তি এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ উচ্চারণ করতে হবে। (মন্ত্র—হঁ লঁ রুদ্রসর্বকর্ত্র্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ক্ষং চরাচরশক্ত্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)।

অঙ্গুষ্ঠগুল্‌ফজঙ্ঘাসু জানূরুকটিপার্শ্বকে।
স্তনকক্ষ[2]করস্কন্ধকর্ণমূর্ধস্বপি ক্রমাৎ ॥ ৯২ ॥
দক্ষভাগাদিবামান্তং বিন্যসেৎ কুলনায়িকে।
ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে সর্বদেবাত্মিকাং পদম্ ॥ ৯৩ ॥
আয়ৈ[3] পরাম্বাদেব্যৈ চ হৃদয়ে ব্যাপকং ন্যসেৎ।
দেবন্যাসং বিধায়েথং মাতৃকন্যাসমাচরেৎ ॥ ৯৪ ॥

ওগো কুলনায়িকা, অঙ্গুষ্ঠ, গুল্‌ফ, জঙ্ঘা, জানু, ঊরু, কটি, পার্শ্ব, স্তন, কক্ষ, কর, স্কন্ধ, কর্ণ, মূর্ধা এইসব স্থানে যথাক্রমে দক্ষিণ দিক্ থেকে আরম্ভ করে বাম দিকে শেষ করে ন্যাস করতে হবে। ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর সর্বদেবাত্মিকাপদ আয়ৈ বলে হৃদয়ে ন্যাস এবং ব্যাপকন্যাস করতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ (হংসঃ) সর্বদেবাত্মিকায়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ নমঃ]। এইভাবে দেবন্যাস করে মাতৃকান্যাস করতে হবে।

ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে কবর্গানন্তকোটিভূ।
চরীকুলসেবিতায়ৈ[4] আঁ ক্ষ্ঁা হ্রি মঙ্গলাপদম্ ॥ ৯৫ ॥
অম্বাদেব্যৈ নমো[5] কুম্বাদ্যা ক্ষ্ঁা ব্রাণ্যান্তঃ[6] পরম্।
অম্বাদেব্যৈ ততোঽনন্তকোটিভূতং কুলং[7] বদেৎ ॥ ৯৬ ॥

---

১ তা বি গ.—ঙ. চরাচরশব্দান্তে কুলশক্তিশ্চ পূর্ববৎ; র গ. চরাচরবন্দান্তে কুলশক্তিশ্চ পূর্বশ্চ।

২ তা বি গ.—ঙ. এবং র গ. বক্ষঃ।

৩ র গ. আদ্যৈ।

৪ তা বি গ.—ক, খ, গ, ঘ. চরীকুলশ্চ সহিতায়ৈ।

৫ ঐ.—খ. ধঁ বামাদেব্যৈ ততো।

৬ ঐ.—ঙ. এবং র গ. ব্রাহ্মাং বসুমনালে ততঃ।

৭ তা বি গ.—খ. কোটিভূতপদং; ঐ.—ঙ. এবং র গ. ততো।

সহিতায় ততো মঙ্গলনাথায় অঁ ক্ষঁ[1] বদেৎ।
অঁ ক্ষঁ অসিতাঙ্গভৈরবনাথায়[2] নম উচ্চরেৎ ॥ ৯৭ ॥

ঙ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর কবর্গ অনন্তকোটিভূচরীকুলসেবিতায়ৈ আঁ ক্ষাঁ মঙ্গলাপদ অম্বাদেব্যৈ নমঃ বলতে হবে। তারপর আঁ ক্ষাঁ ব্রহ্মাণী অম্বাদেব্যৈ তারপর অনন্তকোটিভূতকুল বলে সহিতায় মঙ্গলনাথায় অঁ ক্ষঁ বলতে হবে। এর পর অঁ ক্ষঁ অসিতাঙ্গভৈরবনাথায় নমঃ উচ্চারণ করতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ (হংসঃ) কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ অনন্তকোটিভূচরীকুলসেবিতায়ৈ অাঁ ক্ষাঁ মঙ্গলাম্বাদেব্যৈ নমঃ। অাঁ ক্ষাঁ ব্রহ্মাণ্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। অনন্তকোটিভূতকুলসহিতায় অঁ ক্ষঁ মঙ্গলনাথায় নমঃ। অঁ ক্ষঁ অসিতাঙ্গভৈরবনাথায় নমঃ)। ৯৫-৯৭

চবর্গং খেচরীং ঈঁ লাঁ চর্চিকাঞ্চ মহেশ্বরীম্[3]।
বেতালং ই লঁ চর্চিকং[4] রু রুং শেষঞ্চ পূর্ববৎ ॥ ৯৮ ॥

চবর্গ খেচরী ঈঁ লাঁ চর্চিকা মহেশ্বরী বেতাল ইঁ লঁ চর্চিক রু রু এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ-খেচরী-ঈঁ লাঁ চর্চিকা-মহেশ্বর্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। বেতাল ইঁ লঁ চর্চিকরুরুভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ)। ৯৮

টবর্গ পাতালচরীং উঁ হাঁ যোগেশ্বরীং বদেৎ।
কৌমারীঞ্চ পিশাচঞ্চ উঁ হঁ যোগেশচণ্ডকৌ ॥ ৯৯ ॥
তবর্গং দিক্‌চরীং ঋঁ সাঁ হরসিদ্ধাঞ্চ[5] বৈষ্ণবীম্।
অপস্মারং ঋঁ সঁ হরসিদ্ধক্রোধাদি পূর্ববৎ[6] ॥ ১০০ ॥

টবর্গ পাতালচরী উঁ হাঁ যোগেশ্বরী বলতে হবে। তারপর কৌমারী পিশাচ উঁ হঁ যোগেশ ও চণ্ডক এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ পাতালচরী-উঁ হাঁ যোগেশ্বরীকৌমার্যম্বাদেব্যৈ নমঃ)। পিশাচ-উঁ হঁ যোগেশচণ্ডকভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ।

---

১ তা বি গ,—খ, সহিতায় ততঃ ক্ষঁ মঙ্গলনাথায় তং; ঐ,—ঙ, সেবিতায় ততঃ অঁ ক্ষঁ মঙ্গলনাথায় ততো; ব গ, সেবিতায় ততো অঁ ক্ষঁ মঙ্গলনাথায় ততো।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, অসিতাঙ্গভৈরবায়।

৩ তা বি গ,—খ, চবর্গং খেচরীং ঈঁ লাঁ চর্চিকামহেশানীং তথা; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, চবর্গং খেচরী ঈঁ লাঁ চাকচর্চিকা চ মহেশ্বরী; ঐ—গ, চবর্গং খেচরীমীবাং চর্চিতাঞ্চ মহেশ্বরীম্।

৪ ঐ,—খ, চর্ক্কিকং; ঐ,—ঙ, বেতাল ম ঈঁ লাঁ চর্ক্কিকং; ব গ, বেতাল ম ঈঁ লাঁ চর্চিকং।

৫ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, ষঁ হরসিদ্ধাস্ত।

৬ ঐ,—ক, খ, গ, ঘ, অপস্মারং সংহারসিদ্ধিং ক্রোধাদিপূর্ববৎ।

ত-বর্গ দিক্‌চরী খৃঁ সাঁ হরসিদ্ধা বৈষ্ণবী বলতে হবে। তারপর অপস্মার খৃঁ সঁ হরসিদ্ধক্রোধ এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ দিক্‌চরী খৃঁ সাঁ হরসিদ্ধাবৈষ্ণব্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। অপস্মার[1] খৃঁ সঁ হরসিদ্ধক্রোধভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ)। ৯৯-১০০

পবর্গং সহচরীং ঞ্রৃঁ[2] ষাঁ ভট্টিং বারাহতঃ[3] পরম্।
ব্র্ক্ষরাক্ষসকং ঌঁ[4] ষঁ ভট্টোন্মত্তাদি পূর্ববৎ ॥ ১০১ ॥

পবর্গ সহচরী ঞ্রৃঁ ষাঁ ভট্টি বারাহী তারপর ব্রহ্মরাক্ষসক ঌঁ ষঁ ভট্টোন্মত্তা এবং বাকী অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ সহচরী-ঞ্রৃঁ ষাঁ ভট্টিবারাহ্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। ব্র্ক্ষরাক্ষসক ঌঁ ষঁ ভট্টোন্মত্তভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ)। ১০১

যবর্গং স্যাদ্ গিরিচরীং[5] ঐঁ শাঁ কিলকিলেতি[6] চ।
ইন্দ্রাণীং চেটকং ঐঁ শঁ কিলিঃ কাপালিকস্তথা[7] ॥ ১০২ ॥

যবর্গ গিরিচরী ঐঁ শাঁ কিলকিলা ইন্দ্রাণী বলে চেটক ঐঁ শঁ কিলি-কাপালিক এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—যঁ রঁ লঁ বঁ গিরিচরী ঐঁ শাঁ কিলকিলেন্দ্রাণ্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। চেটক ঐঁ শঁ কিলিকাপালিক-ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ)। ১০২

শবর্গং স্যাৎ বনচরীং[8] ঔঁ ষাঁ কালাদিরাত্রি[9]চ।
চামুণ্ডাং প্রেতং ঔঁ ষঁ চঁ[10] কালরাত্রিশ্চ ভীষণঃ ॥ ১০৩ ॥

---

১ ট বর্গের বর্ণের পর…উঁ হাঁ…দেব্যৈ নমঃ এবং…উঁ হঁ…ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ বলা হয়েছে। আবার প বর্গের বর্ণের পর ঞ্রৃঁ ষাঁ…দেব্যৈ নমঃ এবং ঌঁ ষঁ…ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ বলা হয়েছে। তা দেখে মনে হয় ত বর্গের বর্ণের পর…ঋৃঁ সাঁ…দেব্যৈ নমঃ এবং…ঋৃঁ সঁ ভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ এরূপ হবে। আকর গ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে বলে সন্দেহ হয়।

২ র গ, ঌং।

৩ তা বি গ,—খ, ভট্টিং বারাহ্নতঃ পরম্; তা বি গ,—ঘ, সংহারবাহতঃ।

৪ র গ, ঌং।　　৫ তা বি গ—ঙ, র গ, স্যাদ্গিরিচরীং।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কিলকিলীতি।

৭ তা বি গ,—খ, কিলকিলঃ কপোলিকঃ; ঐ,—ক, গ, ঘ, কিলকিলা কাপালিকঃ; র গ, কাপালিকিস্তথা।

৮ র গ, শবর্গং বনচরীং।

৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দেবি কালাদিরাত্রি।

১০ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, চামুণ্ডাং ঔঁ ষঁ উচ্চার্য।

শবর্গ বনচরা ঔ[২] ঝাঁ কালরাত্রি চামুণ্ডা বলে প্রেত ওঁ বঁ কালরাত্রি ভীষণ এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—শঁ ষঁ সঁ হঁ বনচরী ঔ[২] ঝাঁ কালরাত্রিচামুণ্ডাম্বাদেব্যৈ নমঃ। প্রেত ওঁ বঁ কালরাত্রিভীষণভৈরবনাথাভ্যাং নমঃ)। ১০৩

লঁ ক্ষ[২] জলচরীং অঃ লাঁ বদেৎ[১] পশ্চাচ্চ ভীষণাম্।
মহালক্ষ্মীং শাকিনীঞ্চ অ[২] লঁ পশ্চাচ্চ ভীষণম্[২] ॥ ১০৪ ॥
সংহারভৈরবঞ্চৈব[৩] শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ।
মূলাধারলিঙ্গনাভিহৃন্নাহতবিশুদ্ধয়োঃ[৪] ॥ ১০৫ ॥
আজ্ঞাভাল[৫]তলব্রহ্মরন্ধ্রেষেবং প্রবিন্যসেৎ।
ত্রিতারমূলমন্ত্রান্তে মাতৃভৈরবশব্দতঃ ॥ ১০৬ ॥
অধিপায়ৈ পরাম্বা[৬]দেব্যৈ নমো ব্যাপকং ন্যসেৎ।
মাতৃন্যাসং মহেশানি কুর্যাদেবং সমাহিতঃ ॥ ১০৭ ॥

লঁ ক্ষ[২] জলচরী অঃ লাঁ ভীষণা মহালক্ষ্মী শাকিনী বলে অ[২] লঁ ভীষণ সংহারভৈরব এবং শেষ অংশ পূর্ববৎ বলতে হবে। (মন্ত্র—লঁ ক্ষ[২] জলচরী অঃ লাঁ ভীষণামহালক্ষ্মীশাকিন্যম্বাদেব্যৈ নমঃ। অ[২] লঁ ভীষণসংহারভৈরবনাথায় নমঃ)।

মূলাধার, লিঙ্গ (স্বাধিষ্ঠান), নাভি (মণিপুর), অনাহত (হৃদয়), বিশুদ্ধ (কণ্ঠ), আজ্ঞা (ভ্রূমধ্য), ভাল, তল (প্রসৃতপাণি), ব্রহ্মরন্ধ্র এইসব স্থানে ন্যাস করতে হবে।

ওঁ-যুক্ত মূলমন্ত্রের পর মাতৃভৈরব অধিপায়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ নমঃ বলে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। ওগো মহেশানী, সমাহিত হয়ে এই প্রকারে মাতৃকান্যাস করতে হবে। [মন্ত্র—ওঁ (হংসঃ) মাতৃভৈরবাধিপায়ৈ পরাম্বাদেব্যৈ নমঃ]। ১০৪-১০৭

---

১ ভা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, লক্ষং জলচরীং মাং লাং ভবেৎ।

২ ঐ,—ক, অঁ লাক্ষ মহালক্ষ্মীং শাকিনীং নক্ষভীষণং ; ঐ,—খ, মহালক্ষ্মীরাকিণীঞ্চ অঁ লঁ পশ্চাচ্চ ভীষণঃ ; ঐ,—গ, ঘ, অঁঃ লাক্ষমহালক্ষ্মী শাকিন্যনক্ষ ভীষণাঃ ; ব্র গ, পশ্চাচ্চ-ভীষণঃ।

৩ ব্র গ, ভৈরবশ্চৈব।

৪ ব্র গ, অনাহতবিশুদ্ধিষু।

৫ ভা বি গ,—খ, ফল।

৬ ভা বি গ,—খ, পরাত্মা।

এবং স্বস্তনুর্দেবি ধ্যায়েদ্দেব[1]মনন্যধীঃ।
অমৃতার্ণবমধ্যোদ্যন্মণিদ্বীপে সুশোভিতে[2] ॥ ১০৮ ॥
কল্পবৃক্ষবনান্তঃস্থমণি[3]মাণিক্যমণ্ডপে।
নবরত্নময়[4]শ্রীমৎসিংহাসনগতে[5]হম্বুজে ॥ ১০৯ ॥
ত্রিকোণান্তঃ সমাসীনং চন্দ্রসূর্যায়ুতপ্রভম্[6]।
অর্দ্ধাম্বিকাসমাযুক্তং প্রবিভক্তবিভূষণম্ ॥ ১১০ ॥
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং সদা ষোড়শবার্ষিকম্।
মন্দস্মিতমুখাম্ভোজং ত্রিনেত্রং চন্দ্রশেখরম্[7] ॥ ১১১ ॥
দিব্যাম্বরস্রগালেপং[8] দিব্যাভরণভূষিতম্,
পানপাত্রঞ্চ চিন্মুদ্রাং ত্রিশূলং পুস্তকং করৈঃ[9] ॥ ১১২ ॥
বিদ্যাসংসিদ্ধিং বিভ্রাণং সদানন্দমুখেক্ষণম্।
মহাযোঢ়োদিতাশেষদেবতাগণসেবিতম্ ॥ ১১৩ ॥
এবং চিত্তাম্বুজে ধ্যায়েদর্দ্ধনারীশ্বরং শিবম্।
পুংরূপং বা স্মরেদ্দেবি স্ত্রীরূপং বা বিচিন্তয়েৎ ॥ ১১৪ ॥
অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
সর্বতেজোময়ং দেবি সচরাচরবিগ্রহম্ ॥ ১১৫ ॥

দেবী, এইপ্রকারে ন্যাসযুক্তদেহ সাধক অনন্যমনা হয়ে দেবতার ধ্যান করবে। অমৃতসমুদ্রে জেগে উঠেছে শোভন মণিদ্বীপ। সেখানে কল্পবৃক্ষের বনে মণিমাণিক্যের মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে নবরত্নময় আসনপদ্ম। অপরিমেয়দীপ্তি-সম্পন্ন চন্দ্রসূর্যসমাযুক্ত ত্রিভুজের মধ্যে সেই আসন। তাতে সৌষ্ঠবসম্পন্ন সৌন্দর্য্যাধিকারী কোটিকন্দর্পের লাবণ্যযুক্ত নিত্যষোড়শবর্ষীয় অর্ধগৌরীতনু ত্রিলোচন চন্দ্রশেখর উপবিষ্ট। তাঁর মুখপদ্মে মন্দস্মিতহাস্য। তিনি দিব্যাম্বর-মাল্যধারী, দিব্যাভরণভূষিত। তাঁর অঙ্গে আলেপ। তার হস্তে পানপাত্র, চিৎ-মুদ্রা, ত্রিশূল এবং পুস্তক। তাঁর সদানন্দ মুখ এবং দৃষ্টি বিদ্যা ও সিদ্ধি

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, ধ্যায়েদ্দেবী।
২ ঐ,—গ, ঘ, মধ্যস্থসুবর্ণদ্বীপশোভিতে।
৩ ঐ,—ঘ, ঙ, এবং ব্র গ, নব।
৪ ঐ,—ঘ, নবমহোময় ; ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, নবরত্নময়ং।
৫ ঐ,—গ, ঘ, সিংহাসনমহাম্বুজে।
৬ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, চন্দ্রসূর্যসমন্বিতম্।
৭ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, চন্দ্রচূড়কম্।
৮ ঐ—গ, ঘ, স্রগালেপং।
৯ তা বি গ,—ক, দক্ষিণে করে।

বহন করছে। মহাযোঢ়াতে আবির্ভূত অশেষদেবতাগণসেবিত এই অর্দ্ধ-নারীশ্বর শিবের ধ্যান করতে হবে হৃদয়াম্বুজে। পুরুষরূপে বা স্ত্রীরূপে দেবতার ধ্যান কর্তব্য। অথবা, ওগো দেবী, সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্বতেজোময় সচরাচর-বিগ্রহ নিষ্কলের ধ্যান করা উচিত। ১০৮-১১৫

ততঃ সন্দর্শয়েন্মুদ্রাদশকং[১] পরমেশ্বরি।
যোনিং লিঙ্গঞ্চ সুরভিং হেতি[২] মুদ্রাচতুষ্টয়ম্ ॥ ১১৬ ॥
বনমালাং মহামুদ্রাং নভোমুদ্রামিতি ক্রমাৎ।
যথাশক্তি মন্ত্রমূলং জপেৎ ঈপাদুকামপি[৩]।
মূর্দ্ধ্নি সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি শ্রীগুরুং শিবরূপিণম্ ॥ ১১৭ ॥
সহস্রদলপঙ্কজে সকলশীতরশ্মিপ্রভম্।
বরাভয়করাম্বুজং বিমলগন্ধপুষ্পস্রজম্[৪]।
প্রসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিণম্।
স্মরেৎ শিরসি হংসগং তদভিধানপূর্বং গুরুম্ ॥ ১১৮ ॥

দশমুদ্রা—লিঙ্গমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, ত্রিশূলমুদ্রা, মালামুদ্রা, ইষ্ট(বর)মুদ্রা, অভী(অভয়)মুদ্রা, মৃগমুদ্রা, খট্বাঙ্গমুদ্রা, কপালমুদ্রা এবং ডমরুমুদ্রা, এই দশমুদ্রা শিবের। (দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ষষ্ঠতরঙ্গ, ৪৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত যামল-বচন।)

আলোচ্য শ্লোকে যোনিমুদ্রা, লিঙ্গমুদ্রা, সুরভি অর্থাৎ ধেনুমুদ্রা, হ অর্থাৎ মৃগমুদ্রা, বনমালামুদ্রা (মালামুদ্রা), মহামুদ্রা এবং নভোমুদ্রা এই ক'টি নাম পাওয়া যাচ্ছে; দশটি নাম নেই। পুরশ্চর্যার্ণবে যামলোক্ত যে তালিকা দেওয়া হয়েছে (উপরে বিবৃত) তার সঙ্গে এই তালিকা ঠিক মিলছে না। এখানে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা হয়েছে। এই মুদ্রাগুলি যে শিবের তা তালিকা দেখে অনুমান করা যায়। দেবতাভেদে মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

মন্ত্রমূল—মন্ত্রের মূল অর্থাৎ বীজমন্ত্র। ঈ-পাদুকা—ঈ অর্থ শক্তি। ঈপাদুকা অর্থাৎ শক্তিপাদুকা।

তারপর, ওগো পরমেশ্বরী, মুদ্রাদশক প্রদর্শন করতে হবে। যোনি, লিঙ্গ, সুরভি (ধেনু) এবং মৃগ এই মুদ্রাচতুষ্টয় এবং বনমালামুদ্রা, মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা

---

১ তা বি গ,—খ, সমস্তাং।
২ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, চেতি।
৩ ব গ, যথাশক্তি জপেন্মন্ত্রং মূলং শ্রীপাদুকামপি।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পুষ্পাম্বরম্।

এই ক্রমে প্রদর্শন করতে হবে। যথাশক্তি বীজমন্ত্র এবং শক্তিপাদুকামন্ত্র জপ করতে হবে। মস্তকে শিবরূপী শ্রীগুরুর চিন্তা করতে হবে। তিনি মস্তকস্থিত সহস্রদলপদ্মে অবস্থান করছেন। তিনি পূর্ণচন্দ্রপ্রভাময়। তাঁর করপদ্মে বরাভয়মুদ্রা, গলদেশে শুভ্রসুগন্ধপুষ্পমাল্য। তিনি প্রসন্নবদন, প্রসন্নদৃষ্টি, সর্বদেবরূপী, হংসগ এবং হংসাভিধানযুক্ত। এইরূপে গুরুর ধ্যান করতে হবে। ১১৬-১১৮

এবং ন্যাসে কৃতে দেবি সাক্ষাৎ পরশিবো[১] ভবেৎ।
মন্ত্রী নৈবাত্র সন্দেহো নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ ॥ ১১৯ ॥

দেবী, গৃহীতমন্ত্র সাধক এই প্রকারে ন্যাস করলে পর নিগ্রহানুগ্রহ করতে সমর্থ সাক্ষাৎ পরশিব হবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ১১৯

মহাষোঢ়াহ্বয়ং ন্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে।
দেবাঃ সর্বে নমস্যন্তি তং নমামি ন সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥

যে প্রতিদিন মহাষোঢ়ানামক ন্যাস করে তাকে সব দেবতারা নিঃসংশয় নমস্কার করেন ; আমি নমস্কার করি। ১২০

মহাষোঢ়াহ্বয়ং ন্যাসং করোতি যত্র[২] পার্বতি।
দিব্যক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সমন্তাদ্দশযোজনম্ ॥ ১২১ ॥

ওগো পার্বতী, যে-স্থানে সাধক মহাষোঢ়ানামক ন্যাস করে সেই স্থান এবং তার চারপাশের দশযোজন পরিমিত স্থান দিব্যক্ষেত্র বলে কীর্তিত হয়। ১২১

কৃত্বা ন্যাসমিমং দেবি যত্র গচ্ছতি মানবঃ।
তত্র স্যাদ্বিজয়ো লাভঃ সম্মানঃ পৌরুষং প্রিয়ে ॥ ১২২ ॥

দেবী, এই ন্যাস করে মানুষ যেখানে যায়, প্রিয়ে, সেখানে সে বিজয়, সম্মান এবং পৌরুষ লাভ করে। ১২২

মহাষোঢ়াকৃতন্যাসস্তদজ্ঞং যদি বন্দতে[৩]।
মাসান্মৃত্যুমবাপ্নোতি[৪] যদি ত্রাতা শিবঃ স্বয়ম্[৫] ॥ ১২৩ ॥

যে ব্যক্তি মহাষোঢ়ান্যাস করেছে সে যদি উক্ত ন্যাস করেনি এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রণাম করে তা'হলে দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিত্রাণকারী স্বয়ং শিব হলেও সে একমাসের মধ্যে মারা যাবে। ১২৩

---

১ তা বি গ,—ক, পরাশয়ো। ২ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, যঃ করোতি হি।

৩ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; ঐ—ঙ, এবং র গ, তদীক্ষয়তি বন্দিতঃ ; তা বি গ, স্তেন যো বন্দ্যতে শিবে।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, যণ্‌মাসান্মৃত্যুমাপ্নোতি।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সদাশিবঃ।

বজ্রপঞ্জরনামানমেতঃ[১] ন্যাসং করোতি যঃ।
দিব্যন্তরীক্ষভূশৈলজলারণ্যনিবাসিনঃ ॥ ১২৪ ॥
প্রচণ্ডভূতবেতালদেবযক্ষোরগাদয়ঃ[২]
ভয়গ্রস্তেন মনসা নেক্ষন্তে তং কুলেশ্বরি ॥ ১২৫ ॥

ওগো কুলেশ্বরী, যে বজ্রপঞ্জরনামক এই ন্যাস করে দিব্য-অন্তরীক্ষ-ভূ-শৈল-অরণ্য এসব স্থানে বাসকারী প্রচণ্ড ভূত বেতাল দেবতা যক্ষ সর্পাদি মনে মনে এত ভয় পেয়ে যায় যে তার দিকে তাকায় না। ১২৩-২৫

মহাষোঢ়াকৃত[৩]ন্যাসং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
দেবাঃ সর্বে নমস্যন্তি[৪] ঋষয়োঽপি মুনীশ্বরাঃ ॥ ১২৬ ॥

যে-ব্যক্তি মহাষোঢ়ান্যাস করেছে তাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ এবং মুনীশ্বরগণ নমস্কার করেন। ১২৬

বহুনোক্তেন কিং দেবি ন্যাসমেতং মম প্রিয়ম্[৫]।
নাপুত্রায় বদেদ্দেবি নাশিষ্যায় প্রকাশয়েৎ[৬] ॥ ১২৭ ॥

দেবী, বেশী কথা বলে কি হবে। এই ন্যাস আমার প্রিয় ন্যাস। এটি পুত্র ছাড়া আর কাউকে বলা হবে না এবং শিষ্য ছাড়া আর কারো কাছে প্রকাশ করা হবে না। ১২৭

আজ্ঞাসিদ্ধিমবাপ্নোতি রহসি ন্যাসমাচরেৎ[৭]।
অতঃ পরতরঃ সাক্ষাদ্দেবতাভাবসিদ্ধয়ে[৮]।
লোকে নাস্তি ন সন্দেহঃ সত্যমেতদ্বদাম্যহম্[৯] ॥ ১২৮ ॥

এই ন্যাস যে করবে সে আজ্ঞাসিদ্ধি লাভ করবে অর্থাৎ সে যা আজ্ঞা করবে তা-ই হবে। এই ন্যাস গোপনে করা উচিত। এটি সাক্ষাৎ দেবতাভাবসিদ্ধি

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, নামেদং মন্ত্রী।
২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, রক্ষোগ্রহাদয়ঃ।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মহাষোঢ়াহ্বয়ং।
৪ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, প্রকুর্বন্তি।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, না শিষ্যায় প্রকাশয়েৎ।
৬ ঐ,—ঙ, নাপরায় চ দেবেশি অন্ত শিষ্য প্রদায়িকা; র গ, নাপরায় চ দেবেশি অন্তসিদ্ধিপ্রদায়িকা।
৭ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, তস্মান্ন্যাসং সমাচরেৎ।
৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, অস্মাৎ পরতরা রক্ষা দেবতাভাবসিদ্ধিদা।
৯ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সত্যং সত্যং বরাননে।

প্রদান করতে পারে ; এ জগতে নিঃসন্দেহ এর চেয়ে উত্তম আর কোনো ন্যাস নেই, আমি তোমাকে সত্য বলছি। ১২৮

উৰ্দ্ধাম্নায়প্রবেশশ্চ[1] পরাপ্রাসাদচিন্তনম্।
মহাষোঢ়াপরিজ্ঞানং নাল্পস্য তপসঃ ফলম্ ॥ ১২৯ ॥

উর্ধ্বাম্নায়ে প্রবেশ, পরাপ্রাসাদচিন্তন এবং মহাষোঢ়াজ্ঞান—এসব অল্প তপস্যার ফল নয়। ১২৯

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিন্মহান্যাসাদিকং[2] প্রিয়ে।
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ১৩০ ॥

প্রিয়ে, এই তোমাকে মহান্যাসাদি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছুটা বললাম। আবার আর কি শুনতে চাও। ১৩০

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে মহাষোঢ়াকথনং নাম চতুর্থ উল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকযুক্ত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্ভুক্ত উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে মহাষোঢ়াকথন নামক চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত। ৪

---

১ তা বি গ,—ঙ, প্রবেশশ্চ।
২ তা বি গ,—ঙ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দেবি মন্ত্রোদ্ধারাদিকং।

পঞ্চম উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশাধারপাত্রাণাং পিশিতানাঞ্চ লক্ষণম্।
কুলদ্রব্যস্য নির্মাণং ভেদং মাহাত্ম্য[১]মেব চ ॥ ১ ॥
অবিধানেন যৎ পাপং সবিধানেন যৎ ফলম্।
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি বদ মে করুণানিধি ॥ ২ ॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, কুলদ্রব্যের আধারপাত্রের এবং মাংসাদি আমিষ দ্রব্যের লক্ষণ, কুলদ্রব্য তৈরী করা, তার প্রকারভেদ এবং মাহাত্ম্য, কুলদ্রব্য গ্রহণাদি যথাবিধি না করলে কি পাপ হয় এবং করলে কি ফল লাভ হয়, এই সমস্ত বিষয়ে সব শুনতে চাই। হে করুণানিধি, আমায় কৃপা করে বল। ১-২

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ ত্রিদশৈঃ সমতাং ব্রজেৎ ॥ ৩ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা সব বল্‌ছি, শোন। এইসব শোনামাত্র মানুষ দেবতার সমান হয়ে যায়। ৩

আধারেণ বিনা ভ্রংশো ন চ তৃপ্যন্তি[২] মাতরঃ।
তস্মাদ্বিধিবদাধারং কল্পয়েৎ কুলনায়িকে ॥ ৪ ॥

বিহিত আধার না হলে সাধকের অধঃপতন হয় এবং তার পূজায় মাতৃগণ তৃপ্ত হন না। ওগো কুলনায়িকা, সেইজন্য যথাবিধি আধার তৈরী করতে হবে। ৪

আধারং ত্রিপদং[৩] প্রাহুঃ ষট্‌পদং বা চতুষ্পদম্।
অথবা বর্ত্তুলাকারং কুর্যাদ্দেবি মনোহরম্[৪] ॥ ৫ ॥

দেবী, আধার তেপায়া, চারপায়া বা ছপায়া অথবা মনোহর বর্ত্তুলাকার হবে বলা হয়। ৫

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ম্ন গ, ভেদমাহাত্ম্য।
২ ঐ,—গৃহ্ণন্তি।
৩ তা বি গ,—ক, ত্রিবিধং।
৪ ঐ,—ঘ, ঙ, এবং ম্ন গ, মনোরমম্।

স্বর্ণরৌপ্যশিলাকূর্মকপালালাবুমৃন্ময়ম্[১]।
নারিকেলশঙ্খতাম্রমুক্তাশুক্তিসমুদ্ভবম্[২] ॥ ৬ ॥
পুণ্যক্ষেত্র[৩] সমুদ্ভূতং পাত্রং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অতিসূক্ষ্মমতিস্থূলং ছিন্নং ভিন্নঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৭ ॥

সোনা, রূপা, পাথর, কাছিমের খোল, কপাল, লাউ, মাটি, নারিকেল মালা, শঙ্খ, তামা, মুক্তা, শুক্তি এই সবের আধার হবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্রে জাত বস্তুর পাত্র করবে; অতিসূক্ষ্ম অতিস্থূল এবং ভাঙ্গাচোরা পাত্র বর্জন করবে। ৬-৭

সুবর্ণরৌপ্যতাম্রাণি[৪] সর্বসিদ্ধিকরাণি চ।
শান্তিকে চ শিলাপাত্রং[৫] স্তম্ভনে চৈব মৃন্ময়ম্ ॥ ৮ ॥
নারিকেলঞ্চ বশ্যে স্যাদভিচারে[৬] চ কূর্মজম্।
শঙ্খং জ্ঞানপ্রদং মুক্তাশুক্তির্বিদ্যাপ্রদায়িনী[৭] ॥ ৯ ॥
কপালালাবুপাত্রাণি যোগসিদ্ধিকরাণি[৮] চ।
পুণ্যক্ষেত্রজ[৯]পাত্রাণি সর্বপাপহরাণি চ।
উক্তেষেতেষু পাত্রেষু[১০] পাত্রমেকং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১০ ॥

সোনা রূপা ও তামার পাত্র সর্বসিদ্ধিকর। শান্তিস্বস্ত্যয়নে পাথরের পাত্র, স্তম্ভনকর্মে মাটির পাত্র, বশীকরণে নারিকেল মালার পাত্র এবং অভিচারে কাছিমের খোলের পাত্র বিহিত। শঙ্খের পাত্র জ্ঞানপ্রদ, মুক্তা এবং শুক্তির পাত্র বিদ্যাপ্রদ, কপাল এবং লাউ এই দুইয়ের পাত্র যোগসিদ্ধিকর এবং পুণ্যক্ষেত্রজাত সব পাত্র সর্বপাপহরণকারী। এই যে-সব পাত্রের কথা বলা হল তার মধ্য থেকে কোনো একটি বেছে নিতে হবে। ৮-১০

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, স্বর্ণরৌপ্যময়ৈঃ কূর্মকপালালাবুকৃতৈঃ।
২ ঐ,—খ, নারিকেলং শঙ্খমুক্তাশুক্তিকাচসমুদ্ভবম্। ব্র গ, নারিকেলঞ্চ শঙ্খঞ্চ মুক্তাশুক্তিসমুদ্ভবম্।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পুণ্যবৃক্ষ।
৪ ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, স্বর্ণরৌপ্যাণি তাম্রাণি।
৫ ঐ,—ঙ, চপলাপাত্রং। ৬ তা বি গ,—ক, বশ্যাদ্যাবভিচারে।
৭ ঐ,—ক,-ধৃত পাঠ; ঐ,—খ, মুক্তাশুক্তিঃ প্রীতিপ্রবর্ধিনী; তা বি গ, শুক্তির্দেবী-প্রীতিপ্রদায়িনী।
৮ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, সর্বপাপহরাণি চ।
৯ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পুণ্যবৃক্ষজ।
১০ তা বি গ,—ঙ এবং ব্রগ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দেবেশি।

কুলদ্রব্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা[১] ।
অম্ভসাং দ্বাদশপ্রস্থং প্রস্থার্দ্ধং তক্রমেব চ ॥ ১১ ॥
তণ্ডুলানাং চতুঃপ্রস্থং দ্বিপ্রস্থঞ্চ তথান্ধসাম্[২] ।
মুষ্টিমাত্রাঙ্কুরৈঃ সার্দ্ধং একস্মিন্ যোজয়েদ্[৩] ঘটে ॥১২ ॥

প্রস্থ—চার কুড়ব, চার আঁজলা।

দেবী, কুলদ্রব্যের কথা বলছি, সমাহিত হয়ে শোন। বার প্রস্থ জল, আধা প্রস্থ তক্র, চার প্রস্থ চাল, দু প্রস্থ ঘি, এইসব এক মুঠ অঙ্কুরের (দূর্বাঙ্কুরের) সঙ্গে একত্র করে একটি ঘটে রাখতে হবে। ১১-১২

শীতাদিরহিতে স্থানে স্থাপয়েদ্দিবসদ্বয়ম্[৪] ।
পশ্চাদগ্নৌ[৫] সমারোপ্য জম্বালসদৃশং পচেৎ[৬] ॥

ঘটটি শীতাদিরহিত স্থানে দুদিন রাখতে হবে। তারপর আগুনে চাপিয়ে মিশ্রিত দ্রব্য কাদা কাদা করে পাক করতে হবে। ১৩

অবরোপ্য পুনঃ শীতামবস্থাং প্রাপয়েত্ততঃ[৭] ।
পাদোনপ্রস্থকৈঃ পিষ্ট্বা[৮] হস্তাভ্যাং মেলয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৪ ॥

এবার আগুনের উপর থেকে নাবিয়ে এনে আবার ঠাণ্ডা করতে হবে। এরপর দ্রব্যটি পৌনে একপ্রস্থ পরিমাণ করে নিয়ে সুধী ব্যক্তি হাতে ডলে ডলে বেশ করে মিশাবে। ১৪

প্রস্থার্দ্ধান্ তণ্ডুলান্ বাপ্য[৯] পরেদ্যুস্তৎ সমাঙ্কুরৈঃ[১০] ।
সম্যক্ সংমর্দ্য তক্রেণ পাকমালোড্য মেলয়েৎ[১১] ।
এষা পৈষ্টীতি বিখ্যাতা পূজিতা দেবদানবৈঃ ॥ ১৫ ॥

এরপর বস্তুটির উপর আধা প্রস্থ চাল ছড়িয়ে দেবে এবং পরের দিন তার সমপরিমাণ অঙ্কুর মিশিয়ে ভাল করে মাড়বে। তারপর সেই কাই-এর সঙ্গে

---

১ তা বি গ,—খ, সমাসতঃ।
২ ঐ,—গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, তথাম্ভসাং।
৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, মুষ্টিমাত্রাঙ্কুরো দেবি একস্মিন্মেলয়েদ্।
৪ ঐ,—খ, দিবসদ্বয়মানতঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্থাপয়েদ্ঘোরবেশ্মনি।
৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তস্মাদগ্নিং।
৬ ঐ,—খ, দিবসে মাগুনাস্কৃতম্ ; ঐ,—গ, জলকর্দ্দমবৎ পচেৎ।
৭ ঐ,—ক, শীতমবপাদেন প্রস্থকৈঃ ; ঐ,—খ, শীতমবস্থাভাঙ্কুরৈঃসহ।
৮ ঐ,—খ, পক্কা।
৯ ঐ,—ক, পক্কা।
১০ ঐ,—ক,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, পরেদ্যুস্তৎ সমুজ্জয়েৎ।
১১ ঐ, ক, পাকমালোক্য ; ঐ,—খ, মেলয়িত্বা বিচক্ষণঃ।

তক্র ভাল করে নেড়ে নেড়ে মিশাবে। এইটি পৈষ্টী নামে বিখ্যাত। দেবতা দানব সব এর আদর করে। ১৫

গৌড়ী চ শ্বেতবর্ব্বরজম্বূত্বক্‌সাধিতাম্ভসাম্[১]।
দশপ্রস্থং কুলেশানি ধাতকীকুসুমং শুভম্[২] ॥ ১৬ ॥
নারিকেলপ্রসূনং বা চৈকপ্রস্থং বিনিক্ষিপেৎ।
হরীতকী চাক্ষফলং[৩] বসুনিষ্কপ্রমাণতঃ[৪] ॥ ১৭ ॥
বহ্নিং ত্রিকটুকঞ্চাপি[৫] নিষ্কমাত্র প্রমাণতঃ[৬]।
অশীতিগুড়সম্মিশ্রমেকস্মিন্ যোজয়েদ্ ঘটে[৭] ॥ ১৮ ॥
করেণ ভ্রাময়েৎ সম্যগনুলোমবিলোমতঃ।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা ত্রিসন্ধ্যং প্রতিবাসরম্[৮] ॥ ১৯ ॥
দ্বাদশাহেন পাকঃ স্যাৎ স্রাবয়েত্তৎত্রয়োদশে[৯]।
এষা গৌড়ীতি কথিতা শিবসাযুজ্যহেতুকী[১০] ॥ ২০ ॥

নিষ্ক=১৬ মাষা। ১ মাষা=দশ রতি। বহ্নি=১. নিম্বুক (কাগজী লেবু); ২. ভল্লাত গাছ, ভেলা গাছ (Semecarpus Anacardium)। ত্রিকটুক—মিলিত শুণ্ঠী পিপ্পলী ও মরিচ।

কুলেশানী, দশপ্রস্থ শ্বেতবাবলার ছাল এবং জামের ছাল জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে তার মধ্যে এক প্রস্থ ধাইফুল অথবা নারকেল ফুল দেবে, আট নিষ্ক করে হরতকী ও বহেড়া দেবে, এক নিষ্ক করে ভেলাগাছের ছাল (কাগজী লেবু) ও ত্রিকটু দেবে। এবার আশী নিষ্ক গুড় মিশিয়ে সব দ্রব্য একটি ঘটে রাখবে। এরপর অনুলোম বিলোম ক্রমে হাত ঘুরিয়ে ঘট মধ্যস্থ দ্রব্য একশ আটবার আলোড়িত করবে। প্রতিদিন তিন সন্ধ্যা এটি করতে

---

১ তা বি গ,—ক, গৌড়ী চাশ্বথবব্বুলজম্বূত্বক্‌সাধিতাম্ভসা ; ঐ,—গ, ঘ, গৌড়ী চাশ্বথবব্বুল ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, গৌড়ী চূর্ণময়ী বব্বুলত্বক্ সহসাম্ভসা।

২ তা বি গ,—খ, তু বা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সমং।

৩ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, চাব্র্ফলং।

৪ ঐ,—খ, দশনিষ্কপ্রমাণতঃ।   ৫ র গ, বহ্নিস্ত্রিকটুকঞ্চাপি।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নিষ্কমাত্রং ক্ষিপেৎ পৃথক্।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, গুড়সম্মিশ্রমেকস্মিন্ যোজয়েৎ সুদৃঢ়ে ঘটে।

৮ ঐ,—ঙ এবং র গ, ত্রিষু রাত্রিন্দিবং মতম্।

৯ ঐ,—ক,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, দশাহেন তু পাকঃ স্যাৎ পীয়তে তত্র যোগিনী ; তা বি গ, পালয়েত্তৎ ত্রয়োদশে।

১০ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, হেতুকা।

হবে। এমনি করে বার দিনে দ্রব্যের পাক হবে। তের দিনের দিন একে জ্বাল দিতে হবে। একে বলা হয় গৌড়ী। এটি শিবসাযুজ্য লাভের হেতু। ১৬-২০

দ্বিগুণং মকরন্দস্য[1] বারি সংযোজয়েদ্ ঘটে।
দ্বাদশাহেন পাকঃ স্যাচ্ছেষমন্যৎ পুরোক্তবৎ।
এষা মাধ্বী সমুদিষ্টা দেবতাপ্রীতিকারিণী ॥ ২১ ॥

ঘটে যতটা মধু দেবে তার দ্বিগুণ জল দেবে। বার দিনে এর পাক হবে। এ সম্বন্ধে বক্তব্যের অবশিষ্ট অংশ সদ্য যা বলা হল সেই মতো। একে বলা হয় মাধ্বী। এটি দেবতার প্রীতি সম্পাদন করে। ২১

একা শুণ্ঠী দ্বিবহ্নিশ্চ মরীচত্রিতয়ং[2] তথা।
ধাতকী চ চতুষ্কং স্যাৎ পঞ্চপুষ্পাণি ষণ্মধু[3] ॥ ২২ ॥
অশীতিগুড়সম্মিশ্রং শেষমন্যৎ পুরোক্তবৎ।
ইদং মনোহরং দ্রব্যং যোগিনীপানমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

একভাগ শুঁট, দুইভাগ কাগজী (বা ভেলাগাছের ছাল), তিনভাগ গোলমরিচ, চারভাগ ধাইফুল, পাঁচভাগ পুষ্প, ছভাগ মধু এবং আশীভাগ গুড় একত্র মিশাতে হবে। এ সম্বন্ধে বক্তব্যের অবশিষ্ট অংশ সম্প্রতি যা বলা হল সেইমতো হবে। এই মনোহর দ্রব্য যোগিনীদের উত্তম পানীয়। ২২-২৩

সার্দ্ধেন্দুপলকং দধ্নো[4] মাহিষং প্রস্থমাত্রকম্[5]।
মোচাপক্কশতঞ্চাপি যোগোঽয়ং মদিরা শোভা[6] ॥ ২৪ ॥
তং মেলয়িত্বা সংযোজ্য[7] সান্দ্রে[8] বংশপুটে পচেৎ।
চত্বারিংশদ্দিনান্যষ্টৌ পঙ্কে পঙ্কজ-সঙ্কুলে[9] ॥ ২৫ ॥
নি[10]:ধায়োদ্ধৃত্য কিরণৈঃ সৌরৈঃ সম্যগ্ বিশোষয়েৎ[11]।
যদা চ কঠিনীভাবস্তদা সংগৃহ্য সাধকঃ[12] ॥ ২৬ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, মকরন্দঃ স্যাৎ।
২ ঐ,—মরীচষিতয়ং।
৩ ঐ,—পুষ্পাণি ষণ্মধুত্রয়ম্।
৪ তা বি গ,—ক, ঙ, এবং ব্র গ, সার্দ্ধেন্দুপলকো দধ্না।
৫ তা বি গ,—ক, প্রস্থকাষ্ঠকম্।
৬ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, মদিরা স্মৃতা।
৭ তা বি গ,—খ, সংমৃজ্য।
৮ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, সার্দ্ধং।
৯ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং ব্র গ, পঙ্কজসম্ভবে।
১০ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, বি।
১১ ব্র গ, সর্বাপশোষয়েৎ; তা বি গ,—ঙ, সর্বাণি শোষয়েৎ।
১২ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মানবঃ; ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, মানতঃ।

গুঞ্জাফলপ্রমাণস্তু জলৈঃ[১] সম্মিলিতং শুভম্ ।
আস্বেচ্ছং[২]পূরয়েৎ পাত্রং পরমানন্দদং[৩] পরম্॥ ২৭ ॥
এতদপ্যুত্তমং দ্রব্যং সর্বদেবপ্রিয়ং প্রিয়ে ।
এতানি[৪] মদহেতূনি মদ্যান্যনানি কারয়েৎ ॥ ২৮ ॥

দেড়পলক (১ পলক = ৮ তোলা) দই, এক প্রস্থ ভইষা ঘি, একশ অপক্ক কদলী, এসব সংযোগে মনোহর মদ্য হয়। এই একত্রীকৃত পদার্থ বেশ ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে স্থূল বংশছিদ্রে অর্থাৎ মোটা বাঁশের চোঙায় ভরে তার পাক করতে হবে। চোঙাটি আটচল্লিশ দিন পঙ্কজসঙ্কুল পঙ্কে অর্থাৎ পদ্মপুকুরের পাঁকে পুঁতে রাখতে হবে। তার পর উঠিয়ে এনে রোদে বেশ করে শুকোতে হবে। যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন সাধক তা থেকে গুঞ্জাফল প্রমাণ অর্থাৎ এক রতি পরিমাণ নিয়ে জলে গুলে তা দিয়ে আপন ইচ্ছানুরূপ পরমানন্দকর পাত্র পূর্ণ করবে। প্রিয়ে, এটিও সর্বদেবতার প্রিয় উত্তম দ্রব্য। এইসব মদ্যবীজ অর্থাৎ কিণ্ব বা বাখর অন্যান্য মদ তৈরী করায় অর্থাৎ তা মিশিয়ে অন্যান্য মদ তৈরী করা হয়। ২৪-২৮

পানসং দ্রাক্ষমাধুকং[৫] খার্জুরং তালমৈক্ষবম্ ।
মধ্বখং শীধু[৬] মাধ্বীকং মৈরেয়ং[৭] নারিকেলজম্ ॥ ২৯ ॥
মদ্যান্যেকাদশৈতানি ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ ।
দ্বাদশন্তু সুরা মদ্যং সর্বেষামুত্তমং প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥

মাধুক এবং মাধ্বীক এই উভয়ের অর্থই মধুকপুষ্পজাত মদ্য অর্থাৎ মহুয়ার মদ। অনুমান করা যায়, উপাদান এক হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল।

পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জুর, তাল, ঐক্ষব, মধ্বখ, শীধু, মাধ্বীক, মৈরেয়, নারিকেলজাত—এই একাদশ প্রকার মদ্য ভুক্তিমুক্তিকর। প্রিয়ে, দ্বাদশ সুরা। এটি সর্বোত্তম মদ্য। ২৯-৩০

পৈষ্টী গৌড়ী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
সর্বসিদ্ধিকরী পৈষ্টী গৌড়ী ভোগপ্রদায়িনী ॥ ৩১ ॥
মাধ্বী মুক্তিকরী জ্ঞেয়া সুরা স্যাদ্ দেবতাপ্রিয়া[৮] ।
বিদ্যাপ্রদৈশ্বরী জ্ঞেয়া[৯] ব্রাহ্মী রাজ্যপ্রদা ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

---

১ র গ, জলে। ২ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, আস্বস্থং।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মকরন্দরসৈঃ। ৪ তা বি গ,—ঘ, ইত্যাদি।
৫ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, মাধ্বীকং।
৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মধূচ্ছিষ্টস্থ। ৭ তা বি গ,—ঘ, বাসন্তী।
৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সুরাখ্যা দেবতা প্রিয়ে। ৯ তা, বি গ,—ঘ, হালা।

তালজা স্তম্ভনে শস্তা খার্জ্জূরী রিপুনাশিনী।
নারিকেলভবা শ্রীদা পানসী চ শুভপ্রদা ॥ ৩৩ ॥
মধুজাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্র্যরিপুনাশিনী[১]।
মৈরেয়াখ্যা কুলেশানি সর্বদা[২] পাপহারিণী ॥ ৩৪ ॥
ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভূতং মদ্যং বল্কলসম্ভবম্।
মধুপুষ্পসমুদ্ভূতং আসবং তণ্ডুলোদ্ভবম্ ॥ ৩৫ ॥
যস্যানন্দো নির্বিকার[৩] আমোদশ্চ মনোহরঃ[৪]।
মদ্যং তদুত্তমং[৫] দেবি দেবানাং প্রীতিদায়কম্[৬] ॥ ৩৬ ॥
আস্বেচ্ছং[৭] পূরয়েৎ পাত্রং পরমানন্দবর্দ্ধনম্[৮]।
এতদামোদকং দ্রব্যং সর্বদেবপ্রিয়ং প্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥

পৈষ্টী গৌড়ী ও মাধ্বী, সুরা এই ত্রিবিধ জানবে। পৈষ্টী সর্বসিদ্ধি প্রদান করে, গৌড়ী ভোগ আর মাধ্বী মুক্তি। সুরা দেবতাদের প্রিয়। ইক্ষুজাত সুরা বিদ্যাপ্রদা, দ্রাক্ষী সুরা রাজ্যপ্রদা। তালজা সুরা অর্থাৎ তাড়ি স্তম্ভনকর্মে প্রশস্ত, খেজুররসের সুরা রিপুনাশিনী অর্থাৎ মারণকর্মে প্রশস্ত। নারিকেলজাতা সুরা শ্রী প্রদান করে আর পনস-রসজাতা সুরা শুভপ্রদা। ওগো কুলেশানী, মধুজা নামক সুরা জ্ঞানকরী এবং দারিদ্র্য ও রিপুনাশকারিণী। মৈরেয়া নামক সুরা সদা পাপহারিণী। ক্ষীরবৃক্ষ সমুদ্ভূত ও বল্কলসম্ভূত মদ্য, মধুকপুষ্পসমুদ্ভূত মদ্য, তণ্ডুলোদ্ভূত আসব অর্থাৎ ধেনো মদ, এইসব বিভিন্ন প্রকারের মদ্য। দেবী, যার আনন্দ নির্বিকার এবং যার আমোদ মনোহর সেই মদ্য উত্তম এবং দেবতাদের প্রীতিদায়ক। নিজের ইচ্ছামতো পরমানন্দবর্ধক পাত্র পূর্ণ করতে হবে। প্রিয়ে, এই আমোদকর দ্রব্য সব দেবতাদের প্রিয়। ৩১-৩৭

সুরাদর্শনমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তদ্‌গন্ধাঘ্রাণমাত্রেণ[৯] শতক্রতুফলং লভেৎ ॥ ৩৮ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মধুকজা জ্ঞানকরী মাধ্বীকা রোগনাশিনী।

২ তা বি গ,—খ, সর্বদা।

৩ র গ, যস্যানন্দং নির্বিকারং; তা বি গ,—খ, যৎ সানন্দরুচিকর।

৪ র গ, সমানি চ মনোহরং; তা বি গ,—ঙ, সমানি চ মনোহরঃ।

৫ তা বি গ,—গ, ঘ, অমৃতং তদ্‌ধ্রুবং।

৬ র গ, প্রীতিকারকং।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, আত্মহং।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পরমানন্দবাগ্রয়ঃ।

৯ তা বি গ,—ঘ, তদ্দ্রব্যাঘ্রাণমাত্রে°

সুরাদর্শনমাত্র সাধক সর্বপাপমুক্ত হয় এবং তার গন্ধগ্রহণমাত্র শত যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৩৮

মদ্যস্পর্শন[1]মাত্রেণ তীর্থকোটিফলং লভেৎ।
দেবী তৎপানতঃ সাক্ষাল্লভেন্মুক্তিং চতুর্বিধাম্ ॥ ৩৯ ॥

মুক্তিং চতুর্বিধাং—চতুর্বিধ মুক্তি, যথা—সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য এবং সারূপ্য। অথবা সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য।

দেবী, মদ্যস্পর্শমাত্র সাধক কোটিতীর্থের ফল লাভ করবে এবং তা পান করলে সাক্ষাৎ চতুর্বিধ মুক্তিলাভ করবে। ৩৯

ইচ্ছাশক্তিঃ সুরামোদে জ্ঞানশক্তিশ্চ তদ্রসে[2]।
তৎস্বাদে ক্রিয়াশক্তিস্তদুল্লাসে পরা স্থিতা[3] ॥ ৪০ ॥

সুরার সৌরভে ইচ্ছাশক্তি, তার রসে অর্থাৎ তরল সুরায় জ্ঞানশক্তি, তার আস্বাদে ক্রিয়াশক্তি এবং তজ্জনিত উল্লাসে পরাশক্তি অধিষ্ঠিতা। ৪০

মদিরা ব্রহ্মগাঃ প্রোক্তাঃ[4] চিত্তশোধনসাধনা[5]।
তাসামেকাং সমাহৃত্য পূজাকর্ম সমাচরেৎ ॥ ৪১ ॥

সব মদিরাকে বলা হয় ব্রহ্মগা এবং চিত্তশুদ্ধির সাধন। তার মধ্য থেকে যে-কোনো একটি সংগ্রহ করে পূজাকর্ম করতে হবে। ৪১

মদ্য[6] মাংসাদিবিজয়াং চাষ্টগন্ধৈঃ সুমিশ্রিতাম্।
সংমর্দ্য বটিকাং কৃত্বা সংগৃহ্ণাথ বিচক্ষণঃ।
মদ্যাভাবে তু বটিকাং জলে সংযুজ্য তর্পয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অষ্টগন্ধ—শক্তিসম্বন্ধী অষ্টগন্ধ, যথা—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চোর, কুঙ্কুম, গোরচনা, জটামাংসী এবং কপি।

বিচক্ষণ ব্যক্তি মদ্য, মাংস এবং ভাঙ অষ্টগন্ধের সঙ্গে ভাল করে মিশ্রিত করে বেটে বড়ি তৈরী করে সংরক্ষিত করবে। মদ্যের অভাব হলে এই বটিকা জলে গুলে দেবতার তৃপ্তি বিধান করবে। (এটি প্রথম অনুকল্প)। ৪২

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, তত্র সম্পর্ক ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তত্র সংস্পর্শ।

২ ঐ,—ঙ, তদ্রবে ; র গ, তদ্দ্রবে।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পরাস্থিতিঃ।

৪ র গ, মদিরা ব্রহ্মগা প্রোক্তা ; তা বি গ,—ক, মদিরাব্রহ্মমায়োয়।

৫ ঐ, ক, স্রোতঃশোধনসাধনা ; ঐ,—খ, চেতঃশোধনসাধনা ; ঐ,—ঙ, চিত্তশোধনসাধিনী ; র গ, চিত্তশোধনসাধিনী।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মৎস্য।

গুড়মিশ্রেণ তক্রেণ তর্পয়েৎ[১] মধুভাজিনা।
সৌবীরেণাথবা কুর্যাদেতৎ[২] কর্ম ন লোপয়েৎ।
প্রমাদাদ্ যদি লুপ্যেত দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩ ॥

মদ্যব্যবহারকারী গুড়মিশ্রিত তক্রের দ্বারা দেবতার তৃপ্তিবিধান করবে। (এটি দ্বিতীয় অনুকল্প)। অথবা সৌবীর অর্থাৎ কাঁজির দ্বারা এই শাস্ত্রবিহিত কর্ম করবে। (এটি তৃতীয় অনুকল্প)। মদ্য বাদ দেবে না। প্রমাদবশতঃ কেউ যদি এটি বাদ দেয় তা' হলে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে। ৪৩

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং খ-ভূ-জলচরং প্রিয়ে।
যথাসম্ভবমপোকং তর্পণার্থং প্রকল্পয়েৎ।
মাংসদর্শনমাত্রেণ সুরাদর্শনবৎ ফলম্[৩] ॥ ৪৪ ॥

প্রিয়ে, মাংস ত্রিবিধ বলা হয়। যথা—খেচর, ভূচর আর জলচরের মাংস। দেবতার তৃপ্তির জন্য যথাসম্ভব তার একটির আয়োজন করতে হবে। মাংস দর্শনমাত্র সুরাদর্শনে যেরূপ ফল লাভ হয় সেইরূপ ফললাভ হয়।

পিতৃদৈবতযজ্ঞেষু বৈধহিংসা বিধীয়তে[৪]।
আত্মার্থং প্রাণিনাং হিংসা কদাচিন্নোদিতা প্রিয়ে ॥ ৪৫ ॥

পিতৃযজ্ঞে এবং দেবযজ্ঞে বৈধহিংসা করা চলে। প্রিয়ে, শাস্ত্রে নিজের জন্য প্রাণিহিংসার কথা কখনো বলা হয় নি। ৪৫

স্বনিমিত্তং[৫] তৃণং ব্যপি ছেদয়েন্ন কদাচন।
দেবতার্থং দ্বিজার্থং বা[৬] হত্বা পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৪৬ ॥

নিজের জন্য এক গাছি তৃণও কখনো ছেদন করা উচিত নয়। দেবতার জন্য বা দ্বিজের জন্য প্রাণিবধ করলে কেউ পাপে লিপ্ত হবে না। ৪৬

মামনাদৃত্য পুণ্যোঽপি পাপং স্যাৎ প্রত্যবায়তঃ[৭]।
মন্নিমিত্তং চরেৎ পাপং[৮] পুণ্যং ভবতি শাম্ভবি ॥ ৪৭ ॥

---

১ তা বি গ,—ঘ, নর্দ্দয়েৎ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, ভেন বা।
২ ঐ,—খ, কুর্যাদ্দৈদ্ধব।
৩ ব গ,-এ এই শ্লোকার্ধ 'প্রমাদাদ্ যদি ইত্যাদি' শ্লোকার্ধের পরেই দেওয়া হয়েছে।
৪ তা বি গ,—খ, বেদে হিংসা বিধীয়তে; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, দেবি হিংসা বিভাবিতা।
৫ তা বি গ,—ঙ, ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, অনিমিত্তং।
৬ ঐ,—খ, ঙ, এবং ব গ, দ্বিজং গাং বা।
৭ ঐ,—ক, গ, ঘ, ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পুণ্যং পাপং স্যাৎ প্রতিভাষতঃ।
৮ ঐ,—ক, গ, ঘ, মন্ত্রিমন্ত্রকৃতং পাপং।

আমাকে অনাদর করে পুণ্য করলেও তা প্রত্যবায়হেতু পাপ হয়ে যায়। ওগো শাম্ভবী, আমার নিমিত্ত পাপাচরণ করলেও তা পুণ্য হয়ে যায়। ৪৭

যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা।
শ্রীকৌলদর্শনে চাপি ভৈরবেন মহাত্মনা ॥ ৪৮ ॥

যে-সব দ্রব্যের দ্বারা পতন হয় সে-সবের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় একথা শ্রীকৌলদর্শনেও মহাত্মা ভৈরব বলেছেন। ৪৮

যৎকর্ম[1] কুর্বতাং পুংসাং কর্মলোপো ভবেৎ যদি[2]।
তৎকর্ম তে প্রকুর্বন্তি সপ্তকোটিমুনীশ্বরাঃ ॥ ৪৯ ॥

কোনো কর্ম করলে পুরুষের কর্মলোপ অর্থাৎ কর্মক্ষয় যদি হয় তবে সেই কর্ম সপ্তকোটি মুনীশ্বর করে থাকে।

হন্যান্মন্ত্রেণ চানেন ত্বভিমন্ত্র্য পশুং প্রিয়ে।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পূজ্য[3] চান্যথা নরকং ব্রজেৎ[4] ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ে, এই মন্ত্রের দ্বারা পশুকে অভিমন্ত্রিত করে এবং গন্ধ পুষ্প-অক্ষত দিয়ে পূজা করে বলি দিতে হবে। যে এর অন্যথা করবে সে নরকে যাবে। ৫০

শিবোৎকৃত্তমিদং পিণ্ডমতস্ত্বং শিবতাং গতঃ[5]।
তদ্বুধ্যস্ব[6] পশো ত্বং হি মাশিবস্ত্বং[7] শিবোঽসি হি ॥ ৫১ ॥

শিবের দ্বারা ছিন্ন হবে তোমার দেহ। অতএব, তুমি শিবত্ব প্রাপ্ত হবে। হে পশু, তুমি এটি অবগত হও। তুমি অশিব নও; তুমি যে শিব। ৫১

ব্রহ্মা স্যাৎ পললে[8] বিষ্ণুর্গন্ধে রুদ্রশ্চ তদ্রসে[9]।
পরমাত্মা তদানন্দে তস্মাৎ সেব্যমিদং প্রিয়ে ॥ ৫২ ॥

প্রিয়ে, পশুর মাংসে ব্রহ্মা, গন্ধে বিষ্ণু, রসধাতুতে রুদ্র, তার আনন্দে (অর্থাৎ তদ্‌ভক্ষণজনিত আনন্দে) পরমাত্মা। অতএব, এটি ভক্ষণ করা উচিত। ৫২

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং স্ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, যৎকর্ম।
২ স্ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ভবেন্নহি (যদি)।
৩ স্ব গ, পূজ্যং। ৪ তা বি গ,—ক, নিষ্ফলং ভবেৎ।
৫ স্ব গ, চাতু অতস্ত্বাং শিবতাং ব্রজেৎ; তা বি গ,—গ, ঙ, অতস্তাং শিবতাং ব্রজেৎ; ঐ,—খ গ মতস্ত্ব সেব্যতাং গতৈঃ।
৬ ঐ,—ঙ, এবং স্ব গ, তদ্বুদ্ধ্যাতু।
৭ স্ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মা শিবত্বং।
৮ ঐ,—ক, খ, ঘ, ঙ, এবং স্ব গ, সলিলে। ৯ ঐ,—ক, তদ্রুচৌ।

মাংসাভাবে তু লশুনং সার্দ্রকং নাগরন্তু বা[১]।
আদায় পূজয়েদ্দেবীমন্যথা[২] নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

মাংসের অভাবে আদা সহ রশুন অথবা শুঁঠ দিয়ে দেবীর পূজা করবে; নৈলে পূজা নিষ্ফল হবে। ৫৩

মৎস্যমাংসবিহীনেন মদ্যেনাপি ন[৩] তর্পয়েৎ।
ন কুর্যান্মৎস্যমাংসাভ্যাং[৪] বিনা দ্রব্যেণ পূজনম্[৫] ॥ ৫৪ ॥

মৎস্য মাংস ছাড়া কেবল মদ্য দ্বারা দেবতার তৃপ্তি বিধান করবে না। আর মদ্য ছাড়া কেবল মৎস্য মাংস দিয়েও পূজা করবে না। ৫৪

পিশিতং তিলমাত্রন্তু তিলার্দ্ধমপি বিন্দুনা।
সকৃত্তর্পণমাত্রেণ সর্বযজ্ঞফলং[৬] লভেৎ ॥ ৫৫ ॥

তিল পরিমাণ বা তিলার্দ্ধ পরিমাণ মাংস এক বিন্দু মদ্যের সহিত একবার মাত্র অর্পণ করলে সাধক সর্বযজ্ঞের ফল লাভ করবে। ৫৫

কুলপূজাসমং নাস্তি পুণ্যমন্যজ্জগৎত্রয়ে।
তস্মাদ্ যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা ভুক্তিমুক্ত্যোঃ স ভাজনম্ ॥ ৫৬ ॥

ত্রিজগতে কুলপূজার মতো পুণ্য আর নেই। সেইজন্য, যে ভক্তি সহকারে পূজা করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়। ৫৬

অনধীতোঽপ্যশাস্ত্রজ্ঞো[৭] গুরুভক্তো দৃঢ়ব্রতঃ।
কুলপূজারতো যস্তু স মে প্রিয়তমো ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥

অধ্যয়নহীন অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও যদি গুরুভক্ত, দৃঢ়ব্রত এবং কুলপূজারত হয়, তা হলে সে আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে। ৫৭

চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণামপীশ্বরি।
পুংস্ত্রীনপুংসকানান্তু পূজিতেষ্টফলপ্রদা[৮] ॥ ৫৮ ॥

---

১ র গ, লশুনমার্দ্রকং নাগপল্লবং ; তা বি গ,—ঙ, নাগপল্লবম্।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পূজয়েদ্দেবিচান্যথা ; ঐ,—ক, গ, ঘ, নান্যথা।

৩ ঐ,—ক, গ, চ।

৪ ঐ,—খ, মৎস্যমাংসানাং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ন কুর্যান্মৎস্যমান্যং।

৫ র গ, পূজয়েৎ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কোটিযজ্ঞফলং।

৭ তা বি, গ,—ক, গ, ঘ, অনধীতশ্চ শাস্ত্রজ্ঞঃ।

৮ ঐ,—ক, গ, পূজিতা ত্বং সদাশিবে ; ঐ,—খ, পূজিতেষ্টং দদাতি হি ; ঐ,—ঘ, পূজিতা ত্বং সদা শিবঃ ; র গ, পূজিতেঽষ্টফলপ্রদা।

ঈশ্বরী, চতুর্বর্ণের চতুরাশ্রমের স্ত্রী-পুরুষ নপুংসক সকলের দ্বারা পূজিতা হয়ে তুমি অভীষ্ট ফল প্রদান কর। ৫৮

ইহামুত্র শুভং[1] দদ্যাৎ[2] পূজিতা সুবধূরিব।
অপূজিতা ত্বং দেবেশি দুঃখদা কুবধূরিব ॥ ৫৯ ॥

দেবেশী, তোমার পূজা করলে তুমি লক্ষ্মী বধূর মতো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শুভ প্রদান কর আর তোমার পূজা না করলে অলক্ষ্মী বধূর মতো দুঃখ দিয়ে থাক। ৫৯

কুলপূজাং বিনা যস্তু[3] করোত্যেবং সুদুর্মতিঃ।
স যাতি নরকং ঘোরমেকবিংশতিভিঃ কুলৈঃ[4] ॥ ৬০ ॥

যে অতিদুর্মতি ব্যক্তি কুলপূজা বিনা এরূপ করে অর্থাৎ মদ্যাদি সেবন করে সে এবং তার একবিংশতি পুরুষ ঘোর নরকে যায়। ৬০

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কুলপূজারতো ভবেৎ।
লভতে সর্বসিদ্ধিশ্চ নাত্র কার্যা বিচরণা ॥ ৬১ ॥

অতএব, সর্বপ্রযত্নে কুলপূজারত হতে হবে। তা'হলে সর্বসিদ্ধি লাভ হবে, এ সম্বন্ধে বিচারের অবকাশ নেই। ৬১

আরাধনাসমর্থশ্চেদ্দদ্যাদর্চনসাধনম্।
যো দাতুং নৈব শক্নোতি কুর্যাদর্চনদর্শনম্[5] ॥ ৬২ ॥

কেউ যদি আরাধনায় অসমর্থ হয় তবে সে অর্চনসাধন অর্থাৎ পূজাদ্রব্য প্রদান করবে। আর যার তা দেওয়ার শক্তি নেই সে অর্চনা দর্শন করবে।

সম্যক্ শতক্রতূন্ কৃত্বা যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সকৃৎ কৃত্বা কুলার্চনম্[6] ॥ ৬৩ ॥

সাধক সম্যক্ শতযজ্ঞ করে যে ফল পাবে একবার মাত্র কুলপূজা করলে সেই ফল পাবে। ৬৩

কৃত্বা ষোড়শদানানি যৎ ফলং লভতে প্রিয়ে[7]।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্ ॥ ৬৪ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ফলং
২ ঐ,—ক, গ, ঘ, ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দদ্যাঃ।
৩ ঐ,—খ, কুলপূজান্তরায়াস্তু। ৪ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, সহ।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, সাধনং।
৬ ঐ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, ক্রমার্চনম্।
৭ ঐ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, মহাষোড়শ দানানি কৃত্বা যচ্চ ফলং লভেৎ।

ষোড়শদানানি—ষোড়শ দান। যথা—ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকাযুগল, ধেনু, হিরণ্য, রজত। সাধরণতঃ শ্রাদ্ধাদিতে এই ষোড়শ দান করা হয়। ষোড়শ দানের অন্যরকম তালিকাও পাওয়া যায়।

শ্রীচক্রদর্শনম্—চক্রদর্শন। শ্রী-দেবাদির নামের পূর্বে প্রযোজ্য উপপদভেদ। পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনায় চক্রানুষ্ঠান বিহিত। "নিরুত্তরতন্ত্রে পঞ্চচক্রের কথা বলা হয়েছে। যথা—রাজচক্র, মহাচক্র, দেবচক্র, বীরচক্র এবং পশুচক্র। এই পঞ্চচক্রে শক্তিপূজা করতে হয়।" তবে যে চক্রটির নাম সাধারণতঃ শোনা যায় তা ভৈরবীচক্র। বিভিন্ন তন্ত্রে এই চক্রের বিবরণ পাওয়া যায়। (বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৭০—৬৭৭)।

ষোড়শদান করে যে-ফল লাভ করা যায় চক্রানুষ্ঠান দর্শন করলে সেই ফল লাভ হয়। ৬৪

সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নাত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
তৎফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা শ্রীচক্রদর্শনম্ [১]॥ ৬৫ ॥

সাড়ে তিনকোটি তীর্থে স্নান করলে লোকে যে ফল পায়, ভক্তিসহকারে চক্রদর্শন করলে সেই ফল পায়। ৬৫

বহুনোক্তেন কিং দেবি যথাভক্ত্যা[২] দদাতি যঃ।
কুলাচার্যায় পূজার্থং কুলদ্রব্যং স ধর্মবিৎ[৩] ॥ ৬৬ ॥

দেবী, বেশী কথা বলে কি হবে। যে কুলাচার্যকে পূজার জন্য কুলদ্রব্য যথাভক্তি দান করে সে ধর্মবিৎ। ৬৬

শৈবে বা বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে সুগতদর্শনে[৪]।
রৌদ্রে[৫] পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতে কুলমুখে তথা[৬] ॥ ৬৭ ॥
দক্ষিণে[৭] বামসিদ্ধান্তে বৈদিকাদিষু পার্বতি।
বিনাঽলিপিশিতাভ্যাস্তু[৮] পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দেবি সকৃৎ কৃত্বা ক্রমার্চনম্।
২ তা বি গ.—খ, শক্ত্যা।
৩ ঐ,—মন্ত্রবিৎ।
৪ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, শৌরেষু শত্তদর্শনে।
৫ তা বি গ,—ক,-ধৃত পাঠ, তা বি গ, বৌদ্ধে।
৬ ঐ,—খ, সাম্বে মন্ত্রে কালামুখে তথা; ঐ,—ঘ. কুলামুখে তথা; ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, তথা ব্রতমুখেঽপি বা।
৭ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সদক্ষ।
৮ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, বিনা নীলসিতাভ্যাস্তু।

পার্বতী, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, বৌদ্ধ, রৌদ্র, পাশুপত, সাংখ্য এসব দর্শনানুসারে কৃত আরাধনা ; কুলমুখ ব্রতে (অর্থাৎ যে ব্রতের আরাধ্যা শক্তি) এবং দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত, বেদাদি আচারে কৃত পূজা ; যদি মদ্যমাংসবিহীন হয় তা হলে তা নিষ্ফল হবে। ৬৭-৬৮

কুলদ্রব্যৈর্বিনা কুর্যাজ্জপপূজা[১]তপোব্রতম্।
নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দেবি ভস্মনীব যথাহুতম্ ॥ ৬৯ ॥

কুলদ্রব্য—পঞ্চমকারকে কুলদ্রব্য বলা হয়। একে কুলতত্ত্বও বলা হয়ে থাকে।

দেবী, কুলদ্রব্য ছাড়া জপ পূজা তপ ব্রত করলে তা ভস্মে ঘি ঢালার মতো নিষ্ফল হবে। ৬৯

যথৈবান্তশ্চরা[২] রাজ্ঞঃ প্রিয়াঃ স্যুর্ন বহিশ্চরাঃ।
তথান্তর্যাগনিষ্ঠা[৩] যে প্রিয়া মে দেবি নাপরে[৪] ॥ ৭০ ॥

দেবী, যেমন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরা রাজার প্রিয় হয়, বহিরঙ্গরা নয় তেমনি যারা অন্তর্যাগনিষ্ঠ তারা আমার প্রিয়, অন্যেরা নয়। ৭০

সমর্পয়ন্তি যে ভক্ত্যা আবাভ্যাং[৫] পিশিতাসবম্।
উৎপাদয়ন্তি চানন্দং মৎপ্রিয়াঃ কৌলিকাশ্চ তে[৬] ॥ ৭১ ॥

যারা ভক্তিভরে আমাদের দুজনকে মদ্যমাংস অর্পণ করে আমাদের আনন্দ উৎপাদন করে থাকে তারা আমার প্রিয়, তারাই কৌলিক। ৭১

আবয়োঃ পরমাকারং সচ্চিদানন্দলক্ষণম্[৭]।
কুলদ্রব্যোপভোগেন পরিস্ফুরতি[৮] নান্যথা ॥ ৭২ ॥

সচ্চিদানন্দলক্ষণ আমাদের দুজনের পরমাকার কুলদ্রব্য উপভোগের দ্বারাই (সাধকচিত্তে) পরিস্ফুরিত হয়, অন্য প্রকারে নয়। ৭২

অন্তঃস্থানুভবোল্লাসো মনোবাচামগোচরঃ।
কুলদ্রব্যোপভোগেন[৯] জায়তে নান্যথা প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, যজ্ঞ ; ঐ,—খ, কুর্যাৎ ধূপপূজা।
২ তা বি গ,—ক,-গ, ঘ, যথৈবান্নুচরা।
৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তেনান্তর্যাগনিষ্ঠা।
৪ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তে প্রিয়া দেবি নাপরে।
৫ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, করাভ্যাং।
৬ ঐ,—গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, যে।
৭ তা বি গ,—খ, বিগ্রহং।
৮ ঐ,—মতিঃ স্ফুরতি।
৯ ঐ,—ঙ, এবং র গ, কুলদ্রব্যোপভুক্তেন।

প্রিয়ে, কুলদ্রব্যের উপভোগে অন্তরে অবস্থিত অবাঙ্‌মনসোগোচর যে আনন্দোল্লাস জাত হয় তা অন্য কোন প্রকারে হয় না। ৭৩

সেবিতে চ কুলদ্রব্যে কুলতত্ত্বার্থদর্শনঃ[১]।
জায়তে ভৈরবাবেশঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ[২] ॥ ৭৪ ॥

কুলদ্রব্য সেবনে কুলতত্ত্বার্থদর্শী ব্যক্তির ভৈরবাবেশ হয় এবং সে সর্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করে।

তমঃপরিবৃতং বেশ্ম যথা দীপেন দৃশ্যতে।
তথা মায়াবৃতো হ্যাত্মা দ্রব্যপানেন[৩] দৃশ্যতে ॥ ৭৫ ॥

অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ যেমন প্রদীপের আলোতে দেখা যায় তেমনি মায়া দ্বারা আবৃত আত্মা দ্রব্য পানে প্রকাশিত হয়। ৭৫

মন্ত্রপূতং কুলদ্রব্যং গুরুদেবার্পিতং প্রিয়ে।
যে পিবন্তি জনাস্তেষাং স্তন্য[৪]পানং ন বিদ্যতে ॥ ৭৬ ॥

প্রিয়ে, যেসব লোক গুরু ও দেবতার নিকট নিবেদিত মন্ত্রপূত কুলদ্রব্য পান করে তাদের আর স্তন্যপান করতে হয় না অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। ৭৬

মদ্যন্তু ভৈরবো দেবো মদ্যং শক্তিঃ সমীরিতা।
অহো ভোক্তা চ মদ্যস্য[৫] মোহয়েদমরানপি ॥ ৭৭ ॥

মদ্য দেব ভৈরব। মদ্যকে বলা হয় শক্তি। আহা, যে মদ্যপান করে সে দেবতাদেরও মোহিত করে। ৭৭

তন্মৈরেয়ং নরঃ পীত্বা যো ন বিকুরুতে প্রিয়ে[৬]।
মদ্ধ্যানৈকপরো[৭] ভূত্বা স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ ॥ ৭৮ ॥

প্রিয়ে, সেই মৈরেয় পান করে যে-মানুষ বিকারগ্রস্ত হয় না এবং আমার ধ্যানে তন্ময় হয় সে মুক্ত, সে কৌলিক। ৭৮

---

১ তা বি গ,—খ, বাদিনঃ। ২ ঐ,—ক, খ, দর্শিনঃ।

৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, দিব্যপানেন ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, জ্ঞানদীপেন।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, জলং তেষাং স্তন।

৫ ঐ, ক, অহো ভুক্তং হি মদ্যং হি ; ঐ,—খ, অগ্রভুক্তঞ্চ মদ্যঞ্চ ; ঐ,—গ, অহো ভুক্তং তদ্ভয় ; ঐ,—ঘ, অহো ভুক্তং তদধিকং।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, পিবং পীত্বা যোগাদাশ্রয়তে নরঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পিবং পীত্বা যো বা বিকুরুতে নরঃ।

৭ ঐ,—ক, গ, ঘ, মদ্যোঽনেকপরো।

সুরা শক্তিঃ শিবো[1] মাংসং তদ্ভোক্তা[2] ভৈরবঃ স্বয়ম্।
তয়োরৈক্যসমুৎপন্ন আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে[3] ॥ ৭৯ ॥

সুরা শক্তি, শিব মাংস আর তার ভোক্তা স্বয়ং ভৈরব। তাঁদের (শিব-শক্তির) ঐক্যসমুৎপন্ন আনন্দকে বলা হয় মোক্ষ। ৭৯

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্[4]।
তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে ॥ ৮০ ॥

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ। তা দেহে অবস্থিত। মদ্য তা অভিব্যক্ত করে। এইজন্য, যোগীরা মদ্যপান করে। ৮০

কুণ্ডী[5] কম্বুকপালানি মধুপূর্ণানি বিভ্রতঃ।
কিং ন পশ্যতি লোকোঽয়ং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥ ৮১ ॥

এই ব্যক্তি কি না দেখে। সে মদ্যপূর্ণ কমণ্ডলু-শঙ্খ-কপালধারী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে দেখতে পায়। ৮১

নিঃশঙ্কো নির্ভয়ো ধীরো নির্দ্বন্দ্বো[6] নিষ্কুতূহলঃ।
নির্ণীতবেদশাস্ত্রার্থো বরদাং বারুণীং পিবেৎ ॥ ৮২ ॥

যে নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, ধীর, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কুতূহল, যে বেদশাস্ত্রার্থ নির্ধারণ করেছে, বরদায়িনী 'বারুণী' তারই পান করা বিধি। ৮২

মন্ত্রসংস্কারসংশুদ্ধামৃতপানেন পার্বতি।
জায়তে দেবতাভাবো ভববন্ধবিমোচকঃ[7] ॥ ৮৩ ॥

পার্বতী, মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা শোধিত মদ্যপানে ভববন্ধনমোচনকারী দেবভাব সঞ্জাত হয়। ৮৩

ব্রাহ্মণস্য সদা পেয়ং ক্ষত্রিয়স্য রণাগমে[8]।
গোলম্ভনে তু বৈশ্যস্য শূদ্রস্যান্ত্যেষ্টিকর্মণি[9] ॥ ৮৪ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, শিরো। ২ ঐ,—ক, তত্ত্বজ্ঞো।

৩ ঐ,—ক, ঙ, এবং ব্র গ, তয়োরৈক্যং সমুৎপন্নমানন্দো মোক্ষমুচ্যতে।

৪ তা বি গ,—ঘ, তস্মাদ্দেহেঽবস্থিতম্, ঐ,—খ, তচ্চ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্; ঐ,—গ, তস্মাদ্দেহে ব্যবস্থিতম্।

৫ ঐ,—খ, গ, কণ্ঠ; ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, কুম্ভ।

৬ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং ব্র গ, বীরোনির্লজ্জো।

৭ তা বি গ,—খ, মহাপাতকনাশনঃ। ৮ ঐ,—রণাননে।

৯ ঐ,—ঙ, গবামালম্ভনে বৈশ্যশূদ্রস্যালোষ্টকর্মণি; ব্র গ, গবামালম্বনে বৈশ্য-শূদ্রস্যালোষ্টকর্মণি।

উক্ত মদ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বদা পেয়, ক্ষত্রিয়ের পেয় যুদ্ধের সময়, বৈশ্যের গোলাভে আর শূদ্রের পেয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। ৮৪

দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্য দেবি শাস্ত্রোক্তবর্ত্মনা।
গুরুং স্মরন্ পিবন্মদ্যং খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্ ॥ ৮৫ ॥

দেবী, শাস্ত্রোক্ত আচারপদ্ধতি অনুসারে দেবগণের ও পিতৃগণের সম্যক্ অর্চনা করে এবং গুরুকে স্মরণ করে যে মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ করে তার তাতে দোষ হয় না। ৮৫

তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং[১] ব্রহ্মধ্যানস্থিরায় চ[২]।
সেবতে মধুমাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী ॥ ৮৬ ॥

পিতৃগণের ও দেবগণের তৃপ্তির জন্য এবং ব্রহ্মধ্যান দৃঢ় করার জন্য মদ্যমাংস সেবন করতে হয়। লোভের বশে যে তা করে সে পাতকগ্রস্ত হয়। ৮৬

মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায়[৩] মনসঃ স্থৈর্যহেতবে[৪]।
ভবপাশনিবৃত্ত্যর্থং মধুপানং[৫] সমাচরেৎ ॥ ৮৭ ॥

মন্ত্রার্থ স্ফুরণের জন্য, মনের স্থৈর্যবিধান করার জন্য এবং ভবপাশ ছিন্ন করার জন্য মদ্যপান করতে হয়। ৮৭

সেবতে স্বসুখার্থং যো[৬] মদ্যাদীনি স পাতকী।
প্রাশয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ[৭] স্বাভি[৮]লাষবিবর্জিতঃ ॥ ৮৮ ॥

যে আত্মসুখের জন্য মদ্যাদি সেবন করে সে পাতকী। নিজের ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে দেবতার প্রীতির জন্য মদ্যাদি সেবন করতে হবে। ৮৮

মৎস্যমাংসসুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্।
যাগকালং বিনান্যত্র ন ময়া[৯] কথিতং প্রিয়ে ॥ ৮৯ ॥

প্রিয়ে, যাগকাল ব্যতীত অর্থাৎ পূজার সময় ছাড়া অন্য সময় মৎস্যমাংস ভক্ষণ এবং সুরাদি মাদক সেবনের কথা আমি বলি নি। ৮৯

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, সর্বদেবানাং।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ব্রহ্মজ্ঞানং বিদায় চ।
৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, মন্ত্রার্থস্মরণৈক্যৈব। ৪ র গ, স্থিরহেতবে।
৫ তা বি গ,—খ, অলিপানং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, জ্ঞানপানং।
৬ র গ, যঃ সেবেত সুখার্থায়।
৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, প্রীত্যা। ৮ র গ, স্বভি।
তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ। তা বি গ, এবং র গ, দূষণং।

যথা ক্রতুষু বিপ্রাণাং সোমপানং বিধীয়তে[১]।
মদ্যপানং তথা কার্যং সময়ে[২] ভোগমোক্ষদম্ ॥ ৯০ ॥

যেমন ব্রাহ্মণদের পক্ষে যজ্ঞে সোমপান বিহিত তেমনি শাস্ত্রবিহিত আচারে ভোগমোক্ষপ্রদায়ক মদ্যপান করা উচিত। ৯০

শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যগ্‌বিজ্ঞায় বাসনাম্।
পঞ্চমুদ্রা[৩] নিষেবেত চান্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ৯১ ॥

বাসনা—বাসনার এক অর্থ উদ্দেশ্য অপর অর্থ ভাবনা। পঞ্চমুদ্রা বা পঞ্চ-তত্ত্ব বা পঞ্চমকার সহযোগে সাধনার উদ্দেশ্য জীবের শিব হওয়া বা মোক্ষলাভ করা। নির্বাণতন্ত্রের মতে "নির্বাণমুক্তির জন্যই পঞ্চতত্ত্ব। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হলেই নির্বাণমুক্তিলাভ হয়। জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি পঞ্চতত্ত্বসেবায় সাধক পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়।" (দ্রঃ—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬২৩)।

প্রত্যেক মুদ্রা বা তত্ত্বের ভাবনা ভিন্ন। যেমন "মাংসের ভাবনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে সাধক যোগী জ্ঞানখড়্গের দ্বারা পাপপুণ্যরূপ পশুকে বধ করে পরশিবে চিত্ত লয় করবেন। যিনি এ-রকম করেন তাকেই মাংসাশী বলা হয়।" অন্যান্য মুদ্রারও ভাবনা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—ঐ, পৃঃ ৬৩৪-৬৩৫।

শ্রীগুরুর কাছ থেকে এবং কুলশাস্ত্র থেকে পঞ্চমুদ্রার বাসনা সম্যক্ অবগত হয়ে সাধক তা সেবন করবে; নতুবা তার পতন হবে।

আবৃতিং[৪] গুরুপঙ্‌ক্তিঞ্চ বটুকাদীন্ প্রপূজ্য যঃ[৫]।
বীরোঽপ্যত্র বৃথা পানী[৬] দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯২ ॥

আবৃতি—আবরণ। গুরুপঙ্‌ক্তি—"গুরুপঙ্‌ক্তি তিনটি; দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ আর মানবৌঘ। অর্থাৎ দিব্যগুরুর এক পঙ্‌ক্তি, সিদ্ধগুরুর এক পঙ্‌ক্তি আর মানবগুরুর এক পঙ্‌ক্তি এই তিন পঙ্‌ক্তি। এই গুরুপঙ্‌ক্তিত্রয়কে ইষ্টদেবতার আবরণ বলা হয়। মন্ত্রানুসারে গুরুপঙ্‌ক্তিত্রয় বিভিন্ন হয়।" দ্রঃ—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬১-৭৬২।

বীর—"তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে বীর শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বীর অর্থ বীরভাবাশ্রিত সাধক। তবে বীর শব্দের প্রচলিত অর্থও

---

১ তা বি গ,—খ, যথা ক্রতুষু বিপ্রাণাং সোমপানং ন দূষিতং।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সমগ্র।

৩ র গ,—পঞ্চমুদ্রাং।

৪ র গ, আবৃত্তিং।

৫ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, বটুকাদীন্ প্রপূজ্য চ; র গ, বটুকাদীন্‌পূজ্য চ।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বৃথাপানং।

বীরসাধক সম্পর্কে প্রযোজ্য। কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে 'যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতহ্রদের কণিকামাত্র আস্বাদন পাইয়া, বীরের মত, অবিদ্যা-রজ্জুচ্ছেদনে কৃতপ্রযত্ন হইয়া অমৃতহ্রদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম বীর'।"

"তাছাড়া বীরভাবের সাধনার মধ্যে চিতাসাধনা, শবসাধনা প্রভৃতি যে-সব সাধনা আছে অত্যন্ত সাহসী এবং বলশালী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে-সব সাধনা সম্ভবপরই নয়। এইজন্যও এইসব সাধনায় প্রবৃত্ত সাধকদের বীর বলা হয়।"—বীর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ। দ্রঃ—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪৫০-৪৫৪।

ইষ্টদেবতার আবরণ গুরুপঙ্‌ক্তি এবং বটুকাদির পূজা না করে বীরভাবের সাধকও যদি বৃথা মদ্যপান করে তা'হলে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে। ৯২

অযষ্ট্বা ভৈরবং দেবমকৃত্বা মন্ত্রতর্পণম্।
পশুপানবিধৌ পীত্বা বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯৩ ॥

পশুপান—শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে "আসক্ত লোলুপ দম্ভী কামুক ব্যক্তি মন্ত্রার্থের প্রসঙ্গ ছাড়া যে-মদ্যপান করে তা পশুপান। কৌলচারে অবস্থিত যে-সব গর্বিত ব্যক্তি পূজা ছাড়া মদ্যপান করে তাদের পানও পশুপান।" দ্রঃ—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৪৮।

কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে "মন্ত্রসংস্কারবিহীন ও পূজাবিহীন দ্রব্যপানের নাম পশুপান।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৯।

ভৈরবদেবের পূজা না করে এবং মন্ত্রতর্পণ না করে বীরও যদি পশুপানবিধি অনুসারে মদ্যপান করে তাহলে সে নরকে যাবে। ৯৩

অজ্ঞাত্বা কৌলিকাচারমযষ্ট্বা গুরুপাদুকাম্।
যোঽস্মিন্ তন্ত্রে প্রবর্ত্তেত তং ত্বং পীড়য়সি[১] ধ্রুবম্ ॥ ৯৪ ॥

কৌলিকাচার—কৌলাচার। "আচার শব্দটি তন্ত্রে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা লইয়াই সাধনার পথ নির্দিষ্ট হয়। সেই অবস্থাকে তন্ত্রশাস্ত্র সাতভাগে বিভক্ত করিয়া সপ্ত আচার নাম দিয়াছেন'।" এই সপ্ত আচারের অন্যতম (সপ্তম) আচার কৌলাচার। কৌলাচারকে কৌলমার্গও বলা হয়।

১ খ গ, তত্ত্বং পাড়যসে।

কৌলমার্গরহস্যে (পৃঃ ৭) বলা হয়েছে "কৌলমার্গ শব্দের পর্য্যবসিত অর্থ অদ্বৈতজ্ঞানেচ্ছু মুমুক্ষু সাধক যে-পন্থা অবলম্বন করিয়া গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আচারের অনুষ্ঠান করতঃ সর্বজগৎ শিবশক্তিময় ধারণা করিয়া, শিবশক্তিসামরস্য সম্পাদনে বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন, সেই পন্থার নাম কৌলমার্গ।"

মহানির্বাণতন্ত্রে (৭।৯৭-৯৮) বলা হয়েছে "জীব প্রকৃতিতত্ত্ব দিক্ কাল আকাশ বায়ু তেজ অপ এবং ক্ষিতিকে বলা হয় কুল। জীবপ্রকৃত্যাদি এই সবের প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধিতে নির্বিকল্প যে-আচরণ তাই কুলাচার। এই কুলাচার ধর্মার্থকামমোক্ষ প্রদান করে।" বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৬-৫৮১।

কৌলিকাচার না জেনে এবং গুরুপাদুকার পূজা না করে যে এই তন্ত্রে প্রবৃত্ত হয় তুমি তাকে নিপীড়ন কর। ৯৪

কৌলজ্ঞানে হৃসিদ্ধো যস্তদ্দ্ব্যং ভোক্তুমিচ্ছতি।
স মহাপাতকী জ্ঞেয়ঃ সর্বধর্ম[১] বহিষ্কৃতঃ ॥ ৯৫ ॥

কৌলজ্ঞানে অসিদ্ধ যে-ব্যক্তি সেই দ্রব্য (মদ্য) সেবন করতে চায়, তাকে সর্বধর্মবহিষ্কৃত মহাপাতকী বলে জানবে। ৯৫

সময়াচারবিহীনস্য স্বৈরবৃত্তের্দুরাত্মনঃ[২]।
ন সিদ্ধ্যঃ কুলভ্রংশস্তৎসংসর্গং ন কারয়েৎ[৩] ॥ ৯৬ ॥

সময়াচার—শ্রীবিদ্যার উপাসনার অন্যতম মত সময়মত। এই মতানুসারী আচার সময়াচার। সৌন্দর্যলহরীর (শ্লোক ৩১) টীকায় লক্ষ্মীধর লিখেছেন "বেদপন্থীদের জন্য পরমেশ্বর পশুপতি শুভাগমপঞ্চক প্রণয়ন করেছেন। এই শুভাগমপঞ্চকে বৈদিক মার্গ অনুসারে অনুষ্ঠানসমূহ নিরূপিত হয়েছে। শুভাগমপঞ্চকনির্দিষ্ট মার্গ প্রদর্শন করেছেন বসিষ্ঠ সনক শুক সনন্দন এবং সনৎকুমার এই পাঁচজন মুনি। এই মার্গই সময়াচার।"

এ ছাড়া আছে কৌলশাস্ত্রোক্ত সময়াচার। এখানে "সময়াচারের অর্থ ভিন্ন। পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর সময় শব্দের অর্থ করেছেন কুলশাস্ত্রপ্রতিপাদিত উপাসক ধর্ম অর্থাৎ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ। আবার সময় শব্দের অর্থ গুপ্তও হয়। কাজেই সমাচার অর্থ কুলশাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার

---

১ ভা বি গ,—ক, সর্বকর্ম।

২ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, বৈধবৃত্তিস্বমানিনঃ।

৩ ঐ,—ন সিধ্যেদ্দৎকৃতং সর্বং তত্তস্য নরকায়তে।

বা গুপ্ত আচার উভয়ই হতে পারে।"—বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৭৪-৭৬।

সময়াচারহীন স্বেচ্ছাচারী দুরাত্মার সিদ্ধিলাভ হয় না। সে কুলভ্রষ্ট। তার সংসর্গ করবে না। ৯৬

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ[১]।
স সিদ্ধিমিহ নাপ্নোতি পরত্র নরকে[২] গতিম্ ॥ ৯৭ ॥

যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচার করে চলে সে ইহলোকে সিদ্ধিলাভ করে না এবং পরলোকে নরকে যায়। ৯৭

স্বেচ্ছয়া রমমাণো[৩]যো দীক্ষাসংস্কারবর্জিতঃ[৪]।
ন তস্য সদ্গতিঃ কাপি[৫] তপস্তীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ৯৮ ॥

দীক্ষাসংস্কারবর্জিত যে স্বেচ্ছাচার করে বেড়ায়, তপস্যা তীর্থব্রত ইত্যাদি দ্বারা তার কোনো সদ্গতি লাভ হয় না। ৯৮

অসংস্কৃতং পিবেদ্দ্রব্যং[৬] বলাৎকারেণ মৈথুনম্।
স্বপ্রিয়েণ[৭] হতং মাংসং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯৯ ॥

যে অসংস্কৃত মদ্য পান করে, বলাৎকার ক'রে পঞ্চমকার সাধন করে এবং নিজের প্রীতির জন্য পশুবধ করে, সে রৌরব নরকে যায়। ৯৯

কৌলাঃ পশুব্রতস্থাশ্চেৎ[৮] পক্ষদ্বয়বিড়ম্বকাঃ।
কেশসংখ্যা স্মৃতা যাবত্তাবত্তিষ্ঠন্তি রৌরবে ॥ ১০০ ॥

কৌলমার্গী সাধকেরা যদি পশ্বাচারপরায়ণ হয় তা হলে তারা কৌলাচার এবং পশ্বাচার উভয়েরই বিড়ম্বনা করে। এরা তাদের চুলের সংখ্যা যত তত বৎসর রৌরব নরকে বাস করে। ১০০

কুলদ্রব্যাণি সেবেত যোঽন্যদর্শনমাশ্রিতঃ।
তদঙ্গরোমসংখ্যাতং ভূতযোনিষু জায়তে ॥ ১০১ ॥

অন্যদর্শন অনুসরণকারী কোনো ব্যক্তি যদি কুলদ্রব্যগুলি সেবন করে তা হলে তার শরীরে লোমের সংখ্যা যত তত বার সে ভূতযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১০১

---

১ ভা বি গ,—ঙ, কামচারতঃ।
২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; ভা বি গ, ন পরাং।
৩ ঐ,—ক, খ, বর্ত্তমানঃ।
৪ ঐ,—খ, দীক্ষাশিক্ষাবিবর্জিতঃ।
৫ র গ, কাপি।
৬ ভা বি গ,– গ, ঘ, পিবেত্তীর্থং।
৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, অপ্রিয়েণ।
৮ ঐ,—ক, পশুব্রতাশ্চৈব ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পাশুপতাশ্চৈব।

মদপ্রচ্ছাদিতাত্মা চ[১] ন কিঞ্চিদপি বেত্তি চ।
ন ধ্যানং[২] ন তপো নার্চা ন ধর্মো ন চ সংক্রিয়া ॥ ১০২ ॥
ন দৈবং ন গুরুর্নাত্মবিচারো[৩] ন স কৌলিকঃ।
কেবলং বিষয়াসক্তঃ পততোব ন সংশয়ঃ ॥ ১০৩ ॥

মত্ততা দ্বারা যার আত্মা আচ্ছাদিত, যে কিঞ্চিৎমাত্রও জানেনা (অর্থাৎ যার সামান্যমাত্র কৌলজ্ঞানও হয়নি) তার ধ্যান, তপস্যা, পূজা, ধর্ম, সংক্রিয়া (প্রশস্ত কর্ম) কিছুই নাই। তার দেবতা নাই, গুরু নাই, আত্মবিচার নাই। সে কৌলিক নয়। এরূপ ব্যক্তি কেবলমাত্র বিষয়াসক্ত। নিঃসংশয় তার পতন হবে। ১০২-১০৩

মদ্যাসক্তো ন পূজার্থী[৪] মাংসাশী স্ত্রীনিষেবকঃ।
কৌলোপদেশহীনো যঃ সোঽক্ষয়ং[৫] নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০৪ ॥

কৌলোপদেশহীন যে-ব্যক্তি পূজার্থী না হয়ে মদ্যাসক্ত, মাংসাশী এবং স্ত্রীসম্ভোগকারী হয় সে অক্ষয় নরকে যায়। ১০৪

অসংস্কারী তু যোনৌ স্যাৎ পঞ্চমুদ্রা নিষেবতে।
কুলেশি ব্রহ্মহা স স্যাৎ[৬] নিন্দ্যতামধিগচ্ছতি ॥ ১০৫ ॥

ওগো কুলেশী, মূলে দীক্ষাদিসংস্কারহীন যে-ব্যক্তি পঞ্চমুদ্রা সেবন করে সে ব্রহ্মহত্যার পাপ করে এবং নিন্দাভাজন হয়। ১০৫

লিঙ্গত্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষড়াধারবিভেদকঃ[৭]।
পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেৎ ॥ ১০৬ ॥

লিঙ্গত্রয়—স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ। স্বয়ম্ভূলিঙ্গ মূলাধারচক্রে, বাণলিঙ্গ অনাহতচক্রে এবং ইতরলিঙ্গ আজ্ঞাচক্রে অধিষ্ঠিত।

ষড়াধার—মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ষট্‌চক্র।

পীঠস্থান—কামরূপাদি শক্তিপীঠের যেমন ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট হয় তেমনি জীবদেহেও তা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত ষট্‌চক্রের প্রত্যেকটি চক্র এক একটি

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, মদপ্রচ্ছেদিনাত্মানং ; ২ ঐ, জ্ঞানং।
৩ ঐ,—ঘ, ন দৈবং ন গুরুর্নাত্মা নিরাচারো ; ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, ন মন্ত্রদেবগুর্বাত্মা।
৪ ঐ,—ঘ, প্রমত্তশ্চ। ৫ ঐ,—ক, সোঽক্ষয়ং।
৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং ব্র গ, ব্রহ্মনিষ্ঠোঽপি।
৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ষড়াধারাণি ভেদতঃ।

পীঠ। যেমন "যোগসারের মতে মূলাধারচক্র কামরূপ, অনাহতচক্র পূর্ণগিরি, বিশুদ্ধাখ্যচক্র জালন্ধর, আজ্ঞাচক্র উদ্যাখ্য অর্থাৎ উড্ডীয়ান পীঠ আর সহস্রার কৈলাস।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৬০।

যার লিঙ্গত্রয়ের জ্ঞান আছে, যে ষট্‌চক্রভেদসমর্থ সেই সাধক (কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে তার সঙ্গে) কামরূপাদি পীঠস্থান ভ্রমণ করে মহাপদ্মবনে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রারে উপস্থিত হয়। ১০৬

অমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্য[১] সুখোদয়ঃ। ১০৭ ॥
ব্যোমপঙ্কজনিস্যন্দসুধাপানরতো নরঃ[২]।
সুধাপানমিদং প্রোক্তমিতরে[৩] মদ্যপায়িনঃ ॥ ১০৮ ॥

মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ সেখানকার সহস্রারে সাধক বার বার যাতায়াত করবে। সেখানে চিৎচন্দ্রের (শিবের) সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির সামরস্যসুখের উদ্ভব হয়।

ব্যোমপঙ্কজ অর্থাৎ সহস্রারে এই সামরস্যজনিত অমৃত ক্ষরিত হয়। সাধক সেই অমৃত পান করে। এরই নাম সুধাপান অর্থাৎ কৌলশাস্ত্রবিহিত মদ্যপান। এরূপ সুধাপানকারী ব্যতীত অন্যেরা মদ্যপমাত্র। ১০৭-১০৮

পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।
পরে লয়ং[৪] নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে ॥ ১০৯ ॥

যোগবিৎ সাধক জ্ঞানখড়্গের দ্বারা পুণ্যাপুণ্যরূপ পশু বধ করে পরতত্ত্বে চিত্ত লয় করবে। এটি যে করে সে যথার্থ মাংসাশী। ১০৯

মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ[৫]।
মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ ॥ ১১০ ॥

সাধক ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করে আত্মার সঙ্গে যুক্ত করবে। দেবী, এরূপ যে করে সে মৎস্যাশী, অন্যেরা প্রাণিহিংসক মাত্র। ১১০

অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ[৬] প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ
শক্তিং তাং সেবয়েৎ[৭] যস্তু স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ ॥ ১১১ ॥

---

১ ভা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শক্তিঃ সামরস্য। ২ ঐ,—ক, সুধাপানং ততো ভবেৎ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, মধুপায়ী সমং প্রোক্তস্থিতরে।

৪ ঐ,—গ, পরেঽনঘং; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পরে শিবে।

৫ ভা বি গ,—ক, খ, সলক্ষাদিন্দ্রিয়গণং সম্পাদ্যাত্মনি যোজয়েৎ; ঐ,—ঙ, যোগবিৎ; র গ, সংযোজ্যাত্মনি যোগবিৎ।

৬ ভা বি গ,—ঙ, এবং র গ, অপ্রবুদ্ধা পশূক্তো হি। ৭ ঐ,—শক্তীনাং সেবকো।

পশুর অর্থাৎ পশুভাবাপন্ন সাধকের শক্তি অপ্রবুদ্ধা। কৌলিক অর্থাৎ কৌলাচারী সাধকের শক্তি প্রবুদ্ধা। সেই প্রবুদ্ধা শক্তির সেবা যে করে সে শক্তিসেবক (এখানে শক্তি অর্থ মুদ্রা। শক্তিই মুদ্রারূপা এই ভাবনা করে শক্তিসেবা করতে হয়)। ১১১

পরাশক্ত্যাত্ম[১]মিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ।
য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ॥ ১১২॥

পরাশক্তি ও পরমাত্মা অর্থাৎ পরশিব এই মিথুনের সংযোগ মৈথুন। এই মৈথুন থেকে যে আনন্দ উৎপন্ন তার উপর যার নির্ভর অর্থাৎ যে তাতে নিমগ্ন থাকে তারই হয় মৈথুন। অন্যেরা স্ত্রীসম্ভোগকারী মাত্র। ১১২

ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং[২] কুলনায়িকে।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি য সেবেত স[৩] মুচ্যতে॥ ১১৩॥

ওগো কুলনায়িকা, এই হল পঞ্চমুদ্রার বাসনা। গুরুমুখে এটি জেনে যে পঞ্চমুদ্রা সেবন করে সে মুক্তি লাভ করে। ১১৩

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ[৪] কুলদ্রব্যাদিলক্ষণম্।
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১১৪॥

কুলেশানী, এই তোমাকে কুলদ্রব্যাদির লক্ষণ সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বললাম। আবার আর কি শুনতে চাও।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে ঊর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে কুলমাহাত্ম্যকথনং নাম পঞ্চম উল্লাসঃ॥ ৫॥

সপাদলক্ষশ্লোকযুক্ত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্ভুক্ত ঊর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে কুলমাহাত্ম্যকথন নামক পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত॥ ৫॥

---

১ তা বি গ,—খ, ঘ, পরাশক্ত্যা য।
২ ঐ,—গ, বাসন্ত।
৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, যঃ স্মরেৎ স তু।
৪ র গ,-যুত পাঠ। তা বি গ, দেবি।

ষষ্ঠ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পূজকস্য[১]চ লক্ষণম্।
কুলদ্রব্যাদিসংস্কারমর্চনং[২] বদ মে প্রভো ॥১॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, পূজকের লক্ষণ, কুলদ্রব্যাদির সংস্কার এবং অর্চনার বিষয় শুনতে ইচ্ছা করছে। প্রভু, আমাকে তাই বল। ১

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ স্তূয়সে[৩] দেবদানবৈঃ ॥২॥

ঈশ্বর বললেন, দেবী, আমার কাছে যা জানতে চাইলে তা বলছি, শোন। তা শোনামাত্র দেবদানবগণ তোমার স্তব করবে। ২

নিরস্তপাতকা যত্র মানবাঃ পুণ্যকর্মিণঃ।
কুলজ্ঞানসুসম্পন্না ভজন্তে ত্বাং[৪] দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৩॥

যাদের পাপ অপগত হয়েছে, যারা পুণ্যকর্মা, উত্তমরূপে কুলজ্ঞানসম্পন্ন সেইসব দৃঢ়ব্রত মানুষ তোমার ভজনা করে। ৩

পূর্ণাভিষেকবিহিতো[৫] বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
দেবতাগুরুভক্তস্তু নিয়তাস্মার্চয়েৎ[৬] প্রিয়ে ॥ ৪ ॥

পূর্ণাভিষেক—পুরশ্চরণের মতো অভিষেক শাক্ত সাধকের অবশ্য কর্তব্য। দীক্ষার সঙ্গে যে অভিষেক হয় তার নাম শাক্তাভিষেক। শাক্তাভিষেকের পর পর সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে পর তাঁর পূর্ণাভিষেক হয়। "পূর্ণাভিষিক্ত হলেই সাধকের, ক্রমদীক্ষা প্রভৃতি আত্মোৎকর্ষকারী সমস্ত কর্মে অধিকার হয়।"

"তন্ত্রে পূর্ণাভিষেকের অবশ্যকতা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন সারসংগ্রহে আছে—পূর্ণাভিষেক না হলে সাধক পূর্ণবোধতা প্রাপ্ত হন না,

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পূজনস্য।
২ ঐ,—ক, গ, ঘ, কুলদ্রব্যাদিযজনং সংস্কারং।
৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, স্তূয়তে।
৪ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, যে।
৫ ঐ,—তা বি গ,—ক, গ, ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, পূর্ণাভিষেকসহিতো।
৬ ঐ,—খ, নিয়তং যোঽর্চয়েৎ।

আচার্য হতে পারেন না এবং সদ্‌গতিলাভ করেন না। অতএব গুরু তাঁর প্রিয় শিষ্যকে প্রবুদ্ধ করে পূর্ণাভিষিক্ত করবেন।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২২-২৩।

প্রিয়ে, পূর্ণাভিষেকসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ এবং সংযতাত্মা ব্যক্তিরা তোমার অর্চনা করবে। ৪

কুলা[১]গমরহস্যজ্ঞো দেবতারাধনোৎসুকঃ।
গুরূপদেশসংযুক্তঃ পূজয়েৎ কুলনায়িকে ॥ ৫ ॥

ওগো কুলনায়িকা, কুলাগমরহস্যবিৎ, দেবারাধনায় উৎসুক, গুরুর উপদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি পূজা করবে। ৫

শুদ্ধাত্মা চাতিসংহৃষ্টঃ ক্রোধলৌল্য[২]বিবর্জিতঃ।
পশুব্রতাদিবিমুখঃ সুমুখস্তু যজেৎ[৩] প্রিয়ে ॥ ৬ ॥

প্রিয়ে, শুদ্ধাত্মা, অতিশয় হৃষ্ট, ক্রোধ-এবং চাঞ্চল্য-বর্জিত, পশ্বাচারে বিহিত ব্রতাদির প্রতি বিমুখ, কৌলাচারপ্রবণ ব্যক্তি পূজা করবে। ৬

যদা পুংসঃ কৃতার্থস্য কালেন বহুনা প্রিয়ে।
মৎপ্রসাদেন ভূয়াচ্চ দৃঢ়ভক্তি[৪] সমাগমঃ ॥ ৭ ॥

প্রিয়ে, দীর্ঘকাল ধরে যে প্রয়োজন সম্পন্ন করেছে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সাধনা করেছে আমার প্রসাদে তার দৃঢ়ভক্তি লাভ হয়। ৭

তদর্থং[৫] তর্পণং কুর্যাদ্ দ্রব্যৈঃ শ্রীভৈরবোদিতৈঃ।
গুরূপদেশবিধিনা চান্যথা পতনং ভবেৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীভৈরবকথিত কুলদ্রব্যের দ্বারা গুরূপদিষ্ট বিধি অনুসারে দেবতার তদুদ্দেশ্যক তৃপ্তি বিধান করবে, এর অন্যথা করলে পতন হবে। ৮

মন্ত্রযোগেন দেবেশি কুর্যাৎ শ্রীচক্রপূজনম্।
তদহস্তু ত্বয়া সার্ধং গৃহ্ণামি স্বয়মাদরাৎ ॥ ৯ ॥

দেবেশী, মন্ত্রযোগে চক্রপূজা করতে হবে। তোমার সঙ্গে আমি স্বয়ং সাদরে সেই পূজা গ্রহণ করব। ৯

---

১ তা বি গ,—খ, কলা।
২ ঐ,—খ, কার্য।
৩ ঐ,—ক, সম্মুখস্তর্পয়েৎ।
৪ ঐ,—খ, ভূয়াচ্চেদিন্দুশক্তি ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, দ্রব্যশক্তি।
৫ ঐ,—খ, তদূর্ধ্বং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তদর্দ্ধং।

ভৈরবোঽহমিতি জ্ঞানাৎ[১] সর্বজ্ঞাদিগুণান্বিতঃ।
ইতি সংচিন্ত্য যোগীন্দ্রঃ কুলপূজাং সমারভেৎ[২] ॥ ১০ ॥

আমি (অর্থাৎ সাধক) সর্বজ্ঞত্বাদিগুণান্বিত ভৈরব এই জেনে এবং এইরূপ চিন্তা করে যোগীন্দ্র সাধক কুলপূজা আরম্ভ করবে। ১০

ইত্যাদিলক্ষণোপেতঃ কৌলিকো নিয়তব্রতঃ।
যস্ত্বাং সমর্চয়েদ্দেবি ভুক্তিমুক্ত্যোঃ[৩]স ভাজনম্ ॥ ১১ ॥

দেবী, এইসব (উপরে বর্ণিত) লক্ষণযুক্ত নিয়তব্রত যে কৌলিক তোমার অর্চনা করে সে ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়। ১১

একান্তে বিজনেঽরণ্যে দেশে বাধাবিবর্জিতে।
সুখাসনে[৪] সমাসীনঃ প্রাঙ্‌মুখো বাপ্যুদঙ্‌মুখঃ ॥১২॥

একান্তে, বিজনে, অরণ্যে, বাধাবিঘ্নবর্জিত স্থানে সাধক পূর্বমুখী কিংবা পশ্চিমমুখী হয়ে সুখাসনে সমাসীন হবে। ১২

অমৃতাব্ধৌ[৫] মণিদ্বীপে কল্পবৃক্ষতরোস্তলে[৬]।
রত্ন[৭]প্রাকারসন্দীপ্তং স্মরেন্মাণিক্যমণ্ডপম্ ॥১৩॥
পুষ্পমালাবিতানাঢ্যং প্রচ্ছন্নপট[৮]সংবৃতম্।
কর্পূরদীপ[৯]ভাস্বন্তং ধূপামোদসুগন্ধিকম্ ॥১৪॥
তন্মণ্ডপস্বমাত্মানং[১০] ধ্যাত্বাঽনাকুলচেতসা।
শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া দেবী কুলপূজাং সমাচরেৎ ॥১৫॥

অমৃতসমুদ্রে রত্নপ্রাকারসন্দীপ্ত মণিদ্বীপ। সেখানে কল্পবৃক্ষতলে মাণিক্য-মণ্ডপ চিন্তা করবে। সেই মণ্ডপ পুষ্পমালানিকরশোভিত চন্দ্রাতপের দ্বারা আবৃত। সে-স্থান কর্পূর-প্রদীপের দ্বারা উজ্জ্বল এবং প্রীতিজনক ধূপের দ্বারা সুগন্ধিত। সাধক আপনাকে সেই মণ্ডপস্বরূপে অব্যাকুলচিত্তে ধ্যান করবে। দেবী, তারপর সে শ্রীগুরুর আদেশ-অনুসারে কুলপূজা করবে। ১৩-১৫

---

১ তা বি গ,—ক, খ, জ্ঞাত্বা।
২ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, কুলপূজারতো ভবেৎ।
৩ ঐ,—ক, ঙ, এবং র গ, ভক্তিমুক্ত্যোঃ।
৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, সূক্ষ্ম'সনে।
৫ ঐ,—ক, ঘ, অমৃতাখ্যা; ঐ,—ঙ, এবং র গ, অমৃতার্ণ।
৬ ঐ,—খ, গ, ঘ, বনোজ্জ্বলে। ৭ ঐ,—খ, বস্ত্র; ঐ,—ঙ, এবং র গ, বস্ত্র।
৮ ঐ,—খ, পদ্ম। ৯ ঐ,—ক, কর্পূরদীপ্তং ভাস্বন্তং।
১০ ঐ,—ঙ, এবং র গ, তন্মণ্ডপং সুধাত্মানং।

আত্মস্থানমন্ত্রদ্রব্যদেব[1]শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চনং কুতঃ ॥১৬॥

পঞ্চশুদ্ধি—আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ পদার্থের শুদ্ধিকে বলে পঞ্চশুদ্ধি। পঞ্চশুদ্ধি ব্যতীত দেবার্চনা হয় না। প্রত্যেক শুদ্ধির শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়াদি আছে।

আত্মা (সাধক), স্থান, মন্ত্র, পূজাদ্রব্য এবং দেবতা, সাধক এই পাঁচের শুদ্ধি যতক্ষণ না করবে ততক্ষণ পূজা কোথায় অর্থাৎ এই পঞ্চশুদ্ধি ছাড়া পূজা হয় না। ১৬

সুস্নানভূতসংশুদ্ধিপ্রাণায়ামাদিভিঃ[2] প্রিয়ে।
ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিঃ সমীরিতা ॥১৭॥

প্রিয়ে, শাস্ত্রবিহিত উত্তম স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাসাদি যাবতীয় ন্যাস—এই সবের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। ১৭

সম্মার্জনানুলেপাদ্যৈর্দর্পণোদরবৎকৃতম্।
বিতানধূপদীপাদিপুষ্পমালোপশোভিতম্।
পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রং স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা ॥১৮॥

ঝাঁট দিয়ে লেপেপুছে পূজাস্থানকে আয়নার সামনের দিকের মতো ঝক্‌ঝকে করতে হবে। চাঁদোয়া, ধূপ, দীপ, ফুলের মালা দিয়ে তাকে সুন্দর করে সাজাতে হবে। তারপর পাঁচ রঙের পরাগ বা ধূলি দিয়ে তাকে চিত্রিত করতে হবে। এরই নাম স্থানশুদ্ধি।

গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ
ক্রমোৎক্রমাদ্ দ্বিরাবৃত্যা[3]মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা ॥১৯॥

মূলমন্ত্রের অক্ষরগুলি মাতৃকাবর্ণের দ্বারা পুটিত করে দুবার অর্থাৎ একবার সৃষ্টিক্রমে এবং সংহারক্রমে জপ করতে হবে। একেই বলে মন্ত্রশুদ্ধি। ১৯

পূজাদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য[4] মূলাস্ত্রাদিবিধানবিৎ[5]।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধিরিতীরিতা ॥২০॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ম গ, দেহ।

২ ঐ,—ক, সম্যক্ সদ্ভূতশুদ্ধিশ্চ প্রাণায়ামাদিকং।

৩ তা বি গ,—খ, ক্রমোক্তমাতৃকাবৃত্তিঃ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং ম গ, পূজাদ্রব্যাসনং প্রোক্ষ্য।

৫ ঐ,—খ,-দৃত পাঠ, ঐ,—ঙ, এবং ম গ, মূলেনৈববিধানবিৎ; তা বি গ, মূলাস্ত্রাভি-বিধানবিৎ।

মুদ্রা এবং অস্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগবিধি যে অবগত সেই সাধক পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করে অর্থাৎ পূজাদ্রব্যের উপর মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করবে। এরই নাম দ্রব্যশুদ্ধি। ২০

পীঠে দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ[১]।
মূলমন্ত্রেণ দীপাদীন্মাল্যাদীনুদকেন চ[২]।
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেব[৩]শুদ্ধিরিতীরিতা ॥২১॥

সকলীকৃত্য—সকলীকরণ ক'রে। সকলীকরণ অর্চণীয় দেবতা সম্পর্কে শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়াবিশেষ। যথাশাস্ত্র "অবগুণ্ঠনের পর সাধক দেবতার হৃদয়াদি অঙ্গে ষড়ঙ্গমন্ত্রন্যাস করে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অমুক দেবতা, 'সকলীকৃত হও, সকলীকৃত হও' এই বলে দেবতার সকলীকরণ করবেন।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৩০।

মন্ত্রবিৎ বিদ্বান্ সাধক আসনে দেবতাকে স্থাপন করে তাঁর সকলীকরণ করবে। তারপর মূলমন্ত্র জপ করবে এবং মন্ত্রপূত জলের দ্বারা তিনবার দেবতাকে ও দীপাদি আর মাল্যাদিকে প্রোক্ষণ করবে। এরই নাম দেবতাশুদ্ধি। ২১

পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাদ্ যজনমাচরেৎ।
সা পূজা সফলা প্রোক্তা চান্যথা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥২২॥

এই প্রকারে পঞ্চশুদ্ধি বিধান করে তারপরে পূজা করতে হবে। সেই পূজাই সফল হয়, অন্যথা নিষ্ফল হয়। ২২

মণ্ডলেন বিনা পূজা নিষ্ফলা কথিতা প্রিয়ে।
তস্মান্মণ্ডলমালিখ্য বিধিবত্তত্র পূজয়েৎ ॥২৩॥

প্রিয়ে, মণ্ডল ব্যতীত পূজা নিষ্ফল হয়। সেইজন্য, যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কন করে সেখানে পূজা করতে হবে। ২৩

অখণ্ডমণ্ডলাকারং বিশ্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতম্[৪]।
ত্রৈলোক্যং মণ্ডিতং যেন মণ্ডলং তৎ সদা শিবম্[৫] ॥২৪॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ম গ, সকলীকৃতবিগ্রহঃ।

২ ঐ,—গ, ঘ,-ধৃত পাঠ; ঐ,—ক, দীপাদীন্ন্যাস্যাদীনুদকেন চ; ঐ,—খ, দীপিন্ন্যাং বালার্যার্ঘ্যোদকেন চ; ঐ, এবং ম গ, মূলমন্ত্রেণ দীপাদ্যা ন্যাসদ্রব্যোদকেন চ।

৩ ঐ,—ঙ, দেহ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং ম গ, চরাচরং।

৫ ম গ, সদাশিবং।

যা অখণ্ডমণ্ডলাকার, বিশ্বব্যাপ্ত করে যা অবস্থিত, ত্রৈলোক্য যা দ্বারা মণ্ডিত, তা-ই সদা কল্যাণকর মণ্ডল । ২৪

উড্ডীয়ানং চতুরস্রং[১] কামরূপঞ্চ বর্ত্তুলম্।
জালন্ধরঞ্চ চন্দ্রার্ধং[২] ত্র্যস্রঃ পূর্ণগিরির্ভবেৎ ॥২৫।

চতুরস্রমণ্ডল উড্ডীয়ানপীঠ, বর্তুলমণ্ডল কামরূপপীঠ, অর্ধচন্দ্রমণ্ডল জলন্ধরপীঠ এবং ত্র্যস্রমণ্ডল পূর্ণগিরিপীঠ। ২৫

অভ্যর্চ্য মণ্ডলং পশ্চাদাধারান্ স্থাপয়েৎ ক্রমাৎ।
সামান্ত শ্রীগুরুভোগবলিপাত্রাণি পঞ্চধা[৩] ॥২৬॥

আধার—পাত্র। ইষ্ট দেবতার পূজার সময় মদ্যপূর্ণ বিভিন্ন পাত্র স্থাপন করে দেবতাকে নিবদন করা কৌলাচারাদিতে বিহিত। বিভিন্ন তন্ত্রে এইসব পাত্রের বিভিন্ন সংখ্যা ও নাম পাওয়া যায়। যেমন আলোচ্যমান তন্ত্রে পাঁচটি পাত্রের নাম করা হয়েছে। আবার কুলরত্নাবলীতে নাম করা হয়েছে ন'টি পাত্রের। যথা—কুলকুম্ভ, শ্রীপাত্র, শক্তিপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, যোগিনী-পাত্র, কুলপাত্র, বীরপাত্র এবং বলিপাত্র।—দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪-২০৫।

প্রথমে মণ্ডলের অর্চনা করে তারপর যথাক্রমে সামান্যপাত্র, শ্রীপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, এবং বলিপাত্র এই পঞ্চপাত্র স্থাপন করতে হবে। ২৬

দ্বিপাত্রং বা ত্রিপাত্রং বা একপাত্রং ন কারয়েৎ।
স্বদক্ষিণাদিবামান্তং স্থাপ্যাভ্যর্চ্যাসবেন তু[৪] ॥২৭॥

দুই পাত্র কিংবা তিন অথবা একপাত্র স্থাপন করতে নেই। নিজের ডান দিক্ থেকে আরম্ভ করে বাঁ দিকে এই ক্রমে পাত্র স্থাপন করে মদ্যের দ্বারা অর্চনা করতে হবে। ২৭

সম্পূর্য[৫] মূলমন্ত্রেণ কুলেশ্বরি বিধানবিৎ।
তত্র মাষপ্রমাণন্তু মৎস্যংমাংসং বিনিক্ষিপেৎ ॥২৮॥

ওগো কুলেশ্বরী, বিধানজ্ঞ সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে মদ্যের দ্বারা পাত্র পূর্ণ করবে এবং তাতে মাষ পরিমাণ মৎস্য ও মাংস নিক্ষেপ করবে। ২৮

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, উড্ডীয়ানং চতুরস্রং স্যাৎ।

২ ঐ,—ঘ, জালন্ধরমর্দ্ধচন্দ্র.ভং।

৩ ঐ,—ঘ, ঙ, এবং ব্র গ, শঙ্খমর্ঘ্যং ভোগপূজ.বলিপাত্রঞ্চ পঞ্চধা।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, মূলপাত্রন্তু সংস্থাপ্য অভ্যর্চ্য চাসবেন তু।

৫ ঐ,—গ, ঘ, ঙ, এবং ব্র গ, সম্পূজ্য।

নষ্টৈঃ পর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টৈ[1]র্দুর্গন্ধৈর্গন্ধবর্জিতৈঃ।
হেতুভিঃ পর[2]পাত্রস্থৈস্তর্পিতং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥২৯॥

নষ্ট,পর্য্যুষিত; উচ্ছিষ্ট, দুর্গন্ধ, গন্ধবর্জিত, পরপাত্রস্থ কারণের দ্বারা তর্পণ (দেবতার তৃপ্তিবিধান) নিষ্ফল হয়। ২৯

ন পূরয়েৎ পাত্রানি অপ্রিয়ৈস্তৈঃ কুলেশ্বরী।
স্বাদিষ্ঠৈশ্চ মদিষ্ঠৈশ্চ[3] দ্রব্যৈরমৃতসন্নিভৈঃ।
মনোহরৈর্মহেশানি তর্পণং সফলং ভবেৎ ॥৩০॥

কুলেশ্বরী, সেই সমস্ত অপ্রীতিজনক মদ্যের দ্বারা পাত্র পূর্ণ করা উচিত নয়। মহেশানী, স্বাদিষ্ঠ, অত্যন্ত হর্ষজনক; অমৃতসন্নিভ, মনোহর দ্রব্য অর্থাৎ মদ্যের-দ্বারা তর্পণ করলে তা সফল হয়। ৩০

অসংস্কৃতা সুরা পাপকলহব্যাধিদুঃখদা[4]।
আয়ুঃশ্রীকীর্ত্তিসৌভাগ্যধর্মবিদ্যা[5]বিনাশিনী[6] ॥৩১॥

অসংস্কৃতা সুরা—অসংস্কৃত বা অশোধিত মদ্য। মন্ত্রের দ্বারা মদ্যের সংস্কার বা শোধন করতে হয়। এই সংস্কার বা শোধনের শাস্ত্রবিহিত বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৪৮-৬৫০

অসংস্কৃতসুরা পাপ, কলহ, ব্যাধি ও দুঃখ দান করে আর আয়ু, শ্রী, কীর্ত্তি, সৌভাগ্য, ধর্ম ও বিদ্যা বিনাশ করে। ৩১

তস্মাৎ সংস্কৃত্য বিধিবৎ কুলদ্রব্যং ততোঽর্চয়েৎ।
অন্যথা নরকং যাতি দাতা ভোক্তা ন[7]সংশয়ঃ। ৩২॥

সেইজন্য, যথাবিধি কুলদ্রব্যের সংস্কার করে তবে তা দিয়ে পূজা করতে হবে। অন্যথা তার দাতা ও ভোক্তা উভয়েই নিঃসংশয় নরকে যাবে। ৩২

বিনা দ্রব্যাধিবাসেন[8]ন জপেন্ন স্মরেৎ প্রিয়ে।
যে স্মরন্তি নরা মূঢ়াস্তেষাং দুঃখং পদে পদে ॥ ৩৩ ॥

---

১ তা বি গ.—ঙ. এবং হ গ, পর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টৈঃ।

২ ঐ,—ঙ. এবং হ গ, সহ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং হ গ. স্বাদিষ্ঠৈশ্চ বাদিষ্ঠৈশ্চ।

৪ তা বি গ,—গ, ঙ. এবং হ গ, অসংস্কৃতসুরাপানং কলহব্যাধিদুঃখদম্।

৫ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ; ঐ,—ঙ. এবং হ গ, কীর্ত্তির্দ্ধশ্চ সৌভাগ্যঞ্চ ধর্মো বিদ্যা; তা বি গ, ধনধান্য।

৬ ঐ,—ঙ, এবং হ গ, চ নশ্যতি।

৭ ঐ,—ঙ, এবং হ গ, তথোক্তা নাত্র।

৮ ঐ,—ক, ঙ, এবং হ গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দ্রব্যাদিবাসেন।

প্রিয়ে, দ্রব্যের অধিবাস ব্যতীত তা ব্যবহার করে জপ এবং স্মরণ করণ করা উচিত নয়। যে-সব মূঢ় ব্যক্তি তেমনি স্মরণ করে তাদের পদে পদে দুঃখ। ৩৩

নাসবেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনাসবঃ।
পরস্পরবিরোধিত্বাৎ কথং পূজা বিধীয়তে ॥৩৪॥

আসব ছাড়া মন্ত্র হয় না আর মন্ত্র ছাড়া আসব হয় না। আসবহীনতা ও মন্ত্র এবং মন্ত্রহীনতা ও আসব পরস্পর বিরোধী বলে সেরকম ক্ষেত্রে কি করে পূজা হবে? ৩৪

তৎসংশয়নিবৃত্তিঞ্চ[1] জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ প্রিয়ে।
বীক্ষণং প্রোক্ষণং ধ্যানং মন্ত্রমুদ্রাবিশোধনম্।
দ্রব্যং তর্পণযোগ্যং স্যাদ্দেবতাপ্রীতিকারকম্[2] ॥৩৫॥

বীক্ষণং প্রোক্ষণং—বীক্ষণাদি মদ্যসংস্কারের প্রক্রিয়া। "বীক্ষণ অর্থ দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা বীক্ষণ; প্রোক্ষণ অর্থ মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা প্রোক্ষণ; ধ্যান অর্থ অমৃতরূপে ধ্যান; মন্ত্র অর্থ মূলমন্ত্রজপ আর মুদ্রা অর্থ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৩৮।

গুরুমুখে এই সংশয়ের (আসব ব্যতীত মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতীত আসব পূজায় থাকতে পারে কিনা এই সংশয়ের) নিবৃত্তি অবগত হয়ে বীক্ষণ, প্রোক্ষণ, ধ্যান, মন্ত্র, মুদ্রা এসবের দ্বারা দ্রব্যের শোধন করতে হবে। এই প্রকারে শোধিত দ্রব্য তর্পণযোগ্য এবং দেবতার প্রীতিকারক হবে। ৩৫

অগ্নিসূর্যেন্দুব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুরুদ্রসদাশিবৈঃ[3]।
চতুর্বিংশতিমন্ত্রৈঃ স্যাম্মদ্যঞ্চৈব পরামৃতম্ ॥৩৬॥

অগ্নি-সূর্য-ইন্দু-ব্রহ্মা-ইন্দ্র-বিষ্ণু-রুদ্র-সদাশিবাত্মক চতুর্বিংশতি মন্ত্রের দ্বারা মদ্য পরামৃত হয়। ৩৬

অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টী রতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা ॥৩৭॥
পূর্ণা পূর্ণামৃতা চেতি কথিতাঃ কুলনায়িকে।
সৌম্যাঃ কামপ্রদায়িন্যঃ ষোড়শ স্বরজাঃ কলাঃ ॥৩৮॥

ওগো কুলনায়িকা, অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি অঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃতা এই ষোলটি স্বরবর্ণোদ্ভূতা সৌম্যকলা কামপ্রদায়িনী। ৩৭-৩৮

---

১ তা বি গ,—ক, তৎসংশয়নিমিত্তঞ্চ। ২ ঐ,—খ, অন্যথা নরকং ব্রজেৎ
৩ তা বি গ,—ক, অগ্নিসূর্যেন্দুসব্‌মবিষ্ণুরুদ্রেশসঙ্কিতৈঃ।

তপনী তাপিনী ধূম্রা মরীচির্জ্বালিনী রুচিঃ।
সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা রোধিনী[১] ধারিণী ক্ষমা।
কভাদ্যা বসুদাঃ সৌরাঠডান্তা দ্বাদশেরিতাঃ[২] ॥৩৯

কভাদ্যা ঠডান্তা—আদিতে কভ আর অন্তে ঠড। যথা, কভ, খব, গফ, ঘপ, ঙন, চধ, ছদ, জথ, ঝত, ঞণ, টঢ এবং ঠড।

তপনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, রোধিনী, ধারিণী এবং ক্ষমা অর্থপ্রদায়িনী। এই দ্বাদশ সৌরকলা কভাদি ঠডান্ত বর্ণযুগ্ম থেকে উদ্ভূতা। ৩৯

ধূম্রার্চিরুষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা[৩] কপিলা হব্যকব্যবহা তথা[৪]।
আগ্নেয়া যাদিবর্ণোত্থা[৫] দশ ধর্মপ্রদাঃ কলাঃ ॥ ৪০ ॥

যাদিবর্ণোত্থা—য-আদি বর্ণ থেকে উদ্ভূতা। য-আদি বর্ণ বলতে বুঝায় য র ল ব শ ষ স হ ল্ এবং ক্ষ এই দশটি ব্যাপক বর্ণ।

ধূম্রা, অর্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা এবং হব্যকব্যবহা এই দশ ধর্মপ্রদা কলার উদ্ভব হয়েছে যাদিবর্ণ থেকে। ৪০

সৃষ্টি[৬]র্মেধা স্মৃতির্ঋদ্ধিঃ কান্তির্লক্ষ্মীর্দ্যুতিঃ স্থিরা।
স্থিতিঃ সিদ্ধিরিতি প্রোক্তাঃ কচবর্গকলা দশ।
অকারপ্রভবা ব্রহ্মজাতাঃ স্যুঃ সৃষ্টয়ে কলাঃ[৭] ॥৪১॥

ব্রহ্মজাতাঃ—অকার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বাচক। এইজন্য, অকারপ্রভবা কলাকে ব্রহ্মজাতা বলা হয়েছে।

সৃষ্টি, মেধা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, কান্তি, লক্ষ্মী, দ্যুতি, স্থিরা, স্থিতি এবং সিদ্ধি এই দশটি কবর্গ এবং চবর্গের কলা। এরা অকারোদ্ভূতা ব্রহ্মজাতা সৃষ্টিকলা। ৪১

---

১ তা বি গ,—গ, বোধিনী।

২ ঐ,—খ, অনন্তা। ঐ,—ঙ, কলাদ্যা বসুধাঃ সৌরাঃ প্রভা দ্বাদশ ঈরিতাঃ। র গ, কলাঢ্যা বসুধাঃ সৌরাঃ প্রভা দ্বাদশ ঈরিতাঃ।

৩ তা বি গ,—ক, গ, ঙ, স্বরূপা; র গ, সুশ্রীস্বরূপা

৪ র গ,-যুক্ত পাঠ; তা বি গ, হব্যকব্যবহে অপি।

৫ তা বি গ,—খ,-যুক্ত, পাঠ, তা বি গ, যাদিবর্ণাখ্যা।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ ভূক্তি।

৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, অকারার্ণসমুদ্ভূতা ব্রহ্মণস্ত কলা ইমাঃ।

জয়া চ পালিনী[1] শান্তিরীশ্বরী রতিকামিকে।
বরদাহ্লাদিনীপ্রীতিদীর্ঘাঃ স্যুষ্টতবর্গজাঃ[2]।
উকারপ্রভবা বিষ্ণুজাতাঃ স্যুঃ স্থিতয়ে কলাঃ ॥৪২

বিষ্ণুজাতাঃ—উকার স্থিতিকর্তা বিষ্ণুর বাচক। এইজন্য, উকারপ্রভবা কলাকে বিষ্ণুজাতা বলা হয়েছে।

জয়া, পালিনী, শান্তি, ঈশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি এবং দীর্ঘা এই দশটি টবর্গ এবং তবর্গের কলা। এরা উকারোদ্ভূতা, সেইজন্য বিষ্ণুজাতা স্থিতিকলা। ৪২

তীক্ষ্ণা রৌদ্রী ভয়া নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুৎ[3] ক্রোধিনী ক্রিয়া[4]।
উৎকারী মৃত্যুরিত্যুক্তা পযবর্গকলা দশ।
মকারপ্রভবা রুদ্রজাতাঃ সংহৃতয়ে কলাঃ ॥৪৩॥

পযবর্গকলাঃ—পবর্গ এবং যবর্গের কলা। যবর্গ বলতে এখানে য র ল ব এবং শ এই পাঁচটি বর্ণ।

রুদ্রজাতাঃ—মকার সংহারকর্তা রুদ্রের বাচক। এইজন্য, মকারপ্রভবা কলাকে রুদ্রজাতা বলা হয়েছে।

তীক্ষ্ণা, রৌদ্রী, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকারী এবং মৃত্যু এই দশটি পবর্গ এবং যবর্গের কলা। মকারোদ্ভূতা, সেইজন্য রুদ্রজাতা; এরা সংহারকলা। ৪৩

ষবর্গা[5]শ্চতস্রঃ স্যুঃ পীতা শ্বেতারুণাসিতাঃ
[6]কলাশ্চেশ্বরসঞ্জাতাস্তিরোধানায় বিন্দুজাঃ[7] ॥৪৪॥

ষবর্গাঃ—ষবর্গের কলা। ষবর্গ—ষ স হ ল্ ক্ষ। কিন্তু এখানে চারটি বর্ণ ধরা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সম্প্রদায় প্রমাণ।

বিন্দুজাঃ—বিন্দু ঈশ্বরতত্ত্ব, কাজেই বিন্দুজা অর্থ ঈশ্বরজা। ঈশ্বরসঞ্জাতাঃ—বিন্দু থেকে উদ্ভূতা।

---

১ তা বি গ.—গ. এবং র গ. জয়া কপালিনী।

২ ঐ.—ঙ. এবং র গ. তথা চ দশমী স্মৃতা।

৩ তা বি গ.—ঙ. এবং র গ. ক্ষুৎতৃষ্ণা।

৪ ঐ. প্রিয়া।

৫ তা বি গ.—গ. ঘ. ঙ. এবং র গ. শ-বর্গস্থ।

৬ কলাশ্চেশ্বরসঞ্জাতাঃ ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধের পূর্বে তা বি গ. ঙ-তে সবর্গান্তভস্থিয়ঃ সুষিতা তারিণী সিতা এবং র গ.-তে সবর্গান্তভস্থিয়ঃ সুষিরা তারিণী সিতা এই শ্লোকার্ধ পাওয়া যায়।

৭ তা বি গ.—ঙ. এবং র গ. তিরস্তানায় বিন্দুগাঃ।

পীতা, শ্বেতা, অরুণা, অসিতা এই চারটি য-বর্গের কলা। বিন্দু থেকে উদ্ভূতা এরা ঈশ্বরজাতা তিরোধানকলা। ৪৪

নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথৈব চ।
ইন্ধিকা দীপিকা চাপি রেচিকা[১] মোচিকা পরা ॥ ৪৫ ॥
সূক্ষ্মা সূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানাঽমৃতা চাপ্যায়িনী তথা।
ব্যাপিনী ব্যোমরূপা চ ষোড়শ[২] স্বরজাঃ কলাঃ।
সদাশিবভবা নাদাদনুগ্রহকলাঃ ক্রমাৎ ॥৪৬॥

সদাশিবভবাঃ—নাদ সদাশিব তত্ত্ব। এইজন্য নাদোদ্ভূতা কলাকে সদাশিব-ভবা অর্থাৎ সদশিব থেকে সম্প্রাতা বলা হয়।

নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, পরা, সূক্ষ্মা সূক্ষ্মামৃতা, জ্ঞানা, অমৃতা, আপ্যায়িনী, ব্যাপিনী এবং ব্যোমরূপা—এই ষোড়শ স্বরবর্ণের কলা। এরা নাদাদ্ভূতা, সেইজন্য সদাশিবভবা—অনুগ্রহকলা। ৪৫-৪৬

প্রথমস্তু কৃতে হংসঃ[৩] প্রতদ্বিষ্ণুরনন্তরম্।
ত্র্যম্বকস্তু তৃতীয়ং স্যাচ্চতুর্থস্তৎপদাদিকঃ[৪] ॥৪৭॥
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু পঞ্চমঃ কল্পনামনুঃ।
চতুর্নবতিমন্ত্রাঙ্গদেবতাভাবসিদ্ধিদাঃ[৫] ॥৪৮॥

প্রথমস্তু কৃতে—প্রাথমিক স্ত্রীঁ। প্রথমস্তু কৃতে হংসঃ ইত্যাদি দ্বারা এই মন্ত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে—স্ত্রীঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদ্‌ব্যোমসদব্‌জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্। এটি মদ্যশোধন মন্ত্র। প্রতদ্বিষ্ণুঃ ইত্যাদির উদ্দিষ্ট মন্ত্র—ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ-স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্ব-ধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা। এটি মাংসশোধন মন্ত্র।

ত্র্যম্বকস্তু ইত্যাদির উদ্দিষ্ট মন্ত্র—ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। এটি মৎস্যশোধন মন্ত্র।

---

১ হা বি গ,—খ, রেচিকা।　　২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, বিন্দবস্তাঃ।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ,-মৃত পাঠ; তা বি গ, প্রথমং প্রকৃতেহংসঃ।
৪ ঐ,—ঙ এবং ব গ, পরাদিকঃ।
৫ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, চতুর্থবতিমন্ত্র: স্যাদ্দেবতাবস্য পূজিতাঃ;
ঐ,—খ, দেবতাবায় পূজাতাম্।

তৎপদাদিকঃ ইত্যাদি দ্বারা এই মন্ত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। এটি মুদ্রাশোধন মন্ত্র।

বিষ্ণুর্যোনিং ইত্যাদির উদ্দিষ্ট মন্ত্র—

ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু।
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাং পুষ্করস্রজা।

এটি পঞ্চমতত্ত্বশোধন মন্ত্র।

হ্রীং হংসঃ ইত্যাদি প্রথম মন্ত্র। প্রতদ্বিষ্ণুঃ ইত্যাদি তারপর অর্থাৎ দ্বিতীয় মন্ত্র। ত্র্যম্বকম্ ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্র। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি চতুর্থ মন্ত্র এবং বিষ্ণুর্যোনিং ইত্যাদি পঞ্চম মন্ত্র। চতুর্নবতি কলার চতুর্নবতি মন্ত্র সাধকের অভীষ্টদেবতাভাবসিদ্ধি প্রদান করে। ৪৭-৪৮

মন্ত্রজাপশ্চ সংপ্রোক্ত আত্মস্তবশ্চ পঞ্চভিঃ
*অত্র যে [তে] পঞ্চ সংপ্রোক্তা মন্ত্রাস্তে কুলনায়িকে ॥৪৯॥

ওগো কুলনায়িকা, এখানে যে পাঁচটি বললাম তা মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করতে হয় এবং এদের দ্বারা পরমাত্মার স্তব করতে হয়। ৪৯

অখণ্ডৈকরসানন্দাকরে পর[১] সুধাত্মনি।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহ্যকুলরূপিণী[২] ॥৫০॥
অকুলস্থামৃতাকারে[৩] সিদ্ধিজ্ঞানকরে পরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥৫১॥

অখণ্ড-একরসানন্দের আকর ওগো অকুলরূপিণী, পরসুধাত্মক এই বস্তুতে স্বচ্ছন্দস্ফুরণশক্তি স্থাপন কর। অকুলস্থামৃতাকারা সিদ্ধিজ্ঞানকারিণী ক্লিন্নরূপিণী ওগো পরা, এই বস্তুতে অমৃতত্ব বিধান কর। ৫০-৫১

তদ্রূপেণৈকরস্যঞ্চ কৃত্বার্ঘ্যং তৎস্বরূপিণি[৪]।
ভূত্বা পরামৃতাকারং ময়ি চিৎস্ফুরণং[৬] কুরু ॥৫২॥

---

* এই শ্লোকার্ধ র গ.-তে নেই।

১ তা বি গ.—খ. অখণ্ডৈকরসানন্দে কুলেশ্বরি।

২ তা বি গ.—ঙ. এবং র গ. স্বচ্ছন্দস্মরণে মন্ত্রস্তবতামৃতরূপিণী ; ঐ.—খ. স্বচ্ছন্দস্ফুরণার্থায় নিধেহ্যকুলরূপিণি।

৩ তা বি গ.—খ. পারে।

৪ ঐ.—ঙ. এবং র গ. শুদ্ধজ্ঞানকরে বরে।

৫ ঐ. তদ্রূপিণ্যেকরূপত্বং কৃত্বা চৈতৎ স্বরূপিণ।

৬ ঐ. বিস্ফুরণং।

ওগো ব্রহ্মস্বরূপিণী, এই অর্ঘ্যকে ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মৈকরসকর এবং পরমামৃতাকার হয়ে অর্থাৎ এই মদ্যাকার ধারণ করে আমার চৈতন্যের স্ফুরণ কর।৫২

বাগ্‌ভবং পাবনং[১] ভূমিঃ পুষ্টিরিন্দুসমন্বিতা[২]।
স্থিতিশ্চ পাবকানুগ্রহার্ধেন্দুসমলঙ্কৃতা[৩] ॥৫৩॥
স্থিরেন্ধিকেন্দুসংযুক্তা[৪] শ্বেতা বিন্দুযুগান্বিতা।
তথামৃতে পদং কুর্য্যাত্তৎপশ্চাদমৃতোদ্ভবে ॥৫৪॥
তথামৃতেশ্বরীত্যুক্ত্বা পশ্চাদমৃতবর্ষিণি[৫]।
অমৃতং স্রাবয়দ্বন্দ্বং[৬] দ্বিঠান্তো দ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ।
অমৃতেশীমনুঃ প্রোক্তঃ পঞ্চত্রিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ ॥৫৫॥

মন্ত্রসংকেত—বাগ্‌ভব = ঐঁ, পাবন = প, ভূমি = ল, পুষ্টি = উ, ইন্দু = ँ, স্থিতি = হ, পাবক = র, অনুগ্রহ = ঔ, স্থিরা = গ/জ, ইন্ধিকা = উ, শ্বেতা = স, বিন্দু = ঃ, দ্বিঠান্ত = স্বাহা।

বাগ্‌ভব, তারপর পাবনের সঙ্গে ভূমি পুষ্টি ও ইন্দু যুক্ত করবে, তারপর স্থিতির সঙ্গে পাবক অনুগ্রহ ও ইন্দু যুক্ত করবে, তারপর স্থিরার সঙ্গে ইন্ধিকা ও ইন্দু যুক্ত করবে, এবার শ্বেতার সঙ্গে বিন্দু যুক্ত করবে, এরপর অমৃতে এই পদ বলবে, তারপরে অমৃতোদ্ভবে অমৃতেশ্বরি বলে অমৃতবর্ষিণি অমৃত স্রাবয় স্রাবয় বলবে। সব শেষে দ্বিঠান্ত বলবে। এটি দ্রব্যশুদ্ধিকর। পঞ্চত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক এই মন্ত্রের নাম অমৃতেশী মন্ত্র। মন্ত্রটি উদ্ধার করলে দাঁড়াবে—ঐঁ প্লূঁ হ্রৌঁ গুঁ (জুঁ) সঃ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতেশ্বরি অমৃতবর্ষিণি অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা। ৫৩-৫৫

ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ বমাদীনি ঐঁ ক্লীঁ ততঃপরম্।
ক্লিন্নে ক্লেদয় ছেদয় মহাক্ষোভং[৭] কুরু কুরু ক্লীঁ নমঃ।
মোক্ষং কুরু কুরু হ্সৌঁ স্ত্রীঁ[৮] ॥৫৬॥

---

১ তা বি গ.—খ. ঙ. এবং র গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. পার্শ্বগং।
২ ঐ.—ঙ. এবং র গ. পুষ্টিরিন্দুঃ সমীরিতা।
৩ ঐ. পাবকাশ্চ গত্বার্ধেন্দুমলঙ্কৃতা।
৪ ঐ. স্থিরাচ্ছিন্দ্যেন্দুসংযুক্তা।
৫ তা বি গ.—খ. বাসিনি; ঐ.—ঙ. এবং র গ. রূপিণি।
৬ র গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. স্রাবয়দ্ দ্বন্দ্বং।
৭ তা বি গ.—ঙ. মহামোক্ষং।
৮ ৫৬ সংখ্যক শ্লোকটি র গ. এবং তা বি গ.—ঙ.-তে পাওয়া যায়।

ঐং ক্লীং সৌঁ বমাদীনি ঐং ক্লীং ; এবার ক্লিন্নে ক্লেদয় ছেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু ক্লীং নমঃ ; তারপর মোক্ষং কুরু কুরু হৌঁ স্ত্রীং।

[মন্ত্রটি এই—ঐং ক্লীং সৌঁ বমাদীনি ঐং ক্লীং ক্লিন্নে ক্লেদয় ছেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু ক্লীং নমঃ। মোক্ষং কুরু কুরু হৌঁ স্ত্রীং। ৫৬

বাগ্‌ভবং বদযুগ্মঞ্চ বাগ্বাদিনীতি বাগ্‌ভবম্
কামরাজং ততঃ ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয়েতি চ ॥৫৭॥
মহামোক্ষং কুরুযুগ্মং কামরাজমতঃপরম্।
তার্তীয়ং মোক্ষশব্দান্তে কুরুযুগ্মং বদেত্ততঃ ॥৫৮॥
স্যাৎ প্রাসাদপরা চান্তে[1] সপ্তত্রিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ
দীপনীমনুরিত্যুক্তঃ সর্বসিদ্ধিকরঃ প্রিয়ে ॥৫৯॥

মন্ত্রসংকেত—কামরাজ=ক্লীং, তার্তীয়=সৌঁ, প্রাসাদ=হৌঁ, পরা=স্ত্রীং।

বাগ্‌ভব বদ বদ বাগ্বাদিনি আবার বাগ্‌ভব, কামরাজ তারপর ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় ক্লেদয়, এবার মহামোক্ষ কুরু কুরু, তারপর কামরাজ তার্তীয় মোক্ষ কুরু কুরু বলতে হবে। শেষে প্রাসাদ ও পরা বলতে হবে। প্রিয়ে, সপ্তত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক এই মন্ত্রটির নাম দীপনী মন্ত্র। এটি সর্বসিদ্ধিকর। মন্ত্রটি উদ্ধার করলে দাঁড়াবে—ঐং বদ বদ বাগ্বাদিনি ঐং ক্লীং ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় মহামোক্ষং কুরু কুরু ক্লীং সৌঁ মোক্ষং কুরু কুরু হৌঁ স্ত্রীং। ৫৭-৫৯

এতাঃ কলা মাতৃকাঞ্চাপ্যখণ্ডৈকাদিকান্ মনূন্[2]।
অমৃতেশী দীপনীঞ্চ মূলমন্ত্রমপি ক্রমাৎ ॥৬০॥
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ দ্বিচতুর্বারম[3]ম্বিকে।
সংস্পৃষ্ট্বাভ্যর্চ্য[4] পাত্রন্তু পূজয়েদ্ধেনুমুদ্রয়া ॥৬১॥

আম্বিকা, যথাক্রমে এই সমস্ত কলা, মাতৃকা অখণ্ডাদিমন্ত্র, অমৃতেশীমন্ত্র, দীপনীমন্ত্র, মূলমন্ত্র এক দুই তিন চার বার কিংবা দুবারা চারবার সম্যক্ স্মরণ করে পাত্রের অভ্যর্চন করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে তার পূজা করতে হবে। ৬০-৬১

ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং[5] পীযূষরসমাবহ[6] ॥ ৬২ ॥

---

১ তা বি গ.—ক, মন্ত্রঃ। ২ ঐ.—ঙ, এবং র গ. পাখণ্ডাদিকা মনূনপি।
৩ ঐ. দ্বিচত্বারিক। ৪ ঐ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. সংস্মৃত্যাভ্যর্চ্য।
৫ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ. মহাগ্রাসং। ৬ ঐ. তাবহং।

শুদ্ধদ্রব্যেণ তেনাপি গন্ধপুষ্পাক্ষতৈ[১]রপি
ন্যাসোক্তসর্বমন্ত্রৈশ্চাপ্যা[২]ত্মানং পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৬৩ ॥

প্রিয়ে, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসম্ভূত অশেষরসসম্ভূত পীযূষরসের বাহক মহাপাত্রকে এবং নিজেকে সেই (পূর্বোক্ত) শুদ্ধদ্রব্য দিয়ে এবং গন্ধপুষ্প ও অক্ষত দিয়ে ন্যাসোক্ত সব মন্ত্রের দ্বারা পূজা করতে হবে। ৬২-৬৩

মূর্ধ্নি শ্রীগুরুপঙ্‌ক্তিশ্চ মূলাধারে চ পাদুকাম্।
দিব্যৌঘে চাদিনাথশ্চ তচ্ছক্তিশ্চ সদাশিবঃ ॥ ৬৪ ॥
তৎপত্নী চেশ্বরস্তস্য[৩] ভার্যা রুদ্রশ্চ তদ্বধূঃ।
বিষ্ণুশ্চ তৎপ্রিয়া ব্রহ্মা তৎকান্তা দ্বাদশেরিতাঃ[৪] ॥ ৬৫ ॥

গুরুপঙ্‌ক্তি—গুরুপঙ্‌ক্তি তিনটি; দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ আর মানবৌঘ। অর্থাৎ দিব্যগুরুর একপঙ্‌ক্তি, সিদ্ধগুরুর একপঙ্‌ক্তি আর মানবগুরুর এক পঙ্‌ক্তি এই তিন পঙক্তি—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬১-৬২।

মূর্ধায় শ্রীগুরুপঙ্‌ক্তির এবং মূলাধারে পাদুকার পূজা করতে হয়। দিব্যৌঘ গুরুপঙ্‌ক্তি, যথা—আদিনাথ ও তাঁর শক্তি, সদাশিব ও তৎপত্নী, ঈশ্বর ও তাঁর ভার্যা, রুদ্র ও তদ্বধূ, বিষ্ণু ও তৎপ্রিয়া, ব্রহ্মা ও তৎকান্তা এই দ্বাদশ। ৬৪-৬৫।

সিদ্ধৌঘে সনকশ্চৈব সনন্দশ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারশ্চ সনৎসুজাতশ্চ ঋভুক্ষজঃ[৫] ॥ ৬৬ ॥
দত্তাত্রেয়ো রৈবতকো[৬] বামদেবস্ততঃ পরম্।
ততো ব্যাসঃ শুকশ্চৈব[৭] একাদশ সমীরিতা ॥ ৬৭ ॥

সিদ্ধৌঘ গুরুপঙ্‌ক্তি, যথা—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, সনৎ-সুজাত, ঋভুক্ষজ, দত্তাত্রেয়, রৈবতক, বামদেব, ব্যাস এবং শুক এই একাদশ। ৬৭

মানবৌঘে নৃসিংহশ্চ মহেশো ভাস্কর[৮]স্তথা।
মহেন্দ্রো মাধবো বিষ্ণু ষড়েতে চ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৬৮ ॥

মানবৌঘ গুরুপঙ্‌ক্তি, যথা—নৃসিংহ, মহেশ, ভাস্কর, মহেন্দ্র, মাধব এবং বিষ্ণু এই ছয়। ৬৮

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঙ, এবং র গ, শুদ্ধপুষ্প ফটৈঃ।
২ ঐ,—ক, গ, ঘ, ন্যাসঃ পূর্বোক্তমন্ত্রৈস্তু চ।
৩ ঐ,—ঙ এবং র গ, স্তস্তা।
৪ র গ, হিতা।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ঋতুঃ স্মৃতঃ।
৬ ঐ,—ক, দেবতকো।
৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ব্যাসশ্চ শুকশ্চ।
৮ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ভার্গব।

নমোঽন্তে যোজয়েৎ[1]দেবি দিব্যৌঘে পরমং শিবম্[2]।
মহাশিবঞ্চ[3] সিদ্ধৌঘে মানবৌঘে সদাশিবম্[4] ॥ ৬৯ ॥

দেবী, দিব্যৌঘ গুরুপঙ্‌ক্তির পূজায় নমঃ শব্দের পর পরমশিব যোগ করতে হবে। সিদ্ধৌঘ গুরুপঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রে নমঃ শব্দের পর মহাশিব এবং মানবৌঘ গুরুপঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রে নমঃ শব্দের পর সদাশিব যোগ করতে হবে। অর্থাৎ নমঃ পরমশিবায় নমঃ মহাশিবায় নমঃ সদাশিবায় এইরকম হবে । ৬৯

ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্য দেবীমাবাহয়েৎ প্রিয়ে।
মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।
সর্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরি ॥ ৭০ ॥
দেবেশি ভক্তিসুলভে সর্বাবরণসংযুতে[5]।
যাবত্ত্বাং পূজয়ামীহ[6] তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ৭১ ॥

তারপর পীঠ পূজা করে দেবীর আবাহন করতে হবে। মহাপদ্মবনান্তস্থা কারণানন্দবিগ্রহা সর্বভূতহিতকারিণী মা পরমেশ্বরী, এস এস। সর্বাবরণসংযুক্তা ভক্তিসুলভা ওগো দেবেশী, যতক্ষণ তোমার পূজা করব ততক্ষণ এখানে সুস্থির হয়ে থাক। ৭০-৭১

মন্ত্রেণানেন চাবাহ্য যজেদ্দেবীমনন্যধীঃ[7]।
ধ্যাত্বা মুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ[8] গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৭২ ॥

এই মন্ত্রে (৭১-৭২ শ্লোকে বিবৃত) আবাহন করে, অনন্যধী হয়ে ধ্যান করে, মুদ্রা প্রদর্শন করে, গন্ধপুষ্প অক্ষতের দ্বারা দেবীর পূজা করতে হবে। ৭২

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যা[9]শরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥ ৭৩ ॥

সাধকদের হিতের জন্য চিন্ময়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা।

লিঙ্গ[10]স্থণ্ডিলবহ্ন্যম্বুসূর্য[11]কুড্যপটেষু চ[12]।
মণ্ডলে ফলকে মূর্ধ্নি হৃদি বা দশ কীর্তিতাঃ[13] ॥ ৭৪ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, পূজয়ে। ২ ঐ, পরমঃ শিবঃ। ৩ ব গ, মহাশিবঞ্চ।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, শিবঃ। ৫ ঐ, পরিবারসমন্বিতে। ৬ ঐ, পূজয়িষ্যামি।
৭ তা বি গ,—ক, দেবীঞ্চ পূজয়েৎ সুধীঃ ; ঐ,—খ, যজেদ্বিদ্যামনন্যধীঃ।
৮ ঐ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, প্রদর্শ্যার্চেৎ।
৯ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, নির্গুণস্য। ১০ ঐ,—ঙ, কুণ্ড।
১১ ব গ, কুণ্ডস্থণ্ডিলয়োর্মধ্যে শূর্প। ১২ ঐ, বা। তা বি গ,—খ, গ, ঘ, অটাকুণ্ডপটেষু চ।
১৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ হৃদয়েষু প্রকীর্তিতাঃ।

এষু স্থানেষু দেবেশি যজন্তি পরমাং শিবাম্[১] ।
অরূপাং রূপিণীং[২] কৃত্বা কর্মকাণ্ডরতা নরাঃ ॥ ৭৫ ॥

লিঙ্গ, স্থণ্ডিল, বহ্নি, অম্বু, সূর্প, কুড্য (দেয়াল), পট, মণ্ডল, ফলক, মূর্দ্ধা, অথবা হৃদয় এই দশটি পূজাস্থান বলে প্রখ্যাত। দেবেশী, কর্মকাণ্ডনিরত ব্যক্তিরা অরূপ পরমশিবাকে রূপধারিণী কল্পনা করে এইসব স্থানে পূজা করে। ৭৫

গবাং সর্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা[৩] ।
তথা সর্বগতো[৪] দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে ॥ ৭৬ ॥

গাভীর সর্বাঙ্গে দুধ থাকলেও তা যেমন স্তনমুখে ক্ষরিত হয় তেমনি দেবতা সর্বগত হলেও প্রতিমাদিতে দীপ্তি পান। ৭৬

আভিরূপ্যাচ্চ[৫] বিম্বস্য [৬]পূজায়াশ্চ বিশেষতঃ ।
সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ সন্নিধৌ[৭] দেবতা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥

মূর্তির সৌন্দর্যে, পূজার বিশেষত্বে এবং সাধকের বিশ্বাসে দেবতা সন্নিধিস্থ হন। ৭৭

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্[৮] ।
[৯]স্বকর্মরচিতং দত্তং পুনস্তামেব পোষয়েৎ[১০] ॥ ৭৮ ॥

গাভীর শরীরস্থ সর্পি (দুগ্ধের মধ্যে অবস্থিত) তার অঙ্গপুষ্টি করেনা। কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের কর্মের দ্বারা (দুগ্ধদোহন ইত্যাদি ক্রমে) তা তৈরি করে গাভীকে যদি খেতে দেয় তা হলে তা তার অঙ্গপুষ্টি করবে। ৭৮

এবং সর্বশরীরস্থা সর্পিবৎ পরমেশ্বরী[১১] ।
বিনা চোপাসনাং[১২] দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাম্ ॥ ৭৯ ॥

দেবী, এইপ্রকারে পরমেশ্বরী সর্পির মতো সর্বশরীরস্থা হলেও উপাসনা বিনা মানুষকে ফল দান করেন না। ৭৯

---

১ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, পরমং শিবঃ।
২ ঐ, অরূপং রূপিণং কৃত্বা।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, স্রাবয়েত্তন্মুখে যথা।
৪ ঐ, সর্বাঙ্গগো।
৫ ঐ, আভিরূপ্যাচ্চ।
৬ তা বি গ,—ক, খ, বিম্বস্থ।
৭ ঐ,—ক, সবিধৌ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সাত্ত্বিকা।
৮ তা বি গ,—খ, স্রবাং শক্তিঃ শরীরস্থা ন করোত্যাত্মপোষণম্।
৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-তে এর আগে স্বকর্মরচিতং দত্তমহস্তামেব পোষণং এই শ্লোকার্ধটি দৃষ্ট হয়।
১০ ঐ, সুকর্মণাচিতং দত্তং পুনস্তামেব পোষয়েৎ, তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পুনস্তামেব পোষয়েৎ।
১১ র গ, এবং সর্বশরীরস্থমাত্মনঃ পরমেশ্বরি।
১২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, বিনা চ সময়ং।

সকলীকৃত্য তৎপ্রাণান্ সমুদ্দীপ্যেন্দ্রিয়াণি চ[১]।
প্রতিষ্ঠাপ্যার্চয়েদ্দেবি চান্যথা[২] নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৮০ ॥

সকলীকৃত্য—সকলীকরণ করে। সকলীকরণ পূজার অঙ্গক্রিয়া বিশেষ। যথাবিহিত মন্ত্র পড়ে এটি করতে হয়। (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৩০)।

দেবী, দেবতার সকলীকরণ করে, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্দীপন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর করতে হবে পূজা। নৈলে, সে-পূজা ব্যর্থ হবে। ৮০

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ[৩]।
ন তৎ সাধয়তে[৪] সর্বং হীনমঙ্গং পদং তথা[৫] ॥ ৮১ ॥

যা মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, বিধিহীন সে-সব অঙ্গহীন, পদহীন (মন্ত্রের বা স্তবের কোনো পদ) পূজা সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ৮১

নিয়মাদতিরেকেণ[৬] যদ্ যদ্ কর্ম করোতি যঃ[৭]।
ন কিঞ্চিদপ্যস্য ফলং সিধ্যতি ক্রমদোষতঃ ॥ ৮২ ॥

যে ব্যক্তি যে যে কর্মে নিয়মের বাড়াবাড়ি করে ক্রমদোষের জন্য তার সে-কর্মের কিঞ্চিৎ ফললাভও হয় না। ৮২

ন্যূনতাতিরিক্তকর্মাণি ন ফলন্তি কদাচন।
যথাবিধি কৃতানীহ[৮] সৎকর্মাণি ফলন্তি হি ॥ ৮৩ ॥

যাতে নিয়মের বাড়াবাড়ি থাকে কিংবা ঘাটতি সে রকম কর্ম কখনো সফল হয় না। এক্ষেত্রে যথাবিধি কৃত সৎকর্মই সফল হয়। ৮৩

তদ্বিধান[৯]কৃতং কর্ম জপহোমার্চনাদিষু।
দেবতাপ্রীতিদং[১০] ভূয়াদ্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্[১১] ॥ ৮৪ ॥

জপ-হোম-অর্চনাদি কর্ম সেই সেই বিধানানুসারে করা হলে তা দেবতার প্রীতিপ্রদ হয় এবং ভুক্তিমুক্তি ফল প্রদান করে। ৮৪

দেবঞ্চ মন্ত্ররূপঞ্চ[১২] মন্ত্রব্যাপ্তিমজানতাম্।
কৃতার্চনাদিকং সর্বং[১৩] ব্যর্থং ভবতি শাম্ভবি ॥ ৮৫ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং ব্র গ, তদীয়ানীন্দ্রিয়াণি চ। ২ তা বি গ,—গ, ঘ, দেবীমন্যথা।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, ক্রিয়ামুক্তিফলপ্রদং।
৪ ঐ,—খ,-যুক্ত। পাঠ। ঐ,—গ, ঘ, ঈশঃ সাধয়তে। তা বি গ, এবং ব্র গ, ক্ষময়া সাধয়েৎ।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, হীনমঙ্গপদং বদেৎ। ৬ তা বি গ,—ক, নিয়মাদবিবেকেন।
৭ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, ক্রমশেষতঃ। ৮ ঐ, যথা করফলাদীনি।
৯ তা বি গ, তদ্বিধানং। ১০ ঐ, প্রীতিদা। ১১ ঐ, ফলপ্রদা।
১২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-যুক্ত পাঠ। তা বি গ, দেবস্থ মন্ত্ররূপস্থ। ১৩ ঐ,—ক, যদ্বং।

ওগো শাম্ভবী, মন্ত্ররূপ দেবতাকে এবং মন্ত্রব্যাপ্তি অবগত না হয়ে পূজাদি করলে সে-সব ব্যর্থ হয়। ৮৫

যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং দেবতা মন্ত্ররূপিণী।
যন্ত্রে সা[১] পূজিতা দেবি সহসৈব প্রসীদতি ॥ ৮৬ ॥

দেবী, যন্ত্র মন্ত্রময়। দেবতা মন্ত্ররূপী। যন্ত্রে পূজিত হলে দেবতা সহসাই প্রসন্ন হন। ৮৬

কামক্রোধাদিদোষোত্থ[২] সর্বদুঃখনিয়ন্ত্রণাৎ।
যন্ত্রমিত্যাহুরেতস্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ ॥ ৮৭ ॥

কামক্রোধাদিজনিত সর্বদুঃখ নিয়ন্ত্রণ করে বলে যন্ত্র বলা হয়। যন্ত্রে পূজিত হলে দেবতা প্রীত হন। ৮৭

শরীরমিব জীবস্য দীপস্য স্নেহবৎ প্রিয়ে।
সর্বেষামপি দেবানাং তথা[৩] যন্ত্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮৮ ॥

প্রিয়ে, জীবের যেমন শরীর, প্রদীপের যেমন স্নেহপদার্থ (তৈলাদি) তেমনি সব দেবতার যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ৮৮

তস্মাদ্ যন্ত্রং[৪] লিখিত্বা বা ধ্যাত্বা সাকৃতিকং[৫] শিবম্।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ সর্বং পূজয়েদ্বিধিনা প্রিয়ে ॥ ৮৯ ॥

প্রিয়ে, সেইজন্য, যন্ত্র অঙ্কন করে অথবা তার কল্যাণকর রূপের ধ্যান করে এবং এই সমস্ত সব গুরুমুখে অবগত হয়ে যথাবিধি পূজা করতে হবে। ৮৯

একপীঠে পৃথক্ পূজাং বিনা যন্ত্রং করোতি যঃ।
অঙ্গাঙ্গিত্বং পরিত্যজ্য[৬] দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯০ ॥

যে একই পীঠে যন্ত্র ছাড়া এবং আরাধ্য দেবতার অঙ্গাঙ্গিত্ব পরিত্যাগ করে পৃথক্ পূজা (অন্য দেবতার পূজা) করে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে। ৯০

একপীঠে কুলেশানি স্বে স্বে যন্ত্রে[৭] পৃথক্ পৃথক্।
যজেদাবরণোপেতা দেবতাস্তদ্বিধানতঃ[৮] ॥ ৯১ ॥

কুলেশানী, একই পীঠে আবরণদেবতাসমন্বিত দেবতাদের তাঁদের নিজ নিজ যন্ত্রে যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ পূজা করতে হয়। ৯১

---

১ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, মন্ত্রবৎ। ২ ঐ, দোষস্থ। ৩ ঐ, যথা।
৪ তা বি গ,—ক, মন্ত্রং।
৫ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং ব গ, পূজয়েৎ পরমং ; তা বি গ, সাকৃতিকং।
৬ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, অঙ্গজানিমপি ত্যক্ত্বা।
৭ ঐ,—খ, যন্ত্রে। ৮ ঐ,—ক, গ, ঘ, যজেদাবরণোপেতাং তাং দেবীং তদ্বিধানতঃ।

আবাহ্য দেবতামেকাং পূজয়ে[১]দন্যদেবতাম্ ।
উভাভ্যাং লভতে শাপং মন্ত্রী[২]চঞ্চলমানসঃ ॥ ৯২ ॥

যে চঞ্চলমতি সাধক এক দেবতার আবাহন করে অন্য দেবতার পূজা করে সে উভয় দেবতার দ্বারা অভিশপ্ত হয়। ৯২

ইত্যাদি লক্ষণং জ্ঞাত্বা গুরুতঃ শাস্ত্রতঃ প্রিয়ে[৩]।
বিধিনাভ্যর্চয়েৎ[৪] সম্যগ্‌দেবতা সুপ্রসীদতি ॥ ৯৩ ॥

প্রিয়ে, গুরুর কাছ থেকে এবং শাস্ত্র থেকে এই সমস্ত লক্ষণ অবগত হয়ে যথাবিধি সম্যক্ অর্চনা করলে দেবতা সুপ্রসন্ন হন। ৯৩

ষোড়শৈরুপচারৈস্তু সাঙ্গং সাবরণং শিবম্[৫]।
পূজয়েন্মূলমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৯৪ ॥

মূলমন্ত্র ও গন্ধপুষ্প-অক্ষতাদি দ্বারা ষোড়শোপচারে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতা সহ শিবের (অর্থাৎ আরাধ্য দেবতার, এখানে শিব উপলক্ষণমাত্র) পূজা করতে হবে। ৯৪

মহাষোঢ়োদিতাশেষপরিবারংশ্চ শাম্ভবি।
প্রণবাদিনমোঽন্তেন তত্তন্নাম্না সমর্চয়েৎ[৬] ॥ ৯৫ ॥

শাম্ভবী, মহাষোঢ়াভিব্যক্ত অশেষপরিবার-দেবতাদের প্রথমে ওঁ তারপর তত্তৎ নাম এবং শেষে নমঃ বলে অর্চনা করবে। ৯৫

আগমোক্তেন মার্গেণ তর্পয়েদলিবিন্দুভিঃ[৭]।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ নখে নিঃসৃতমূর্দ্ধতঃ[৮]।
স্বপাত্রস্পন্দনিস্যন্দ[৯] বিধিবৎ কুলনায়িকে ॥ ৯৬ ॥

ওগো কুলনায়িকা, আগমোক্তবিধানে সুরাবিন্দু দ্বারা তর্পণ করতে হবে। স্বপাত্র ঝাঁকিয়ে তা থেকে সুরাবিন্দু নখে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করতে হবে। ৯৬

সকৃত্তর্পণং উৎসৃজ্য জপ্ত্বা মূলঞ্চ পাদুকাম্।
অন্তঃশক্তিং সমুত্থায়[১০] তর্পয়েদ্বীরদেবতাঃ[১১] ॥ ৯৭ ॥

---

১ ব গ, অর্চয়ে।
২ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, মন্ত্র।
৩ তা বি গ,—খ, সতঃ।
৪ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, বিধানেনার্চয়েৎ।
৫ ঐ, প্রিয়ে।
৬ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, তত্তন্নাম্নায়মর্চয়েৎ।
৭ ঐ,—ক, গ, ঘ, তর্পয়েদ্ধর্ববিন্দুভিঃ; ব গ, বিন্দুনা।
৮ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, শনৈর্নিঃসৃতমুত্তিমং; ঐ,—খ, নখে নিঃসৃতমুত্থিতম্।
৯ ঐ,—ক, গ, ঘ, স্বপাত্রস্পন্দনস্পন্দং; ঐ,—খ, স্বপাত্রস্থমবহ্নে।
১০ ঐ,—ক, ঙ, এবং ব গ, অন্তঃশক্তিমনুস্মৃতা।
১১ ঐ,—ঙ, এবং ব গ,-স্থত পাঠ; তা বি গ, তর্পয়েন্মহদেবতা।

একবার পূর্বোক্ত প্রকারে তর্পণ এবং মূলমন্ত্র ও পাদুকামন্ত্র জপ করে অন্তঃশক্তিকে উত্থিত করে বীরারাধ্য দেবতাদের পূজা করতে হবে। ৯৭

অঙ্গুষ্ঠো ভৈরবো দেবো অনামা[১] চণ্ডিকা প্রিয়ে।
অনামা[২]ঙ্গুষ্ঠযোগেন তর্পয়েৎ কুলসন্ততিম্[৩] ॥ ৯৮ ॥

প্রিয়ে, অঙ্গুষ্ঠ ভৈরব-দেব, অনামিকা চণ্ডিকা। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিক দ্বারা কুলসন্ততির তর্পণ করতে হবে। ৯৮

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ বশ্যকর্মনি তর্পয়েৎ।
তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন তর্পয়েদভিচারকে
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন স্তম্ভনে তর্পয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৯৯ ॥

প্রিয়ে, বশীকরণকর্মে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা, অভিচারকর্মে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং স্তম্ভনকর্মে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তর্পণ করতে হবে। ৯৯

এবং সন্তর্প্য দেবেশি কুলদ্রব্যৈর্যথাবিধি।
দেবতাপুরতো দেবি গুরুপঙ্‌ক্তিশ্চ পূজয়েৎ[৪]।
পঙ্‌ক্তি[৫]ত্রয়ক্রমেনাথ জ্ঞাত্বা সম্যগনন্যধীঃ ॥ ১০০ ॥

দেবেশী, এইভাবে যথাবিধি কুলদ্রব্যের দ্বারা তর্পণ করে এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্যক্ অবগত হয়ে অনন্যধী সাধক দেবতার সামনে পঙ্‌ক্তিত্রয়ক্রমে গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করবে। ১০০

করাভ্যাং চিন্মুদ্রাং সমধুনৃ[৬]কপালঞ্চ দধতীম্
দ্রুতস্বর্ণপ্রখ্যামরুণ কুসুমালেপবসনাম্।
কৃপাপূর্ণাপাঙ্গীমরুণ নয়নামম্বরজটা[৭]-
মুপেতাং সিদ্ধৌঘৈর্যজতু[৮] গুরুপঙ্‌ক্তিং কৃতমতিঃ[৯] ॥ ১০১ ॥

আলোচ্যমান শ্লোকে গুরুপঙ্‌ক্তির ধ্যান নির্দিষ্ট হয়েছে। করে দর্শিতচিৎ-মুদ্রা ও মধুপূর্ণ নৃ-কপাল, দ্রবীভূতস্বর্ণবর্ণা, অরুণকুসুমালেপবসনা, কৃপাপূর্ণ-অপাঙ্গদৃষ্টিযুক্তা, অরুণনয়না, অম্বরজটা, সিদ্ধৌঘদের দ্বারা উপেতা, গুরু-পঙ্‌ক্তির পূজা করুক কৃতমতি সাধক। ১০১

---

১ তা বি গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মধ্যমা। ২ ঐ,-ধৃত পাঠ; ঐ, মধ্যমা।
৩ র গ, তদ্বৎ কুলজসন্ততিং।
৪ তা বি গ,—খ, সমর্চয়েৎ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তর্পয়েৎ। ৫ ঐ,—ক, গ, শক্তি।
৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, হস্তাভ্যাং ধেনুমুদ্রাং ধনুরপি।
৭ ঐ,—ক, ঘ, চর্বরকচাং; ঐ,—গ, চর্বকবচাং।
৮ ঐ,—ঙ, এবং র গ, যজত।
৯ ঐ,—ক,-ধৃত পাঠ। তা বি গ, এবং র গ, ক্রমপত্তিম্।

এবং সম্পূজ্য ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ।
আসবং পিশিতোপেতং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
কদলাদি ফলাদ্যেব তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ১০২ ॥

এইভাবে পূজা করে ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, মাংসসহ মদ্য, বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, কদলী ইত্যাদি ফল এবং তাম্বূল সমর্পণ করতে হবে। ১০২

ইতি তে কথিতং দেবি কুলাচারস্য লক্ষণম্।
কুলদ্রব্যাদি সংস্কারং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৩ ॥

দেবী, এই তোমাকে কুলাচারের লক্ষণ এবং কুলদ্রব্যাদির সংস্কার সম্বন্ধে বললাম। আর কি শুনতে চাও। ১০৩

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে দ্রব্যসংস্কার-বিধানকথনং নাম ষষ্ঠ উল্লাসঃ ॥ ৬ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের ষষ্ঠখণ্ডান্তর্ভুক্ত ঊর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে দ্রব্যসংস্কারবিধানকথন নামক ষষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত। ৬

সপ্তম উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ বটুকাদীনাং বলিঞ্চ শক্তিলক্ষণম্[1]।
তদ্দ্রব্যস্যৈব[2] স্বীকারং বদ মে করুণানিধে ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—করুণানিধি হে কুলেশ, বটুকাদির বলি, শক্তিলক্ষণ এবং বলিদ্রব্যের পরিগ্রহের বিষয় আমাকে বল। ১

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ[3] তত্ত্বজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ২ ॥

দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হবে। ২

যাবন্নো বটুকে দদ্যাত্তাবন্নৈব কুলেশ্বরি।
তৃপ্যন্তি দেবতাঃ সর্বাঃ স্মরণাদ্ যজনাদপি ॥ ৩ ॥

কুলেশ্বরী, যে পর্যন্ত না আমাদের বটুককে বলি প্রদান করা হয় সে পর্যন্ত কি স্মরণ কি পূজা দ্বারা দেবতারা তৃপ্ত হন না। ৩

বটুকাদীন্ যজেত্তস্মাদ্ গন্ধপুষ্পাসবামিষৈঃ[4]।
তত্তন্মন্ত্রবিধানেন দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥

সেই জন্য গন্ধ-পুষ্প-আসব এবং আমিষ দ্রব্যের দ্বারা যথানির্দিষ্ট মন্ত্র-বিধানানুসারে বটুকাদির পূজা করতে হবে।

যৎকিঞ্চিদ্দ্রব্যসংঘাতং পূজার্থং ভোগহেতুনা।
আনীতং দীয়তে ভক্ত্যা ক্ষেত্রপেভ্যঃ[5] কুলেশ্বরি ॥ ৫ ॥

কুলেশ্বরী, পূজার্থ ভোগের জন্য দ্রব্যসম্ভার যা কিছু আনীত হয় তা ভক্তি-সহকারে ক্ষেত্রপালদের প্রদান করতে হবে। ৫

বটুকমন্ত্রান্ বক্ষ্যামি শৃণুষ কুলনায়িকে।
যৈঃ সমর্চিতমাত্রেণ সর্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ ॥ ৬ ॥

ওগো কুলনায়িকা, বটুকমন্ত্র সব বলছি, শোন। এই সব মন্ত্রের দ্বারা অর্চনা করামাত্র সমস্ত উপদ্রব দূর হয়। ৬

---

১ তা বি গ,—গ, ঘ, শক্তিলক্ষণা।   ২ ঐ, তদ্দ্রব্যস্য।
৩ তা বি গ,—খ, স্মরণমাত্রেণ।   ৪ ঐ,—ক, ফলামিষৈঃ।
ঐ,—ঙ, এবং ব গ, ক্ষেত্রেভ্যশ্চ।

তারত্রয়ং ততো দেবীপুত্রেতি বটুকেতি চ।
নাথেতি[1] কপিলজটাভারভাস্বর[2]পিঙ্গল ॥ ৭ ॥
ত্রিনেত্রেতি পদং পশ্চাজ্জ্বালামুখপদং ততঃ।
ইমাং পূজাং বলিং গৃহ্নদ্বয়ং পাবকবল্লভা।
উক্তো বটুকমন্ত্রোঽয়ং (দ্বি) চত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ[3] ॥ ৮ ॥

আলোচ্য শ্লোকদুটিতে বিধৃত মন্ত্রের অক্ষরসংখ্যা বেয়াল্লিশ। রসিকমোহন-গৃহীত পাঠ 'চত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ' বা তারানাথ বিদ্যারত্নগৃহীত পাঠ 'চতুশ্চত্বারিং-শদক্ষরৈঃ' কোনোটাই খাপ খাচ্ছে না।

হ্রীঁ তারপর দেবীপুত্র বটুক নাথ কপিলজটাভারভাস্বর পিঙ্গলত্রিনেত্রপদ যোগ করে জ্বালামুখ-পদ যোগ করতে হবে। তারপর এই পূজা বলি গ্রহণ কর গ্রহণ কর, স্বাহা বলতে হবে। চল্লিশ (বেয়াল্লিশ) অক্ষরে এই বটুকমন্ত্র কথিত হল। [মন্ত্র—হ্রীঁ দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিলজটাভারভাস্বর পিঙ্গল-ত্রিনেত্র জ্বালামুখ ইমাং পূজাং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা।] ৭-৮

বলিদানেন সন্তুষ্টো বটুকঃ সর্বসিদ্ধিদঃ।
শান্তিং করোতু মে নিত্যং ভূতবেতালসেবিতঃ ॥ ৯ ॥

এই বলি দ্বারা সন্তুষ্ট ভূতবেতালসেবিত বটুক আমায় সর্বসিদ্ধি প্রদান করুন, নিত্য আমার শান্তি বিধান করুন। ৯

তারত্রয়ং ততঃ সর্বযোগিনীভ্যঃ পদং বদেৎ।
তৎপশ্চাৎ সর্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতাধিবর্ত্তি[4] চ ॥ ১০ ॥
পদং তাভ্যো[5] ডাকিনীভ্যঃ শাকিনীভ্যঃ পদং বদেৎ।
ত্রৈলোক্যেতি পদং[6] চৈব বাসিনীভ্য ইমাং বদেৎ ॥ ১১ ॥
পূজাং বলিং গৃহ্নযুগ্মং স্বাহান্তো যোগিনীমনুঃ।
কথিতোঽয়ং মহেশানি মন্ত্রঃ[7] পঞ্চাদশাক্ষরঃ[8]
(পঞ্চাশদক্ষরঃ) ॥ ১২ ॥

আলোচ্য শ্লোকগুলিতে বিধৃত মন্ত্রের অক্ষর সংখ্যা পঞ্চাশ। কাজেই 'পঞ্চাদশাক্ষরঃ' ভুল পাঠ। অনুমান হয়, এখানে লিপিকরপ্রমাদ বা মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটেছে। পঞ্চাশদক্ষরঃ লিখতে গিয়ে পঞ্চাদশাক্ষর লিখে বসেছেন।

---

১ র গ, নাথন্ত। ২ ঐ, ভাস্বর।
৩ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরৈঃ। ৪ র গ, সর্বভূতাধিপায় চ।
৫ তা বি গ,—ভ্যঃ, এবং র গ, ততো। ৬ ঐ, ত্রৈলোক্যবিপদং।
৭ তা বি গ,—ক, এক। ৮ র গ, পঞ্চদশাক্ষরঃ।

হ্রীঁ তারপর সর্বযোগিনীভ্যঃ পদ বলতে হবে। তারপর সর্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতাধিবর্তিতাভ্যঃ ডাকিনীভ্যঃ শাকিনীভ্যঃ ত্রৈলোক্যবাসিনীভ্যঃ এই সব পদের পর এই পূজা বলি গৃহ্ণ গৃহ্ণ অর্থাৎ গ্রহণ কর, গ্রহণ কর স্বাহা বলতে হবে। এটি যোগিনী মন্ত্র। মহেশানী, পঞ্চাশ অক্ষরের এই মন্ত্রটি বলা হল। [মন্ত্র—হ্রীঁ সর্বযোগিনীভ্যঃ সর্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতাধিবর্তিতাভ্যঃ ডাকিনীভ্যঃ শাকিনীভ্যঃ ত্রৈলোক্যবাসিনীভ্যঃ নমঃ। ইমাং পূজাং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।] ১০-১২

যা কাচিদ্ যোগিনী রৌদ্রা সৌম্যা ঘোরতরা পরা[১]।
খেচরী ভূচরী ব্যোমচরী প্রীতাস্তু মে সদা ॥ ১৩ ॥

রৌদ্রা সৌম্যা ঘোরতরা পরা খেচরী ভূচরী ব্যোমচরী যে-যোগিনীই হোন না কেন আমার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকুন। ১৩

তারত্রয়ং বদেৎ সর্বভূতেভ্যঃ সর্ব এব হি।
পশ্চাদ্ ভূতপতিভ্যো হৃদ্যুক্তঃ[২] সপ্তদশাক্ষরঃ ॥ ১৪ ॥

হ্রীঁ তারপর সর্বভূতেভ্যঃ সর্বভূতপতিভ্যঃ নমঃ বলতে হবে। এটি সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র। [মন্ত্র—হ্রীঁ সর্বভূতেভ্যঃ সর্বএবভূতপতিভ্যঃ নমঃ]। ১৪

ভূতা যে বিবিধাকারা দিব্যা[৩] ভৌমান্তরিক্ষগাঃ।
পাতালসংস্থা যে কেচিচ্ছিবে যে চ ন[৪] ভাবিতাঃ ॥ ১৫ ॥
ধ্রুবাদ্যাঃ[৫] সত্যসন্ধাশ্চ ইন্দ্রাদ্যাঃ স্বর্গাবস্থিতাঃ[৬]।
তৃপ্যন্তু প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্ ॥ ১৬ ॥

ওগো শিবা, নানা আকারের প্রাণী—দিব্য, ভৌম, অন্তরিক্ষগামী, যারা পাতলস্থ, যাদের কথা ভাবা হয় নি, ধ্রুবাদি সত্যসন্ধগণ, ইন্দ্রাদি স্বর্গাধিষ্ঠিতগণ সন্তুষ্ট মনে এই বলি গ্রহণ করুন এবং তৃপ্ত হোন। ১৫-১৬

তারত্রয়ং বদ্দোহং[৭] যুগ্মং দেবীপদং বদেৎ।
পুত্রায় বটুকনাথায় পশ্চাচ্ছিষ্টহারিণে।
সর্ববিঘ্নান্ পদং পশ্চাৎ নাশয়দ্বিতয়ং তথা ॥ ১৭ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং স্ব গ, সৌম্যতরা যদি।
২ ঐ, হ্রূঁ ফট্। তা বি গ,—খ, স্বাহোক্তঃ।
৩ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং স্ব গ, দিব্য।
৪ ঐ,—ঙ,-ধৃত পাঠ; স্ব গ, চ্ছিব যে চ ন; তা বি গ, কেচিচ্ছিবযোগেন।
৫ তা বি গ,—ঙ,—এবং স্ব গ, ব্রহ্মাদ্যাঃ।
৬ তা বি গ,—ঙ, এবং স্ব গ, ভূতাঃ শক্র্যপ বহিতাঃ।
৭ ঐ, ভক্তো দেবি।

গৃহ্লযুগ্মং রুরুপদং ক্ষেত্রপালপদং ততঃ।
সর্বোপচারসহিতামিমাং পূজাং বলিং বদেৎ।
গৃহ্ল গৃহ্ল দ্বিঠান্তোঽয়ং ক্ষেত্রপালমনুঃ প্রিয়ে[১] ॥ ১৮ ॥
চতুঃষষ্ট্যক্ষরৈঃ প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
যোঽস্মিন্ ক্ষেত্রে নিবাসী চ ক্ষেত্রপালস্য কিঙ্করঃ।
প্রীতোঽয়ং বলিদানেন সর্বরক্ষাং করোতু মে ॥ ১৯ ॥

হ্রীঁ তারপরে দুবার এহি-পদ, দেবীপুত্রায় বটুকনাথায় বলে উচ্ছিষ্টহারিণে পদটি বলতে হবে। এরপর সর্ববিঘ্নান্ পদটি বলে দুবার নাশায় বলতে হবে। এরপর গৃহ্ল পদটি দুবার বলে রুরুক্ষেত্রপাল সর্বোপচারসহিতাং ইমাং পূজাং বলিং তারপর দুবার গৃহ্ল পদ এবং শেষে স্বাহা বলতে হবে। প্রিয়ে, এটি ক্ষেত্র-পাল মন্ত্র। চৌষট্টি অক্ষরের এই মন্ত্রকে সর্বসিদ্ধিপ্রদ বলা হয়। যিনি এই ক্ষেত্রে বাসকারী এবং ক্ষেত্রপালের কিঙ্কর তিনি বলিদানে প্রীত হয়ে আমার সর্বরক্ষা করুন। [ক্ষেত্রপালমন্ত্র—হ্রীঁ এহি এহি দেবীপুত্রায় বটুকনাথায় উচ্ছিষ্টহারিণে নমঃ। সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় গৃহ্ল গৃহ্ল রুরুক্ষেত্রপাল সর্বো-পচারসহিতামিমাং পূজাং বলিং গৃহ্ল গৃহ্ল স্বাহা] ১৭-১৯

তারত্রয়ং বদেত্তারং শ্রীপ্রাসাদপরামনুঃ।
হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ যুগ্মকাদৌ ভৈরবাধিষ্ঠিতায় চ ॥ ২০ ॥
অক্ষোভ্যানন্দতঃ[২] পশ্চাদ্‌হৃদয়াভীষ্টদঃ[৩] পরম।
সিদ্ধার্থপদমাভাষ্য পশ্চাদবতরদ্বয়ম্ ॥ ২১ ॥
ক্ষেত্রপালপদং[৪] মহাশান্ত[৫]পদং ততঃ।
মাতৃপুত্রপদং পশ্চাৎ কুলপুত্রপদং তথা ॥ ২২ ॥
সিদ্ধিপুত্রপদং চাস্মিন্ স্থানাধিপপদং ততঃ।
গ্রামাধিপতয়েঽস্মিন্ স্যাদ্দেশাধিপতয়ে ততঃ[৬] ॥ ২৩ ॥
বদেদ্বটুকনাথেতি দেবীপুত্রপদং ততঃ।
মেঘনাদপদং পশ্চাৎ প্রচণ্ডোগ্রপদং বদেৎ ॥ ২৪ ॥
কপালীতিপদং পশ্চাদ্ভীষণেতি পদং বদেৎ।
স্যাৎ সর্ববিঘ্নাধিপতয়ে ইমাং পূজাং বলিং বদেৎ ॥ ২৫ ॥

---

১ ঐ, ভৈরবাধিষ্ঠিতায় চ।
২ তা বি গ,—ক, অক্ষোভ্যায় ততঃ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, অক্ষোভ্যবন্দিতঃ।
৩ ঐ, দিষ্টিদঃ। ৪ ঐ, দ্বয়ং। ৫ ঐ, ক্ষেত্র।
৬ ঐ, অস্মিন্ গ্রামাধিপতয়েঽস্মিন্ দেশাধিপতয়ে ততঃ।

গৃহ্ণ গৃহ্ণ কুরুদ্বন্দ্বং মম দূরয়যুগ্মকম্ ।
জ্বলযুক্প্রজ্বলযুগং[১] সর্ববিঘ্নানিতীরয়েৎ ॥ ২৬ ॥
নাশয়দ্বিতয়ং স্ফাং স্ফীং তৎপশ্চাৎ স্ফমিতীরয়েৎ[২] ।
ক্ষেত্রপালায় বৌষট্ হুঁ ষষ্ঠ্যুত্তরশতাক্ষরঃ ॥ ২৭ ॥

তারং—ওঁ। স্ত্রীপ্রাসাদপরামনুঃ—হৌঁ । যুগং—ফট্ ।

ক্ষেত্রপাল—পঞ্চাশ বর্ণে অধিষ্ঠিত ৫০ জন ক্ষেত্রপাল। যথা,—অজর, আপকুম্ভ, ইড়াম্বর, ঈশ্রমূর্তি, উল্কাস্য, ঊষ্মাদ, ঋপুসূদন, ঋমুক্ত, ৯প্রকায়, ৯পাদ, একদংষ্ট্রক, ঐরাবত, ওঘাপ্প, ঔষধীশ, অন্তবাহক, অস্তক বা অর্থবাহ, কমল, খরানন, গোমুখ, ঘন্টাল, ঙগম, চন্দ্রধারক, ছটাটোপ, জটাল, ঝঙ্কার, ঞমটেশ্বর, টঙ্কপানি, ঠাণ্ডবন্ধ, ডামর, ঢেঢকর্ণ, ণবীকান্ত তন্ত্রীজিহ্ব, থাবির, দন্তুর, ধনদ, নাগকর্ণ, প্রচণ্ডক, ফেৎকার, বীরসিদ্ধি, ভ্রুকুটি, মেঘভাসুর, যুগান্ত, রৌরব, লম্বোষ্ঠ, বসন্তক, শুকমুণ্ড, ষড়ানাস্য, সুমন, হুনক এবং ক্ষপান্ত। এছাড়া আরও অনেক ক্ষেত্রপাল আছেন। দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫-৭৬।

স্ত্রীঁ বলে ওঁ হৌঁ ভ্রাঁ ভ্রীঁ হ্রঁ ফট্ যোগ করে ভৈরবাধিষ্ঠিতায় অক্ষোভ্যানন্দ হৃদয়াভীষ্টদ-পদ বলে সিদ্ধার্থ-পদ বলতে হবে। তারপর দুবার অবতর বলতে হবে। এরপর ক্ষেত্রপাল মহাশান্ত মাতৃপুত্র কুলপুত্র সিদ্ধিপুত্র স্থানাধিপ গ্রামাধিপতয়ে দেশাধিপতয়ে বলে বটুকনাথ দেবীপুত্র মেঘনাদ প্রচণ্ডোগ্র-পদ বলতে হবে। তারপর কপালি ভীষণ সর্ববিঘ্নাধিপতয়ে বলতে হবে। এর পর এই পূজা বলি গৃহ্ণ গৃহ্ণ কুরু কুরু মম দূরয় দূরয় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ববিঘ্নান্ বলতে হবে। তারপর নাশয় স্ফাঁ স্ফীঁ স্ফুঁ ক্ষেত্রপালায় বৌষট্ হুঁ বলতে হবে। ১৬০ অক্ষরের এই মন্ত্র। [মন্ত্র—স্ত্রীঁ ওঁ হৌঁ ভ্রাঁ ভ্রীঁ হ্রঁ ফট্ ভৈরবাধিষ্ঠিতায় অক্ষোভ্যানন্দ হৃদয়াভীষ্টদ সিদ্ধার্থ অবতর অবতর ক্ষেত্রপাল মহাশান্ত মাতৃপুত্র কুলপুত্র সিদ্ধিপুত্র স্থানাধিপ গ্রামাধিপতয়ে দেশাধিপতয়ে নমঃ বটুকনাথ দেবীপুত্র মেঘনাদ প্রচণ্ডোগ্র কপালি ভীষণ সর্ববিঘ্নাধিপতয়ে নমঃ ইমাং পূজাং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ কুরু কুরু মম দূরয় দূরয় জ্বল

---

১ ঐ, জ্বলযুগ্মং প্রজ্বলযুগ্মং।
২ তা বি গ.—গ, ঘ.-ধৃত পাঠ ; তা বি গ. স্ফাং স্ফং পশ্চাদ্ বুদ্ধিমিতীরয়েৎ ;
তা বি গ.—ঙ, এবং ব গ. স্ফাং স্ফীং স্ফূং স্ফৈং স্ফৌং স্ফন্তঃ পরম্।
৩ ঐ, ষষ্ঠ্যুত্তর।

জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্বাবিঘ্নান্ নাশয় নাশয় ক্ষাঁ ক্ষীঁ ক্ষঁ ক্ষেত্রপালায় বৌষট্ হুঁ ।] ২০-২৭

তারত্রয়ং বদেৎ পশ্চাদমুক ক্ষেত্রপাল চ।
রাজরাজেশ্বর ইমাং পূজাং বলিমতঃ পরম্ ।
গৃহ্ণযুগ্মং দ্বিঠান্তোঽয়মষ্টাবিংশাক্ষরো মনুঃ ॥ ২৮ ॥

অষ্টাবিংশাক্ষরো মনুঃ—অষ্টাবিংশতি-অক্ষর মন্ত্র। এখানে উক্ত মন্ত্রটি ২৬ অক্ষরের। অমুক অর্থ যথানাম। অর্থাৎ অমুকস্থলে উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রপালের নাম করতে হবে। নামটি যদি চার অক্ষরের হয় তাহলে মন্ত্রটি ২৮ অক্ষরের হবে। যেমন আপকুন্তক্ষেত্রপাল রাজরাজেশ্বর ইত্যাদি ক্রমে মন্ত্রটি ২৮ অক্ষরের হবে। আবার ক্ষেত্রপালের নাম যদি পাঁচ অক্ষরের হয়, যেমন মেঘভাস্বর, তা হলে হবে ২৯ অক্ষরের।

হ্রীঁ বলতে হবে। তারপর অমুকক্ষেত্রপাল রাজরাজেশ্বর এই পূজা বলি গৃহ্ণ গৃহ্ণ (গ্রহণ কর গ্রহণ কর) স্বাহা বলতে হবে। এটি অষ্টাবিংশতি-অক্ষর মন্ত্র। [মন্ত্র—হ্রীঁ অমুকক্ষেত্রপাল রাজরাজেশ্বর ইমাং পূজাং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।] ২৮

অনেন বলিদানেন বটুবর্গ[1] সমন্বিতঃ।
রাজরাজেশ্বরো দেবো মে প্রসীদতু সর্বদা ॥ ২৯ ॥

এই বলিদানের দ্বারা বটুবর্গসমন্বিত রাজরাজেশ্বর দেব আমার প্রতি সর্বদা প্রসন্ন হোন্। ২৯

পশ্চিমে বটুকং দেব[2]মুত্তরে যোগিনীবলিম্।
পূর্বে ভূতবলিং দদ্যাৎ ক্ষেত্রপালস্ক দক্ষিণে।
রাজরাজেশ্বরং মধ্যে পূজয়েৎ কুলনায়িকে ॥ ৩০ ॥

পশ্চিমে বটুকদেববলি, উত্তরে যোগিনীবলি, পূর্বে ভূতবলি এবং দক্ষিণে ক্ষেত্রপালবলি দিতে হবে। ওগো কুলনায়িকা, মধ্যস্থলে রাজরাজেশ্বরের পূজা করতে হবে। ৩০

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ বটুকস্য বলিঃ স্মৃতঃ।
তর্জনীমধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ[3] র্যোগিনীবলিঃ ॥ ৩১ ॥
অঙ্গুলীভিশ্চ সর্বাভিরুক্তো ভূতবলিঃ প্রিয়ে।
অঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যাঞ্চ ক্ষেত্রপালবলির্ভবেৎ[4]।
অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাঞ্চ রাজরাজেশ্বরস্য চ ॥ ৩২ ॥

---

১ তা বি গ,—ক-খত পাঠ; ঐ,—ঙ, বটুবত্র; তা বি গ, বটুবণ; র গ, বটুবদ্ধ।
২ তা বি গ,—খ, দেবঃ।   ৩ ঐ,—খ, ঘ, গ, তর্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠযোগেন।
৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ, বলিঃ হবেৎ।

অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা দ্বারা বটুকবলি এবং তর্জনী মধ্যমা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা যোগিনীবলি অর্পণ করতে হয়। প্রিয়ে, সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা ভূতবলি, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা ক্ষেত্রপাল বলি এবং অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা রাজরাজেশ্বরের বলি অর্পণ করতে হয়। ৩১-৩২

বটুকাদীন্ সমর্চ্যৈবং কুলদীপান্ প্রদর্শয়েৎ[1]।
ঈষৎ পললপিষ্টেন কুর্যাদ্বেদাঙ্গুলান্বিতান্[2] ॥ ৩৩ ॥
দীপান্ ডমরুকাকারান্ ত্রিকোণানতিশোভনান্[3]।
কর্মাজ্যগ্রাহিণঃ কুর্য্যান্নব সপ্তাথ পঞ্চ বা ॥ ৩৪ ॥
অন্তস্তেজো বহিস্তেজ একীকৃত্যামিতপ্রভান্।
ত্রিধা দেব্যুপরি ভ্রাম্য কুলদীপান্ নিবেদয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে বটুকাদির অর্চনা করে কুলপ্রদীপ প্রদর্শন করতে হবে। পলিমাটি খানিকটা ছেনে নিয়ে চার আঙ্গুল পরিমাণ অতিসুন্দর ডমরুর আকারের (শিরোদেশ) ত্রিকোণ প্রদীপ তৈরী করবে। (উক্ত শিরোদেশে) ঘৃ তোলা ঘি ধরতে পারে এ রকম ন'টি সাতটি বা পাঁচটি প্রদীপ তৈরী করতে হবে। অন্তরে ও বাহিরে তেজসম্পন্ন সাধক অমিত প্রভাসমূহ একীকৃত্য করে দেবীর উপরে তিনবার ঘুরিয়ে কুলপ্রদীপ নিবেদন করবে। ৩৩-৩৫

সমস্তচক্রচক্রেশি দেবেশি সকলাত্মিকে[4]।
আরত্রিকমিদং দেবি গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে।
কুলদীপান্ প্রদর্শ্যাথ শক্তিপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

সমস্তচক্রের চক্রেশ্বরী সকলাত্মিকা দেবেশী, আমার সিদ্ধিলাভের জন্য এই আরত্রিক গ্রহণ কর। কুলপ্রদীপ প্রদর্শন করার পর শক্তিপূজা করতে হবে। [মন্ত্র—সমস্তচক্রচক্রেশি দেবেশি সকলাত্মিকে মম সিদ্ধয়ে ইদমারত্রিকং গৃহাণ দেবি।] ৩৬

এই মন্ত্রে আরত্রিক সমর্পণ করতে হয়।

---

১ ঐ, সমর্চ্চয়েৎ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ,—ঈষৎপক্বসুপিষ্টেন চতুরঙ্গুলিমানতঃ; ঐ,—খ, ঈষৎপক্বসুপিষ্টেন কুর্যাদ্বেদাঙ্গুলান্বিতান্।

৩ তা বি গ,—ঙ, শোভিতান্; ব গ, ডমরুকাকারাংশ্চ (?) ত্রিকোণানতিশোভিতান্।

৪ তা বি গ,—গ, ঘ, সকলাত্মিকে; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, সমস্তচক্রচক্রেশি যুতে দেবি কুলাত্মিকে।

স্বশক্তিং বীরশক্তিং বা দীক্ষিতাং গুরুমার্গতঃ[1]।
পায়য়িত্বা পিবেন্মদ্যমিতি[2] শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

স্বশক্তি—তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রাহ্ম এবং শৈব এই দুরকমের বিবাহ বিহিত। হিন্দু সমাজে স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত যে-বিবাহ প্রচলিত তাই তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মবিবাহ। "ব্রাহ্মবিবাহের স্ত্রীকে বলা হয় স্বশক্তি বা অপরশক্তি আর শৈববিবাহের স্ত্রীকে বলা হয় পরশক্তি।" দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬১১-৬১২।

বীরশক্তি—বীরাচারী সাধকের শক্তি অর্থাৎ সাধনসঙ্গিনী।

স্বশক্তি, বীরশক্তি, কিংবা গুরুনির্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি অনুসারে দীক্ষিতা শক্তিকে মদ্য পান করিয়ে সাধক নিজে পান করবে—এই শাস্ত্রের বিধান। ৩৭

অদীক্ষিতাং স্ত্রিয়ং কুর্যাৎ সদ্যঃ সংস্কারমম্বিকে[3]।
মন্ত্রদীক্ষাবিধানেন[4] শুদ্ধা[5] ভবতি নান্যথা ॥ ৩৮ ॥

অম্বিকা, মন্ত্রদীক্ষাবিধান অনুসারে অদীক্ষিতা নারীর সদ্যঃ সংস্কার অর্থাৎ দীক্ষা বিধান করলে সে শুদ্ধ হবে, অন্যথা নয়। ৩৮

তস্মাৎ সুলক্ষণাং[6] শক্তিং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
অভ্যর্চ্য দেবতাবুদ্ধ্যা ভোগপাত্রং নিবেদয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

সুলক্ষণা শক্তি—সুলক্ষণা শক্তির বিবরণ ৪৬-৪৮ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে দেওয়া হয়েছে।

ভোগপাত্র—'ইষ্টদেবতার পূজার সময়ে মদ্যপূর্ণ অনেকগুলি পাত্র স্থাপন করিতে হয়। এই সকল পাত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তাহার মধ্যে একটি পাত্রের নাম ভোগপাত্র। ভোগপাত্র শক্তিকে প্রদান করিতে হয় এবং সেই পাত্রের মদ্য শক্তির পান করিতে হয়।'—দ্রঃ কৌলমার্গরহস্য। পৃঃ ২২৮, পাদটীকা।

অতএব, সুলক্ষণা শক্তিকে দেবতাবুদ্ধিতে গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করে ভোগপাত্র নিবেদন করতে হবে। ৩৯

---

১ তা বি গ,—ক, খ, গ, গুরুমগ্রণীঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, দীক্ষিতাঞ্চ বিশেষতঃ।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, চষেৎ পানমিতি।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ; অভ্যর্চ্য দেবতাবুদ্ধ্যা মন্ত্রসংস্কারমম্বিকে।

৪ ঐ,—গ, ঘ, বিধানজ্ঞঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, বিধানৈশ্চ।

৫ ঐ,—ক, দীক্ষা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, শিক্ষা।

৬ ঐ,—খ, সলক্ষণাং।

তদন্তে কন্যকাশ্চাপি প্রমদাশ্চ মনোরমাঃ[১] ।
সম্পূজ্য দেবতাবুদ্ধ্যা দদ্যাৎ পাত্রং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪০ ॥

তারপর দেবতাবুদ্ধিতে কন্যাদের এবং মনোরমা প্রমদাদের পূজা করে তাদের পৃথক্ পৃথক্ পাত্র নিবেদন করতে হবে। ৪০

অনিবেদ্য তু যঃ শক্ত্যৈ[২] কুলদ্রব্যং নিষেবতে।
পূজিতং নিষ্ফলং তস্য দেবতা ন প্রসীদতি। ৪১

যে শক্তিকে নিবেদন না করে কুলদ্রব্য সেবন করে তার পূজা নিষ্ফল হয়; দেবতা তার প্রতি প্রসন্ন হন না। ৪১

চণ্ডালী চর্মকারী[৩] চ মাগধী[৪] পুল্কসী তথা।
শ্বপচী খট্টকী[৫] চৈব কৈবর্ত্তী বিশ্বযোষিতঃ[৬] ॥ ৪২ ॥
কুলাষ্টকমিদং প্রোক্তমকুলাষ্টকমুচ্যতে[৭] ।
কন্দুকী[৮] শৌণ্ডিকী চৈব শস্ত্রজীবী চ রঙ্গকী[৯] ॥ ৪৩ ॥
গায়কী রজকী শিল্পী কৌলিকী[১০] চ তথাষ্টমী।
তন্ত্রমন্ত্রসমাযুক্তা সময়াচারপালিকা ॥ ৪৪ ॥
কুমারী চ ব্রতস্থা যোগমুদ্রাধরাপি[১১] বা।
পূজাকালে যতঃ প্রাপ্তা[১২] সা জ্ঞেয়া সহজা বুধৈঃ ॥ ৪৫ ॥

চণ্ডালী ইত্যাদি সাংকেতিক শব্দ। সম্প্রদায়সম্মত-সাধনমর্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই সংকেত অবগত; বাইরের লোক তা জানতে পারে না। তন্ত্রশাস্ত্রে কোন কোন সঙ্কেতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন নিরুত্তর তন্ত্রে আছে—"পূজা-দ্রব্য দর্শন করে যে-কুলজাশক্তি পশুভর্তাকে ত্যাগ করেন ও বীর সাধককে আশ্রয় করেন তাঁকে কর্মচাণ্ডালিনী বা শ্বপচী বলা হয়। পূজাদ্রব্য দেখে যে-শক্তি রজঃ-অবস্থা প্রকাশ করেন সর্ববর্ণোদ্ভবা সেই শক্তি রজকী।" দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৬৮।

---

১ তা বি গ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, মনোহরাঃ। ২ র গ, শক্তৌ।
৩ ঐ,—খ, গ, ঘ, কর্মকারী; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কর্মচারী।
৪ ঐ,—খ, ঙ এবং র, গ মাতঙ্গী।
৫ ঐ,—ক, ঘটিকা; ঐ,—খ, নর্তকী। ৬ ঐ,—গ, ঘ, বৈশ্যযোষিতঃ।
৭ ঐ,—ঙ, এবং র গ, প্রোক্তং বকুলাষ্টকমুচ্যতে।
৮ ঐ, কৌঞ্চিকী। ৯ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, রঞ্জকী।
১০ ঐ,—খ, কোরাকী; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কেশরী। ১১ ঐ,—গ, ঘ, পরা।
১২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, কালেষু তাঃ প্রোক্তাঃ।

চণ্ডালী, চর্মকারী, মাগধী, পুক্কসী, শ্বপচী, খট্টকী, কৈবর্ত্তী, বিশ্বযোষিৎ—এই আট কুলশক্তি। এবার আট অকুলশক্তির কথা বলা হচ্ছে। যথা কন্দুকী, শৌণ্ডিকী, শস্ত্রজীবী, রঞ্জকী, গায়কী, রজকী, শিল্পী এবং অষ্টমী কৌলিকী।

তন্ত্রমন্ত্রসমাযুক্তা সময়াচার-অনুসরণকারিণী কুমারী ব্রতধারিণী কিংবা যোগলক্ষণযুক্তা এরূপ যে-শক্তি পূজাকালে স্বতঃ প্রাপ্তা অর্থাৎ সাধকের কোন চেষ্টা ছাড়াই যাঁকে পাওয়া যায় জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকেই সহজা বলে জানেন। ৪২-৪৫

উক্তজাত্যঙ্গনাভাবে চাতুর্বর্ণাঙ্গনাং[১] যজেৎ।
সুরূপা তরুণী শান্তা[২] কুলাচারযুতা[৩] শুচিঃ ॥ ৪৬ ॥
শঙ্কাহীনা ভক্তিযুক্তা গূঢ়শাস্ত্রোপযোগিনী[৪]।
অলোলুপা[৫] সুশীলা চ স্মিতাস্যা প্রিয়বাদিনী ॥ ৪৭ ॥
গুরুদৈবতসদ্ভক্তা[৬] সুচিত্তা কৌলিকপ্রিয়া।
বিমৎসরা বিশেষজ্ঞা দেবতারাধনোৎসুকা[৭]।
মনোহরা সদাচারা শক্তিরেষা[৮] সুলক্ষণা ॥ ৪৮ ॥

উক্ত জাতীয়া অঙ্গনার অভাবে চতুর্বর্ণের অঙ্গনার পূজা করতে হবে। সুরূপা তরুণী শান্তা কুলাচারযুক্তা শুচি শঙ্কাহীনা ভক্তিযুক্তা গূঢ়শাস্ত্রোপযোগিনী অলোলুপা সুশীলা স্মিতমুখী প্রিয়বাদিনী গুরু-দেবতা-সাধুর প্রতি ভক্তিমতী সুচিত্তা কৌলিকপ্রিয়া ঈর্ষাহীনা বিশেষজ্ঞানসম্পন্না দেবতার আরাধনায় উৎসুকা মনোহরা সদাচারপরায়ণা এরকম শক্তি সুলক্ষণা। ৪৬-৪৮

দুষ্টোগ্রা[৯] কর্কশা ক্রূরা[১০] কুৎসিতা কুলদূষিতা[১১]।
দুরাচারা পরাধীনা ভীতা লুব্ধা[১২]ভুরালসা[১৩] ॥ ৪৯ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, দোত্তরস্ত গতাং ; ঐ,—খ, গ, ঘ, চাতুর্বর্ণাগতম্।
২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, কান্তা। ৩ ঐ, স্বকুলাহ্লাদিতা।
৪ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, গূঢ়া শাস্ত্রোপজীবিনী।
৫ ঐ,—ক, অনুত্তমা। ৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, গুরুদৈবতসদ্ভক্তা।
৭ র গ, দেবতারাধনোৎসুকা।
৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শক্তিরেকা। ৯ ঐ,—গ, ঘ, দুষ্টাঙ্গী।
১০ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, ক্ষুব্ধা। ১১ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দুঃখিতা কুলদূষণী ; ঐ,—ঙ, দুঃখিতা কুলদূষিতা। ১২ ঐ,—ঘ, বৃদ্ধা।
১৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পরাধীনা ভাবহীনা দুরাচারাতুরালসা।

নিদ্রাসক্তাতিদুর্মেধা[১] হীনাঙ্গী ব্যাধিপীড়িতা।
দুর্গন্ধা দুঃখিতা[২] মূঢ়া বৃদ্ধোন্মত্তা রহস্যভিৎ[৩] ॥ ৫০ ॥
কুতর্কা কুৎসিতালাপা নির্লজ্জা কলহপ্রিয়া।
বিরূপোন্মার্গগা স্তব্ধা[৪] পঙ্গ্বন্ধবিকৃতাননা।
ঈদৃশীং[৫] মন্ত্রযুক্তাঞ্চ শক্তিং যাগে[৫] বিবর্জয়েৎ ॥ ৫১ ॥

দুষ্টা উগ্রা কর্কশস্বভাবা ক্রূরা কুৎসিতা কুলদূষিতা দুরাচারা পরাধীনা ভীতা লুব্ধা আতুরা আলস্যপরায়ণা নিদ্রাসক্তা অতিদুর্মেধা হীনাঙ্গী ব্যাধিপীড়িতা দুর্গন্ধা দুঃখিতা মূঢ়া বৃদ্ধা উন্মত্তা রহস্যপ্রকাশকারিণী কুতার্কিকা কুৎসিৎ-আলাপ-কারিণী নির্লজ্জা কলহপ্রিয়া বিকৃতাকারা উন্মার্গগামিনী স্তব্ধা পঙ্গু অন্ধ বিকৃতাননা—এইরূপ শক্তি দীক্ষিতা হলেও তাকে পূজায় বর্জন করতে হবে। ৪৯-৫১

ততোঽর্চনাদিকং সর্বং মন্ত্রোদক[৬]পুরঃসরম্।
ইতঃ পূর্বাদি[৭] মনুনা মন্ত্রী দেব্যৈ সমর্পয়েৎ[৮] ॥ ৫২ ॥

তারপরে সাধক ইতঃপূর্বাদি মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্র-উদক-পুরঃসর অর্চনাদি সব দেবীকে সমর্পণ করবে। ৫২

তারত্রয়মিতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধী ততঃ পরম্।
দেহধর্মাধিকারতো[৯] জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ॥ ৫৩ ॥
মনসা চ ততো[১০] বাচা কর্মণা তৎপরং বদেৎ।
হস্তাভ্যাঞ্চ ততঃ পদ্ভ্যামুদরেণ ততঃ পরম্ ॥ ৫৪ ॥
শিশ্না চ যৎ স্মৃতং[১১] পশ্চাদ্ যদুক্তং যৎ কৃতং বদেৎ।
তৎ সর্বং গুরবে চান্তে[১২] মৎসমর্পিতমস্ত্বিতি।
স্বাহান্তো মনুরিত্যুক্তস্ত্রিসপ্তত্যক্ষরঃ[১৩] প্রিয়ে ॥ ৫৫ ॥

হ্রীঁ ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধি তারপর দেহধর্মাধিকারতঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু মনসা তারপর বাচা কর্মণা বলতে হবে। এরপর হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং তারপর যদুক্তং যৎকৃতং বলবে। তারপরে তৎসর্বং গুরবে মৎসমর্পিতমস্তু

১ তা বি গ,—খ, দুর্গন্ধা। ২ ঐ,—খ, ঙ, এবং ব গ,-যুক্ত পাঠ; তা বি গ, কুৎসিতা। ৩ ঐ,—ক, গ, ঘ, রহস্যভীঃ। ৪ ব গ, দুষ্টা। ৫ তা বি গ,—খ, শক্তির্যাগে; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, শক্তিযোগে। ৬ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, মন্ত্রাদেশ। ৭ ঐ,—ক, ইতঃপরাদি; ব গ, ইতিপূর্বাদি। ৮ ব গ, নিবেদয়েৎ। ৯ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, দেহধর্মাধিকারান্তে। ১০ ঐ,—যুক্ত পাঠ; তা বি গ, চেতসা। ১১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, যৎকৃতং। ১২ ঐ, গুরুদেবান্তে। ১৩ ঐ, ত্রিসপ্তত্যক্ষরঃ।

স্বাহা বলবে। প্রিয়ে, এটি তিয়াত্তর অক্ষরের মন্ত্র। [মন্ত্র—হ্রীঁ ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্বং গুরবে মৎসমর্পিতমস্তু স্বাহা।

এর আগে প্রাণ বুদ্ধি এবং দেহধর্মাধিকারে জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থায় মন বাক্য ও কর্মের দ্বারা হস্ত পদ উদর ও শিশ্নের দ্বারা যা কিছু স্মরণ করেছি বলেছি এবং করেছি সেসব গুরুপদে আমার দ্বারা সমর্পিত হোক।] ৫৩-৫৫

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে[১]।
তব কৃত্যমিদং সর্বমিতি জ্ঞাত্বা[২] ক্ষমস্ব মে ॥ ৫৬ ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি যা কিছু করেছি, শিবে, সে সবই তোমার কর্ম এই জেনে আমাকে ক্ষমা কর। ৫৬

এবং সম্প্রার্থ্য দেবেশি স্তুত্বা নত্বা চ ভক্তিতঃ।
প্রধানদেবতামূর্ত্তৌ পরিবারান্ সমর্পয়েৎ[৩]।
এবং সাবরণাং দেবীং উদ্বসেৎ স্বহৃদম্বুজে[৪] ॥ ৫৭ ॥

দেবেশী, এই প্রকারে প্রার্থনা করে স্তুতি করে ভক্তিভরে প্রণাম করে প্রধানদেবতামূর্তিতে পরিবারদেবতাদের সমর্পণ করতে হবে। এমনি করে স্বীয় হৃৎপদ্মে সাবরণা দেবীর উদ্বাসন করতে হবে। ৫৭

শেষিকায়ৈ সমর্প্যাথ[৫]মূলমন্ত্রেণ শোধয়েৎ।
স্বাদ্বাগ্‌ভবং হৃদুচ্ছিষ্টচাণ্ডালি তদনন্তরম্[৬] ॥ ৫৮ ॥
বদেন্মাতঙ্গি সর্বন্তে বশঙ্করিযুগন্ততঃ[৭]।
একবিংশতিবর্ণৈশ্চ শেষিকামনুরীরিতঃ ॥ ৫৯ ॥

বাগ্‌ভব—ঐঁ। হৃৎ—নমঃ।

শেষিকাকে সমর্পণ করে অতঃপর মূলমন্ত্রের দ্বারা শোধন করবে। প্রথমে ঐঁ নমঃ তারপর উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি বলে মাতঙ্গি বলবে। শেষে সর্বং তে বশ্যং

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সদা। ২ ঐ,—খ, ঙ,-এবং র গ, মাতঃ।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সমর্চয়েৎ; ঐ,—ক, খ, সমুদ্যসেৎ; ঐ,—ঘ, সমুদ্বসেৎ।

৪ ঐ,—ক, খ, ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, চিন্তয়েৎ স্বহৃদম্বুজে; ঐ,—ঙ, এবং র গ, চিন্তয়েৎ হৃদয়াম্বুজে।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সমর্প্যাস্য।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্মৃত্বা গুরুপদুচ্ছিষ্টচাণ্ডালী তদনন্তরম্।

৭ ঐ, বশঙ্করি চ যুগ্মকম্।

এবং দুবার কুরু বলতে হবে। একবিংশতি অক্ষরের এই মন্ত্রটিকে শেষিকামন্ত্র বলা হয়। [মন্ত্র—ঐঁ নমঃ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি সর্বং তে বশ্যং কুরু কুরু।] ৫৮-৫৯।

মন্ত্রেণানেন নির্মাল্যং শেষিকায়ৈ সমর্পয়েৎ।
দেবীমুচ্ছিষ্টমাতঙ্গীং ধ্যায়েৎ ত্রৈলোক্যমোহিনীম্[১] ॥ ৬০ ॥

এই মন্ত্রের দ্বারা শেষিকাকে নির্মাল্য সমর্পণ করতে হবে। তারপর ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী উচ্ছিষ্টমাতঙ্গীর ধ্যান করতে হবে। ৬০

বীণাবাদ্যবিনোদগীতনিরতাং নীলাংশুকোদ্ভাসিনীং[২]
বিম্বোষ্ঠীং নবযাবকার্দ্রচরণামাকীর্ণকেশাননাম্[৩]
মৃদ্বঙ্গীং[৪] সিতশঙ্খকুণ্ডলধরাং মাণিক্যভূষোজ্জ্বলাং[৫]
মাতঙ্গীং প্রণতোঽস্মি সুস্মিতমুখীং[৬] দেবীং শুকশ্যামলাম্ ॥ ৬১ ॥

বীণাবাদ্য ও বিনোদগীতনিরতা, নীলাংশুকের দ্বারা উদ্ভাসিতা, বিম্বোষ্ঠী, নবযাবকার্দ্রচরণা, এঁর আলুলায়িত কেশ মুখের উপর এসে পড়েছে, কোমলাঙ্গী, শুভ্রশঙ্খকুণ্ডলধারিণী, মাণিক্যভূষণোজ্জ্বলা, শুকশ্যামলা, সুস্মিতমুখী এই দেবী মাতঙ্গীকে প্রণাম করি। ৬১

ততঃ শ্রীগুরুরূপায়[৭] সাক্ষাৎ পরশিবায় চ।
করাভ্যাং পাত্রমুদ্ধৃত্য সদ্বিতীয়ং সমর্পয়েৎ ॥ ৬২ ॥

তারপর দুই হাতে গুরুপাত্র নিয়ে মাংসের সহিত শ্রীগুরুরূপী সাক্ষাৎ পরশিবকে সমর্পণ করতে হবে। ৬২

স্বসম্প্রদায়[৮]সংযুক্তৈর্বীরৈশ্চ সহ পূজয়েৎ[৯]।
অন্যোন্যবন্দনং কৃত্বা পিবেত্তত্তদনুজ্ঞয়া[১০] ॥ ৬৩ ॥

স্ব সম্প্রদায়ানুসারী বীরাচারী সাধকের সহিত পূজা করবে। পরস্পরকে বন্দনা করে গুরুর আজ্ঞানুসারে মদ্যপান করবে। ৬৩

---

১ তা বি গ,—খ, লৌকিকমোহিনীং ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, কৌলিকমোহিনীং।
২ ঐ,—ক, খ,-ধৃত পাঠ ; ঐ, এবং ব গ, নীলাংশুকোল্লাসিনীং।
৩ ঐ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কেশালকাম্ ; ঐ,—ক, কেশালতাং, ঐ,—খ, কেশাননাম্।
৪ ঐ,—ক, কৃশাঙ্গীং।
৫ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, পুষ্পোজ্জ্বলাং।
৬ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, প্রণমামি সস্মিতমুখীং।
৭ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, গুরুপাদায়।
৮ ঐ, স্বসম্প্রদায়।
৯ ঐ, পূজনং।
১০ ঐ, পিবেচ্চ তদনুজ্ঞয়া।

সব্যেনোদ্ধৃত্য পাত্রন্তু মুদ্রাং কৃত্বাঽপসব্যতঃ।

যথাবিধি দ্বিতীয়েন গৃহ্ণীয়ান্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ৬৪ ॥

বাঁহাতে পাত্র তুলে ধরে এবং ডান হাতে মুদ্রা প্রদর্শন করে যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ মাংসের সহিত মদ্য গ্রহণ করবে। ৬৪

পিশিতং মাষমাত্রন্তু দ্রব্যং[১] চুল্লুকসম্মিতম্।

আত্মদেহত্রয়ং তদ্বৎ[২] ত্রয়েণাথ বিশোধয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

মাষ—অষ্টগুঞ্জা পরিমাণ। চুল্লুক—চুলুক, আঁজলা, চুমুক। দেহত্রয়—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ বা পর এই তিন দেহ। ত্রয়েণ—তিনের দ্বারা। আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব এই তিনের দ্বারা।

তদ্বৎ—সেই রকম। মদ্যাদি সব শোধন করে তবে পূজায় ব্যবহার করতে হয়। শোধনের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি আছে। মদ্যাদি যেমন শোধন করতে হয় সেই রকম দেহ শোধনও করতে হয়। তদ্বৎ বলার এই তাৎপর্য।

মাষপরিমাণ মাংস এবং চুল্লুকপরিমাণ মদ্য গ্রহণ করতে হবে। স্বীয় দেহত্রয়কে ত্রয়ের দ্বারা শোধন করতে হবে। ৬৫

তরুণোল্লাসসহিতঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।

গুরুঃ শিষ্যান্ সমাহূয় দদ্যাত্তত্ত্বত্রয়ং প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥

তত্ত্বত্রয়ং—তিন চুলুক মন্ত্র-সংস্কৃত মদ্য।—দ্রঃ কৌলমার্গরহস্য, পৃঃ ৪১।

তরুণোল্লাস—তন্ত্রশাস্ত্রে সপ্ত উল্লাসের কথা বলা হয়েছে। যথা—আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মনা বা উন্মনী এবং অনবস্থ। উল্লাস অর্থ আনন্দ। আনন্দের এই সাত অবস্থার লক্ষণও তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৫-৫৬।

প্রিয়ে, তরুণোল্লাসযুক্ত প্রসন্নবদন ও প্রসন্নদৃষ্টি-গুরু শিষ্যকে আহ্বান করে এনে তিন চুলুক পরিমাণ মন্ত্র-সংস্কৃত মদ্য প্রদান করবেন। ৬৬

শিষ্যোপায়নমাদায় শুদ্ধাত্মা কুসুমাদিকম্।

যথাশক্তি বিনীতাত্মা[৩] বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৬৭ ॥

প্রণম্য বহিরষ্টাঙ্গং প্রবিশ্যান্তঃ শনৈঃ প্রিয়ে।

সমর্প্যোপায়নং[৪] ভক্ত্যা শিবায় গুরুরূপিণে ॥ ৬৮ ॥

---

১ তা বি গ,—মাংসপাত্রন্তু মদ্যং চুল্লুকসন্নিভম্।

২ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, তদ্বৎ।

৩ ঐ,—খ, ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, নিবেদ্যাথ।

৪ ঐ,—ক, তামর্প্যোপায়নং।

গ্রথিতাঙ্গুষ্ঠকৌ[১] কৃত্বা করৌ নম্রা[২]গ্রতর্জনী।
জানুভ্যামবনিং গত্বা পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্ গুরুম্ ॥ ৬৯ ॥

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম—বৃহৎ তন্ত্রসারের মতে দুই বাহু, দুই জানু, মাথা এবং বাক্য ও দৃষ্টির দ্বারা যে প্রণাম তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলা হয়। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সং, পৃঃ ৯৮)।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম—দুই পা, দুই হাত, দুই জানু, বুক, মাথা এবং দৃষ্টি, বাক্য ও ও মনের দ্বারা যে-প্রণাম তাকে বলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম। (দ্রঃ ঐ)

প্রিয়ে, বিত্তশাঠ্যবিবর্জিত শুদ্ধাত্মা বিনীতাত্মা শিষ্য যথাশক্তি কুসুমাদি উপায়ন নিয়ে উপস্থিত হয়ে বাইরে (মণ্ডপের বাইরে) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করবে এবং শিবরূপী গুরুকে ভক্তিভরে উপায়ন সমর্পণ করতঃ দুহাতের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যুক্ত করে এবং তর্জনীর অগ্রভাগ নত করে (এখানে মুদ্রা নির্দিষ্ট হয়েছে মনে হয়) মাটিতে হাঁটু গেড়ে গুরুকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করবে। ৬৭-৬৯

বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং দক্ষহস্তপ্রসারিতম্।
স্পৃষ্ট্বা বিশুদ্ধহৃদয়মীষদানতমস্তকম্[৩] ॥ ৭০ ॥
বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং শিষ্যায় শ্রীগুরুঃ প্রিয়ে।
প্রকৃত্যাদ্যৈঃ পৃথিব্যন্তৈশ্চতুর্বিংশতিভিঃ শিবৈঃ[৪] ॥ ৭১ ॥
স্বরৈরশুদ্ধতত্ত্বৈশ্চ বাগ্‌ভবেন[৫] কুলেশ্বরি।
সংযুক্তেনাস্তমন্ত্রেন[৬] স্থূলদেহং[৭] বিশোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥

বাগ্‌ভব—ঐং।

অশুদ্ধতত্ত্ব—শৈবশাক্ত দর্শনে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব স্বীকৃত। যথা—শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা, মায়া, কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এবং পঞ্চ মহাভূত (ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ, ক্ষিতি)। আলোচ্য-

---

১ ঐ,—ঙ, এবং র গ, গৃহীতাঙ্গুষ্ঠকৌ।
২ ঐ,—ঙ,-ধৃত পাঠ ; তা বি, নত্রা , র গ, নম্রা (?)
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বিশুদ্ধহৃদয় ঈষদানতমস্তকঃ।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, প্রিয়ে।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, স্বরৈর্বিশুদ্ধিতত্ত্বৈশ্চ বাগ্‌ভবৈর্ন।
৬ তা বি গ,—খ, সংযুক্তেনাস্তমন্ত্রেন ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সংযুক্তেনাথ তন্ত্রেন।
৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, স্বাত্মদেহং।

মান শ্লোকে প্রকৃতি থেকে পৃথিবী অর্থাৎ ক্ষিতি পর্যন্ত তত্ত্বকে অশুদ্ধতত্ত্ব বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মায়া থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত তত্ত্বকেও অশুদ্ধতত্ত্ব বলা হয়।

আত্মতত্ত্ব—আরোহক্রমে ক্ষিতি থেকে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব। আত্ম-তত্ত্বকে পুরুষতত্ত্বও বলা হয়। আত্মতত্ত্ব অশুদ্ধ।

গুরু বাঁ-হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা দিয়ে ধরে ডান হাত প্রসারিত করে বিশুদ্ধহৃদয় ঈষদানতমস্তক শিষ্যকে স্পর্শ করবেন।

প্রিয়ে, তারপর শ্রীগুরু বামাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা (মুদ্রা প্রদর্শন করত) প্রকৃতি থেকে পৃথিবী পর্যন্ত চতুর্বিংশতি কল্যাণকর অশুদ্ধতত্ত্ব, ঐং বীজ ও স্বরবর্ণযুক্ত আত্মতত্ত্বের দ্বারা শিষ্যের স্থূলদেহের শোধন করবেন। ৭০-৭২

মায়াদিপুরুষান্তৈশ্চ শুদ্ধাশুদ্ধৈশ্চ সপ্তভিঃ।
তত্ত্বৈঃ স্পর্শাহ্বয়ৈর্বর্ণৈঃ[১] কামরাজেন মন্ত্রবিৎ।
যুক্তেন বিদ্যাতত্ত্বেন সূক্ষ্মদেহং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব—অবরোহক্রমে মায়া থেকে পুরুষ পর্যন্ত সাতটি তত্ত্বকে বলা হয় শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব। মতান্তরে মায়া থেকে মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত শুদ্ধাশুদ্ধতত্ত্ব।

বিদ্যাতত্ত্ব—অবরোহক্রমে শুদ্ধবিদ্যা থেকে সদাশিব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব।

কামরাজ—ক্লীং।

মায়া থেকে আরম্ভ করে পুরুষ পর্যন্ত সপ্ত শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব। এই সপ্ততত্ত্ব-ক্লীং বীজ-ও স্পর্শবর্ণ-যুক্ত বিদ্যাতত্ত্বের দ্বারা মন্ত্রবিৎ গুরু শিষ্যের সূক্ষ্মদেহের শোধন করবেন। ৭৩

শুদ্ধৈঃ শিবাদিবিদ্যান্তৈঃ পঞ্চতত্ত্বৈশ্চ ব্যাপকৈঃ[২]।
পরয়া[৩] শিবতত্ত্বেন পরং দেহং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

শুদ্ধৈঃ পঞ্চতত্ত্বৈ—পঞ্চ শুদ্ধতত্ত্বের দ্বারা। অবরোহক্রমে শিব থেকে শুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত পঞ্চ তত্ত্বকে শুদ্ধতত্ত্ব বলা হয়। মতান্তরে কেবল শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব শুদ্ধতত্ত্ব।

শিবতত্ত্ব—আচার্য অভিনবগুপ্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব এই ত্রিবিধ ভাগ করেছেন। এই ভাগ শাক্তদর্শনেও স্বীকৃত। তবে শাক্ত আচার্যেরা কেউ কেউ অন্যরকম ভাগের কথাও বলেন। তাঁদের মতে

---

১ তা বি গ,—ক, সুবর্ণবর্ণৈশ্চ ; ঐ,—গ,ঘ, তত্ত্বৈঃ স্যাৎ সর্ববর্ণৈশ্চ।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং ম গ, শিবাদিশুদ্ধবিদ্যান্তৈঃ পঞ্চতত্ত্বৈশ্চ ব্যাপকম্।

৩ ঐ,—ক, খ, পরম।

শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব উভয়ে মিলে শিবতত্ত্ব। অর্থাৎ তাঁরা আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের এই ত্রিবিধ ভাগ করেন। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের বিভাগাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৬১, ২৮৬, ৪১১)।

ব্যাপকৈঃ—ব্যাপক বর্ণের দ্বারা। য র ল ব শ ষ স হ ল্ এবং ক্ষ এই দশটি ব্যাপক বর্ণ (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৮৫)। পরয়া—পরা দ্বারা। পরা—হ্রীং।

শিব থেকে শুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত পঞ্চ শুদ্ধতত্ত্ব। শুদ্ধতত্ত্ব—হ্রীং বীজ-ও ব্যাপকবর্ণ-যুক্ত শিবতত্ত্বের দ্বারা শিষ্যের পরদেহের শোধন করতে হবে। ৭৪

> ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসহিতমালিন্যা বালয়া[১] প্রিয়ে।
> তত্ত্বত্রয়াশ্রিতং বীজং সর্বতত্ত্বং[২] বিশোধয়েৎ ॥ ৭৫ ॥

মালিন্যা—মালিনী দ্বারা। মালিনী—হ্রীং। বালয়া—বালা দ্বারা। বালা—ঐং ক্লীং সৌঃ।

প্রিয়ে, ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের সহিত হ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ যুক্ত তত্ত্বত্রয়াশ্রিত বীজমন্ত্র (সাধকলক্ষ) সর্বতত্ত্ব শোধন করবে। ৭৫

> শোধয়েতি পদং দদ্যাৎ সদ্বিতীয়মলিং গুরুঃ[৩]।
> চুলুকং গুরুণা দত্তং শোধয়ামীতি চোচ্চরন্।
> ভক্ত্যা চাবনতঃ শিষ্যো নিঃশব্দং ত্রিঃ পিবেদলিম্[৪] ॥ ৭৬ ॥

গুরু 'শোধয়' অর্থাৎ শুদ্ধ হও এই বলে শিষ্যকে সমাংস মদ্য প্রদান করবেন। ভক্তিতে অবনত শিষ্য 'শোধয়ামি' অর্থাৎ শুদ্ধ হই এই বলে গুরুদত্ত চুলুক পরিমাণ মদ্য গ্রহণ করে নিঃশব্দে তিনবার পান করবে। ৭৬

> পাণিভ্যাং[৫] সংস্পৃশেদ্দেহং সর্বতত্ত্বং সমুচ্চরন্।
> শিরঃপ্রভৃতিপাদান্তং শুদ্ধং দেহং বিচিন্তয়েৎ[৬] ॥ ৭৭ ॥

সর্বতত্ত্ব উচ্চারণ করে দুহাতে দেহ স্পর্শ করতে হবে এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহ শুদ্ধ এই চিন্তা করতে হবে। ৭৭

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, মালিন্যাঽবলয়া।

২ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্বতত্ত্বাশ্রয়ং বীজং সর্বতত্ত্বৈঃ।

৩ তা বি গ,—ক, শোধয়েৎ ত্রিতয়ং দদ্যাৎ সদ্বিতীয়মলিং গুরুম্ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, শোধয়েৎত্রিপদঞ্চাথ সদ্বিতীয়াঽলিনা (লিনা ?) গুরুঃ।

৪ তা বি গ,—গ, ঘ, শনৈঃ।

৫ ঐ,—ক, পদাভ্যাম্।

৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, বিশোধয়েৎ।

স্থূলাত্মনাত্মতত্ত্বং স্যাৎ[1] সূক্ষ্মং বিদ্যাত্মগোচরম্।
পরাত্মং শিবতত্ত্বং স্যাদিতি তত্ত্বত্রয়ং জগৎ ॥ ৭৮ ॥

তত্ত্বত্রয়ং জগৎ—জগৎ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয়াত্মক। জগতের স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ বা পর এই ত্রিবিধ রূপ। এই ত্রিরূপ ত্রিতত্ত্বাধিষ্ঠিত।

স্থূলরূপ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব, সূক্ষ্মরূপ পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব এবং পররূপ পর্যন্ত শিবতত্ত্ব। এই জগৎ তত্ত্বত্রয়াত্মক। ৭৮

এবং তত্ত্বত্রয়জ্ঞানং গুরোর্জ্ঞাত্বা য আচরেৎ।
স জীবন্নেব মুক্তঃ স্যাদিতি শঙ্করভাষিতম্ ॥৭৯॥

গুরুমুখে এইরূপ তত্ত্বত্রয়জ্ঞান লাভ করে যে যথাবিহিত আচরণ করে সে জীবন্মুক্ত হবে, এটি শঙ্করের উক্তি। ৭৯

ততঃ স্বীকৃত্য চ গুরুঃ শিষ্যেভ্যঃ শেষদো ভবেৎ।
আদায় গুরুণা দত্তং সদ্বিতীয়াসবং[2] পিবেৎ ॥৮০॥

তারপর গুরু মদ্যপান করে পানাবশেষ শিষ্যকে দেবেন। শিষ্য গুরুদত্ত সমাংস আসব গ্রহণ করে তা পান করবে। ৮০

শ্রীগুরুজ্যেষ্ঠপূজ্যানাং পুরতঃ[3] কুলনায়িকে।
নোপবিশ্য পিবেন্মদ্যম্ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৮১ ॥

ওগো কুলনায়িকা, শাস্ত্রের বিধান—শ্রীগুরু, জ্যেষ্ঠ ও পূজ্য ব্যক্তিদের সামনে বসে মদ্যপান করবে না। ৮১

প্রাণভেদফলোল্লাসপ্রণাম (প্রমাণ ?) স্থিতিলক্ষণম্।
অবিজ্ঞায়াচরেদ্ যস্তু স ভবেদাপদাস্পদম্ ॥ ৮২ ॥

প্রাণ—শক্তি। এখানে মাদকতা শক্তি। ভেদ—প্রকারভেদ। পৈষ্টী, গৌড়ী, মাধ্বী ইত্যাদি প্রকারভেদ। ফল—মদ্যপানের ফল। শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মদ্যপানের ভিন্ন ভিন্ন ফল।

প্রণাম—আমাদের মনে হয় এটি লিপিকর প্রমাদ। শব্দটি প্রমাণ। প্রমাণ অর্থ মাত্রা, পরিমাণ। সাধনায় মদ্যপানের মাত্রা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। স্থিতি—প্রকৃতি, স্বভাব। সাধকের প্রকৃতি-অনুসারে মদ্যপানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে (মদ্যপান সম্বন্ধে অন্যান্য বিধিনিষেধ—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৭-৫৮)।

---

১ তা বি গ,—হনস্তি তত্ত্বময়ং স্যাৎ।
২ তা বি গ,—ক, খ, দ্বিতীয়মাসবং।
৩ ঐ,—ঙ, পূজাভ্যাং সর্বতঃ ; ম গ, পূজনাভ্যাং সর্বতঃ।

প্রাণ, ভেদ, ফল, উল্লাস, প্রমাণ, স্থিতি এ সবের লক্ষণ না জেনে যে মদ্যপান করে সে বিপদগ্রস্ত হয়। ৮২

নির্মন্ত্রং ন পিবেন্মদ্যম্ প্রায়শ্চিত্তং[১] বিধীয়তে।
তস্মান্মন্ত্রবিধানেন কর্ত্তব্যং কুলনায়িকে ॥৮৩॥

ওগো কুলনায়িকা, মন্ত্রসংস্কারহীন মদ্য পান করতে নেই। যে করে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। সেইজন্য, যথাশাস্ত্র মন্ত্রসংস্কৃত মদ্য পান করা কর্তব্য। ৮৩

ইদং পবিত্রামৃতং পিবামি ভবভেষজম্[২]।
পশুপাশসমু[৩]চ্ছেদকারণং ভৈরবোদিতম্ ॥ ৮৪ ॥

পশুপাশছেদনকারী, ভবরোগের ঔষধ, ভৈরবপ্রোক্ত এই পবিত্র অমৃত পান করি। ৮৪

চিত্তে স্বাতন্ত্র্যসারত্বাত্তদানন্দময়াত্মনঃ[৪]।
তন্ময়ত্বাচ্চ ভাবানাং ভাবাশ্চান্তর্হিতা রসে[৫] ॥৮৫॥
স্বস্বাতন্ত্র্যবিকাশায় স্বরসস্তেন পীয়তে[৬]।
তস্মাদিমাং সুরাং দেবীং পূর্ণোঽহং ত্বাং পিবাম্যহম্[৭] ॥৮৬॥

স্বাতন্ত্র্যসারত্বাৎ—স্বাতন্ত্র্যসারত্বহেতু। আত্মা স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বপ্রধান, স্বচ্ছন্দ, অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নহেন। আত্মা ব্রহ্ম। অতএব স্বাতন্ত্র্য অর্থ ব্রহ্মভাব।

তদানন্দময়াত্মনঃ—মদ্যপানে আনন্দময় জীবাত্মার অর্থাৎ সাধকের। জীবাত্মা স্বরূপতঃ আনন্দময়। শাস্ত্রবিহিত মদ্যপানে তাঁর সেই আনন্দময় স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।

স্বরস—সহস্রারে শিবশক্তির মিলনোদ্ভূত অমৃত। মুখ্য মদ্যপানের চরম লক্ষ্য এই অমৃতের আস্বাদ। স্বরস বলতে নিজ স্বাম্যাদিসম্মত রস বা মুখ্য মদ্যও বুঝাতে পারে।

পূর্ণোঽহং—পূর্ণরূপ অহম্। পূর্ণরূপ বলতে বুঝায় স্বয়ং শিব। (পূর্ণরূপঃ শিবঃ প্রোক্তঃ—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, তারাখণ্ড, ৪৬।২১) সাধক নিজেকে শিবস্বরূপ ভাববেন।

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ প্রিয়ে।

২ ঐ, অগতাং পরভেষজং।   ৩ ঐ, ভবো।

৪ তা বি গ,—খ, চিত্তস্বাতন্ত্র্যসারত্বাত্তত্ত্বানন্দময়ঃ স্বতঃ; ঐ,—গ, চিত্তেস্বাতন্ত্র্যসারত্বাত্তত্ত্বানন্দময়াত্মনঃ ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, স্বাতন্ত্র্যরূপত্বাত্তদানন্দময়ঃ।

৫ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, ভাবাচ্চান্তর্হিতাঃসদে।

৬ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সুস্বস্বান্তং বিকাশায় স্বরসস্তেন পীয়তে।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, পিবাম্যতঃ।

মদ্যপানে আনন্দময় সাধকের চিত্তে স্বাতন্ত্র্যবোধ বা ব্রহ্মভাব প্রধান হয়, ভাবতন্ময়তা প্রাপ্ত হয় এবং রসে অন্তর্হিত হয় বলে সাধককে স্ব-স্বাতন্ত্র্য বিকাশের জন্য স্বরস পান করতে হবে। অতএব, পূর্ণস্বরূপ আমি, এই সুরা-রূপিণী দেবী, তোমাকে পান করি (এই শ্লোক দুটিতে সুরাপানমন্ত্র বিবৃত হয়েছে)। ৮৫।৮৬

মন্ত্রেণানেন দেবেশি মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
অনাকুলমনাঃ কুর্যাদলিপানং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮৭ ॥

ওগো দেবেশী, মূলমন্ত্র সহ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সাধক শনৈঃ শনৈঃ মদ্যপান করবে। ৮৭

তস্মান্মূলত্রিকোণস্থে কোটিসূর্যসমপ্রভে[1]।
কুণ্ডল্যাকৃতিচিদ্রূপে[2] হুনেদ্দ্রব্যং সমন্ত্রকম্ ॥ ৮৮ ॥

মূলত্রিকোণস্থে—মূলাধারচক্রের ত্রিকোণে যিনি অবস্থিতা তাঁতে।

কুণ্ডল্যাকৃতিচিদ্রূপে—কুণ্ডলীর আকৃতিবিশিষ্টা চিদ্রূপিণী যে মহাশক্তি তাঁতে। এঁকে কুলকুণ্ডলিনী, কুণ্ডলিনী, কুণ্ডলী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। পূর্বোক্ত ত্রিকোণে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বিরাজমান। তাঁকে সাড়ে তিন পাকে বেষ্টন করে কুণ্ডলিনী অবস্থিতা।

হুনেদ দ্রব্যং—দ্রব্য অর্থাৎ মদ্য আহুতি দিতে হবে। পূর্বোক্ত কুণ্ডলিনীর মুখে অগ্নি আছে। তাতে আহুতি দিতে হবে। মাতৃকাভেদ তন্ত্রের মতে "মূলাধারচক্র থেকে জিহ্বান্ত পর্যন্ত কুণ্ডলিনী অবস্থিত এমনি ভাবনা করতে হবে।" এই ভাবনানুযায়ী মদ্য মুখে দেওয়া অর্থ কুণ্ডলিনীমুখে আহুতি দেওয়া। সাধককে সেইরূপ চিন্তাই করতে হয়। (এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৩-৫৪, ৯২২; মূলাধার চক্রাদি সম্বন্ধে ঐ, পৃঃ ৯৪৮-৫২; কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে ঐ, পৃঃ ৯৩২-৩৯)।

অতএব, স্বীয় মূলাধারচক্রস্থিত ত্রিকোণে অবস্থিতা কোটিসূর্যের প্রভাযুক্তা কুণ্ডলীর আকারবিশিষ্টা চিদ্রূপিণীতে মন্ত্রযুক্ত করে মদ্য আহুতি দিতে হবে। ৮৮

অহন্তাপাত্রভরিতমিদন্তাপরমামৃতম্।
পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ হোমে স্বীকারলক্ষণম্[3] ॥ ৮৯ ॥

---

১ তা বি গ.—ঙ. এবং ব গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. স্বায়মূলত্রিকোণস্থে। ঐ.—খ. স্বায়মূলত্রিকোণোদ্যৎকোটিসূর্যসমপ্রভা।

২ তা বি গ.—খ. চিদ্দীপে; ঐ.—ঙ. এবং ব গ. কুণ্ডলাকৃতিচিদ্রূপে।

৩ তা বি গ.—ঙ. এবং ব গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. হোমস্বীকারলক্ষণম্।

অহন্তা—অহংভাব অর্থাৎ আমি এই ভাব। জগৎকে অহংরূপে দেখা অহন্তা। পরাহন্তা—পূর্ণাহন্তা, অসঙ্কুচিত অহন্তা। এটি আছে সদাশিবের। ইদন্তা—ইদংভাব। ইদং অর্থ ইহা, অর্থাৎ যা আমি ভিন্ন অন্য। সহজ কথায় জগৎ বা জগৎসত্তা।

অহন্তারূপ পাত্রভরে ইদন্তারূপ পরমামৃত পরাহন্তাময় অগ্নিতে হোম—এরই নাম দ্রব্যস্বীকার অর্থাৎ মদ্যপান।

গুরুদৈবতমন্ত্রাণামৈক্যং সঞ্চিন্তয়েদ্ধিয়া।
যাবদুল্লাসপর্যন্তমুপদেশে পিবেন্মধু ॥ ৯০ ॥

বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করবে এবং গুরু যে-উল্লাস পর্যন্ত মদ্যপান করতে উপদেশ দেবেন সেই পর্যন্ত পান করবে। ৯০

চরুকঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো[১] দীপো জ্ঞানপ্রদায়কঃ[২]।
পানাৎ পরপদপ্রাপ্তি কৌলে ত্রয়মিতীরিতম্[৩] ॥ ৯১ ॥

বলা হয় চরু সিদ্ধিপ্রদ, দীপ জ্ঞানপ্রদ, মদ্যপানে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। আর কৌলাচারে এই তিনটিই পাওয়া যায়। ৯১

ভোজনান্তে বিষং মদ্যং মদ্যান্তে ভোজনং বিষম্।
অমৃতং তদ্বিজানীয়াদ্ যদন্নং সুরয়া সহ ॥ ৯২ ॥

ভোজনের পর মদ্য বিষ। মদ্যপানের পর ভোজন বিষ। সুরার সঙ্গে যে অন্নগ্রহণ করা হয় তাই অমৃত বলে জানবে। ৯২

চর্বণেন যুতং পানমমৃতং কথিতং প্রিয়ে।
চর্বণেন বিনা পানং কেবলং বিষভক্ষণম্[৪] ॥ ৯৩ ॥

প্রিয়ে, চর্ব্যের সহিত মদ্যপানকে অমৃতপান বলা হয় আর চর্ব্য ব্যতীত পান কেবল বিষভক্ষণ। ৯৩

পানঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
দিব্যং দেবাগ্রতঃ পানং বীরং মুদ্রাসনে স্থতম্[৫] ॥ ৯৪ ॥
স্বেচ্ছয়া পশুবৎপানং[৬] পশুপানমিতীরিতম্ ॥ ৯৫ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, চুলনং সিদ্ধিদং প্রোক্তং।

২ র গ, দীপজ্ঞানপ্রদো ভবেৎ।

৩ তা বি গ,—খ, গ, পরতত্ত্বপ্রাপ্তিঃ কৌলে নিয়তমীরিতঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কুলেষু নয় ঈরিতঃ।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বিষবর্দ্ধনম্।

৫ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মুদ্রাসনে স্থতম্।

৬ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পশুবৎপীতং।

মৃদ্বাসনে—মৃৎ+বাসন=মৃদ্বাসন, তাতে। মৃৎ—মাটি, বাসন—যোগীর আসন বিশেষ। হাঁটু গেড়ে পা পিছনে নিয়ে গোড়ালিযুক্ত করে বসে এই আসন করা হয়। আবার মৃদু+আসন=মৃদ্বাসন। এর অর্থ কোমল আসন। শাস্ত্রে পৌষ্প, দারুময়, বাস্ত্র, চার্ম, কৌশেয় এবং তৈজস এই ষড়্বিধ আসনের কথা বলা হয়েছে (দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ১ম খণ্ড, তৃতীয় তরঙ্গ, পৃঃ ২২৬)। এর মধ্যে পৌষ্প, বাস্ত্র এবং কৌশেয় স্পষ্টতঃ কোমল আসন। মৃৎ+বাসন= মৃদ্বাসন। এখানে বাসন অর্থ পাত্র। অতএব, মৃদ্বাসনে অর্থ মাটির পাত্রে।

দিব্য বীর পশু এই ক্রমে ত্রিবিধ পানের কথা বলা হয়। দেবীর সম্মুখে পান দিব্যপান, মৃদ্বাসনে গৃহীত মদ্য বীরপান আর পশুর মতো যেমন ইচ্ছা পানকে পশুপান বলা হয়। ৯৪—৯৫

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বীরং ভুক্তিপ্রদং ভবেৎ[১]।
পশুপানং নরকদং প্রোক্তং[২] পানফলং প্রিয়ে ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ে, পানের ফল এইভাবে বলা হয়—দিব্যপান ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, বীরপান ভুক্তিপ্রদ আর পশুপান দেয় নরক। ৯৬

দৃষ্টিমানসবাক্‌কায়ে যাবন্নো ভবতি ভ্রমঃ[৩]।
তাবৎ পানং প্রকুর্বীত[৪] পশুপানমতঃ পরম্ ॥ ৯৭ ॥

দৃষ্টিতে এবং কায়মনোবাক্যে যে-পর্যন্ত ভ্রম না হয় সেই পর্যন্ত পান করবে। তার পরের পান পশুপান। ৯৭

যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং যাবন্নো মুখবৈকৃতম্[৫]।
তাবদেব পিবেন্মদ্যমন্যথা পতনং ভবেৎ[৬] ॥ ৯৮ ॥

যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়বৈকল্য এবং মুখবিকৃতি না হয় সেই পর্যন্ত মদ্য পান করবে, অন্যথা পতন হবে। ৯৮

পূর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানং দেবি নিগদ্যতে।
করাভ্যাং পাত্রমুদ্ধৃত্য[৭] স্মরেন্মূলঞ্চ পাদুকাম্[৮]।
আগলান্তং পিবেন্মদ্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥

---

১ তা বি গ.—খ, ঙ, এবং র গ, মুক্তিপ্রদং প্রিয়ে।
২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, নারকেয়মেবং।
৩ তা বি গ.—খ, বাক্যানাং বহুভ্রান্তিবিভ্রমঃ।
৪ ঐ, ভবেৎপানং প্রকুর্বতাং।
৫ র গ, মুখবিক্রিয়া।
৬ তা বি গ.—ক, তাবদ্ যঃ পিবতে মদ্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
৭ ঐ,—খ, ঘটমুদ্ধৃত্য।
৮ ঐ,—ক, স্মরেচ্চ মূলপাদুকাং।

পূর্ণাভিষেক—তন্ত্রশাস্ত্রে দুরকম অভিষেকের বিধান আছে—শাক্তাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। অভিষেক একটি শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে অভিষেক হয় তাকে বলা হয় শাক্তাভিষেক।

"কৃতশাক্তাভিষেক সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে তাঁর পূর্ণাভিষেক হয়। পূর্ণাভিষিক্ত হলেই সাধকের ক্রমদীক্ষা প্রভৃতি আত্মোৎকর্ষকারী সমস্ত কর্মে অধিকার হয়" (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২২-২৩)।

আগলান্ত—আগল পর্যন্ত। আগল অর্থ প্রবীণ, প্রৌঢ়। কাজেই আগলান্ত অর্থ প্রৌঢ়োল্লাস পর্যন্ত।

দেবী, পূর্ণাভিষেকযুক্ত সাধকের পানের বিষয় বলছি। সাধক দুহাতে পাত্র তুলে ধরে মূলমন্ত্র ও পাদুকামন্ত্র স্মরণ করবে এবং প্রৌঢ়োল্লাস পর্যন্ত মদ্য পান করবে। যে এমনিভাবে পান করে সে নিঃসংশয় মুক্ত হয়। ৯৯

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১০০ ॥
আনন্দাত্তৃপ্যতে দেবী মূর্চ্ছয়া ভৈরবঃ[১] স্বয়ম্।
বমনাৎ[২] সর্বদেবাশ্চ তস্মাৎ ত্রিবিধমাচরেৎ ॥ ১০১ ॥

এই শ্লোক দুটির অর্থ তথা ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একমতে শ্লোকগুলিতে যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে। অন্যমতে মুখ্যতত্ত্বের কথাই শ্লোকদুটিতে বলা হয়েছে। তবে এঁরাও বলেন যে, সাধারণ সাধকের পক্ষে এসব বচন প্রযোজ্য নয়। এগুলি পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের পক্ষে বিহিত। (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৬০-৬১)

পানের পর পান করে যাবে। ভূতলে পতিত না হওয়া পর্যন্ত বার বার পান করবে। পতিত হলে উঠে আবার পান করবে। এরূপ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

এই পানজনিত আনন্দে দেবী তৃপ্ত হন। পান করতে করতে সাধক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে সে স্বয়ং ভৈরব হয়ে যায়; যদি বমন করে তা হলে সর্বদেবতা তৃপ্ত হন। অতএব, যাতে এই তিন রকমই হয় সাধককে সেইভাবে পান করতে হবে। ১০০-১০১

দিব্যপানরতানাং বৈ যৎ সুখং কুলযোগিনাম্।
তৎ সুখং সার্বভৌমস্য নৃপস্যাপি ন বিদ্যতে ॥ ১০২ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, ইচ্ছায়া ভৈরবঃ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, মূর্চ্ছনাদ্ ভৈরবঃ।
২ ঐ,—ক, রমণাৎ; ঐ,—খ, বাসনাৎ।

দিব্যপানরত কুলযোগীদের যে-সুখ সার্বভৌম নৃপতিরও সে-সুখ থাকে না। ১০২

যৎ সুখং কুলনিষ্ঠানাং কুলদ্রব্যনিষেবনাৎ।
তৎ সৌখ্যমেব মোক্ষঃ স্যাৎ সত্যমেব বরাননে ॥ ১০৩ ॥

ওগো বরাননা, কুলনিষ্ঠ সাধকদের কুলদ্রব্য পানে যে-সুখ সেই সুখই মোক্ষ, এ কথা সত্য। ১০৩

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ[1] বটুকশক্ত্যাদিপূজনম্।
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৪ ॥

ওগো কুলেশানী, বটুকশক্ত্যাদির পূজা সম্বন্ধে তোমাকে সংক্ষেপে কিছুটা বললাম। আবার কি শুনতে চাও। ১০৪

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে বটুকশক্ত্যাদি পূজনং নাম সপ্তম উল্লাসঃ ॥ ৭ ॥

সপাদলক্ষশ্লোক-সমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডান্তর্ভুক্ত উর্ধ্বাম্নায় তন্ত্রে বটুকশক্ত্যাদিপূজন নাম সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত। ৭

---

১ তা বি গ,—ঙ, সমাক্।

অষ্টম উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

> কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি করুণামৃতবারিধে[১]।
> উল্লাসভেদং দেবেশ[২] দ্রব্যপাত্রাদিসঙ্গমম্ ॥১॥

শ্রীদেবী বললেন, করুণামৃতের বারিধি হে কুলেশ, বিভিন্ন উল্লাস এবং দ্রব্যপাত্রাদির সংযোগের কথা শুনতে চাই। ১

> রত্যুল্লাসনকালঞ্চ[৩] শ্রীচক্রস্থিতিমেব চ[৪]।
> চেষ্টাং কৌলিকশক্তীনাং বদ মে পরমেশ্বর ॥২॥

পরমেশ্বর, রতি ও উল্লাসন-কাল, চক্রস্থিতি এবং কৌলিক শক্তিদের কর্মানুষ্ঠানের বিষয় আমাকে বল। ২

ঈশ্বর উবাচ।

> শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
> তস্য শ্রবণমাত্রেণ জায়তে দিব্যভাবনা ॥৩॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। তা শোনামাত্র দিব্যভাবনার উদয় হয়। ৩

> আরম্ভতরুণশ্চৈব যৌবনং প্রৌঢ়মেব[৫] চ।
> তদন্তশ্চোন্মনাশ্চৈব মনোল্লাস[৬]শ্চ সপ্তমঃ ॥৪॥

পরশুরাম কল্পসূত্রে (১০।২৮) আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মনা এবং অনবস্থ এই সপ্ত উল্লাসের কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকে সপ্তম উল্লাসকে বলা হয়েছে মনোল্লাস। কিন্তু ৯৫ সংখ্যক শ্লোকে তারানাথ বিদ্যারত্ন ব্যবহৃত ঙ-সংখ্যক পুঁথিতে এবং রসিকমোহনের গ্রন্থে সপ্তম উল্লাসকে অনবস্থই বলা হয়েছে। প্রথম পাঁচটি উল্লাসে বাহ্য ক্রিয়া থাকে। উন্মনোল্লাসে শুধু মানস ক্রিয়া থাকে। অনবস্থোল্লাসে মানস ক্রিয়াও থাকে না।' (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৫-৫৭)

---

১ তা বি গ,—খ, করুণাকরবারিধে।

২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, দ্রব্যাদ্য।

৩ ঐ, রত্যুল্লাসকমেবঞ্চ।

৪ তা বি গ,—গ, ঘ, স্থিতিভৈরবঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্থিতিরেব চ।

৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, যৌবনঃ প্রৌঢ় এব। ৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ তত্তোল্লাস।

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মনা এবং সপ্তম মনোল্লাস এই সপ্ত উল্লাস। ৪

তত্ত্বত্রয়ং স্যাদারম্ভঃ কথিতঃ কুলনায়িকে।
কথিত[১]স্তরুণোল্লাসস্তরুণং সুখমম্বিকে ॥৫॥

তত্ত্বত্রয়ং—তিন চুলুক পরিমাণ মদ্য।

ওগো কুলনায়িকা অম্বিকা, আরম্ভোল্লাসে তিন চুলুক পরিমাণ মদ্যপানের কথা বলা হয়েছে। তরুণোল্লাসে তরুণ সুখ (গোলাপী নেশা) হয়। ৫

যৌবনং মনসঃ সম্যগুল্লাসঃ সুস্থিতিঃ প্রিয়ে।
স্খলনং দৃঙ্‌মনোবাচাং[২] প্রৌঢ়মিত্যভিধীয়তে ॥৬॥

প্রিয়ে, যৌবনোল্লাসে মনের সম্যক্ উল্লাস হয় এবং মন স্থির হয়। যে উল্লাসে দৃষ্টি মন এবং বাক্যের স্খলন হয় তাকে বলা হয় প্রৌঢ়োল্লাস। ৬

সমুল্লাসপরে চক্রে য ইচ্ছেৎ[৩] পাত্রমেলনম্।
অর্বাক্ প্রৌঢ়সমুল্লাসং নৈব কুর্যাৎ কদাচন।
যথাধিকারং তত্রাপি কর্তব্যং পাত্রমেলনম্ ॥৭॥

সমুল্লাসপরে—সম্যক্ উল্লাস সমুল্লাস। এটি হয় যৌবনোল্লাসে। কাজেই, অর্থ দাঁড়াল যৌবনোল্লাসের পরবর্তী উল্লাসে।

যথাধিকারং—অধিকার অনুসারে। "প্রত্যেক উল্লাসে পেয় মদ্যের পাত্র-সংখ্যা শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট।" "কোন উল্লাসে কার অধিকার তা কেমন করে জানা যাবে। রামেশ্বর বলেন, উল্লাস সাধকের অন্তঃকরণবেদ্য অর্থাৎ সাধক কোন উল্লাসের অধিকারী তা তিনি নিজের মনেই জানবেন। স্বয়ং বিদ্বান্ হয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় দশা অর্থাৎ উল্লাস নিজে সম্যক্ বিবেচনা করবেন।" —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৬-৬৫৭।

চক্রে যৌবনোল্লাসের পরবর্তী উল্লাসে অর্থাৎ প্রৌঢ়োল্লাসে কেউ যদি পাত্রসঙ্গতি ইচ্ছা করে তা হলে তার কখনো প্রৌঢ়োল্লাসের পরবর্তী উল্লাসের অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। প্রৌঢ়োল্লাসেও অধিকার অনুসারে পাত্রসঙ্গতি করা উচিত। অর্থাৎ এই উল্লাসে নির্দিষ্টসংখ্যক পাত্রপরিমাণ মদ্যপানে অধিকার থাকলেই তবে এই উল্লাসের অনুষ্ঠান করবে। ৭

---

১ তা বি গ,—ক, কায়ত।
২ ঐ,—খ, দৃঙ্‌মনোবাচাম্।
৩ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, সমুল্লাসে স্থিতে চক্রে যদীচ্ছেৎ।

অদীক্ষিতৈরনাচারৈরতন্ত্রজ্ঞৈ[1]রদৈবতৈঃ।

দূষকৈঃ সময়ভ্রষ্টৈ[2]র্ন কুর্যাদ্ দ্রব্যসঙ্গতিম্ ॥৮॥

অদীক্ষিত, অনাচারী, অতন্ত্রজ্ঞ, অদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিরোধী, দূষক, সময়াচারভ্রষ্ট, এদের সঙ্গে দ্রব্যসঙ্গতি অর্থাৎ মদ্যপান করবে না। ৯

অভিজ্ঞং মন্যমানৈশ্চ প্রপঞ্চব্রতধারিভিঃ[3]।

পশুভিঃ ক্ষুদ্রকর্মস্থৈর্ন কুর্যাদ্ দ্রব্যসঙ্গতিম্[4] ॥৯॥

অভিজ্ঞম্মন্য, প্রপঞ্চব্রতধারী অর্থাৎ সংসার করাই যাদের ব্রত এরূপ, ক্ষুদ্রকর্মা পশুদের সঙ্গে দ্রব্যসঙ্গতি করবে না। ৯

স্ত্রীদ্বিষ্টৈ[5]র্গুরুভিঃ শপ্তৈর্ভক্তিহীনৈ[6]র্দুরাত্মভিঃ।

কুলোপদেশহীনৈশ্চ ন কুর্যাদ দ্রব্যসঙ্গতিম্ ॥১০॥

স্ত্রীবিদ্বেষী, গুরুশাপগ্রস্ত, ভক্তিহীন, দুরাত্মা, কুলোপদেশহীন ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্রব্যসঙ্গতি করবে না। ১০

পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞাঃ শ্রুতিস্মৃত্যর্থবেদিনঃ[7]।

কুলধর্মানভিজ্ঞাশ্চেত্তৎসঙ্গং পরিবর্জয়েৎ[8] ॥১১॥

যারা পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রবিদ্ তার্কিক, শ্রুতি ও স্মৃতির অর্থ যারা জানে তারা কুলধর্ম সম্বন্ধে যদি অনভিজ্ঞ হয় তা হলে তাদের সঙ্গ বর্জন করতে হবে। ১১

সৎকুলে[9] চ প্রসূতা বা বৃদ্ধাশ্চাচারবর্তিনঃ[10]।

ত্বৎপূজাবিমুখা স্যুশ্চেত্তৎসংসর্গং পরিত্যজেৎ ॥১২॥

যারা সৎকুলজাত, বৃদ্ধ অর্থাৎ পণ্ডিত, আচারপরায়ণ (স্মার্তাদি আচার) তারা যদি তোমার পূজাবিমুখ হয় তা হলে তাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করতে হবে। ১২

স্ত্রীপুত্রমিত্রবন্ধূনাং স্নিগ্ধানামপি[11] পার্বতি।

কুলাচারানভিজ্ঞানাং সঙ্গতিং বর্জয়েৎ প্রিয়ে ॥১৩॥

---

১ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ, রতন্ত্রজ্ঞৈ। ২ ঐ, সময়ভ্রষ্টৈ।

৩ তা বি গ.—ঘ, চারিভিঃ। ৪ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ, পাত্রসঙ্গতিম্।

৫ তা বি গ.—গ, ঘ, স্ত্রীপুষ্টৈঃ। ৬ ঐ.—ঙ, এবং র গ, ভ্রাতৃহীনৈ।

৭ ঐ.—খ, সেবিনঃ; ঐ.—ঙ, এবং র গ, বিস্তরঃ।

৮ তা বি গ.—ক, তৎসর্বং বর্জয়েৎ প্রিয়ে।

৯ তা বি গ.—গ, ঘ, ঙ, তৎকুলে।

১০ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ, বৃদ্ধাচারপ্রবর্ত্তকাঃ।

১১ তা বি গ.—গ, শিষ্যাণাপি।

প্রিয়ে পার্বতী, স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধবদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হলেও যারা কুলাচারে অনভিজ্ঞ তাদের সঙ্গতি বর্জন করতে হবে। ১৩

অদৃষ্টপুরুষাণাঞ্চ[১] দেশান্তরনিবাসিনাম্।
বিনা সঙ্কেতযোগেন ন কুর্যাদ্ দ্রব্যসঙ্গতিম্ ॥১৪॥

যারা না-দেখা মানুষ এবং যারা দেশান্তরবাসী মানুষ সঙ্কেতযোগ ছাড়া অর্থাৎ তারা কুলাচারপরায়ণ এরূপ সঙ্কেত না পেলে তাদের সঙ্গে দ্রব্যসঙ্গতি করতে নেই। ১৪

একপাত্রং ন কুর্বীত যদি সাক্ষাৎ কুলেশ্বরঃ।
মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখাস্তস্য[২] বিঘ্নশ্চৈব পদে পদে ॥১৫॥

সাধক যদি সাক্ষাৎ কুলেশ্বর হয় তা হলেও একপাত্র স্থাপন করবে না। করলে তার মন্ত্রসমূহ বিমুখ হবে এবং পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হবে। ১৫

স্বপাত্রস্থিতহেতুঞ্চ ন দদ্যাদ্ভৈরবায় চ।
যদি দদ্যাৎকুলেশানি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥

ওগো কুলেশানী, স্বপাত্রস্থ মদ্য ভৈরবকে নিবেদন করতে নেই। যদি কেউ করে তা হলে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগবে। ১৬

আসনং ভোজনং পাত্রমম্বরং শয়নাদিকম্[৩]।
অনভিজ্ঞৈরনর্হৈশ্চ সঙ্করং[৪] নৈব কারয়েৎ ॥ ১৭ ॥

আসন, ভোজন, মদ্যপাত্র, বস্ত্র, শয়নাদির সঙ্গে কুলাচারে অনভিজ্ঞ অযোগ্য ব্যক্তিদের আসনাদির সংমিশ্রণ করাবে না। ১৭

স্রোতোভেদেন বা কুর্যাৎ কৌলিকঃ[৫] পাত্রমেলনম্।
পূর্বদক্ষিণযোরৈক্যমুদক্পশ্চিময়োস্তথা ॥ ১৮ ॥

স্রোতোভেদেন—স্রোতভেদ অনুসারে। স্রোত অর্থ ধারা, গুরুশিষ্যপরম্পরায় যে ধারা চলে আসছে। এই শ্লোকে আম্নায়ানুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান-ধারা নির্দিষ্ট হয়েছে মনে হয়। কেননা, এতে পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম এই চার স্রোত বা ধারার উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অদৃষ্টপৌরুষাণাঞ্চ।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পরাঙ্মুখা যান্তি।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, মুপানং শয়নানি চ।
৪ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং ব গ, সঙ্গমং।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, কৌলিকৈঃ।

স্রোতোভেদ অনুসারে কৌলিক পাত্রমেলন করবে। পূর্বস্রোত ও দক্ষিণ-স্রোতের মধ্যে ঐক্য এবং উত্তরস্রোত ও পশ্চিমস্রোতের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। ১৮

তস্মিন্ ক্রমার্চনপরৈর্বীরৈঃ স্বসদৃশৈরপি।
কামিনীভিশ্চ তৎকুর্যাৎ স্রোতসাঞ্চ চতুষ্টয়ে ॥ ১৯ ॥

ক্রমার্চনপরৈঃ—ক্রমার্চনপরায়ণদের সহিত। ক্রমার্চন ক্রমমতানুসারে অর্চনা। ক্রমমত কুলমত থেকে ভিন্ন অপর একটি মত। তবে কুলমতের সঙ্গে এই মতের অনেক মিলও আছে। এইজন্য একে কুলমতের সোদর মত মনে করা হয়। চক্রকল্পনা ক্রমমতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্রমমতের সাধনায় চক্রপূজা বিহিত। (বিস্তৃত বিবরণ—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩১৮-২৮)

ক্রমার্চনারত বীরাচারী আত্মসদৃশ সাধকদের এবং শক্তিদের সহিত সাধক চার স্রোত অনুসারেই পাত্রমেলন করবে। ১৯

যোগিভির্যোগিনীভিশ্চ প্রদত্তং পূর্ণপাত্রকম্।
স্বমাতৃপাদুকামূলমন্ত্রজপ্তং[১] পিবেৎ প্রিয়ে ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে, স্বমাতৃকামন্ত্র, পাদুকামন্ত্র ও মূলমন্ত্র জপ করে যোগীদের ও যোগিনীদের প্রদত্ত পূর্ণপাত্র পান করা উচিত। ২০

ক্বচিৎ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্ত[২]মলিপাত্রন্তু[৩] ভক্তিতঃ।
আদায় পূর্ববৎজপ্ত্বা পিবেদ্দেবি গুরুং স্মরন্[৪] ॥ ২১ ॥

দেবী, ক্বচিৎ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অলিপাত্র ভক্তিভরে গ্রহণ করে এবং পূর্ববৎ মন্ত্র জপ ও গুরুস্মরণ করে পান করা উচিত। ২১

গুরুশক্তিসুতানাঞ্চ গুরুজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠয়োঃ।
স্বজ্যেষ্ঠস্যাপি চোচ্ছিষ্টং খাদেন্নান্যস্য পার্বতি ॥ ২২ ॥

পার্বতী, গুরুর শক্তি এবং কন্যার, তাঁর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠেরও উচ্ছিষ্ট খাবে, অন্যের নয়। ২২

শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্ দ্রব্যং বীরোচ্ছিষ্টঞ্চ চর্বণম্।
আত্মোচ্ছিষ্টং ন দাতব্যং পরকান্নং ন ভক্ষয়েৎ ॥ ২৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, মন্ত্রং চক্রং।
২ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, যদৃচ্ছয়া তু সম্প্রাপ্ত।
৩ তা বি গ,—খ, অলিপানন্তু।
৪ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, দেবি গুরুং স্বকং স্মরেৎ প্রিয়ে।

শক্তির উচ্ছিষ্ট মদ্য পান করবে, বীরের উচ্ছিষ্ট মুদ্রা ভক্ষণ করবে। নিজের উচ্ছিষ্ট কাউকে দেবে না। পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করবে না। ২৩

উচ্ছিষ্টং ভক্ষয়েৎ স্ত্রীণাং তাভ্যো নোচ্ছিষ্টমর্পয়েৎ[১]।
চক্রমধ্যেঽপি দেবেশি অন্যথা[২] পতনং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

দেবেশী, এমন কি চক্রমধ্যেও নারীদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করবে কিন্তু তাদেরকে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করবে না। এর অন্যথা করলে পতন হবে। ২৪

কনিষ্ঠানাং স্বশিষ্যাণাং[৩] দদ্যাদুচ্ছিষ্টমম্বিকে।
দদ্যাৎ স্নেহেন যোঽন্যেভ্যঃ[৪] স ভবেদাপদাস্পদম্ ॥ ২৫ ॥

অম্বিকা, কনিষ্ঠদের ও নিজের শিষ্যদের উচ্ছিষ্ট দেওয়া উচিত, যে স্নেহবশে অন্যদের দেয় সে আপদগ্রস্ত হয়। ২৫

আসবোচ্ছিষ্টপাত্রন্তু[৫] যো বা গৃহ্লাতি মোহতঃ[৬]।
স্নেহাল্লোভাৎ[৭] ভয়াদ্বাপি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥

মোহ, স্নেহ, লোভ বা ভয়ের কারণে যে মদ্যের উচ্ছিষ্ট পাত্র গ্রহণ করে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে। ২৬

প্রৌঢ়োল্লাসে কুলেশানি[৮] কুর্যাদ্বলিবিসর্জনম্[৯]।
পূজাগৃহাদ্ বহিঃ কুর্যাৎ ত্রিকোণে তু[১০] গৃহান্তরে ॥ ২৭ ॥

কুলেশানী, প্রৌঢ়োল্লাসে বলি বিসর্জন করতে হয়। পূজাগৃহের বাইরে অন্য গৃহে ত্রিকোণে এটি করতে হবে। ২৭

গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পূজ্য[১১] ধ্যায়েদুচ্ছিষ্টভৈরবম্।
গদাত্রিশূলডমরুপাত্রহস্তং ত্রিলোচনম্।
কৃষ্ণাভং ভৈরবং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্ননিবারণম্ ॥ ২৮ ॥

গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতের দ্বারা উচ্ছিষ্টভৈরবের পূজা করে তাঁর ধ্যান করতে হবে। তিনি ত্রিলোচন। তাঁর হাতে গদা, ত্রিশূল, ডমরু এবং পান পাত্র। তিনি কৃষ্ণাভ এবং সর্ববিঘ্ননিবারক। এইরূপে ভৈরবের ধ্যান করতে হবে। ২৮

---

১ তা বি গ,—খ, নান্যোচ্ছিষ্টং সমর্পয়েৎ। ২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, নান্যথা।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কনিষ্ঠানান্তু শিষ্যাণাং। ৪ তা বি গ,—খ, যোঽন্যোন্যম্।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, আসনোচ্ছিষ্টপাত্রন্তু।
৬ ঐ, যো গৃহ্লাতি বিমূঢ়ধীঃ ; তা বি গ,—খ, মূঢ়ধীঃ। ৭ ঐ, মোহাৎ।
৮ র গ, মহাদেবি। ৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কুর্যাদ্বলিবিসর্জনম্।
১০ তা বি গ,—খ, ত্রিকোণং ভূতগৃহান্তরে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ত্রিকোণং বা।
১১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শিবো।

তারত্রয়ং সমুচ্চার্য পশ্চাদুচ্ছিষ্টভৈরবম্ ।
এহিযুগ্মং বলিং গৃহ্ণযুগ্মং হুঁ ফড়িতি[1] দ্বিঠান্তকঃ ॥ ২৯ ॥
বল্যুদ্বাসন[2]মন্ত্রোঽয়ং দ্বাবিংশতিভিরক্ষরৈঃ ।
শান্তিস্তবং পঠেৎ পশ্চাত্তর্পয়েদলিবিন্দুভিঃ ॥ ৩০ ॥

২৯ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্তর্ভুক্ত 'ফট্ চ' এই পাঠের পাঠান্তর পাদটীকায় নির্দেশ করে তারানাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় মন্তব্য করেছেন, বহুপুস্তকে 'হুঁ ফড়িতি' পাঠ থাকলেও হুঁফট্ পাঠ ধরলে মন্ত্রটির দ্বাবিংশতি অক্ষর হয় না বলে তিনি মূলে উক্ত পাঠ বর্জন করেছেন। কিন্তু তিনি যে-পাঠ ধরেছেন তা ধরলেও অর্থাৎ 'ফট্ স্বাহা' এই পাঠ ধরলেও মন্ত্রটি দ্বাবিংশতি অক্ষরের হয় না ; একটি অক্ষর কম পড়ে। আমাদের মনে হয় 'ফট্ চ' এই পাঠের স্থলে 'হুঁ ফট্' এই পাঠই যথার্থ পাঠ। কেননা, তাতে মন্ত্রটিতে দ্বাবিংশতি অক্ষর পাওয়া যায়।

হ্রীঁ উচ্চারণ করে উচ্ছিষ্টভৈরব বলতে হবে। এর পর দুবার এহি, বলি, তারপর দুবার গৃহ্ণ, হুঁ ফট্ স্বাহা বলতে হবে। তা হ'লে দাঁড়াল হ্রীঁ উচ্ছিষ্টভৈরব এস এস, বলি গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, হুঁ ফট্ স্বাহা [মন্ত্রটি—হ্রীঁ উচ্ছিষ্টভৈরব এহি এহি বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হুঁ ফট্ স্বাহা]।

এটি দ্বাবিংশতি অক্ষরের বলি-উদ্বাসন মন্ত্র। এরপর শান্তি স্তব পাঠ করে অলিবিন্দু দ্বারা তর্পণ করতে হবে। ২৯-৩০

যজন্তি দেব্যো হরপাদপঙ্কজম্
প্রসন্নধামামৃত[3]মোক্ষদায়কম্ ।
অনন্তসিদ্ধান্তমতি[4]প্রবোধকম্
নমামি চক্রাষ্টক[5]যোগিনীশম্ ॥ ৩১ ॥
যোগিনীচক্রমধ্যস্থং মাতৃমণ্ডলবেষ্টিতম্ ।
নমামি শিরসা নাথং ভৈরবং ভৈরবীপ্রিয়ম্ ॥ ৩২ ॥
অনাদিঘোরসংসারধ্বান্তৈকধ্বংসকারিণে[6] ।
নমঃ শ্রীনাথবৈদ্যায়[7] কুলৌষধিবিধায়িনে ॥ ৩৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, ফট্ চ।
২ তা বি গ,—ক, বল্যুদ্বাসন। ৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, প্রসন্নবামস্থিত।
৪ ঐ, এবং তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মন্ত্র।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, চাষ্টাষ্টক।
৬ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পরিধ্বংসৈকহেতবে। ৭ ঐ, বেদ্যায়।

দেবীরা প্রসন্নধাম অমৃত-মোক্ষ-দায়ক হরপাদপদ্মের পূজা করেন। অনন্ত-সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধি-প্রবুদ্ধকারী চক্রাষ্টকযোগিনীশকে প্রণাম করি। যোগিনীচক্র-মধ্যস্থ মাতৃমণ্ডলবেষ্টিত ভৈরবীপ্রিয় ভৈরবকে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করি।

অনাদিঘোরসংসারের একমাত্রতিমিরনাশকারী কুলৌঘধের ব্যবস্থাদায়ক বৈদ্যরূপ শ্রীনাথকে নমস্কার। ৩১-৩৩

আপদো দুরিতং রোগাঃ সময়াচারলঙ্ঘনাৎ[১]।
যে তে সর্বে[২] ব্যপোহন্তু দিব্যচক্রস্য মেলনাৎ ॥৩৪॥

সময়াচার লঙ্ঘনের জন্য যে যে আপদ, পাপ এবং রোগ হয় সে-সব দিব্যচক্র-মেলনহেতু দূরীভূত হোক। ৩৪

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং কীর্তিলাভঃ সুখং জয়ঃ।
কান্তির্মনোহরা চাস্তু পান্তু সর্বাশ্চ দেবতাঃ ॥৩৫॥

আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, কীর্তিলাভ, সুখ, জয়, সুন্দর কান্তিলাভ হোক। সমস্ত দেবতা আমাকে (সাধককে) রক্ষা করুন। ৩৫

সম্পূজকানাং প্রতিপালকানাং যতীন্দ্রযোগীন্দ্রতপোধনানাম্।
দেশস্য রাষ্ট্রস্য কুলস্য রাজ্ঞঃ করোতু শান্তিং ভগবান্ কুলেশ ॥৩৬॥

পূজকদের প্রতিপালনকারী, যতীন্দ্র, যোগীন্দ্র, তপোধন—এদের এবং দেশ রাষ্ট্র কুল ও রাজার ভগবান্ কুলেশ শান্তি বিধান করুন। ৩৬

নন্দন্তু সাধক[৩]কুলান্বয়[৪]দর্শকা যে সিংহাসনাধ্যুষিতশাক্ত[৫] মহান্বয়া যে।
নন্দন্তু সর্বকুলকৌল[৬]রতাঃ পরে যে চান্যে বিশেষপদভেদকশাম্ভবা যে ॥৩৭॥

সাধকদের কৌলাচারানুসরণ যাঁরা দর্শন করেন এবং যাঁরা সিংহাসনাদিতে উপবিষ্ট শাক্ত অভিজাতবংশীয় তাঁরা আনন্দিত হোন। আনন্দিত হোন সর্বকুলকৌলাচাররত উত্তম ব্যক্তিরা এবং অন্য যাঁরা বিশেষপদ (যা জীব-স্বরূপকে সঙ্কুচিত করে তাই বিশেষপদ) বিনাশ করেন তাঁরা। ৩৭

নন্দন্তু সিদ্ধগুরবস্তদনুক্রমজ্ঞা[৭] জ্যেষ্ঠানুগাঃ[৮] সময়িনো বটুকাঃ কুমার্যঃ।
যে[৯] যোগিনীপ্রবরবীর কুলে প্রসূতা নন্দন্তু ভূমিপতিগো[১০] দ্বিজসাধুলোকাঃ ॥৩৮॥

---

১ তা বি গ,—খ, মেলনাৎ। ২ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, তৎসর্বাণি।
৩ তা বি গ,—খ, যদু বিদ। ৪ ঐ,—ক, ঘ,-যুত পাঠ; তা বি গ, কুলাম্বয়।
৫ ঐ,—ক, সৃষ্টাঙ্গনকচতুক্ত ; ঐ,—গ, ঘ. সৃষ্টাঙ্গনীক্য চতুষ্টয়।
৬ ঐ,—ঙ, সাধুকুলধর্ম। ৭ তা বি গ,—ঙ, তদনুক্রমোঘাঃ।
৮ ঐ,-যুত পাঠ; তা বি গ, জ্যেষ্ঠাম্বয়া। ৯ ঐ,—খ, যদু.
১০ ঐ, ভূমিপতয়ো ; তা বি গ,—ঙ, আচার্যভূমিপতয়ো।

সিদ্ধগুরুগণ এবং তাঁদের পরম্পরাবিদ্ ব্যক্তিরা, বৃদ্ধদের অনুগামী ব্যক্তিরা, আচারপরায়ণ (সময়াচারপরায়ণ) ব্যক্তিরা, বটুকেরা, কুমারীরা এবং যোগিনী-অভিষ্ট বীরকুলজাত ব্যক্তিরা, ভূপতি-গো-দ্বিজ-সাধুব্যক্তিগণ আনন্দিত হোন। ৩৮

নন্দন্তু নীতিনিপুণা নিরবদ্যনিষ্ঠা নির্মৎসরা নিরুপমা নিরুপদ্রবাশ্চ।
নিত্যং নিরঞ্জনরতা গুরবো নিরীহা[1] শান্তাশ্চ শান্তমনসো হৃত[2]শোকশঙ্কাঃ ॥৩৯॥

নীতিনিপুণ, নিরবদ্যনিষ্ঠাযুক্ত, ঈর্ষাশূন্য, তুলনাহীন, নিরুপদ্রব, নিত্য নিরঞ্জনে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিরা আনন্দিত হোন। আনন্দিত হোন গুরুরা, নিরীহ শান্ত নিরুদ্বিগ্নমনা ব্যক্তিরা এবং যাঁদের শোক এবং শঙ্কা অপগত হয়েছে এরূপ ব্যক্তিরা। ৩৯

নন্দন্তু যোগনিরতাঃ কুলযোগযুক্তা হ্যাচার্যসাময়িক সাধকপুত্রকাশ্চ।
গাবো দ্বিজা যুবতয়ো যতয়ঃ কুমার্য্যোধর্মে চরন্তু নিরতা গুরুভক্তলোকাঃ ॥ ৪০ ॥

যোগনিরত ব্যক্তিরা, কুলযোগসাধকেরা, আচার্যেরা, সময়াচাররত ব্যক্তিরা, সাধকপুত্রেরা, গো-সমূহ, দ্বিজগণ, যুবতীগণ, যতীগণ এবং কুমারীগণ আনন্দিত হোন। অনুরক্ত গুরুভক্ত ব্যক্তিরা ধর্মপথে চলুন। ৪০

নন্দন্তু সাধককুলা হ্যলমাত্মনিষ্ঠাঃ[3] শাপাঃ পতন্তু সময়দ্বিষি[4] যোগিনীনাম্।
সা শাম্ভবী স্ফুরতু কাপি মমাপ্যবস্থা যস্যাং গুরোশ্চরণপঙ্কজমেব সত্যম্[5] ॥৪১॥

সম্যক্ আত্মনিষ্ঠ সাধকগণ আনন্দিত হোক। যারা সময়দ্বেষী অর্থাৎ কুলাচারবিদ্বেষী তাদের যোগিনীদের অভিশাপ লাগুক। আমারও এমন কোন শাম্ভবী অবস্থার স্ফুরণ হোক যাতে গুরুপাদপদ্মই সত্য হয়। ৪১

যাশ্চক্রক্রমভূমিকাবসতয়ো নাড়ীষু যাঃ সংস্থিতা
যাঃ কায়োদ্গতরোমকূপনিলয়া যাঃ সংস্থিতা ধাতুষু[6]।
উচ্ছ্বাসোর্মিমহা[7]তরঙ্গনিলয়া নিশ্বাসবাসাশ্চ যা
স্তা দেব্যো রিপুপক্ষভক্ষণরতা নন্দন্তু[8] কৌলার্চিতাঃ[9] ॥ ৪২ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, নিরংশাঃ। ২ ঐ, হত।
৩ ঐ, সাধকগুণাত্মনিমাদ্যনিষ্ঠাঃ ; তা বি গ,—গ, ঘ হ্যনিমাদিনিষ্ঠাঃ ; ঐ,—ঙ, কুলান্যালিমাত্মনিষ্ঠাম্। ৪ ঐ, পাপা জহন্তু সময়দ্বিষি।
৫ তা বি গ,—খ, লভ্যং ; ঐ,—ঙ, সেব্যং। ৬ তা বি গ,—খ, সাধুষু।
৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ধৃত-পাঠ ; তা বি গ,—ক, গ, উল্লাসোর্মি ; তা বি গ, উদ্ভাসোর্মিমরুৎ।
৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ভক্ষণপরাস্তুপান্তু। ৯ ঐ, মধ্বার্চিতাঃ।

যাঁরা ষট্‌চক্রাদি ক্রমসংস্থিত ভূমিতে অবস্থান করছেন, যাঁরা নাড়ীতে কায়োদ্‌গত লোমকূপসমূহে ও রসরক্তাদি ধাতুতে অবস্থান করছেন, যাঁরা উচ্ছ্বাসরূপ উর্মির মহাতরঙ্গে ও নিশ্বাসে অবস্থান করছেন, সেই রিপুভক্ষণরতা কৌলিকার্চিতা দেবীগণ আনন্দিত হোন। ৪২

যা দিব্যাঃ[১] কুলসম্ভবাঃ ক্ষিতিগতা যা দেবতা[২] তোয়গা
যা নিত্যং প্রথিতপ্রভাঃ শিখিগতা যা মাতরিশ্বালয়াঃ[৩]।
যা ব্যোমাহিত[৪]মণ্ডলামৃতময়া যাঃ সর্বগাঃ সর্বদা—,
তাঃ সর্বাঃ[৫] কুলমার্গপালনপরাঃ[৬] শান্তিং প্রযচ্ছন্তু মে ॥ ৪৩ ॥

যাঁরা স্বর্গস্থিতা, কুলসম্ভবা, ক্ষিতিগতা, যে দেবতারা জলগতা, যাঁরা নিত্যপ্রভাবিস্তারকারিণী, অগ্নিগতা, বায়ুগতা, আকাশে কক্ষপথে স্থাপিতা, যাঁরা সর্বগামিনী, সর্বদায়িনী, সেই সব কুলমার্গপালনপরায়ণা দেবীগণ আমাকে শান্তি দিন। ৪৩

উর্দ্ধে ব্রহ্মাণ্ডকে[৭] বা দিবি গগনতলে ভূতলে বা তলে বা[৮]
পাতালে বানলে[৯] বা সলিলপবনয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা বা।
ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন[১০]
প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ স্থুত[১১] বলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ[১২] ॥৪৪॥

উর্ধ্বে ব্রহ্মাণ্ডে, স্বর্গে, গগনতলে, ভূতলে, তলে, পাতালে, অনলে, সলিলে, পবনে কিংবা যেখানে সেখানে অবস্থিতা, ক্ষেত্রে, পীঠ-উপপীঠাদিতে স্থাপিতা, ধূপদীপাদির দ্বারা এবং সম্পাদিত বলি-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রীতা বীরেন্দ্রবন্দ্যা দেবীগণ আমাদের সর্বদা রক্ষা করুন। ৪৪

---

১ তা বি গ,—গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, দেব্যঃ।
২ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, যা যা স্বতা।
৩ ঐ,—ক, এবং র গ, যা নিত্যা মুদিতপ্রভা; তা বি গ,—খ, যা দেব্যঃ কথিতাঃ প্রভাকরগতা; ঐ,—ঙ, এবং র গ, নিখিগতা যা যা ভুবি প্রস্থিতাঃ।
৪ তা বি গ,—গ, ঘ, ব্যোমাহৃত।
৫ ঐ,—ঙ, এবং র গ, দেব্যঃ।
৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, পলায়নরতাঃ
৭ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, ব্রহ্মাণ্ডতো।
৮ ঐ,—খ, ঙ, এবং র গ, নিস্তলে বা।
৯ ঐ,—ক, গ, ঙ, এবং র গ, তলে।
১০ ঐ,—খ, ক্ষেত্রোপক্ষেত্রপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিমাংসৈঃ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, তীর্থে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদাস্তে সুরাঃ সর্বপূজ্যাঃ।
১১ তা বি গ,-ঘ-ধৃত পাঠ; তা বি গ, স্তুত।
১২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্তুপাস্ত জ্ঞানদেব্যস্ত্বলিবলিপিষ্টৈর্ধূপদীপাদিকেন।

ব্রহ্মা শ্রীঃ শেষদুর্গাগুহবটুকগণা[১] ভৈরবাঃ ক্ষেত্রপাদ্যা
বেতালাদিত্যরুদ্রগ্রহবসুমনুসিদ্ধাপ্সরোগুহ্যকাদ্যাঃ[২]।
ভূতা গন্ধর্ববিদ্যাধরঋষিপিতৃযক্ষাসুরাঃ কিন্নরাদ্যা[৩]
যোগীশাশ্চারণাঃ কিংপুরুষমুনিবরাশ্চক্রগাঃ পান্তু সর্বে ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা, শ্রী, শেষনাগ, দুর্গা, কার্ত্তিক, বটুকগণ, ভৈরবগণ, ক্ষেত্রপালগণ, বেতালগণ, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, গ্রহগণ, বসুগণ, মনুগণ, সিদ্ধগণ, অপ্সরাগণ, গুহ্যকগণ, ভূতগণ, গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধরগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ, কিন্নরগণ, যোগীশ্বরগণ, চারণগণ, কিম্পুরুষগণ, মুনিবরগণ, চক্রগামিগণ, এঁরা সকলে আমাদের রক্ষা করুন। ৪৫

দেহস্থাখিলদেবতা গজমুখাঃ[৪] ক্ষেত্রাধিপা ভৈরবা
যোগিন্যো বটুকাশ্চ যক্ষপিতরো ভূতাঃ পিশাচা গ্রহাঃ।
অন্যে ভূচরখেচরা দিশিচরা বেতালকাশ্চেটকা-
স্তৃপ্যন্তাং কুলপুত্রকস্য পিবতঃ পানং সদীপঞ্চরুম্[৫] ॥ ৪৬ ॥

দেহস্থ সব দেবতাগণ, গজাননগণ, ক্ষেত্রাধিপতিগণ, ভৈরবগণ, যোগিনীগণ, বটুকগণ, যক্ষগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ, অন্যসব ভূচরগণ, খেচরগণ, দিক্‌চরগণ, বেতালগণ, চেটকগণ সকলে কুলপুত্রের প্রদত্ত দীপান্বিত চরুসহ পানীয় পান করে তৃপ্ত হোন। ৪৬

সত্যঞ্চেদ্ গুরুবাক্যমেব পিতরৌ দেবাশ্চ চেদ্ যোগিনী[৭]
প্রীতা চেৎ[৮] পরদেবতা যদি ভবেদ্বেদাঃ[৯] প্রমাণং হি চেৎ
শাক্তেয়ং[১০] যদি দর্শনং ভবতি চেদাজ্ঞাপ্যমোঘাপি চেৎ[১১]
সত্যঞ্চাপি চ কৌলধর্মপরমং স্যান্মে জয়ঃ সর্বদা ॥ ৪৭ ॥

গুরুবাক্যই যদি সত্য হয়, পিতামাতা দেবগণ ও যোগিনী যদি সত্য হন, পরদেবতা যদি প্রীত হন, বেদ যদি প্রামাণ্য হয়, এই শাক্তমত যদি দর্শন হয়, গুরুর আজ্ঞা যদি অমোঘ হয়, তা হলে আমার এই কৌলধর্মোত্তমও সত্য এবং সর্বদা আমার জয় হবে। ৪৭

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, গণপতিরাড্।
২ ঐ,—ঙ, এবং র গ, রুদ্রাদিত্যা গ্রহান্তে বসুপিতৃমুনয়ঃ সিদ্ধয়ো গুহ্যকাদ্যাঃ।
৩ তা বি গ,—ক, পিতৃযক্ষাসুরা দিব্যযোগা; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পিতরঃ কিন্নরা যক্ষনাগা।
৪ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, যোগীশাশ্চারুরূপাম্।
৫ ঐ,—ঙ,-যুক্ত পাঠ; তা বি গ, গজমুখা।
৬ ঐ,—ঙ, পিতরঃ পীত্বা সমীপে চরুম্।
৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, চতুরো বেদাগমা যোগিনী।
৮ ঐ, মন্ত্রাশ্চেৎ।
৯ ঐ, ব্রহ্ম।
১০ ঐ, শাক্তীয়ং।
১১ ঐ, চেদাজ্ঞাপ্যমোঘাস্তি চেৎ।

নন্দন্তু সাধকাঃ সর্বে নশ্যন্তু কুলদূষকাঃ।
অন্তঃস্থা শাম্ভবী মেঽস্তু[1] প্রসন্নোঽস্তু গুরুঃ সদা ॥ ৪৮ ॥

সব সাধকেরা আনন্দিত হোন। কুলধর্মদূষকেরা সব বিনাশপ্রাপ্ত হোক। আমার অন্তরে শাম্ভবী অধিষ্ঠিতা হোন। গুরু সর্বদা প্রসন্ন হোন। ৪৮

যদ্যেষা ভৈরবী দেবী যদি ভৈরবশাসনম্
যদ্যেষ কুলধর্মঃ স্যাত্তদা নশ্যন্তু দূষকাঃ ॥ ৪৯ ॥

ইনি যদি ভৈরবী দেবী হন, এ যদি ভৈরবশাসন হয়, এটি যদি কুলধর্ম হয়, তা হলে দূষকেরা বিনাশপ্রাপ্ত হোক। ৪৯

যাসামাজ্ঞাপ্রভাবেণ স্থাপিতং[2] ভুবনত্রয়ম্।
নমস্তাভ্যঃ সমস্তাভ্যো যোগিনীভ্যো নিরন্তরম্ ॥ ৫০ ॥

যাঁদের আজ্ঞাপ্রভাবে ত্রিভুবন স্থাপিত হয়েছে সেই সব যোগিনীদের সকলকে নিরন্তর নমস্কার। ৫০

পিবন্তু[3] মাতরঃ সর্বাঃ পিবন্তু কুলসত্তমাঃ[4]।
পিবন্তু ভৈরবাঃ সর্বে মম দেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫১ ॥

আমার দেহে অবস্থিত মাতৃকাগণ, কুলসত্তমগণ ও ভৈরবগণ পান করুন। ৫১

তৃপ্যন্তু[5] মাতরঃ সর্বাঃ সমুদ্রাঃ সগণাধিপাঃ।
যোগিন্যঃ ক্ষেত্রপালাশ্চ মম দেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫২ ॥

আমার দেহে অবস্থিত মাতৃকাগণ মুদ্রাসহ ও গণাধিপসহ তৃপ্ত হোন, যোগিনীগণ ও ক্ষেত্রপালগণ তৃপ্ত হোন। ৫২

শিবাদ্যবনিপর্যন্তং ব্রহ্মাদিস্তম্বসংযুতম্।
কালাগ্ন্যাদিশিবান্তঞ্চ জগদ্ যজ্ঞেন তৃপ্যতু ॥ ৫৩ ॥

শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত, ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব পর্যন্ত, কালাগ্নি থেকে শিব পর্যন্ত জগৎ আমার যজ্ঞের (এখানে মদ্যপানরূপ যজ্ঞ) দ্বারা তৃপ্ত হোক। ৫৩

দ্বারস্থা মণিমণ্ডপস্য পরিতঃ শ্রীনন্দনে কাননে
শূন্যাগারবিহারকন্দরমঠে ব্যোম (ব্যোম্নি) শ্মশানে স্থিতাঃ।
কূপস্থানগতাশ্চতুষ্পথগতাঃ সন্দেশ[6]সংস্থাশ্চ যে।
পঞ্চার্থাবহকেতুমানকুসুমাং গৃহ্নন্তু তে পান্তু চ ॥ ৫৪ ॥

---

১ তা বি গ,—অথবা শাম্ভবীয়ন্তু। ২ ব গ, স্থাপিতং! ৩ তা বি গ,—ক, তৃপ্যন্তু।
৪ ঐ, সমুদ্রাঃ সগণাধিপাঃ। ৫ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, পিবন্তু।
৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, সন্দেহ।

পঙ্কার্থাবহকেতুমানকুসুমাৎ—অর্থ দুর্জ্ঞেয়। যথাসাধ্য একটি অর্থ করার চেষ্টা করা গেল। পঙ্কার্থ—পঙ্কবস্তু, অর্থাৎ পঙ্ক, আবহ—প্রাপক, কেতু—চিহ্ন, মান—প্রমাণ, পঙ্কপ্রাপকচিহ্ন প্রমাণ যার এমন কুসুম পঙ্কার্থাবহকেতুমানকুসুম। এটি পদ্ম। পঙ্কপ্রাপকচিহ্ন পদ্মের মৃণাল। অতএব, পঙ্কার্থাবহকেতুমানকুসুমাৎ অর্থ পদ্মের থেকে অর্থাৎ পদ্মের মধু থেকে উদ্ভূতা মাধ্বী সুরা থেকে।

যাঁরা দ্বারস্থিতা ; মণিমণ্ডপের সর্বত্র অবস্থিতা ; নন্দনকাননে, শূন্যাগারে, বিহারে, কন্দরে, মঠে, ব্যোমে, শ্মশানে অবস্থিতা, কূপস্থানগতা, চতুষ্পথ-গতা, সন্দেশে অর্থাৎ সন্দিষ্ট অর্থে অবস্থিতা, তাঁরা (সেই দেবীগণ) পদ্মমধু উদ্ভূতা মাধ্বী সুরা থেকে গ্রহণ করুন এবং পান করুন। ৫৪

পঠিত্বাভ্যর্চনাপাত্রং সমুদ্ধৃত্য[1] গুরুঃ প্রিয়ে।
ততো দদ্যাৎ স্বশিষ্যায়[2] প্রসাদং কুলনায়িকে ॥ ৫৫ ॥

কুলনায়িকা, প্রিয়ে, গুরু এই স্তোত্র পাঠ করে অভ্যর্চনাপাত্র তুলে ধরবেন এবং তারপর নিজ শিষ্যকে প্রসাদ দেবেন। ৫৫

স্বাভীষ্টচেষ্টাচরণং[3] প্রৌঢ়ান্তঃ পরিকীর্তিতঃ।
প্রৌঢ়ান্তোল্লাসিতাদ্দেবি মুদিতে যোগিমণ্ডলে[4]।
যোগিনীমণ্ডলে চৈব ক্রমাদানন্দমুচ্যতে[5] ॥ ৫৬ ॥

দেবী, স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ক্রিয়ানুষ্ঠান যে উল্লাসে হয় তাকে বলা হয় প্রৌঢ়ান্ত। প্রৌঢ়ান্তোল্লাস থেকে যোগিমণ্ডল আনন্দিত হলে পর ক্রমে যোগিনীমণ্ডলে আনন্দের কথা বলা হয়। ৫৬

তদারূঢ়েষু বীরেষু কার্যাকার্যং ন বিদ্যতে।
ইচ্ছেব শাস্ত্রসম্পত্তিরিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি ॥ ৫৭ ॥

পরমেশ্বরি, প্রৌঢ়ান্তোল্লাসে আরূঢ় বীরভাবের সাধকের আর কার্যাকার্য থাকে না। তার ইচ্ছাই শাস্ত্র হয়ে যায়, এই আমার আজ্ঞা। ৫৭

তত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম শুভং বা যদি বাশুভম্।
তৎসর্বং দেবতাপ্রীত্যৈ জায়তে সুরসুন্দরি ॥ ৫৮ ॥

ওগো সুরসুন্দরী, এই উল্লাসে শুভ বা অশুভ যে-যে কর্ম করা হয় সে-সবই দেবতার প্রীতিজনক হয়। ৫৮

---

১ তা বি গ,—ক, সমুহাস্থ ; ঐ,—গ, সমুদ্ধৃত্য।
২ তা বি গ,—খ, সুশিষ্যায়।
৩ ঐ,—ঙ, এবং স গ, চেষ্টাকরণং।
৪ ঐ, প্রৌঢ়ান্তো হাসনে দেবেশি যৈর্যোগমণ্ডলে।
৫ ঐ, যোগিনীমণ্ডলৈশ্চৈব ক্রিয়মাণং সমুদ্যতে ; তা বি গ,—খ, চক্রমানন্দমুচ্যতে।

জল্পো জপফলং তন্দ্রা[১] সমাধিরভিজায়তে[২]।
বিক্রিয়া পূজনং দেবি উদিতং ভৈরবীবলিঃ[৩] ॥ ৫৯ ॥

দেবী জল্পে জপফল লাভ হয়। তন্দ্রা হয়ে যায় সমাধি। অপচার হয় পূজা। সমাহৃত বস্তুমাত্র হয় ভৈরবীবলি। ৫৯

মুক্তিঃ স্যাচ্ছক্তিসংযোগঃ স্তোত্রং তৎকালভাষিতম্[৪]।
ন্যাসোঽবয়বসংস্পর্শো ভোজনং[৫] হবনক্রিয়া ॥ ৬০ ॥

শক্তিসংযোগ হয়ে যায় মুক্তি। সেই সময়কার (শক্তিসংযোগকালের) কথাবার্তা হয়ে যায় স্তোত্র। অবয়বসংস্পর্শ হয় ন্যাস আর ভোজন হয় হোম-কর্ম। ৬০

বীক্ষণং ধ্যানমীশানি শয়নং বন্দনং ভবেৎ।
তদুল্লাসরতানাস্তু[৬] যা চেষ্টা সা চ সৎক্রিয়া।
কার্যাকার্যবিচারন্তু যঃ করোতি স পাতকী ॥ ৬১ ॥

ঈশানী, বীক্ষণ হয় ধ্যান, শয়ন বন্দনা। সেই উল্লাসরত সাধকদের চেষ্টাই সৎক্রিয়া অর্থাৎ পূজা। এ উল্লাসে যে কার্যাকার্য বিচার করে সে পাতকী। ৬১

এতচ্চক্রগতা বীরা[৭] বিজ্ঞেয়াঃ পরযোগিনঃ।
যেনাপ্নুবন্তি[৮] মনুজাঃ সাক্ষাদ্ভৈরবরূপতাম্[৯] ॥ ৬২ ॥

এই চক্রগত বীরভাবের সাধকদের পরযোগী বলে জানবে। এই চক্রগত হওয়ার দ্বারা মনুষ্যগণ সাক্ষাৎ ভৈরবরূপ প্রাপ্ত হয়। ৬২

সম্মোদঃ পরমানন্দঃ পতনং জ্ঞানবর্দ্ধনম্[১০]।
বেণুবীণাদিবাদ্যঞ্চ কবিতারচনাদিকম্ ॥ ৬৩ ॥
রোদনং ভাষণং পাতঃ[১১] সমুত্থানং বিজৃম্ভনম্।
গমনং বিক্রিয়া দেবি যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, জপো জল্পঃ ফলং তন্দ্রাঃ।
২ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং, ব গ, বভিধীয়তে।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, হেদিতং ভৈরবে বলিঃ।
৪ তা বি গ,—খ, কুলভাষণম্।
৫ ঐ,—ক, কণ্ডুতিঃ।
৬ ঐ,—ঙ, এবং ব গ,-শুদ্ধ পাঠ; তা বি গ, তদুল্লাসে কৃতা নানা।
৭ তা বি গ,—ক, বীরা।
৮ ঐ,—ক, ঙ, এবং ব গ, যে চাপ্নুবন্তি।
৯ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, রূপভাক্।
১০ তা বি গ,—খ, সম্মোদঃ কোপশমনং তপনোন্মাননর্তনং; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, সম্বোধকোপশমনং পতনাদ্যাদবর্জিতম্।
১১ তা বি গ,—ক, খ, ভাষণং প্রাতঃ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, পতনৈশ্চ।

(উক্ত উল্লাসারূঢ় অবস্থায়) যে-অতিহর্ষ তাই পরমানন্দ, পতন জ্ঞানবর্ধক। দেবী, বেণুবীণাদিবাদন, কবিতারচনাদি, রোদন, ভাষণ, পতন, উত্থান, বিজৃম্ভন, গমন, অপচার, সব কিছুকেই যোগ বলা হয়। ৬৩-৬৪

চক্রেঽস্মিন্ যোগিনো বীরা যোগিন্যো মদমন্থরাঃ[১]।
সমাচরন্তি দেবেশি যথোল্লাসং মনোগতম্ ॥ ৬৫ ॥

এই চক্রে যোগীরা বীর, যোগিনীরা মদমন্থরা। দেবেশী, তারা উল্লাস-বিহিত আপন অভিপ্রেত আচরণ করে। ৬৫

শনৈঃ পৃচ্ছন্তি[২] পার্শ্বস্থান্ বিস্মৃত্যাত্মবিবক্ষিতম্[৩]।
নিধায়[৪] বদনে পাত্রং নির্বিণ্ণা নিবসন্তি চ ॥ ৬৬ ॥

সাধকেরা কি বলতে চাচ্ছিল ভুলে গিয়ে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদের ধীরে ধীরে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। পাত্র মুখে তুলে নির্বেদযুক্ত হয়ে অবস্থান করে। ৬৬

মত্তা স্বপুরুষং মত্বা কান্তান্যমবলম্বতে[৫]।
তথৈব পুরুষশ্চাপি প্রৌঢ়ান্তোল্লাসসংযুতঃ[৬] ॥ ৬৭ ॥

মত্তা কান্তা অন্যপুরুষকে নিজের পুরুষ মনে করে অবলম্বন করে। প্রৌঢ়ান্তোল্লাসযুক্ত পুরুষও তাই করে অর্থাৎ নিজের শক্তি মনে করে অন্যশক্তিকে অবলম্বন করে। ৬৭

পুরুষঃ পুরুষং মোহাদালিঙ্গত্যঙ্গনাঙ্গনাম্।
পৃচ্ছতি স্বপতিং মুগ্ধা কস্ত্বং কাহম্ ইমে চে কে[৭] ॥ ৬৮ ॥
কিং কার্যং বয়মায়াতাঃ কিমর্থমিহ সংস্থিতাঃ।
উদ্যানং কিমিদং হন্ত গৃহং কিং প্রাঙ্গণং[৮] কিমু ॥ ৬৯ ॥

মোহবশতঃ পুরুষ পুরুষকে (অঙ্গনা মনে করে) আর অঙ্গনা অঙ্গনাকে (পুরুষ মনে করে) আলিঙ্গন করে। মুগ্ধা অঙ্গনা নিজের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি? আমি কে? এরা কারা? কি কাজে আমরা এসেছি? এখানে কেন রয়েছি? এ কি উদ্যান? না গৃহ? না প্রাঙ্গণ? ৬৮-৬৯

মুখে আপূর্য মদিরাং পায়য়ন্তি স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ান্।
উপদংশং মুখে ক্ষিপ্ত্বা নিক্ষিপন্তি প্রিয়াননে ॥ ৭০ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, মদকুঞ্জরা। ২ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, পৃচ্ছতি।
৩ ঐ, বিচেষ্টিতম্। ৪ ঐ, বিধায়।
৫ তা বি গ,—গ, ঘ, ঙ, এবং ব গ, মত্তাঃ পুরুষং মোহাৎ কান্তামবলম্বতে।
৬ ঐ,—গ, ঙ, এবং ব গ, তথৈব পুরুষশ্চাপি প্রৌঢ়োল্লাসেন সংযুতম্।
৭ তা বি গ,—ক, ইহাম্বিবকে। ৮ ঐ, কিম্বাথ গগনং।

সাধকেরা নিজের মুখে মদিরা পুরে তা আপন আপন প্রিয় নারীদের পান করায়। উপদংশ অর্থাৎ চাট মুখে নিয়ে তা প্রিয়ামুখে নিক্ষেপ করে। ৭০

গৃহ্লন্ত্যোন্যপাত্রাণি[১] ব্যঞ্জনানি চ শাম্ভবি।

ধৃত্বা শিরসি নৃত্যন্তি মদ্যভাণ্ডানি যোগিনঃ[২] ॥ ৭১ ॥

ওগো শাম্ভবী, যোগীরা একে অন্যের পাত্র ও ব্যঞ্জন গ্রহণ করে এবং মদ্যভাণ্ড মাথায় নিয়ে নৃত্য করে। ৭১

অজ্ঞানকরতালাত্তমস্পষ্টা[৩]করগীতকম্।

প্রস্খলৎপদবিন্যাসং[৪] নৃত্যন্তি কুলশক্তয়ঃ ॥ ৭২ ॥

কুলশক্তিরা বেহুঁসের মতো করতালি দিয়ে গান করে কিন্তু সে গানের কথা জড়িয়ে যায়। তারা নাচে কিন্তু তাদের পা ঠিক থাকে না অর্থাৎ টলে টলে নাচে। ৭২

যোগিনো মদমত্তাশ্চ পতন্তি প্রমদোপরি[৫]।

মদাকুলাশ্চ যোগিন্যঃ পতন্তি পুরুষোপরি[৬] ॥ ৭৩ ॥

মদমত্ত যোগীরা প্রমদাদের (যোগিনীদের) গায়ের উপরে পড়ে আর মদাকুলা যোগিনীরা পুরুষদের (যোগীদের) গায়ের উপরে পড়ে। ৭৩

মনোরথসুখং পূর্ণং কুর্বন্তি চ পরস্পরম্।

ইত্যাদিবিবিধাং চেষ্টাং কুর্বন্তি কুলনায়িকে ॥ ৭৪ ॥

ওগো কুলনায়িকা, তারা পরস্পরের অভীষ্ট সুখাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে। এই প্রকার এবং অন্য বিবিধ কর্মানুষ্ঠান তারা করে। ৭৪

বিকৃতিং মনসো হিত্বা যদোল্লাসঃ প্রবর্ত্ততে[৭]।

তদা তু দেবতাভাবং ভজন্তে যোগিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৫ ॥

যোগীদের মনের বিকার পরিহার করার পর যখন উল্লাস প্রবর্তিত হয় তখন সেই যোগিপুঙ্গবেরা দেবতাভাব প্রাপ্ত হয়। ৭৫

কৌলিকান্ ভৈরবাবেশান্ যো বা নিন্দতি মূঢ়ধীঃ।

তং নাশয়ন্ত্য[৮]সন্দেহং যোগিন্যঃ কুলনায়িকে[৯] ॥ ৭৬ ॥

---

১ তা বি গ.—ভ, এবং ম গ, গৃহ্ণন্তি পাণিমৎস্যানাম্। ২ তা বি গ.—ঙ, যোগিন্যঃ।
৩ তা বি গ.—ভ, এবং ম গ, মধ্যেতরকরতলক নিস্পষ্টা। ৪ ঐ, বসনাস্পন্দবিন্যাসং।
৫ ঐ,-যুক্ত পাঠ; তা বি গ, প্রমদোনসি। ৬ তা বি গ,—ঘ, রসি।
৭ ঐ,—ভ, এবং ম গ, ন উল্লাসং প্রকুর্বতে। ৮ ঐ,—ভ, মু। ম গ, নাশয়ত্যসন্দেহো।
৯ তা বি গ,—ঘ, কুলনায়িকাঃ।

ওগো কুলনায়িকা, যে মন্দমতি ব্যক্তি ভৈরবাবিষ্ট কৌলিকদের নিন্দা করে, যোগিনীরা নিঃসন্দেহ তাকে বিনাশ করেন। ৭৬

ন নিন্দেন্ন হসেৎ ক্বাপি চক্রে মধুমদাকুলান্।
এতচ্চক্রগতাং বার্ত্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

মধুমদাকুলান্—মহুয়ার মদ্যপানে অথবা মধুজাত মদ্যপানে বিহ্বল সাধকদিগকে।

চক্রে অধিষ্ঠিত মধুমদাকুল সাধকদের কোথাও নিন্দা করবে না এবং উপহাস করবে না। এই চক্রের কথা বাইরে প্রকাশ করবে না। ৭৭

তেভ্যো দ্রোহং ন কুর্বীত নাহিতঞ্চ[১] সমাচরেৎ।
ভক্ত্যা সৎকারয়েদেতান্[২] গোপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ[৩] ॥ ৭৮ ॥

তাদের অপকার করবে না, অহিতাচরণ করবে না। ভক্তিসহকারে এদের সমাদর করবে এবং অতিশয় যত্নসহকারে এদের গোপন রাখবে। ৭৮

চক্রে মদাকুলান্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়েদ্দেবতাধিয়া।
মোদতে বন্দতে[৪] ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ[৫] যোগিনীপদম্ ॥ ৭৯ ॥

চক্রে মদাকুল সাধকদের দেখে তাদের দেবতাবুদ্ধিতে যে চিন্তা করে, আনন্দিত হয় এবং ভক্তিভরে তাদের বন্দনা করে, সে যোগিনীপদ প্রাপ্ত হয়। ৭৯

পশ্যেদেবম্বিধং চক্রং যো ভক্ত্যা কৌলিকঃ প্রিয়ে।
ব্রততীর্থতপোদানযজ্ঞকোটিফলং লভেত ॥ ৮০ ॥

প্রিয়ে, যে কৌলিক এরূপ চক্র ভক্তিসহকারে দর্শন করে সে কোটি ব্রত তীর্থ তপস্যা দান এবং যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৮০

উন্মনাঃ পতনোত্থানে মূর্চ্ছনা[৬] চ মুহুর্মুহুঃ।
উন্মনাখ্য[৭]তদুল্লাসে ষষ্ঠে বীরসমর্চিতে[৮] ॥ ৮১ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, ন কোপঞ্চ।
২ ঐ,—খ, সংবন্দয়েদেতান্; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, সংগ্রাহয়েত্তচ্চ।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, গোপয়েন্মাতৃজারবৎ।
৪ তা বি গ,—ক, নন্দতে। ৫ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, যদীচ্ছেৎ।
৬ তা বি গ,—ক, উন্মানাপতনোত্থান; ঐ,—গ, পতনোৎপাতং মূর্চ্ছনা চ।
৭ ঐ,—খ, উন্মত্তাখ্য; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, উন্মনান্ত।
৮ তা বি গ,—গ, ঘ,-যুক্ত পাঠ; তা বি গ, চক্রে বীরসমর্চিতে; ঐ,—খ, ষষ্ঠে বীরসমন্বিতে; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, ভবেৎ ষষ্ঠে সমন্বিতঃ।

ওগো বীরপূজিতা, উন্মনা নামক ষষ্ঠ উল্লাসে সাধকদের মুহুর্মুহু উত্থান-পতন এবং মূর্চ্ছা হয় বলে তারা উন্মনা হয়। ৮১

চিরং সংবিদ্ধধাতে[১] তৌ যৌ হি কর্মপরাক্ষরৌ[২]।
পরং ব্রহ্মানুসন্ধানকাঙ্ক্ষিতৌ কুলনায়িকে[৩] ॥ ৮২ ॥

যৌ—যে দুজন অর্থাৎ শিব ও শক্তি।

কর্মপরাক্ষরৌ—কর্মপর এবং অক্ষর যে দুই। কর্মপর—কর্মের অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কর্মের কারণ। অক্ষর—ক্রিয়াশূন্য, স্থির, অব্যয়।

ওগো কুলনায়িকা, যে দুজন কর্মপর এবং অক্ষর, যে দুজন পরব্রহ্মসন্ধানের আকাঙ্ক্ষিত তাঁরা চিরসংবিৎ বিধান করেন। ৮২

দেহেন্দ্রিয়াণামবশশ্চানবস্থা[৪] নিগদ্যতে।
অনবস্থাবিধানেঽস্মিন্ উল্লাসে সপ্তমে প্রিয়ে[৫] ॥ ৮৩ ॥
পরামন্ত্রস্বরূপোঽসৌ জায়তে মূর্চ্ছনাভবঃ[৬]।
মূর্চ্ছনাসন্নিকর্ষো হি মূলং[৭] মুক্তেঃ পরং বিদুঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রিয়ে দেহেন্দ্রিয়ের অবশ অবস্থাকে অনবস্থা বলা হয়। অনবস্থাবিধানকারী এই সপ্তম উল্লাসে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত সাধক পরামন্ত্রস্বরূপ হয়ে যায়। মূর্চ্ছা-সন্নিকর্ষই মুক্তির পরম মূল বলে জানবে। ৮৪

অন্তর্লক্ষ্যো[৮] বহির্দৃষ্টির্নিমেষোন্মেষবর্জিতঃ।
এষা তু শাম্ভবী[৯] মুদ্রা শিবস্য সমবায়িনী[১০] ॥ ৮৫ ॥

লক্ষ্য অন্তরে, দৃষ্টি বাহিরে কিন্তু সে-দৃষ্টি নিমেষোন্মেষবর্জিত অর্থাৎ পলকহীন। শিবের সমবায়িনী এইটি শাম্ভবী মুদ্রা। ৮৫

---

১ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সংবিদধাতে।
২ ঐ,—ক, বিংশদ্বিদধতে তৌ যৌ বিনষ্ট পরমাক্ষরৌ।
৩ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পরং ব্রহ্মানুসন্ধানকাঙ্ক্ষিনৌ; ঐ,—ঙ, পরং ব্রহ্মার্থসন্ধানাৎ কালং ভুঙ্‌ক্তে পরং বিদুঃ; র গ, পরং ব্রহ্মার্থসন্ধানাকালং ভুঙ্‌ক্তে পরং বিদুঃ।
৪ তা বি গ,—খ, ঙ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দেহেন্দ্রিয়াণামবশঃ সমবস্থা।
৫ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সমবস্থাভিধে তস্মিন্ ভত্তোল্লাসে সমং ভবেৎ।
৬ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মূর্চ্ছনা পরা।
৭ ঐ,—খ, সন্নিকর্ষে বিমূলং। ৮ ঐ,—ক, অন্তর্যক্ষো; ঐ,—খ, অন্তর্লক্ষং।
৯ ঐ,—ক, খ, এবং র গ, খেচরী।
১০ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা; ঐ,—খ, শিবস্য সমবোধিনী; ঐ,—ঙ, এবং র গ, শিবস্য কামদায়িনী।

সর্বোত্তীর্ণা সদাহন্তা সামরস্যসমাকৃতিঃ[১] ।
অনয়োল্লাসিনো[২] বীরাঃ শিবা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সদাহন্তা—সদা অহন্তা। অহন্তা—অহংতা, অহংভাব। অতএব অর্থ দাঁড়াল সদা অহংভাব অর্থাৎ অহংভাবরূপিণী। সামরস্যসমাকৃতিঃ—সামরস্যসমরূপা। সামরস্য—"শিবশক্তির পরস্পর অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট এবং সমপ্রধানরূপে মেলনের নাম সামরস্য"।

অনয়োল্লাসিনঃ—অনয়া উল্লাসিনঃ অর্থাৎ এই মুদ্রা দ্বারা উল্লাসযুক্ত।

এই মুদ্রা সর্বোত্তীর্ণা, সদা অহংতারূপিণী, সামরস্যসমরূপা। এ দ্বারা উল্লাসযুক্ত বীর সাধকেরা শিবই, এ বিষয়ে সংশয় নেই। ৮৬

নরাঃ কিমপি[৩] জানন্তি স্বাত্মধ্যানপরায়ণাঃ[৪] ।
তদা যৎপরমং সৌখ্যং মনোবাচামগোচরম্[৫] ॥ ৮৭ ॥

তখন বাক্য ও মনের অগোচর যে-পরম সুখ লাভ হয় স্বাত্মধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরা তার কিছুটা জানতে পারেন। ৮৭

স্বয়মেবানুভূয়ন্তে শর্করা[৬]ক্ষীরপানবৎ ।
কীদৃশং[৭] তাদৃশং সৌখ্যমিতি বক্তুং ন শক্যতে ।
দৃশ্যতে[৮] পুলকাদ্যৈর্যৎ[৯] তদ্‌ব্রহ্মধ্যানমুচ্যতে ॥ ৮৮ ॥

পুলকাদ্যৈঃ—পুলক প্রভৃতির দ্বারা। পুলক অর্থ রোমাঞ্চ। রোমাঞ্চ অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের অন্যতম। কাজেই পুলকাদি দ্বারা অষ্ট সাত্ত্বিকভাব সূচিত হয়েছে। অষ্ট সাত্ত্বিকভাব, যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়। এই সব পূর্বোক্ত সুখের বহিঃপ্রকাশ।

শর্করাযুক্ত দুগ্ধ পান করলে তার যে-সুখ তা যে পান করে সে শুধু নিজে অনুভব করে, এই সুখ কি রকম তা বলতে পারে না, তেমনি পূর্বোক্ত সুখও

---

১ তা বি গ,—খ, সামরস্যসমৎকৃতিঃ ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, সমাসা চৈব সংস্কৃতিঃ ।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, অন্যুদ্‌গা ।
৩ ঐ, ন কিঞ্চিদপি ; তা বি গ,—খ, ন কিঞ্চিদপি ।
৪ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং ব গ, স্বানুষ্ঠানপরায়ণাঃ ।
৫ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সৌখ্যমিতি বক্তুং ন শক্যতে ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, তদা যাস্তি পরমং সৌখ্যং মনোবাচামগোচরম্ ।
৬ ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শর্করাঃ ; ঐ,—খ, গ, ঘ, স্বয়মেবানুভবতি শর্করা ।
৭ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ঈদৃশং ।
৮ তা বি গ,—খ, দৃশ্যতে । ৯ ঐ,—ক, গ, পুলকাদৈশ্চ ।

সাধক নিজে শুধু অনুভব করে, তা কেমন বলতে পারে না। পুলকাদি দ্বারা যা দৃশ্যমান তাকেই বলে ব্রহ্মধ্যান। ৮৮

যৎ সুখং বিদ্যতে ধ্যানে দেবাবেশকরং[1] পরম্।
কথিতুং নৈব শক্নোতি[2] প্রবুদ্ধস্তৎসমাহিতঃ ॥ ৮৯ ॥

ধ্যানে দেবাবেশকারক যে-পরম সুখ বিদ্যমান সেই ধ্যানে সমাহিত প্রবুদ্ধ ব্যক্তিও তা প্রকাশ করতে পারে না। ৮৯

ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দ[3]পরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ।
ক্ষণেঽপ্যন্তর্হিতে তস্মিন্[4] শোচন্ত্যাসংহতা[5] ইব ॥ ৯০ ॥

আসংহতা—সংহত অর্থ সংযুক্ত। আসংহত মানে সংহতের বিপর্যয় হয়েছে এমন অর্থাৎ অসংহত, মানে যোগচ্যুত।

ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দই যাহাদের একমাত্র বিষয় সেই সুকৃতি ব্যক্তিরা ক্ষণ-কালের জন্যও সে আনন্দ অন্তর্হিত হলে আসংহতদের মতো শোক করে। ৯০

সপ্তমোল্লাসযুক্তানাং স্বভক্তানাং মহাফলম্[6]।
অষ্টৌ ত্রিকালজ্ঞানোত্থা প্রত্যয়াশ্চ কুলেশ্বরি।
অষ্টাবস্থাশ্চ কম্পাদ্যা[7] জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥

অষ্ট প্রত্যয়—সপ্তমোল্লাসযুক্ত ব্যক্তিদের অষ্ট প্রত্যয় কি কি তা তাঁরাই শুধু বলতে পারেন। অন্যেরা কেবল অনুমান করতে পারেন। আমাদের অনুমান এখানে গুরু, দেবতা, মন্ত্র, আগম, আম্নায়, পরম্পরা (সম্প্রদায়), ভাব ও আচার এই অষ্টবিষয়ে প্রত্যয়ের কথা বলা হয়েছে। যথার্থতঃ কি কি প্রত্যয়ের কথা বলা হয়েছে তা সাধনমর্মজ্ঞরাই প্রকাশ করতে পারেন।

অষ্ট অবস্থা, যথা—কম্প, রোমাঞ্চ, স্ফুরণ, প্রেমাশ্রু, স্বেদ, হাস্য, লাস্য এবং গায়ন।

কুলেশ্বরী, সপ্তমোল্লাসযুক্ত তোমার ভক্তদের মহাফল লাভ হয়। তাদের ত্রিকালজ্ঞানসম্ভূত অষ্ট প্রত্যয় এবং কম্পাদি অষ্ট অবস্থা সঞ্জাত হয়। ৯১

---

১ তা বি গ,—গ, ঘ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং ব গ দেহাবেশকরং।

২ তা বি গ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শক্নোমি।

৩ ঐ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ব্রহ্মধ্যানপরানন্দ। ৪ তা বি গ,—ক, চিত্তে।

৫ ঐ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; ঐ,—ধ, শোচন্ত্যাসহিতা ইব ; তা বি গ,—শোচন্তি হতপ্রভাঃ।

৬ ঐ,—ধ, এবং ব গ, স্বভক্তানাং মহাত্মনাম্। ৭ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, ক্ষার্যপাদ্যা।

বহুনাত্র কিমুক্তেন অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ।
প্রতীহারিপদং প্রাপ্তাঃ সেবন্তে মন্দিরং চিরম্ ॥৯১॥

অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামবসায়িতা।

এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সেই সাধকের গৃহে প্রতীহারীপদে নিযুক্ত হয়ে নিয়ত সেবা করে। ৯২

যে গুণাঃ পরমেশস্য পঞ্চবক্ত্রতনোঃ[১] শুভাঃ।
তে গুণাঃ কুলতত্ত্বজ্ঞে তত্ত্বজ্ঞানসমহিতাঃ[২] ॥ ৯৩ ॥

পঞ্চাননমূর্তি পরমেশ্বরের যে-সব শুভ গুণ সেই-সব তত্ত্বজ্ঞানসমাহিত গুণ তত্ত্বজ্ঞ সাধকে বিদ্যমান। ৯৩

আরম্ভস্তরুণশ্চৈব যৌবনং প্রৌঢ়মেব চ।
তদন্তো জাগ্রদিত্যুক্তশ্চোন্মনাঃ[৩] স্বপ্ন উচ্যতে ॥ ৯৪ ॥
অনবস্থঃ[৪] সুষুপ্তিঃ স্যাদবস্থাত্রয়সংযুতাৎ[৫]।
সপ্তোল্লাসজ্ঞ[৬] যো বেত্তি স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ ॥ ৯৫ ॥

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত—এই উল্লাসগুলিকে জাগ্রৎ-অবস্থা আর উন্মনাকে বলা হয় স্বপ্ন-অবস্থা। অনবস্থ উল্লাস সুষুপ্তি। অনবস্থ-উল্লাসে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সংযোগ হয় বলে এটি অনবস্থ। যে সপ্তোল্লাস অবগত হয় সে মুক্ত, সে কৌলিক। ৯৪-৯৫

প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯৬ ॥

ভৈরবীচক্রে প্রবৃত্ত হলে সব বর্ণই দ্বিজ আর ভৈরবীচক্র থেকে নিবৃত্ত হলে সব বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯৬ ॥

স্ত্রী বাথ পুরুষঃ ষণ্ডশ্চণ্ডালো বা দ্বিজোত্তমঃ।
চক্রেঽস্মিন্নৈব ভেদোঽস্তি সর্বে শিবসমাঃ[৭] স্মৃতাঃ ॥ ৯৭ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, পঞ্চতত্ত্বমনঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, পঞ্চবক্ত্রমনোঃ।

২ তা বি গ,—ক,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, তত্ত্বজ্ঞানসমাম্বিতাঃ ; তা বি গ,—ঘ, তত্ত্বজ্ঞানসমাম্বিতাঃ।

৩ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, জাগ্রদিত্যুক্তঃ সোন্মনাঃ।

৪ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—গ, ঘ, অনষ্টাহ্বা ; তা বি গ,—সমবস্থা।

৫ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অবস্থাত্রয়সংযুতা।

৬ তা বি গ,—ঙ অষ্টোল্লাসজ্ঞ। ৭ তা বি গ,—খ, ঙ, দেবসমাঃ ; র গ, দেবাঃ সমাঃ।

এই চক্রে স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, চণ্ডাল, দ্বিজোত্তম এরূপ কোনো ভেদ করা হয় না। এতে সকলকেই শিবতুল্য মনে করা হয়। ৯৭

নানামোদগতাস্তস্ত[1] গঙ্গাং প্রাপ্য যথৈকতাম্।
যাতি শ্রীচক্রমধ্যেঽপি চৈকত্বং সর্বমানবাঃ ॥ ৯৮ ॥

নানাগন্ধযুক্ত জল যেমন গঙ্গায় পড়ে এক হয়ে যায় তেমনি শ্রীচক্রমধ্যে সব মানুষ একত্ব লাভ করে। ৯৮

ক্ষীরেণ সহিতং তোয়ং ক্ষীরমেব যথা ভবেৎ।
তথা শ্রীচক্রমধ্যে তু জাতিভেদো ন বিদ্যতে ॥ ৯৯ ॥

দুধের সঙ্গে মিশে জল যেমন দুধ হয়ে যায় তেমনি শ্রীচক্রমধ্যে জাতিভেদ থাকে না। ৯৯

স্বর্গাদিপুণ্যলোকেষু দেবাদন্যদ্ যথা নহি।
তথৈব চক্রমধ্যেঽপি দেবতাঃ সর্বমানবাঃ ॥ ১০০ ॥

স্বর্গাদি পুণ্যলোকে যেমন দেবতা ভিন্ন অন্য কেউ থাকে না তেমনি চক্রমধ্যেও সব মানুষই দেবতা। ১০০

জাতিভেদো ন চক্রেঽস্মিন্ সর্বে শিবসমাঃ স্মৃতাঃ।
বেদেঽপি স্থিত[2]মেবং হি সর্বং হি ব্রহ্ম চাব্রবীৎ ॥ ১০১ ॥

এই চক্রে জাতিভেদ নেই ; সকলকেই শিবতুল্য মনে করা হয়। এরূপ মত বেদেও প্রতিষ্ঠিত। বেদ বলেছেন সবই ব্রহ্ম। ১০১

বহুনাত্র কিমুক্তেন চক্রমধ্যে কুলেশ্বরি।
মদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্বে ত্বদ্রূপাঃ প্রমদাঃ প্রিয়ে ॥ ১০২ ॥

প্রিয়ে, কুলেশ্বরী, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে। চক্রমধ্যে সব পুরুষ আমার রূপভেদ আর সব নারী তোমার রূপভেদ। ১০২

চক্রমধ্যে তু মূঢ়াত্মা জাতিভেদং করোতি যঃ।
তং ভক্ষয়ন্তি যোগিন্যস্তং শপন্তি কুলেশ্বরি[3] ॥ ১০৩ ॥

কুলেশ্বরী, যে মূঢ়াত্মা চক্রমধ্যে জাতিভেদ করে যোগিনীরা তাকে অভিশাপ দেয় এবং ভক্ষণ করে। ১০৩

স্ত্রীণামন্যতমং স্থানং পুংসামন্যতমং পৃথক্।
অথবা মিথুনং কৃত্বা ক্রমাৎ সমুপ[4]বেশয়েৎ ॥ ১০৪ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নাগরি নির্ঝরাদ্যন্বু।

২ তা বি গ,—গ, ঘ, বেদোপদিষ্ট।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ত্বাং শপে কুলনায়িকে।

৪ তা বি গ,—ক, ক্রমাত্তত্থপ।

(চক্রমধ্যে) নারীদের এক জায়গা, পুরুষদের অন্য পৃথক্ জায়গা। অথবা তাদের জোড়া জোড়া করে যথাক্রমে বসাতে হবে। ১০৪

পঙ্‌ক্ত্যাকারেণ বা সম্যক্ চক্রাকারেণ বা প্রিয়ে।
শিবশক্তিধিয়া সর্বং চক্রমধ্যে সমর্চয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

প্রিয়ে, চক্রমধ্যে পঙ্‌ক্তির আকারে অথবা চক্রের আকারে সকলকে বসিয়ে শিবশক্তিবুদ্ধিতে তাদের পূজা করতে হবে। ১০৫

অবিভক্তৌ যথা আবাং লক্ষ্মীনারায়ণৌ যথা।
যথা বাণীবিধাতারৌ[1] তথা বীরঃ সশক্তিকঃ ॥ ১০৬ ॥

আমি এবং তুমি, লক্ষ্মী এবং নারায়ণ, বাণী এবং বিধাতা যেমন অবিভক্ত তেমনি বীর এবং তার শক্তি অবিভক্ত। ১০৬

মধুকুম্ভসহস্রৈস্তু মাংসভারশতৈরপি
ন তুষ্যামি বরারোহে ভগলিঙ্গামৃতং বিনা ॥ ১০৭ ॥

ভগলিঙ্গামৃতং বিনা—মৈথুনজনিত অমৃত ব্যতীত। এখানে গূঢ় যোগ-সাধনার কথা বলা হয়েছে। যথাশাস্ত্র সাধনা দ্বারা সাধককে আপন সহস্রারে শিবশক্তির মৈথুন ঘটাতে হবে। তা থেকে যে-অমৃত ক্ষরিত হবে তাই ভগলিঙ্গামৃত। যথার্থ ভৈরবীচক্র গূঢ় সাধনার অন্তর্ভুক্ত। এবিষয় অধিকারী গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

ওগো বরারোহা, ভগলিঙ্গামৃত বিনা সহস্রকুম্ভ মাধ্বী মদ্য এবং শতভার মাংসের দ্বারাও আমি তুষ্ট হই না। ১০৭

ন চক্রাঙ্কং ন পদ্মাঙ্কং ন বজ্রাঙ্কমিদং জগৎ।
লিঙ্গাঙ্কঞ্চ ভগাঙ্কঞ্চ তস্মাচ্ছক্তিশিবাত্মকম্ ॥ ১০৮ ॥

চক্রাঙ্ক—চক্রচিহ্নিত। পদ্মাঙ্ক—পদ্মচিহ্নিত। বজ্রাঙ্ক—বজ্রচিহ্নিত। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ বিষ্ণুর পদতলস্থ চিহ্ন। কাজেই জগৎ চক্রাঙ্ক পদ্মাঙ্ক বজ্রাঙ্ক নয় অর্থ হয় বিষ্ণু-চিহ্নিত অর্থাৎ বিষ্ণু-আত্মক নয়। অথবা, বিষ্ণু চক্রধারী। চক্রচিহ্নিত নয় অর্থ বিষ্ণু-চিহ্নিত নয় অর্থাৎ বিষ্ণু-আত্মক নয়। লক্ষ্মী পদ্মহস্তা। কাজেই পদ্মচিহ্নিত নয় অর্থ লক্ষ্মী-আত্মক নয়। বজ্রধারী ইন্দ্র। কাজেই বজ্রচিহ্নিত নয় অর্থ ইন্দ্রাত্মক নয়। বলা বাহুল্য, এ সব ভেদ বিচারার্থ, পরমার্থতঃ নয়। লিঙ্গ—চিহ্ন, পুংচিহ্ন, শিবের অর্থাৎ পিতৃভাবের প্রতীক। ভগ—যোনি, স্ত্রীচিহ্ন, মহাদেবীর অর্থাৎ মাতৃভাবের প্রতীক। শক্তিশিবাত্মক—"স্ত্রীপুরুষপ্রভব জগৎ স্ত্রীপুরুষাত্মক।"

---

১ তা বি গ,—শতানন্দৌ।

জগৎ স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত। কাজেই, বলা যায় স্ত্রীচিহ্নিত এবং পুংচিহ্নিত। শাস্ত্রমতে "পুংচিহ্নিত সবই শিব এবং স্ত্রীচিহ্নিত সবই দেবী"। কাজেই, জগৎ শক্তিশিবাত্মক। এরূপ কথা তন্ত্রে অনেক পাওয়া যায়। যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে (৩৬।২৯) বলা হয়েছে "চেতনাচেতন জগৎকে শিবশক্তিময় বলে জানবে।" (এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, পৃঃ ২২৬, ২৫৬, ৩৩৯-৪০)

এই জগৎ চক্রচিহ্নিত নয়, পদ্মচিহ্নিত নয়, বজ্রচিহ্নিত নয় কিন্তু লিঙ্গচিহ্নিত এবং ভগচিহ্নিত। অতএব, শক্তিশিবাত্মক। ১০৮

শিবশক্তিসমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে।
সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধিস্থং প্রতীয়তে[১] ॥ ১০৯ ॥

সন্ধ্যা—রাত্রিদিবার সন্ধিকাল এবং পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের সন্ধিকাল। কাজেই প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই ত্রিসন্ধ্যা। এই ত্রিসন্ধ্যায় শাস্ত্রবিহিত কৃত্যও সন্ধ্যা। সাধকমাত্রকেই সন্ধ্যা করতে হয়। কৌলসাধকের সন্ধ্যা সাধারণ সন্ধ্যানুষ্ঠানের থেকে পৃথক্। এখানে সেই সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে। যোগের দ্বারা সাধক সহস্রারে শিবশক্তির মিলন যখন ঘটান তখন হয় তাঁর সন্ধ্যানুষ্ঠান। শিবশক্তির মিলন হলে সাধকের সমাধি হয়। কাজেই, সমাধি-অবস্থাতে কৌলসাধক সন্ধ্যা করেন।

যে সময় শিবশক্তির সংযোগ অর্থাৎ মিলন হয় তাই কুলনিষ্ঠদের সন্ধ্যা। এটি তাদের সমাধি বলে প্রতীত হয়। ১০৯

কামুকো ন স্ত্রিয়ং গচ্ছেদনিচ্ছন্তী[২]মদীক্ষিতাম্।
সদ্যঃ সংস্কারসংশুদ্ধাং[৩] বিহিতত্বাৎ স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ ॥ ১১০ ॥

সংস্কারসংশুদ্ধা—দীক্ষা অভিষেক ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধা। সশক্তি সাধনায় শক্তিশোধন অবশ্য কর্তব্য। "শক্তির অঙ্গে মাতৃকান্যাসাদি দ্বারা শক্তি শোধন করা হয়। এই কর্মের বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। দীক্ষা অভিষেক ইত্যাদির দ্বারা শক্তিশোধন করতে হয়"। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫২।

---

১ তা বি গ,—ধ, ধৃত পাঠ; ঐ,—গ, সমাধিস্থঃ প্রতীয়তে; ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, সমাধিস্থা প্রতীয়তে। তা বি গ, সমাধিঃ স বিধীয়তে।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, যদীচ্ছন্তী।

৩ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, দীক্ষিতাং কুলজাং মতাং।

কামার্ত হয়ে স্ত্রীগমন করতে নেই। অনিচ্ছুক-অদীক্ষিতা-স্ত্রীগমন করতে নেই। শাস্ত্রানুসারে সদ্য সংস্কারবিশুদ্ধা স্ত্রীতে যথাবিধি উপরত হতে হবে।১১০

ইতি তত্ত্বত্রয়োল্লাসপানভেদাদি চোদিতম্।
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১১ ॥

ওগো কুলেশানি, তোমাকে তত্ত্বত্রয়, উল্লাসপানভেদ ইত্যাদি সংক্ষেপে বললাম। আবার আর কি শুনতে চাও। ১১১

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে তত্ত্বত্রিতয়পানাদিভেদকথনং নামাষ্টম উল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডান্তর্গত উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে তত্ত্বত্রিতয়পানাদিকথন নামক অষ্টম উল্লাস সমাপ্ত।

নবম উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি যোগং যোগীশলক্ষণম্[1] ।
কুলভক্ত্যার্চনফলং[2] বদ মে করুণানিধে ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, যোগ এবং যোগীশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে শুনতে চাই। হে করুণা-নিধি, কুলভক্তি সহকারে অর্চনার ফল আমাকে বল।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি[3] ।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ যোগঃ সাক্ষাৎ প্রকাশতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র যোগ সাক্ষাৎ প্রকাশিত হবে। ২

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মপ্রভেদতঃ ।
সাকারং স্থূলমিত্যাহুর্নিরাকারন্তু সূক্ষ্মকম্ ॥ ৩ ॥

স্থূলসূক্ষ্মভেদে ধ্যানকে দ্বিবিধ বলা হয়। সাকার ধ্যানকে বলা হয় স্থূল আর নিরাকার ধ্যানকে সূক্ষ্ম। ৩

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ[4] স্থূল[5]ধ্যানং প্রচক্ষতে ।
স্থূলেঽপি নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলম্[6] ॥ ৪ ॥

কেউ কেউ মন স্থির করার জন্য স্থূল ধ্যানের কথা বলেন। স্থূলে চিত্ত নিশ্চল হলে সূক্ষ্মেও নিশ্চল হবে। ৪

করপাদোদরাস্যাদি[7]রহিতং পরমেশ্বরম্ ।
সর্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দনিষ্কলম্[8] ॥ ৫ ॥

কর-পাদ-উদর-আস্যাদি-রহিত সর্বতেজোময় নিষ্কল সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ধ্যান করতে হবে। ৫

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, যোগযোগীশলক্ষণম্ ।
২ তা বি গ,—খ, পরং ।   ৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, যোগযোগীশলক্ষণম্।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, স্থিরাত্মমানসঃ কশ্চিৎ ।   ৫ তা বি গ,—ক, স্থূলে ।
৬ ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্থূলেন নিশ্চিতং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি সুস্থিতিঃ ।
৭ ঐ, দরাস্যাস্থি ।   ৮ তা বি গ,—গ, পরমানন্দলক্ষণম্ ।

নোদেতি নাস্তমভ্যেতি ন বৃদ্ধিং যাতি ন ক্ষয়ম্ ।
স্বয়ং বিভাত্যথান্যানি[১] ভাসয়ন্[২] সাধনং বিনা ॥ ৬ ॥

তাঁর উদয় নেই, অস্ত নেই, বৃদ্ধি নেই, ক্ষয় নেই। তিনি স্বয়ং প্রকাশমান্ এবং কোনো উপকরণ ছাড়াই অন্য সব উদ্ভাসিত করেন। ৬

অনবস্থঞ্চ তদ্রূপং[৩] সত্তামাত্রমগোচরম্ ।
মনসা মাত্রসম্বেদ্যং তজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্[৪] ॥ ৭ ॥

অনবস্থং—অবস্থিতিহীন। কঠোপনিষদে (২.২২) ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্। অশরীরী এবং অনবস্থ শরীরে অস্থিত।

তজ্‌জ্ঞানং—তৎ-বিষয়ক জ্ঞান, তাঁর জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রুতিতে ব্রহ্ম তৎ-শব্দের দ্বারা সূচিত।

অনবস্থ তাঁর রূপ সত্তামাত্র, অগোচর, কেবলমাত্র মনঃসম্বেদ্য। তৎ-জ্ঞানকেই বলা হয় ব্রহ্ম। ৭

প্রনষ্টবায়ুসঞ্চারঃ[৫] পাষাণ ইব নিশ্চলঃ ।
পরজীবস্য মর্ম্মজ্ঞো[৬] যোগী যোগবিদুচ্যতে ॥ ৮ ॥

যার দেহে প্রাণাদিবায়ুসঞ্চার রুদ্ধ হয়ে গেছে, যে পাষাণের মতো নিশ্চল, যে পরজীবের অর্থাৎ পরম পুরুষের মর্মজ্ঞ সেই যোগীকে যোগবিৎ বলা হয়। ৮

পদার্থমাত্রনির্ভাতং[৭] স্তিমিতোদধিবৎস্থিতম্ ।
রূপশূন্যঞ্চ[৮] তদ্ধ্যানং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৯ ॥

যাতে পদার্থমাত্র অতিদীপ্ত হয়, যা স্তিমিত উদধির মতো শুব্ধ, যা রূপহীন, সেই ধ্যানকে বলা হয় সমাধি। ৯

---

১ তা বি গ,—খ, বিভাত্যর্থমানম্।

২ ঐ,—গ, ভাসয়েৎ; ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, ভাবয়েৎ।

৩ তা বি গ,—ঙ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, অনস্থং সত্তারূপং; ব্র গ, অনবস্থঞ্চ তৎ রূপং।

৪ তা বি গ,—ক, গ, বচসা নাত্মসম্বেদ্যং তদ্ধ্যানম্; ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, বচসাত্মনি সাযুজ্যম্।

৫ তা বি গ,—খ, প্রণষ্টবায়ুসঞ্চারঃ।

৬ তা বি গ,—খ, ধৃত পাঠ; তা বি গ,—ক, গ, ঘ, পরজীবেষু সমার্থো; তা বি গ, এবং ব্র গ, পরজীবৈকধামজ্ঞো।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ,—যদত্র মাত্র নির্ভাসঃ; ঐ,—খ, যদর্থমাত্রনির্ভাসঃ।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, স্বরূপশূন্যং।

ন কিঞ্চিচ্চিন্তনাদেব[১] স্বয়ং তত্ত্বং প্রকাশতে।
স্বয়ং প্রকাশিতে তত্ত্বে তৎক্ষণাত্তন্ময়ো[২] ভবেৎ ॥ ১০ ॥

(পূর্বোক্ত অবস্থায়) কোনো কিছু চিন্তার জন্য নয় এমনিতেই তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হয়। তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হলে সাধক তৎক্ষণাৎ তন্ময় হয়ে যায়। ১০

স্বপ্নজাগ্রদবস্থায়াং সুপ্তবৎ[৩] যোঽবতিষ্ঠতে।
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসহীনশ্চ নিশ্চিতং[৪] মুক্ত এব সঃ ॥ ১১ ॥

স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ অবস্থায় যে সুপ্তের মতো অবস্থান করে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসহীন সেই যোগী নিশ্চিত মুক্ত। ১১

নিষ্পন্দকরণগ্রামঃ স্বাত্মলীনমনোঽনিলঃ[৫]।
য আস্তে মৃতবৎসাক্ষাৎ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

যার ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্পন্দ, মন এবং প্রাণাদি বায়ু আত্মলীন, যে মৃতবৎ অবস্থান করে তাকে সাক্ষাৎ জীবন্মুক্ত বলা হয়। ১২

ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি ন স্পৃশতি ন পশ্যতি[৬]।
ন জানাতি সুখং দুঃখং ন চ সংলিপ্যতে[৭] মনঃ ॥ ১৩ ॥
ন চাপি কিঞ্চিজ্জানাতি[৮] ন চ বুধ্যতি কাষ্ঠবৎ।
এবং শিবে বিলীনাত্মা সমাধিস্থ ইহোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

যে শোনে না, গন্ধ গ্রহণ করে না, স্পর্শ করে না, দেখে না, সুখ দুঃখ অনুভব করে না, যার মন লিপ্ত হয় না, যে কাষ্ঠবৎ কিছু জানে না এবং বোঝে না, শিবে বিলীনাত্মা এরূপ সাধককে সমাধিস্থ বলা হয়। ১৩-১৪

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্।
অবিশেষো ভবেত্তদ্বজ্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ১৫ ॥

যেমন জলে জল, দুধে দুধ, ঘৃতে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হলে অবিশেষ হয়ে যায় অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না, সেইরকম (সমাধি-অবস্থায়) জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। ১৫

---

১ তা বি গ,—গ, ঙ, এবং র গ, চিন্তনাদ্ধেবি।
২ তা বি গ,—খ, তন্ময়ো, মন্ময়ো।   ৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ, স্বপ্নবৎ।
৪ তা বি গ,—ক, গ, নিশ্চলম্।
৫ তা বি গ,—ক, গ, উন্মনোগতাবোলিকঃ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, যাত্মনাত্মা চ নিশ্চলঃ।
৬ ঐ, ন শৃণোতি ন বা পশ্যেৎ তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি।
৭ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ।
৮ তা বি গ,—খ, ন চাভিমন্যতে কশ্চিৎ।

যথা ধ্যানস্য সামর্থ্যাৎ কীটোঽপি ভ্রমরায়তে।

তথা ধ্যানস্য সামর্থ্যাদ্‌ব্রহ্মভূতো ভবেন্নরঃ ॥ ১৬ ॥

যেমন ধ্যানবলে কীটও ভ্রমর হয়ে যায় তেমনি ধ্যানবলে মানুষও ব্রহ্ম হয়ে যায়। ১৬

ক্ষীরোদ্ধৃতং ঘৃতং যদ্বত্তত্র ক্ষিপ্তং ন[১] পূর্ববৎ।

পৃথক্‌কৃতো[২] গুণেভ্যঃ স্যাদাত্মা তদ্বদিহোচ্যতে[৩] ॥ ১৭ ॥

যেমন দুধ থেকে মাখন তুলে নিয়ে আবার দুধে ফেললে তা পূর্বের মতো আর হয় না অর্থাৎ আর দুগ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না তেমনি বলা হয় আত্মাকে একবার গুণগুলি থেকে পৃথক করলে তা আর পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। ১৭

যথা গাঢ়ান্ধকারস্থো ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি।

অমনস্কস্তথা[৪] যোগী প্রপঞ্চং নৈব পশ্যতি ॥ ১৮ ॥

যে গাঢ় অন্ধকারে থাকে সে যেমন কিছু দেখতে পায় না তেমনি অমনস্ক অর্থাৎ নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি যোগী এই প্রপঞ্চ দেখে না। ১৮

যথা নিমীলনে কালে প্রপঞ্চং নৈব পশ্যতি।

তথৈবোন্মীলনেঽপি স্যাদেতদ্ধ্যানস্য[৫] লক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি যেমন চোখ বন্ধ রাখলে প্রপঞ্চ দেখতে পায় না তেমনি চোখ খোলা রাখলেও তা দেখতে পায় না। এইটি ধ্যানের লক্ষণ। ১৯

জনঃ স্ব[৬]দেহকণ্ডূতিং বিজানাতি যথা তথা।

পরং ব্রহ্মস্বরূপী চ বেত্তি বিশ্ববিচেষ্টিতম্[৭] ॥ ২০ ॥

বিশ্ববিচেষ্টিতম্—বিশ্বব্যাপার, বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার।

যে ব্যক্তি আপনাকে পরব্রহ্মস্বরূপ বলে উপলব্ধি করে সে বিশ্বব্যাপারকে তেমনিভাবে জানে যেমনভাবে মানুষ নিজের শরীরের চুলকানিকে জানে। ২০

বিদিতে পরমে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে[৮]।

কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ ॥ ২১ ॥

বিকাররহিত বর্ণাতীত পরমতত্ত্ব কোনো সাধকের বিদিত হলে পর মন্ত্রাধিপতিদের সঙ্গে মন্ত্রসমূহ তার আজ্ঞাধীন হয়। ২১

---

১ তা বি গ,—ক, ক্ষিপ্তস্তু। ২ ঐ,—ক, গ, কৃত্বা ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, কৃতে।

৩ ঐ,—ঙ, এবং ব গ, তাবদিহোচ্যতে।

৪ তা বি গ,—খ,-হৃত পাঠ ; তা বি গ, অমনস্কস্তথা ; ব গ, অমনস্ক তথা।

৫ তা বি গ,—খ, স্যাচ্চেত্তদ্ধ্যানস্য। ৬ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, জনস্তু।

৭ তা বি গ,—ক, গ, বিশ্বং সচেষ্টিতম্।

৮ ঐ,—গ, ঘ, বর্ণে তত্ত্বিতবিক্রমে ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, বর্ণাতীতেহপ্যবিক্রমে।

আত্মৈকভাবনিষ্ঠস্য যা যা[1] চেষ্টা তদর্চনম্।
যো যো জল্পঃ স সন্মন্ত্র[2] স্তদ্ধ্যানং যন্নিরীক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

আত্মৈকভাবনিষ্ঠ—আত্মাতে তদ্‌গত চিত্ত, আত্মধ্যানে তন্ময়।

আত্মৈকভাবনিষ্ঠ ব্যক্তির চেষ্টামাত্রই অর্চনা, কথাবার্তামাত্রই উত্তম মন্ত্র আর নিরীক্ষণমাত্রই ধ্যান। ২২

দেহাভিমানে গলিতে বিদিতে[3] পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥ ২৩ ॥

দেহাভিমান ক্ষয়প্রাপ্ত হলে এবং পরমাত্মা বিদিত হলে পর যেখানে যেখানে মন যাবে সেখানেই সমাধি হবে। ২৩

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাত্মনি[4] ॥ ২৪ ॥

হৃদয়গ্রন্থি—অবিদ্যাবন্ধরূপ সংসারবন্ধ, চিজ্জড়গ্রন্থনরূপ অহংকার। এটি তন্ত্রমতের বিষ্ণুগ্রন্থিতুল্য। হৃদয়ে অনাহতচক্র অবস্থিত আর অনাহত চক্রেই আছে বিষ্ণুগ্রন্থি। এই চক্রে "আশা চিন্তা চেষ্টা মমতা দম্ভ বিকলতা অহংকার বিবেক লোলতা কপটতা বিতর্ক এবং অনুতাপ এই বারটি বৃত্তির অবস্থান নির্দেশ করা হয়"। এই গুলিই সৃষ্টি করে গ্রন্থি।

সেই পরমাত্মার দর্শন লাভ হলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সর্বসংশয় দূর হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ২৪

যোগীন্দ্রেণ যদা[5] প্রাপ্তং নির্মলং পরমং পদম্।
দেবাসুরপদং যত্নাৎপ্রাপ্তশ্চাপি ন গৃহ্যতে[6] ॥ ২৫ ॥

পরমং পদং—পরমপদ। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"এই বিশ্বের মূলে যে পূর্ণ সত্তা পারমার্থিকরূপে বর্তমান তাই শক্তির পরম রূপ। বিশুদ্ধ চৈতন্য বললে এর ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না, সচ্চিদানন্দ শব্দের দ্বারাও এর যথার্থ নির্দেশ করা যায় না। অবাঙ্‌মনসোগোচর, অনির্দেশ্য, অবর্ণনীয় এই পরমার্থ সত্তাকেই শাস্ত্রে 'পরমপদ' বলা হয়েছে।" (বিস্তৃত আলোচনা দ্রঃ শাক্তমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৫১)।

---

১ তা বি প.—ক, খ, যথা।
২ ঐ.—ঙ, এবং র প, সন্মন্ত্র।
৩ তা বি প.—খ, ঙ এবং র প.-ধৃত পাঠ। তা বি প, বিজ্ঞাতে।
৪ তা বি প.—খ, পরাবরে; ঐ.—ঙ, এবং র প, পরাৎপরে।
৫ তা বি প.—ঙ, এবং র প, যথা।
৬ ঐ, তন্নূনং প্রাপ্যতে চাপি গৃহ্যতে।

যোগীন্দ্র যখন এই নির্মল পরমপদ প্রাপ্ত হন তখন যা দেবাসুরপদ তা প্রাপ্ত হলেও গ্রহণ করেন না। ২৫

যঃ পশ্যেৎ সর্বগং শান্তমানন্দাত্মক[1]মব্যয়ম্।
তস্য কিঞ্চিদনালভ্যং জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে[2] ॥ ২৬ ॥

সর্বগ শান্ত আনন্দাত্মক অব্যয়ের যে দর্শন লাভ করে তার আর কিছু লাভ করার থাকে না এবং কিছু জানারও বাকী থাকে না। ২৬

সম্প্রাপ্তে জ্ঞানবিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদি সংস্থিতে[3]।
লব্ধে শান্তিপদে[4] দেবি ন যোগ নৈব ধারণা ॥ ২৭ ॥

দেবী, জ্ঞানবিজ্ঞান লব্ধ হলে, জ্ঞেয় হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এই উপলব্ধি হলে এবং শান্তিপদ লব্ধ হলে সেই অবস্থায় আর যোগও থাকে না ধারণাও থাকে না। ২৭

পরব্রহ্মণি[5] বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কিং কার্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ ২৮ ॥

পরব্রহ্ম বিজ্ঞাত হলে সমস্ত নিয়ম নিরর্থক হয়ে যায় অর্থাৎ তখন আর কোনো নিয়মের প্রয়োজন হয় না। মলয় বাতাস পাওয়া গেলে তালপাতার পাখার আর কি প্রয়োজন। ২৮

আসিকা[6]বন্ধনং নাস্তি নাসিকাবন্ধনং ন হি।
ন যমো নিয়মো[7] নাস্তি স্বয়মেবমিতি[8] পশ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

আসিকাবন্ধন—অর্থ দুর্জ্ঞেয়। আসিকা অর্থ পর্যায়ক্রমে উপবেশন। বন্ধন অর্থ রচনা। আসিকাবন্ধন পর্যায়ক্রমে উপবেশন রচনা বা ব্যবস্থা। ভৈরবীচক্রাদিতে পর্যায়ক্রমে উপবেশনবিধি আছে। কাজেই, নিগলিতার্থ ভৈরবীচক্রাদি সাধনা। নাসিকাবন্ধন—নাক বন্ধ করা। প্রাণায়ামে নাক বন্ধ করতে হয়। অতএব, নির্গলিতার্থ প্রাণায়াম। যম—অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ। যম বলতে বোঝায় অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। নিয়ম—অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ। শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর-

---

১ তা বি গ,—খ, মানন্দাত্মান; ঐ,—ঙ, এবং র গ, মানন্দানন্দ।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ন তস্য কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্যা জ্ঞাতব্যাত্মাবশিষ্যতে।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, নিজ্ঞেয়ে চ হৃদি স্থিতে।
৪ ঐ, শান্তিপ্রদে। ৫ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পরে ব্রহ্মণি।
৬ তা বি গ,—ঙ, নাসিকা; র গ, অসিকা।
৭ তা বি গ,—গ, ঘ, নিয়মোঽনিয়মো; ঐ,—ঙ এবং র গ, নিয়মানিয়মো।
৮ তা বি গ,— ঙ, এবং র গ, স্বয়মেবাত্ম।

প্রণিধান—যোগাঙ্গ নিয়ম বলতে এই বোঝায়। ওঁ—ওঙ্কার পরম ব্রহ্ম (ওঙ্কারং পরমং ব্রহ্ম—বাচস্পত্যাভিধান-ধৃত যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচন); ওম্ এই একাক্ষর ব্রহ্ম (ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম—গীতা); ওঙ্কার নির্মল শিব (পাশুপতসূত্র ৫।২৭-এর ভাষ্য)।

যে নিজেকে ওঁ-স্বরূপ দেখে তার আসিকাবন্ধন নাসিকাবন্ধন যম নিয়ম নাই অর্থাৎ এ সবের আর প্রয়োজন হয় না। ২৯

ন পদ্মাসনতো যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ[১]।
ঐক্যং জীবাত্মনো[২] রাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ॥ ৩০॥

পদ্মাসন করলে যোগ হয় না, নাসাগ্র নিরীক্ষণ করলেও যোগ হয় না। যোগবিশারদেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন। ৩০

ধ্যানেন[৩] হি শ্রদ্ধয়া পরমং পদম্[৪]।
যদ্‌ভবেৎ সুমহৎ[৫] পুণ্যং তস্যান্তো নৈব বিদ্যতে[৬]॥ ৩১॥

শ্রদ্ধা সহকারে ক্ষণমাত্র পরমপদের ধ্যান করলে যে-সুমহৎ পুণ্য হয় তার অন্ত থাকে না। ৩১

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্যাদাত্মচিন্তনম্।
স সর্বং[৭] পাতকং হন্যাত্তমঃ সূর্যোদয়ো[৮] যথা॥ ৩২॥

যে ক্ষণমাত্র আমি ব্রহ্ম এইরূপ আত্মচিন্তা করে সূর্যোদয় যেমন অন্ধকার বিনাশ করে তেমনি সে সমস্ত পাতক বিনাশ করে। ৩২

ব্রতক্রতুতপ[৯]স্তীর্থদানদেবার্চনাদিষু।
যৎ ফলং কোটিগুণিতং তদবাপ্নোতি তত্ত্ববিৎ॥ ৩৩॥

ব্রত যজ্ঞ তপস্যা তীর্থদর্শন দান দেবার্চনা ইত্যাদিতে যে-ফল হয় তত্ত্ববিদ্ তা কোটিগুণিত করে লাভ করে। ৩৩

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥ ৩৪॥

---

১ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, নিরীক্ষণম্।

২ তা বি গ,—গ, ঘ, যোগাত্মনো।

৩ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ধ্যায়তাং; র গ, ধ্যায়তঃ।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ-ধৃত পাঠ; তা বি গ,—পরমস্থিহ; ঐ,-খ, মহঃ।

৫ ঐ,—ঙ এবং র গ, তৎসমং।

৬ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, নৈব গণ্যতে; ঐ,—গ, ঘ, গম্যতে।

৭ ঐ,—খ, ঙ এবং র গ, তৎসর্বং। ৮ র গ, সূর্যোদয়ে।

৯ তা বি গ,—ঙ, শতক্রতুতপ; র গ, শতক্রতুতপ।

সহজাবস্থা—সহজ অবস্থা, স্বভাবজ অবস্থা। স্ব অর্থ আত্মা, পরমাত্মা। পরমাত্মভাবজাত অবস্থা স্বভাবজ অবস্থা। সোজা কথায়, যে-অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধ হয় তাই স্বভাবজ বা সহজ অবস্থা। মহানির্বাণতন্ত্রেও (১৪।১২২) আলোচ্য শ্লোকটি পাওয়া যায়। সেখানে 'সহজাবস্থা'-র স্থলে 'ব্রহ্মসদ্ভাবঃ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রহ্মসদ্ভাব অর্থ ব্রহ্মই সৎ আর সব অসৎ এই ভাব। জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যোপলব্ধি আর ব্রহ্মোপলব্ধি একই কথা। ব্রহ্মোপলব্ধি হলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। তখন একমাত্র ব্রহ্মই সৎ আর সব অসৎ। কাজেই, দেখা যাচ্ছে উভয় তন্ত্রে একই অবস্থার কথাই বলা হয়েছে। (এ সম্বন্ধে আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮১৩)

সহজাবস্থা উত্তম, ধ্যানধারণা মধ্যম, জপস্তুতি অধম আর হোমপূজা অধমের অধম। ৩৪

উত্তমা তত্ত্বচিন্তা[1] স্যাজ্জপচিন্তা তু মধ্যমা।
শাস্ত্রচিন্তাধমা জ্ঞেয়া লোকচিন্তাধমাধমা ॥ ৩৫ ॥

তত্ত্বচিন্তা উত্তম, জপচিন্তা মধ্যম, শাস্ত্রচিন্তা অধম আর সংসারচিন্তা অধমের অধম। ৩৫

পূজাকোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটিসমো[2] জপঃ।
জপকোটিসমং ধ্যানং ধ্যানকোটিসমো লয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

কোটিপূজার সমান স্তোত্র, কোটিস্তোত্রের সমান জপ, কোটিজপের সমান ধ্যান, কোটিধ্যানের সমান লয়। ৩৬

ন হি নাদাৎ[3] পরো মন্ত্রো ন দেবস্ত্বাত্মনঃ[4] পরঃ।
নানুসন্ধাৎ[5] পরা পূজা ন হি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্ ॥ ৩৭ ॥

নাদ—শব্দ ব্রহ্ম। "নাদ আদিশব্দ (Primordial Sound); এ শব্দ দিব্যকর্ণগোচর, স্থূলকর্ণগোচর নয়।" "ওঁ বা প্রণব শব্দব্রহ্মের বাচক।" বলা হয় "শব্দব্রহ্মের আদিরূপ ওঁ এই অব্যক্ত ধ্বনি বা শব্দ। এই শব্দ সামান্য শব্দ। এর থেকেই অন্যান্য সমস্ত বিশেষ শব্দের উদ্ভব। এইজন্য ওঁ মহাবীজ বলে গণ্য। অন্যান্য বীজমন্ত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ মাতৃকাবর্ণরূপ বিশেষ বিশেষ শব্দ, ওঁরূপ সামান্য শব্দ থেকে উদ্ভূত। ওঁ ব্রহ্মবীজ।" (শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, পৃঃ ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৯৯)

---

১ তা বি গ,—ক, আত্মচিন্তা। ২ ঐ,—খ, ফলম্।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ধ্যানাৎ ; ঐ,—খ, নাদাৎ।
৪ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ, হ্যাত্মনঃ। ৫ র গ, নানুসন্ধেঃ।

নাদের চেয়ে উত্তম মন্ত্র নেই, আত্মার চেয়ে উত্তম দেবতা নেই, চিন্তনের চেয়ে উত্তম পূজা নেই, তৃপ্তির চেয়ে উত্তম ফল নেই।

অক্রিয়ৈব পরা পূজা মৌনমেব পরো জপঃ।
অচিন্তৈব পরং ধ্যানমনিচ্ছৈব পরং ফলম্ ॥ ৩৮ ॥

অক্রিয়াই পরম পূজা। মৌনই পরম জপ। অচিন্তাই পরম ধ্যান আর অনিচ্ছাই পরম ফল। ৩৮

শিবশক্তিপরাং পূজাং যোগিনৈব সমাচরেৎ।
মন্ত্রোদকৈর্বিনা সন্ধ্যাং পূজাহোমৈর্বিনা জপঃ[১]।
উপচারৈর্বিনা পূজাং[২] যোগী নিত্যং সমাচরেৎ ॥ ৩৯ ॥

যথার্থতঃ যোগীকে শিবশক্তিপরা পূজা করতে হবে। যোগী সতত মন্ত্র ও জল ছাড়া সন্ধ্যা, পূজা ও হোম ছাড়া জপ আর উপচার বিনা পূজা করবে। ৩৯

নিঃসঙ্গশ্চ বিসঙ্গশ্চ নিস্তীর্ণোপাধিবাসনঃ।
নিজস্বরূপনির্মগ্নঃ স যোগী পরতত্ত্ববিৎ ॥ ৪০ ॥

নিঃসঙ্গঃ—আসক্তিহীন। বিসঙ্গ—কর্তৃত্বাভিমানবিমুক্ত। নিস্তীর্ণোপাধি-বাসনঃ—যে উপাধি ও বাসনা অতিক্রম করেছে অর্থাৎ এসবের দ্বারা যে বদ্ধ নয়। উপাধি—ছল, কপট, লোভ, ভয় ইত্যাদি ; যাহা দ্বারা ভেদ করা যায়, যাহা ধারণ করা হয়।

যে-যোগী নিঃসঙ্গ, বিসঙ্গ, উপাধি-ও-বাসনা-উত্তীর্ণ, নিজ স্বরূপে নিমগ্ন, সে পরতত্ত্ববিদ্। ৪০

দেহো দেবালয়ো দেবি[৩] জীবো দেবঃ সদাশিবঃ[৪]।
ত্যজে[৫]দজ্ঞাননির্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ ॥ ৪১ ॥

দেবী, দেহ দেবালয়। জীব দেব সদাশিব। অজ্ঞাননির্মাল্য ত্যাগ করতে হবে আর পূজা করতে হবে সোঽহংভাবে (আমি সে অর্থাৎ আমি পর ব্রহ্ম পর শিব এইভাবে)। ৪১

জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধঃ স্মৃতো জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ৪২ ॥

---

১ ডা বি গ,—ঙ এবং র গ,-মন্ত্র পাঠ ; ডা বি গ, তপঃ।
২ ডা বি গ,—খ, উপহারৈর্বিনা পূজাং ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, যাগং।
৩ ডা বি গ,—ক, দেহে দেবালয়ে যোগী। ৪ ঐ,—খ, পরঃ শিবঃ।
৫ ঐ,—ক, খ, নষ্টে।

পাশবদ্ধ—ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জুগুপ্সা কুল শীল আর জাতি এই অষ্ট পাশের দ্বারা বদ্ধ। "তন্ত্রে সাধারণতঃ অষ্ট পাশের কথা বলা হলেও কোথাও কোথাও বাহান্ন বা বাষট্টি পাশের কথাও পাওয়া যায়।"—বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪৪৬।

জীব শিব। শিব জীব। সেই জীব অদ্বিতীয় শিব। পাশবদ্ধ হলে বলা হয় জীব আর পাশমুক্ত হলে সদাশিব। ৪২

তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাত্তুষাভাবে হি তণ্ডুলঃ।
কর্মবদ্ধঃ স্মৃতো[1] জীবঃ কর্মমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ৪৩ ॥

তুষের দ্বারা আবৃত থাকলে ধান্য আর তুষ না থাকলে তণ্ডুল। কর্মবদ্ধ হলে বলা হয় জীব আর কর্মমুক্ত হলে সদাশিব। ৪৩

অগ্নৌ তিষ্ঠতি[2] বিপ্রাণাং হৃদি দেবো[3] মনীষিণাম্।
প্রতিমাস্বপ্রবুদ্ধানাং[4] সর্বত্র বিদিতাত্মনাম্ ॥ ৪৪ ॥

দেবতা ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে অগ্নিতে, মনীষীদের ক্ষেত্রে হৃদয়ে, অপ্রবুদ্ধদের ক্ষেত্রে প্রতিমাতে আর আত্মজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে সর্বত্র অবস্থান করেন। ৪৪

যো নিন্দাস্তুতিশীতোষ্ণ[5] সুখদুঃখারিবন্ধুষু।
সম আস্তে স[6] যোগীন্দ্রো হর্ষাহর্ষবিবর্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥

যে নিন্দাস্তুতি শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ শত্রু-মিত্র এ সবে সমভাবাপন্ন সেই যোগীন্দ্র আনন্দনিরানন্দবর্জিত। ৪৫

নিস্পৃহো নিত্যসন্তুষ্টঃ সমদর্শী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্তে দেহে প্রবাসীব[7] যোগী পরমতত্ত্ববিৎ ॥ ৪৬ ॥

নিস্পৃহ নিত্যসন্তুষ্ট সমদর্শী জিতেন্দ্রিয় পরমতত্ত্ববিদ্ যোগী দেহে প্রবাসীর মতো অবস্থান করে। ৪৬

নিঃসঙ্কল্পো নির্বিকল্পো নির্লিপ্তোপাধিবাসনঃ।
নিজস্বরূপনিমগ্নঃ স যোগী পরতত্ত্ববিৎ ॥ ৪৭ ॥

---

১ ঐ,—ক, সদা।
২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, নিষ্ঠা তু।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, যেষো।
৪ ঐ,—খ, ঙ এবং র গ, স্বল্পবুদ্ধীন ঃ; ঐ,—গ, ঘ, প্রতিমাসু প্রবুদ্ধানাম্।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, শীলেষু।
৬ তা বি গ,—খ, সমস্তেৎসুখ; ঐ,—গ, ঘ, সমাস্তেৎ স তু।
৭ ঐ,—ঙ এবং র গ, স্বর্গহীনোঽপ্রবাসী চ।

যে যোগী নিঃসঙ্কল্প নির্বিকল্প উপাধি-ও-বাসনা নির্লিপ্ত আত্মস্বরূপে নিমগ্ন সে পরতত্ত্ববিদ্। ৪৭

যথা পঙ্গ্বন্ধবধিরক্লীবোন্মত্ত[1]জড়াদয়ঃ।
নিবসন্তি কুলেশানি তথা যোগী চ তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৮ ॥

কুলেশানী, পঙ্গু অন্ধ বধির ক্লীব উন্মত্ত এবং জড় ইত্যাদি যেমন করে বাস করে তত্ত্ববিদ্ যোগী তেমনি করে বাস করে। ৪৮

পঞ্চমুদ্রা[2]সমুৎপন্নপরমানন্দনির্ভরঃ।
য আস্তে স তু[3] যোগীন্দ্রঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চমকার থেকে সমুৎপন্ন-পরমানন্দনির্ভর যে-সাধক আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্মদর্শন করে সে যোগীন্দ্র। ৪৯

অলিমাংসাঙ্গনাসঙ্গে যৎ সুখং জায়তে প্রিয়ে।
তদেব পুণ্যং[4] বিজ্ঞানামবুধানান্তু[5] পাতকম্ ॥ ৫০ ॥

অলিমাংসাঙ্গনাসঙ্গে—অলিমাংস ও অঙ্গনার সঙ্গে। মদ্য মাংস ও শক্তি সহ সাধনায়। সুখ—আনন্দ।

অলি-মাংস-অঙ্গনা সঙ্গে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাই জ্ঞানীদের পক্ষে পুণ্য আর অজ্ঞানদের পাতক। ৫০

সদা মাংসাসবো[6]ল্লাসী সদা চ পরচিন্তকঃ[7]।
সদা সংশয়হীনো[8] যঃ কুলযোগী স উচ্যতে ॥ ৫১ ॥

মাংসাসবোল্লাসী—মাংস ও মদ্যে আনন্দিত। পরচিন্তক—ব্রহ্মচিন্তক, পরমাত্মচিন্তক।

যে সর্বদা মাংসাসবোল্লাসী পরচিন্তক সংশয়হীন তাকেই কুলযোগী বলা হয়। ৫১

পিবন্মদ্যং পলং[9] খাদন্ স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ।
অহং তদনয়ো[10]রৈক্যং ভাবয়ন্নিবসেৎ সুখী[11] ॥ ৫২ ॥

অহং তদনয়োরৈক্যং—অহং এবং তৎ এই দুইয়ের ঐক্য। তৎ—ব্রহ্ম। আমি এবং ব্রহ্ম এই দুইয়ের ঐক্য অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম।

---

১ ঐ, মূকেন্মত্ত; তা বি গ,—খ, ক্লীবমূক। ২ তা বি, গ—খ, মুদ্রা।
৩ ঐ,—ঙ, এবং ব্র গ, আস্তে সর্বত্র। ৪ ঐ,-মুদ্র পাঠ; তা বি গ, মোক্ষো।
৫ তা বি গ,—খ, মনুজানন্তু; ঐ,—ঙ, মনবানন্তু; ব্র গ, নাধুনানান্তু।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, মাংসমদ্যোল্লাসী।
৭ ঐ,—মুদ্র পাঠ; তা বি গ, চরণচিন্তকঃ। ৮ তা বি গ,—ঘ, কলাশয়বিহীনো।
৯ ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, বমন্। ১০ ঐ, অহং ত্বমনয়ো। ১১ ঐ, সুখং।

স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ—যে যদৃচ্ছা আচরণ করে, শাস্ত্রবিহিত আচারাদি তার পক্ষে অবশ্য পালনীয় নয়।

কুলযোগী স্বেচ্ছাচারপরায়ণ। সে মদ খায়, মাংস খায় আর 'অহং' ও 'তৎ'-এর ঐক্যভাবনা করে সুখী হয়। ৫২

আমিষাসবসৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ[১]।
প্রায়শ্চিত্তী স বিজ্ঞেয়ঃ[২] পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

যার মুখ মাংস ও মদ্যের সৌরভহীন তাকে প্রায়শ্চিত্তযোগ্য বলে জানবে। সে পশু এ বিষয়ে সংশয় নেই। ৫৩

যাবদাসবগন্ধঃ স্যাৎ পশুঃ[৩] পশুপতিঃ স্বয়ম্।
বিনালিমাংসগন্ধেন সাক্ষাৎ পশুপতিঃ পশুঃ ॥ ৫৪ ॥

যতক্ষণ মুখে আসবগন্ধ থাকে ততক্ষণ পশু স্বয়ং পশুপতি আর মদ্যমাংসের গন্ধ ছাড়া সাক্ষাৎ পশুপতি পশু। ৫৪

লোকে নিকৃষ্টমুৎকৃষ্টং লোকোৎকৃষ্টং নিকৃষ্টকম্।
কুলমার্গং সমুদ্দিষ্টং ভৈরবেন মহাত্মনা ॥ ৫৫ ॥
অনাচারঃ সদাচারস্ত্বকার্যং[৪] কার্যমুত্তমম্[৫]।
অসত্যমপি সত্যং স্যাৎ কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৫৬ ॥

মহাত্মা ভৈরবের দ্বারা উপদিষ্ট কুলমার্গে সংসারে যা নিকৃষ্ট তাই উৎকৃষ্ট, যা উৎকৃষ্ট তাই নিকৃষ্ট। সংসারে যা অনাচার তাই সদাচার, যা অকার্য তাই উত্তম কার্য। ওগো কুলেশ্বরী, কৌলিকদের কাছে অসত্যও (সংসারের কাছে) সত্য। ৫৫-৫৬

অপেয়মপি পেয়ং স্যাদভক্ষ্যং ভক্ষ্যমেব চ।
অগম্যমপি গম্যং স্যাৎ কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৫৭ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের পক্ষে অপেয়ও পেয়, অভক্ষ্যও ভক্ষ্য এবং অগম্যও গম্য। ৫৭

ন বিধির্ন নিষেধঃ স্যান্ন পুণ্যং ন চ[৬] পাতকম্।
ন স্বর্গো নৈব নরকং কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৫৮ ॥

---

১ তা বি গ.—ঘ. মুখং ভবেৎ ; ঐ.—ঙ এবং ব গ. আমিষাহারসৌরভ্যহীনস্তু ন মুখং ভবেৎ।

২ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ.-ধৃত পাঠ। তা বি গ. বর্জ্যাশ্চ ; ঐ.—ক. সর্বজ্ঞশ্চ।

৩ তা বি গ.—ঘ. ন স্যাৎ।

৪ ঐ. স্বকার্যম্।

৫ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ কার্যমেব চ।

৬ তা বি গ.—ঘ. নাত্র।

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের বিধিও নেই, নিষেধও নেই, পুণ্যও নেই পাপও নেই, স্বর্গও নেই নরকও নেই। ৫৮

অনভিজ্ঞা অভিজ্ঞন্তি[১] দরিদ্রা ধনয়ন্তি চ।
বিনষ্টা অপি বর্দ্ধন্তে কৌলিকাঃ কুলনায়িকে ॥ ৫৯ ॥

ওগো কুলনায়িকা, কৌলিকরা অনভিজ্ঞ হলেও অভিজ্ঞ, দরিদ্র হলেও ধনবান্ এবং বিনষ্ট হলেও সমৃদ্ধ হয়। ৫৯

রিপবশ্চাপি মিত্রন্তি সাক্ষাদ্দাসন্তি ভূমিপাঃ।
বান্ধবন্তি জনাঃ সর্বে কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৬০ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের শত্রুও মিত্র হয়, রাজারা স্বয়ং তাদের দাসত্ব করে এবং সব লোক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। ৬০

বিমুখাঃ সুমুখাঃ[২] সর্বে গর্বিতা প্রণমন্তি চ[৩]।
বাধকাঃ সাধকাঃ যান্তি[৪] কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৬১ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের প্রতি যারা বিমুখ তারাও তাদের অনুকূল হয়, গর্বিতরা সব তাদের প্রণাম করে এবং যারা তাদের বিঘ্নকারী তারা সহকারী হয়। ৬১

নির্গুণাঃ সগুণায়ন্তে অকুলং সুকুলায়তে।
অধর্মাশ্চাপি ধর্মন্তি কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৬২ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের ক্ষেত্রে নির্গুণ সগুণ হয়ে যায়। হীনবংশ সদ্বংশ আর অধর্ম ধর্ম হয়ে যায়। ৬২

মৃত্যুর্বৈদ্যায়তে দেবি সাক্ষাৎ স্বর্গায়তে গৃহম্[৫]।
পুণ্যায়ন্তেঽঙ্গনা সর্বাঃ[৬] কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৬৩ ॥

কুলেশ্বরী, কৌলিকদের ক্ষেত্রে মৃত্যু করে বৈদ্যের কাজ, গৃহ হয় সাক্ষাৎ স্বর্গ আর সব অঙ্গনা হয় পুণ্যের কারণ। ৬৩

বহুনাত্র কিমুক্তেন কুলযোগীশ্বরা প্রিয়ে।
সদা সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ স্যুর্নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ৬৪ ॥

---

১ র গ, অনভিজ্ঞাঃপ্যভিজ্ঞন্তি।

২ তা বি গ,—ক, ঘ, সুমুখা ; ঐ,—খ, দুর্মুখাঃ সুমুখাঃ।

৩ তা বি গ,—খ, প্রণতা ভুবি।

৪ ঐ,—ক,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বাধকাঃ সাধকায়ন্তে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, বাধকাবাধকা যান্তি।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্বর্গঃ সাক্ষাদ্ গৃহায়তে।

৬ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পুণ্যায়ন্তেঽঙ্গনাসঙ্গাঃ।

সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ—যাঁরা সঙ্কল্পমাত্র বাঞ্ছিতবস্তু লাভ করেন, তাঁর জন্য কোনো প্রয়াসাদির প্রয়োজন হয় না।

প্রিয়ে, এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলে কি হবে। কুলযোগীশ্বরগণ যে সঙ্কল্পসিদ্ধ এ নিয়ে বিতর্ক করা চলে না। ৬৪

যেন কেনাপি বেশেন যেন কেনাপি লক্ষিতঃ[১]।
যত্র কুত্রাশ্রমে তিষ্ঠেৎ কুলযোগী কুলেশ্বরি[২] ॥ ৬৫ ॥

কুলেশ্বরী, কুলযোগী যে কোনো বেশে, যে কোনো লোকের দৃষ্টিগোচরে, যে কোনো আশ্রমে অবস্থান করতে পারবে। ৬৫

যোগিনো বিবিধৈর্বেশৈর্নরাণাং হিতকারিণঃ।
ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥ ৬৬ ॥

মানুষের হিতকারী এই যোগীরা নানা বেশ ধারণ করে নিজের স্বরূপ গোপন করতঃ জগতে ঘুরে বেড়ায়। ৬৬

সকৃদ্বৈবাত্মবিজ্ঞানং ক্ষপয়ন্তি কুলেশ্বরি[৩]।
উন্মত্তমূকজড়বন্নিবসেল্লোকমধ্যতঃ[৪] ॥ ৬৭ ॥

আত্মবিজ্ঞানং—আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। ক্ষপয়ন্তি—পরিত্যাগ করে না।

কুলেশ্বরী, এরা একবারও আত্মজ্ঞান ত্যাগ করে না অর্থাৎ এদের আত্মজ্ঞান সদা বিরাজমান। তবে লোকের মধ্যে এরা উন্মত্ত মূক ও জড়ের মতো বাস করে। ৬৭

অলক্ষ্যা হি যথা লোকে ব্যোম্নি চন্দ্রার্কয়োর্গতিঃ[৫]।
নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ তথৈব কুলযোগিনাম্[৬] ॥ ৬৮ ॥

আকাশে চন্দ্র সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্রের গতি যেমন অগোচর তেমনি সংসারে কুলযোগীদের গতি অগোচর। ৬৮

আকাশে পক্ষিণাং দেবি জলেঽপি জলচারিণাম্।
যথা গতির্ন দৃশ্যতে তথা বৃত্তং হি যোগিনাম্[৭] ॥ ৬৯ ॥

---

১ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, এবং র গ, যেনাপ্যলক্ষিত।
২ তা বি গ,—খ, সমাতিষ্ঠেৎ ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ গচ্ছন্ কুলযোগী প্রবর্ততে।
৩ তা বি গ,—খ, সৎ কৃৎস্নৈবাত্মবিজ্ঞানং খ্যাপয়েৎ কুলযোগবৎ।
৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, লোকমধ্যমে।
৫ তা বি গ,—খ, গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অলক্ষ্যো হি যথা লোকে ব্যোম্নি চন্দ্রার্কযোগতঃ।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ। তা বি গ, তথা বৃত্তন্তু যোগিনাম্।
৭ তা বি গ,—খ, মহাত্মনাম্।

দেবি, আকাশে পাখী এবং জলে জলচরদের গতি যেমন অজ্ঞাত তেমনি এই যোগীদেরও গতি অজ্ঞাত। ৬৯

অসন্ত ইব ভাষন্তে[১] চরন্ত্যজ্ঞা[২] ইব প্রিয়ে।
পামরা[৩] ইব দৃশ্যন্তে কুলযোগ[৪]বিশারদাঃ ॥ ৭০ ॥

প্রিয়ে, কুলযোগবিশারদেরা অসতের মতো কথা বলে, অজ্ঞের মতো বিচরণ করে আর পামরের মতো দৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাদের দেখে লোকে পামর মনে করে। ৭০

জনা যথাবমন্যন্তে গচ্ছেয়ুর্নৈব[৫] সঙ্গতিম্।
ন কিঞ্চিদপি ভাষন্তে তথা[৬] যোগী প্রবর্ত্ততে ॥ ৭১ ॥

লোকেরা যাতে তাকে অবজ্ঞা করে, তার সঙ্গ না করে, তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে, যোগী সেইভাবে আচরণ করে। ৭১

মুক্তো[৭]ঽপি বালবৎ ক্রীড়েৎ কুলেশো জড়বচ্চরেৎ[৮]।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ কুলযোগী মহেশ্বরি ॥ ৭২ ॥

মহেশ্বরী, বিদ্বান্ কুলেশ্বর কুলযোগী মুক্ত হলেও বালকের মতো ক্রীড়া করবে, জড়ের মতো আচরণ করবে আর উন্মত্তের মতো কথা বলবে। ৭২

যথা হসতি লোকোঽয়ং জুগুপ্সতি চ কুৎসতি[৯]।
বিলোক্য দূরতো যাতি তথা[১০] যোগী প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৩ ॥

যোগী এমন আচরণ করে যাতে সংসার তাকে দেখে হাসে, তাকে ঘৃণা করে, তার নিন্দা করে এবং তাকে দেখে দূর থেকে সরে পড়ে। ৭৩

ক্বচিচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ভ্রষ্টঃ[১১] ক্বচিদ্ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরো যোগী বিচরেজ্জগতীতলে ॥ ৭৪ ॥

যোগী কখনো শিষ্ট কখনো ভ্রষ্ট কখনো বা ভূতপিশাচের মতো নানা বেশ ধারণ করে জগতে বিচরণ করে। ৭৪

যোগী লোকোপকারায় ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে ন কাঙ্ক্ষয়া[১২]।
অনুগৃহ্ণন্ জনান্ সর্বান্[১৩] ক্রীড়েচ্চ পৃথিবীতলে ॥ ৭৫ ॥

---

১ ব গ, ভাসন্তে। ২ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, বদন্ত্যজ্ঞা। ৩ ঐ, পাবকা।
৪ ঐ, কুলযোগি। ৫ ঐ, যোগিনামেব।
৬ ঐ, ততো। ৭ ঐ, মূর্খো। ৮ ঐ, জলবচ্চরেৎ।
৯ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, কুৎসিতঃ। ১০ ঐ, যথা।
১১ ঐ, ক্বচিদ্দুষ্টঃ। ১২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, লোকোপচারায় যোগভ্রষ্টনশঙ্কয়া।
১৩ ঐ,—গ, ঘ, নানুগ্রহান্ ক্ষমাং সর্বাং; ঐ,—ঙ, অদন্ গৃহ্ণং কুলান্ সর্বান্; ব গ, অদন্ গৃহ্ণন্ কুলান্ সর্বান্।

যোগী লোকের উপকারের জন্য ভোগ্যবস্তু ভোগ করে, ভোগাকাঙ্ক্ষায় নয়। সব মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে ধরাতলে লীলা করে। ৭৫

সর্বশোষী[১] যথা সূর্যঃ সর্বভোগী যথানলঃ।
যোগী ভুক্ত্বাখিলান্[২] ভোগান্ তথা পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৭৬ ॥

সর্বশোষক সূর্যের মতো সর্বভুক্ অগ্নির মতো যোগী অখিল ভোগ্যবস্তু ভোগ করেও পাপে লিপ্ত হয় না। ৭৬

সর্বস্পর্শী যথা বায়ুর্যথাকাশশ্চ সর্বগঃ।
সর্বে যথা নদীস্নাতাস্তথা যোগী সদা শুচিঃ ॥ ৭৭ ॥

সর্বস্পর্শী বায়ুর মতো সর্বগ আকাশের মতো নদীতে স্নানকারী সব লোকের মতো যোগী সর্বদা শুচি। ৭৭

যথা গ্রামগতং তোয়ং নদীযুক্তং ভবেৎ শুচি।
তথা ম্লেচ্ছগৃহান্নাদি যোগিহস্তার্পিতং শুচি[৩] ॥ ৭৮ ॥

গ্রামের জল যেমন নদীতে পড়লে শুচি হয় তেমনি ম্লেচ্ছগৃহের অন্নাদিও যোগীর হস্তে অর্পিত হলে শুচি হয়। ৭৮

যথাচরন্তি দেবেশি কুলজ্ঞানবিশারদাঃ[৪]।
তদেব বিদুষাং মান্যং[৫]মাত্মনো হিতকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ৭৯ ॥

দেবেশী, কুলজ্ঞানবিশারদেরা যেরূপ আচরণ করে আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী বিদ্বান্‌দের কাছে তাই সমাদৃত। ৭৯

যস্মিংশ্চরন্তি যোগীশাঃ স মার্গঃ পরমো মতঃ।
যস্যামুদেতি সূর্যো হি পূর্বাশা সা নিগদ্যতে[৬] ॥ ৮০ ॥

যেমন যেদিক্ থেকে সূর্য উঠে তাকেই বলে পূর্বদিক্ তেমনি যোগীশ্বরেরা যে পথে চলে তাই পরম পথ বলে স্বীকৃত। ৮০

যত্র যত্র[৭] গজো যাতি তত্র মার্গো যথা ভবেৎ।
কুলযোগী চরেৎ যত্র স সন্মার্গঃ[৮] কুলেশ্বরি ॥ ৮১ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সর্বপায়ী।
২ তা বি গ,—ক, ভুক্ত্বা কুলান্।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, গৃহান্নাদিযোগিহস্তগতঃ শুচিঃ।
৪ ঐ, কুলধর্মপরায়ণাঃ; তা বি গ,—খ, কুলজ্ঞানপরায়ণাঃ।
৫ তা বি গ,—গ, ঘ, মার্গং।
৬ ঐ,—ঙ এবং র গ, যাং পূর্বাশা ন তু দৃশ্যতে।
৭ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, যত্র যত্র।
৮ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ এবং র গ, স মার্গঃ।

কুলেশ্বরী, যেখানে যেখানে হাতী চলে তাই যেমন পথ হয়ে যায় তেমনি কুলযোগী যে পথে চলে তাই সৎপথ। ৮১

নদীং বক্রা[১]মৃজুং কর্তুং নিরোদ্ধুং তৎপ্রবাহকম্।
স্বেচ্ছাবিহারিণং শান্তং কো বা বারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৮২ ॥

বাঁকা নদীকে কে সোজা করতে পারে? তার প্রবাহ কে রোধ করতে পারে? শান্ত স্বেচ্ছাবিহারী যোগীকে কে বারণ করতে পারে? ৮২

যদ্বন্মন্ত্র[২]বলোপেতঃ ক্রীড়নীয়ৈর্ন[৩] দৃশ্যতে।
তদ্বন্ন দৃশ্যতে জ্ঞানী ক্রীড়ন্নিন্দ্রিয়[৪]পন্নগৈঃ ॥ ৮৩ ॥

যেমন মন্ত্রশক্তিযুক্ত ব্যক্তিকে তার ক্রীড়নীয় সর্পেরা দেখে না অর্থাৎ দেখে কামড়ায় না তেমনি ইন্দ্রিয়সর্প নিয়ে ক্রীড়ারত জ্ঞানীকে সেই সাপগুলি কামড়ায় না। ৮৩

নির্বৃত্তদুঃখাঃ সন্তুষ্টা[৫] নির্দ্বন্দ্বা গতমৎসরাঃ[৬]।
কুলজ্ঞানরতাঃ[৭] শান্তাস্ত্বদ্ভক্তা[৮]স্তে চ কৌলিকাঃ ॥ ৮৪ ॥

নিবৃত্তদুঃখ সন্তুষ্ট নির্দ্বন্দ্ব বিগতমৎসর কুলজ্ঞানরত শান্ত ব্যক্তিরাই তোমার ভক্ত এবং তারাই কৌলিক। ৮৪

অমদক্রোধদম্ভাশাহঙ্কারাঃ সত্যবাদিনঃ।
কৌলিকেন্দ্রা হ্যচপলা যে নেন্দ্রিয়[৯]বশানুগাঃ ॥ ৮৫ ॥

মদ ক্রোধ দম্ভ আশা অহংকার যাদের নেই, যারা সত্যবাদী, যারা ইন্দ্রিয়পরবশ নয়, সেই কৌলিকেন্দ্রগণ অচপল। ৮৫

কীর্ত্যমানে কুলে যেষাং[১০] রোমাঞ্চো গদ্গদস্বরঃ।
আনন্দাশ্রু পতেদ্দেবি[১১] কথিতাঃ কৌলিকোত্তমাঃ ॥ ৮৬ ॥

দেবী, কুলপ্রশংসায় যাদের রোমাঞ্চ হয়, গদ্গদ স্বর হয়, চোখে আনন্দাশ্রু ঝরে, তাদেরই কৌলিকোত্তম বলা হয়। ৮৬

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নদীবক্রমৃজুং।

২ তা বি গ,—ক, ভক্তস্থ ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, যদ্বদ্ব।

৩ তা বি গ,—গ, ঘ, ক্রীড়ন্ সর্পো ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, ক্রীড়ন্ সর্পো ন দৃশ্যতে।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যোগী ক্রীড়য়েন্দ্রিয়।

৫ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নিবৃত্তদুঃখসন্তুষ্টা।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, বিভূমাগমবৎসলাঃ।   ৭ ঐ,—ক, জ্ঞানজ্ঞানরতা।

৮ ঐ,—ঘ, ঙ এবং র গ, সদ্ভক্তা।

৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, জিতেন্দ্রিয়।   ১০ ঐ, তেষাং।

১১ তা বি গ,—ক, আনন্দস্তানতো দেবি ; ঐ,—ঙ এবং র গ, আনন্দাঃ প্রীণতে দেবি।

সর্বধর্মাধিকো লোকে কুলধর্মঃ শিবোদিতঃ।
ইতি যে নিশ্চিতধিয়ঃ প্রোক্তাস্তে কৌলিকোত্তমাঃ ॥ ৮৭ ॥

শিবপ্রোক্ত কুলধর্ম সংসারে সকল ধর্মের বাড়া এই যাদের নিশ্চিত জ্ঞান তাদেরই কৌলিকোত্তম বলা হয়। ৮৭

যো ভবেৎ কুলতত্ত্বজ্ঞঃ কুলশাস্ত্র[১]বিশারদঃ।
কুলার্চনরতঃ স স্যাৎ কৌলিকো নাপরঃ প্রিয়ে[২] ॥ ৮৮ ॥

প্রিয়ে, যে কুলতত্ত্বজ্ঞ, কুলশাস্ত্রবিশারদ, কুলার্চনরত সে-ই কৌলিক, অন্য কেউ নয়। ৮৮

কুলভক্তান্ কুলজ্ঞানান্ কুলাচারকুলব্রতান্[৩]।
প্রীতো ভবতি যো দৃষ্ট্বা কৌলিকঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

কুলভক্ত, কুলজ্ঞানী, কুলাচারী, কুলব্রতপরায়ণ ব্যক্তিদের দেখে যে-কৌলিক প্রীত হয় সে আমার প্রিয়। ৮৯

তত্ত্বত্রয়শ্রীচরণ[৪]মূলমন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
দেবতাগুরুভক্তশ্চ[৫] কৌলিক স্যাচ্চ দীক্ষয়া[৬] ॥ ৯০ ॥

তত্ত্বত্রয়, আরাধ্য দেবতা ও গুরুর চরণ, মূলমন্ত্রের অর্থ—এ সবের তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন এবং দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি দীক্ষা দ্বারা কৌলিক হয়। ৯০

দুর্লভং সর্বলোকেষু কুলাচারস্য দর্শনম্।
সুপাকেনৈব পুণ্যানাং[৭] লভ্যতে নান্যথা প্রিয়ে ॥ ৯১ ॥

প্রিয়ে, সর্বলোকে কুলাচার্যের দর্শন দুর্লভ। পুণ্য পরিপক্ব হলে পরেই এই দর্শন লাভ হয়, অন্য কোনো প্রকারে নয়। ৯১

সংস্মৃতঃ কীর্তিতো দৃষ্টো বন্দিতো ভাষিতোঽপি বা।
পুনাতি কুলধর্মিষ্ঠশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥ ৯২ ॥

কুলধর্মিষ্ঠ যদি চণ্ডালও হয় তথাপি তাকে স্মরণ করলে, তার গুণকীর্তন করলে, দর্শন লাভ করলে, বন্দনা করলে কিংবা তার সঙ্গে কথা বললে, সে যে-কোনো ব্যক্তিকে যদৃচ্ছা পবিত্র করে দিতে পারে। ৯২

---

১ তা বি গ,—খ, কুলাগম ; ঐ,—ঙ এবং হ গ, কুলনাম।
২ তা বি গ,—খ, ঙ এবং হ গ, দাম্ভিকঃ পরঃ।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং হ গ, কুলে রতান্।
৪ তা বি গ,—খ, তত্ত্বত্রয়াভিচরণ ; ঐ,—গ, ঘ, তত্ত্বত্রয়স্য স্বীকারাৎ।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং হ গ, গুরুভক্তশ্চ।
৬ ঐ, কৌলিকস্যানুদীক্ষয়া ; তা বি গ,—গ, ঘ, শাস্ত্রদীক্ষয়া।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং হ গ, বিপাকেনৈব প্রভূণাং।

সর্বজ্ঞো বাপি মূর্খো বাপ্যুত্তমো বাধমোঽপি বা।
যত্র দেবি কুলজ্ঞানী তত্রাহঞ্চ ত্বয়া সহ ॥ ৯৩ ॥

দেবী, সর্বজ্ঞই হোক আর মূর্খই হোক, উত্তমই হোক আর অধমই হোক, কুলজ্ঞানী যেখানে থাকে সেখানে তোমার সঙ্গে আমিও থাকি। ৯৩

নাহং বসামি কৈলাসে ন মেরৌ ন চ মন্দরে[১]।
কুলজ্ঞা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি ভাবিনি ॥ ৯৪ ॥

ওগো ভাবিনী, আমি কৈলাসেও থাকি না, মেরুপর্বতেও থাকি না, মন্দর-পর্বতেও থাকি না। যেখানে কুলজ্ঞরা থাকে সেখানেই থাকি। ৯৪

সুদূরমপি গন্তব্যং যত্র মাহেশ্বরো জনঃ।
দ্রষ্টব্যঞ্চ প্রযত্নেন তত্র সন্নিহিতো হ্যহম্[২] ॥ ৯৫ ॥

মাহেশ্বর ব্যক্তি যদি দূরেও থাকে তা হলেও সেখানে গিয়ে চেষ্টা করে তাকে দর্শন করতে হবে। আমি সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকি। ৯৫

অতিদূরস্থিতো বাপি দ্রষ্টব্যঃ কুলদেশিকঃ[৩]।
সমীপে বর্ত্তমানোঽপি ন দ্রষ্টব্যঃ পশুঃ প্রিয়ে ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ে, কুলদেশিক যদি অতিদূরেও থাকে তা হলেও তাকে দর্শন করতে হবে আর পশুভাবের সাধক যদি অতি নিকটেও থাকে তবু তাকে দেখতে নেই। ৯৬

কুলজ্ঞানী বসেদ্[৪] যত্র স দেশঃ পুণ্যভাজনঃ[৫]।
দর্শনাদর্চনাতস্য ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ ॥ ৯৭ ॥

কুলজ্ঞানী যেখানে বাস করে সেই দেশ পুণ্যভাজন। কুলজ্ঞানীর দর্শন ও অর্চনা করলে তিন সাতে একুশ কুল উদ্ধার পেয়ে যায়। ৯৭

কুলজ্ঞানিনমালোক্য স্বসন্তান[৬]গৃহে স্থিতম্।
নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্বে[৭] যাস্যামঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৯৮ ॥

নিজের সন্তানের ঘরে কুলজ্ঞানীকে অবস্থিত দেখতে পেলে অর্থাৎ নিজের সন্তানসন্ততির মধ্যে কেউ কুলজ্ঞানী হয়েছে এইটি দেখতে পেলে সব পিতৃপুরুষেরা 'আমরা পরমগতি লাভ করব' এই ভেবে নাচতে থাকে। ৯৮

---

১ তা বি গ.—ঘ, ঙ এবং র গ, মন্দিরে।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ত্বং নন্দিতা হ্যহম্। ৩ তা বি গ,—ক, গ, কুলনায়কঃ।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ভবেদ্। ৫ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পুণ্যভাক্ ততঃ।
৬ তা বি গ,—ক, যস্য বাস্তু; ঐ,—ঙ এবং র গ, স্বসন্তানং।
৭ তা বি গ,—ক,-ধৃত পাঠ; ঐ,—ঙ শংসন্তু পিতরস্তস্য; র গ, সংশন্তি পিতরস্তস্য।

সমাশ্বসন্তি[১] পিতরঃ সুবৃষ্টিমিব[২] কর্ষকাঃ।
যোঽস্মৎকুলেষু পুত্রো বা পৌত্রো বা কৌলিকো ভবেৎ ॥ ৯৯ ॥

কৃষকেরা যেমন সুবৃষ্টির আশায় বুক বাঁধে তেমনি পিতৃপুরুষেরা 'আমাদের বংশে পুত্র হোক পৌত্র হোক কেউ একজন কৌলিক হবে' এই আশায় বুক বাঁধে। ৯৯

স ধন্যঃ খলু লোকেঽস্মিন্ পুরুষঃ ক্ষীণকল্মষঃ।
যৎসমীপং[৩] সমায়ান্তি কুলাচার্যা মুদা প্রিয়ে ॥ ১০০ ॥

প্রিয়ে, এ সংসারে বিগতপাপ সেই পুরুষই ধন্য কুলাচার্যরা সানন্দে যার কাছে আসে। ১০০

কৌলিকেন্দ্রে সমায়াতে কৌলিকাবসথং প্রতি।
সমায়ান্তি মুদা দেবি যোগিন্যো যোগিভিঃ সহ ॥ ১০১ ॥

দেবী, কৌলিকের গৃহে যদি কৌলিকেন্দ্র আগমন করে তা হলে সেখানে যোগিনীরা যোগীদের সঙ্গে সানন্দে উপস্থিত হয়। ১০১

প্রবিশ্য কুলযোগীন্দ্রং ভজন্তে[৪] পিতৃদেবতাঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা কুলজ্ঞানপরায়নান্[৫] ॥ ১০২ ॥

পিতৃগণ এবং দেবতাগণ সেই গৃহে প্রবেশ করে কুলযোগীন্দ্রের ভজনা করেন। অতএব, ভক্তিসহকারে কুলজ্ঞানপরায়নদের পূজা করা উচিত। ১০২

অভ্যর্চ্যিত্বা ত্বাং দেবি ত্বদ্ভক্তান্নার্চয়ন্তি যে।
পাপিষ্ঠাস্ত্বৎপ্রসাদস্য ভাজনং ন ভবন্তি[৬] তে ॥ ১০৩ ॥

দেবী, তোমার অর্চনা করার পর যারা তোমার ভক্তদের অর্চনা করে না সেই পাপিষ্ঠরা তোমার প্রসাদভাজন হয় না। ১০৩

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দর্শনাৎ স্বীকৃতং ত্বয়া[৭]।
রসান্[৮] ভক্তস্য জিহ্বাগ্রাদশ্নামি কমলেক্ষণে ॥ ১০৪ ॥

ওগো কমলনয়না, তোমার সামনে যে নৈবেদ্য রাখা হয় তা তুমি দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ কর আর আমি ভক্তজিহ্বাগ্রে তার রস আস্বাদন করি। ১০৪

ত্বদ্ভক্তপূজনাদ্দেবি পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ।
তস্মান্মম[৯] প্রিয়াকাঙ্ক্ষী ত্বদ্ভক্তানেব পূজয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

---

১ তা বি গ.—ক, সমাশ্বসন্তি। ঐ.—ত এবং ব গ. সমাশ্রয়ন্তি।
২ তা বি গ.—ত এবং ব গ, যদ্বৃষ্টিমিব।
৩ ঐ. যৎসমীপং।
৪ তা বি গ.—ক, গ, ভুঞ্জান্তে।
৫ ঐ.—ত এবং ব গ. যত্নান্ পরান্।
৬ ব গ, ভজন্তি।
৭ তা বি গ.—খ, ঙ. দৃষ্টৈব স্বীকৃতং ময়া; ব গ. ময়া।
৮ তা বি গ.—ত এবং ব গ. সাধু।
৯ ঐ তস্মান্ম মং।

দেবী, তোমার ভক্তের পূজা করলে আমি পূজিত হই। সেইজন্য যে আমার প্রিয়াকাঙ্ক্ষী তার তোমার ভক্তদের পূজা করা উচিত। ১০৫

যৎ কৃতং কুলনিষ্ঠানাং[1] তদ্দেবানাং কৃতং ভবেৎ।
সুরাঃ কুলপ্রিয়াঃ সর্বে তস্মাৎ কৌলিকমর্চয়েৎ ॥ ১০৬ ॥

কুলনিষ্ঠদের জন্য যা করা হয় তা দেবতাদের জন্যই করা হয়। দেবতারা সব কুলপ্রিয়। অতএব, কৌলিকের অর্চনা করা উচিত। ১০৬

ন তুষ্যামাহমন্যত্র যথা ভক্ত্যা সুপূজিতঃ।
কৌলিকেন্দ্রেঽর্চিতে সম্যক্ যথা তুষ্যামি পার্বতি ॥ ১০৭ ॥

পার্বতী, কৌলিকেন্দ্রের সম্যক্ পূজা করলে আমি যেমন তুষ্ট হব অন্যত্র ভক্তিভরে উত্তমরূপে আমার পূজা করলেও তেমন তুষ্ট হব না। ১০৭

যৎ ফলং কৌলিকেন্দ্রাণাং পূজয়া লভতে প্রিয়ে।
তৎ ফলং নাপ্নুয়াত্তীর্থতপোদানমখব্রতৈঃ ॥ ১০৮ ॥

প্রিয়ে, কৌলিকেন্দ্রের পূজাতে যে-ফল লাভ হয় তীর্থ, তপ, দান, যজ্ঞ, ব্রত ইত্যাদি দ্বারা সেই ফল লাভ হয় না। ১০৮

দত্তমিষ্টং হুতং তপ্তং পূজিতং জপ্তমম্বিকে[2]।
কৌলিকস্য ভবেদ্ব্যর্থং কুলজ্ঞং যোঽবমানয়েৎ ॥ ১০৯ ॥

অম্বিকা, যে কৌলিক কুলজ্ঞের অবমাননা করে সে দান, যজ্ঞ, হোম, তপ, পূজা, জপ যা কিছু করুক তা সব ব্যর্থ হবে। ১০৯

শ্মশানং তদ্গৃহং[3] দেবি স পাপী শ্বপচাধমঃ।
যঃ প্রবিশ্য কুলং ধর্মং কুলাচারং ন বেত্তি চেৎ ॥ ১১০ ॥

দেবী, যদি কেউ কুলধর্ম গ্রহণ করেও কুলাচার না জানে তা হলে তার গৃহ হবে শ্মশান আর সে হবে পাপী চণ্ডালাধম। ১১০

কুলনিষ্ঠান্ পরিত্যজ্য যচ্চান্যস্মৈ প্রদীয়তে।
তদ্দানং নিষ্ফলং দেবি দাতা চ নরকং ব্রজেৎ ॥১১১॥

দেবী, কুলনিষ্ঠদের পরিত্যাগ করে অন্যকে যা দান করা হয় সেই দান নিষ্ফল হয় এবং দাতা নরকে যায়। ১১১

ভিন্নভাণ্ডে জলং যদ্বৎ শিলায়ামুপ্তবীজবৎ।
ভস্মনীব হুতং হব্যং তদ্দানমকৌলিকে ॥১১২॥

ভগ্ন ভাণ্ডে যেমন জল, পাথরে বোনা যেমন বীজ, ভস্মে যেমন ঘৃতাহুতি তেমনি অকৌলিকে দান। ১১২

---

১ তা বি গ,—গু এবং হ গ, কুলশিষ্যাণাং। ২ তা বি গ,—খ, যজ্ঞমম্বিকে।
৩ ঐ,—গু এবং হ গ, তদ্গৃহে।

যথাশক্ত্যা তু যৎকিঞ্চিদ্ যো দদ্যাৎ কুলযোগিনে।
বিশেষতিথিষু[১] প্রীত্যা তৎফলং নৈব বর্ণ্যতে ॥১১৩॥

বিশেষ বিশেষ তিথিতে প্রীতি সহকারে কুলযোগিকে যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ যা দান করা হয় সেই দানের ফল ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ১১৩

যো দেবি স্বয়মাহূয় কুলজ্ঞানান্ শুভে[২] দিনে।
অভ্যর্চ্য দেবতাবুদ্ধ্যা গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥১১৪॥
মাদিভিঃ পঞ্চমুদ্রাভিঃ সম্ভক্ত্যা পরিতোষয়েৎ।
তেষু তুষ্টেষহং তুষ্টস্তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥১১৫॥

দেবী, যে স্বয়ং শুভদিনে কুলজ্ঞদের আহ্বান করে এনে দেবতাবুদ্ধিতে গন্ধ পুষ্প অক্ষতাদি দ্বারা অর্চনা করে ও ভক্তিভরে মদ্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা তাদের পরিতোষ বিধান করে এবং তাতে তারা যদি তুষ্ট হয় তা হলে সেই ব্যক্তির প্রতি আমি তুষ্ট হই, সব দেবতারা তুষ্ট হন। ১১৪-১১৫

ভগিনীং বা সুতাং ভার্যাং যো দদ্যাৎ কুলযোগিনে।
মধুমত্তায় দেবেশি তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে ॥১১৬॥

দেবেশী, যে মধুমত্ত কুলযোগীকে স্বীয় ভগ্নী কন্যা বা ভার্যা দান করে তার পুণ্যের সীমা নাই। ১১৬

অলিবিন্দু[৩]বিনিক্ষিপ্তমপ্রযত্নেন বর্দ্ধিতম্।
পরলোকস্য পাথেয়ং বীরচক্রেঽর্পিতং[৪] মধু ॥১১৭॥

বীরচক্রে অর্পিত মদ্য পরলোকের পাথেয়। অলিবিন্দু অর্থাৎ মদ্যবিন্দু চক্রে যথাবিধি নিক্ষিপ্ত হলে সেই পাথেয় বিনা যত্নে বর্দ্ধিত হয়। ১১৭

পাপাচারসমাযুক্তং সর্বলোকবহিষ্কৃতম্।
জায়তে[৫] হি কুলদ্রব্যং কুলযোগীশ্বরার্পিতম্ ॥১১৮॥

পাপাচারের সঙ্গে যুক্ত, সর্বলোকবর্জিত দ্রব্যও যদি কুলযোগীশ্বরকে অর্পিত হয় তা হলে তা কুলদ্রব্য হয়ে যায়। ১১৮

যস্মিন্ দেশে বসেৎ[৬] বীরঃ কুলপূজারতঃ প্রিয়ে।
সোঽপি দেশো ভবেৎ পূতঃ[৭] কিং পুনঃস্বপুরস্থিতঃ[৮] ॥১১৯॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, বিশেষতীর্থেষু। ২ ঐ, সুধমাহূয় কুলজ্ঞানশুভে।
৩ তা বি গ,—গ,-ধৃত পাঠ, তা বি গ এবং ব্র গ, অনিধাত; তা বি গ,—ক, অনিবাত।
৪ তা বি গ,—খ, বীরৈর্বা চর্চিতং; ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, বীরচক্রার্পিতম্।
৫ ব্র গ, জায়তে। ৬ তা বি গ.—ঙ এবং ব্র গ, বসেৎ।
৭ ঐ, পূজ্যাঃ; তা বি গ,—ক, গ, পুণ্যাঃ।
৮ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পুনস্তৎপুরস্থিতাঃ।

প্রিয়ে, যে-দেশে কুলপূজারত বীর বাস করে সেই দেশও পবিত্র হয়ে যায়, সাধকের স্বপুরে অবস্থানকারী হলে আর কথা কি?

কৌলিকেন্দ্রে সকৃদ্ভুক্তে[১] পুণ্যং কোটিগুণং ভবেৎ।
কিং পুনর্বহুভির্ভুক্তৈস্তৎ পুণ্যং নৈব গণ্যতে ॥১২০॥

কৌলিকেন্দ্র একবার ভোজন করলে যে ভোজন করায় তার কোটিগুণ পুণ্য হয়, বহুবার ভোজন করলে তার আর কথা কি। সে-পুণ্যের ত সীমা পরিসীমা করা যায় না। ১২০

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
কুলধর্মরতো[২] ভূযাৎ কুলজ্ঞানিনমর্চয়েৎ ॥ ১২১ ॥

অতএব, সর্বদা সর্ব-অবস্থায় সর্বপ্রযত্নে কুলধর্মরত হতে হবে এবং কুল-জ্ঞানীর অর্চনা করতে হবে। ১২১

জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনো বাপি যাবৎ দেহস্য ধারণা।
তাবদ্বর্ণাশ্রমাচারঃ[৩] কর্তব্যঃ কর্মভুক্তয়ে[৪] ॥ ১২২ ॥

জ্ঞানী হোক আর অজ্ঞানই হোক যতদিন দেহ আছে ততদিন মানুষকে কর্মভোগের জন্য স্বীয় বর্ণাশ্রমসম্মত আচার পালন করতে হবে। ১২২

কর্মণোন্মূলিতেঽজ্ঞানে[৫] জ্ঞানেন শিবতাং[৬] ব্রজেৎ।
শিবৈক্যমেব[৭] মুক্তিঃ স্যাদতঃ কর্ম সমাচরেৎ[৮] ॥ ১২৩ ॥

কর্মণোন্মূলিতেঽজ্ঞানে—কর্মের দ্বারা অজ্ঞান উন্মূলিত হলে। কর্ম বলতে এখানে বর্ণাশ্রমবিহিত শাস্ত্রসম্মত কর্মের কথা বলা হয়েছে। সে রকম কর্মের দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হয়। আর অজ্ঞান দূরীভূত হলে পরেই তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে। জ্ঞানেন—জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা।

শিবৈক্যমেব—শিবের সহিত একীভূত হওয়াই, শিবত্ব লাভই। এটিই বেদান্তের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই উপলব্ধি।

কর্মের দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হলে জ্ঞানের দ্বারা শিবত্ব লাভ হবে। শিবৈক্যই মুক্তি। অতএব, কর্ম করতে হবে। ১২৩

---

১ তা বি গ,—কৌলিকো যঃ সকৃদ্ভুঙ্‌ক্তে। ২ তা বি গ,—খ, কুলজ্ঞানরতো।
৩ ঐ,—ক, গ, বর্ণসমাচারঃ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, তত্তদ্বর্ণাশ্রমাচারঃ।
৪ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কর্মমুক্তয়ে ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, সর্বমুক্তয়ে।
৫ তা বি গ,—ক, গ, কর্মণা মীলিতং জ্ঞানং ; ঐ,—খ, কর্মণোন্মূলিতং জ্ঞানম্‌।
৬ ঐ,—ক, গ, সমগ্রাম্‌।
৭ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শিবত্বেনৈব ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, শিবৈকত্বৈব।
৮ ব গ, সমাপয়েৎ।

কুর্যাদনিন্দ্যকর্মাণি নিত্যকর্মাণি বা চরেৎ[১]।
কর্মমুক্তঃ সুখাকাঙ্ক্ষী কর্মনিষ্ঠঃ সুখং ব্রজেৎ[২] ॥ ১২৪ ॥

নিত্যকর্মাণি—নিত্যকর্মসমূহ, সন্ধ্যাহ্নিকাদি নিত্যকর্ম।

কর্মমুক্তঃ—কর্মমুক্ত বলতে বোঝায় যিনি কর্মে আসক্তিশূন্য। কর্মে যিনি জড়িয়ে পড়েন না।

অনিন্দনীয় কর্ম এবং নিত্যকর্ম করতে হবে। সুখাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যদি কর্মনিষ্ঠ এবং কর্মমুক্ত হয় তা হলেই সুখ লাভ করে। ১২৪

সর্বকর্মাণি সংত্যক্তুং ন শক্যং দেহধারিণা।
ত্যজেৎ কর্মফলং যো বা স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১২৫ ॥

দেহধারী ব্যক্তি সর্বকর্ম ত্যাগ করতে পারে না। যে কর্মফল ত্যাগ করে তাকে ত্যাগী বলা হয়। ১২৫

স্বকার্যেষু প্রবর্তন্তে করণানীতি চিন্তয়েৎ।
অহংভাবমপাস্যৈব যঃ কুর্যাৎ স ন লিপ্যতে ॥ ১২৬ ॥

ইন্দ্রিয়গুলি স্বকার্যে প্রবৃত্ত হয় এরূপ যে চিন্তা করে এবং অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করে কর্ম করে সে লিপ্ত হয় না। ১২৬

ক্রিয়মাণানি কর্মাণি জ্ঞানপ্রাপ্তেরনন্তরম্।
ন চ স্পৃশন্তি তত্ত্বজ্ঞং জলং পদ্মদলং যথা ॥ ১২৭ ॥

জল যেমন পদ্মপাতার গায়ে লাগে না তেমনি জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে-সব কর্ম করে তা তাকে স্পর্শ করে না।

তত্ত্বনিষ্ঠস্য[৩] চ কর্মাণি পুণ্যাপুণ্যানি সংক্ষয়ম্।
প্রযান্তি নৈব লিপ্যন্তে[৪] ক্রিয়মাণানি বা পুনঃ[৫] ॥ ১২৮ ॥

তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তির পুণ্যাপুণ্য সব কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সব আবার করলেও আর তা তাকে লিপ্ত করে না। ১২৮

উৎপন্ন[৬]সহজানন্দতত্ত্বজ্ঞানরতঃ প্রিয়ে।
সংত্যক্তসর্বসংকল্পঃ স বিদ্বান্ কর্ম সন্ত্যজেৎ ॥ ১২৯ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, নাচরেৎ।

২ ঐ,—ক, গ, ইহামুত্র ফলাকাঙ্ক্ষী কঃ কৃতঃ স্যাৎ সুরপ্রিয়ে; ঐ,—খ, কণ্ঠত্রাস্ বাপি প্রিয়ে।

৩ র গ,-শুদ্ধ পাঠ; তা বি গ, তন্নিষ্ঠস্য।

৪ র গ, লিপ্যন্তি।

৫ তা বি গ,—ক, গ, ক্রিয়ামস্তি বাধুনা; ঐ,—ঙ এবং র গ, ক্রিয়মাণানি চাধুনা।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তৎপন্ন।

প্রিয়ে, যার অন্তরে সহজানন্দ উৎপন্ন হয়েছে, যে তত্ত্বজ্ঞানরত, সব সঙ্কল্প যে ত্যাগ করেছে, সেই বিদ্বান্ কর্ম ত্যাগ করবে। ১২৯

বৃথৈব[১] যৈঃ পরিত্যক্তং কর্মকাণ্ডমপণ্ডিতৈঃ।
পাষণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যাস্তে যান্তি নরকং প্রিয়ে ॥ ১৩০ ॥

প্রিয়ে, যে সব অপণ্ডিত শাস্ত্রবিহিত কর্ম বৃথা ত্যাগ করে সেই পণ্ডিতম্মন্য পাষণ্ডেরা নরকে যায়। ১৩০

ফলং[২] প্রাপ্য যথা বৃক্ষঃ পুষ্পং[৩] ত্যজতি নিস্পৃহঃ।
তত্ত্বং প্রাপ্য তথা যোগী ত্যজেৎ কর্মপরিগ্রহম্ ॥ ১৩১ ॥

ফল পেয়ে গেলে পর নিস্পৃহ বৃক্ষ যেমন ফুল ত্যাগ করে তেমনি তত্ত্বলাভ করার পর যোগী কর্মসাধন (সাধন—যার সাহায্যে কর্ম সম্পাদিত হয়, উপকরণ) অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ করবে। ১৩১

অশ্বমেধাযুতেনাপি ব্রহ্মহত্যাযুতেন চ।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যন্তে যেষাং ব্রহ্ম হৃদি স্থিতম্ ॥ ১৩২ ॥

যাদের হৃদয়ে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত অর্থাৎ যাদের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে তারা অযুত অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য এবং অযুত ব্রহ্মহত্যার পাপ কোনটা দ্বারাই লিপ্ত হয় না। ১৩২

পৃথিব্যাং যানি কর্মাণি জিহ্বোপস্থনিমিত্ততঃ[৪]।
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগী কর্মণা কিং করিষ্যতি ॥ ১৩৩ ॥

জিহ্বোপস্থপরিত্যাগী—জিহ্বোপস্থের ভোগাকাঙ্ক্ষা যারা পরিত্যাগ করেছেন। জিহ্বোপস্থের তাগিদ যাদের নেই।

জগতে জিহ্বোপস্থের জন্য যে-সব কর্ম করা হয়, যারা জিহ্বোপস্থ-পরিত্যাগী তারা সে রকম কর্ম দিয়ে কি করবে। ১৩৩

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ যোগং যোগীশ[৫]লক্ষণম্।
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩৪ ॥

কুলেশানী, তোমাকে যোগ এবং যোগীশের লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কিছুটা বললাম। আবার কি শুনতে চাও। ১৩৪

---

১ তা বি গ,—খ, যথৈব।
২ ঐ, যোহ্রং : তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ফলুং।
৩ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, পুষ্পং।
৪ তা বি গ,—খ, ঙ, নিমিত্তকং।
৫ ঐ,—ক, ঙ, যোগেযোগীশ।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে যোগসংস্থাপনকথনং নাম নবম উল্লাসঃ ॥ ৯ ॥

সপাদলক্ষশ্লোক সমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডান্তর্গত উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে যোগসংস্থাপনকথন নামক নবম উল্লাস সমাপ্ত। ৯

দশম উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি বিশেষদিবসার্চনম্।
তৎসপর্যা[1]ফলং দেব বদ মে পরমেশ্বর ॥১॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, বিশেষ দিনের অর্চনার কথা শুনতে চাই। হে পরমেশ্বর, সেই পূজার ফল কি তা আমাকে বল। ১

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র যে শোনে সে সর্বপাপ মুক্ত হয়। ২

উত্তমা নিত্যপূজা স্যাৎ পর্বপূজা তু মধ্যমা[2]।
মাসপূজাধমা দেবি[3] মাসাদূর্দ্ধং পশুর্ভবেৎ[4] ॥ ৩ ॥

দেবী, নিত্যপূজা উত্তম, পর্বপূজা মধ্যম, মাসিক পূজা অধম আর মাসোর্দ্ধ্ব-কালের পূজা পশুপূজা। ৩

বিহিতৈর্মাদিভির্দ্রব্যৈর্মাসাদূর্দ্ধ্বং সমার্চনম্[5]।
পশোর্ভূয়ঃ প্রবেশেচ্ছা[6] যদি স্যাদ্দীক্ষয়েৎ পুনঃ ॥ ৪ ॥

বিহিত মকারাদি দ্রব্যের দ্বারা মাসোর্দ্ধ্বকালে পূজা করতে হয়। পশুর যদি আবার কৌলমার্গে প্রবেশের ইচ্ছা হয় তা হলে তাকে পুনরায় দীক্ষা দিতে হবে। ৪

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যশ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকং[7] দেবী দেবতাপ্রীতিকারম্[8] ॥ ৫ ॥

দেবী, মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা এবং মৈথুন এই পঞ্চমকার দেবতার প্রীতি-কারক। ৫

মাদিপঞ্চকমীশানি দেবতাপ্রীতয়ে সুধীঃ।
যথাবিধি নিষেবেত তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী ॥ ৬ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তস্য পূজা।
২ ঐ,-যুত পাঠ ; তা বি গ, মধ্যমং পর্বপূজনম্।
৩ র গ, জেয়া।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বহির্ভবেৎ।
৫ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, সমর্চয়েৎ।
৬ ঐ,—গ, ঘ, পশুভূর্যাৎ পরে যেচ্ছা।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মকারপঞ্চকং।
৮ ঐ, কারণং ; তা বি গ,—ঘ, কারণং।

ওগো ঈশানী, সুধী সাধক দেবতার প্রীতির জন্য যথাবিধি পঞ্চমকার সেবা করবে। যে লোভহেতু তা করে সে পাতকী। ৬

কৃষ্ণাষ্টমী চতুর্দ্দশী ত্ব[1]মাবাস্যাথ পূর্ণিমা।
সংক্রান্তিঃ পঞ্চ পর্বাণি[2] তেষু পুণ্যদিনেষু চ ॥ ৭ ॥
গুরুজন্মদিনে প্রাপ্তে তদ্গুরোস্তদ্গুরোরপি।
মানবৌঘাদিপুংসাঞ্চ[3] স্বজন্মদিবসে তথা ॥ ৮ ॥
সম্পত্তৌ চ যজেল্লাভে তপোদীক্ষাব্রতোৎসবে[4]।
পীঠোপগমনে[5] বীরপীঠে স্বজনদর্শনে ॥ ৯ ॥
দেশিকাগমনে পুণ্যতীর্থদৈবতদর্শনে।
এবমাদিষু দেবেশি বিশেষদিবসেষু চ ॥ ১০ ॥
যথাধনং[6] যথাশ্রদ্ধং[7] যথাদ্রব্যং যথোচিতম্।
যথাকালং যথাদেশং তথা পূজা সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥

তদ্গুরোস্তদ্গুরোরপি—তাঁর গুরুর অর্থাৎ গুরুর গুরুর এবং তাঁর গুরুর অর্থাৎ গুরুর যিনি গুরু তাঁর গুরুরও। গুরুর গুরুকে বলা হয় পরমগুরু এবং তাঁর গুরুকে বলা হয় পরমেষ্ঠি গুরু।

মানবৌঘাদি—"তন্ত্রের বিধান অনুসারে সাধককে গুরুপঙ্‌ক্তির অর্চনা করতে হয়। গুরুপঙ্‌ক্তি তিনটি—দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ আর মানবৌঘ। অর্থাৎ দিব্য-গুরুর এক পঙ্‌ক্তি, সিদ্ধগুরুর এক পঙ্‌ক্তি আর মানবগুরুর এক পঙ্‌ক্তি এই তিন পঙ্‌ক্তি"—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬১-৭৬২।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই পঞ্চপর্বের পুণ্য দিনগুলিতে, গুরুর জন্মদিনে, পরমগুরুর জন্মদিনে, পরমেষ্ঠিগুরুর জন্মদিনে, মানবৌঘাদি পুরুষদের জন্মদিনে, নিজের জন্মদিনে, সম্পত্তিলাভে, তপস্যা-দীক্ষা-ব্রত ও উৎসবে, পীঠস্থানে উপস্থিত হলে, বীরপীঠ অর্থাৎ বীরাচারী সাধকের সাধনপীঠে উপস্থিত হলে, স্বজনদর্শনে, দেশিকের আগমন হলে, পুণ্য-তীর্থ ও দেবতাদর্শনে, ওগো দেবেশী, এইরূপ বিশেষ বিশেষ দিনে আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে শ্রদ্ধা সহকারে বিহিত দ্রব্যের দ্বারা যথোচিতভাবে কালোপ-যোগী ও দেশোপযোগী পূজা করতে হবে। ৭-১১

---

১ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, চতুর্দ্দশ্যাব।

২ তা বি গ,—খ, পর্বসর্বেষু।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ পূজাশ্চ।

৪ তা বি গ,—ক, ব্রতে শুভে।

৫ ঐ, পীঠোপরিগমে।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যথাবলং।

৭ র গ, যথা শ্রদ্ধা।

আচার্যেণ বিধানেন[১] কারয়েচ্চক্রপূজনম্[২]।
স্বয়ং বা পূজয়েদ্দেবি বিন্দুপূজাপুরঃসরম্[৩] ॥ ১২ ॥

দেবী, আচার্যের দ্বারা যথাবিধি চক্রপূজা করাতে হবে। অথবা সাধক স্বয়ং বিন্দুপূজা করে তারপর চক্রপূজা করবে। ১২

স তে লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্[৪]।
অকুর্বন্[৫] কৌলিকো মোহাদ্দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

সে (পূর্বোক্ত সাধক) তোমার লোক প্রাপ্ত হবে এবং সেখান থেকে তার আর সংসারে পুনরাগমন হবে না। মোহবশতঃ যে-কৌলিক এরূপ পূজা না করে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে। ১৩

মাসে বাপি ত্রিমাসে[৬] বা ষণ্মাসে বৎসরেঽপি বা।
শ্রীগুরুং পূজয়েদ্ভক্ত্যাঽপ্রাপ্তে তৎস্ত্রীসুতাদিকান্[৭] ॥ ১৪ ॥

মাসে তিন মাসে ছ'মাসে কিংবা বৎসরে একবার ভক্তিভরে শ্রীগুরুর পূজা করতে হবে। গুরুকে পাওয়া না গেলে তাঁর স্ত্রীপুত্রাদির পূজা করতে হবে। ১৪

তদভাবে কুলজ্ঞং[৮] তচ্ছিষ্যং বা অন্যযোগিনম্।
সন্তোষয়েৎ কুলদ্রব্যৈঃ কুলপূজাপুরঃসরম্[৯] ॥ ১৫ ॥

তাদেরও অভাব হলে কুলপূজাপূর্বক তাঁর কোনো কুলজ্ঞ শিষ্যকে অথবা অন্য কোনো কুলজ্ঞ যোগীকে কুলদ্রব্যের দ্বারা তুষ্ট করতে হবে। ১৫

রোগে[১০]ঽপৎসু দোষেষু[১১] দুঃসঙ্গে দুর্নিমিত্তকে।
পূজয়েদ্ যোগিনীবৃন্দং দেবি তদ্দোষশান্তয়ে ॥ ১৬ ॥

দেবী, রোগে, আপদে, অনিষ্টে, দুঃসঙ্গে, দুর্নিমিত্তে অর্থাৎ দুর্লক্ষণ দেখলে সেই দোষশান্তির জন্য যোগিনীবৃন্দের পূজা করতে হবে। ১৬

যত্রৈকাম্নায়তত্ত্বজ্ঞঃ কুলাচার্যঃ[১২] কুলেশ্বরি।
কৌলিকাস্ত্রি[১৩]চতুঃপঞ্চ শক্তয়শ্চ তথা প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, আচার্যেণাথবাপ্তেন।

২ তা বি গ,—খ, চক্রমর্চনম্।

৩ ঐ,—ক, পরায়ণঃ।

৪ ঐ,—ঙ এবং ব গ, সত্যলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতঃ।

৫ তা বি গ,—খ, ন কুর্যাৎ; ঐ,-ঙ, অকৃত্বা; ব গ, ন কৃত্বা।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ দ্বিমাসে।

৭ ঐ, ব্যাগুৰু স্ত্রীসুতাদিভিঃ।

৮ তা বি গ,—খ, গ তৎকুলীনং।

৯ ঐ,—ক, গ, চক্ররাজপুরঃসরং; ঐ,—খ, চক্রপূজাপুরঃসরং।

১০ ব গ, যোগে।

১১ তা বি গ,—খ, ঘোরেষু।

১২ ব গ, তত্ত্বজ্ঞাঃ কুলাচার্যাঃ।

১৩ ঐ, স্ত্র।

পৃথগ্বা পূজয়েদ্দেবি মিথুনাকারতোঽপি বা ।
গন্ধপুষ্পাক্ষতাদ্যৈস্তু দেবেশি সমলঙ্কৃতাঃ
ভক্ষ্যভোজ্যাদিপিশিতৈঃ পদার্থৈঃ ষড়্‌রসান্বিতৈঃ ॥ ১৮ ॥

আম্নায়—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত সদুপদেশ, সম্প্রদায়। তন্ত্রশাস্ত্রে বহু আম্নায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান পাঁচটি, যথা—পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এবং ঊর্ধ্ব। এইগুলি যথাক্রমে শিবের সদ্যোজাত, বামদেব, তৎপুরুষ, অঘোর এবং ঈশান এই পঞ্চমুখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এ সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদও আছে—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০১২-১০১৩।

কুলেশ্বরী, যেখানে (চক্রে) একজন আম্নায়তত্ত্বজ্ঞ কুলাচার্য, তিন চার বা পাঁচজন কৌলিক এবং ঐ সংখ্যক শক্তি উপস্থিত সেখানে তাদের সমলঙ্কৃত করে, ওগো দেবী, গন্ধ-পুষ্প অক্ষতাদি দ্বারা ষড়্‌রসযুক্ত ভক্ষ্য ও ভোজ্য মাংসাদি পদার্থ সহযোগে, ওগো দেবেশী, পৃথক্ পৃথক্ অথবা মিথুনাকারে পূজা করতে হবে। ১৭-১৮

প্রৌঢ়োল্লাসেন সহিতা যদি তা[১] নিবসন্তি চ।
তচ্চক্রমিতি প্রোক্তং বৃন্দঞ্চাপি তদুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

যদি শক্তিরা প্রৌঢ়োল্লাসযুক্ত হয়ে অবস্থান করে তা হলে তাকে চক্র বলা হয়, বৃন্দও বলা হয়। ১৯

কুর্যাদ্বৈ কুমারীণাং পূজামাশ্বিনমাসকে[২]।
প্রাতর্নিমন্ত্রয়েদ্ভক্ত্যা[৩] সাধকঃ শুদ্ধমানসঃ ॥ ২০ ॥

কুমারীণাং—কুমারীদের। তন্ত্রশাস্ত্রে অপুষ্পজাতা একবর্ষীয়া থেকে ষোড়শ-বর্ষীয়া পর্যন্ত কন্যাকে কুমারী বলা হয়েছে। বয়স অনুসারে এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এক থেকে ষোল বৎসর পর্যন্ত বয়সের কুমারীর যথাক্রমে নাম—সন্ধ্যা, সরস্বতী, ত্রিধামূর্তি, কালিকা, সুভগা, উমা, মালিনী, কুব্জিকা, কালসন্দর্ভা, অপরাজিতা, রুদ্রাণী, ভৈরবী, মহালক্ষ্মী, কুলনায়িকা, ক্ষেত্রজ্ঞা এবং চণ্ডিকা। দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ১১ দশ তরঙ্গ, পৃঃ ১০৮৩। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আলোচ্যমান উল্লাসের ২৭ সংখ্যক শ্লোকে এক থেকে নয় বৎসর বয়স্কা কুমারীদের অন্য রকম নাম পাওয়া যাচ্ছে।

---

১ তা বি গ,—ড এবং র গ, প্রৌঢ়ান্তোল্লাসমুদিতা হসন্তি নিবসন্তি চ।
২ তা বি গ,—ক, কুর্যাদ্বর; ঐ,—ড এবং র গ, কুর্যান্নবকুমারীণাং পূজাং মহাজমাংসকৈঃ।
৩ তা বি গ,—ড এবং র গ, তং তং নিমন্ত্রয়েদ্ভক্ত্যা।

আশ্বিন মাসে নব কুমারীর পূজা করতে হবে। শুদ্ধমানস সাধক তাদের প্রাতঃকালে ভক্তিসহকারে নিমন্ত্রণ করে আনবে। ২০

মনোহরামেকবর্ষাং বালাঞ্চ[1] শুভলক্ষণাম্।
মন্ত্রী স্নাত্বাথ শুদ্ধাত্মা কুর্যাদ্দেবি[2] ক্রমার্চনম্ ॥ ২১ ॥

দেবী, স্নান করে শুদ্ধাত্মা সাধক শুভলক্ষণা একবর্ষীয়া কন্যাকে এনে যথাক্রমে তার পূজা করবে। ২১

অভ্যঙ্গস্নানশুদ্ধাং তাং পূজাসদনমানয়েৎ[3]।
দেবতাসন্নিধৌ বালামুপবেশ্য সমর্চয়েৎ ॥২২॥

প্রথমে কন্যাকে অভ্যঙ্গস্নান করিয়ে শুদ্ধ করে পূজাগৃহে আনতে হবে। তারপর তাকে দেবতার কাছে বসিয়ে পূজা করতে হবে। ২২

গন্ধপুষ্পাদিভির্ধূপৈর্দীপৈশ্চ কুলদীপকৈঃ।
ভোগ্যভোজ্যান্নপানাদ্যৈঃ[4] ক্ষীরাজ্যমধুমাংসকৈঃ।
কদলীনারিকেলাদিফলৈস্তাং পরিতোষয়েৎ ॥ ২৩ ॥

গন্ধ, পুষ্পাদি, ধূপ, কুলদীপক প্রদীপ, দুগ্ধ ঘৃত মধু মাংসাদি ভোগ্য ও ভোজ্য অন্নপানাদি এবং কদলী নারিকেলাদি ফলের দ্বারা তার পরিতোষ বিধান করতে হবে। ২৩

সশক্তিকঃ স্বয়ং দেবী, প্রৌঢ়ান্তোল্লাসসংযুতঃ[5]।
যথাশক্তি জপেৎ মন্ত্রী বুদ্ধ্যাবধির্মনুম্ ॥ ২৪ ॥

দেবী, স্বয়ং সাধক সশক্তি প্রৌঢ়ান্তোল্লাসযুক্ত হয়ে যেপর্যন্ত বুদ্ধি থাকে সেই পর্যন্ত মন্ত্র জপ করবে। ২৪

বালামলঙ্কৃতাং পশ্যন্[6] চিন্তয়েৎ স্বেষ্টদেবতাম্।
ততস্তাং দেবতাবুদ্ধ্যা নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ ॥ ২৫ ॥

সাধক সালঙ্কৃতা কুমারীকে দেখতে দেখতে স্বীয় ইষ্টদেবতার চিন্তা করবে। তারপর দেবতাবুদ্ধিতে তাকে প্রণাম করে বিদায় দেবে। ২৫

দ্বিতীয়ায়াং দ্বিবর্ষীয়া[7]মেকবর্ষাঞ্চ পূজয়েৎ[8]।
এবং তিথৌ কুমারীঞ্চ যজেৎ পূর্বদিনাচিতাম্ ॥ ২৬ ॥

---

১ ম গ, কন্যকাং।
২ তা বি গ,—ঙ এবং ম গ, কৃত্বা দেবি।
৩ ঐ, পূজাস্থানং সমানয়েৎ।
৪ ঐ, ভক্ষ্যৈশ্চ ভোজ্যপানৈশ্চ।
৫ ঐ, অপি পরঃ স্বয়ং দেবি যৌবনোল্লাসসংযুতঃ। তা বি গ,—ঘ, যৌবনোল্লাসসংযুতঃ।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং ম গ, পশ্যৎ।
৭ ঐ,—লুপ্ত পাঠ; তা বি গ, দ্বিবর্ষীয়ামেক।
৮ তা বি গ,—ঘ, মর্চয়েৎ।

দ্বিতীয়াতে দ্বি-বর্ষীয়া কুমারী এবং একবর্ষীয়া কুমারীর পূজা করতে হবে। এইভাবে প্রত্যেক তিথিতে সেইদিনের কুমারী এবং পূর্বদিনে অর্চিতা কুমারীর অর্চনা করতে হবে। ২৬

নবম্যামেকবর্ষাদিনববর্ষান্তকণ্যকাঃ।
বালা শুদ্ধা চ ললিতা মালিনী চ বসুন্ধরা[১]।
সরস্বতী রমা গৌরী দুর্গা[২] চ নব কীর্তিতাঃ ॥ ২৭ ॥

নবমীতে একবর্ষীয়া থেকে নববর্ষীয়া পর্যন্ত কন্যাদের পূজা করতে হবে। এই নব কুমারীকে যথাক্রমে বালা, শুদ্ধা, ললিতা, মালিনী, বসুন্ধরা, সরস্বতী, রমা, গৌরী ও দুর্গা বলা হয়। ২৭

ত্রিতারাদৈর্নমোঽন্তৈশ্চ দেবতাপদপশ্চিমৈঃ।
নামভিশ্চ চতুর্থ্যন্তৈঃ[৩] পূজয়েত্তাঃ[৪] পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮ ॥

আদিতে ত্রিতার, অন্তে নমঃশব্দ, মধ্যে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত কুমারীর নামশব্দ এবং তৎপশ্চাৎ চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত দেবতাশব্দ দিয়ে তাদের অর্থাৎ কুমারীদের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করতে হবে। (মন্ত্র এই রকম হবে—হ্রীঁ বালায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, হ্রীঁ শুদ্ধায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি)। ২৮

বটুকং পঞ্চবর্ষঞ্চ নববর্ষং গণেশ্বরম্[৫]।
গন্ধপুষ্পাম্বরা[৬]কল্পৈর্যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ২৯ ॥
অভ্যর্চ্য দেবতাবুদ্ধ্যা পদার্থৈঃ পরিতোষয়েৎ।
স্বকার্যফলসিদ্ধ্যর্থং বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৩০ ॥

বিত্তশাঠ্য বর্জন করে যেমন বৈভব তেমনি খরচপত্র করে স্বকার্যের ফল-লাভের জন্য গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্র-ভূষণের দ্বারা পঞ্চবর্ষীয় বটুক এবং নববর্ষীয় গণেশ্বরকে দেবতাবুদ্ধিতে অর্চনা করে বিহিত দ্রব্যসমূহের দ্বারা তাদের পরিতোষ বিধান করতে হবে। ২৯-৩০

নবরাত্রং জপেদেব তত্তদ্বিত্রিক্রমেণ[৭] চ।
নবরাত্রকৃতাং পূজাং দেবি দেব্যৈ[৮] সমর্পয়েৎ ॥ ৩১ ॥

---

১ ঐ,—খ, সুসুন্দরা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সরস্বতী রমা গৌরী দুর্গা চন্দ্রমুখী তথা।
২ ঐ, হরপ্রিয়া উমা ভীমা শান্তাঃ।
৩ তা বি গ,—খ, নমোভিঃ সচতুর্থ্যন্তৈঃ।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পূজয়েচ্চ।
৫ তা বি গ,—ক, দুর্গেশ্বরম্।
৬ ঐ,—ক, গ, পুষ্পাক্ষতাকল্পৈ।
৭ ঐ,—ঙ এবং র গ,-দ্বৃত পাঠ ; তা বি গ, জপেদেকোত্তরবৃদ্ধ্যা ক্রমেণ।
৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সিদ্ধৈ।

তত্তদ্দ্বিত্রিক্রমেণ—তং তং দ্বিত্রিক্রমেণ। তং তং—সেই সেই মন্ত্র অর্থাৎ বালাদি প্রত্যেক কুমারীর মন্ত্র। দ্বিত্রিক্রমেণ—যথাক্রম দুবার তিনবার করে অর্থাৎ বালাদি দুর্গান্ত এই ক্রম অনুসারে প্রত্যেকটি মন্ত্র দুবার তিনবার করে।

দেবী, নয় রাত্রি ধরে সেই সেই মন্ত্র ক্রমানুসারে দুবার তিনবার করে জপ করতে হবে। তারপর নয় রাত্রিতে যে-পূজা করা হল তা দেবীকে সমর্পণ করতে হবে। ৩১

তাম্বূলং দক্ষিণাং দত্ত্বা কুমারীস্তা বিসর্জয়েৎ।
এবং নবকুমারীণামর্চনং প্রতিবৎসরম্ ॥ ৩২ ॥
যঃ করোতি স পুণ্যাত্মা দেবীপ্রীতিমবাপ্নুয়াৎ[১]।
মনোঽভিলাষং সম্প্রাপ্য নিবসেত্তব সন্নিধৌ ॥ ৩৩ ॥

এরপর তাম্বূল ও দক্ষিণা দিয়ে কুমারীদের বিদায় দিতে হবে। এইরূপে প্রতিবৎসর যে নব কুমারীর পূজা করে সেই পুণ্যাত্মা দেবীর প্রীতিভাজন হয়। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এবং সে তোমার সান্নিধ্যে অবস্থান করে। ৩২-৩৩

অথবা যৌবনারূঢ়াঃ প্রমদা নব[২] পার্বতি।
মনোজ্ঞাঃ পূজিতা ভক্ত্যা[৩] নবরাত্রিষু মন্ত্রবিৎ ॥ ৩৪ ॥
হৃল্লেখাং গগনাং রক্তাং মহত্তুণ্ডাং[৪] করালিকাম্।
ইচ্ছাং জ্ঞানাং ক্রিয়াং দুর্গাং বটুকঞ্চ গণেশ্বরম্।
পূর্ববদাপূজ্যমানৈঃ[৫] পদার্থৈঃ পরিতোষয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

পার্বতী, কুমারীপূজার পরিবর্তে মন্ত্রবিৎ সাধক মনোজ্ঞা যৌবনারূঢ়া নব নারীকে নবরাত্রিতে ভক্তিভরে পূজা করতে পারে। এই নব যুবতীর নাম—হৃল্লেখা গগনা রক্তা মহত্তুণ্ডা করালিকা ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া এবং দুর্গা। এদের এবং বটুক ও গণেশ্বরকে পূর্ববৎ পূজা করে বিহিত পদার্থসমূহের দ্বারা পরিতুষ্ট করতে হবে। ৩৪-৩৫

প্রৌঢ়ান্তোল্লাসসংযুক্তাঃ সন্তুষ্টা যদি তাঃ[৬] প্রিয়ে।
সাধকস্তুষ্টি[৭]মাসাদ্য নিবসেত্তব সন্নিধৌ ॥ ৩৬ ॥

---

১ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ।
২ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, যদি।
৩ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পূজয়েদ্ভক্ত্যা।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মহোচ্ছুষ্মাং।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, পূর্ববৎ পূর্বমন্ত্রাদ্যৈঃ ; ঐ,—খ, পূজ্যমানাদ্যৈঃ।
৬ তা বি গ,—গ, ঙ এবং ব গ, চেৎ।
৭ তা বি গ,—ক, গ, স্থিতি।

প্রিয়ে, প্রৌঢ়ান্তোল্লাসসংযুক্ত এই যুবতীরা যদি সন্তুষ্ট হয় তা হলে সাধক তুষ্টি লাভ করে তোমার সান্নিধ্যে অবস্থান করবে। ৩৬

এবং যঃ পূজয়েদ্দেবি প্রতিবর্ষং যতব্রতঃ।
ষণ্মাসে বা ত্রিমাসে বা মাসে চৈবাথবা[১] প্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥
ত্রিশো বা পঞ্চ বা সপ্ত[২] পূজয়েদ্দেবতাধিয়া।
সর্বৈশ্বর্যসমৃদ্ধাত্মা স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

দেবী, এমনিভাবে যে-ধৃতব্রত ব্যক্তি বৎসর, ছমাসে, তিনমাসে বা মাসে মাসে, তিনবার পাঁচবার বা সাতবার দেবতাবুদ্ধিতে যুবতীদের পূজা করে, প্রিয়ে, সে সর্বৈশ্বর্যসমৃদ্ধাত্মা এবং আমাদের উভয়ের প্রিয় হয়। ৩৭-৩৮

ভৃগুবারে কুলেশানি কান্তামারূঢ়যৌবনাম্।
সর্বলক্ষণসম্পন্নামনুকূলাং[৩] মনোরমাম্ ॥ ৩৯ ॥
কুলাকুলাষ্টকাং দেবি[৪] নিমন্ত্র্যাহূয় পুষ্পিণীম্।
অভ্যঙ্গ[৫]স্নানশুদ্ধাঙ্গীমাসনে চোপবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥

অনুকূলাং—কৌলসাধনার প্রতি অনুকূলমনোভাবসম্পন্নাকে।

কুলাকুলাষ্টকাং—কুলাষ্টক এবং অকুলাষ্টক শক্তিদের মধ্যে একজনকে। চণ্ডালী চর্মকারী মাগধী পুক্কসী শ্বপচী খট্টকী কৈবর্তী এবং বৈশ্যযোষিৎ এই কুলাষ্টক। আর কন্দুকী শৌণ্ডিকী শস্ত্রজীবী রঞ্জকী গায়কী রজকী শিল্পী এবং কৌলিকী এই অকুলাষ্টক। (দ্রঃ কুলার্ণবতন্ত্র ৭।৪২-৪৪)

কুলেশানী, শুক্রবারে মনোরমা অনুকূলা সর্বসুলক্ষণসম্পন্না পুষ্পিণী কুলাকুলাষ্টকের কোনো একজন সুন্দরী যুবতীকে নিমন্ত্রণ ও আবাহন করে অভ্যঙ্গস্নানের দ্বারা শুদ্ধাঙ্গী করার পর তাকে আসনে বসাতে হবে। ৩৯-৪০

গন্ধপুষ্পাম্বরাকল্পৈরলঙ্কৃত্য বিধানবিৎ।
আত্মানং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরলঙ্কুর্যাৎ কুলেশ্বরি ॥ ৪১ ॥

কুলেশ্বরী, বিধানজ্ঞ সাধক তাকে গন্ধ পুষ্প বস্ত্র ভূষণের দ্বারা ভূষিত করবে এবং নিজেকেও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভূষিত করবে। ৪১

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-যুক্ত পাঠ ; তা বি গ, মাসে মাসেঽথবা।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পঞ্চমাসাদ্যৈঃ।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্দহাসাং।
৪ এ, এবং তা বি গ—গ, বাপি।
৫ তা বি গ,—ক, শোভনাং।

আবাহ্য দেবতাং তস্যাং যজেন্ন্যাসক্রমেণ চ[1]।
কৃত্বার্চনং ধূপদীপং পুষ্পাদ্যং কুলদীপকম্ [2] ॥ ৪২ ॥
প্রদর্শ্য দেবতাবুদ্ধ্যা পদার্থৈঃ ষড়্‌রসান্বিতৈঃ।
মাংসাদিভক্ষ্যভোজ্যাদ্যৈস্তোষয়েদ্দেবি[3] ভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥

ন্যাসক্রমেণ—শক্তিকে পূজা করার আগে শক্তিদেহে ন্যাস করা শাস্ত্রবিধি। এই ন্যাসের উদ্দেশ্য শক্তিদেহ দেবময় ও মন্ত্রময়, সাধকের মনে এই ভাবটি দৃঢ় করে দেওয়া।

দেবতাবুদ্ধ্যা—দেবতাবুদ্ধিতে। তন্ত্রের বিধান—শক্তিকে সাক্ষাৎ মহাদেবী মনে করতে হবে। যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে (৩৫।২৬) বলা হয়েছে শক্তি সাক্ষাৎ কামেশ্বরী সাধককে এই চিন্তা করতে হবে।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৬৮।

তাতে অর্থাৎ ঐ যুবতীতে দেবতার আবাহন করতে হবে এবং ন্যাসাদি ক্রমানুসারে পূজা করতে হবে। ধূপ দীপ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করতঃ কুলদীপ প্রদর্শন করতে হবে। তারপর ভক্তিসহকারে দেবতাবুদ্ধিতে প্রদত্ত ষড়্‌রসযুক্ত মাংসাদি ভক্ষ্যভোজ্যাদি পদার্থের দ্বারা, ওগো দেবী, তার সন্তোষ বিধান করতে হবে। ৪২-৪৩

প্রৌঢ়ান্তোল্লাসসহিতাং তাং প্রপশ্যন্ জপেন্মনুম্।
যৌবনোল্লাসসহিতঃ স্বয়ং তদ্ধ্যানতৎপরঃ[4] ॥ ৪৪ ॥

তদ্ধ্যানতৎপরঃ—তাঁর ধ্যানতৎপর অর্থাৎ সেই মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতার ধ্যান-তৎপর।

প্রৌঢ়ান্তোল্লাসসংযুক্তা তার দিকে চেয়ে স্বয়ং যৌবনোল্লাসযুক্ত সাধক তদ্ধ্যানতৎপর হয়ে মন্ত্র জপ করবে। ৪৪

নির্বিকারেণ চিত্তেন হ্যষ্টোত্তরসহস্রকম্।
জপাদিকং সমর্প্যাথ তয়া সহ নিশাং নয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

সাধক এক হাজার আট জপ করে এবং যথাশাস্ত্র সেই জপ সমর্পণ করে নির্বিকারচিত্তে তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করবে। ৪৫

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ম গ, তৎস্থাং যজেন্ন্যাসক্রমেণ চ।

২ তা বি গ,—ঙ,-যুক্ত পাঠ; তা বি গ, কৃত্বা তদর্চনং ধূপদীপাদ্যৈ কুলদীপকান্; ম গ, কৃত্বার্চনং ধূপদীপং পুষ্পাদ্যং কুলদীপকং।

৩ তা বি গ,—খ, ঙ এবং ম গ, নতি। ৪ তা বি গ,—ক, কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ।

ত্রিপঞ্চসপ্ত[১] নবসু ভৃগুবারেষু যঃ প্রিয়ে।
পূজয়েদ্বিধিনানেন তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে ॥ ৪৬ ॥

প্রিয়ে, যে তিন পাঁচ সাত বা নয় শুক্রবারে এই বিধি অনুসারে পূজা করে তার পুণ্য গণনা করা যায় না। ৪৬

চতুঃপীঠার্চনফলং স প্রাপ্নোতি কুলেশ্বরি[২]।
যদ্ যৎ স্বমনসোঽভীষ্টং তত্তদাপ্নোত্যসংশয়ম্[৩] ॥ ৪৭ ॥

চতুঃপীঠ—প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে জালন্ধর, উড্ডীয়ান বা ওড়িয়ান, পূর্ণগিরি বা পূর্ণশৈল এবং কামরূপ এই চারটি পীঠের উল্লেখ আছে। চতুঃপীঠ বলতে এই চারটি পীঠকেই বোঝায়।

কুলেশ্বরী, সে চতুঃপীঠার্চনের ফল লাভ করে এবং তার নিজের মনে যে যে বস্তুর অভিলাষ জাগে তা নিঃসংশয়ে প্রাপ্ত হয়। ৪৭

নবম্যাং বার্চয়েদেবং[৪] বিধানেন বিধানবিৎ।
স্তোত্রৈঃ সম্পূজয়েৎ[৫] সর্বৈর্মহদৈশ্বর্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

অথবা বিধানজ্ঞ সাধক এইপ্রকার বিধানানুসারে নবমীতে পূজা করবে। সমস্ত স্তোত্রাদিসহ পূজা করবে। তাতে সে মহদৈশ্বর্য লাভ করবে। ৪৮

কুর্যাৎ কর্কটকে[৬] বাপি মকরে মিথুনার্চনম্।
তুলায়াং সিংহ[৭]মেষে বা সর্বসংক্রান্তিষু প্রিয়ে ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ে, কর্কট অথবা মকর অথবা তুলা বা সিংহ বা মেষ রাশিতে কিংবা সব সংক্রান্তিতে মিথুনপূজা করতে হবে। ৪৯

গৌরীশিবৌ রমাবিষ্ণু বাণীসরসিজাসনৌ।
শচীন্দ্রৌ রোহিণীচন্দ্রৌ স্বাহাগ্নী চ প্রভারবী ॥ ৫০ ॥
ভদ্রকালীবীরভদ্রৌ ভৈরবীভৈরবাবপি।
মিথুনানি নবাভ্যর্চ্য[৮] পূর্বোক্তেনৈব বর্ত্মনা ॥ ৫১ ॥
ত্রিতারাদিনমোঽন্তেন তত্তন্নাম্না বিধানবিৎ।
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজ্য মদ্যাদ্যৈঃ[৯] পরিতোষয়েৎ ॥ ৫২ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ত্রিসপ্তপঞ্চ।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সমং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
৩ ঐ, যদ্যদস্য মনোঽভীষ্টং তত্তদাপ্নোত্যশেষতঃ।
৪ তা বি গ,—ঘ, দেবি ; ঐ,—গ, দেবীং।
৫ ঐ,—ঘ, মন্ত্রৌ চ পূজ্যতে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, স্তৈ স্তৈশ্চ জপাতে।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মীনেঽথ কর্কটে। ৭ তা বি গ,—ঘ, তুলায়ামথ।
৮ ঐ, ক, গ, ঘ, মধুমাংসানি ভোজ্যাদ্যৈঃ। ৯ ঐ,—ঙ এবং র গ, পূজ্যা ইত্যাদ্যৈঃ।

গৌরী-শিব, রমা-বিষ্ণু, বাণী-ব্রহ্মা, শচী-ইন্দ্র, রোহিণী-চন্দ্র, স্বাহা-অগ্নি, প্রভা-রবি, ভদ্রকালী-বীরভদ্র এবং ভৈরবী-ভৈরব। এই নব মিথুনের পূর্বোক্ত বিধানে পূজা করতে হবে। আদিতে 'হ্রীঁ' অন্তে 'নমঃ' এবং মধ্যে সেই নাম যোগ করে প্রাপ্ত মন্ত্রে (যথা হ্রীঁ গৌরীশিবাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ রমাবিষ্ণুভ্যাং নমঃ ইত্যাদি) বিধানজ্ঞ সাধক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করে মদ্যাদি দ্বারা তাঁদের পরিতোষ বিধান করবে। ৫০-৫২

প্রৌঢ়ান্তোল্লাসযুক্তানি কুর্বীত মিথুনানি চ।
এবং কৃতে ন সন্দেহস্তুষ্টা মিথুনদেবতাঃ।
অনুগৃহ্ণন্তি তং[১] দেবি প্রযচ্ছন্তি মনোরথম্ ॥ ৫৩ ॥

আলোচ্য শ্লোকে অনুমান করা যায়, চক্রে সাধিকা-সাধকদের নব মিথুনের কথা বলা হয়েছে এবং তাঁদেরই গৌরীশিব, রমাবিষ্ণু ইত্যাদি ভাবা হয়েছে।

দেবী, মিথুনদের প্রৌঢ়ান্তোল্লাসযুক্ত করতে হবে। এরূপ করলে মিথুন-দেবতারা নিঃসন্দেহে তুষ্ট হবেন, তাকে অর্থাৎ সাধককে অনুগ্রহ করবেন এবং তার মনোরথ পূর্ণ করবেন। ৫৩

প্রতিবর্ষন্তু যঃ কুর্যাৎ সভক্ত্যা মিথুনার্চনম্[২]।
তব লোকে স[৩] নিবসেৎ সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতঃ ॥ ৫৪ ॥

যে প্রতিবৎসর ভক্তিসহকারে মিথুনপূজা করে সে সর্বৈশ্বর্যযুক্ত হয়ে তোমার লোকে বাস করবে। ৫৪

অথ বৈশাকমাসস্য শুক্লপ্রতিপদীশ্বরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় স্নানং সন্ধ্যামুপাস্য চ ॥ ৫৫ ॥
মনোজ্ঞে রহসি স্থানে পূর্বাশাভিমুখস্থিতঃ।
আত্মানং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরলঙ্কৃত্য বিধানবিৎ[৪] ॥ ৫৬ ॥

ঈশ্বরী, বৈশাখ মাসের শুক্লপ্রতিপদের দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে স্নান সন্ধ্যা সমাপন করতঃ মনোজ্ঞ গোপন স্থানে পূর্বমুখী হয়ে বসে বিধানজ্ঞ সাধক নিজেকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করবে। ৫৫-৫৬

কৃত্বা পুরোদিতন্যাসান্ দেবতাভাবমাস্থিতঃ[৫]।
কিঞ্চিদভ্যুদিতে সূর্যে মণ্ডলে[৬] স্বেষ্টদেবতাম্ ॥ ৫৭ ॥

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, তে ; ঐ,-খ, তা।

২ তা বি গ,—খ, সভক্ত্যা মিথুনার্চনম্ ; ঐ,—ঙ, কুর্যাদ্ভক্ত্যা মিথুনপূজনম্ ; ব গ, প্রতিবর্ষঞ্চ যঃ কুর্যাদ্ ভক্ত্যা মিথুনপূজনম্।

৩ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, তবলোকেষু। ৪ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, বিধানতঃ।

৫ ঐ, মাশ্রিতঃ। ৬ তা বি গ,—খ, যৌবনে।

ধ্যাত্বা সাবরণাং সম্যক্ পূজয়েদ্বিধিনা প্রিয়ে।
ষোড়শৈরুপচারৈস্তু চক্রপূজাপুরঃসরম্ ॥ ৫৮ ॥

দেবতাভাবমাস্থিতঃ—দেবভাবে অবস্থিত। তন্ত্রশাস্ত্রের স্পষ্ট নির্দেশ 'দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চয়েৎ'—দেবতা হয়ে দেবতার পূজা করতে হবে। যে দেবতা নয় সে দেবতার পূজা করবে না। এই দেবতা হওয়া বা দেবভাবে অবস্থিতিই ন্যাসাদির অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রিয়ে, সাধক পূর্বে বর্ণিত ন্যাসসমূহ করে দেবভাবে অবস্থিত হবে এবং সূর্য কিঞ্চিৎ উদিত হলে তন্মণ্ডলে সাবরণা নীয় ইষ্টদেবতার সম্যক্ ধ্যান করে বিধি-অনুসারে চক্রপূজা করে ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা করবে। ৫৫ ৫৮

কুলদীপান্ প্রদর্শ্যাথ শিবায় গুরুরূপিণে।
মৎস্যমাংসাদি বিবিধভক্ষ্যভোজ্য সমন্বিতম্ ॥ ৫৯ ॥
অর্ঘ্যং নিবেদ্য তচ্ছেষং স্বয়ং ভক্ত্যা পিবেৎ প্রিয়ে[১]।
যৌবনোল্লাসসহিতো নির্বিকারেণ[২] চেতসা ॥ ৬০ ॥
ধ্যায়ংস্তন্মণ্ডলং দেবীমষ্টোত্তর[৩]সহস্রকম্।
জপ্ত্বা সমর্প্য তৎপূজাং দেবতাঞ্চ সমুদ্বিসেৎ[৪] ॥ ৬১ ॥

প্রিয়ে, গুরুরূপী শিবকে কুলপ্রদীপ প্রদর্শন করতঃ মৎস্যমাংসাদি বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য সহ অর্ঘ্য (মদ্য) নিবেদন করে তার অবশেষ সাধক স্বয়ং ভক্তিভরে পান করবে। তারপর যৌবনোল্লাসযুক্ত হয়ে নির্বিকারচিত্তে তাঁর মণ্ডলের ধ্যান করে একহাজার আটবার দেবী মন্ত্র জপ করবে এবং যথাশাস্ত্র সেই পূজা সমর্পণ করে দেবতার উদ্বাসন করবে। ৫৯-৬১

এবং শুক্লপ্রতিপদং[৫] সমারভ্য দিনে[৬] দিনে।
কুর্যাজ্জপার্চনং কৃষ্ণচতুর্দশ্যবধি প্রিয়ে[?]বকে ॥ ৬২ ॥

অম্বিকে, শুক্লপ্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণচতুর্দশী পর্যন্ত প্রতিদিন এমনি করে জপ এবং পূজা করতে হবে। ৬২

অমাবস্যাদিনে দেবি[৭] পূজয়েৎ শক্তিকৌলিকান্।
ত্রিপঞ্চসপ্ত[৮]নব বা বিত্তলোভবিবর্জিতঃ ॥ ৬৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, ভক্ত্যা পিবেৎ সদা; ঐ,—খ, ঙ এবং ব গ, শক্ত্যা সহ।
২ তা বি গ,—খ, ঙ এবং ব গ, নির্বিকারেন।
৩ তা বি গ,—খ, স্তনমণ্ডলে দেবি অষ্টোত্তর।
৪ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ এবং ব গ, সমুদ্ধরেৎ।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, প্রতিপদি। ৬ ঐ, শুভে। ৭ ঐ, বাপি।
৮ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ত্রিসপ্তপঞ্চ।

দেবী, অমাবস্যার দিন বিত্তলোভবর্জিত হয়ে তিন পাঁচ সাত বা নয় সশক্তি কৌলিক অর্থাৎ কৌলিকমিথুনের পূজা করতে হবে। ৬৩

এবং যো মাসমাত্রন্তু কুর্যাৎ সূর্যোদয়ার্চনম্‌।
দেবতা তস্য সন্তুষ্টা দদাতি ফল[১]মীপ্সিতম্‌ ॥ ৬৪ ॥

যে মাত্র একমাস কাল সূর্যোদয়কালে এই প্রকার পূজা করে দেবতা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ঈপ্সিত ফল প্রদান করেন। ৬৪

মধ্যাহ্নে চার্চয়েদ্দেবং[২] সায়াহ্নে চার্চয়েৎ[৩] প্রিয়ে।
স তু তৎফলমাপ্নোতি যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়ে, যে মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে এই প্রকারে দেবতার পূজা করে সে সেই ফল লাভ করে এবং যোগিনীদের প্রিয় হয়। ৬৫

ত্রিসন্ধ্যং[৪] যোঽর্চয়েদেবং[৫] মাসমাত্রং বিধানতঃ[৬]।
কাঙ্ক্ষিতাং লভতে সিদ্ধিং দেববদ্বিচরেদ্‌ ভুবি ॥ ৬৬ ॥

যে একমাসমাত্র বিধান-অনুসারে ত্রিসন্ধ্যা এই প্রকারে পূজা করে সে বাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করে এবং সংসারে দেবতার মতো বিচরণ করে। ৬৬

মাঘশুক্লপ্রতিপদি দিবাহারবিবর্জিতঃ।
স্নাতঃ[৭] শুক্লাম্বরধরঃ সায়ং সন্ধ্যামুপাস্য চ ॥ ৬৭ ॥
পূর্বোক্তেনৈব[৮] মার্গেণ সর্বদ্রব্যসমন্বিতঃ।
যৌবনোল্লাসসহিতশ্চিদ্রূপাং দেবতাং স্মরন্‌ ॥ ৬৮ ॥
চন্দ্রাস্তময়পর্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
এবং প্রতিদিনং শুক্লচতুর্দশ্যন্তমর্চয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

মাঘের শুক্লপ্রতিপদে দিনের বেলা উপবাসী থেকে স্নান করে ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করতে হবে। তারপর পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সর্বদ্রব্যসমন্বিত এবং যৌবনোল্লাসযুক্ত হয়ে চিদ্রূপা দেবতার স্মরণ করে চন্দ্রাস্তকাল পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করতে হবে। এইভাবে শুক্লচতুর্দশী পর্যন্ত প্রতিদিন পূজা করতে হবে। ৬৭-৬৯

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পদ। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বার্চনং দেবং।
৩ ঐ, বার্চয়েৎ। ৪ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ত্রিসন্ধ্যং।
৫ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, দেবং। ৬ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, বিধানবিৎ।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, স্নাত্বা।
৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সূর্যার্চনোক্ত।

পৌর্ণমাস্যাং যথাশক্ত্যা পূজয়েচ্ছক্তিকৌলিকান্ ।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা শুক্লপক্ষার্চনং প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥
সর্বপাপ[১]বিশুদ্ধাত্মা সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতঃ ।
সর্বলোকৈকসম্পূজ্যঃ শিববন্নিবসেদ্ ভুবি[২] ॥ ৭১ ॥

প্রিয়ে, পূর্ণিমায় যথাশক্তি সশক্তি কৌলিকদের পূজা করতে হবে। যে ভক্তিসহকারে এই প্রকারে শুক্লপক্ষে পূজা করে সে সর্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা সর্বৈশ্বর্য-মণ্ডিত এবং সর্বলোকপূজ্য হয়ে সংসারে শিবের মতো বাস করে। ৭০-৭১

শুক্লপক্ষেঽর্চনং যদ্বত্তদ্বৎ পক্ষে সিতেতরে ।
যঃ করোতি বিধানেন সর্বং কামমবাপ্নুয়াৎ[৩] ॥ ৭২ ॥

শুক্লপক্ষে যেরূপ অর্চনা করতে হয় কৃষ্ণপক্ষেও যে বিধানানুসারে সেইরূপ করে সে সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করে। ৭২

ইহ ভুক্ত্বা[৪]ঽখিলান্ ভোগান্ দেববৎ[৫]প্রিয়দর্শনঃ ।
যোগিনীবীরমেলনং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

যোগিনীবীরমেলনং—যোগিনী ও বীরের সঙ্গ। যোগিনী অর্থ যোগসাধিকা এবং স্বয়ং মহাদেবী আর বীর অর্থ বীরভাবের সাধক এবং সাক্ষাৎ শিব।

ইহলোকে সমস্ত ভোগ্য ভোগ করে দেবতুল্য সেই প্রিয়দর্শন সাধক যোগিনী এবং বীরের সঙ্গ লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৭৩

অথ কার্তিকমাসস্য শুক্লপ্রতিপদীশ্বরি ।
স্নাত্বাচম্য[৬] বিশুদ্ধাত্মা ন্যাসান্ কৃত্বা পুরোদিতান্ ॥ ৭৪ ॥
প্রসুপ্তে জীবলোকে তু মুদিতাত্মা মহানিশি ।
পূর্বার্চনোক্ত[৭]বিধিনা সর্বদ্রব্যসমন্বিতঃ ॥ ৭৫ ॥
আজ্যেনানামিকাঙ্গুল[৮]বর্তিং প্রজ্বাল্য পার্বতি ।
পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রবসুপত্রসরোরুহে ॥ ৭৬ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, সর্বভাব।

২ তা বি গ,—গ, বধিহরেদ্ ভুবি ; ঐ,—ঙ, সর্বলোকৈকপূজ্যশ্চ নিবসেৎ শিবসন্নিধৌ ; ব গ, সর্বলোকৈপূজ্যশ্চ স বসেৎ শিবসন্নিধৌ।

৩ ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।

৪ ব গ, ভুঙ্‌ক্ত্বা।

৫ তা বি গ,—ক, দেবতা।

৬ তা বি গ,—খ, স্নাত্বোপোষ্য ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, স্নাত্বোপাস্য।

৭ তা বি গ,—খ, ঘ, সূর্যার্চনোক্ত।

৮ ঐ,—ক, খ, গ, ঘ, নানামিকাঙ্গুষ্ঠে।

মধুপূর্ণে চ কলসে কাংস্যপাত্রে মনোহরে।
দীপং সংস্থাপ্য পুরত উত্তরাভিমুখস্থিতঃ ॥ ৭৭ ॥
দীপে[১] সাবরণাং দেবীং ধ্যাত্বা বিধিবদর্চয়েৎ।
যৌবনোল্লাসসহিতো[২] দীপস্থাং দেবতাং স্মরন্[৩] ॥ ৭৮ ॥
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
এবং সমর্চয়েৎ কৃষ্ণচতুর্দশ্যন্তমম্বিকে ॥ ৭৯ ॥

ঈশ্বরী, কার্ত্তিক মাসের শুক্লপ্রতিপদে সাধক স্নান করে ও আচমন করে বিশুদ্ধ হয়ে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ন্যাসসমূহ করবে। পার্বতী, মহানিশিতে যখন সমস্ত জীবলোক প্রসুপ্ত তখন হৃষ্টাত্মা হয়ে সাধক অনামিকার মতো মোটা পলতের ঘিয়ের বাতি জ্বালাবে। পাঁচ রঙের রজ দিয়ে একটি মনোহর অষ্টদল পদ্ম চিত্রিত করে তার উপরে মদ্যপূর্ণ কলসী রেখে তার মাথায় একটি সুন্দর কাঁসার পাত্র রাখবে এবং ঐ কাঁসার পাত্রে উক্ত দীপ স্থাপন করে তা সামনে রেখে উত্তরমুখী হয়ে বসবে। ঐ দীপে সাবরণা দেবীর ধ্যান করে সাধক যথাবিধি অর্চনা করবে এবং যৌবনোল্লাসযুক্ত হয়ে দীপস্থা দেবতাকে স্মরণ করে একাগ্রমনে এক হাজার আটবার মন্ত্র জপ করবে। অম্বিকা, এই-ভাবে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্যন্ত পূজা করতে হবে। ৭৪-৭৯

অমাবস্যাদিনে ভক্ত্যা পূজয়েচ্ছক্তিকৌলিকান্[৪]।
এবং কৃতে কুলেশানি দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ[৫] ॥ ৮০ ॥

অমাবস্যার দিন ভক্তিসহকারে সশক্তি কৌলিকদের পূজা করতে হবে। কুলেশানী, এরূপ করলে সাধক দেবতার প্রীতি লাভ করে। ৮০

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতঃ।
সর্বলোকৈকসম্মান্যঃ সঞ্চরেৎ স যথাসুখম্ ॥ ৮১ ॥

উক্ত সাধক সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সর্বৈশ্বর্যসমন্বিত এবং সর্বলোকের সম্মানিত হয়ে সংসারে যথাসুখ বিচরণ করে। ৮১

---

১ ডা বি গ,—ক, দীপৈঃ ; ঐ,—গ, ঘ, দীপ।
২ ঐ,—ক, যৌবনোল্লাসসহিতাং। ৩ র গ, স্মরেৎ।
৪ ডা বি গ,—ঙ এবং র গ, পূজয়েৎ কুলশক্তিকান্।
৫ র গ,-মূত পাঠ ; ডা বি গ, দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ।

অষ্টাষ্টকার্চনং কুর্যাৎ শক্তশ্চেদেকবাসরে[১] ।
অথবাষ্টাষ্টদিবসেম্বথ[২] দ্বাষ্টদিনেষু বা ।
দ্বাত্রিংশদ্দিবসেম্বেবং চতুষষ্টি[৩]দিনেষু চ ॥ ৮২ ॥

অষ্টাষ্টকার্চনং—কুলাষ্টক এবং অকুলাষ্টকের অর্চনা ।

শক্তিসামর্থ্য থাকলে একদিনে অষ্টাষ্টকপূজা করতে হবে। নতুবা আট দিনে, ষোল দিনে, বত্রিশ দিনে বা চৌষট্টি দিনে তা করতে হবে। ৮২

গুরুণা কারয়েদ্দেবি ক্রমজ্ঞেনাপরেণ[৪] বা ।
ক্রমজ্ঞশ্চেৎ স্বয়ং কুর্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৮৩ ॥

দেবী, এই পূজা গুরুকে দিয়ে অথবা ক্রমজ্ঞ অপর ব্যক্তিকে দিয়ে করাতে হবে। সাধক যদি স্বয়ং ক্রমজ্ঞ হয় তা হলে বিত্তশাঠ্য বর্জন করে নিজেই পূজা করবে। ৮৩

মূলাষ্টকন্তু ব্রাহ্ম্যাদ্যা[৫]শ্চাসিতাঙ্গাদিভৈরবাঃ ।
মঙ্গলাদ্যৈশ্চ মিথুনৈ[৬]রষ্টভিঃ শব্দিতাঃ[৭] প্রিয়ে ॥ ৮৪ ॥

ব্রাহ্ম্যাদ্যা—ব্রাহ্মী আদি অষ্ট মাতৃকা বা শক্তি। যথা—ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী এবং নারসিংহী।—দ্রঃ বৃহৎ-তন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ৫৩৭। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। বামকেশ্বর-তন্ত্রার্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবে (১।১৬৯-১৭১) ব্রহ্মাণী মহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ঐন্দ্রী চামুণ্ডা এবং মহালক্ষ্মী এই অষ্টমাতৃকার নাম করা হয়েছে।

অসিতাঙ্গাদিভৈরবাঃ—অসিতাঙ্গ-আদি ভৈরবেরা। অষ্ট ভৈরব, যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্তভৈরব, কপালী, ভীষণ ও সংহার।—দ্রঃ পুর-শ্চর্যার্ণব, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ তরঙ্গ, পৃঃ ৪৭৩।

প্রিয়ে, ব্রাহ্মী-আদি অষ্ট শক্তি এবং অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরব এই মূলাষ্টক। এদের মঙ্গলাদি অষ্টমিথুন বলা হয়। ৮৪

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, শক্ত্যা চেৎক্তে চ বাসরে।
২ ঐ, অথবাষ্টদিনেষ্বথ ; তা বি গ,—গ, অথব ষ্টদিনেঃ্ববাথবা।
৩ তা বি গ,—গ, পঞ্চষষ্টি। ৪ ঐ,—ঙ এবং ব গ, নাপ্রণেণ।
৫ তা বি গ,—ক, ঘ,-প্রভৃ পাঠ ; তা বি গ এবং ব গ, ব্রাহ্ম্যা।
৬ তা বি গ,—ক, গ, নিপুণৈ। ৭ ঐ,—গ, শক্তিভিঃ ; ঐ,—ঙ, সহিতাঃ।

মূলাষ্টকোদ্ভবানীতি প্রসিদ্ধানি[১] কুলাগমে।
অক্ষোভ্যাদি[২]চতুঃষষ্টিমিথুনানি সমর্চয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

অক্ষোভ্যাদি চৌষট্টি মিথুন মূলাষ্টক থেকে উদ্ভূত একথা কুলাগমে প্রসিদ্ধ। এই সব মিথুনের পূজা করতে হবে। ৮৫

পূর্বোক্তেন বিধানেন যথাবিভবমর্চয়েৎ[৩]।
ক্রমলোপং ন কুর্বীত স্বেষ্টকার্যার্থসিদ্ধয়ে[৪] ॥ ৮৬ ॥

অর্থসামর্থ্যানুসারে স্বীয় ইষ্টকার্যসিদ্ধির জন্য ক্রমলোপ না করে পূজা করতে হবে। ৮৬

গন্ধপুষ্পাক্ষতাদৈশ্চ[৫] মৎস্যমাংসাসবাদিভিঃ।
ভক্ষ্যভোজ্যাদিভির্নানাপদার্থৈঃ ষড়্রসান্বিতৈঃ।
সম্যক্ সন্তোষয়েদ্দেবি মিথুনান্যতিভক্তিতঃ[৬] ॥ ৮৭ ॥

দেবী, অতিশয় ভক্তিসহকারে গন্ধ-পুষ্প-অক্ষতাদি, মৎস্য-মাংস-আসবাদি এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদি ষড়্রসযুক্ত নানা পদার্থ দিয়ে মিথুনদের সম্যক্ তুষ্টিবিধান করতে হবে। ৮৭

প্রৌঢ়ান্তোল্লাসপর্যন্তং[৭] কুর্যাৎ শ্রীচক্রমম্বিকে।
এবং যঃ কুরুতে দেবি সকৃদষ্টাষ্টকার্চনম্ ॥ ৮৮ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভিঃ স পূজ্যতে[৮]।
কিং পুনর্মানবাদ্যৈশ্চ সাক্ষাৎ শিব ইবাপরঃ ॥ ৮৯ ॥

অম্বিকা, প্রৌঢ়ান্তোল্লাস পর্যন্ত চক্র করতে হবে। দেবী, এই প্রকারে যে একবারমাত্র অষ্টাষ্টকের পূজা করে সে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়, মানবাদি দ্বারা যে হবে তার আর কথা কি। সে সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবের মতো। ৮৮-৮৯

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, মূলাষ্টকো ভবানীতি প্রসিদ্ধা হি।
২ তা বি গ,—ক, অষ্টম্যাদ্যো ; ঐ,—গ, ঘ, অষ্টম্যাদ্যৈঃ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, অহোরাত্রং।
৩ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ এবং ব গ, বিস্তরম্।
৪ তা বি গ,—ক, কার্যাম্নসিদ্ধয়ে ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, কর্মলোপং ন কুর্বীত চেষ্টা কার্যা সুসিদ্ধয়ে।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, গন্ধপুষ্পাম্বরাকল্পৈঃ।
৬ তা বি গ,—ক, শক্তিতঃ।
৭ ঐ,—ঙ এবং ব গ, প্রৌঢ়োল্লাসেন সহিতং।
৮ তা বি গ,—গ, ঘ, দেবতাভিশ্চ পূজয়েৎ।

যদর্চনাচ্চতুঃষষ্ঠিযোগিনীগণসংস্তুতঃ[১] ।
পুনরাবৃত্তিরহিতো নিবসেত্তব[২]সন্নিধৌ ॥ ৯০ ॥

যে অর্চনার জন্য সাধক চৌষট্টি যোগিনী ও তাদের অনুচরদের দ্বারা স্তুত হয় এবং তোমার সন্নিধিতে স্থান পায় আর সেখান থেকে তার আর পুনরাবর্তন হয় না। ৯০

সমস্তদেবতাপ্রীতিকারণং পরমেশ্বরি[৩] ।
তস্মাৎ[৪]পরতরা পূজা নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥

পরমেশ্বরী, সমস্ত দেবতার প্রীতির কারণ সেই পূজার চেয়ে উত্তম পূজা আর নেই, একথা নিঃসংশয় সত্য। ৯১

পশ্যেদেবংবিধং চক্রং যো ভক্ত্যাষ্টাষ্টকং প্রিয়ে[৫] ।
যজ্ঞদানতপ[৬]স্তীর্থব্রতকোটিফলং লভেৎ ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ে, যে ভক্তিসহকারে এরূপ অষ্টাষ্টকচক্র দর্শন করে সে কোটিযজ্ঞ দান তপস্যা ও ব্রতের ফল লাভ করে। ৯২

রাজা যঃ কারয়েদ্দেবি ভক্ত্যাষ্টাষ্টকপূজনম্[৭] ।
চতুঃসাগর[৮]পর্যন্তাং মহীং শাস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

দেবী, যে-রাজা ভক্তিভরে অষ্টাষ্টকপূজা করায় সে নিঃসংশয় চতুঃসাগরাবধি পৃথিবী শাসন করে। ৯৩

শ্রীকণ্ঠাদীনি পঞ্চাশন্মিথুনানি সমর্চয়েৎ ।
পূর্বোক্তেন বিধানেন কুলেশ্বরি[৯] বিধানবিৎ ॥ ৯৪ ॥

কুলেশ্বরী, বিধানবিৎ সাধক পূর্বোক্ত বিধানানুসারে শ্রীকণ্ঠাদি পঞ্চাশৎ মিথুনের পূজা করবে। ৯৪

স্বকার্যফলসিদ্ধ্যর্থং বিত্তলোভ[১০]বিবর্জিতঃ ।
প্রৌঢ়ান্তোল্লাসযুক্তানি মিথুনানি সমর্চয়েৎ[১১] ॥ ৯৫ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, সংযুতঃ ; ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, সংস্থিতঃ।
২ তা বি গ,—খ, নিবসেচ্ছিব। ৩ ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, প্রীতিকারিণী পরমেশ্বরী।
৪ ব্র গ,—ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অস্মাৎ। ৫ তা বি গ,—ক, যস্তু ভক্তঃ সমাহিতঃ।
৬ ঐ,—ঙ, যজ্ঞদানব্রতৈ ; ব্র গ, যজ্ঞদানব্রত।
৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ভক্ত্যাষ্টকসুসিদ্ধয়ে।
৮ তা বি গ,—গ, ঘ, চতুঃসগর। ৯ ব্র গ, বিশ্বেশ্বরি।
১০ তা বি গ,—ক, গ, ঘ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—খ, ধনলোভ ; তা বি গ এবং ব্র গ, বিত্তশাঠ্য।
১১ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, মিথুনান্তর কারয়েৎ।

বিত্তলোভরহিত সাধক স্বকার্যফললাভের জন্য প্রৌঢ়ান্তোল্লাসযুক্ত মিথুনদের পূজা করবে। ৯৫

সন্তুষ্টানি প্রযচ্ছন্তি সাধকায়েপ্সিতং বরম্[১]।
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বত্র পূজ্যতে দেববৎ প্রিয়ে।
তব লোকে বসেদ্দেবি ব্রহ্মাদিসুরসংবৃতঃ[২] ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ে, সন্তুষ্ট মিথুনেরা সাধককে ঈপ্সিত বর প্রদান করেন। দেবী, তার আজ্ঞা হয় অব্যাহত। সে দেববৎ সর্বত্র পূজিত হয় এবং ব্রহ্মাদি-দেবতাপরিবৃত হয়ে তোমার লোকে বাস করে। ৯৬

কেশবাদি গণেশাদি কামাদি মিথুনানি চ।
শ্রীকণ্ঠাদিবদভ্যর্চ্য[৩] তৎফলং লভতে ধ্রুবং ॥ ৯৭ ॥

শ্রীকণ্ঠাদির মতো কেশবাদি গণেশাদি কামাদি মিথুনের অর্চনা করে সাধক নিশ্চয় সেই অর্চনার ফল লাভ করবে। ৯৭

অনুগ্রহন্ত যঃ কুর্যাৎ ডাকিন্যাদিসমর্চনে[৪]।
মাসে মাসে ঽথবা বর্ষে[৫] স্বজন্মদিবসে প্রিয়ে ॥ ৯৮ ॥
পূর্বোক্তেন বিধানেন যথাবিভববিস্তরম্।
প্রৌঢ়ান্তোল্লাসপর্যন্তং তোষয়েত্তদ্বিধানবিৎ[৬] ॥ ৯৯ ॥
কুর্বন্ত্যনুগ্রহং দেবি সন্তুষ্টাঃ সর্ব[৭] দেবতাঃ।
সর্বোপদ্রব[৮]রহিতঃ সর্বৈশ্বর্যসমন্বিতঃ ॥ ১০০ ॥
লোকেঽস্মিন্ সংস্তুতঃ[৯] সর্বৈঃ স জীবেচ্ছরদাং শতম্[১০]।
দেহান্তে সমবাপ্নোতি তব লোকং ন সংশয়ঃ ॥ ১০১ ॥

প্রিয়ে, প্রতিমাসে প্রতিবৎসরে অথবা নিজের জন্মদিনে যে ডাকিনী-আদির পূজায় আনুকূল্য করে এবং সেই পূজার বিধান জানে বলে পূর্বোক্ত বিধানানু-সারে প্রৌঢ়োল্লাসপর্যন্ত অর্থসামর্থ্যানুযায়ী সাধকের তুষ্টি বিধান করে, ওগো

---

১ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ফলম্।

২ তা বি গ,—গ, ঘ,-ধৃত পাঠ ; ঐ,—ক, সুরবন্দিতে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ব্রহ্মাদীশ্বর-সংস্তুতঃ ; তা বি গ, ব্রহ্মাদিসুরসংস্তুতঃ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সমভ্যর্চ্য।

৪ তা বি গ,—ক, সমর্চয়ন্ ; ঐ,—ঘ, সমর্চয়েৎ। ৫ তা বি গ,—ক, রাধ্য।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তাং বিধানতঃ। ৭ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ, তাস্ত।

৮ তা বি গ,—ঘ, সর্বোপযোগ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সর্বাপত্রোগ।

৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সৎকৃতঃ।

১০ তা বি গ,—গ, ঘ, ষষ্টিপীঠার্চনফলং লভেৎ।

দেবী, সব দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অনুগ্রহ করেন। সে সর্বোপদ্রবমুক্ত ও সর্বৈশ্বর্যযুক্ত হয়ে এ সংসারে সকলের স্তুতি লাভ করে শতবর্ষ বেঁচে থাকে আর দেহান্তে নিঃসংশয় তোমার লোক প্রাপ্ত হয়। ৯৮-১০১

দূতীযাগন্তু[১] যঃ কুর্যাৎ পূর্বোক্তবিধিনা প্রিয়ে[২]।
নির্বিকল্পেন চিত্তেন অষ্টশক্তি[৩]সমন্বিতঃ ॥ ১০২ ॥
বর্ষে বর্ষে চতুঃষষ্টিপীঠার্চনফলং লভেৎ।
আজ্ঞাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৩ ॥

দূতীযাগ—পঞ্চমকার সাধনার যে-পঞ্চমকার সাধনা তার নাম দূতীযাগ। এটি গূঢ় গুরুগম্য কঠিন সাধনা। "শাস্ত্র পড়ে এসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হতে পারেনা। উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে এ সাধনা একালে আর সম্ভবপর নয়। প্রায় দেড়শ বছর আগে রামেশ্বর লিখেছেন, তাঁর সময়েই দূতীযাগের অনুষ্ঠানের অভাব ঘটেছে বলে তিনি এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেন নি।"—অন্যান্য বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬১২—৬১৩।

প্রিয়ে, পূর্বোক্ত বিধানানুসারে যে নির্বিকারচিত্তে অষ্টশক্তিসমন্বিত হয়ে বৎসরে বৎসরে দূতীযাগ করে সে চৌষট্টি পীঠপূজার ফল লাভ করে। তার আজ্ঞাসিদ্ধি হয় (অর্থাৎ সে যা আজ্ঞা করে তৎক্ষণাৎ তাই হয়) এবং সে দেবতার প্রীতিভাজন হয়। ১০২—১০৩

ত্রিকপূজান্তু[৪] যঃ কুর্যাদিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকাম্[৫]।
আগমোক্তেন বিধিনা পূর্ববত্তদ্বিধানবিৎ ॥ ১০৪ ॥
পদার্থৈস্তোষয়েৎ[৬] সম্যক্ যথাবিভববিস্তরম্।
সন্তুষ্টা দেবতাঃ সর্বাঃ[৭] সর্বকর্ম[৮]ফলপ্রদাঃ।
দেবেশি সাধকাভীষ্টং প্রযচ্ছন্তি ন সংশয় ॥ ১০৫ ॥

ত্রিকপূজাং—ত্রিকের পূজা। "কুল-মতে অনুত্তর (চিৎ), আনন্দ, ইচ্ছা, এষণা, উন্মেষ এবং উনতা এই ছয় শক্তির মধ্যে চিৎ, ইচ্ছা এবং উন্মেষ এই তিন

১ ঐ'—খ, গ, ইতি যাগন্তু।
২ ঐ,—ঙ এবং র গ, কুর্যাৎ পূর্বোক্তবিধিনা ভাবিতাঃ পূজনং প্রিয়ে।
৩ তা বি গ,—ক, দ্বত পাঠ; ঐ,—খ, শ্রেষ্ঠশক্তি; তা বি গ এবং র গ, নবশক্তি।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পূজা ত্রিকন্তু।
৫ র গ, ক্রিয়াধিতং; তা বি গ,—ক, একাং পূজান্তু যঃ কুর্যাদ্দিব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মিকাম্।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পদার্থৈঃ ষড়্‌ভর্বৈঃ।
৭ ঐ,-দ্বত পাঠ; তা বি গ, দেবতাস্থিরাঃ।
৮ তা বি গ,—খ, সর্বকালে; ঐ,—ঙ এবং র গ, সর্বজ্ঞান।

শক্তিকে অর্থাৎ ত্রিককে সার মনে করা হয়। এই ত্রিক পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য-শক্তির পূর্ণসংঘটিত রূপ। এই ত্রিক ব্রাচ্যাবাচ্যাত্মক বিশ্বের সর্ব আক্ষেপে বর্তমান।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩০২—৩০৩।

আগমোক্ত বিধি-অনুসারে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা ত্রিকপূজা যে করে এবং পূর্বের মতো অর্থাৎ পূর্বে যেমন বলা হয়েছে সেই মতো আপন অর্থসামর্থ্যা-নুসারে যথাবিহিত পদার্থ সমূহের দ্বারা তৎসম্পর্কিত বিধানজ্ঞ যে দেবতাদের তুষ্টি বিধান করে সর্বকর্মের ফলপ্রদানকারী দেবতারা সেই সাধকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে, ওগো দেবেশী, তাকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করেন, বিষয়ে এ সংশয় নেই। ১০৪—১০৫

ইত্যাদি দেবতাপূজাং বিশেষদিবসেষু যঃ[১]।
করোতি[২] শাস্ত্রবিধিনা স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ ॥ ১০৬ ॥

বিশেষ বিশেষ এইসব (উপরে বিবৃত) দেবতার পূজা শাস্ত্রবিধি-অনুসারে যে করে সে আমাদের প্রিয় হয়। ১০৬

শ্রীচক্রং কৌলিকো মোহাদ্বিশেষদিবসেষু যঃ।
ন করোতি সমর্থঃ সন্ স ভবেদ্ যোগিনীপশুঃ ॥ ১০৭ ॥

যে-কৌলিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মোহবশতঃ বিশেষ বিশেষ দিনে চক্রের অনুষ্ঠান করে না সে যোগিনীদের পশু হয়। ১০৭

কুলপূজাং বিনা চক্রে[৩] নাধিকারঃ কথঞ্চন।
কুলপূজাং সুনিয়তং যঃ করোতি স কৌলিকঃ ॥ ১০৮ ॥

কুলপূজা ছাড়া কোনো প্রকারেই চক্রে অধিকার হয় না। যে সুসংযতভাবে কুলপূজা করে সে-ই কৌলিক। ১০৮

বিনা যন্ত্রেণ পূজা চেদ্দেবতা ন প্রসীদতি।
কুলপূজাস্তু নিয়তং[৪] যঃ করোতি হি কৌলিকঃ।
কুলেশি সর্বদাপ্নোতি[৫] যোগিনীবীরমেলনম্ ॥ ১০৯ ॥

যন্ত্র ছাড়া যদি পূজা হয় তা হলে দেবতা প্রসন্ন হন না। কুলেশী, যে-কৌলিক নিয়ত কুলপূজা করে সে সর্বদা যোগিনী ও বীরের সঙ্গ লাভ করে। ১০৯

---

১ তা বি গ,—খ, ঙ এবং হ গ, দিবসেষু চ।
২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ভজেত; ঐ,—ঙ এবং হ গ, ভজেযুঃ।
৩ তা বি গ,—গ, বৎস। ৪ হ গ-ধৃত পাঠ; তা বি গ, কুলপূজাং সুনিয়তং।
৫ তা বি গ,—গ, ঘ, সর্বমাপ্নোতি; ঐ,—খ, ঙ, এবং হ গ, সমবাপ্নোতি।

নীচোঽপি বা সকৃদ্ভক্ত্যা কারয়েদ্ যঃ কুলার্চনম্।
স সদ্‌গতিমবাপ্নোতি কিমুতান্যে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১১০ ॥

নীচ ব্যক্তিও যদি ভক্তিসহকারে একবার কুলপূজা করায় তা হলে সে সদ্‌গতি লাভ করে, দ্বিজাতি অন্যদের আর কথা কি। ১১০

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
কুলপূজারতো ভূয়াদভীষ্টফলসিদ্ধয়ে ॥ ১১১ ॥

অতএব, অভীষ্ট ফললাভের জন্য সর্বদা সকল অবস্থায় সর্বপ্রযত্নে কুলপূজারত হতে হবে। ১১১

কুলপূজাধিকো যজ্ঞঃ কুলপূজাধিকং ব্রতম্।
কুলপূজাধিকং তীর্থং কুলপূজাধিকং তপঃ ॥ ১১২ ॥
কুলপূজাধিকং দানং কুলপূজাধিকা ক্রিয়া।
কুলপূজাধিকং জ্ঞানং কুলপূজাধিকং সুখম্ ॥ ১১৩ ॥
কুলপূজাধিকো ধর্মঃ কুলপূজাধিকং ফলম্।
কুলপূজাধিকং ধ্যানং কুলপূজাধিকং মহঃ ॥ ১১৪ ॥
কুলপূজাধিকো যোগঃ কুলপূজাধিকা গতিঃ।
কুলপূজাধিকং ভাগ্যং কুলপূজাধিকার্চনা ॥ ১১৫ ॥
নাস্তি নাস্তি পুনর্ননাস্তি ত্বাং শপে কুলনায়িকে।
বহুনাথ কিমুক্তেন রহস্যং শৃণু পার্বতি ॥ ১১৬ ॥

কুলপূজার বাড়া যজ্ঞ, ব্রত, তীর্থ, তপস্যা, দান, ক্রিয়া, জ্ঞান, সুখ, ধর্ম, ফল, ধ্যান, মহঃ, যোগ, গতি, ভাগ্য, অর্চনা, ওগো কুলনায়িকা, তোমার শপথ করে বলছি, নাই নাই নাই। পার্বতী এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে। রহস্য বলছি, শোন। ১১২-১১৬

বেদশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কুলপূজাং করোতি যঃ[1]।
তৎসমীপে স্থিতং মাং ত্বাং বিদ্ধি নান্যত্র ভাবিনি[2]।
ইদং সত্যমিদং সত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

যে বেদশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে কুলপূজা করে, ওগো ভাবিনী, আমাকে এবং তোমাকে তার নিকটে অবস্থিত জানবে, অন্যত্র নয়। একথা নিঃসংশয় সত্য সত্য সত্য। ১১৭

---

১ তা বি গ,—ক, পূজাং করোতি যো নরঃ।
২ ঐ,—গ, ঘ, ত্বৎসমীপে স্থিতিং যাতি বিদ্ধিনান্যত্র ভাবিনি।

খ[১]ভূমিদিগ্‌জলগিরিবনসর্ব[২]চরাঃ প্রিয়ে।
সহস্রকোটিযোগিন্যস্তাবন্তো ভৈরবা অপি।
নিযুক্তা হি ময়া দেবি কুলসংরক্ষণায় চ ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়ে, আকাশ, ভূমি, দিক্‌, জল, গিরি, বন সর্বত্র বিচরণকারী সহস্রকোটি যোগিনী এবং সেই সংখ্যক ভৈরবকে, ওগো দেবী, আমি কুলসংরক্ষণ-কর্মে নিযুক্ত করেছি। ১১৮

দিবসে দিবসে সর্বে পার্বতি মুদিতাননাঃ[৩]।
সাধকানেব বীক্ষন্তে স্ব স্ব[৪] পূজনলিপ্সয়া[৫] ॥ ১১৯ ॥

পার্বতী, প্রতিদিন প্রসন্নমুখে এরা নিজ নিজ পূজার লোভে সাধকদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ১১৯

অপূজিতাস্তু নিঘ্নন্তি[৬] পালয়ন্তি[৭] সুপূজিতাঃ।
গুরুভক্তান্‌ সদাচারান্‌ গুহ্যধর্মান্‌ সদাশিবান্‌[৮] ॥ ১২০ ॥
ভক্তিহীনান্‌ দুরাচারান্‌ নাশয়ন্তি প্রকাশকান্‌[৯]।
শ্রীচক্রে সংস্মরেত্তস্মাদ্‌ যোগিনীভৈরবান্‌ প্রিয়ে ॥ ১২১ ॥

পূজা না পেলে এরা বিনাশ করে আর উত্তমরূপে পূজা পেলে করে রক্ষা। গুরুভক্ত, সদাচারপরায়ণ, কুলধর্মগোপনকারী, সর্বদা মঙ্গলকারী সাধকদের রক্ষা করে আর ভক্তিহীন, দুরাচারপরায়ণ, কুলধর্মপ্রকাশকারী ব্যক্তিদের বিনাশ করে। সেইজন্য, চক্রে যোগিনী ও ভৈরবদের স্মরণ করা কর্তব্য। ১২০-১২১

ন স্মরেদ্‌ যদি মূঢ়াত্মা যোগিনীনাং ভবেৎপশুঃ।
তস্মাৎ শ্রীচক্রমধ্যে তু সংস্মরেৎ সর্বদেবতাঃ[১০] ॥ ১২২ ॥

যদি কোনো মূঢ়াত্মা স্মরণ না করে তা হলে সে যোগিনীদের পশু হয়। অতএব, চক্রে সব দেবতাদের স্মরণ করা উচিত। ১২২

---

১ র গ, স।   ২ র. গ, নভোবন।
৩ তা বি গ,—গ, ঘ, পর্বতে জলকাননে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দিবসেষু বিশেষেষু সর্বে চ মুদিতা নরাঃ।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্বয়ং।
৫ তা বি গ,—খ, সাবধানেন রক্ষান্তে দেবাঃ পূজনকাঙ্ক্ষয়া।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিঘ্নন্তি।   ৭ ঐ, প্রসীদন্তি ; তা বি গ,—খ, প্রসীদন্তি।
৮ তা বি গ,—ঙ, নমন্তি চ ; র গ, গুপ্তধর্মপ্রমন্তি চ।
৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, প্রসাধকান্‌।
১০ তা বি গ,—ক, সংস্মরেদ্দেবতাশ্চ তাঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কুলদেবতাঃ।

অনুগৃহ্ণন্তি দেবেশি সাধকান্ নাত্র সংশয়ঃ[১]।
অনুগ্রহস্তু বক্ষ্যামি শৃণু দেবি যথাক্রমম্ ॥ ১২৩ ॥

দেবতারা সাধকদের অনুগ্রহ করেন এ বিষয়ে সংশয় নেই। দেবী, যথাক্রম অনুগ্রহ বলছি, শোন। ১২৩

আত্মনোঽনুগ্রহার্থং বা পরার্থং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।
শুচিদ্রব্যসমাযুক্তং চক্রপূজাসমন্বিতম্ ॥ ১২৪ ॥
সর্বেষাং দক্ষিণাং দত্ত্বা হোমপাত্রং পৃথক্ পৃথক্।
প্রপূজয়েচ্চ বর্ণস্থাঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ১২৫ ॥
হর্ষানন্দময়সংযুক্তাঃ প্রসন্নাশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
পায়সাজ্যৌদনৈর্যুক্তৈর্নৈবেদ্যৈর্ভক্তিসংযুতৈঃ ॥ ১২৬ ॥
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যগর্চয়িত্বা গণেশ্বরম্।
হসখ ফ্রেং হেসৌং [হ্সৌং] ভাং ভীং ডমলবরযূং ততঃ ॥ ১২৭ ॥
শ্রীপাদুকাং হেসৌ [হ্সৌ] মিতি চ হসখফ্রেংপুটন্ততঃ।
সঙ্কল্প্য মনসোঽভীষ্টং মধুরত্রিতয়ৈঃ প্রিয়ে ॥ ১২৮ ॥
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যগর্চয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্।
পূজয়িত্বেপ্সিতান্ কামান্ প্রার্থয়েৎ কমলাননে ॥ ১২৯ ॥

মধুরত্রিতয়—ঘৃত মধু শর্করা।

নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অনুগ্রহের জন্য চক্রপূজার উপযোগী শ্রেষ্ঠ ও উত্তম শুচিদ্রব্যসহ উদ্দিষ্ট সকলের জন্য দক্ষিণা দিয়ে পৃথক্ পৃথক্ হোমপাত্র স্থাপন করতে হবে। তারপর সর্বাভরণভূষিত, হর্ষানন্দে ময়সংযুক্ত, প্রসন্ন বর্ণস্থ:দেবতাদের পূজা করতে হবে। ভক্তিসহকারে পায়সান্ন ও ঘৃতান্নযুক্ত নৈবেদ্য ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গণেশ্বরের সম্যক্ অর্চনা করতে হবে। এবার হ স খ ফ্রেং হ্সৌং ভাং ভীং ডমলবরযূং শ্রীপাদুকাং হ্সৌং হ স খ ফ্রেং এই মন্ত্র পড়তে হবে। তারপর মনের অভীষ্ট বস্তুর সংকল্প করে মধুরত্রিতয় এবং গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদের পৃথক্ পৃথক্ সম্যক্ অর্চনা করতে হবে। ওগো কমলাননা, এইভাবে পূজা করে সাধক কাম্যবস্তুসমূহ প্রার্থনা করবে। ১২৪-১২৯

ঈপ্সিতানি চ সর্বাণি সাধকো লভতে বরম্।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি রক্ষার্থং পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১৩০ ॥

প্রিয়ে, পূর্বোক্ত প্রকারে পূজা করলে সাধক সর্ব ঈপ্সিত লাভ করে। নিজের এবং অপরের রক্ষার জন্যও পূজা করা উচিত। ১৩০

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সাধকস্বে ন সংশয়ঃ।

রোগাণাং নাশনার্থঞ্চ যথাত্র পুত্রসিদ্ধয়ে।
বশ্যার্থং মঙ্গলার্থঞ্চ ধর্মকর্মার্থসিদ্ধয়ে[১] ॥ ১৩১ ॥
সপ্তাহং পূজয়েদ্দেবি চতুর্দ্দশদিনানি চ।
একবিংশদিনান্তত্র লভতে চেপ্সিতং ফলম্ ॥ ১৩২ ॥

দেবী, রোগবিনাশের জন্য, পুত্রলাভের জন্য, বশীকরণের জন্য, মঙ্গলবিধানের জন্য, ধর্মকর্মার্থসিদ্ধির জন্য, এক সপ্তাহ চৌদ্দ দিন বা একুশ দিন পূজা করতে হবে। তা হলেই ঈপ্সিত লাভ হবে। ১৩১-১৩২

দক্ষিণাঞ্চ পৃথগ্ দদ্যাদ্বস্ত্রভূষাঙ্গুরীয়কম্।
কুলাষ্টকসমাযুক্তং চতুঃষষ্টিসমন্বিতম্ ॥ ১৩৩ ॥
অর্চিতঞ্চ প্রযত্নেন সিদ্ধির্ভবত্যনেকশঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্বীত যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ ॥ ১৩৪ ॥

পূজার দক্ষিণা পৃথক্ দিতে হবে এবং বস্ত্রভূষণ ও অঙ্গুরীয়ক দিতে হবে। কুলাষ্টক এবং চৌষট্টি যোগিনীসহ পূজা যত্নসহকারে করলে অনেক প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। সাধক যদি আপনার সিদ্ধি চায় তা হলে তাকে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করতে হবে। ১৩৩-১৩৪

এবং ষট্কং সমাখ্যাতমনুগ্রহং বরাননে।
অর্চিতব্যং প্রযত্নেন সাধকৈঃ স্বেষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৫ ॥

অনুগ্রহং ষট্কং—আত্মাপররক্ষা, রোগনাশ, পুত্রলাভ, বশীকরণ, মঙ্গলবিধান এবং ধর্মকর্মার্থসিদ্ধি।

বরাননা, এই প্রকার ষট্ক অনুগ্রহ বলে খ্যাত। সাধককে স্বীয় ইষ্টসিদ্ধির জন্য যত্নসহকারে পূজা করতে হবে। ১৩৫

ধ্যাত্বৈব পূজয়েদেতা ডাকিন্যাদ্যা বরাননে।
সম্পূজ্য সপ্তমীং দেবীং পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৬ ॥

ডাকিন্যাদ্যা—ডাকিনী-আদি দেবীরা। ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী এই ছয় জন।

সপ্তমীং দেবীং—পূজার সময় ডাকিনী-আদি ছয় জনের পর সপ্তমস্থানীয়া। ইনি সাধকের আরাধ্যা দেবী কুলেশ্বরী।

ওগো বরাননা, ডাকিনী-আদি এই দেবীদের ধ্যান করে পূজা করতে হবে। ওঁদের পূজা করার পর সর্বসিদ্ধির জন্য সপ্তমী দেবীর পূজা করতে হবে। ১৩৬

১ ব গ. ধর্মাধর্মার্থসিদ্ধয়ে।

শক্তিদেহসমুৎপন্নং শক্তিনির্মাল্যভোজনে।
স্ববর্গেণ সমাযুক্তা দত্তনির্মাল্যমিত্যপি।
প্রতিগৃহ্ণযুগঃ স্বাহা ইতি নির্মাল্যসর্জনম্ ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকটিতে উদ্ধৃত মন্ত্র—শক্তিনির্মাল্যভোজনে স্ববর্গেণ সমাযুক্তা শক্তিদেহ-সমুৎপন্নং দত্তনির্মাল্যং প্রতিগৃহ্ণ প্রতিগৃহ্ণ স্বাহা।

শক্তিদেহসমুৎপন্নং—শাক্তমতে ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব। কাজেই, সংসারের যাবতীয় পদার্থই শক্তিদেহসমুৎপন্ন বলা যায়।

শক্তিনির্মাল্য ভোজনে— ওগো শক্তিনির্মাল্যভোজনা অর্থাৎ শক্তির নির্মাল্য ভোজনকারিণী। শক্তিনির্মাল্য—শক্তি অর্থাৎ মহাদেবীকে দত্ত ও বিসর্জনের পর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য। সাধিকারূপিণী শক্তিকে নির্মাল্য সমর্পণ শ্লোকটিতে উদ্দিষ্ট।

ওগো শক্তিনির্মাল্যভোজনকারিণী, মৎপ্রদত্ত শক্তিদেহসমুৎপন্ন নির্মাল্য স্ববর্গের সহিত গ্রহণ কর, গ্রহণ কর স্বাহা—এই মন্ত্র পড়ে নির্মাল্য সমর্পণ করতে হবে। ১৩৭

ডাকিনী সর্পবদনা বিত্তজা জ্বলনপ্রভা।
কমণ্ডলুং কর্তৃকাঞ্চ ধারয়ন্তী বরপ্রদা ॥ ১৩৮ ॥

ডাকিনী সর্পবদনা, বিত্তজাতা, অগ্নিপ্রভা, কমণ্ডলু ও কর্তৃকা-ধারিণী এবং বরদায়িনী। ১৩৮

উলূকবদনা দেবী রাকিণী নীলসন্নিভা।
খড়্গখেটকসংযুক্তা সর্বালঙ্কারভূষিতা ॥ ১৩৯ ॥

দেবী রাকিণী উলূকবদনা, নীলসন্নিভা, খড়্গখেটকধারিণী এবং সর্বালঙ্কার-ভূষিতা। ১৩৯

লাকিনী শ্রীকপালাঢ্যা পাশাঙ্কুশধরা সতী।
পাটলীপুষ্পসঙ্কাশা সর্বাভরণভূষিতা ॥ ১৪০ ॥

সতী লাকিনী কপালসমৃদ্ধা (উঁচকপালী), পাশ-অঙ্কুশ-ধারিণী, পাটলী-পুষ্পসঙ্কাশা এবং সর্বাভরণ-ভূষিতা। ১৪০

কাকিনী হয়বক্ত্রা চ মাণিক্যসদৃশপ্রভা।
ত্রিমুখী মুণ্ডসংযুক্তা সিদ্ধিদা সর্বশোভনা ॥ ১৪১ ॥

কাকিনী ঘোটকাননা, মাণিক্যের মতো প্রভাশালিনী, ত্রিমুখী, মুণ্ডধারিণী, সিদ্ধিদায়িনী এবং সর্বশোভনা। ১৪১

শাকিনী ভুজগপ্রখ্যা মার্জারাস্যা সুশোভনা।
কুলিশঞ্চ তথা দণ্ডং ধারয়ন্তী শুচিস্মিতা ॥ ১৪২ ॥

শাকিনী অঞ্জনসদৃশা, মার্জারমুখী, সুশোভনা, শুচিস্মিতা এবং কুলিশ-দণ্ড-ধারিণী। ১৪২

হাকিনা ভল্লুকবদনা নীলনীরদসন্নিভা।
কপালশূলহস্তা চ খেটকৈরুপশোভিতা।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চষণ্মুখী সরভাভয়া ॥ ১৪৩ ॥

সরভাভয়া—সরভা অভয়া। সরভা শব্দটির অর্থ দুর্জ্ঞেয়। সরেণ ভাতি যা সা সরভা, যিনি বাণের দ্বারা দীপ্তিমতী তিনি, অথবা গতির দ্বারা দীপ্তিমতী তিনি।

হাকিনী ভল্লুকবদনা, নীলনীরদসন্নিভা, তাঁর হস্তে কপাল ও শূল এবং তিনি খেটকশোভিতা। তিনি একমুখী, দ্বিমুখী, ত্রিমুখী, চতুর্মুখী, পঞ্চমুখী, ষণ্মুখী, সরভা এবং অভয়া। ১৪৩

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিদ্বিশেষদিবসার্চনম্।
সমাসেন কুলেশানি কিন্তুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪৪ ॥

কুলেশানী, বিশেষ দিনের অর্চনা সম্বন্ধে তোমাকে সংক্ষেপে এই কিছু বললাম। আবার কি শুনতে চাও। ১৪৪

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে বিশেষদিবসার্চনং নাম দশম উল্লাসঃ ॥ ১০ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে বিশেষদিবসার্চন নামক দশম উল্লাস সমাপ্ত। ১০

একাদশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বলোকৈকপূজিত।
কুলাচারক্রমং দেব বদ মে করুণানিধি ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—সর্বলোকপূজিত হে কুলেশ, করুণানিধি হে দেব, কুলাচারক্রম সম্বন্ধে শুনতে চাই। তাই আমাকে বল।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ[1] প্রমুচ্যতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র জীব সর্বপাপমুক্ত হয়। ২

যদি চেদ্দীক্ষিতো জ্যেষ্ঠঃ[2] কুলপূজাদিবর্জিতঃ।
তৎকনিষ্ঠঃ ক্রমজ্ঞ[3]শ্চেৎ কুলপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥

দীক্ষাপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ যদি কুলপূজাদিবর্জিত হয় আর তার কনিষ্ঠ যদি ক্রমজ্ঞ হয় তা হলে সে-ই কুলপূজা করবে। ৩

তৎসমীপং ততো গত্বা নমস্কৃত্য গুরুং যথা[4]।
তস্মৈ নিবেদ্য তৎসর্বং শেষং ভুঞ্জীত পার্বতি ॥ ৪ ॥

পার্বতী, সেইজন্য সাধক তার কাছে গিয়ে গুরুকে যেমন প্রণাম করে তেমনি প্রণাম করবে এবং তাঁকে যথাবিহিত সব দ্রব্য নিবেদন করে অবশিষ্ট নিজে খাবে। ৪

পূজামধ্যে গুরৌ জ্যেষ্ঠে পূজ্যে বাপি[5] সমাগতে।
নত্বা ব্রূয়াৎ স্থিতং শিষ্টমাচরেত্তদনুজ্ঞয়া ॥ ৫ ॥

পূজার মধ্যে গুরু, জ্যেষ্ঠ বা কোনো পূজ্য ব্যক্তি এসে গেলে তাকে প্রণাম করে বলতে হবে 'আপনি অবস্থান করুন' এবং তার অনুমতি নিয়ে অবশিষ্ট পূজা করতে হবে। ৫

জ্যেষ্ঠস্য চ কনিষ্ঠস্য শিষ্যাবেকত্র সংস্থিতৌ।
তত্র পূর্ববদাচারঃ কথিতঃ কুলনায়িকে ॥ ৬ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ঝ গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পঞ্চপাপৈঃ; ঐ,—খ, পঞ্চপাপৈঃ।
২ তা বি গ,—খ, যদা তু দীক্ষিতঃ শ্রেষ্ঠঃ।
৩ ঐ, তত্ত্বজ্ঞ।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং ঝ গ, গুরোর্যথা।
৫ ঐ, কনিষ্ঠে বা।

ওগো কুলনায়িকা, যদি জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের শিষ্য দুজন একত্র থাকে তা হলে পূর্বোক্তপ্রকার আচার নির্দিষ্ট। ৬

অজ্ঞাতে কৌলিকে প্রাপ্তে[১] পারম্পর্যং সমাচরেৎ[২]।
স্মৃত্বা স্বস্য[৩] গুরুং দেবি স্বস্য মার্গেণ[৪] তর্পয়েৎ ॥ ৭ ॥

অজ্ঞাত কোনো কৌলিক এসে গেলে আপন পরম্পরানুসারে চলতে হবে। স্বীয় গুরুকে স্মরণ করে নিজের পদ্ধতি অনুসারে দেবতার পরিতোষ বিধান করতে হবে। ৭

নিত্যার্চনং দিনে কুর্যাৎ রাত্রৌ নৈমিত্তিকার্চনম্।
উভয়োঃ কাম্যকর্মাণি চেতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৮ ॥

নিত্যপূজা করতে হবে দিনের বেলা আর নৈমিত্তিক পূজা রাতে। কাম্য-কর্মসমূহ অর্থাৎ কাম্যপূজাদি উভয় কালেই করা যায়- এটি শাস্ত্রবিধি। ৮

অস্নাত্বা অনাসনস্থো বা ভুক্ত্বা বা প্রলপন্নপি[৫]।
গন্ধপুষ্পাক্ষতা[৬]কল্পবস্ত্রাদ্যৈরনলঙ্কৃতঃ।
অবিশুদ্ধশরীরো বা কুলপূজাং ন চাচরেৎ ॥ ৯ ॥

অস্নাত অবস্থায়, আসনস্থ না হয়ে, ভোজনের পর, বাজে কথা বলতে বলতে, গন্ধ-পুষ্প-অক্ষত-ভূষণ-বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত না হয়ে, অবিশুদ্ধশরীরে কুলপূজা করতে নেই। ৯

বিনা মাংসেন[৭] যা পূজা বিনা মদ্যেন[৮] তর্পণম্।
বিনা শক্ত্যা তু মৎপানং নিষ্ফলং কথিতং প্রিয়ে ॥ ১০ ॥

প্রিয়ে, মাংস ছাড়া পূজা, মদ্য ছাড়া তর্পণ, শক্তি ছাড়া মদ্যপান নিষ্ফল বলা হয়। ১০

শ্রীচক্রমেকো ন[৯] কুর্যাদেকপাত্রে ন চার্চয়েৎ[১০]।
নার্চয়েদেকহস্তেন ন পিবেদেক পাণিনা ॥ ১১ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ-ধৃত পাঠ; তা বি গ,—অজ্ঞাতকৌলিকে প্রাপ্তে; ঐ—ক, অজ্ঞাতকালপ্রাপ্তকেৎ; ঐ,—গ, ঘ, অজ্ঞাতকুলপ্রাপ্তকেৎ।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ,—পৌর্বাপর্যঞ্চ চিন্তয়েৎ।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, অন্বুযা।
৪ ঐ, বৈষ্ণমার্গেণ।
৫ ঐ, অস্নাত্বা চাসনস্থো বা ভুক্ত্বা বা প্রণতাবপি।
৬ ঐ, গন্ধপুষ্পাম্বরা।
৭ ঐ-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মৎস্যেণ; ঐ—খ, ঘ, বিনা মদ্যেন।
৮ তা বি গ—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মাংসেন।
৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, বা।
১০ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, কুর্যাদেকপাত্রন্তু নার্চয়েৎ।

একা চক্র-অনুষ্ঠান করা উচিত নয়, একপাত্রে অর্চনা করতে নেই, একহস্তে পূজা বা মদ্যপান করা চলে না। ১১

মৎস্যমাংসাসবৈর্দ্দেবি[1] নার্চয়েৎ পশুসন্নিধৌ।
প্রণম্য প্রবিশেচ্চক্রং বিনির্গচ্ছেৎ প্রণম্য চ ॥ ১২ ॥

দেবী, পশুর সান্নিধ্যে মৎস্য মাংস মদ্য দিয়ে পূজা করতে নেই। প্রণাম করে চক্রে প্রবেশ করতে হবে এবং চক্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও প্রণাম করতে হবে। ১২

শ্রীচক্রে পূজকস্তিষ্ঠেৎ বদ্ধবীরাসনঃ প্রিয়ে[2]।
শ্রীচক্রদর্শনং[3] দেবি নেত্রয়োঃ পাপনাশনম্।
তন্নাস্তি চেদ্ ব্রণ[4]দ্বন্দ্বং কৌলিক[5] স্যাক্ষিযুগ্মকম্ ॥ ১৩ ॥

প্রিয়ে, চক্রে পূজক বীরাসন করে উপবিষ্ট হবে। দেবী, চক্রদর্শনে চোখের পাপ অর্থাৎ অদর্শনীয়-দর্শনজনিত দোষ নাশ হয়। কৌলিকের চোখ দুটি যদি চক্রদর্শন না করে তা হলে তা দুটি ব্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৩

অনাচারান্ সদাচারান্ চক্রস্থান্ শক্তিকৌলিকান্[6]।
শিবগৌরীধিয়া দেবি ভাবয়ে[7]ন্নাবমানয়েৎ ॥ ১৪ ॥

দেবী, চক্রমধ্যস্থ শক্তিরা এবং কৌলিকেরা অনাচারী হোক কি সদাচারী হোক তাদের হরগৌরীবুদ্ধিতে ভাবনা করতে হয় অর্থাৎ তাদের হরগৌরী মনে করতে হয়। তাদের অনাদর করতে নেই। ১৪

কুলাচার্যগৃহং গত্বা ভক্ত্যা পাপবিমুক্তয়ে[8]।
যাচেদমৃতঞ্চান্নঞ্চ[9] তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ ১৫ ॥

অমৃত—দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মদ্য।

কুলাচার্যের গৃহে গিয়ে পাপমুক্তির জন্য অমৃত এবং অন্ন প্রার্থনা করবে। তার অভাব হলে জল চেয়ে নিয়ে খাবে। ১৫

---

১ তা বি গ.—খ, র্দ্দেবীং।
২ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শ্রীচক্রে নাসনে তিষ্ঠেত্ চ বীরাসনে প্রিয়ে।
৩ ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শ্রীচক্রদর্শনে।
৪ তা বি গ,—ক, নযন্তি চেদ্বণ। ৫ ঐ,—খ, নত্বা তিষ্ঠেদ্বণদ্বন্দ্বং লৌকিক।
৬ ঐ, অনাচারাঃ সদাচারাশ্চক্রস্থাঃ শক্তিকৌলিকাঃ।
৭ ঐ, ভাবয়ে। ৮ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বিশুদ্ধয়ে।
৯ তা বি গ,—খ, যাচয়েদমৃতঞ্চাপি ; ঐ,—ঙ, এবং ব গ, যাচয়েদমৃতান্নঞ্চ।

কুলাচার্যেণ তচ্ছক্ত্যা[১] দত্তং পাত্রঞ্চ ভক্তিতঃ।
নমস্কৃত্য তু গৃহ্ণীয়াদন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥

কুলাচার্য এবং তার শক্তি যে-পাত্র দেবে তা ভক্তিভরে প্রণাম করে গ্রহণ করতে হবে, অন্যথা গতি হবে নরকে। ১৬

অস্নাত্বা বাপ্যভক্ত্যা বা লোভাদ্বাপি[২] কুলেশ্বরি।
যঃ সেবেত কুলদ্রব্যং সদা বিক্লবমাপ্নুয়াৎ[৩] ॥ ১৭ ॥

কুলেশ্বরী, যে অস্নাত অবস্থায় বা অভক্তির সহিত কিংবা লোভে পড়ে কুলদ্রব্য সেবন করে সে সর্বদা দুঃখ পায়। ১৭

উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণাবৃতঃ[৪]।
ব্যগ্রো রুষ্টো[৫] বিবাদী চ ন সেবেত কুলামৃতম্ ॥ ১৮ ॥

যে উষ্ণীষধারী, কঞ্চুকী, নগ্ন, মুক্তকেশ, অনুচরপরিবৃত, ব্যগ্র, রুষ্ট এবং কলহপরায়ণ সে কুলামৃত পান করবে না। ১৮

যোগামৃতেন নিষ্ঠীবে[৬]মদ্যভাণ্ডপরিভ্রমাৎ।
উর্দ্ধনালেন পানাচ্চ দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥

মদ্যসংযোগে মুখে থু থু উঠলে মদ্যভাণ্ড ঘুরিয়ে থু থু ফেলতে হবে। উত্থিত লালার সঙ্গে মদ্যপান করলে দেবতার অভিশাপ লাগবে। ১৯

একাসনে নিবিষ্টস্তু ভুঞ্জানস্ত্বেকভাজনে।
একপাত্রে পিবেদ্দ্রব্যং[৭] তে যান্তি নরকং প্রিয়ে ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে, যারা একই আসনে উপবিষ্ট হয়ে একই ভাণ্ডে ভোজন করে এবং একই পাত্রে মদ্যপান করে তারা নরকে যায়। ২০

যঃ সেবেত কুলদ্রব্যমেকগ্রামে স্থিতে গুরৌ।
তৎকুলজ্ঞে[৮] চ তৎপুত্রে যজ্যেষ্ঠে কুলদেশিকে[৯]।
বিনানুজ্ঞাং মহেশানি সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥ ২১ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, যচ্ছক্ত্যা ; ঐ,—খ, আচার্যেণ তু তচ্ছক্ত্যা।

২ ঐ,—খ, অস্নাত্বা বাপি ভুক্ত্বা ; ঐ, —ঙ, এবং র গ, অস্নাত্বা বাপি ভুক্ত্বা বাপ্যভুক্ত্বা বা।

৩ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দারিদ্র্যং সমবাপ্নুয়াৎ ; ঐ,—ক, সদাঽবিদ্যামবাপ্নুয়াৎ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দিগম্বরঃ। ৫ তা বি গ,—ক, খ, পরাঙ্মুখো।

৬ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নিষ্ঠীবা।

৭ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পিবেত্তোয়ং। ৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, তৎকুলীনে।

৯ তা বি গ,—ক, কুলদেশিকঃ ; ঐ,—খ, তৎকুলেপি পিবেৎ পুত্রে যজ্যেষ্ঠে কুলযোষিতে।

তৎকুলজ্ঞ—গুরুর কুলাচারবিদ্ শিষ্য। কুলদেশিক—কুলাচারী দেশিক। আলোচ্যতন্ত্রে (১৭।১৪) দেশিকশব্দের নিরুক্তি করা হয়েছে এইভাবে "যিনি দেবরূপধারী অর্থাৎ রূপধারী দেবতা, শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং যিনি করুণাময়মূর্তি তিনি দেশিক'। দেবতা শিষ্য এবং করুণা এই তিন শব্দের আদি অক্ষর নিয়ে দেশিক শব্দ গঠিত হয়েছে। কিন্তু দেশিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপদেশে নিপুণ। এই অর্থে মহাভারতে দেশিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৪।

মহেশানী, যদি সাধকের গুরু বা তার কুলজ্ঞ কিংবা পুত্র অথবা সাধকের জ্যেষ্ঠ কুলদেশিক সাধকের সহিত একই গ্রামে থাকে আর সাধক তার অনুমতি না নিয়ে কুলদ্রব্য সেবন করে তাহলে অক্ষয় নরকে সেই সাধকের গতি হবে। ২১

উচ্ছিষ্টৌ[১] ন স্পৃশেচ্চক্রে[২] কুলদ্রব্যাণি পার্বতি।
বহিঃ[৩] প্রক্ষাল্য চ করৌ কুলদ্রব্যাণি দাপয়েৎ ॥ ২২ ॥

পার্বতী, চক্রে এঁটো হাতে কুলদ্রব্য স্পর্শ করতে নেই। বাইরে হাত ধুয়ে এসে কুলদ্রব্য অর্পণ করতে হয়। ২২

মদ্যভাণ্ডং[৪] সমুদ্ধৃত্য ন পাত্রং পূরয়েৎ প্রিয়ে।
ভোগপাত্রং সুরাকুণ্ডে[৫] নিক্ষিপেন্ন কদাচন ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ে, মদ্যভাণ্ড উঁচু করে পানপাত্র পূর্ণ করতে নেই। ভোগপাত্র কখনো সুরাকুণ্ডে নিক্ষেপ করা উচিত নয়। ২৩

চক্রমধ্যে শুচিধিয়া করপ্রক্ষালনাদিকম্।
যঃ করোতি হি মূঢ়াত্মা স ভবেদাপদাস্পদম্[৬] ॥ ২৪ ॥

শুচি হওয়ার উদ্দেশ্যে যে চক্রমধ্যে করপ্রক্ষালনাদি করে সেই মূঢ়াত্মা দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ২৪

নিষ্ঠীবনং মলং মূত্রমধোবায়ুবিসর্জনম্।
শ্রীচক্রমধ্যে যঃ কুর্যাৎ স ভবেদ্ যোগিনীপশুঃ ॥ ২৫ ॥

---

১ ব্র গ,-ধৃত পাঠ ; ভা বি গ, উচ্ছিষ্টো। ২ ভা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, স্পৃশেচ্চক্রং।
৩ ঐ, ন হি। ৪ ঐ, মধুভাণ্ডং ; ভা বি গ,—খ, তীর্থভাণ্ডং।
৫ ভা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ, সুধাকুণ্ডে।
৬ ভা বি গ,—ঙ, এবং ব্র গ,-ধৃত পাঠ ; ভা বি গ, দাস্পদম্।

চক্রমধ্যে যে নিষ্ঠীবন, মল, মূত্র, অধোবায়ু ত্যাগ করে সে যোগিনীদের পশু হয়। ২৫

চক্রমধ্যে ঘটে ভগ্নে পাত্রে চ পতিতে ভুবি[১]।
দীপনাশে চ শান্ত্যর্থং[২] শ্রীচক্রং কারয়েৎ প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ে, চক্রমধ্যে যদি ঘট ভেঙ্গে যায়, মদ্যপাত্র হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়, দীপ নিবে যায়, তা হলে সেই বিঘ্নোপশমের জন্য আবার চক্রানুষ্ঠান করতে হবে। ২৬

মত্তা[৩] জপন্তি ধ্যায়ন্তি স্তুবন্তি[৪] প্রণমন্তি চ।
বোধয়ন্তি চ পৃচ্ছন্তি নন্দন্তি জ্ঞানিনঃ[৫] প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ে, (চক্রে) মত্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা জপ ধ্যান স্তব করে, প্রণাম করে, অন্যকে তত্ত্বকথা বোঝায়, নিজেরা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে এবং আনন্দ করে। ২৭

মত্তা[৬] ভ্রমন্তি গর্জন্তি হসন্তি বিবদন্তি চ।
রুদন্তি স্ত্রিয়[৭]মিচ্ছন্তি নিন্দন্ত্যজ্ঞানিনঃ[৮] প্রিয়ে ॥ ২৮ ॥

প্রিয়ে, (চক্রে) মত্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা ঘুরে বেড়ায়, গর্জন করে, হাসে, বিবাদ করে, কাঁদে, স্ত্রীলোক চায় এবং নিন্দা করে। ২৮

পরিহাসং প্রলাপঞ্চ বিতণ্ডাং বহুভাষিতম্।
ঔদাসীন্যং ভয়ং ক্রোধং চক্রমধ্যে বিবর্জয়েৎ ॥ ২৯ ॥

চক্রমধ্যে পরিহাস, প্রলাপ, বাগ্‌বিতণ্ডা, বেশী কথা বলা, উদাসীনতা, ভয় এবং ক্রোধ বর্জন করতে হবে। ২৯

পাত্রহস্তো মহাদেবি ন ভ্রমেচ্চক্রমধ্যতঃ।
পূর্ণপাত্রং করে ধৃত্বা[৯] ন তিষ্ঠেত্তু চিরং প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥

মহাদেবী, চক্রমধ্যে পানপাত্র হাতে ঘুরাঘুরি করা চলবে না। প্রিয়ে, পূর্ণ-পাত্র হাতে নিয়ে বেশীক্ষণ থাকা চলবে না। ৩০

নালপেৎ[১০] পাত্রহস্তঃ সন্ ন ভিন্দ্যাৎ পাত্রমম্বিকে।
পাদাভ্যাং ন স্পৃশেৎ পাত্রং ন বিন্দুং পাতয়েদধঃ ॥ ৩১ ॥

অম্বিকা, পাত্র হাতে নিয়ে কথাবার্তা বলতে নেই, পাত্র ভাঙ্গতে নেই, পাত্রে পা ছুঁয়াতে নেই আর মাটিতে এক ফোঁটা মদও ফেলতে নেই। ৩১

---

১ ঐ, খলিতে প্রিয়ে। ২ ঐ, তচ্ছান্ত্যৈ। ৩ ঐ, কেচিৎ, তা বি গ,—ক, মগ্নান্। ৪ র গ, রূপন্তি। ৫ তা বি গ,—ও, এবং র গ, নর্দন্তি জ্ঞানিনং। ৬ ঐ, অন্যে।
৭ ঐ, বদন্তি প্রিয়। ৮ ঐ,—ও, নন্দন্ত্যজ্ঞানিনং; র গ, নিন্দন্ত্যজ্ঞানিনং।
৯ তা বি গ,—ও, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, কৃত্বা।
১০ তা বি গ,—ক, নালভেৎ।

নৈকহস্তেন দাতব্যং ন মুদ্রাবর্জিতং প্রিয়ে।
পাত্রং ন চালয়েৎ স্থানান্ন কুর্যাৎ পাত্রসঙ্করম্ ॥ ৩২ ॥

প্রিয়ে, একহাতে পাত্র দিতে নেই, মুদ্রাবর্জিত পাত্র দিতে নেই। নির্দিষ্ট স্থান থেকে পাত্র সরাতে নেই এবং বিভিন্ন পাত্র একত্র মিশাতে নেই। ৩২

সশব্দং ন পিবেন্মদ্যং[১] তথৈব চ ন পূরয়েৎ।
নান্যোন্যং তাড়য়েৎ পাত্রং তথা ন পাতয়ে[২]দধঃ ॥ ৩৩ ॥

শব্দ করে মদ্যপান এবং পাত্র পূর্ণ করতে নেই। পাত্রে পাত্রে ঠুকাঠুকি করা এবং পাত্র নীচে ফেলে দেওয়া চলবে না। ৩৩

সাধারং নোদ্ধরেৎ পাত্রমনাধারে ন[৩] নিক্ষিপেৎ।
রিক্তপাত্রং[৪] ন কুর্বীত ন পাত্রং ভ্রাময়েৎ প্রিয়ে ॥ ৩৪ ॥

আধার—যার উপর রাখা হয়, ছোট ছোট টিপাই-আদি।

প্রিয়ে, আধারসহ পাত্র উঠাতে নেই এবং আধার ছাড়া অন্যত্র পাত্র রাখতে নেই। শূন্যপাত্র করতে নেই। পাত্র হাতে নিয়ে ঘুরাতে হয় না। ৩৪

ন পাত্রং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ পাত্রং নোৎপাতয়েৎ প্রিয়ে।
প্রক্ষাল্য গোপয়েৎ পাত্রমিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি[৫] ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়ে, ধীমান্ ব্যক্তি পাত্র ডিঙাবে না, তা উর্ধ্বে নিক্ষেপ করবে না। ওগো পরমেশ্বরী, পাত্র ধুয়ে লুকিয়ে রাখবে এই আমার আজ্ঞা। ৩৫

যদা[৬] সন্দীপিতোল্লাসঃ কৌলিকঃ পশুমীক্ষতে।
পঠেদ্বা[৭] পশুশাস্ত্রাণি সংগচ্ছেদ্বা পশুস্ত্রিয়ম্[৮] ॥ ৩৬ ॥
কুর্যাৎ পশুপ্রসঙ্গং বা পশুকার্যাণি বা চরেৎ।
ধর্মার্থায়ুর্যশঃ পুণ্যং জ্ঞান[৯]সৌখ্যাদি নশ্যতি ॥ ৩৭ ॥

যখন কোনো কৌলিকের উল্লাস (আরম্ভাদি) উদ্দীপিত হয় তখন সে যদি পশুকে দেখে, কিংবা পশুশাস্ত্রসমূহ পাঠ করে অথবা পশুস্ত্রী-সহবাস করে কিংবা পশুপ্রসঙ্গ করে অথবা পশুকর্ম করে তা হলে তার ধর্ম অর্থ আয়ু যশ পুণ্য জ্ঞান সৌখ্য ইত্যাদি সব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৩৬-৩৭

---

১ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ. পিবেন্দ্দ্রব্যং। ২ তা বি গ,—ক, তাড়য়ে।
৩ ঐ, পাত্রমনাধারে চ; তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, পাত্রমাধারেণ ন।
৪ তা বি গ,—ক, রক্তপাত্রং। ৫ তা বি গ,—খ, শঙ্কটৈরঃ কৃতা। ৬ ঐ, সদা।
৭ র গ, পঠিত্বা। ৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ. পশুপ্রিয়ং।
৯ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ. পুণ্যার্থং।

শ্রীচক্রস্থং কুলদ্রব্যং যঃ পশুভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
স্নেহাল্লোভা[1]ভ্ভয়াদ্বাপি স ভবেদ্ যোগিনীপশুঃ ॥ ৩৮ ॥

যে স্নেহবশে, লোভে পড়ে বা ভয়ে চক্রস্থ কুলদ্রব্য পশুদের প্রদান করে সে যোগিনীদের পশু হয়। ৩৮

রিপুণাপি ন কর্ত্তব্যো বাগ্বাদশ্চক্রমধ্যতঃ।
পিতৃমাতৃসমং পশ্যেত্তেনোক্তং[2] পরুষং সহেৎ ॥ ৩৯ ॥

চক্রমধ্যে থাকাকালে শত্রুর সঙ্গেও বাগ্‌বিতণ্ডা করতে নেই। সাধক তাকে পিতা বা মাতার মতো দেখবে এবং তার পরুষ বাক্যও সহ্য করবে। ৩৯

যথা স্ত্রীপুত্রমিত্রাদি দৃষ্ট্বা চেতঃ প্রহৃষ্যতি[3]।
তথা চেৎ[4] কৌলিকান্ দৃষ্ট্বা স ভবেদ্ যোগিনীপ্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥

স্ত্রীপুত্রমিত্রাদিকে দেখে চিত্ত যেমন প্রসন্ন হয় তেমনি যদি কৌলিকদের দেখেও কারো চিত্ত প্রসন্ন হয় তা হলে সে যোগিনীদের প্রিয় হবে। ৪০

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং যস্য মে[5] গুরুসন্ততিঃ।
তস্য মে সর্বশিষ্যস্য কো ন পূজ্যো মহীতলে।
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধির্যঃ স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্যন্ত আমার গুরুসন্ততি। সকলের আমি শিষ্য। এ সংসারে কে আমার পূজ্য নয়—এইরূপ ভাবনায় যে স্থিরবুদ্ধি সে আমাদের উভয়ের প্রিয়। ৪১

অহং গুরুরহং জ্যেষ্ঠস্ত্বহং বেদ্মীতি গর্বিতঃ।
অহমেব গতির্যেষাং কৌলিকা ন[6] ভবন্তি তে ॥ ৪২ ॥

আমি গুরু, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি জানি এরূপ যাদের গর্ব, 'অহং'-ই যাদের গতি অর্থাৎ যারা অহংবাদী তারা কৌলিক হতে পারে না। ৪২

শ্রীগুরুং কুলশাস্ত্রাণি পূজ্যস্থানানি যানি চ।
ভক্ত্যা শ্রীপূর্বকং দেবি প্রণম্য পরিকীর্তয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

ওগো দেবী, গুরু কুলশাস্ত্র অন্যান্য পূজ্যস্থল—এ সবের পূর্বে শ্রী-শব্দ যোগ করতঃ ভক্তিভরে প্রণাম করে তবে তার উল্লেখ করতে হবে। ৪৩

গুরুং নাম্না ন ভাষেত অপকালাদৃতে প্রিয়ে।
শ্রীনাথ দেব স্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ ॥ ৪৪ ॥

---

১ তা বি গ.—ঙ. এবং র গ. স্নেহাল্লোভা ২ তা বি গ.—খ. পশ্যেৎ স্বনৃতং।

৩ তা বি গ.—ঙ. এবং র গ. যথা দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্যেত স্বজনং মিত্রসুপ্রিয়ং।

৪ ঐ. তথা চ। ৫ তা বি গ.—ক. খ. যা। ৬ ঐ. কৌলিকাস্তু।

প্রিয়ে, জপের সময় ছাড়া অন্য সময় গুরুর নাম ধরে উল্লেখ করতে নেই। অন্যের সঙ্গে তর্কবিতর্কের সময় এবং গুরুর কাছে অনুনয় বিনয় করার সময় গুরুকে শ্রীনাথ বা দেব বা স্বামী বলতে হবে। ৪৪

শ্রীগুরোঃ পাদুকাং মুদ্রাং[১] মূলমন্ত্রং স্বপাদুকাম্।
শিষ্যাদন্যস্য[২] দেবেশি ন বদেৎ যস্য কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥

দেবেশী, শ্রীগুরুর পাদুকামন্ত্র ও মুদ্রা, স্বীয় সাধ্য দেবতার মূলমন্ত্র ও পাদুকামন্ত্র শিষ্য ছাড়া যাকে তাকে বলতে নেই। ৪৫

পারম্পর্যাগমাম্নায়ং[৩] মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে।
সর্বং গুরুমুখাল্লব্ধং[৪] সফলং স্যান্ন চান্যথা ॥ ৪৬ ॥

প্রিয়ে, পরম্পরা, আগম, আম্নায়, মন্ত্র, আচারাদি সব গুরুমুখে অবগত হলেই সফল হয়, অন্যথা নয়। ৪৬

শ্রীশাস্ত্রাশ্রয়ভূতঞ্চ[৫] পুস্তকং পরমেশ্বরি[৬]।
নিত্যং সমর্চয়েদ্ভক্ত্যা পশুহস্তে ন নিক্ষিপেৎ ॥ ৪৭ ॥

পরমেশ্বরী, শাস্ত্রের আশ্রয়ভূত পুস্তকের ভক্তিসহকারে নিত্য পূজা করতে হবে। পশুহস্তে তা পড়তে দেবে না। ৪৭

স্বদারবন্নিষেবেত কুলশাস্ত্রাণি পার্বতি।
পশুশাস্ত্রাণি সর্বাণি[৭] বর্জয়েৎ পরদারবৎ ॥ ৪৮ ॥

পার্বতী, নিজ পত্নীর মতো কুলশাস্ত্রের সেবা করতে হবে আর পরস্ত্রীর মতো পশুশাস্ত্র বর্জন করতে হবে। ৪৮

স্বচর্মস্থং যথা ক্ষীরমপেয়ং স্যাদ্ দ্বিজোত্তমৈঃ।
তথা পশুমুখাদ্ধর্মো ন শ্রোতব্যো[৮] হি কৌলিকৈঃ ॥ ৪৯ ॥

স্বচর্মস্থং ক্ষীরং—স্ব সমানজাতীয়, চর্মস্থং চর্মস্থিত, ক্ষীরং দুধ অর্থাৎ মানুষের দুধ। কেননা, মানুষই দ্বিজোত্তমদের সমানজাতীয়।

স্বচর্মস্থ দুগ্ধ যেমন দ্বিজোত্তমদের অপেয় তেমনি পশুমুখে ধর্ম কৌলিকদের অশ্রাব্য। ৪৯

---

১ তা বি গ,—ত, এবং র গ, দেবি। ২ ঐ, শিষ্যাদন্যত্র।
৩ ঐ, পারম্পর্যং সমাম্নায়। ৪ তা বি গ,—খ, গুরুমুখাল্লব্ধং।
৫ তা বি গ,—ত, এবং র গ,-যুত পাঠ; তা বি গ, শ্রীশাস্ত্রাশ্রয়মূলঞ্চ।
৬ তা বি গ,—ত, এবং র গ,-যুত পাঠ; তা বি গ, পুস্তকং ন বদেৎ প্রিয়ে; তা বি গ,—ক, পুস্তকং হি বদেৎ প্রিয়ে। ৭ তা বি গ,—ক, দেবেশি।
৮ তা বি গ,—ত, এবং র গ, পশুমুখাৎ সর্বং ন শ্রোতব্যং।

যঃ শৃণোতি কুলাচারং যথাশাস্ত্রঞ্চ যো বদেৎ।

তাবুভৌ গচ্ছতঃ সাক্ষাদ্ যোগিনীবীরমেলনম্ ॥ ৫০ ॥

কুলাচারের যথাশাস্ত্র শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েই সাক্ষাৎ যোগিনীবীরসঙ্গ লাভ করে। ৫০

অশ্রদ্ধধানা যে চাত্র কুলধর্মে[১] কুলেশ্বরি।

নরকায়ো নিবর্ত্তন্তে যাবদাভূত[২] সংপ্লবম্ ॥ ৫১ ॥

নরকায়ো নিবর্ত্তন্তে—নরকাৎ ন নিবর্ত্তন্তে—নরক থেকে প্রত্যাবৃত হয় না। 'ন' স্থলে 'নো' লিপিকরপ্রমাদ বলে মনে হয়।

কুলেশ্বরী, যারা কুলধর্মে অশ্রদ্ধাপরায়ণ তারা সর্বভূতের প্রলয়কাল পর্যন্ত নরক থেকে প্রত্যাবৃত হতে পারে না অর্থাৎ আপ্রলয় নরক বাস করে। ৫১

ঊঢ়া ধৃতা তথা ক্রীতা মূল্যেন চ সমাহৃতা[৩]।

সকৃৎ কামরতা[৪] বাপি পঞ্চধা গুরুযোষিতঃ।

অলঙ্ঘ্যা[৫] পূজনীয়াঃ স্যুর্গুরুবদ্গুরুযোষিতঃ ॥ ৫২ ॥

গুরুপত্নী পঞ্চবিধ, যথা—গুরু কর্তৃক বিবাহিতা, ধৃতা, মূল্য দ্বারা ক্রীতা, সমাহৃতা এবং গুরুর সহিত একবার কামরতা। গুরুর মতো গুরুপত্নীরাও অলঙ্ঘনীয়া এবং পূজনীয়া। ৫২

গুরুশক্তিং বীরভার্যাং[৬] কুমারীং ব্রতধারিণীম্।

ব্যঙ্গাঙ্গীং বিকৃতাঙ্গীঞ্চ কুব্জামপি ন[৭] কাময়েৎ ॥ ৫৩ ॥

গুরুর শক্তি, বীরাচারী সাধকের ভার্যা, কুমারী, ব্রতধারিণী, বিকলাঙ্গী, বিকৃতাঙ্গী—এরা সাধকের কাম্যা নয়। ৫৩

সুতাঞ্চ ভগিনীং পৌত্রীং স্নুষাং বাপি প্রিয়ামপি।

ন কাময়েদ[৮] গুরোরগ্রে কুর্য্যান্নান্যোন্যসংগ্রহম্[৯] ॥ ৫৪ ॥

সুতা, ভগিনী, পৌত্রী, পুত্রবধূ, এমনকি প্রিয়া ও সাধকের কাম্য নয়। গুরুর সামনে পরস্পর মিলন (সাধকের ও শক্তির) উচিত নয়। ৫৪

---

১ তা বি গ,—খ, কুলশাস্ত্রে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, কুলধর্মং।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-যুত পাঠ ; তা বি গ, যাবদাহূত।

৩ তা বি গ,—গ, ঘ, সমাহিতা ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, উদ্বৃতা চ মহাপ্রীতা মূল্যেন চ সমাহৃতা।

৪ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, কালগতা।　৫ ঐ,—খ, উল্লঙ্ঘ্যা।

৬ তা বি গ,—ঙ, মহাশক্তিং।　৭ ঐ,—ক, কুব্জিকামপি।

৮ তা বি গ,—গ, ঘ, ন কারয়ে।　৯ ঐ,—ঙ এবং র গ, পুনঃ।

কৃষ্ণাংশুকাং কৃষ্ণবর্ণাং কুমারীঞ্চ[1] কৃশোদরীম্।
মনোহরাং যৌবনস্থামর্চয়েদ্দেবতাধিয়া ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণাংশুকপরিহিতা, কৃষ্ণবর্ণা, কৃশোদরী, মনোহরা, যৌবনস্থা কুমারীকে দেবতা বুদ্ধিতে পূজা করতে হবে। ৫৫

একদাপি ন লভ্যেত[2] বলেন কুলযোগিনী[3]।
চক্রমধ্যে স্বয়ং ক্ষুব্ধাং কাময়েৎ কুলসুন্দরি[4] ॥ ৫৬ ॥

ওগো কুলসুন্দরী, জোর করে একবারও কুলযোগিনীকে গ্রহণ করতে নেই। চক্রমধ্যে স্বয়ং ক্ষুব্ধা হলে সাধক তাকে কামনা করবে। ৫৬

আমমাংসং সুরাকুম্ভং মত্তেভং সিদ্ধিলিঙ্গিনম্।
সহকারমশোকঞ্চ ক্রীড়ালোলাঃ কুমারিকাঃ ॥ ৫৭ ॥
একবৃক্ষং শ্মশানঞ্চ সমূহং যোষিতামপি।
নারীঞ্চ রক্তবসনাং দৃষ্ট্বা বন্দেত ভক্তিতঃ ॥ ৫৮ ॥

আমমাংস, সুরাকুম্ভ, সিদ্ধিসূচকচিহ্নধারী মত্তহস্তী, আম্রবৃক্ষ, অশোকবৃক্ষ, ক্রীড়াচঞ্চল কুমারীগণ, একবৃক্ষ, শ্মশান, যুবতীসঙ্ঘ, রক্তবসনা নারী—এদের দেখলে ভক্তিভরে বন্দনা করতে হবে। ৫৭-৫৮

গুরুশক্তিসুতজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠান্ কুলদেশিকান্।
কুল[5]দর্শনশাস্ত্রাণি কুলদ্রব্যাণি কৌলিকান্ ॥ ৫৯ ॥
প্রেরকান্ সূচকাংশ্চাপি বাচকান্ দর্শকাংস্তথা।
শিক্ষকান্ বোধকান্[6] যোগী যোগিনীসিদ্ধিরূপকান্[7] ॥ ৬০ ॥
কন্যাং কুমারিকাং নগ্নামুন্মত্তাং বাপি যোষিতাম্[8]।
ন নিন্দেন্ন জুগুপ্সেত[9] ন হসেন্নাবমানয়েৎ ॥ ৬১ ॥

গুরু এবং তার শক্তি, পুত্র, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; কুলদেশিক, কুলদর্শন ও কুলশাস্ত্র, কুলদ্রব্য, কৌলিক, কুলমার্গে প্রেরক, কুলমার্গসূচক, কুলমার্গকথক, কুলমার্গপ্রদর্শক, কুলমার্গশিক্ষক, কুলমার্গবোধক, যোগীনীসিদ্ধিরূপক যোগিনী,

---

১ তা বি গ,—খ, কৃশাং গৌরাং কৃষ্ণবর্ণাং দয়াঢ্যাঞ্চ।
২ ঐ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ন সেবেত।
৩ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কুলযোগিনীম্।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কাময়েন্ন কদাচন।
৫ ঐ, ফল। ৬ তা বি গ,—খ, বাধকান্।
৭ তা বি গ,—ক, সিদ্ধরূপিণে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, সিদ্ধিপূরুষান্।
৮ র গ, কন্যা কুমারিকা নগ্না উন্মত্তা বাপি যোষিতঃ।
৯ ঐ, এবং তা বি গ,—ঙ, ন নিন্দেন্ন চ সংক্ষুভোৎ।

কুমারী কন্যা, নগ্না বা উন্মত্তা নারী—যোগী এদের নিন্দা করবে না ; এদের ঘৃণা উপহাস এবং অপমান করবে না। ৫৯-৬১

নাপ্রিয়ং নানৃতং ব্রূয়াৎ কস্যাপি[১] কুলযোগিনঃ।
কুরূপা[২] চেতি কৃষ্ণেতি ন বদেৎ কুলযোষিতম্ ॥ ৬২ ॥

কোনো কুলযোগী সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বা মিথ্যা কথা বলতে নেই। কুল-যোষিৎকে কুরূপা কালো বলতে নেই। ৬২

পরীক্ষয়েন্ন ভক্তানাং বীরাণাঞ্চ কৃতাকৃতম্[৩]।
ন পশ্যেদ্বনিতাং[৪] নগ্নামুন্মত্তাং প্রকটস্তনীম্[৫] ॥ ৬৩ ॥

ভক্তদের এবং বীরাচারীদের কৃতাকৃত বিচার করবে না। নগ্না উন্মত্তা প্রকটস্তনী বনিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। ৬৩

দিবসে ন রমেন্নারীং[৬] তদ্‌যোনিং নৈব বীক্ষয়েৎ।
যা কাচিদঙ্গনা লোকে সা মাতৃ[৭]কুলসম্ভবা ॥ ৬৪ ॥

দিনের বেলা নারীর সহিত সঙ্গত হবে না, তার যোনি নিরীক্ষণ করবে না। সংসারে যে কোনো নারী হোক না কেন সে মাতৃকুলসম্ভবা। ৬৪

কুপ্যন্তি কুলযোগিন্যো বনিতানাং ব্যতিক্রমাৎ।
স্ত্রিয়ং শতাপরাধাঞ্চেৎ[৮] পুষ্পেণাপি ন তাড়য়েৎ।
দোষান্ন গণয়েৎ স্ত্রীণাং গুণানেব[৯] প্রকাশয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

নারীদের অমর্যাদা করিলে কুলযোগিনীরা কুপিত হন। শত অপরাধ করলেও নারীকে ফুলের দ্বারাও আঘাত করতে নেই। নারীদের দোষ ধরতে নেই। তাদের গুণই প্রকাশ করতে হয়। ৬৫

তিষ্ঠন্তি কুলযোগিন্যঃ কুলবৃক্ষেষু সর্বদা।
তৎপত্রেষু ন ভোক্তব্যমর্চয়েত্তু[১০] বিশেষতঃ ॥ ৬৬ ॥

কুলবৃক্ষেষু—কুলবৃক্ষে। সহকার, কর্ণিকার, কেশর (নাগকেশর বা বকুল), তিলক (তিলগাছ বা দণ্ডকলসগাছ), কদম্ব, সিন্দুবার (নিসিন্দা-গাছ),

---

১ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ক্রূয়ান্নমস্তি।
২ ঐ, কুলপা।
৩ তা বি গ,—খ, গ, কৃতাকৃতে।
৪ ঐ,—ক, খ, গ, পশ্যেৎ পতিতাং।
৫ ঐ,—ক, নগ্নামুন্মত্তামপি যোগিনীং।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ন দিবা সেবয়েন্নারীং।
৭ তা বি গ,—খ, সা মাতা।
৮ ঐ,—গ, স্ত্রিয়ং শতাপরাধেন, ঐ,—ঙ এবং র গ, শতাপরাধৈর্বনিতাং।
৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ গুণানিব।
১০ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, ভোক্তব্যমর্কপত্রে।

কঙ্কোল (অশোকবৃক্ষ ?), চম্পক, শ্লেষ্মাতক (নোনা ও আতা গাছ, মতান্তরে চালতাগাছ) কুরবক, নিম্ব, চলদল (অশ্বত্থবৃক্ষ), যজ্ঞাঙ্গ (যজ্ঞডুমুর বা খদির-বৃক্ষ), জটিল (পিপুল গাছ) এবং বিল্ব—এদের বলা হয় কুলবৃক্ষ।—দ্রঃ পুর-শ্চর্যার্ণব, ৫ম তরঙ্গ, পৃঃ ৪০৯। শ্লেষ্মাতক, করঞ্জা, নিম্ব, অশ্বথ, কদম্ব, বিল্ব, বট, ডুমুর এইগুলিকে আলোচ্যমান ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে 'কুলবৃক্ষ' বলা হয়েছে।

কুলযোগিনীরা সর্বদা কুলবৃক্ষে অবস্থান করেন। কুলবৃক্ষের পত্রে ভোজন করতে নেই। তাতে বিশেষকরে পূজা করতে হয়। ৬৬

ন স্বপেৎ কুলাবৃক্ষাধো ন চোপদ্রবমাচরেৎ।
দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা[১] নমস্কুর্যাচ্ছেদয়েন্ন ন কদাচন ॥ ৬৭ ॥

কুলবৃক্ষের নীচে ঘুমোবে না, কোনো উপদ্রব করবে না। কুলবৃক্ষ দেখলে ভক্তিসহকারে প্রণাম করবে, কখনও তা ছেদন করবে না। ৬৭

শ্লেষ্মাতকং করঞ্জাখ্যং নিম্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ।
বিল্ববটৌডুম্বরাশ্চ কুলবৃক্ষা ইমে স্মৃতাঃ[২] ॥ ৬৮ ॥

শ্লেষ্মাতক, করঞ্জা, নিম, অশ্বথ, কদম, বেল, বট এবং ডুমুর এইগুলিকে বলা হয় কুলবৃক্ষ। ৬৮

প্রায়শ্চিত্তং ভৃগোঃ পাতং সন্ন্যাসং ব্রতধারণম্[৩]।
তীর্থযাত্রাভিগমনং কৌলঃ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

প্রায়শ্চিত্ত, ভৃগুপাত, সন্ন্যাস, ব্রতধারণ এবং তীর্থগমন এই পাঁচটি কৌল-সাধক বর্জন করবে। ৬৯

বীরহত্যা বৃথাপানং বীরপত্নীনিষেবণম্।
বীরদ্রব্যাপহরণং তৎসংযোগাচ্চ পঞ্চমং[৪]।
মহাপাতকমিত্যুক্তং কৌলিকানাং কুলান্বয়ে ॥ ৭০ ॥

বীরহত্যা, বৃথা মদ্যপান, বীরপত্নীগমন, বীরদ্রব্যাপহরণ এবং পঞ্চম তার অর্থাৎ বীরহত্যাদির সংযোগ কুলমার্গানুসরণে এইগুলিকে কৌলিকদের মহাপাতক বলা হয়। ৭০

শৈবে তত্ত্বপরিজ্ঞানং গারুড়ে বিষভক্ষণম্।
জ্যোতিষে গ্রহণং সারং কৌলেঽনুগ্রহনিগ্রহৌ[৫] ॥ ৭১ ॥

---

১ ঐ, শ্রদ্ধা।
২ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, তিন্তিড়ী নবমী স্মৃতা।
৩ তা বি গ,—ক, সন্ধ্যাসন্ধারিণং স্মৃতং; ঐ,—খ, গ, ঘ, সন্ধ্যাসংব্রতধারিণং।
৪ তা বি গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, তৎসংযোগশ্চ পঞ্চমঃ; র গ, তৎসংযোগাচ্চ পঞ্চম।
৫ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সৌরে চ জ্যোতিষং সারং কৌলিকগ্রহনিগ্রহৌ।

শৈব শাস্ত্রানুসরণের সার তত্ত্বপরিজ্ঞান, গারুড়শাস্ত্রানুসরণের সার বিষ-ভক্ষণশক্তি (যে শক্তি বলে বিষভক্ষণেও কোনো ক্ষতি হয় না), জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসরণের সার গ্রহণাদি নির্ণয়শক্তি এবং কৌল শাস্ত্রানুসরণের সার অনু-গ্রহ-নিগ্রহশক্তি। ৭১

দেবতাগুরুশাস্ত্রাণাং[১] সিদ্ধাচারবিড়ম্বকাঃ।
বিদ্যাচৌরো গুরুদ্রোহী ব্রহ্মরাক্ষসতাং ব্রজেৎ ॥ ৭২ ॥

যারা দেবতা গুরু শাস্ত্র ও সিদ্ধাচার নিয়ে উপহাস করে তারা ব্রহ্মরাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। ৭২

গুরুবাক্যং হতং কৃত্বা বীরান্ নির্ভৎর্স্য চ প্রিয়ে।
গুরুং হুঁকৃত্য হুঁকৃত্বা বীরং নির্জিত্য বাদতঃ।
বিকল্প্য কুলশাস্ত্রাণি ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৭৩ ॥

প্রিয়ে, যারা গুরুবাক্য তুচ্ছ করে, বীরাচারী সাধককে ভৎর্সনা করে, গুরুর কথায় হুঁ হুঁ করে (অর্থাৎ তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না), বাদানু-বাদে বীরাচারী সাধককে পরাজিত করে, কুলশাস্ত্রে সংশয় প্রকাশ করে, তারা ব্রহ্মরাক্ষস হয়। ৭৩

একাক্ষরপ্রদাতারং যো গুরুঞ্চাবমানয়েৎ।
শ্বানং যোনিশতং[২] গত্বা চণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥

একাক্ষরপ্রদাতারং—একাক্ষর প্রদাতাকে। একাক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতি-পাদক মন্ত্র। তত্ত্বদৃষ্টিতে সব দেবতার মন্ত্রই ব্রহ্মপ্রতিপাদক। কেননা, দেবতা মাত্রই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম।

যে একাক্ষরপ্রদাতা গুরুর অপমান করে সে শতজন্ম কুকুর হয় এবং তার-পর চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ৭৪

মাতরং পিতরং ভার্যাং ভ্রাতরং বান্ধবং সুতম।
কুলনিন্দাকরং দেবি হন্যাদেবাবিচারয়ন্[৩] ॥ ৭৫ ॥

দেবী, মাতা পিতা ভার্যা ভ্রাতা বন্ধু পুত্র যে-কেউ কুলনিন্দা করে তাকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে। ৭৫

গুর্বর্থং[৪] দেবতার্থং বা কৌলিকার্থং কুলেশ্বরি।
কুলাগমার্থ[৫]মথবা কুলধর্মার্থমেব বা ॥ ৭৬ ॥

---

১ ঐ, দেবতাকুলশাস্ত্রাণি ; তা বি গ,—ক, দেবতাগুরুশাস্ত্রাণি।

২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, প্রাণীযোনিশতং।

৩ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ, হন্যাত্তমবিচারতঃ।

৪ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, কুলার্থং। ৫ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, কুলমার্গার্থ।

দেব[১]নিন্দাকরং হত্বা বাধিতঃ স্বয়মেব বা।
যস্ত্যজেদ্দুস্ত্যজপ্রাণান্ স পরে লীয়তে শিবে ॥ ৭৭ ॥

কুলেশ্বরী, গুরুর জন্য, দেবতার জন্য, কৌলিকের জন্য, কুলাগমের জন্য, কুলধর্মের জন্য, কিংবা দেবনিন্দাকারীকে হত্যা করে, অথবা কুলসাধনায় স্বয়ং ব্যাহত হয়ে যে দুস্ত্যাজ্য প্রাণ ত্যাগ করে সে পরশিবে লয় প্রাপ্ত হয়। ৭৬-৭৭

একস্মিন্নিধনং যত্র প্রাপিতে[২] দুষ্টচারিণি।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং পুণ্যং তস্য বধে ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥

যেখানে এক দুরাচার নিধন প্রাপ্ত হলে বহুর কল্যাণ হয় সেখানে তার বধে পুণ্য হয়। ৭৮

শ্রীচক্রকৃত[৩]বৃত্তান্তং শুভং বা যদি বাঽশুভম্।
কদাচিন্নৈব বক্তব্য[৪]মিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরী ॥ ৭৯ ॥

পরমেশ্বরী, চক্রের বৃত্তান্ত শুভই হোক আর অশুভই হোক তা কখনো প্রকাশ করবে না—এই আমার আদেশ। ৭৯

কুলধর্মপ্রসঙ্গশ্চ পশূনাং পুরতঃ প্রিয়ে।
কদাচিন্নৈব কুর্বীত শূদ্রাগ্রে বেদপাঠবৎ ॥ ৮০ ॥

প্রিয়ে, শূদ্রের সামনে যেমন বেদপাঠ করতে নেই তেমনি পশুর সামনে কখনো কুলধর্মপ্রসঙ্গ করতে নেই। ৮০

পীঠক্ষেত্রাগমাম্নায়ং তদ্বিদ্যাচারকৌলিকান্।
কুলদ্রব্যাদিকং দেবি ন বদেৎ পশুসন্নিধৌ ॥ ৮১ ॥

পীঠ—"পীঠ অর্থ আসন। যে স্থানে দেবীর আসন রয়েছে তাই পীঠ।" পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সতীদেহ টুকরো টুকরো হয়ে যে-সব স্থানে পড়েছিল সেইসব স্থান সাধারণতঃ শাক্তপীঠ বলে গণ্য হয়। তবে যে-স্থানে এমনি কোনো টুকরো পড়েনি তাকেও শাক্তপীঠ বলা হয়। "দেবীভাগবতে একশ আটটি পীঠের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গে দেবীর কোনো অঙ্গের যোগ বর্ণিত হয় নি।" প্রাচীনতন্ত্র গ্রন্থে কিন্তু চারটি মাত্র পীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—"জালন্ধর, উড্ডীয়ান বা ওড়িয়ান, পূর্ণগিরি বা পূর্ণশৈল এবং কামরূপ।" শাক্তমতে পীঠের সংস্থান শুধু ভৌগলিক নয়, সাধকদেহেও তা নির্দিষ্ট হয়। পীঠন্যাসাদি ক্রিয়ায় তা লক্ষ্য

১ ঐ,—খ, গুরু-পাঠ ; ভা বি গ, দেবি।
২ ঐ,—গ, ঘ, নিহতে যত্র প্রাপিতে ; ঐ,—ঙ, এবং র গ, একস্মিন্ নিধনে যত্র প্রাপিতো॥
৩ ভা বি গ,—ঙ, এবং র গ, দেবি শ্রীচক্র।
৪ ঐ,—ঙ, কর্তব্য।

করা যায়। সাধনার ক্ষেত্রে পীঠাদির গূঢ় তাৎপর্য আছে। সাধনমর্মজ্ঞ ব্যতীত অন্যের তা বিদিত নয়।—পীঠ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১৫২-১৫৫

ক্ষেত্র—স্থান, সিদ্ধস্থান। এখানে কৌলসাধনার স্থান বা সিদ্ধস্থান।

আগম—বিশ্বসারতন্ত্রে বলা হয়েছে—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা, সব মন্ত্রের সাধনা, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্মসাধন এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সাতটি লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আগম বলেন।"—অন্য আলোচনা দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ১০০৭

আম্নায়—"আম্নায় শব্দের অর্থ শ্রুতি স্ত্রী বেদ। আম্নায় শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। রামেশ্বর বলেন, আম্নায়শব্দের মুখ্য অর্থ যদিও বেদ তথাপি তন্ত্র বেদের সার বলে আম্নায় শব্দের অর্থ তন্ত্রও বটে।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১০১১ সমগ্র তন্ত্র-শাস্ত্রকে আবার সাধারণতঃ পাঁচটি আম্নায়ে ভাগ করা হয়। যথা—পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং উর্ধ্ব।

ওগো দেবী, পীঠ, ক্ষেত্র, আগম, আম্নায়, কুলবিদ্যা, কুলাচার, কৌলিক এবং কুলদ্রব্যাদি সম্বন্ধে কোনো কথা পশু-সন্নিধানে বলতে নেই। ৮১

যথা রক্ষতি চৌরেভ্যো ধনধান্যাদিকং প্রিয়ে[১]।
কুলধর্মং তথা দেবি পশুভ্যঃ পরিরক্ষয়েৎ[২] ॥ ৮২ ॥

প্রিয়ে, লোকে যেমন চোরের হাত থেকে ধনধান্যাদি রক্ষা করে তেমনি পশুর হাত থেকে কুলধর্ম রক্ষা করতে হবে। ৮২

অন্তঃ কৌলো বহিঃ শৈবো জনমধ্যে তু বৈষ্ণবঃ[৩]।
কৌলং[৪] সুগোপয়েদ্দেবি নারিকেলফলাম্বুবৎ ॥ ৮৩ ॥

দেবী, অন্তরে কৌল, বাইরে শৈব, জনসমাগমে বৈষ্ণব এইভাবে চলে নারিকেলের জল যেমন গোপন থাকে তেমনি কৌলধর্মকে গোপন রাখতে হবে। ৮৩

কুলধর্মমিদং দেবি[৫] সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
গোপয়েচ্ছ প্রযত্নেন জননীজারবৎ প্রিয়ে[৬] ॥ ৮৪ ॥

ওগো দেবী, ওগো প্রিয়ে, সর্বদা সর্বাবস্থায় জননীজারবৎ এই কুলধর্ম গোপন রাখতে হবে। ৮৪

---

১ তা বি গ,—ভ, এবং র গ. ধনধান্যামন্ত্রাদিকং।

২ ঐ. পরিবারয়েৎ। ৩ ঐ, অন্তঃকৌলা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ।

৪ ঐ, কুলং। ৫ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ. কুলধর্মাদিকং সর্বং।

৬ তা বি গ,—ভ, এবং র গ.-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, জননীজারগর্ভবৎ।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্য[১]গণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৮৫ ॥

বেদশাস্ত্র পুরাণসমূহ সাধারণ গণিকার মতো। আর এই শাম্ভবী বিদ্যা অর্থাৎ কুলশাস্ত্র কুলবধূর মতো অন্তরালবর্তী। ৮৫

সুগুপ্ত[২]কৌলিকাচারমনুগৃহ্ণন্তি দেবতাঃ।
বাঞ্ছাসিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি[৩] নাশয়ন্তি প্রকাশকান্ ॥ ৮৬ ॥

সুগুপ্তকৌলিকাচার সাধককে দেবতারা অনুগ্রহ করেন, তাকে তার বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করেন। আর যারা কৌলিকাচার প্রকাশ করে তাদের বিনাশ করেন। ৮৬

কুলেশি কুলশাস্ত্রজ্ঞাঃ কুলপূজাপরায়ণাঃ।
যে ত্বাং রহসি সেবন্তে তে তিষ্ঠন্তি তবান্তিকে ॥ ৮৭ ॥

ওগো কুলেশী, যে-সব কুলশাস্ত্রজ্ঞ কুলপূজাপরায়ণ সাধক নিভৃতে তোমার সেবা করে তারা তোমার সমীপে অবস্থান করে। ৮৭

গুরুং প্রকাশয়েদ্ধীমান্ মন্ত্রং যত্নেন গোপয়েৎ[৪]।
অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যাং নশ্যতঃ সম্পদায়ুষী[৫] ॥ ৮৮ ॥

অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যাং—অপ্রকাশ এবং প্রকাশ উভয়ের দ্বারা অর্থাৎ যা অপ্রকাশ্য তার প্রকাশের দ্বারা এবং যা প্রকাশ্য তার অপ্রকাশের দ্বারা। যেমন মন্ত্রের প্রকাশ ও গুরুর অপ্রকাশের দ্বারা।

ধীমান্ গুরুর কথা প্রকাশ করবে কিন্তু মন্ত্র সযত্নে গোপন রাখবে। অপ্রকাশ ও প্রকাশ উভয়ের দ্বারা সম্পদ এবং আয়ু নাশ হয়। ৮৮

সর্বাচারপরিভ্রষ্টঃ কুলাচারং সমাশ্রয়েৎ[৬]।
কুলাচারপরিভ্রষ্টো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৮৯ ॥

অন্যসব আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি কুলাচারের আশ্রয় নিতে পারে কিন্তু কুলাচারভ্রষ্ট ব্যক্তি রৌরব নরকে যায়। ৮৯

---

১ তা বি গ.—খ, ঙ এবং র গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ, শাস্ত্রাণি।
২ তা বি গ.—গ, ঘ, সুগুপ্তং।
৩ ঐ,—খ, গ, ঘ, বাঞ্ছাসিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি; ঐ,—ঙ, এবং র গ, বাঞ্ছাসিদ্ধিমবাপ্নোতি।
৪ তা বি গ.—ঙ, এবং র গ, নৈব প্রকাশয়েৎ।
৫ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, ক্ষীয়েতে সম্পদায়ুষঃ।
৬ তা বি গ,—খ, কৌলাচারঃ প্রবর্ততে; ঐ,—ঙ এবং র গ, গুপ্তাচারং পরিব্রজেৎ।

শাস্ত্রেষু নিষ্কৃতির্দৃষ্টা মহাপাতকিনামপি।
কুলভ্রষ্টস্য[1] দেবেশি ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৯০ ॥

দেবেশী, শাস্ত্রে মহাপাতকীরও নিষ্কৃতির ব্যবস্থা দেখা যায় কিন্তু কুলভ্রষ্টের নিষ্কৃতির কথা কোথাও দেখা যায় না। ৯০

কুলধর্মং সমাশ্রিত্য আচারং যো ন পালয়েৎ।
যথেচ্ছচারিণস্তস্য[2] মহাপাতকিনঃ প্রিয়ে ॥ ৯১ ॥
আপদো দুরিতংরোগা দারিদ্র্যং কলহো ভয়ম্।
যোগিনীনাং প্রকোপশ্চ স্খলিতানি[3] পদে পদে ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ে, কুলধর্ম অবলম্বন করে যে আচার পালন করে না সেই যথেচ্ছাচারী মহাপাতকীর আপদ্, অনিষ্ট, রোগ, দারিদ্র্য, কলহ, ভয়, যোগিনীদের প্রকোপ এসব লাভ হয় এবং তার পদে পদে স্খলন হয়। ৯১-৯২

ভ্রংশমানঃ[4] প্রণষ্টশ্চ তেজোহীনোঽতিদুর্মতিঃ[5]।
নিন্দিতঃ সর্ববিদ্বিষ্টো[6] বিহ্বলঃ[7] সঙ্গবর্জিতঃ।
দেশাদ্দেশান্তরং যাতি কার্যহানিশ্চ সর্বদা[8] ॥ ৯৩ ॥

অধঃপতিত, প্রনষ্ট, তেজোহীন, অতিদুর্মতি, নিন্দিত, সর্ববিদ্বিষ্ট, বিহ্বল, সঙ্গবর্জিত সেই ব্যক্তি দেশ থেকে দেশান্তরে যায় এবং সর্বদা তার কার্যহানি হয়। ৯৩

তত্রাপি[9] কুলমার্গস্থাঃ শাকিন্যঃ কুলপালিকাঃ।
ভক্ষয়ন্তি পুরা তাসাং[10] বরো দত্তো ময়ৈব তু ॥ ৯৪ ॥

সেখানেও কুলমার্গস্থা কুলপালিকা শাকিনীগণ তাকে ভক্ষণ করে। আমি তাদের (শাকিনীদের) পূর্বকালে ঐ বর দিয়েছিলাম। ৯৪

তস্মাদাচারবান্[11] দেবি যোগিনীনাং প্রিয়ো ভবেৎ।
নাশয়ন্তি চতুর্বেদাননাচারাঃ কুলেশ্বরি ॥ ৯৫ ॥

দেবী, সেই কারণে যে আচারবান্ সে যোগিনীদের প্রিয় হয়। কুলেশ্বরী, যারা অনাচারী তারা চতুর্বেদ নষ্ট করে। ৯৫

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কুলনষ্টস্য। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্তে স্যা।
৩ তা বি গ,—খ, প্রকাশস্য স্খলিতস্য। ৪ ঐ,—ক, শংসমানঃ; ঐ,—খ, পুংসমানঃ।
৫ ঐ,—ঙ এবং র গ, তেজোহীনোঽতিদুঃখিতঃ। ৬ তা বি গ,—খ, সর্বভূতেষু।
৭ ঐ,—ক, বিপুলঃ। ৮ ঐ,—ঙ এবং র গ, রাজ্যহানিশ্চ জায়তে।
৯ ঐ, অত্রাপি। ১০ তা বি গ,—খ, পুরোডাসং
১১ ঐ,—ঙ এবং র গ, তস্মাদাচাররতো।

পাদুকামাত্রসারজ্ঞঃ সদাচারী যতব্রতঃ[১]।
সদাচারেণ দেবেশি[২] যোগিনীবীরমেলনম্।
সম্প্রাপ্নুবন্তি তির্যক্ত্বং কৌলিকাস্তদ্বিপর্যয়াৎ ॥ ৯৬ ॥

দেবেশী, পাদুকামাত্রের সারজ্ঞ সদাচারী ব্রতধারী কৌলিকেরা সদাচারের জন্য যোগিনীবীরসঙ্গ লাভ করে আর তার ব্যতিক্রম হলে তির্যক্ত্ব অর্থাৎ পশুপক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়। ৯৬

আজ্ঞাসিদ্ধিকরং[৩] কৌলমনাচারাদ্বিনশ্যতি।
আচারপালনাৎ সত্যমাজ্ঞা[৪]সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৯৭ ॥

আজ্ঞাসিদ্ধিকর কৌলধর্ম আচার পালন না করলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আচার পালন করলে সত্যই আজ্ঞাসিদ্ধিকার হয়। ৯৭

নাভিষেকো[৫] ন মন্ত্রো বা ন শাস্ত্রপঠনাদিকম্[৬]।
কারণং কুলধর্মস্য[৭] সদাচারঃ[৮] কুলেশ্বরি ॥ ৯৮ ॥

কুলেশ্বরী, কুলধর্মের কারণ সদাচার, অভিষেক নয়, মন্ত্র নয়, শাস্ত্রপাঠাদিও নয়। ৯৮

বালা[৯] শ্রীপাদুকাতত্ত্বত্রয়াচারাদিবাসনাঃ[১০]।
যো বেত্তি সমগ্রী স স্যাৎ কৌলিকশ্চাপি শাম্ভবি ॥ ৯৯ ॥

বালা—ব্রহ্মময়ী পরাশক্তির রূপভেদ। পুরশ্চর্যার্ণবের নবম তরঙ্গে বালামন্ত্র এবং বালাধ্যান উদ্ধৃত হয়েছে। মেরুতন্ত্রধৃত ধ্যানটি এই—

অভয়ং পুস্তকং বালাং বরং চ দধতীং করৈঃ।
অরুণামরুণাব্জস্থাং রক্তবস্ত্রাং দ্বিজেশকাম্ ॥

—দেবীর হস্তে অভয়মুদ্রা, পুস্তক, বালা (নারিকেল/হরিদ্রা/বলয়) এবং বরমুদ্রা। তিনি অরুণবর্ণা, অরুণপদ্মস্থিতা, রক্তবসনা এবং তাঁর মস্তকে চন্দ্র। এইরূপে তাঁর ধ্যান করতে হবে।

বালা বলতে বালামন্ত্রও বুঝায়।

---

১ তা বি গ,—গু এবং স্ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সদাচারেষু যন্ত্রিতঃ; ঐ,—ঘ, সদাচারযন্ত্রিতঃ।
২ তা বি গ,—ঙ এবং স্ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দেবতুং।
৩ তা বি গ,—ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং স্ব গ, আজ্ঞাসিদ্ধিদং; তা বি গ,—গ, ঘ, আজ্ঞাসিদ্ধিমিদং।
৪ স্ব গ, সত্যমতঃ। ৫ তা বি গ,—ঘ, নাপি লোকো। ৬ স্ব গ, পঠনাদপি।
৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, মার্গস্থ। ৮ তা বি গ,—ঙ এবং স্ব গ, সদাচারাৎ।
৯ ঐ, পরা। ১০ ঐ, বাসনাং।

তত্ত্বত্রয়—শৈব দর্শনানুসারে তত্ত্বত্রয় বলতে বোঝায় আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব ; মতান্তরে নরতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৮৬

বাসনা—উদ্দেশ্য, ভাবনা। যন্ত্রাদির শাস্ত্রসম্মত অর্থকেও বাসনা বলে।

সময়ী—সময়াচারপরায়ণ।

ওগো শাম্ভবী বালা, পাদুকা তত্ত্বত্রয় আচারাদির বাসনা যে জানে সে-ই সময়ী এবং কৌলিক। ৯৯

তাবন্ন কৌলিকো দেবি যাবন্ন সময়ীকৃতঃ।
দেহপাতে বিমোক্ষঃ[১] স্যাৎ সময়াচারপালনাৎ॥ ১০০॥

দেবী, সাধক সময়াচারী না হওয়া পর্যন্ত কৌলিক হতে পারে না। সময়াচার পালন করলে দেহান্তে মোক্ষলাভ হয়। ১০০

সংস্কারেণ বিহীনত্বাদ্ গুরুবাক্যস্য লঙ্ঘনাৎ।
আচারবর্জনাদ্দেবি[২] কৌলিকঃ পতিতো ভবেৎ॥ ১০১॥

দেবী, দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কারবিহীন হলে, গুরুবাক্য লঙ্ঘন করলে এবং আচার বর্জন করলে কৌলিক পতিত হয়। ১০১

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং[৩] মন্ত্রযন্ত্রাদিলোপনম্[৪]।
অনর্হপশুদুঃসঙ্গমন্ত্রসাঙ্কর্যসম্ভবম্[৫]॥ ১০২॥
গুপ্ত[৬]প্রকটসম্ভূতং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং প্রিয়ে।
এবমাদিষু দোষেষু পাপস্য গুরুলাঘবম্[৭]॥ ১০৩॥
দেশং কালং বয়ো বিত্তং[৮] সম্যগ্ জ্ঞাত্বা যথাবিধি।
প্রায়শ্চিত্তং গুরুর্দদ্যাৎ[৯] সর্বপাপবিশুদ্ধয়ে॥ ১০৪॥

প্রিয়ে, নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য পূজায় মন্ত্রযন্ত্রাদির ভ্রংশদোষ, অনর্হ পশুর সঙ্গদোষ, মন্ত্রসঙ্করদোষ, গোপনীয়ের প্রকাশদোষ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত এরূপ দোষ বা পাপের বিচারে পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব, তার দেশ ও কাল এবং অপরাধীর বয়স ও বিত্ত সম্পর্কে সম্যক্ অবগত হয়ে গুরু সর্বপাপবিশুদ্ধির জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন। ১০২-১০৪

---

১ র গ, দেহপাতেঽপি মোক্ষঃ। ২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, লঙ্ঘনাদ্দেবি।
৩ তা বি গ—ঙ, দ্রব্য। ৪ র গ, নিত্যনৈমিত্তিকদ্রব্যমন্ত্রযন্ত্রাদিলোপনং।
৫ তা বি গ,—খ, অনর্হৈ পশুদুঃসঙ্গং মন্ত্রসংস্কারসম্ভবম্; ঐ,—গ, ঘ, অনর্হৈ পশুদুঃসঙ্গং মন্ত্রসংস্কার্যসম্ভবং। ৬ ঐ,-খ, গুপ্তং।
৭ ঐ, পাপেভ্যঃ পতনং ভবেৎ। ৮ ঐ, কালঞ্চ যোগায়ং।
৯ তা বি গ,—ঘ, গুরোঃ কুর্যাৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, গুরুঃ কুর্যাৎ।

শিষ্যোঽপি গুরুণাজ্ঞপ্তং[১] প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
অথবা সর্বপাপানাং গুরুনামজপঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৫ ॥

শিষ্যও গুরুর আদেশে প্রায়শ্চিত্ত করবে। অথবা সর্বপাপমুক্তির জন্য গুরুনাম জপের বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ১০৫

জাম্বূনদস্য[২] কলুষং পরিশুদ্ধং যথাগ্নিনা।
অনাচারস্য মালিন্যং[৩] প্রায়শ্চিত্তাগ্নিনা দহেৎ ॥ ১০৬ ॥

যেমন অগ্নি দ্বারা সোনার মলিনতার পরিশোধন হয় তেমনি প্রায়শ্চিত্তরূপ অগ্নি দ্বারা অনাচারের মালিন্য দগ্ধ হয়। ১০৬

বহুনাত্র কিমুক্তেন রহস্যং শৃণু পার্বতি।
বর্ণাশ্রমাণাং সর্বেষামাচারঃ সদ্গতিপ্রদঃ ॥ ১০৭ ॥

পার্বতী, এ বিষয়ে বেশী কথা বলে কি হবে। তোমাকে রহস্য বলছি, শোন। অচার সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের সদ্গতিপ্রদ। ১০৭

গুরুস্ত্রিবারমাচারং কথয়েচ্চ কুলেশ্বরি।
ন গৃহ্লাতি হি শিষ্যশ্চেত্তদা পাপং গুরো র্ন হি ॥ ১০৮ ॥

কুলেশ্বরী, গুরু শিষ্যকে তিনবার আচার উপদেশ করবেন। তাতেও যদি শিষ্য তা গ্রহণ না করে তাহলে তখন আর গুরুর পাপ হবে না। ১০৮

মন্ত্রিদোষশ্চ রাজানং জায়াদোষঃ পতিং যথা[৪]।
তথা প্রাপ্নোত্যসন্দেহং শিষ্যপাপং গুরুং[৫] প্রিয়ে ॥ ১০৯ ॥

প্রিয়ে, মন্ত্রীর পাপ যেমন রাজাকে লাগে, স্ত্রীর পাপ স্বামীকে লাগে, তেমনি শিষ্যের পাপ গুরুকে লাগে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১০৯

ইতি তে কথিতঃ কিঞ্চিৎ সমাসেন কুলেশ্বরি।[৬]।
কুলাচারবিধিং দেবি কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১০ ॥

কুলেশ্বরী, তোমাকে সংক্ষেপে এই কিছুটা কুলাচারবিধি বললাম। দেবী, আবার কি শুনতে চাও। ১১০

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে কুলাচারকথনং নাম একাদশ উল্লাসঃ। ॥১১॥

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চখণ্ডান্তর্গত উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে কুলাচারকথন নামক একাদশ উল্লাস সমাপ্ত। ১১

---

১ তা বি গ,—গ, ঘ, গুরুণা প্রোক্তং। ঐ,—ঙ, শিষ্যেভ্যো দেববৎ প্রোক্তঃ ; র গ, শিষ্যেভ্যো দেববৎ প্রোক্তঃ। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সাম্বূনদস্য হি।
৩ ঐ, অনাচারমরণান্ত। ৪ র গ, তথা। ৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুঃ।
৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, বরাননে।

দ্বাদশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পাদুকা[1]ভক্তিলক্ষণম্।
আচারমপি দেবেশ বদ মে করুণানিধে ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, পাদুকাভক্তির লক্ষণ শুনতে চাই। হে দেবেশ, হে করুণানিধি, তার আচারও আমাকে বল। ১

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ ভক্তিরাশু প্রজায়তে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। তা শোনামাত্র আশু ভক্তির উদ্ভব হবে। ২

বাগ্‌ভবা মূলবলয়ে সূত্রাদ্যাঃ কবলীকৃতাঃ[2]।
এবং কুলার্ণবে জ্ঞানং[3] পাদুকায়াং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩ ॥

বাগ্‌ভবা—"অধোমুখ শ্বেতবর্ণ সহস্রদল কমল (এটির স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রে) বা অকুল কমলের অন্তর্কর্ণিকার মধ্যে বাগ্‌ভব নামে এক প্রসিদ্ধ ত্রিকোণ আছে। এই ত্রিকোণ থেকে পরাদিক্রমে অর্থাৎ পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী এই ক্রমে চারপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় বলে এর নাম বাগ্‌ভব।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৮।

বাগ্‌ভব থেকে উদ্ভূতা পরাদি বাক্ বাগ্‌ভবা। আবার পরাশক্তি শব্দ-ব্রহ্ম মাতৃকারূপিণী সর্বমন্ত্রময়ী কুণ্ডলিনীই পরাদি বাগ্‌রূপে প্রকাশিত হন। কাজেই কুণ্ডলিনী বাগ্‌ভবা। আর যেহেতু তিনি পরাদি বাগ্‌রূপিণী সেই-জন্য সূত্রাদি সমস্তই তাঁরই কবলীকৃত বলা যায়। এগুলি মূলতঃ তাঁর থেকেই উদ্ভূত আর প্রলয়ে তাঁর দ্বারাই কবলীকৃত হয়।

মূলবলয়ে—মূলাধারচক্রে। পূর্বোক্তা কুণ্ডলিনী সূক্ষ্ম মৃণালাকারে মূলাধার-চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন।—কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা,—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৩২-৯৩৯।

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, পাদুকাং।

২ তা বি গ,—খ, ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সূত্রাদ্যাঃ কবলীকৃতাঃ।

৩ তা বি গ,—খ, তদর্ণবং জ্ঞানং; ঐ,—গ, ঘ, কুলার্ণবং জ্ঞানং।

পাদুকায়াং—পাদুকাতে। পূর্বোক্ত বাগ্‌ভব "ত্রিকোণের মধ্যে আছে বিশ্বগুরু পরমশিবের পাদুকা। এর তিন রূপ—প্রকাশ বিমর্শ এবং এই দুইয়ের সামরস্য। এই পাদুকা থেকে নিরন্তর চন্দ্ররশ্মির আকারে পরমামৃত ক্ষরিত হচ্ছে। এই স্নিগ্ধ অমৃতময় চন্দ্ররশ্মির দ্বারা সমগ্র বিশ্বের সঞ্জীবন মাধুর্য সম্পাদন এবং তৃপ্তি সাধন হচ্ছে। এই পাদুকা সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭৬৮। পরম শিব তার পরাশক্তি অভিন্ন। কাজেই এ পাদুকা পরাশক্তিরও পাদুকা।

সূত্রাদি কবলীকৃত করে বাগ্‌ভবা যেমন মূলাধারচক্রে অধিষ্ঠিতা তেমনি কুলার্ণবে বিবৃত সমস্ত জ্ঞান পাদুকায় প্রতিষ্ঠিত। ৩

কোটিকোটিমহাদানাৎ কোটিকোটিমহাব্রতাৎ।
কোটিকোটিমহাযজ্ঞাৎ[১] পরা শ্রীপাদুকাস্মৃতিঃ[২] ॥ ৪ ॥

কোটি কোটি মহাদান, কোটি কোটি মহাব্রত, কোটি কোটি মহাযজ্ঞের চেয়ে শ্রীপাদুকাস্মরণ শ্রেষ্ঠ। ৪

কোটিকোটিমন্ত্রজপাৎ কোটিকোটিতীর্থাবগাহনাৎ[৩]।
কোটিদেবার্চনাদ্দেবি[৪] পরা শ্রীপাদুকাস্মৃতিঃ ॥ ৫ ॥

দেবী, কোটি কোটি মন্ত্রজপ, কোটি কোটি তীর্থে স্নান, কোটি কোটি দেবার্চনার চেয়ে শ্রীপাদুকাস্মরণ শ্রেষ্ঠ। ৫

মহারোগে মহোৎপাতে[৫] মহাদোষে মহাভয়ে।
মহাপদি মহাপাপে স্মৃতা রক্ষতি পাদুকা ॥ ৬ ॥

মহারোগে, মহা-উৎপাতে, মহাদোষে, মহাভয়ে, মহা-আপদে, মহাপাপে স্মরণ করলে পাদুকা রক্ষা করে। ৬

দুরাচারে দুরালাপে[৬] দুঃসঙ্গে দুষ্টসংগ্রহে[৭]।
দুরাহারে চ[৮] দুর্বুদ্ধৌ স্মৃতা রক্ষতি পাদুকা ॥ ৭ ॥

দুষ্ট আচরণে, অসদালাপে, দুঃসঙ্গে, দুষ্টবস্তু সংগ্রহে, দুষ্ট আহারে,-দুর্বুদ্ধিতে স্মরণ করলে পাদুকা রক্ষা করে। ৭

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মহাজ্ঞানাৎ। ২ তা বি গ,—গ, স্মৃতি।
৩ ঐ,—খ, মহাজাপাৎ পুণ্যতীর্থাবগাহনাৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পুণ্যতীর্থাবগাহনাৎ।
৪ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, কোটিদেবার্চনং দেবি। ৫ ঐ,—খ, মহাতাপে।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দুরালোকে।
৭ ঐ,-মুদ্রিত পাঠ, তা বি গ, দুষ্প্রতিগ্রহে, ঐ,—খ, দুষ্টসংগ্রহে।
৮ তা বি গ,—খ, দুরাচারে চ।

তেনাধীতং স্মৃতং জ্ঞানং ইষ্টং[১] দত্তঞ্চ[২] পূজিতম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য পরা[৩] শ্রীপাদুকাস্মৃতিঃ ॥ ৮ ॥

তার অধীতবিদ্যা, স্মৃতি, জ্ঞান, যজ্ঞ, দান, পূজা সার্থক হয় যার জিহ্বাগ্রে পরা শক্তির পাদুকামন্ত্র বর্ত্তমান। ৮

সকৃৎ[৪] শ্রীপাদুকাং দেবি যো বা জপতি[৫] ভক্তিতঃ।
স সর্বপাপরহিতঃ প্রাপ্নোতি পরমাং[৬] গতিম্ ॥ ৯ ॥

দেবী, যে একবারমাত্র ভক্তিভরে শ্রীপাদুকামন্ত্র জপ করে সে সর্বপাপবিমুক্ত হয়ে পরমাগতি লাভ করে। ৯

শুচির্বাপ্যশুচির্বাপি ভক্ত্যা স্মরতি পাদুকাম্।
অনায়াসেন ধর্মার্থকামমোক্ষান্ লভতে সঃ ॥ ১০ ॥

শুচি হোক আর অশুচিই হোক যে ভক্তিভরে পাদুকার স্মরণ করে সে অনায়াসে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ লাভ করে। ১০

শ্রীনাথচরণাম্ভোজং যস্যাং দিশি বিরাজতে।
তস্যাং দিশি[৭] নমস্কুর্যাৎ ভক্ত্যা প্রতিদিনং প্রিয়ে ॥ ১১ ॥

প্রিয়ে, যেদিকে শ্রীনাথের চরণপদ্ম বিরাজমান সেদিকে প্রতিদিন ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করতে হবে। ১১

ন পাদুকাপরো[৮] মন্ত্রো ন দেবঃ শ্রীগুরোঃ পরঃ[৯]।
ন হি শাক্তাৎ পরা দীক্ষা[১০] ন পুণ্যং কুলপূজনাৎ ॥ ১২ ॥

শাক্তাৎ পরা দীক্ষা—শাক্ত দীক্ষার চেয়ে উত্তম দীক্ষা। শাক্ত-দীক্ষা বলতে সাধারণতঃ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা বুঝায়। কিন্তু মনে হয় এখানে শাক্ত-দীক্ষা বলতে শাক্তী বা শাক্তেয়ী দীক্ষা উদ্দিষ্ট।

"শাক্তী বা শাক্তেয়ী দীক্ষা সম্বন্ধে বায়বীয়-সংহিতায় বলা হয়েছে, শাক্তী দীক্ষা জ্ঞানবতী। জ্ঞানচক্ষু গুরু যোগমার্গে শিষ্য দেহে প্রবেশ করে যে জ্ঞান-দীক্ষা দেন তাকে বলে শাক্তী দীক্ষা।

উমানন্দ শাক্তী দীক্ষার অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নিত্যোৎসবে লিখেছেন—গুরু শিষ্যের মূলাধার পর্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নির মতো প্রজ্বলিতা

১ তা বি গ ; গ,-ধৃত পাঠ, ঐ, জ্ঞাতম্ ইষ্টং ; ঐ,—ঘ, জ্ঞানম্ ইষ্টং ; ঐ,—ঙ, দৃষ্টং।
২ ঐ,—ক, পদঞ্চ।
৩ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, -ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সদা।
৪ তা বি গ,—খ, কৃতম্।
৫ ঐ,—ঙ এবং র গ, বদতি।
৬ তা বি গ,—গ, ঘ, পাদুকাং।
৭ ঐ,—ঙ এবং র গ, তস্যৈ দিশে।
৮ র গ, পাদুকাৎ পরো।
৯ তা বি গ,—ক, শ্রীগুরোরপি।
১০ ঐ,—ঙ, এবং র গ, ন হি শাস্ত্রাৎ পরং জ্ঞানং।

পরচিদ্রূপা প্রকাশলহরীর ধ্যান করে তার কিরণরাশির দ্বারা শিষ্যের পাপ দগ্ধ করবেন। এরই নাম শক্তিপ্রবেশরূপা শাক্তীদীক্ষা।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৯৯।

পাদুকামন্ত্রের চেয়ে উত্তম মন্ত্র আর নেই, শ্রীগুরুর চেয়ে উত্তম দেবতা নেই, শাক্তদীক্ষার চেয়ে উত্তম দীক্ষা নেই, কুলপূজার চেয়ে উত্তম পূজা নেই। ১২

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং[1] গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ১৩ ॥

ধ্যানমূলে গুরুমূর্তি, পূজামূলে গুরুপদ, মন্ত্রমূলে গুরুবাক্য আর মোক্ষমূলে গুরুকৃপা। ১৩

গুরুমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা লোকেঽস্মিন্ কুলনায়িকে।
তস্মাৎ সেব্যো[2] গুরুর্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থং ভক্তিসংযুতৈঃ ॥ ১৪ ॥

ওগো কুলনায়িকা, এ জগতে সমস্ত ক্রিয়ার মূলে গুরু। অতএব, সিদ্ধিলাভের জন্য ভক্তিমান্ সাধকদের গুরুর সেবা নিত্য করতে হবে। ১৪

তাবদার্তির্ভয়ং শোকো লোভমোহভ্রমাদয়ঃ[3]।
যাবন্নায়াতি শরণং শ্রীগুরুং ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৫ ॥

যতকাল ভক্তবৎসল শ্রীগুরুর শরণ না নিয়েছে ততকাল মানুষের আর্তি, ভয়, শোক, লোভ, মোহ, ভ্রম ইত্যাদি থাকে। ১৫

তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে সর্বদুঃখমলীমসাঃ[4]।
ন ভবেৎ সদ্‌গুরৌ ভক্তি[5] র্যাবজ্জন্মবেশি দেহিনাম্[6] ॥ ১৬ ॥

সর্বদুঃখমলীমসাঃ—সবরকমের দুঃখ এবং মলযুক্ত ব্যক্তিগণ। যা জীবের চিদ্‌রূপ বা স্বরূপ আচ্ছাদন করে তাই মল। "সর্বদর্শন সংগ্রহে মল সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'আত্মাশ্রিতো দুষ্টভাবো মলঃ' অর্থাৎ পুরুষ-আশ্রিত দুষ্টভাব মল। মল পঞ্চবিধ—মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম, সক্তি (বিষয়াসক্তি), হেতু (বিষয়সন্নিধানাদি) এবং চ্যুতি অর্থাৎ সদাচরণভ্রষ্টতা।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং পৃঃ ২৪৮, পাদটীকা ৪।

---

১ তা বি গ,—ক, মূলমন্ত্রং। ২ ঐ,—গ, পরো।
৩ তা বি গ,—ক, তাবদার্তিভয়ং দুঃখং মহাশোকভ্রমাদয়ঃ ; ঐ,—গ, মহাশোকভ্রমাদয়ঃ ॥
৪ ঐ,—খ, সর্বদুঃখমলীময়া। ৫ ঐ,—ঙ, শ্রীগুরুভক্তি।
৬ ব গ, শ্রীগুরোর্ভক্তির্যাবজ্জন্মবেশি দেহিনঃ।

"জীবের বন্ধনের হেতু অজ্ঞান। অজ্ঞান অর্থই স্বরূপভ্রষ্টতা। এই অজ্ঞানকেই শৈবশাস্ত্রে মল বলা হয়েছে। ত্রিকমতে অজ্ঞান অপূর্ণজ্ঞান, জ্ঞানের অভাব নহে।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৭৮।

ত্রিকমতে মল ত্রিবিধ—আণব, কার্ম এবং মায়ীয়। শিবের অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তি জীবে সঙ্কুচিতা হলে অপূর্ণংমন্যতারূপ আণবমলের উদ্ভব হয়।

শিবের অসঙ্কুচিতা ক্রিয়াশক্তি জীবে সঙ্কুচিতা হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে কিঞ্চিৎকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন শুভাশুভ অনুষ্ঠানময় কার্মমলের উদ্ভব হয়।

শিবের অসঙ্কুচিতা জ্ঞানশক্তি জীবে সঙ্কুচিত হওয়ায় শিবের সর্বজ্ঞত্ব জীবে কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপ মায়ীয় মলের উদ্ভব হয়। —দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৭৯-২৮০।

দেবেশী, যে পর্যন্ত দেহধারীদের সদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি না জন্মায় সেই পর্যন্ত তারা সর্ব দুঃখ এবং আণবাদি-মল-যুক্ত হয়ে সংসারে ঘুরে বেড়ায়। ১৬

সর্বসিদ্ধিফলোপেতো মন্ত্রঃ শুধ্যতি শোভনঃ[1]।
গুরোঃ[2] প্রসাদমূলোঽয়ং পরতত্ত্বমহাত্মনঃ[3] ॥ ১৭ ॥

সর্বসিদ্ধিফলযুক্ত সুন্দর পাদুকামন্ত্রের মূলে আছে পরতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা গুরুর প্রসাদ। এটি সাধককে শুদ্ধ করে। ১৭

যথা[4] দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নো বরদো মনুম্।
তথা[5] ভক্ত্যা ধনৈঃ প্রাণৈর্গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ ॥ ১৮ ॥

গুরু যাতে সন্তুষ্ট প্রসন্ন বরদ হয়ে মন্ত্র দেন সেইভাবে ধনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি-ভরে যত্নসহকারে তাঁর পরিতোষ বিধান করতে হবে। ১৮

যদা দদ্যাৎ স্বশিষ্যায়[6] স্বাত্মানং দেশিকোত্তমঃ।
তদা মুক্তো ভবেচ্ছিষ্যস্ততো নাস্তি পুনর্ভবঃ ॥ ১৯ ॥

দেশিকোত্তম নিজেকে যখন শিষ্যকে দান করেন তখন শিষ্য মুক্ত হয়ে যায়; তার আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৯

তাবদারাধয়েচ্ছিষ্যঃ প্রসন্নোঽসৌ যদা[7] ভবেৎ।
গুরৌ প্রসন্নে শিষ্যস্য সর্ব[8] পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২০ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, গ, মন্ত্রমন্ত্রোঽস্তি শোভনঃ। ২ ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, গুরু।
৩ ব গ, এবং তা বি গ,—ঙ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মহাত্মনঃ।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, যথা। ৫ ঐ, তথা। ৬ ঐ, স্বশিষ্যেভ্যঃ।
৭ তা বি গ,—খ, যদা। ৮ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সদ্যঃ।

গুরু প্রসন্ন না হওয়া পর্যন্ত শিষ্য তাঁর আরাধনা করবে। গুরু প্রসন্ন হলে শিষ্যের সর্বপাপ ক্ষয় হয়। ২০

মনসাপি ন কাঙ্ক্ষন্তে[১] যান্ কামাননু[২]জীবিনঃ।
প্রসাদয়ন্তি[৩] তান্ সর্বান্ স্বামিনো ভক্তবৎসলাঃ ॥ ২১ ॥

অনুগামীরা যে-সব কাম্যবস্তু মনে মনেও কামনা করে না ভক্তবৎসল গুরুরা সে সবই প্রসাদ দেন অর্থাৎ প্রসন্ন হয়ে দান করেন। ২১

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতামুনিযোগিনঃ।
কুর্বন্ত্যনুগ্রহং তুষ্টা গুরৌ তুষ্টে ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

গুরু তুষ্ট হলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবগণ মুনিগণ এবং যোগিগণ তুষ্ট হয়ে অনুগ্রহ করেন এ বিষয়ে সংশয় নেই। ২২

ভক্ত্যা[৪] তুষ্টেন গুরুণা যঃ প্রদিষ্টঃ[৫] কৃপালুনা।
কর্মমুক্তো[৬] ভবেচ্ছিষ্যো ভুক্তিমুক্ত্যোঃ স ভাজনম্ ॥ ২৩ ॥

ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হয়ে কৃপালু গুরু যে-শিষ্যকে উপদেশ দেন সে কর্মমুক্ত এবং ভুক্তিমুক্তিভাজন হয়। ২৩

শিষ্যেণাপি তথা কার্যং[৭] যথা[৮] সন্তোষিতো গুরুঃ[৯]।
প্রিয়ং কুর্যাচ্চ দেবেশি[১০] মনোবাক্কায়কর্মভিঃ ॥ ২৪ ॥

দেবেশী, গুরু যাতে সন্তুষ্ট হন শিষ্যের সেইরূপ করা উচিত, কায়মনোবাক্য কর্মের দ্বারা গুরুর যা প্রিয় তা করা উচিত। ২৪

যদি তুষ্টেন গুরুণা স্বশিষ্যো[১১] যত্র কুত্রচিৎ।
মুক্তোঽসীতি সমাদিষ্ট[১২] সোঽপি মুক্তিং ব্রজেৎ প্রিয়ে ॥ ২৫ ॥

প্রিয়ে, গুরু তুষ্ট হয়ে যদি স্বীয় শিষ্যকে যেখানে খুশি আদেশ করেন, তুমি মুক্ত, তা হলে শিষ্যও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ২৫

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, কাঙ্ক্ষেত।
২ তা বি গ,—ক, কামাংস্তুণ ; ঐ,—ঙ, মন ; ব গ, নব।
৩ তা বি গ,—গ,-মুদ্রিত পাঠ ; তা বি গ, সম্পাদয়ন্তি।
৪ তা বি গ,—ঙ, এবং ব গ, ভক্ত্যা সন্তুষ্টগুরুণা যোপদিষ্টঃ কৃপালুনা।
৫ তা বি গ,—গ, ঘ, যদি তুষ্টঃ। ৬ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, কর্মমোক্ষো।
৭ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, তদা প্রাজ্ঞং ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, ততো প্রাজ্ঞং। ৮ ব গ, সদা।
৯ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, যদা সন্তোষয়েদ্ গুরুঃ ; ঐ,—খ, সদা সন্তোষ্যতে গুরুঃ।
১০ ঐ,—ক, খ, গ, ঘ, তস্মাদ্ গুরোঃ প্রিয়ং কুর্বন্।
১১ ঐ,—খ, ঘ, যদি বা পরিতুষ্টেন গুরুণা ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, যদি বা পরিতুষ্যেত গুরুণা।
১২ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, সমুদ্দিষ্টঃ।

অথবা নিষ্প্রপঞ্চেন ধাম্না কেনচিদীশ্বরঃ[১] ।
করোতি গুরুরূপেণ পশুপাশবিমোচনম্ ॥ ২৬ ॥

নিষ্প্রপঞ্চেন ধাম্না—মায়ামুক্ত দেহের দ্বারা অর্থাৎ মায়ামুক্ত দেহ ধারণ করে। এ দেহ চিন্ময় দেহ। গুরুর চিন্ময় সত্তাই শিষ্যের পশুপাশ ছিন্ন করে, ভৌতিক সত্তা নয়।

অথবা ঈশ্বর গুরুরূপে মায়ামুক্ত দেহ ধারণ করে শিষ্যের পশুপাশ বিমোচন করেন। ২৬

ন[২] মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ[৩] ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স তু পূজ্যো হ্যহং যথা ॥ ২৭ ॥

চতুর্বেদী হলেই আমার প্রিয় হয় না। আমার ভক্ত চণ্ডাল আমার প্রিয়। আমার ভক্তকে দান করতে হবে, তার কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে হবে। সে আমার তুল্য পূজ্য। ২৭

বিপ্রঃ ষড়্‌গুণযুক্তশ্চেদভক্তো[৪] ন প্রশস্যতে।
ম্লেচ্ছোঽপি গুণহীনোঽপি ভক্তিমান্ শিষ্য[৫] উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

ষড়্‌গুণ—ঐশ্বর্য, জ্ঞান, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য এবং ধর্ম।

ষড়্‌গুণযুক্ত বিপ্রও যদি ভক্তিহীন হয় তা হলে সে প্রশংসার যোগ্য নয়। গুণহীন এমন কি ম্লেচ্ছও যদি ভক্তিমান্ হয় তা হলে তাকে শিষ্য বলা হবে। ২৮

গুরুভক্তিবিহীনস্য তপো বিদ্যা কুলং[৬] ব্রতম্ ।
সর্বং নশ্যতি তত্রৈব ভূষণং লোকরঞ্জনম্[৭] ॥ ২৯ ॥

গুরুভক্তিহীন ব্যক্তির তপ বিদ্যা কুল ব্রত এই সব লোকরঞ্জনকারী ভূষণ সবই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৯

গুরুভক্ত্যগ্নিনা সম্যগ্দগ্ধকর্মতিকল্মষঃ[৮] ।
শ্বপচোঽপি পরৈঃ পূজ্যো[৯] বিদ্বানপি ন[১০] নাস্তিকঃ ॥ ৩০ ॥

---

১ তা বি গ,—গ, ঘ, যেন চিন্মীশ্বরঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ধার্মিকেণ চিদীশ্বরি।

২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, স।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-স্বত পাঠ ; তা বি গ, শ্বপচোঽপি বা।

৪ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ, বিপ্রোঽপি গুণযুক্তো বাপ্যভক্তো ; তা বি গ,—গ, ব্রাহ্মণো গুণযুক্তো বাপ্যভক্তো।

৫ তা বি গ,—গ, শিব।

৬ ঐ—ঘ, ফলং।

৭ ঐ, দেবেশি ভূষনং নোপপদ্যতে।

৮ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, সম্যগ্ দগ্ধা সর্বপতির্নরঃ।

৯ তা বি গ,—ঘ, পরে যুক্তো।

১০ র গ, ন বিদ্বানপি।

যার দুর্মতিকল্মষ গুরুভক্তিরূপ অগ্নি দ্বারা সম্যক্ দগ্ধ হয়েছে সে চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরওসম্মানার্হ, বিদ্বান্ হলেও সে নাস্তিক হয় না। ৩০

ধর্মার্থকামৈঃ কিন্তস্য মোক্ষ এব করে স্থিতঃ[১]।
সর্বোপায়ৈ[২]র্গুরৌ দেবি যস্য ভক্তিঃ সদা স্থিরা ॥ ৩১ ॥

দেবী, গুরুর প্রতি সর্বোপায়ে যার ভক্তি সর্বদা অচলা তার ধর্মার্থকামের কি প্রয়োজন, মোক্ষই তার করতলগত। ৩১

স শিবো গুরুরূপেণ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো মম[৩]।
ইতি ভক্ত্যা স্মরেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ[৪] ॥ ৩২ ॥

গুরুরূপে শিবই আমার ভুক্তিমুক্তিপ্রদানকারী—ভক্তিভরে যে এইরূপ চিন্তা করে সে অচিরে সিদ্ধি লাভ করে। ৩২

যস্য দেবে[৫] পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্মৈ তে[৬] কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে কুলেশ্বরি ॥ ৩৩ ॥

কুলেশ্বরী, যার দেবতার প্রতি উত্তম ভক্তি এবং যেমন দেবতার প্রতি তেমনি গুরুর প্রতি ভক্তি, তোমাকে যে-সব বিষয় বলেছি সে-সবের মর্ম তার কাছে প্রকাশিত হবে। ৩৩

নারায়ণে মহাদেবে মাতাপিত্রোশ্চ রাজনি।
ভক্তির্যথা মহাদেবি[৭] তথা কার্যা নিজে গুরৌ ॥ ৩৪ ॥

মহাদেবী, নারায়ণ মহাদেব মাতাপিতা এবং রাজার প্রতি লোকের যেরূপ ভক্তি আপন গুরুকেও তার তেমনি ভক্তি করা উচিত। ৩৪

লক্ষ্মীনারায়ণৌ বাণীধাতারৌ গিরিজাশিবৌ।
শ্রীগুরুং গুরুপত্নীঞ্চ পিতরাবিতি চিন্তয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

গুরুপত্নী ও গুরুকে মাতাপিতা মনে করতে হবে, মনে করতে হবে এঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণ, বাণী ব্রহ্মা, গিরিজা-শিব। ৩৫

গুরুভক্ত্যা যথা দেবি প্রাপ্যন্তে[৮] সর্বসিদ্ধয়ঃ।
যজ্ঞ[৯]দানতপস্তীর্থব্রতাদ্যৈর্ন তথা প্রিয়ে ॥ ৩৬ ॥

দেবী, ওগো প্রিয়ে, গুরুভক্তি দ্বারা যেমন সর্বসিদ্ধি লাভ করা যায়, যজ্ঞ-দান-তপস্যা-তীর্থ-ব্রতাদি দ্বারা তেমন করা যায় না। ৩৬

---

১ তা বি গ,—খ, ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ সর্বে তস্য করে স্থিতাঃ।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সর্বার্থৈঃ শ্রী; ঐ,—খ, সর্বভাবে।
৩ তা বি গ,—খ, ভবেৎ। ৪ ঐ, মনুত্তমা। ৫ তা বি গ,—খ, ঙ, দেবি।
৬ তা বি গ,—ক, গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, তস্য তে; ঐ,—ঙ এবং র গ, তস্যৈব।
৭ তা বি গ,—ক, যথাশক্তির্ভবেদ্দেবি। ৮ ঐ,—ঙ এবং র গ, প্রার্থ্যন্তে। ৯ ঐ, সর্ব।

শ্রীগুরৌ নিশ্চলা ভক্তি[১]র্বর্দ্ধতে হি যথা যথা।
তথা তথাস্য[২] বিজ্ঞানং বর্দ্ধতে কুলনায়িকে ॥ ৩৭ ॥

ওগো কুলনায়িকা, শ্রীগুরুর প্রতি সাধকের নিশ্চলা ভক্তি যেমন যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তেমনি তেমনি তার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৩৭

কিং তীর্থাদ্যৈর্মহায়াসৈঃ কিং ব্রতৈঃ কায়শোষণৈঃ[৩]।
নির্ব্যাজসেবা দেবেশি ভক্তির্যেষাং নিজে গুরৌ[৪] ॥ ৩৮ ॥

দেবেশী, নিজ গুরুর প্রতি যাদের ভক্তি আছে এবং তাঁর অকপট সেবা যারা করে তাদের তীর্থযাত্রাদি বড় বড় আয়াসের প্রয়োজন কি, কায়াশোষণকারী সব ব্রতেরই বা কি প্রয়োজন? ৩৮

কায়ক্লেশেন মহতা তপসা বাপি যৎফলম্।
তৎফলং লভতে দেবি সুখেন গুরুসেবয়া ॥ ৩৯ ॥

দেবী, কায়ক্লেশসঙ্কুল মহাতপস্যার দ্বারা যে ফল লাভ হয় গুরুসেবা দ্বারা অনায়াসে সেই ফল লাভ করা যায়। ৩৯

ভোগমোক্ষার্থিনাং ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশপদকাঙ্ক্ষিণাম্।
ভক্তিরেব গুরৌ দেবি নান্যঃ পন্থা ইতি শ্রুতিঃ[৫] ॥ ৪০ ॥

দেবী যারা ভোগমোক্ষার্থী এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-পদের অভিলাষী গুরুভক্তিই তাদের একমাত্র পথ, অন্য পথ নেই—এ বেদবাক্য। ৪০

অশুভানি চ কর্মাণি সুমহাপাতকানি[৬] চ।
ভক্তিঃ ক্ষণেন দহতি তূল[৭]রাশিমিবানলঃ ॥ ৪১ ॥

অগ্নি যেমন তূলারাশি মুহূর্তে দগ্ধ করে তেমনি ভক্তি সমস্ত অশুভ কর্ম এবং মহাপাতক মুহূর্তে দগ্ধ করে। ৪১

বিশ্বাসায় নমস্তস্মৈ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে।
যেন মৃদ্দারুদৃষদঃ ফলন্ত্যবিফলং ফলম্[৮] ॥ ৪২ ॥

সর্বসিদ্ধিপ্রদ সেই বিশ্বাসকে নমস্কার যে বিশ্বাসের জন্য মৃত্তিকা, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরও অব্যর্থ ফল দেয়। ৪২

---

১ তা বি গ.—খ, বৃদ্ধি।
২ ঐ.—ঙ এবং র গ, তথাস্য।
৩ তা বি গ.—ক, কায়রোধনৈঃ ; ঐ.—খ, কায়শোষনৈঃ।
৪ তা বি গ.—ঙ এবং র গ.ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ভক্তিশ্চেষা হি সদ্গুরোঃ।
৫ তা বি গ.—খ, ন বিদ্যতে (?)।
৬ ঐ.—ঙ এবং র গ.-ধৃত পাঠ।
৭ তা বি গ.—খ, তৃণ।
৮ তা বি গ.—খ, যেন সৃষ্টানি তৎকালং ফলন্ত্যবিকলং ফলম্।

ন যোগো ন তপো নার্চাক্রমঃ কোঽপি প্রলীয়তে।
অমায়ে কুলমার্গেঽস্মিন্[1] ভক্তিরেব বিশিষ্যতে[2] ॥ ৪৩ ॥

মায়াবিনির্মুক্ত এই কুলমার্গে যোগ, তপ, অর্চনাক্রম কিছুই নষ্ট হয় না। তবে এতে ভক্তিরই প্রাধান্য। ৪৩

সাক্ষাদ্ গুরুময়ে দেবি সর্বস্মিন্[3] ভুবনান্তরে।
কিন্তু ভক্তিমতাং ক্ষেত্রে মন্ত্রঃ কেষাং ন সিধ্যতি ॥ ৪৪ ॥

দেবী, যাদের কাছে সব ভুবন সাক্ষাৎ গুরুময় সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিদের কার ক্ষেত্রে মন্ত্রসিদ্ধি না হবে অর্থাৎ তাদের সবারই মন্ত্রসিদ্ধি হবে। ৪৪

গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৫ ॥

যে গুরুকে মনুষ্য মনে করে, মন্ত্রকে অক্ষর মনে করে আর প্রতিমাকে পাথর মনে করে সে নরকে যায়। ৪৫

গুরুং ন মর্ত্ত্যং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য হি[4]।
ন কদাচিদ্ভবেৎ সিদ্ধির্মন্ত্রৈর্বা দেবতার্চনৈঃ ॥ ৪৬ ॥

গুরুকে মর্ত্য মনে করা উচিত নয়। যে করে তার মন্ত্রের দ্বারা বা দেবতার্চনার দ্বারা কখনো সিদ্ধিলাভ হয় না। ৪৬

শ্রীগুরুং প্রাকৃতৈঃ সার্দ্ধং যে স্মরন্তি বদন্তি চ।
তেষাং হি সুকৃতং সর্বং পাতকং ভবতি প্রিয়ে ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ে, যারা শ্রীগুরুকে প্রাকৃত জনদের সঙ্গে স্মরণ করে বা তাঁর কথা বলে তাদের সমস্ত পুণ্য পাপে পরিণত হয়। ৪৭

জন্মহেতু হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্মাধর্মপ্রদর্শকঃ ॥ ৪৮ ॥

জন্মের কারণ বলে পিতামাতা যত্নের সহিত পূজনীয়। আর ধর্মাধর্ম প্রদর্শন করেন বলে গুরু বিশেষভাবে পূজ্য। ৪৮

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ[5]।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥ ৪৯ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, অমায়াকুলমার্গেণ।
২ ঐ,—ক, গ, ঘ, ভক্তিরেব হি সদ্গুরোঃ।
৩ ঐ,—ঙ এবং রগ, সর্বেঽস্মিন্ ভুবনান্তরে।
৪ র গ, তু।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুর্গতিঃ।

গুরু পিতা, গুরু মাতা, গুরু দেব মহেশ্বর। শিব রুষ্ট হলে গুরু ত্রাণ করেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে কেউ ত্রাণকারী নেই। ৪৯

গুরোর্হিতং হি কর্তব্যং মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ ॥ ৫০ ॥

কায়মনোবাক্য এবং কর্মের দ্বারা গুরুর হিতসাধন করতে হবে। যে গুরুর অহিতাচরণ করে সে বিষ্ঠার কৃমি হয়ে জন্মায়। ৫০

শরীরবিত্তপ্রাণৈশ্চ শ্রীগুরুং বঞ্চয়ন্তি যে[1]।
কৃমিকীটপতঙ্গত্বং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥

শরীর-ধন-প্রাণের কারণে যারা শ্রীগুরুকে বঞ্চনা করে তারা নিঃসংশয় কৃমিকীটপতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫১

মন্ত্র[2]ত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুর্গুরু[3]ত্যাগাদ্দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রৌরবং[4] নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫২ ॥

মন্ত্রত্যাগে মৃত্যু এবং গুরুত্যাগে দরিদ্রতা ঘটে আর গুরু ও মন্ত্র উভয়ের ত্যাগে রৌরব নরকে গতি হয়। ৫২

গুর্বর্থং ধারয়েদ্দেহং তদর্থং[5] ধনমর্জয়েৎ।
নিজপ্রাণান্ পরিত্যজ্য গুরুকার্যং সমাচরেৎ ॥ ৫৩

শিষ্য গুরুর জন্য দেহধারণ করবে, তাঁর জন্য ধন অর্জন করবে এবং নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও গুরুর কাজ করবে। ৫৩

গুরূক্তং পরুষং বাক্যমাশিষং পরিচিন্তয়েৎ।
তেন সন্তাড়িতো বাপি প্রসাদমিতি সংস্মরেৎ ॥ ৫৪ ॥

গুরু যদি পরুষবাক্য বলেন, তা হলে তা আশীর্বাদ মনে করতে হবে। তিনি যদি তাড়না করেন তা হলে তা তাঁর প্রসাদ মনে করতে হবে। ৫৪

ভোগ্য[6]ভোজ্যানি বস্তূনি গুরবে চ সমর্পয়েৎ।
তচ্ছেষমিতি সঞ্চিন্ত্য চানুভূয়াৎ কুলেশ্বরি[7] ॥ ৫৫ ॥

কুলেশ্বরী, ভোগ্য এবং ভোজ্য বস্তু সব গুরুকে সমর্পণ করতে হবেএব তাঁর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ মনে করে তা ভক্ষণ করতে হবে। ৫৫

---

১ তা বি প.—খ, শরীরজীবিতপ্রাণাঃ শ্রীগুরুং বঞ্চয়ন্তি যে।
২ ঐ,—ঙ এবং র প, গুরু।
৩ ঐ, মন্ত্র।
৪ তা বি প,—ক, খ, পরিত্যাগী রৌরবং।
৫ ঐ,—ঙ এবং র প, গুর্বর্থং।
৬ তা বি প,—ঙ এবং র প, ভোগ।
৭ ঐ, সুরেশ্বরি।

গুর্বগ্রে ন তপঃ কুর্যান্নোপবাসব্রতাদিকম্[১]।
তীর্থযাত্রাং ন কুর্যাচ্চ[২] ন স্নায়াদাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৫৬ ॥

গুরু উপস্থিত থাকলে শিষ্যের তপ, উপবাস, ব্রতাদি, তীর্থযাত্রা এসব করতে নেই ; আত্মশুদ্ধির জন্য স্নানও করতে নেই। ৫৬

ন নিয়োগং গুরোঃ কুর্যাৎ[৩] যুষ্মদা নৈব ভাষয়েৎ।
ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ং[৪]।
ন কুর্যাদ্ গুরুভিঃ সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা কথঞ্চন ॥ ৫৭ ॥

শিষ্য হয়ে কোনো ব্যক্তি গুরুকে কোন কাজে নিয়োগ করবে না, 'তুমি' বলে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে না, গুরুর সঙ্গে ঋণ দেওয়া-নেওয়া বা জিনিস বেচাকেনা কখনো করবে না। ৫৭

ন কুর্যান্নাস্তিকৈঃ সার্দ্ধং[৫] সম্ভাষণমপীশ্বরি।
বিলোক্য দূরতো গচ্ছেন্নাসীত সহ তৈঃ ক্বচিৎ ॥ ৫৮ ॥

ঈশ্বরী, শিষ্য নাস্তিকদের সঙ্গে কথোপকথন করবে না। তাদের দেখতে পেলে দূর থেকে সরে পড়বে, কখনো তাদের সঙ্গে থাকবে না। ৫৮

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমম্বিকে।
স যাতি নরকং ঘোরং[৬] সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥

অম্বিকা, গুরু উপস্থিত থাকতে যে অন্যের পূজা করে সে ঘোর নরকে যায় এবং তার সে-পূজা নিষ্ফল হয়। ৫৯

শিরসা ন বহেদ্ভারং গুরুপাদাব্জধারিণা।
তদাজ্ঞয়া তু কর্তব্যমাজ্ঞারূপো গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৬০ ॥

যে গুরুপাদপদ্ম শিরে ধারণ করেছে তার আর অন্য ভার মাথায় নিতে হয় না। গুরু যা আজ্ঞা করেন তাই তাকে করতে হবে। গুরুর আজ্ঞা গুরুরূপী বলে গণ্য। ৬০

মন্ত্রাগমাদ্যমন্যত্র শ্রুতং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
গুর্বাজ্ঞয়া তু গৃহ্লীয়াত্তন্নিষিদ্ধং বিবর্জয়েৎ ॥ ৬১ ॥

---

১ ব গ, য়োপবাসাদিকং ব্রতং। ২ তা বি গ,—খ, সমাগতা।
৩ ঐ,—ক, গুরৌ কুর্যাৎ ; ঐ,—গ, ঘ, গুরোর্দদ্যাৎ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, গুরৌ দদ্যাৎ।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, ক্রয়বিক্রয়ৌ।
৫ ঐ,—মূত পাঠ ; তা বি গ, নাস্তিকৈর্বাদং।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, নরকে ঘোরে।
৭ তা বি গ,—ক, তদনিষ্টং বিবর্জয়েৎ ; ঐ,—খ, গুর্বাজ্ঞয়া তু কর্তব্যং নিষিদ্ধং বর্জয়েৎ সদা ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, তদানিষ্টং বিবর্জয়েৎ।

শিষ্য অন্যত্র মন্ত্র-আগমাদি যা শুনবে তা গুরুর কাছে নিবেদন করবে। গুরু যা গ্রহণ করতে আদেশ দেবেন তাই গ্রহণ করবে আর যা নিষেধ করবেন তা বর্জন করবে। ৬১

স্বশাস্ত্রোক্তং রহস্যাদ্যং[১] ন বদেৎ যস্য কস্যচিৎ।
যদি কুর্য়াৎ স সময়াচ্চ্যুতো[২] এব ন সংশয়ঃ ॥ ৬২

শিষ্য স্বীয় শাস্ত্রোক্ত রহস্যাদি যাকে তাকে বলবে না। যদি বলে তা হলে সে আচারভ্রষ্ট হবে এ বিষয়ে সংশয় নেই। ৬২

অদ্বৈতং ভাবয়েন্নিত্যং ন দ্বৈতং[৩] গুরুণা সহ।
আত্মবৎ সর্বভূতেভ্যো[৪] হিতং কুর্যাৎ কুলেশ্বরি ॥ ৬৩ ॥

কুলেশ্বরী, শিষ্যের গুরুর সহিত নিত্য অভেদ-ভাবনা করতে হবে, দ্বৈত-ভাবনা নয়। সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ ভেবে তাদের হিতসাধন করতে হবে। ৬৩

আত্মার্থমানসদ্ভাবৈঃ শুশ্রূষা[৫] স্যাচ্চতুর্বিধা।
শুশ্রূষয়া ধিয়া দেবি শিষ্যঃ সন্তোষয়েদ্ গুরুম্ ॥ ৬৪ ॥

গুরুসেবা চতুর্বিধ—নিজেকে দিয়ে সেবা, অর্থ দিয়ে সেবা, পূজা দ্বারা সেবা এবং সদ্ভাবের দ্বারা সেবা। শিষ্য সেবাবুদ্ধিতে গুরুর সন্তোষ বিধান করবে। ৬৪

পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
শুশ্রূষণপরো যস্তু গুরুদেবমহাত্মনাম্ ॥ ৬৫ ॥

যে গুরু, দেবতা এবং মহাত্মাদের সেবানিষ্ঠ সে পদে পদে অশ্বমেধের ফল লাভ করে এ সম্বন্ধে সংশয় নেই। ৬৫

কেবলং[৬] গুরুশুশ্রূষা ত্বৎকৃপাকারিণী প্রিয়ে।
সদ্ভক্তি সহিতা চেৎ সা সর্বকামফলপ্রদা[৭] ॥ ৬৬ ॥

প্রিয়ে, কেবলমাত্র গুরুসেবা দ্বারাই তোমার কৃপা লাভ করা যায়। আর সে-সেবা যদি সদ্ভক্তিযুক্ত হয় তা হলে তা সব কাম্য ফল প্রদান করে। ৬৬

ক্ষীয়ন্তে সর্বপাপানি বর্দ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ।
সিধ্যন্তি সর্বকার্যাণি গুরুশুশ্রূষয়া প্রিয়ে ॥ ৬৭ ॥

---

১ তা বি গ.—ঙ এবং র গ.-দুস্ক পাঠ ; তা বি গ. রহস্যার্থং।
২ তা বি গ.—ঙ. স স ময়া বাচ্য। র গ. স স ময়া উচ্য।
৩ তা বি গ.—ঙ. মদ্বৈতং। র গ. অদ্বৈতং।
৪ তা বি গ.—ক. গুরুণা সার্দ্ধং। ঐ.—খ. ঙ এবং র গ. সর্বভূতেষু।
৫ তা বি গ.—ঙ. আত্মাত্মমানসন্ত বৈঃ সুক্রিয়া ; র গ. আত্মাত্মমাক্তসদ্ভাবৈঃ সুক্রিয়া।
৬ তা বি গ.—ঙ. কুবলং।
৭ ঐ এবং র গ. তদ্ভক্তিসহিতাঃ সর্বে সর্বকামফলপ্রদাঃ।

প্রিয়ে, গুরুসেবা দ্বারা সর্বপাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পুণ্যরাশি বর্ধিত হয় এবং সর্ব কার্যসিদ্ধি হয়। ৬৭

যদ্‌যদাত্মহিতং বস্তু তত্তদ্ধিতমুপাচরেৎ[১]।
গুরুদেবার্চকো[২] যস্তু তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে ॥ ৬৮ ॥

গুরুদেবের অর্চনাকারী যে-ব্যক্তি যা যা নিজের হিতকর মনে করে সেই সেই বস্তু গুরুর হিতে নিয়োগ করে তার পুণ্যের অবধি নেই। ৬৮

ভক্ত্যা বিত্তানুসারেণ গুরুমুদ্দিশ্য যৎকৃতম্[৩]।
অল্পে মহতি বা তুল্যং পুণ্য[৪]মাঢ্যদরিদ্রয়োঃ ॥ ৬৯ ॥

বিত্তসামর্থ্যানুসারে গুরুর উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে যা করা হয় তা অল্পই হোক আর বেশীই হোক, ধনী লোকেই করুক আর গরীব লোকেই করুক, তার পুণ্য সমান হবে। ৬৯

সর্বস্বমপি যো দদ্যাদ্ গুরৌ ভক্তিবিবর্জিতঃ।
শিষ্যো ন ফলমাপ্নোতি ভক্তিরেব হি কারণম্ ॥ ৭০ ॥

ভক্তিবিবর্জিত কোনো শিষ্য যদি সর্বস্বও গুরুকে দান করে তা হলেও সে কোনো ফল লাভ করবে না। কেননা, ভক্তি-ই ফললাভের কারণ। ৭০

যস্মিন্ দ্রব্যে গুরোরস্তি স্পৃহা[৫] নানুভবেৎ তৎ।
অবশ্যং যদি বাঞ্ছা[৬] স্যাদনুভূয়াত্তদাজ্ঞয়া ॥ ৭১ ॥

যে-দ্রব্যে গুরুর স্পৃহা রয়েছে শিষ্য তা ভোগ করবে না। যদি তার জন্য বাঞ্ছা জাগে তবে গুরুর আজ্ঞা নিয়ে ভোগ করবে। ৭১

যস্তিলার্দ্ধং তদর্দ্ধং বা গুরুস্বমুপজীবতি।
লোভান্মোহাৎ[৭] স পচ্যেত নরকে চ ত্রিসপ্তকে[৮] ॥ ৭২ ॥

যে লোভবশে কি মোহবশে গুরুর ধন তিলার্ধপরিমাণ বা তারও অর্ধ-পরিমাণ ভোগ করে সে একবিংশতি নরকে দগ্ধ হবে। ৭২

অত্যল্পং হি গুরোর্দ্রব্যমদত্তং স্বীকরোতি যঃ।
স তির্যগ্[৯]যোনিমাপন্নঃ ক্রব্যাদৈর্ভক্ষ্যতে[১০] প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, তত্তদ্বিত্তমবঞ্চয়ন্। ২ ঐ,—ঘ, গুরুদেবাশ্রয়ো।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যৎফলং।
৪ তা বি গ,—ক, অল্পেনৈব মহৎ পুণ্যং তুল্য।
৫ তা বি গ,—খ, তৃষা। ৬ র গ, চেচ্ছা।
৭ তা বি গ,—ক, মহালোভাৎ। ৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ত্রিসপ্তকম্।
৯ ঐ, তিরশ্চাং। ১০ র গ, ভক্ষ্যতে; তা বি গ,—ঙ, ভক্ষয়েদ্।

প্রিয়ে, গুরু দেননি এরূপ গুরুদ্রব্য অতি অল্প পরিমাণেও যে আত্মসাৎ করে সে তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়ে শ্যেনাদির দ্বারা ভক্ষিত হয়। ৭৩

গুরুদ্রব্যাভিলাষী চ গুরুস্ত্রীগমনোৎসুকঃ।
পতিতস্য খলু তস্য[১] প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৭৪ ॥

যে গুরুদ্রব্যে অভিলাষী এবং গুরুপত্নীগমনেচ্ছু সেই পতিত ব্যক্তির নিশ্চয়ই কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। ৭৪

আজ্ঞাভঙ্গোঽর্থহরণং গুরোরপ্রিয়বর্তনম্[২]।
গুরুদ্রোহমিদং প্রাহুর্যঃ করোতি স[৩] পাতকী ॥ ৭৫ ॥

গুরুর আজ্ঞা ভঙ্গ, অর্থাপহরণ, অপ্রিয় পথে চলা—একে বলা হয় গুরুদ্রোহ। যে করে সে পাতকী। ৭৫

স্বদ্রব্যবিনিয়োগঞ্চ নানিবেদ্য গুরৌ চরেৎ[৪]।
অনিবেদ্য তু যঃ কুর্যাৎ স ভবেদ্ ব্রহ্মঘাতকঃ ॥ ৭৬ ॥

গুরুকে নিবেদন না করে নিজের ধনও ব্যয় করতে নেই। যে নিবেদন না করে এরূপ করে সে ব্রহ্মঘাতক হয়। ৭৬

গুরোঃ স্থানং সম্প্রদায়ং তদ্ধর্মং[৫] যো বিনাশয়েৎ।
গুরুভিঃ স বহিষ্কার্যো দণ্ড্যো বধ্যঃ স ঘাতকৈঃ[৬] ॥ ৭৭ ॥

গুরুর অধিকার, তাঁর সম্প্রদায়, তাঁর ধর্ম যে বিনাশ করে সে গুরু দ্বারা দণ্ডনীয়, বহিষ্কার যোগ্য এবং ঘাতকদের দ্বারা বধযোগ্য। ৭৭

গুরুকোপাদ্বিনাশঃ স্যাদ্ গুরুদ্রোহাত্তু পাতকম্[৭]।
বিমৃত্যুর্গুরুনিন্দায়াং গুর্বনিষ্টান্মহাপদঃ[৮] ॥ ৭৮ ॥

গুরু ক্রুদ্ধ হলে বিনাশ ঘটবে, গুরুদ্রোহে হবে পাপ। গুরুনিন্দায় হবে বিকট মৃত্যু আর গুরুর অনিষ্টসাধনে মহাবিপত্তি। ৭৮

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ। তা বি গ, ক্ষুদ্রকস্য; ঐ,—খ, চ শ্লেচ্ছস্য; ঐ,—ঘ, চ ক্ষুদ্রস্য। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দর্শনং।

৩ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, যঃ কুর্যাৎ স তু।

৪ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, ন নিবেদ্য গুরৌ চরেৎ। ঐ,—ঙ এবং র গ, স্বদ্রব্যবিনিয়োগশ্চ নানিবেদ্য গুরোশ্চরেৎ।

৫ তা বি গ,—ঙ, তদ্ধনং; র গ, স্থানসম্প্রদায়ে তদ্ধনং।

৬ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, দণ্ড্যো বধ্যশ্চ ঘাতকঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দণ্ড্যোঽহন্তঃ স পাতকী।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুকোপাদ্বিনাশোঽন্যো গুরুদ্রোহান্ন পাতকং।

৮ ঐ, ন মৃতির্গুরুনিন্দায়াং গুর্বনিষ্টান্ন চাপদঃ।

জীবেদগ্নিপ্রবিষ্টো বা নরঃ পীতবিষোঽপি বা।
মৃত্যুহস্তগতো বাপি নাপরাধকরো[১] গুরোঃ[২] ॥ ৭৯ ॥

অগ্নিতে প্রবেশ করলে কিংবা বিষপান করলে অথবা মৃত্যুহস্তগত হলেও মানুষ বাঁচতে পারে কিন্তু গুরুর নিকট অপরাধী হলে পারে না। ৭৯

যত্র শ্রীগুরুনিন্দা স্যাৎ পিধায় শ্রবণেঽম্বিকে[৩]।
সন্তস্মাদ্বিনিষ্ক্রামেৎ পুন র্ন শ্রবণং যথা[৪]।
গুরোর্নাম স্মরেৎ[৫] পশ্চাৎ শ্রবণে সা প্রতিক্রিয়া ॥ ৮০ ॥

অম্বিকা, যেখানে গুরুনিন্দা হয় কানে আঙ্গুল দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যেতে হবে দূরে, যাতে আর নিন্দা শুনতে না হয় সেইজন্য। তারপর নিন্দা শোনার প্রতিকার হিসাবে গুরুর নাম স্মরণ করতে হবে। ৮০

গুরুমিত্রসুহৃৎপত্নীপুত্রাদ্যং[৬] নাবমানয়েৎ।
ন নিন্দেদস্য সময়ান্ বেদশাস্ত্রা[৭]গমাদিকান্ ॥ ৮১ ॥

গুরুর মিত্র, সুহৃৎ, পত্নী, পুত্রাদির অবমাননা করতে নেই। বেদশাস্ত্র-আগমাদি-মূলক তাঁর আচারের নিন্দা করতে নেই। ৮১

গুরোঃ শ্রীপাদুকাভূষা[৮] গুরুনাম[৯] স্মৃতির্জপঃ।
গুর্বাজ্ঞাকরণং কৃত্যং শুশ্রূষা ভজনং[১০] গুরোঃ ॥ ৮২ ॥

শিষ্যের পক্ষে গুরুর শ্রীপাদুকা ভূষণ, গুরুর নামস্মরণ জপ, গুরুর আজ্ঞা-পালন কৃত্য আর গুরুসেবা ভজন। ৮২

বিবিক্ষুর্দেশিকাবাসং[১১] শান্তচিত্তোঽতিভক্তিমান্।
বাহনং পাদুকাং ছত্রং চামরং ব্যজনাদিকম্।
তাম্বূলং কজ্জলং বেশ[১২] মুৎসৃজ্য প্রবিশেচ্ছনৈঃ ॥ ৮৩ ॥

গুরুগৃহে প্রবেশকামী শিষ্য শান্তচিত্ত ও অতিশয় ভক্তিমান্ হবে। আর বাহন, পাদুকা, ছত্র, চামর, ব্যজনাদি, তাম্বূল, কাজল, বেশভূষা এ সব ত্যাগ করে ধীরে ধীরে প্রবেশ করবে। ৮৩

---

১ তা বি গ.—ক, নাপরাধকরো।
২ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ, গুরৌ।
৩ তা বি গ.—গ, ঘ, শ্রবণে যজে।
৪ তা বি গ.—ক, গুরু ন শ্রবণং যথা ; ঐ.—গ, ঘ, দূরং ন শ্রবণং যথা ; ঐ.—ঙ এবং ব গ, সন্তস্মাত্তৃণবন্মেদ্দূরং ন শৃণুয়াদ্ যথা।
৫ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ, জপেৎ।
৬ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ.-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সুহৃদ্দাসীদাসাদীন্।
৭ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ, দৈবতশাস্ত্র।
৮ ঐ, পূজা ; তা বি গ.—খ, ভূষা।
৯ তা বি গ.—খ, ঙ, পাদ।
১০ ঐ.—গ, সুক্রমাস্তজনং।
১১ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ, দেশিকো ভূয়াৎ।
১২ ঐ, তাম্বূলমূলকোক্ষীব।

পাদুকাসনং বস্ত্রং বাহনং ছত্রচামরে[১]।
দৃষ্ট্বা গুরোর্নমস্কুর্যান্নাত্মভোগায়[২] কাময়েৎ ॥ ৮৪ ॥

গুরুর পাদুকা, আসন, বস্ত্র, বাহন, ছত্র ও চামর দেখতে পেলে শিষ্য প্রণাম করবে, এ সব নিজে ব্যবহার করার কামনা করবে না। ৮৪

পাদপ্রক্ষালনং স্নানমভ্যঙ্গং দন্তধাবনম্।
মূত্রং নিষ্ঠীবনং ক্ষৌরং শয়নং স্ত্রীনিষেবনম্ ॥ ৮৫ ॥
বীরাসনং দুর্বাক্যং শাসনং হাস্যরোদনম্[৩]।
কেশমোচনমুষ্ণীষং কঞ্চুকং নগ্নতাং তথা ॥ ৮৬ ॥
পাদপ্রসারণং বাদং কলহং দূষণং প্রিয়ে।
অঙ্গভঙ্গাঙ্গবাদ্যাদিকরাস্ফালনঘূর্ননম্ ॥ ৮৭ ॥
দ্যূতকৌতুক[৪] মল্লাদিযুদ্ধনৃত্যাদি[৫] চাম্বিকে।
গুরুযোগি[৬] মহাসিদ্ধিপীঠক্ষেত্রাশ্রমেষু চ।
না[৭] চরেদাচরেন্মোহাদ্দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৮ ॥

অম্বিকা, প্রিয়ে, গুরু ও যোগীর মহাসিদ্ধিপীঠ, তীর্থক্ষেত্র ও আশ্রমে পাদ-প্রক্ষালন, তৈলাদিমর্দন, স্নান, দন্তধাবন, মূত্রত্যাগ, নিষ্ঠীবনত্যাগ, ক্ষৌরকর্ম, শয়ন, স্ত্রীসম্ভোগ, বীরাসন, অতিশয় দুর্বাক্য, শাসন, হাস্য, রোদন, কেশমোচন, উষ্ণীষমোচন, কঞ্চুকমোচন, নগ্নতা, পাদপ্রসারণ, নিন্দা, কলহ, দোষারোপ, আড়ামোড়া খাওয়া, অঙ্গবাদ্যাদি, তালঠোকা, হাতনাড়া, দ্যূতক্রীড়া, কৌতুক-কর মল্লক্রীড়া, যুদ্ধনৃত্যাদি এ সব করতে নেই। যে মোহবশে এ সব করে তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে। ৮৫-৮৮

উপচারেণ সন্তিষ্ঠেদ্[৮] গুর্বগ্রে নেচ্ছয়া বিশেৎ।
মুখাবলোকী[৯] সেবেত তদুক্তঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৮৯ ॥

শিষ্য কোনো ইচ্ছা মনে নিয়ে গুরুগৃহে প্রবেশ করবে না, গুরুর সামনে যথাবিহিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করে দাঁড়িয়ে থাকবে। গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁর সেবা করবে এবং তাঁর কথা মেনে চলবে। ৮৯

---

১ তা বি গ,—গ, ঙ, এবং র গ, চামরং।
২ তা বি গ,—ঙ, এবং র গ, নাত্মভোগায়।
৩ তা বি গ,—খ, বাদনং। ৪ তা বি গ,—খ, গ, ঙ এবং রগ, কুতুক।
৫ র গ, যুদ্ধনিত্যাদি ; তা বি গ,—গ, ঘ, যুদ্ধমিত্যাদি।
৬ তা বি গ,—খ, গ, সিদ্ধি। ৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মা।
৮ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, উপচারং বিনা তিষ্ঠেদ্।
৯ ঐ,—ঙ এবং র গ, তথাবলোকী।

গুরুত্বানুক্ত[১]কার্যেষু নোপেক্ষাং কারয়েৎ প্রিয়ে।
শিরসা যদ্ গুরুর্ব্রূয়াত্তৎ কার্যমবিচারতঃ[২] ॥ ৯০ ॥

প্রিয়ে, গুরুর কোনো কাজ করতে তিনি মুখ ফুটে বলুন আর না-ই বলুন সেই কাজে অবহেলা করতে নেই। গুরু যা বলেন তা শিরোধার্য করে নির্বিচারে সেইমতো কাজ করতে হবে। ৯০

নিগ্রহেঽনুগ্রহে[৩] বাপি গুরুঃ সর্বস্য কারণম্।
নির্গতং যদ্গুরোর্বক্ত্রাৎ সর্বং শাস্ত্রং তদুচ্যতে ॥ ৯১ ॥

প্রিয়ে, নিগ্রহই হোক আর অনুগ্রহই হোক সমস্তেরই কারণ গুরু। গুরু-মুখ থেকে যা নির্গত হয় সে সবকেই বলা হয় শাস্ত্র। ৯১

গুরুকার্যে স্বয়ং শক্তো নাপরং প্রেষয়েৎ প্রিয়ে।
বহুভৃত্যপরৈর্ভৃত্যৈঃ[৪] সহিতোঽপ্যতিভক্তিমান্[৫] ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ে, অতিশয় ভক্তিমান্ শিষ্য নিজে সমর্থ হলে গুরুর কাজে অন্যকে নিযুক্ত করবে না। অনেক ভৃত্যের প্রভু হওয়া সত্ত্বেও এবং ভৃত্যেরা সঙ্গে থাকলেও তাদের দিয়ে গুরুর কাজ করাবে না। ৯২

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রজ্জপন্ জুহ্বৎ প্রপূজয়ন্[৬]।
গুর্বাজ্ঞামেব কুর্বীত তদ্গতেনান্তরাত্মনা ॥ ৯৩ ॥

গমনে, অবস্থানে, স্বপ্নে, জাগরণে. জপে, হোমে, পূজায়, অন্তরাত্মা গুরুগত করে গুরুর আজ্ঞাই পালন করতে হবে। ৯৩

অভিমানো ন কর্তব্যো জাতিবিদ্যাধনাদিভিঃ।
সর্বদা সেবয়েৎ[৭] নিত্যং শিষ্যঃ শ্রীগুরুসন্নিধৌ ॥ ৯৪ ॥

শ্রীগুরুর সন্নিধিতে শিষ্য জাতি, বিদ্যা, ধনাদির অহংকার করবে না এবং সব সময়ে প্রতিদিন তাঁর সেবা করবে। ৯৪

কামক্রোধপরিত্যাগী বিনীতঃ স্তুতিভক্তিমান্।
দেবি ভূম্যাসনে তিষ্ঠেদ্[৮] গুরুকার্যং সমাচরেৎ[৯] ॥ ৯৫ ॥

---

১ তা বি গ.—খ, গুরুভক্তান্ন। ২ ঐ.—ঙ এবং র গ.-যুত পাঠ; তা বি গ, কার্যমবিশঙ্কয়া।
৩ তা বি গ.—ঙ, নিগ্রহে হনুগ্রহো; র গ, নিগ্রহানুগ্রহো।
৪ তা বি গ.—ঙ এবং র গ, বহুভিস্তৎপরৈর্ভৃত্যৈঃ।
৫ তা বি গ.—ক, শক্তিমান্।
৬ তা বি গ.—ঙ এবং র গ.-যুত পাঠ; তা বি গ, প্রপূজয়েৎ।
৭ তা বি গ.—ঙ এবং র গ, সদা চ নিষেবেৎ।
৮ তা বি গ.—খ, ভূম্যাসনে; ঐ.—ক, গ, ঘ, ভূম্যাসনে তিষ্ঠন্।
৯ ঐ.—খ গ, গুরুকার্যসমুৎসুকঃ।

দেবী, কামক্রোধপরিত্যাগী বিনীত স্তুতিপরায়ণ ভক্তিমান্ শিষ্য মাটিতে বসে গুরুর কাজ করবে। ৯৫

স্বকার্যমন্যকার্যং বা শিষ্যঃ স্বগুরুচিত্তবিৎ।
গুরুপার্শ্বগতো নম্রঃ প্রসন্নবদনো ভবেৎ[১] ॥ ৯৬ ॥

যে শিষ্য স্বীয় গুরুর মন জানে সে তদনুসারে নিজের বা অন্যের কাজ করে। শিষ্য যখন গুরুর পাশে থাকবে তখন তাকে নম্র ও প্রসন্নমুখ হতে হবে। ৯৬

সামান্যতো নিষিদ্ধঞ্চ তদ্গুরো[২]র্যদি সন্নিধৌ।
আচরেত্তস্য সর্বস্য[৩] দোষঃ কোটিগুণো ভবেৎ ॥ ৯৭ ॥

যা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ গুরুর সান্নিধ্যে যদি তা আচরণ করা হয় তা হলে তার দোষ হবে কোটিগুণ। ৯৭

অনাদৃত্য গুরোর্বাক্যং শৃণুয়াদ্ যঃ পরাঙ্‌মুখঃ।
অহিতং বা হিতং বাপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯৮ ॥

যে গুরুবাক্যে অনাদর করে এবং তিনি হিত বা অহিত যে-কথাই বলুন না কেন তা বিরক্তির সহিত শোনে সে রৌরবনরকে যায়। ৯৮

গোব্রাহ্মণবধং কৃত্বা যৎ পাপং সমবাপ্নুয়াৎ।
তৎপাপং সমবাপ্নোতি গুর্বগ্রেঽনৃতভাষণাৎ ॥ ৯৯ ॥

গোব্রাহ্মণ বধে যে পাপ হয় গুরুর সামনে মিথ্যে কথা বললে সেই পাপ হয়। ৯৯

স্থানান্তরগতে চার্যে ব্যসনে বিষমে স্থিতে[৪]।
শ্রীগুরুং ন ত্যজেৎ ক্বাপি তদাদিষ্টো ব্রজেৎ প্রিয়ে ॥ ১০০ ॥

প্রিয়ে, আর্যে, শ্রীগুরু স্থানান্তরে গেলে অথবা বিষম বিপদে পড়লে শিষ্য তাঁকে কখনো পরিত্যাগ করবে না; তাঁর আদেশ অনুসারে চলবে। ১০০

অধঃ স্থিতে গুরাবূর্ধ্বে ন তিষ্ঠেত কদাচন।
ন গচ্ছেদগ্রতস্তস্য ন তিষ্ঠে[৫]দুত্থিতে গুরৌ ॥ ১০১ ॥

গুরু নীচে থাকলে শিষ্য কখনো উপরে থাকবে না। গুরুর আগে আগে যাবে না এবং গুরু উঠে দাঁড়ালে বসে থাকবে না। ১০১

---

১ ঐ,—ঙ প্রচ্ছন্নাজ্ঞো মিতং বদেৎ; ব গ, প্রচ্ছন্নাজ্ঞে মিতং বদেৎ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, নিষেধঞ্চ সদ্গুরো।

৩ তা বি গ,—খ, গ, আচরেদ্ যদি মূঢ়াত্মা।

৪ তা বি গ,—খ, স্থিতঃ; ঐ,—ঙ, আত্মনাস্তগতেনার্থ; ব গ, স্থাপনান্তগতে নাথ ব্যসনে বিষমে স্থিতে।

৫ তা বি গ,—খ, ঙ এবং ব গ, ন বসে।

শক্তিচ্ছায়াং সুরচ্ছায়াং গুরুচ্ছায়াং ন লঙ্ঘয়েৎ।
ন ভেষু কুর্যাৎ স্বচ্ছায়াং ন স্বপেদ্ গুরুসন্নিধৌ ॥ ১০২ ॥

শক্তির, দেবতার এবং গুরুর ছায়া লঙ্ঘন করতে নেই কিংবা তাদের উপর নিজের ছায়া ফেলতে নেই আর গুরুর সান্নিধ্যে ঘুমোতে নেই। ১০২

ভাষণং পাঠনং গানং[১] ভোজনং শয়নাদিকম্।
অনাদিষ্টো ন কুর্বীত ন চাবন্দনপূর্বকম্ ॥ ১০৩ ॥

গুরুর আদেশ ছাড়া এবং তাঁকে বন্দনা না করে তাঁর সামনে কথাবার্তা বলবে না, অধ্যাপনা করবে না, গান করবে না, ভোজন করবে না এবং শয়নাদি করবে না। ১০৩

ব্রহ্মহত্যাশতং কুর্যাৎ গুর্বাজ্ঞা পরিপালনাৎ[২]।
বিনা গুর্বাজ্ঞয়া শিষ্যো বিশ্বসেয়ান্যশাসনাৎ ॥ ১০৪ ॥

গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য শিষ্য শতব্রহ্মহত্যাও করবে। গুরুর আজ্ঞা ছাড়া অন্যের নির্দেশে বিশ্বাস করবে না। ১০৪

সর্বং গুর্বাজ্ঞয়া কুর্যান্ন নিন্দে[৩]ত্তৎস্ত্রিয়ং প্রিয়ে।
ভক্ত্যা প্রণম্য চোত্তিষ্ঠেৎ কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রিয়ে ॥ ১০৫ ॥

প্রিয়ে, সব কিছু গুরুর আজ্ঞানুসারে করতে হবে। গুরুপত্নীর কখনো নিন্দা করতে নেই। গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠে জোড়হাত করে থাকতে হয়। ১০৫

পশ্চাৎপদেন নির্গচ্ছেন্নমস্কৃত্য গুরো'গৃহাৎ।
একাসনে নোপবিশেৎ গুরুণা তৎসমৈঃ সহ ॥ ১০৬ ॥

গুরুকে প্রণাম করে পিছনে পা ফেলে ফেলে গুরুগৃহ থেকে নির্গত হতে হবে। গুরু বা তাঁর সমকক্ষ কারো সঙ্গে একাসনে বসতে নেই। ১০৬

ন বিশেদাসনে[৪] দেবি দেবতাগুরুসন্নিধৌ।
গুরোঃ শ্রেষ্ঠাসনং[৫] দেয়ং জ্যেষ্ঠানামুত্তমাসনম্।
দেয়াসনং কনিষ্ঠানামিতরেষাং সমাসনম্ ॥ ১০৭ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, শয়নং ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, স্নানং।
২ তা বি গ,—ক, গ, গুর্বাজ্ঞামপ্রপালয়ন্ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, গুর্বাজ্ঞাং প্রতিপালয়েৎ।
৩ তা বি গ,—খ, গ, ঘ, ন্নানিন্দেত্তৎস্ত্রিয়ং।
৪ ঐ,—ঘ, ঙ এবং ব গ, ন বসেদাসনে।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সিংহাসনং।

দেবী, দেবতা ও গুরুর সন্নিধানে আসনে বসতে নেই। গুরুকে দিতে হবে শ্রেষ্ঠাসন, জ্যেষ্ঠদের উত্তমাসন, কনিষ্ঠদের দিতে হবে যথানির্দিষ্ট আসন আর অন্যদের নিজের সমান আসন। ১০৭

জাতি[১] বিদ্যাধনাঢ্যো বা দূরে দৃষ্ট্বা গুরুং মুদা[২]।
দণ্ডপ্রণামং কৃত্বৈকং[৩] ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাচরেৎ ॥ ১০৮ ॥

জাতি বিদ্যা কিংবা ধনে সমৃদ্ধ শিষ্যও গুরুকে দূরে দেখেই আনন্দে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে এবং পরে তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে। ১০৮

ততস্ত্রিঃ ষড়্ দ্বাদশ বা[৪] জ্যেষ্ঠাদিষ্বেকমেব বা
গুরুপ্রগুরুযোগেন[৫] বন্দেত প্রগুরুং প্রিয়ে[৬] ॥ ১০৯ ॥

প্রগুরুং—প্রগুরুকে। প্রগুরু বলতে মনে হয় পরমগুরু অর্থাৎ গুরুর গুরুকে বোঝান হয়েছে। কেননা, তন্ত্র মতে গুরু, তাঁর গুরু পরমগুরু, তাঁরগুরু পরাপরগুরু এবং তাঁর গুরু পরমেষ্ঠিগুরু—এই গুরুচতুষ্টয়। এই শ্লোকে পরম-গুরু উপস্থিত থাকলে শিষ্যের কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রিয়ে, তারপর তিন ছয় বা বারো বার গুরুকে বন্দনা করতে হবে। জ্যেষ্ঠাদির ক্ষেত্রে একবার বন্দনা বিহিত গুরু ও প্রগুরু উপস্থিত থাকলে প্রগুরুর বন্দনা করতে হবে। ১০৯

ততো নমেদ্ গুরুং বাপি গুর্বাজ্ঞাং ন বিচারয়েৎ[৭]।
প্রগুরোঃ সান্নিধ্যৌ শিষ্যঃ স্বগুরুং[৮]মনসা নমেৎ ॥ ১১০ ॥

তারপর শিষ্য স্বীয় গুরুকেও প্রণাম করবে, গুরুর আজ্ঞা বিচার করবে না অর্থাৎ গুরু প্রণাম করতে নিষেধ করলেও শিষ্য তা শুনবে না। তবে প্রগুরু উপস্থিত থাকলে নিজ গুরুকে মনে মনে প্রণাম করবে। ১১০

গুরুবুদ্ধ্যা নমেৎ সর্বং দৈবতং[৯]তৃণমেব বা।
ন নমেদ্দেববুদ্ধ্যা তু প্রতিমাং লৌহমৃণ্ময়ীম্ ॥ ১১১ ॥

গুরুবুদ্ধিতে দেবতা এমনকি তৃণ সমস্তকেই প্রণাম করবে। কিন্তু দেববুদ্ধিতে লৌহময়ী বা মৃন্ময়ী প্রতিমাকে প্রণাম করবে না। ১১১

---

১ তা বি গ.—ঙ. এবং ব গ, যদি। ২ ঐ, স্তবাদিনা।
৩ ঐ, কুর্বীত। ৪ তা বি গ.—খ. ততস্ত্রিষড়্ বা দশ বা; ঐ,—ঙ এবং ব গ, ততস্ত্রিংশথা দ্বাদশ বা। ৫ তা বি গ.—খ. ঙ এবং ব গ, গুরুস্বদ্গুরুযোগেন।
৬ তা বি গ.—খ. গ. বন্দেত স্বগুরুং; ঐ.—ঙ এবং ব গ. বন্দেৎ শ্রীগুরুপাদুকাং।
৭ তা বি গ.—ক, খ. গ. ঘ. ততো নমেদ্ গুরুং সোঽপি গুর্বাজ্ঞাতঃ নিবারয়েৎ।
৮ ঐ,—ঙ এবং ব গ, শ্রীগুরোঃ সন্নিধৌ শিষ্যো ন গুরুং।
৯ তা বি গ.—ঙ দেবতাং; ব গ. দেবতাতৃণমেব।

গুরোঃ প্রণামত্রিতয়ং জ্যেষ্ঠানামেক এব চ।
পূজ্যানামঞ্জলিং[১] তদ্বদন্যেষাং বাক্যবন্দনম্ ॥ ১১২ ॥

গুরুকে তিনটি প্রণাম করতে হবে, জ্যেষ্ঠদের একটি করে। পূজনীয়দের হাত-জোড় করতে হবে আর অন্যদের কথায় বন্দনা করতে হবে। ১১২

দেবান্ পিতৃন্[২] কুলাচার্যান্ জ্ঞানবৃদ্ধান্ তপোধনান্।
বিদ্যাধিকান্ স্বধর্মস্থান্[৩] প্রণমেৎ কুলনায়িকে ॥ ১১৩ ॥

ওগো কুলনায়িকা, দেবগণ, পিতৃগণ, কুলাচার্যগণ, জ্ঞানবৃদ্ধগণ, তপোধনগণ, বিদ্যাবৃদ্ধগণ, স্বধর্মনিষ্ঠগণ,—এঁদের প্রণাম করতে হবে। ১১৩

স্ত্রীদ্বিষ্টং[৪] গুরুভিঃ শপ্তং পাষণ্ডং পণ্ডিতং শঠম্।
বিকর্মাণং কৃতঘ্নঞ্চানাশ্রমিণঞ্চ[৫] নো নমেৎ ॥ ১১৪ ॥

নারীনিন্দিত, গুরু দ্বারা অভিশপ্ত, পাষণ্ড পণ্ডিত, শঠ, দুষ্কর্মকারী, কৃতঘ্ন এবং চতুরাশ্রমব্যবস্থালঙ্ঘনকারী—এদের প্রণাম করতে নেই। ১১৪

অনিবেদ্য গুরোর্ভুঙ্‌ক্তে[৬] যস্ত্বেকগ্রামসংস্থিতঃ[৭]।
অমেধ্যং তদ্ভবেদন্নং শূকরো জায়তে মৃতঃ ॥ ১১৫ ॥

যে গুরুর সহিত একই গ্রামে বাস করেও গুরুকে নিবেদন না করে অন্ন গ্রহণ করে তার সেই অন্ন অমেধ্য এবং সে মৃত্যুর পর শূকর হয়ে জন্মায়। ১১৫

একগ্রামস্থিতঃ শিষ্যস্ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুম্।
ক্রোশমাত্রস্থিতঃ শিষ্যো গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ ॥ ১১৬ ॥

গুরুর সহিত একই গ্রামে বাস করলে শিষ্য ত্রিসন্ধ্যা তাঁকে প্রণাম করবে। আর এক ক্রোশ মাত্র দূরে বাস করলে প্রতিদিন একবার প্রণাম করবে। ১১৬

অর্দ্ধযোজনতঃ[৮] শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্বসু।
একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি ॥ ১১৭ ॥
তৎসংখ্যাদিবসৈর্মাসৈঃ[৯] শ্রীগুরুং প্রণমেৎ প্রিয়ে।
দূরদেশস্থিতঃ শিষ্যো[১০] ভক্ত্যা তৎসন্নিধিং গতঃ ॥ ১১৮ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নমলিস্তথ।
২ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, গুরূন্।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, স্বকর্মস্থান্। ৪ ঐ, স্ত্রীজিতং ; তা বি গ,—খ, স্ত্রীক্লিষ্টং।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, কৃতঘ্নঞ্চ নাশ্রমিণঞ্চ।
৬ তা বি গ,—খ, গুরোর্দত্তে ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, গুরৌ ভুঙ্‌ক্তে।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, যস্ত্বেকগৃহসংস্থিতো।
৮ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অর্দ্ধযোজন গঃ।
৯ ব গ, তৎসংখ্যাদিগতৈর্মাসৈঃ। ১০ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, দূরদেশে স্থিতে শিষ্যে।

তত্র যোজনসংখ্যোক্তমাসেন[1] প্রণমেদ্ গুরুম্।
অতিদূরগতঃ শিষ্যো যদেচ্ছা স্যাত্তদা ব্রজেৎ ॥ ১১৯ ॥

পঞ্চপর্ব—অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং রবিসংক্রান্তি এই পঞ্চপর্ব।

শিষ্য অর্ধযোজন দূরে থাকলে পঞ্চপর্বে গিয়ে গুরুকে প্রণাম করবে। প্রিয়ে, একযোজন থেকে বারো যোজন পর্যন্ত দূরে থাকলে সেই সেই সংখ্যক দিনে বা মাসে একবার শ্রীগুরুকে প্রণাম করবে। দূরদেশস্থ শিষ্য যতযোজন দূরে আছে ততসংখ্যক মাসে একবার গুরুর কাছে গিয়ে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করবে। শিষ্য অতিদূরস্থ হলে এই ব্যাপারে তার যেমন ইচ্ছা হবে তেমনি চলবে। ১১৭-১১৯

রিক্তহস্তশ্চ নোপেয়াদ্রাজানং দেবতাং[2] গুরুম্।
ফলপুষ্পাম্বরাদীনি[3] যথাশক্ত্যা সমর্পয়েৎ[4]। ১২০ ॥

রিক্তহস্তে রাজা, দেবতা এবং গুরুর কাছে যেতে নেই। ফল-পুষ্প-বস্ত্রাদি যথাশক্তি এঁদের অর্পণ করতে হয়। ১২০

এবং যো ন চরেদ্দেবি ব্রহ্মরাক্ষসতাং ব্রজেৎ
গুরুশক্তিশ্চ তৎপুত্রো জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুরুঃ স্মৃতঃ[5] ॥ ১২১ ॥

দেবী, এ রকম আচরণ যে না করবে সে ব্রহ্মরাক্ষস হবে। গুরুর পত্নী, পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এঁদেরও গুরু মনে করতে হবে। ১২১

আত্মবিচ্চ কনীয়াংসং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ[6]।
কুলাচার্যস্য[7] দেবেশি গুরুজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠয়োঃ।
গুরুকল্পস্য কুর্বীত প্রণামং স্বগুরোর্যথা ॥ ১২২ ॥

দেবেশী, আত্মবিৎ শিষ্য গুরুর কনিষ্ঠভ্রাতাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করবে। কুলাচার্য, গুরুর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, গুরুকল্প ব্যক্তি এঁদের স্বীয় গুরুকে যেমন প্রণাম করে তেমনি প্রণাম করবে। ১২২

---

১ তা বি গ.—ঙ. যোজনসংখ্যাতো মাসেন ; র গ. যোজনসংখ্যাতো বিশেষাৎ।
২ র গ. দৈবতং। ৩ তা বি গ.—ঘ এবং র গ. মূবরাকরৈঃ।
৪ তা বি গ.—ঙ এবং র গ. সমর্চয়েৎ। ৫ ঐ. গুরোঃ সমঃ।
৬ তা বি গ.—ঙ. পালয়েৎ পুত্রবৎ কুলম্ ; র গ. আত্মবচ্চ কনীয়াংসং পালয়েৎ পুত্রবৎ কুলং। ৭ তা বি গ.—ঘ. কৌলাচার্যস্য।

যাগজ্যেষ্ঠঃ[১] ক্রমজ্যেষ্ঠঃ কুলজ্যেষ্ঠস্তৃতীয়কঃ।
গুরুজ্যেষ্ঠসুতো[২] দেবি ইতি জ্যেষ্ঠচতুষ্টয়ম্ ॥ ১২৩ ॥

যাগজ্যেষ্ঠ, ক্রমজ্যেষ্ঠ, তৃতীয় কুলজ্যেষ্ঠ এবং গুরুর জ্যেষ্ঠপুত্র, এই জ্যেষ্ঠ-চতুষ্টয়। ১২৩

যাগজ্যেষ্ঠাভিবাদেন[৩] ক্রমিকাষ্টাঙ্গযোগতঃ।
গুরুশ্চ কুলবৃক্ষশ্চ বন্দনীয়ৌ[৪] বিধানতঃ ॥ ১২৪ ॥

'অভিবাদন করি' এই বলে যাগজ্যেষ্ঠকে আর ক্রমজ্যেষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হবে। গুরু ও কুলবৃক্ষের বন্দনা করতে হবে যথাবিধি। ১২৪

পিতৃমাত্রাদিসর্বেষু পূজ্যকোটিষু বন্ধুষু।
অভ্যুত্থানপ্রণামাদ্যৈরব্যক্তো দোষভাগ্‌বহিঃ[৫] ॥ ১২৫ ॥

পিতামাতাদি গুরুজন এবং পূজনীয় আত্মীয়বান্ধবদের প্রতি শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করতে হবে অভ্যুত্থান, প্রণামাদি দ্বারা। দৃশ্যতঃ তা না করলে দোষভাজন হতে হয়। ১২৫

যদা ত্বাচার্য[৬]রূপেণ চাত্মানং সম্প্রকাশয়েৎ।
অভ্যুত্থানপ্রণামাদ্যৈর্দোষভাক্ স ভবেত্তদা[৭] ॥ ১২৬ ॥

কিন্তু যখন সাধক আচার্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করবে তখন অভ্যুত্থান-প্রণামাদি দ্বারা সে দোষভাজন হবে। ১২৬

পতির্ভূত্বা পশুভ্যশ্চ প্রণামং যঃ করিষ্যতি[৮]।
স মহাপশুরিত্যুক্তো দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৭ ॥

পতিঃ—প্রভু অর্থাৎ গুরু; এখানে কৌলগুরু।

পশুভ্যঃ—পশুভাবের সাধকদের।

যে পতি হয়ে পশুদের প্রণাম করে তাকে বলা হয় মহাপশু। তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে। ১২৭

---

১ তা বি গ,—যোগজ্যেষ্ঠঃ, তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যজ্ঞোষ্ঠশ্চ।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুজ্যেষ্ঠস্তুতো।
৩ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ, যাবজ্জ্যেষ্ঠানুবাদেন।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরোশ্চ কুলবৃক্ষস্য বন্দনানি; তা বি গ,—ধ, গুরবঃ কুল-বৃক্ষাশ্চ বন্দনীয়া।
৫ তা বি গ,—ক, যব্যক্তো দোষভাঙ্ নহি। ঐ,—ঙ এবং র গ, যব্যপ্রক্তোধলাঘবৈঃ।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তদ্ যদাচার্যরূপেণ।
৭ ঐ, দোষভাক্ স ন জায়তে।
৮ ঐ, পশূন্ পশ্চাৎ প্রণমেৎ পশুদেশিকঃ।

যো গুরুস্থানকং প্রাপ্তঃ পাদুকাপরিসংখ্যয়া[১]।
গুরুবৎ স তু মন্তব্যো জ্যেষ্ঠৈর্বন্দ্যো ন চ প্রিয়ে[২] ॥ ১২৮ ॥

প্রিয়ে, যে বিহিত সংখ্যায় পাদুকামন্ত্র জপ করে করে গুরুর স্থান প্রাপ্ত হয় তাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করতে হবে। তবে জ্যেষ্ঠেরা তার বন্দনা করবে না। ১২৮

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ পাদুকাভক্তিলক্ষণম্[৩]।
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২৯ ॥

কুলেশানী, পাদুকাভক্তিলক্ষণ তোমাকে সংক্ষেপে এই কিছু বললাম। আবার কি শুনতে চাও।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে পাদুকাকথনং নাম দ্বাদশ উল্লাসঃ। ১২

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত ঊর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে পাদুকাকথন নামক দ্বাদশ উল্লাস সমাপ্ত। ১২

---

১ তা বি গ.—যো গুরুস্থানমালম্ব্য গুরুদারাভিবন্দনং।
২ ঐ, জ্যেষ্ঠপুত্রেষু চ প্রিয়ে।
৩ ঐ, পাদুকাং ভক্তিলক্ষণম্।

ত্রয়োদশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি করুণামৃতবারিধে ।
বক্তুর্মর্হসি দেবেশ[1] লক্ষণং গুরুশিষ্যয়োঃ ॥ ১ ॥

করুণামৃতবারিধি কুলেশ, গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ শুনতে চাই। দেবেশ, তা বলতে আজ্ঞা হোক্ । ১

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ গুরুভাবঃ[2] প্রজায়তে ॥ ২ ॥

দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র গুরুভাবের উদ্ভব হয়। ২

দুষ্টবংশোদ্ভবং দুষ্টং[3] গুণহীনং বিরূপিণম্[4] ।
পরশিষ্যঞ্চ পাষণ্ডং ষণ্ডং পণ্ডিতমানিনম্ ॥ ৩ ॥

দুষ্টবংশজাত, দুষ্ট, গুণহীন, কদাকার, অপরের শিষ্য, পাষণ্ড, নপুংসক, পণ্ডিম্মন্য। ৩

হীনাধিকবিকারাঙ্গং বিকলাবয়বান্বিতম্ ।
পঙ্গুমন্ধঞ্চ বধিরং মলিনং ব্যাধিপীড়িতম্ ॥ ৪ ॥

অঙ্গ কম বা বাড়তি হওয়ার জন্য বিকৃতাঙ্গ, বিকলাবয়বযুক্ত, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, মলিন, ব্যাধিপীড়িত। ৪

উৎসৃষ্টং[5] দুর্মুখঞ্চাপি স্বেচ্ছাবেশধরং প্রিয়ে[6] ।
দুর্বিকারাঙ্গচেষ্টাদিগতিভাষণবীক্ষণম্[7] ॥ ৫ ॥

প্রিয়ে, উৎসৃষ্ট অর্থাৎ সমাজপরিত্যক্ত, দুর্মুখ, স্বেচ্ছাবেশধারী, যার অঙ্গ কাজকর্ম চালচলন কথাবার্তা চাহনি বিকৃত এরূপ। ৫

---

১ তা বি গ.—খ, মে নাথ। ২ ঐ,—গ, গুরুভক্তিঃ।
৩ ঐ,—খ, অষ্টাবয়বিনং স্থূলং; ঐ,—ঙ এবং র গ, অষ্টাঙ্গবয়কং ক্ষেত্রং।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নিষ্কম্পিতং। ৫ তা বি গ,—খ, ঙ, উচ্ছিষ্টং।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পরং। ৭ ঐ, ভীষণভীষণং।

নিদ্রাতন্দ্রাজড়ালস্য[১]দ্যূতাদিব্যসনান্বিতম্ ।
কপাটকুড্যস্তম্ভাদৌ তিরোহিততনুং সদা[২] ।
অন্তর্ভক্তিকরং ক্ষুদ্রং[৩] বাহ্যে[৪] ভক্তিবিবর্জিতম্ ॥ ৬ ॥

যে নিদ্রা-তন্দ্রা-জড়তা-আলস্য-ও দ্যূতক্রীড়াদিব্যসন-সমন্বিত, সর্বদা কপাট দেয়াল অথবা থামের আড়ালে গা ঢাকা দেয় এমন, যে অন্তরে অল্প ভক্তিযুক্ত, বাইরে ভক্তিবিবর্জিত। ৬

ব্যলীকবাদিনং স্তব্ধং[৫] প্রোষিতং প্রেরকং শঠম্[৬] ।
ধনস্ত্রীশুদ্ধিরহিতং নিষেধ[৭]বিধিবর্জিতম্ ॥ ৭ ॥

মিথ্যাবাদী, স্তব্ধ, প্রবাসী, মন্দকর্মে প্রবর্তনকারী, শঠ, ধন এবং স্ত্রী সম্পর্কে শুদ্ধিহীন, বিধিনিষেধ মানে না এমন। ৭

রহস্যভেদকং বাপি দেবি কার্যবিনাশকম্[৮] ।
মার্জারবকবৃত্তিঞ্চ রন্ধ্রান্বেষণতৎপরম্ ॥ ৮ ॥

দেবী, রহস্যপ্রকাশক, কার্যনাশক, মার্জারবৃত্তি, বকবৃত্তি, ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর। ৮

মায়াবিনং কৃতঘ্নঞ্চ প্রচ্ছন্নান্তরদায়কম্ ।
বিশ্বাসঘাতকং স্বামিদ্রোহিণং পাপকারিণম্[৯] ॥ ৯ ॥

মায়াবী (যাদুকর), কৃতঘ্ন, অন্তরের ভাব গোপনকারী, বিশ্বাসঘাতক, প্রভুদ্রোহী, পাপকারী। ৯

অবিশ্বাসকরং সংশয়াত্মকং সিদ্ধাকাঙ্ক্ষিণম্[১০] ।
আততায়িনমাদিৎসুং কোপিতং[১১] কূটসাক্ষিণম্ ॥ ১০ ॥

অবিশ্বস্ত, সংশয়াপন্ন, সিদ্ধির প্রত্যাশী নয় এমন, আততায়ী, গ্রহণেচ্ছু, ক্রুদ্ধ, মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানকারী। ১০

---

১ তা বি গ,—খ, তন্দ্রাজড়ালস্যক্রমং। ২ ঐ, তিরোহিতমতিস্তথা।
৩ ঐ, গূঢ়ভক্তিপরংক্ষুদ্রং। ৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, রাজ্যা।
৫ তা বি গ,—খ, কিম্বেকবাদিনং ক্রূরং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, শুষ্কং।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, প্রেষিতং প্রেরকং শঠং।
৭ তা বি গ,—খ, বিশেষ। ৮ ঐ,—ক, গ, ঘ, কার্যার্থসাধকং ; ঐ,—খ, কার্যবিঘাতকং।
৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিশ্বাসঘাতিনং দ্রোহকারিনং পাপকর্মিণং।
১০ তা বি গ,—খ, সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণং।
১১ ঐ, কুৎসিতং ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, আততায়িনমেকাকং কুৎসিতং।

সর্বপ্রতারকং দেবি সর্বোৎকৃষ্টাভিমানিনম্ ।
অসত্যং নিষ্ঠুরাসক্তং গ্রাম্যাদিবহুভাষিণম্[১] ॥ ১১ ॥

সর্বপ্রতারক, যে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে এরূপ, সত্যবর্জিত, পরুষ-বাক্যাসক্ত অর্থাৎ পরুষভাষী, অশিষ্ঠভাষী, যে বেশী কথা বলে। ১১;

কুবিচার[২]কুতর্কাদিকারকং কলহপ্রিয়ম্ ।
বৃথাক্ষেপকরং মূর্খং চপলং বাগ্‌বিড়ম্বকম্ ॥ ১২ ॥

কুবিচারকারী, কুতার্কিক, কলহপ্রিয়, বৃথাপবাদকারী, মূর্খ, চপল যে বাক্যের দ্বারা প্রতারিত করে এমন। ১২

পরোক্ষে দূষণকরং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ ।
বাগ্‌ব্রহ্মবাদিনং বিদ্যাচৌরমাত্মপ্রশংসকম্[৩] ॥ ১৩ ॥

পরোক্ষে নিন্দাকারী, প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী, বাক্যে ব্রহ্মবাদী, বিদ্যাচোর, আত্ম-প্রসংশক। ১৩

গুণাসহিষ্ণুমহিতমার্ত্তং[৪] ক্রোধনমম্বিকে।
বাচালং[৫] দুর্জনসখং সর্বলোকবিগর্হিতম্ ॥ ১৪ ॥

অম্বিকা, গুণ সম্পর্কে অসহিষ্ণু, অহিতকারী, আর্ত্ত, কোপন, বাচাল, দুর্জনের বন্ধু, সর্বলোকনিন্দিত। ১৪

পিশুনং পরসন্তাপ্যং সম্বিদপ্রণয়ং[৬] প্রিয়ে।
স্বক্লেশ[৭]বাদিনং স্বামিদ্রোহিণং স্বাত্মবঞ্চকম্ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে, পিশুন, অপরকে যে জ্বালায় এমন, বিহিত প্রথার প্রতি যার অনুরাগ নেই এমন, যে কেবল নিজের কষ্টের কথা বলে এমন, প্রভুদ্রোহী, আত্ম-প্রবঞ্চক। ১৫

জিহ্বোপস্থপরং দেবি তস্করং পশুচেষ্টিতম্ ।
অকারণদ্বেষহাসক্লেশক্রোধাদিকারিণম্[৮] ॥ ১৬ ॥

দেবী, জিহ্বোপস্থপরায়ণ, তস্কর, পশুর মতো যার আচরণ এমন, যে অকারণে বিদ্বেষ করে হাসে কষ্ট করে রাগ করে এমন। ১৬

---

১ তা বি গ,—ঘ, বহুযাজিনং।
২ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ—শুদ্ধ পাঠ ; তা বি গ, দুর্বিচার।
৩ তা বি গ—খ, প্রকর্ষকং।
৪ তা বি গ,—খ, আর্ত্ত। ঐ,—ঙ এবং ব গ, আপ্ত।
৫ তা বি গ,—খ, চার্বাকং।
৬ ঐ,—সম্বিদপ্রণবং।
৭ ঐ,—ক, স্বক্লেশ।
৮ ঐ,—ঘ, দারুণং।

অতিহাসমকর্মাণং[১] মর্মান্ত[২]পরিহাসকম্।
কামুকঞ্চাতিনির্লজ্জং মিথ্যাদুশ্চেষ্টসূচকম্ ॥ ১৭ ॥

অতিশয়হাস্যপরায়ণ, অকর্মা, মর্মান্তিকপরিহাসকারী, কামুক, অতিশয় নির্লজ্জ, মিথ্যা ও মন্দকর্মে প্রেরণা দেয় এমন। ১৭

অসূয়ামদমাৎসর্যদম্ভাহঙ্কারসংযুতম্।
ঈর্ষাপারুষ্যপৈশুন্যকার্পণ্যক্রোধমানসম্ ॥ ১৮ ॥

অসূয়া মদ মাৎসর্য দম্ভ ও অহংকার এসবযুক্ত এমন, ঈর্ষা পারুষ্য পৈশুন্য কার্পণ্য ও ক্রোধ এই সবে যার মন পূর্ণ এমন। ১৮

অধীরং দুঃখিনং ভীরুমশক্তং স্তব্ধমাতুরম্[৩]।
অপ্রবুদ্ধমতিং মন্দং মূঢ়ং[৪] চিন্তাকুলং বিটম্ ॥ ১৯ ॥

অধীর, দুঃখী, ভীরু, অশক্ত, স্তব্ধ, আতুর, অপ্রবুদ্ধমতি, মন্দ, মূঢ়, চিন্তাকুল, বিট। ১৯

তৃষ্ণালোভযুতং দীনমতুষ্টং[৫] সর্বযাচকম্।
বহ্বাশিনং কপটিনং ভ্রামকং কুটিলং প্রিয়ে ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে, তৃষ্ণা-ও লোভ-যুক্ত, দীন, অসন্তুষ্ট, সর্বযাচক, পেটুক, কপট, বিভ্রান্তিকারী, কুটিল। ২০

ভক্তিশ্রদ্ধাদয়াশান্তিধর্মাচারবিবর্জিতম্।
মাতাপিতৃগুরুপ্রাজ্ঞসদ্বচো[৬] হাস্যকারকম্ ॥ ২১ ॥

ভক্তি শ্রদ্ধা দয়া শান্তি ধর্ম আচার এইসব-বর্জিত, যে মাতা পিতা গুরু প্রাজ্ঞ ও সৎলোকের কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে এমন। ২১

কুলদ্রব্যাদিবীভৎসং গুরুসেবাভিমানিনম্।
স্ত্রীদ্বিষ্টং[৭] সময়ভ্রষ্টং গুরুশপ্তং কুলেশ্বরি।
ইত্যাদি দোষসংযুক্তং[৮] গুরুঃ শিষ্যং ন কারয়েৎ[৯] ॥ ২২ ॥

কুলদ্রব্যাদি সম্বন্ধে যে লোকের ঘৃণা উৎপাদন করে, যে গুরুসেবার অহংকার করে, যে স্ত্রীলোকের ঘৃণার পাত্র, আচারভ্রষ্ট, গুরুশাপগ্রস্ত—এইরূপ সব (উপরে বিবৃত) দোষযুক্ত ব্যক্তিকে গুরু শিষ্য করবেন না। ২২

---

১ ঐ,—খ, অতিসাহসকর্মাণং।
২ ঐ,—ক, খ কর্মান্ত।
৩ ঐ,—গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মশক্তস্তব্ধমাতুরম্। ঐ,—ঘ ; স্তব্ধমার্ত্তবং।
৪ তা বি গ,—গ, ঘ, মূঢ়ং।
৫ তা বি গ,—ক, খ, মতুভং।
৬ ঐ,—ক, সদ্বচো।
৭ ঐ,—খ, স্ত্রীদুষ্টং।
৮ ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি খ, ইত্যাদিদুর্গুণোপেতং ; ঐ,—ক, গ, ঘ, লক্ষণোপেতং।
৯ ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বিবর্জয়েৎ।

সচ্ছিষ্যন্তু কুলেশানি শুভলক্ষণসংযুতম্ ।
শ্রমাদি[১]সাধনোপেতং গুণশীলসমন্বিতম্ ॥ ২৩ ॥

কুলেশানী, যে সৎশিষ্য সে হবে শুভলক্ষণযুক্ত, শ্রমাদিসাধনসম্পন্ন, গুণশীল-সমন্বিত। ২৩

স্বচ্ছদেহাম্বরং[২] প্রাজ্ঞং ধার্মিকং শুদ্ধমানসম্ ।
দৃঢ়ব্রতং সদাচারং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতম্[৩] ॥২৪॥

নির্মল দেহাবরণধারী, প্রাজ্ঞ, ধার্মিক, শুদ্ধমানস, দৃঢ়ব্রত, সদাচারী, শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত। ২৪

দক্ষমল্পাশিনং গূঢ়চিত্তং নির্ব্যাজসেবকম্ ।
বিমৃশ্যকারিণং বীরং মনোদারিদ্র্যবর্জিতম্ ॥ ২৫ ॥

দক্ষ, স্বল্পাহারী, গূঢ়চিত্ত, অকপটসেবক, বিমৃশ্যকারী, বীর, মনে দারিদ্র্য-হীন। ২৫

সর্বকার্যাতিকুশলং স্বচ্ছং সর্বোপকারিণম্ ।
কৃতজ্ঞং পাপভীতঞ্চ সাধুসজ্জনসম্মতম্ ॥ ২৬ ॥

সর্বকার্যে অতিশয় কুশল, স্বচ্ছ, সর্বোপকারী, কৃতজ্ঞ, পাপভীত, সাধুসজ্জন-সম্মত। ২৬

আস্তিকং দানশীলঞ্চ সর্বভূতহিতে রতম্ ।
বিশ্বাসবিনয়োপেতং ধনদেহাদ্যবঞ্চকম্ ॥ ২৭ ॥

আস্তিক, দানশীল, সর্বভূতের হিতে রত, বিশ্বাস ও বিনয়-সম্পন্ন, ধনদেহাদি সম্পর্কে অবঞ্চক। ২৭

অসাধ্যসাধকং শূরমুৎসাহবলসংযুতম্ ।
অনুকূল[৪]ক্রিয়াযুক্তমপ্রমত্তং বিচক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

অসাধ্যসাধনকারী, শূর, উৎসাহ-ও বল-সম্পন্ন, অনুকূলক্রিয়াযুক্ত, অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ। ২৮

হিতসত্যমিতস্মেরভাষণং মুক্তদূষণম্ ।
সকৃদুক্তগৃহীতার্থং চতুরং কল্পিবিস্তরম্ ॥ ২৯ ॥

হিতবাদী, সত্যবাদী, মিতভাষী, স্মেরভাষী দোষমুক্ত, যে একবার বলাতেই অর্থগ্রহণ করতে পারে, চতুর, প্রভূতবুদ্ধিযুক্ত। ২৯

স্বস্তুতৌ পরনিন্দায়াং বিমুখং সুমুখং প্রিয়ে ।
জিতেন্দ্রিয়ং সুসন্তুষ্টং ধীমন্তং ব্রহ্ম[৫]চারিণম্ ॥ ৩০ ॥

---

১ তা বি প,—খ,-ধৃত পাঠ। তা বি প, সমাধি। ২ তা বি প,—খ, স্বচ্ছদেহং বরং।
৩ ঐ,—সমন্বিতং। ৪ তা বি প,—ক, অমলঞ্চ। ৫ ঐ,—ক, গ, ঘ, বুদ্ধি।

প্রিয়ে, স্বস্তুতিবিমুখ, পরকৃত স্বনিন্দায় প্রসন্ন, জিতেন্দ্রিয়, অতিশয় সন্তুষ্ট, ধীমান্, ব্রহ্মচারী। ৩০

ত্যক্তাধিব্যাধিচাপল্যদুঃখভ্রান্তিমসংশয়ম্[১]।
গুরুধ্যানস্তুতিকথাদেবার্চাবন্দনোৎ[২]সুকম্ ॥ ৩১ ॥

আধিব্যাধিজনিত চাপল্য দুঃখ ও ভ্রান্তি নিঃসংশয়ে পরিত্যাগকারী, গুরুর ধ্যান স্তুতি ও কথা সম্পর্কে উৎসুক, দেবতার অর্চনা ও বন্দনায় উৎসুক। ৩১

গুরুদৈবতসম্ভক্তং কামিনী পূজকং পরম্।
নিত্যং গুরুসমীপস্থং গুরুসন্তোষকারকম্ ॥ ৩২ ॥

গুরু ও দেবতার ভক্ত, নারীর প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শনকারী, নিত্য গুরুসমীপে অবস্থানকারী, গুরুর সন্তোষবিধানকারী। ৩২

মনোবাক্তনুভির্নিত্যং[৩] পরিচর্যা[৪]সমুদ্যতম্।
গুর্বাজ্ঞাপালকং দেবি গুরুকীর্তিপ্রকাশকম্ ॥ ৩৩ ॥

কায়মনোবাক্যে নিত্য গুরুপরিচর্যায় উদ্যত, গুরুর আজ্ঞা পালনকারী, গুরুর কীর্তিপ্রকাশক। ৩৩

গুরুবাক্যপ্রমাণজ্ঞং গুরুশুশ্রূষণে রতম্।
চিন্তানুবর্ত্তিনং প্রেষ্য[৫]কারিণং কুলনায়িকে ॥ ৩৪ ॥

ওগো কুলনায়িকা, গুরুবাক্যকে প্রমাণজ্ঞানকারী, গুরুশুশ্রূষারত, গুরুর চিন্তানুবর্তী, গুরুর ভৃত্যকর্মে রত। ৩৪

জাতিমানধনে গর্ব[৬]বর্জিতং গুরুসন্নিধৌ।
নিরপেক্ষং গুরুদ্রব্যে তৎপ্রসাদাভিকাঙ্ক্ষিণম্ ॥ ৩৫ ॥

গুরুর সকাশে জাতি মান ও ধনের গর্ববর্জনকারী, গুরুদ্রব্যে স্পৃহাহীন, গুরুর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। ৩৫

কুলধর্মকথা[৭]যোগিযোগিনীকৌলিকপ্রিয়ম্।
কুলার্চনাদিনিরতং কুলদ্রব্যাজুগুপ্সকম্[৮] ॥ ৩৬ ॥

কুলধর্মকথা যোগী যোগিনী ও কৌলিকদের প্রতি যার প্রীতি, কুলার্চনাদি-নিরত, কুলদ্রব্যের প্রতি জুগুপ্সাহীন। ৩৬

---

১ তা বি গ,—খ, চাপল্যং দুঃখভ্রান্তিসংশয়ং। ২ ঐ,—ক, বন্দনোৎসুকং।
৩ তা বি গ,—ক, সার্দ্ধং। ৪ ঐ,—খ, গুরুকার্য।
৫ ঐ,—খ, প্রেক্ষা। ৬ ঐ,—দম্ভাভিমানগর্বাদি।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, মহা। ৮ ঐ,—কুলদ্রব্যাজুগুপ্সনং।

জপধ্যানাদিনিরতং মোক্ষমার্গাভিকাঙ্ক্ষিণম্[১] ।
কুলশাস্ত্রপ্রিয়ং দেবি পশু[২]শাস্ত্রপরাঙ্‌মুখম্ ।
ইত্যাদি লক্ষণোপেতং গুরুঃ শিষ্যং পরিগ্রহেৎ ॥ ৩৭ ॥

জপধ্যানাদিনিরত, মোক্ষমার্গের অভিলাষী, কুলশাস্ত্র যার প্রিয়, পশুশাস্ত্র-বিমুখ—এই সমস্ত লক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তিকে গুরু শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন। ৩৭

শ্রীগুরুঃ পরমেশানি শুদ্ধবেশো মনোহরঃ ।
সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্বাবয়বশোভিতঃ ৩৮ ॥

পরমেশানী, শ্রীগুরু হবেন শুদ্ধবেশ, মনোহর, সর্বলক্ষণসম্পন্ন, সর্বাবয়ব শোভিত। ৩৮

সর্বাগমার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সর্বতন্ত্র[৩]বিধানবিৎ ।
লোকসম্মোহনকারো[৪] দেববৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥

সর্বাগমার্থতত্ত্বজ্ঞ, সর্বতন্ত্রবিধানবিৎ, লোকসম্মোহনকারী, দেবতার মতো প্রিয়দর্শন। ৩৯

সুমুখঃ সুলভঃ স্বচ্ছো ভ্রমসংশয়নাশকঃ[৫] ।
ইঙ্গিতাকারবিৎ প্রাজ্ঞ উহাপোহবিচক্ষণঃ[৬] ॥ ৪০ ॥

সুমুখ, সুলভ, স্বচ্ছ, ভ্রমসংশয়নাশক, আকার-ইঙ্গিতের অর্থবিদ্, প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত-ও পূর্বপক্ষ-বেত্তা, উজ্জ্বল। ৪০

অন্তর্লক্ষ্যো[৭] বহির্দৃষ্টিঃ সর্বজ্ঞো দেশকালবিৎ ।
আজ্ঞাসিদ্ধিস্ত্রিকালজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ ॥ ৪১ ॥

অন্তরে যার লক্ষ্য কিন্তু দৃষ্টি বাইরে, সর্বজ্ঞ, দেশকালবেত্তা, সিদ্ধি যার আজ্ঞাকারী, ত্রিকালজ্ঞ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করতে সমর্থ। ৪১

বেধকো বোধকঃ[৮] শান্তঃ সর্বজীবদয়াপরঃ[৯] ।
স্বাধীনেন্দ্রিয়সঞ্চারষড়্‌বর্গবিজয়ক্ষমঃ[১০] ॥ ৪২ ॥

---

১ তা বি গ,—সৌখ্যমাজ্ঞাদিকাঙ্ক্ষিণং। ২ ঐ,—পৃথক্‌।
৩ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সর্বমন্ত্র।
৪ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, লোকসম্মোহনাকারো।
৫ তা বি গ,—খ, স্বচ্ছঃ সংশয়চ্ছিন্নসংশয়ঃ।
৬ ঐ,—ঙ এবং র গ, বিচক্ষণঃ। ৭ তা বি গ,—খ, অন্তর্মুখো।
৮ ঐ,বেধকোবাধকঃ; ঐ,—গ, ঘ, বেদকো বোধকঃ।
৯ ঐ,—ঙ এবং র গ, সর্বজীবদয়াকরঃ।
১০ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, বিজয়ঃ প্রিয়ঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, বিজয়প্রদঃ।

বেধক—নিগূঢ় রহস্যভেদসমর্থ। ষড়বর্গ—কামাদি ষড়্‌রিপু।

বেধক, বোধক, শান্ত, সর্বজীবে দয়াপরায়ণ, ইন্দ্রিয়সঞ্চার যাঁর আয়ত্তে, ষড়্‌বর্গ জয় করতে যিনি সমর্থ। ৪২

অগ্রগণ্যোঽতিগম্ভীরঃ পাত্রাপাত্রবিশেষবিৎ।
শিববিষ্ণুসমঃ সাধুর্মন্দদর্শনদূষকঃ[১] ॥ ৪৩ ॥

অগ্রগণ্য, অতিগম্ভীর, পাত্রাপাত্রের ভেদবেত্তা, শিব এবং বিষ্ণুর প্রতি তুল্যবুদ্ধি, সাধু, মন্দমতিদের মতবাদের নিন্দাকারী। ৪৩

নির্মলো[২] নিত্যসন্তুষ্টঃ স্বতন্ত্রো মন্ত্রশক্তিমান[৩]।
সদ্ভক্তবৎসলো ধীরঃ কৃপালুঃ স্মিতপূর্ববাক্[৪] ॥ ৪৪ ॥

নির্মল, নিত্যসন্তুষ্ট, স্বতন্ত্র, মন্ত্রশক্তিযুক্ত, সদ্‌ভক্তবৎসল, ধীর, কৃপালু, ঈষৎ হেসে কথা বলেন এমন। ৪৪

ভক্তপ্রিয়ঃ সদোদারো গম্ভীরঃ শিষ্টসাধকঃ[৫]।
স্বেষ্টদেবগুরুজ্যেষ্ঠ[৬]বনিতাপূজনোৎসুকঃ ॥ ৪৫ ॥

ভক্তদের প্রিয়, সদা উদার, গম্ভীর, উৎকৃষ্ট সাধক, ইষ্টদেবতা গুরু জ্যেষ্ঠ এবং শক্তির পূজায় উৎসুক। ৪৫

নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে রতঃ কর্মণ্যনিন্দিতে[৭]।
রাগদ্বেষ[৮]ভয়ক্লেশদম্ভাহঙ্কারবর্জিতঃ ॥ ৪৬ ॥

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ অনিন্দিত কর্মে রত, রাগ দ্বেষ ভয় ক্লেশ দম্ভ অহংকার এসববর্জিত। ৪৬

স্ববিদ্যানুষ্ঠানরতো ধর্মাদীনামুপার্জকঃ[৯]।
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো গুণদোষবিভেদক ॥ ৪৭ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, শিববিজ্ঞপত্তঃ সাধুঃ পত্তদর্শনদূষকঃ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, সাধুমন্ত্রভূষণ-ভূষিতঃ। ২ তা বি গ,—খ, ঙ, এবং ব গ, নির্মমো।

৩ তা বি গ,—খ, নিত্যমালোক্য স এব দেবতা প্রিয়ে ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, স্বতন্ত্রোঽনন্ত-শক্তিমান্। ৪ তা বি গ,—খ, প্রহকারকঃ।

৫ তা বি গ,—খ, ভক্তিপ্রিয়ঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ শুভশিষ্ট ইতি ক্রমং ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, ভক্ত-প্রিয়ঃ সমো দেবি গম্ভীরঃ শিষ্টসাধকঃ।

৬ তা বি গ,—খ, গুরুঃ প্রাজ্ঞো ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, জ্যেষ্ঠো দেবগুরুশ্রেষ্ঠো।

৭ তা বি গ,—খ, কর্মণি নিন্দিতে।

৮ ঐ,—ক, বাগদূষক ; ঐ—ঙ এবং ব গ, বাধিদ্বেষ।

৯ তা বি গ,—খ, স্ববিদ্যানুষ্ঠানতপোধর্মাণাঞ্চ প্রকাশকঃ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, ধর্মজ্ঞানার্থ-দর্শকঃ।

স্ববিদ্যানুষ্ঠানরত, ধর্মাদি অর্জনকারী, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, গুণ ও দোষের ভেদ করতে সক্ষম। ৪৭

স্ত্রীধনাদিষ্বনাসক্তো দুঃসঙ্গ ব্যসনাদিষু[১]।
সর্বাহম্ভাবসংযুক্তো[২] নির্দ্বন্দ্বো নিয়তব্রতঃ ॥ ৪৮ ॥

নারী ধন কুসঙ্গ ব্যসনাদির প্রতি অনাসক্ত, সবই-আমি এই ভাবযুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব, নিয়তব্রত। ৪৮

অলোলুপ হ্যসঙ্গশ্চ[৩] পক্ষপাতী বিচক্ষণঃ।
বিত্তবিদ্যাদিভির্মন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রাদ্যবিক্রয়ী ॥ ৪৯ ॥

অলোলুপ, আসক্তিহীন, স্বধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী, বিচক্ষণ, বিত্ত বা বিদ্যার বিনিময়ে মন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রাদি অবিক্রয়ী। ৪৯

নিঃসঙ্গো নির্বিকল্পশ্চ নির্ণীতাত্মাতি[৪]ধার্মিকঃ।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী নিরপেক্ষো নিরাময়ঃ[৫]।
ইত্যাদিলক্ষণোপেতঃ শ্রীগুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৫০ ॥

নিঃসঙ্গ, নির্বিকল্প, আত্মাবধারক, ধার্মিক, নিন্দা ও স্তুতিকে তুল্যজ্ঞানকারী, মৌনী, নিরপেক্ষ, নিরাময়—প্রিয়ে, শ্রীগুরুকে এইসব লক্ষণযুক্ত বলা হয় অর্থাৎ এইসব লক্ষণযুক্ত যিনি তিনি গুরু হতে পারেন। ৫০

যঃ শিবঃ সর্বগঃ সূক্ষ্মশ্চোন্মনা নিষ্কলোঽব্যয়ঃ[৬]।
ব্যোমাকারো হ্যজোঽনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥

প্রিয়ে, যিনি শিব, সর্বগ, সূক্ষ্ম, উন্মনা (অর্থাৎ মনের পারে অবস্থিত), নিষ্কল, অব্যয়, ব্যোমাকার, অজ, অনন্ত, তাঁর পূজা কি করে হবে। ৫১

অতএব শিবঃ[৭] সাক্ষাদ্ গুরুরূপং সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজিতো[৮] দেবি ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি ॥ ৫২ ॥

অতএব, ওগো দেবী, শিব সাক্ষাৎ গুরুরূপ ধারণ করেন। ভক্তিভরে তাঁর পূজা করলে তিনি ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন। ৫২

---

১ তা বি গ,—খ, ব্যসনোজ্ঝিতঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দুঃসঙ্গো ব্যসনাদিষু।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সন্তুষ্টো।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অসঙ্গম ; ঐ,—খ, অলোলুপোঽহিংসকশ্চ।
৪ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, নির্ণীতার্থোঽভি।
৫ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, নিয়ামকঃ।
৬ র গ, সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোন্মনাব্যয়ঃ।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, গুরুঃ। ৮ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, সম্পূজয়েদ্দেবি।

শিবোঽহং নাকৃতির্দ্দেবি নরদৃগ্‌গোচরো নহি[1]।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষতি ধার্মিকান্[2] ॥ ৫৩ ॥

দেবী, আমি শিব, আকারহীন, মানুষের দৃষ্টিগোচর নই। সেইজন্য, শিব শ্রীগুরুরূপে ধার্মিক শিষ্যদের রক্ষা করেন অর্থাৎ আমিই গুরুরূপে ধার্মিক শিষ্যদের রক্ষা করি। ৫৩

মনুষ্যচর্মণাবদ্ধঃ[3] সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ম্।
সচ্ছিষ্যা[4]নুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্যটতি ক্ষিতৌ ॥ ৫৪ ॥

সাক্ষাৎ পরশিব স্বয়ং মনুষ্যচর্মাবৃত হয়ে সৎশিষ্যদের অনুগ্রহ করার জন্য সংসারে গূঢ়ভাবে বিচরণ করেন। ৫৪

সদ্ভক্তরক্ষণায়ৈব নিরাকারোঽপি সাকৃতিঃ[5]।
শিবঃ কৃপানিধির্লোকে সংসারীব হি চেষ্টতে[6] ॥ ৫৫ ॥

কৃপানিধি শিব নিরাকার হলেও সদ্‌ভক্তদের রক্ষার জন্য আকার ধারণ করে সংসারে সংসারী লোকের মতো ব্যবহার করেন। ৫৫

ললাটলোচনং চান্দ্রীং কলামপি চ দোর্দ্বয়ম্।
অন্তর্নিধায় বর্তেত[7] গুরুরূপো মহীতলে ॥ ৫৬ ॥

ললাটলোচনং—ললাটস্থ লোচনকে অর্থাৎ তৃতীয় নেত্রকে। ত্রিলোচন শিবের তৃতীয় নেত্র ললাটে। চান্দ্রীং কলাং—চন্দ্রকলা। শিবের মাথায় চন্দ্রকলা অবস্থিত।

দোর্দ্বয়ং—দুটি বাহু। এখানে চতুর্ভুজ শিবের কথা বলা হচ্ছে। চারটির মধ্যে দুটি ভুজ বা বাহু।

ললাটস্থ নেত্র, চন্দ্রকলা এবং দুটি বাহু ভিতরে রেখে অর্থাৎ প্রকট না করে ইনি গুরুরূপে জগতে বিরাজ করেন। ৫৬

অত্রিনেত্রঃ শিবঃ সাক্ষাদচতুর্বাহুরচ্যুতঃ।
অচতুর্বদনো ব্রহ্মা শ্রীগুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৫৭ ॥

প্রিয়ে, বলা হয় শ্রীগুরু সাক্ষাৎ শিব কিন্তু ত্রিলোচন নন, বিষ্ণু কিন্তু চতুর্ভুজ নন, ব্রহ্মা কিন্তু চতুরানন নন। ৫৭

---

১ তা বি গ,—খ, শিবা দিব্যাকৃতির্দ্দেবি নরদৃগ্‌গোচরা নহি; ঐ,—ঙ এবং র গ, শিবোঽহমাকৃতি।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সর্বদা।
৩ ঐ, নদ্ধ।
৪ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ, যশিষ্যা।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নিরহংকারমাকৃতি।
৬ ঐ, চেষ্টিতঃ।
৭ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, অন্তর্ধায় চ বর্তেয়ং; ঐ,—ঙ অন্তর্ধানে চ বর্ত্তোঽহং; র গ, অন্তর্ধানে চ বর্ত্তেঽহং।

নরবদ্‌দৃশ্যতে লোকে শ্রীগুরুঃ পাপকর্মণা।
শিববদ্‌দৃশ্যতে লোকে ভবানি পুণ্যকর্মণা[১] ॥ ৫৮ ॥

ভবানী, পাপকর্মা ব্যক্তি শ্রীগুরুকে মানুষের মতো দেখে আর পুণ্যকর্মা ব্যক্তি দেখে শিবের মতো। ৫৮

শ্রীগুরুং পরমং তত্ত্বং তিষ্টন্তং চক্ষুরগ্রতঃ।
মন্দভাগ্যা ন পশ্যন্তি হ্যন্ধাঃ[২] সূর্যমিবোদিতম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্ধেরা যেমন উদিত সূর্যকে দেখতে পায় না তেমনি দুর্ভাগ্য ব্যক্তিরা চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান পরমতত্ত্বের বিগ্রহরূপী শ্রীগুরুকে দেখতে পায় না। ৫৯

গুরুঃ সদাশিবঃ সাক্ষাৎ সত্যমেব ন সংশয়ঃ।
শিব এব[৩] গুরুর্নোচেদ্ভুক্তিং মুক্তিং দদাতি কঃ ॥ ৬০ ॥

গুরু সাক্ষাৎ সদাশিব একথা নিঃসংশয় সত্য। শিবই গুরু। নৈলে ভুক্তি-মুক্তি দেবে কে? ৬০

সদাশিবস্য দেবস্য শ্রীগুরোরপি পার্বতি।
উভয়োরন্তরং নাস্তি যঃ করোতি স পাতকী ॥ ৬১ ॥

পার্বতী, দেব সদাশিব এবং শ্রীগুরুর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। যে ভেদ করে সে পাতকী। ৬১

দেশিকাকৃতিমাস্থায় পশোঃ পাশানশেষতঃ[৪]।
ছিত্ত্বা পরং পদং দেবি নয়ত্যেনমতো গুরুঃ[৫] ॥ ৬২ ॥

দেবী, দেশিকরূপে শিষ্যের পশুপাশ নিঃশেষে ছিন্ন করে তাকে পরমপদ প্রাপ্ত করান। এইজন্যই তিনি গুরু। ৬২

সর্বানুগ্রহকর্তৃত্বাদীশ্বরঃ করুণানিধিঃ।
আচার্যরূপমাস্থায় দীক্ষয়া মোক্ষয়েৎ পশূন্ ॥ ৬৩ ॥

সর্বানুগ্রহকর্তৃত্বসম্পন্ন করুণানিধি ঈশ্বর আচার্যরূপ ধারণ করে পশুদের দীক্ষা দিয়ে মুক্ত করেন। ৬৩

---

১ তা বি গ,—খ, সাক্ষাৎ নরাণাং পুণ্যকর্মণা; ঐ,—ক, গ, ঘ, নরাণাং পুণ্যকর্মিণাং।
২ ঐ,—ক, জ্যোৎস্না; ঐ,—ঙ এবং র গ, ভক্তাঃ।
৩ ঐ,—ঙ এবং র গ, শিবরূপী।
৪ তা বি গ,—খ, পাশমুন্মোষতঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পশুপাশানশেষতঃ।
৫ তা বি গ,—খ, নয়ত্যেনমিতি শ্রুতিঃ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নয়ত্যেবমতো গুরুঃ।

যথা ঘটশ্চ কলসঃ কুম্ভশ্চৈকার্থবাচকঃ।
তথা দেবশ্চ মন্ত্রশ্চ গুরুশ্চৈকার্থ উচ্যতে ॥ ৬৪ ॥

যেমন ঘট কলস এবং কুম্ভ একার্থবাচক তেমনি দেবতা মন্ত্র এবং গুরু একার্থবাচক বলা হয়। ৬৪

যথা দেবস্তথা মন্ত্রো যথা মন্ত্রস্তথা গুরুঃ।
দেবমন্ত্রগুরূণাঞ্চ পূজায়াঃ[১] সদৃশং ফলম্ ॥ ৬৫ ॥

যা দেবতা তাই মন্ত্র, যা মন্ত্র তাই গুরু। দেবতা মন্ত্র এবং গুরুর পূজার একই রকম ফল হয়। ৬৫

শিবরূপং সমাস্থায় পূজাং গৃহ্লামি[২] পার্বতি।
গুরুরূপং সমাদায় ভবপাশান্নিকৃন্তয়ে[৩] ॥ ৬৬ ॥

পার্বতী, আমি শিবরূপ ধারণ করে পূজা গ্রহণ করি আর গুরুরূপ ধারণ করে জীবের ভবপাশ ছিন্ন করি। ৬৬

সিদ্ধান্তসারবেত্তাহং বীজোঽহমিতি বোধকৃৎ।
অবিচ্ছিন্নঃ সদা হৃষ্ট[৪]হৃদয়ো গুরুরুচ্যতে ॥ ৬৭ ॥

'আমি সিদ্ধান্তসারবেত্তা, আমি বীজ'—এই বোধ যিনি জন্মাতে পারেন, যিনি ব্রহ্মাবিচ্ছিন্ন এবং সর্বদা হৃষ্টহৃদয় তাঁকেই গুরু বলা হয়। ৬৭

যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ সদা[৫]।
জ্যোতি[৬]র্বর্ণাশ্রমী যোগী স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৬৮ ॥

প্রিয়ে, যিনি বর্ণাশ্রম অতিক্রম করে সর্বদা আত্মস্থ, যাঁর কাছে পরমজ্যোতিই বর্ণাশ্রম, যিনি যোগী, তাঁকেই গুরু বলা হয়। ৬৮

ষড়ধ্বানং ষড়াধারং[৭] ষোড়শাধারনির্ণয়ম্[৮]।
যো জানাতি বিধানেন স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥

ষড়ধ্বা—বর্ণ, পদ, মন্ত্র, কলা, তত্ত্ব এবং ভুবন এই ছটি অধ্বা অর্থাৎ পথ বা উপায়।

ষড়াধার—ষট্চক্র, যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা।

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পূজয়া।
২ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, গৃহ্লাতি।
৩ তা বি গ,—গ, ন্নিকৃন্ততি; ঐ—ঙ, ন্নিকৃন্তয়েৎ।
৪ অবিচ্ছিন্নসমাহৃষ্ট।
৫ তা বি গ,—খ, স্থিরা মতিঃ।
৬ ঐ, জ্যোতি।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, নবাধারং ষড়ধ্বানং।
৮ র গ, ষোড়শাধারবিনির্ণয়ং।

ষোড়শাধার—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, বিন্দু, কলা, নিবোধিকা, অর্ধেন্দু, নাদ, নাদান্ত, উন্মনী, বিষ্ণুচক্র, ধ্রুবমণ্ডল ও শিব। —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৬২-৬৩।

প্রিয়ে, যিনি ষড়ধ্বা, ষড়াধার এবং ষোড়শাধার যথাবিধি নির্ণয় করতে জানেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৬৯

দৃশ্যং বিনা স্থিরা দৃষ্টির্মনশ্চালম্বনং বিনা।
বিনায়াসং স্থিরো বায়ুর্যস্য স্যাৎ স গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥

প্রিয়ে, দৃশ্যবস্তু ছাড়াই যাঁর দৃষ্টি স্থির, আলম্বন ছাড়াই যাঁর মন স্থির এবং কোন আয়াস ছাড়াই যাঁর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্থির হয়, তিনিই গুরু। ৭০

যত্তু সংবিত্তিজননং[1] পরানন্দসমুদ্ভবম্।
তত্ত্বং বিদিতং যেন স গুরুঃ কুলনায়িকে ॥ ৭১ ॥

ওগো কুলনায়িকা, চিৎ-এবং আনন্দ-সমুদ্ভব তত্ত্ব যিনি অবগত তিনি গুরু। ৭১

ভূতভব্যৌ তন্ত্রমন্ত্রৌ বেত্তি যঃ শাক্তশাম্ভবম্[2]।
বেধঞ্চ ষড়্‌বিধং দেবি স হি বেত্তি পরো গুরুঃ[3] ॥ ৭২ ॥

বেধঞ্চ ষড়্‌বিধং—ষড়্‌বিধ বেধ। আণব, শাক্ত এবং শাম্ভব এই ত্রিবিধ বেধ। এর প্রত্যেকটি আবার বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। কাজেই বেধ-সংখ্যা ছয় (৩×২)।

যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ, তন্ত্র ও মন্ত্র, শাক্তমত ও শাম্ভব মত এবং ষড়্‌বিধ বেধ জানেন তিনি পরগুরু। ৭২

পদবর্ণকলামন্ত্রমণ্ডলে ভুবনাহ্বায়ং[4]।
শোধয়েদ্ যঃ ষড়ধ্বানং স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥

প্রিয়ে যিনি পদ, বর্ণ, কলা, মন্ত্র, মণ্ডল এবং ভুবন নামক ষড়ধ্বা শোধন করেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৭৩

---

১ তা বি গ,—ক, বহুসম্পত্তিজননং ; ঐ—ঙ এবং ব গ, সত্ত্বসংবিত্তিজননং।

২ তা বি গ,—খ, ভূতো ভাবো তন্ত্রযৌগ্যৌ শক্যন্তে শাম্ভবমেব যঃ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, শক্তিশাম্ভববিভ্রমঃ।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বেধকরো গুরুঃ ; ঐ,—খ, বেদস্য ষড়্‌বিধং বেত্তি স হি বেধকরো গুরুঃ।

৪ ঐ,—গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ,—ক, খ, পদবর্ণকলামন্ত্রসত্ত্বভুবনাশ্রয়ং ; তা বি, গ, পদমন্ত্রকলাযন্ত্রসতত্ত্বভনগুণ হ্বয়ম্।

বেধং পদং নিরোধঞ্চ[1] গ্রহণং মোক্ষণং তথা।
যো বা সম্যগ্‌বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৪ ॥

প্রিয়ে, বেধ, পদ, নিরোধ, গ্রহণ, মোক্ষণ, যিনি যথাবিধি জানেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৭৪

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ তুরীয়ং তদতীতকম্।
যো বেত্তি পঞ্চকং দেবি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৫ ॥

দেবী, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় এবং তুরীয়াতীত এই পঞ্চ অবস্থা যিনি অবগত আছেন, প্রিয়ে, তাঁকে গুরু বলা হয়। ৭৫

পিণ্ডং পদং তথা রূপং রূপাতীতং চতুষ্টয়ম্।
যো বা সম্যগ্বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৬

প্রিয়ে, পিণ্ড, পদ, রূপ এবং রূপাতীত এই চতুষ্টয় যিনি সম্যক্‌ জানেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৭৬

যো বা পরাঞ্চ পশ্যন্তীং মধ্যমাং বৈখরীমপি।
চতুষ্টয়ং বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭৭ ॥

চতুষ্টয়ং—বাক্‌চতুষ্টয় অর্থাৎ পরা পশ্যন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী এই চতুর্বিধ শব্দ. "বৈখরী থেকে পরা পর্যন্ত শব্দের ক্রমসূক্ষ্ম স্তর বা অবস্থা সূচিত হয়েছে। বৈখরী স্থূল, মধ্যমা সূক্ষ্ম, পশ্যন্তী সূক্ষ্মতর এবং পরা সূক্ষ্মতম।" শাক্তদর্শনে শব্দব্রহ্মকে বলা হয় নাদ। পরাদি বাক্‌ বা শব্দ নাদেরই চতুর্বিধ রূপ।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৭৩।

প্রিয়ে, যিনি পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী এই বাক্‌চতুষ্টয় জানেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৭৭

আত্মবিদ্যাশিবসর্বমিতি তত্ত্ব[2]চতুষ্টয়ম্।
যো বেত্তি পরমেশানি স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে[3] ॥ ৭৮ ॥

তত্ত্বচতুষ্টয়ং—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব এবং সর্বতত্ত্ব এই চতুর্বিধ তত্ত্ব। এটি বিশেষ সম্প্রদায়সম্মত মত। কেননা, সাধারণতঃ শৈবশাক্ত দর্শনে শিবাদিক্ষিত্যন্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বকে তিনভাগে ভাগ করা হয়; যথা—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব; অথবা নরতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব। শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই উভয়ে মিলে শক্তিতত্ত্ব। যেহেতু শিব ও শক্তি অভিন্ন সেই হেতু এই উভয় তত্ত্বকে শিবতত্ত্বও বলা যায়। আরোহক্রমে "ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে

---

১ তা বি গ,—ড এবং র গ,—দুষ্ট পাঠ; তা বি গ, বিরোধঞ্চ; ঐ,—খ ষটং নিরোধঞ্চ।
২ তা বি গ,—ড এবং র গ, বিদ্যা।
৩ র গ, গুরুঃ পরমো মতঃ।

মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব, শুদ্ধবিদ্যা থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্ব আর শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব বলে গণ্য হয়।" অবিভক্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব সর্বতত্ত্ব।—তত্ত্বসম্বন্ধে দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৮৪-২৮৬।

ওগো পরমেশানী, আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও সর্বতত্ত্ব এই তত্ত্বচতুষ্টয় যিনি সম্যক্ অবগত আছেন তিনি গুরু, অপর কেউ নয়। ৭৮

পাশচ্ছেদং[১] বেধদীক্ষাং পশুগ্রহণ[২]মেব চ।
ত্রিবিধং যো বিজানাতি স গুরুঃ পরমো মতঃ॥ ৭৯॥

পাশচ্ছেদং—পাশছেদন। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জুগুপ্সা, কুল, শীল আর জাতি এই অষ্ট পাশ। এই অষ্ট পাশের ছেদন। অবশ্য, পাশের সংখ্যা বাহান্ন বা বাষট্টিও নির্দেশ করা হয়েছে।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪৪৬।

বেধদীক্ষাং—বেধদীক্ষা বা বেধময়ী দীক্ষা। একে মনোদীক্ষা বা মানস-দীক্ষাও বলা হয়। আলোচ্যমান তন্ত্রে (১৪।৩৭) "এই দীক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—কূর্ম যেমন নিজের ছানাগুলিকে শুধু ধ্যানের দ্বারা পোষণ করে বেধদীক্ষা উপদেশও তেমনি মানস ব্যাপার অর্থাৎ এই দীক্ষায় গুরু ধ্যানের দ্বারাই শিষ্যকে দীক্ষিত বা প্রবুদ্ধ করেন।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৯৪-৯৫।

পশুগ্রহণম্—পশুগ্রহণ অর্থাৎ পাশবদ্ধ ব্যক্তিকে পারমার্থিক সাধনায় আকর্ষণ।

পাশছেদন, বেধদীক্ষা এবং পশুগ্রহণ এই ত্রিবিধ কর্ম যিনি জানেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত। ৭৯

পদং পাশং পশূনাঞ্চ রহস্যার্থং বিধানতঃ।
যো জানাতি বরারোহে স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥ ৮০॥

প্রিয়ে, ওগো বরারোহা, পদ পাশ এবং পশুর রহস্যার্থ যিনি যথাবিধি জানেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৮০

চক্রসঙ্কেতকং মন্ত্র[৩]পূজাসঙ্কেতকং তথা।
ত্রিতয়ং যো বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ[৪] প্রিয়ে॥ ৮১॥

প্রিয়ে, যিনি চক্রসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত এবং পূজাসঙ্কেত জানেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৮১

---

১ তা বি গ,—গ, পশুস্তম্ভং ; ঐ,—ঘ, ঙ এবং র গ, পশুস্তোভং।

২ তা বি গ,—গ, পশুবহন ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পশুগ্রহর।

৩ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মন্ত্রং ; ঐ—ক, যন্ত্রং। ৪ র গ, পরমো মতঃ।

বাণেতরস্বয়ম্ভ্বাখ্যলিঙ্গত্রিতয়সংস্থিতিম্ ।
তত্ত্বতো যো বিজানাতি স গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে[১] ॥ ৮২ ॥

বাণলিঙ্গ—অনাহত চক্রে একটি ত্রিকোণ আছে। "এই ত্রিকোণের মধ্যে কনকাকার অঙ্গরাগের দ্বারা উজ্জ্বল বাণলিঙ্গ অধিষ্ঠিত।"

স্বয়ম্ভুলিঙ্গ—মূলাধারচক্রে চতুর্দল পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে আছে ত্রৈপুর নামক ত্রিকোণ। "এই ত্রিকোণের মধ্যে কোটি সূর্যের প্রভাব মতো প্রভাযুক্ত স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ বিরাজমান।"

ইতরলিঙ্গ—আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলপদ্মের কর্ণিকার "মধ্যেই আছে যোনি বা শক্তিত্রিকোণ এবং তার মধ্যে বিদ্যুন্মালার মতো উজ্জ্বল ইতর নামক শিবলিঙ্গ।"

প্রিয়ে, যিনি বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ ও স্বয়ম্ভুলিঙ্গের অবস্থিতি তত্ত্বানুসারে অবগত আছেন তাঁকে গুরু বলা হয়। ৮২

আণবং কার্মণঞ্চৈব[২] মায়ীয়ঞ্চ[৩] মলত্রয়ম্ ।
যো বিশোধয়িতুং শক্তঃ স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৮৩ ॥

আণবং—আণব মল। "যার জ্ঞানক্রিয়াশক্তি সংকুচিত সেই জীব বদ্ধ, স্ব-স্বরূপবিস্মৃত। জীবের বন্ধনের হেতু অজ্ঞান। অজ্ঞান অর্থই স্ব-স্বরূপভ্রষ্টতা। এই অজ্ঞানকেই শৈবশাস্ত্রে মল বলা হয়েছে।" "পরমেশ্বর শিব স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-শক্তি দ্বারা স্বীয় পূর্ণজ্ঞত্বকর্তৃত্বাদি তিরোহিত করে অখ্যাতি-আত্মক (স্বরূপ-অখ্যাতি) আণব মলের উদ্ভব ঘটান এবং তার দ্বারা নিজের শিবত্বস্বরূপ আবৃত করেন।" "আণব মলকে অপূর্ণংমন্যতা বলা হয়েছে। শিবের অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তি জীবে সংকুচিতা হলে অপূর্ণংমন্যতারূপ আণব মলের উদ্ভব হয়।"

কার্মণং—কার্মমল। "শিবের অসংকুচিতা ক্রিয়াশক্তি জীবে সংকুচিতা হলে শিবের সর্বকর্তৃত্ব জীবে কিঞ্চিৎকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন শক্তি এই কর্মেন্দ্রিয়রূপ সংকোচ গ্রহণ পূর্বক অত্যন্ত পরিমিততা প্রাপ্ত হওয়ায় শুভাশুভ অনুষ্ঠানময় কার্মমলের উদ্ভব হয়।"

মায়ীয়ং—মায়ীয়মল। "শিবের অসংকুচিতা জ্ঞানশক্তি জীবে সংকুচিত হওয়ায় শিবের সর্বজ্ঞত্ব জীবে কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শক্তি তখন অন্তঃ-করণবুদ্ধীন্দ্রিয়ত্বপ্রাপ্তিপূর্বক অত্যন্ত সংকুচিত হন এবং এইভাবে ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপ

১ ঐ, পরমো মতঃ।
২ তা বি গ,—ক, আত্মজং কর্মজঞ্চৈব। ঐ,—ঙ এবং র গ, আনবাং কার্মণঞ্চৈব।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মায়িকঞ্চ।

মায়ীয় মলের উদ্ভব হয়।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৭৮-৮০।

যিনি আণব, কার্ম এবং মায়ীয় এই মলত্রয় শোধন করতে পারেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত। ৮৩

আরক্তশুক্লমিশ্রা [কৃষ্ণা] খ্যচরণত্রয়বাসনাম্।
যো জানাতি মহাদেবি স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৮৪ ॥

আরক্ত—অতি লোহিত। লোহিত বা রক্তবর্ণ রজোগুণের বর্ণ। অতএব, আরক্ত অর্থ রাজসিক। শুক্ল—শ্বেত। সত্ত্বগুণের বর্ণ শ্বেত। কাজেই, শুক্ল অর্থ সাত্ত্বিক।

মিশ্র—মিশ্রিত। কৃষ্ণবর্ণে সব বর্ণ মিশে যায়। কাজেই, মিশ্র অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। তমোগুণের বর্ণ কৃষ্ণ। অতএব, মিশ্র অর্থ তামসিক।

বাসনা—উদ্দেশ্য, ভাবনা। এই ভাবনা শাস্ত্রবিহিত ভাবনা। সাধনাসংসৃষ্ট কোনো বস্তুর শাস্ত্রসম্মত অর্থকেও বাসনা বলা হয়।

মহাদেবী, যিনি আরক্ত শুক্ল এবং মিশ্র নামক চরণত্রয়বাসনা অবগত আছেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত। ৮৪

মহামুদ্রাং নভোমুদ্রাং উড্ডীয়ানং জালন্ধরম্[১]।
মূলবন্ধঞ্চ যো বেত্তি স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৮৫ ॥

মহামুদ্রাং—মহামুদ্রা। ঘেরণ্ডসংহিতাপ্রোক্ত হঠযোগের সপ্তাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ। আসনের মতো মুদ্রা শারীর অবস্থানবিশেষ। ঘেরণ্ডসংহিতা বলেন, মুদ্রা দ্বারা শরীর স্থিরতা লাভ করে। এই গ্রন্থমতে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ এই পঞ্চ মহাক্লেশাদি এবং মরণাদি দুঃখ ক্ষয় করে বলে এই মুদ্রাকে মহামুদ্রা বলা হয়।

কি করে মহামুদ্রা করতে হয় এবং অন্যান্য বিবরণ সম্বন্ধে দ্রঃ হঠযোগ-প্রদীপিকা, ৩।১০-১৮।

নভোমুদ্রাং—খেচরীমুদ্রা। হঠযোগপ্রদীপিকাতে (৩।৩২-৫৪) খেচরীমুদ্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উক্ত গ্রন্থমতে (৩।৫০) খেচরীমুদ্রা দ্বারা মানুষের ব্যাধি দূর হয়, জরা নাশ হয়, শস্ত্রাঘাত নিবারণ-শক্তি জন্মে, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, অমরত্ব লাভ হয় এবং সিদ্ধাঙ্গনাকে আকর্ষণ করার শক্তি জন্মে।

উড্ডীয়ানং—উড্ডীয়ান বন্ধ। এ সম্পর্কে দ্রঃ হঠযোগপ্রদীপিকা, ৩।৫৫-৬০। উক্ত গ্রন্থানুসারে এই বন্ধ নিরুদ্ধ প্রাণবায়ুকে সুষুম্না নাড়ীতে উড্ডীন করে

---

১ ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, জলন্ধরম্।

বলে একে উড্ডীয়ান বলা হয়। এই গ্রন্থমতে (৩।৫৮-৬০) উড্ডীয়ানবন্ধ অভ্যাসের দ্বারা বৃদ্ধও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এটি দৃঢ় হলে মুক্তি স্বাভাবিক হয়।

জালন্ধরং—জালন্ধরবন্ধ। এ সম্পর্কে দ্রঃ হঠযোগপ্রদীপিকা (৩।৭০-৭৫)।

উক্ত গ্রন্থানুসারে (৩।৭৫) জালন্ধর বন্ধ অভ্যস্ত হলে মৃত্যু, জরা, রোগ এবং বলী, পলিত, তন্দ্রা, আলস্য ইত্যাদি থাকতে পারে না।

মূলবন্ধং—মূলবন্ধ। এ সম্পর্কে দ্রঃ হঠযোগপ্রদীপিকা, (৩।৬১-৬৯)। উক্ত গ্রন্থমতে (৩।৬৫) মূলবন্ধ অভ্যস্ত হলে বৃদ্ধও যুবা হয়ে যায়।

মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা উড্ডীয়ান জালন্ধর এবং মূলবন্ধ এইগুলি যিনি জানেন তিনি পরমগুরু বলে স্বীকৃত। ৮৫

শিবাদিক্ষিতিপর্যন্তং ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বনির্ণয়ম্।
যো বিজানাতি তত্ত্বেন স গুরুঃ পরমো মতঃ॥ ৮৬ ॥

ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্ব—শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা, মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, রাগ, পুরুষ, প্রকৃতি (অব্যক্ত বা গুণতত্ত্ব), বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূত—শৈবশাক্ত দর্শনে এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব স্বীকৃত। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৬১-২৬২।

যিনি শিব থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বনির্ণয় নিঃসংশয়িতভাবে জানেন, তিনি পরমগুরু বলে স্বীকৃত। ৮৬

অন্তর্যাগং বহির্যাগং কালজ্ঞানং স্থিতং[1] প্রিয়ে।
চারুযন্ত্রবিধানঞ্চ যো বেত্তি স গুরুঃ প্রিয়ে[2] ॥ ৮৭ ॥

কালজ্ঞানং—কাল সম্বন্ধী জ্ঞান, বিনাশ বা সংহার বিষয়ক জ্ঞান। স্থিতং—স্থিতি। চারুযন্ত্রবিধানং—সুন্দর করে যন্ত্ররচনা।

"যন্ত্র শব্দের সাধারণ অর্থ কোনো কার্যের সাধন অর্থাৎ যার সাহায্যে কার্য সাধিত হয় সেই বস্তু (instrument)। পূজার ক্ষেত্রে যন্ত্রকে ধ্যেয় বস্তুতে মন নিবিষ্ট করার সাধন বলা যায়।

যন্ত্রকে আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে শক্তিলেখা (dynamic graph)। কোন বস্তুর উপাদানশক্তিসমূহের (constituent forces) রেখাচিত্র সেই বস্তুর

---

১ ভা বি গ,—ক, ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ; ভা বি গ, কলাজ্ঞানস্থিতিং।

২ ভা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; ভা বি গ, বাধামন্ত্রবিধানঞ্চ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, ত্রিবিধানঞ্চ যো বেত্তি সঃ গুরুঃ পরমো মতঃ।

যন্ত্র। কাজেই প্রত্যেক বস্তুবিশেষের যন্ত্র আছে। আবার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেরও মহাযন্ত্র আছে। বিশেষ যন্ত্র সেই মহাযন্ত্রেরই রূপভেদ মাত্র।

এইজন্য মর্মজ্ঞরা বলেন, যন্ত্রকে যে প্রতীক বলা হয় সে অগভীরের কথা। গভীরের কথা যন্ত্র শক্তিলেখা, যে-দেবতার যন্ত্র সেই দেবতারই রূপ।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৮৫।

প্রিয়ে যিনি অন্তর্যাগ ও বহির্যাগ জানেন, কালজ্ঞান যাঁর অধিগত, স্থিতিজ্ঞ যিনি এবং চারুযন্ত্রবিধান যাঁর অধিগত তিনি গুরু। ৮৭

পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যং স্থিতং[1] যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
শিরাস্থিরোমসংখ্যাদি স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে[2] ॥ ৮৮ ॥

প্রিয়ে, পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যে অবস্থিতি এবং শিরা অস্থি লোমসংখ্যাদি যিনি নিঃসংশয়িতরূপে জানেন তিনি গুরু, অপর কেউ নয়। ৮৮

পদ্মাদি চতুরশীতিনানাসনবিচক্ষণঃ।
যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগজ্ঞঃ স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৮৯ ॥

চতুরশীতি আসন—চৌরাশী আসন। "হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষকে আসন বলা হয়। পদ্ম, স্বস্তিক ইত্যাদি নামে এই-সব আসন পরিচিত।"

"আসন অসংখ্য। ঘেরণ্ডসংহিতায় (২।১) বলা হয়েছে জগতে জীবজন্তু যত আসনের সংখ্যাও তত। শিব চৌরাশী লক্ষ আসনের কথা বলেছেন। তার মধ্যে বিশিষ্ট আসন চৌরাশিটি।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৭৭।

যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগ।

"শাস্ত্রে যোগশব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে—যোগ শব্দের অর্থ সংসার উত্তীর্ণ হবার উপায়। যোগবিশারদেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯৭০।

যিনি পদ্মাসনাদি চৌরাশীটি বিভিন্ন আসন বিষয়ে বিচক্ষণ এবং যমাদি অষ্টাঙ্গসহ যোগ জানেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত। ৮৯

---

১ ডা বি গ,—ঙ এবং ব গ,-স্থত পাঠ; ডা বি গ, স্থিতিং।
২ ডা বি গ,—ঙ এবং ব গ, স গুরুঃ পরমো মতঃ।

ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী[১]।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯০ ॥

ঘৃণা শঙ্কা ভয় লজ্জা জুগুপ্‌সা কুল শীল এবং জাতি এই আটটিকে পাশ বলা হয়। ৯০

পাশবদ্ধঃ পশুর্জ্ঞেয় পাশমুক্তো মহেশ্বরঃ।
তস্মাৎ পাশহরো যস্ত[২] স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ ৯১ ॥

পাশবদ্ধকে পশু আর পাশমুক্তকে মহেশ্বর বলে জানবে। তাই, যিনি পাশ ছিন্ন করেন তিনি পরম গুরু বলে স্বীকৃত। ৯১

বন্ধনং যোনিমুদ্রয়া মন্ত্রচৈতন্যদর্শনম্[৩]।
যন্ত্রমন্ত্র[৪]স্বরূপঞ্চ যো বেত্তি স গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৯২ ॥

যোনিমুদ্রয়া—যোনিমুদ্রা দ্বারা। বিভিন্নতন্ত্রে যোনিমুদ্রার বিবরণ পাওয়া যায়। সব বিবরণের মূল বক্তব্য এক। এখানে ভূতশুদ্ধিতন্ত্রোক্ত বিবরণ দেওয়া হল। "মূলাধারে আছে এক অতি সুন্দর ত্রিকোণ। তার মধ্যে আছে সুলক্ষণ কামবীজ আর সেই কামবীজোদ্ভব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। সেই লিঙ্গের উপরে হংসাশ্রিতা চিৎকলার ধ্যান করতে হবে আর ধ্যান করতে হবে সেই স্বয়ম্ভু-লিঙ্গকে যাকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন কুণ্ডলিনী। চিৎকলায় জগন্ময়ী তেজোরূপা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করতে হবে। তেজস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে মূলাধারাদি চক্র ভেদ করিয়ে 'হংস'-মন্ত্র সহ সুষুম্নাপথে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে দেবী সদাশিবের সঙ্গে ক্ষণমাত্র রমণ করবেন। সেই মিলন থেকে তৎক্ষণাৎ অমৃতের উদ্ভব হবে। লাক্ষারসসমন্বিত সেই অমৃত। তার দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করতে হবে। তারপর ষট্‌চক্রস্থ দেবতাদের তর্পণ করে যে-পথে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই পথে আবার মূলাধারে নিয়ে আসতে হবে। তারপর অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণমালা চিন্তা করতে হবে। মৃণালতন্তুর মতো চিত্রিণী নাড়ী, মতান্তরে ব্রহ্মনাড়ী চিন্তা করতে হবে। এই নাড়ীর দ্বারা সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী মালা গ্রথিত। মন্ত্রের দ্বারা ব্যবহিত বর্ণ এবং বর্ণের দ্বারা ব্যবহিত মন্ত্র এইভাবে অনুলোম

---

১ ভা বি গ,—ঙ, তৃষ্ণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমং ; ব গ, ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমং।

২ ভা বি গ,—খ, যত্র।

৩ ভা বি গ,—ঙ এবং ব গ, মন্ত্রং চৈতন্যসংজ্ঞকং।

৪ ভা বি গ,—খ, মন্ত্রান্তস্ত।

ও বিলোমক্রমে; এই সর্বমন্ত্রপ্রকাশিনী বর্ণময়ী মালা গ্রন্থন করতে হবে। বর্ণমালার শেষ বর্ণ 'ক্ষ' মেরুস্বরূপ। এটি লঙ্ঘন করতে নেই। বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করে মন্ত্রের পূর্বে স্থাপন করে জপ করতে হয়। সজ্ঞানে মূলমন্ত্রের একশ আট জপ কর্তব্য। বর্ণসমূহকে আটটি বর্গে ভাগ করে আটবার জপ করতে হবে। আটটি বর্গের আদি বর্ণ যথাক্রমে অ ক চ ট ত প য এবং শ। এই যোনিমুদ্রা।"—এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৭৮-৮০, ৯৯০।

মন্ত্রচৈতন্য—মন্ত্র চৈতন্যসম্পন্ন। কিন্তু এ চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে। সেইজন্য যথাশাস্ত্র মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করতে হয়।

"মন্ত্ররূপী দেবতা দেবতারূপী গুরু গুরুরূপী আত্মা এবং আত্মরূপী মন্ত্র একেই বলে উত্তম মন্ত্রচৈতন্য।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০৮।

"প্রবুদ্ধচৈতন্য গুরু আপন চৈতন্যের দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করেন এবং দীক্ষা দানের সময় তা শিষ্যচৈতন্যে সঞ্চারিত করে দেন"।—দ্রঃ ঐ। মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার উপায় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে।—এ সম্বন্ধেও দ্রঃ ঐ।

প্রিয়ে, যোনিমুদ্রাবন্ধন, মন্ত্রচৈতন্যসাক্ষাৎকার এবং মন্ত্র ও মন্ত্রের স্বরূপ যিনি জানেন তিনি গুরু। ৯২

বিনিক্ষিপ্তাং গতায়াতাং সংশ্লিষ্টাং সংবিনীতকাম্[১]।
চতুর্বিধাং মনোঽবস্থাং যো বেত্তি স[২] গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৯৩ ॥

বিনিক্ষিপ্তাং—বিক্ষিপ্ত। গতায়াতাং—গতাগত অর্থাৎ একবার এগোয় আবার পিছোয় এমনি। সংশ্লিষ্টাং—শ্লিষ্ট। সংবিনীতকাং—সংযত।

প্রিয়ে, বিনিক্ষিপ্ত, গতাগত, সংশ্লিষ্ট এবং সংবিনীত মনের এই চার অবস্থা যিনি জানেন তিনি গুরু। ৯৩

মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তসপ্তাম্ভোজদলেষু যঃ[৩]।
জীবাচারফলং বেত্তি স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে ॥ ৯৪ ॥

মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তসপ্তাম্ভোজদলেষু—মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সাতটি স্থানে সাতটি পদ্ম অবস্থিত। সেইসব পদ্মের দলসমূহে মূলাধার বা

---

১ তা বি গ,—ক, বিনিক্ষিপ্তং গতাযাতং সংশ্লিষ্টং বিনীতকং; ঐ,—খ, বিনিক্ষিপ্ত-গতায়াতং স্থিতঞ্চ সুবিনীতকং।

২ র গ, অ:নাতি।

৩ তা বি গ,—খ, মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং সপ্তাম্ভোদিদলেষু যঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, মূলাদি-ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং সপ্তাম্ভোজং কুলেষু যঃ।

মূলাধারচক্রে আছে চতুর্দল পদ্ম, স্বাধিষ্ঠানচক্রে ষড়্‌দল পদ্ম, মণিপুরচক্রে দশদল পদ্ম, অনাহতচক্রে দ্বাদশদল পদ্ম, বিশুদ্ধচক্রে ষোড়শদল পদ্ম, আজ্ঞা-চক্রে দ্বিদল পদ্ম আর ব্রহ্মরন্ধ্রে আছে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। আলোচ্য শ্লোকে কুণ্ডলিনীযোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, যোগ-শীর্ষক অধ্যায়।

প্রিয়ে, মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত স্থিত সপ্ত পদ্মের দলসমূহে জীবের বিচরণের ফল যিনি জানেন তিনি গুরু। ৯৪

শিবাদিগুরুপর্যন্তং পারম্পর্যক্রমেণ যঃ।
অবাপ্ত[১]তত্ত্বসম্ভারঃ স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে[২] ॥ ৯৫ ॥

প্রিয়ে, যিনি শিব থেকে আরম্ভ করে গুরু পর্যন্ত তত্ত্বসমূহের জ্ঞানপ্রাপ্ত তিনি গুরু, অপর কেউ নয়। ৯৫

যেন বা দর্শিতে তত্ত্বে তৎক্ষণাত্তন্ময়ো ভবেৎ।
মন্যতে মুক্তমাত্মানং স গুরুর্নাপরঃ প্রিয়ে[৩] ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ে, যিনি শিষ্যকে তত্ত্বদর্শন করালে শিষ্য তৎক্ষণাৎ তন্ময় অর্থাৎ তত্ত্বময় হয়ে যায় এবং নিজেকে মুক্ত মনে করে তিনি গুরু, অপর কেউ নয়। ৯৬

যে দত্তা সহজানন্দং হরন্তীন্দ্রিয়জং সুখম্[৪]।
সেব্যাস্তে গুরবঃ শিষ্যৈরন্যে ত্যাজ্যাঃ প্রতারকাঃ ॥ ৯৭ ॥

যাঁরা সহজানন্দ দান করে ইন্দ্রিয়জ সুখ দূর করেন শিষ্যেরা সেই সব গুরু-দের সেবা করবে; অন্যেরা প্রতারক, তাঁদের ত্যাগ করবে। ৯৭

সংসারভয়ভীতস্য শিষ্যস্য[৫] গুরুরাদরাৎ।
ব্রতোপবাসনিয়মৈর্নিয়ন্তা স গুরুর্মতঃ ॥ ৯৮ ॥

যিনি সংসারভয়ে ভীত শিষ্যকে যত্ন করে ব্রত-উপবাস-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি গুরু বলে স্বীকৃত। ৯৮

যঃ প্রসন্নঃ ক্ষণার্দ্ধেন মোক্ষরত্নং[৬] প্রযচ্ছতি।
দুর্লভং তং বিজানীয়াদ্ গুরুং সংসারতারকম্[৭] ॥ ৯৯ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, অপ্রাপ্ত। ২ ঐ,—ঙ এবং ম গ, স গুরুঃ পরমো মতঃ।
৩ ঐ, যস্তং তত্ত্বমখিলং স গুরুঃ পরমো মতঃ।
৪ ঐ, যো বেত্তা সচ্চিদানন্দং হরেদিন্দ্রিয়জং সুখং; তা বি গ,—ক, বহত্যীন্দ্রিয়জং সুখং।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং ম গ, ভয়াৎ। ৬ ঐ,—মুদ্র পাঠ; তা বি গ, মোক্ষলক্ষ্মীং।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং ম গ, ভবসাগরতারকং।

যিনি প্রসন্ন হলে ক্ষণার্ধকালে মোক্ষরত্ন প্রদান করেন সেই সংসারতারক গুরু দুর্লভ জানবে। ৯৯

যঃ ক্ষণেনাত্মসামর্থ্যং স্বশিষ্যায় দদাতি হি।
ক্রিয়ায়াসাদিরহিত[১] স গুরুর্দ্দেবদুর্লভঃ ॥ ১০০ ॥

যিনি কোনো ক্রিয়াকর্ম এবং চেষ্টা ছাড়াই আত্মশক্তি শিষ্যকে মুহূর্তে দান করেন সেই গুরু দেবদুর্লভ।১০০

যঃ সদ্যঃ প্রত্যয়করং সুলভঞ্চাত্মসৌখ্যদম্।
জ্ঞানোপদেশং কুরুতে স গুরুর্দ্দেবদুর্লভঃ ॥ ১০১ ॥

যিনি সদ্য প্রত্যয়কর, সুলভ এবং আত্মসুখপ্রদ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন সেই গুরু দেবদুর্লভ। ১০১

দ্বীপাদ্ দ্বীপান্তরং দেবি সঞ্চরেত্তদ্ যথা তথা।
যো দদ্যাৎ স গুরুর্জ্ঞানমভ্যাসাদিবিবর্জিতম্ ॥ ১০২ ॥

দেবী, অভ্যাসাদি না করেই মানুষ যেমন এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যায় তেমনি অভ্যাসাদি ছাড়াই যিনি জ্ঞান দান করেন তিনি গুরু। ১০২

ক্ষুধিতস্য যথা তৃপ্তিরাহাদাশু জায়তে[২]।
তথোপদেশমাত্রেণ জ্ঞানদো দুর্লভো গুরুঃ ॥ ১০৩ ॥

আহার করার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ক্ষুধিতের তৃপ্তি তেমনি যাঁর উপদেশমাত্র জ্ঞানোদয় হয় তেমনি জ্ঞানদাতা গুরু দুর্লভ। ১০৩

গুরবো বহবঃ সন্তি দীপবচ্চ গৃহে গৃহে।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি সূর্যবৎ সর্বদীপকঃ[৩] ॥ ১০৪ ॥

দেবী, গৃহে গৃহে প্রদীপের মতো অনেক গুরু আছেন কিন্তু যিনি সূর্যের মতো সবই আলোকিত করেন তেমন গুরু দুর্লভ। ১০৪

গুরবো বহবঃ সন্তি বেদশাস্ত্রাদিপারগাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি পরতত্ত্বার্থপারগঃ ॥ ১০৫ ॥

দেবী, বেদশাস্ত্রাদিতে পারগ অনেক গুরু আছেন কিন্তু যিনি পরতত্ত্বার্থ-পারগ সেই গুরু দুর্লভ। ১০৫

---

১ ঐ, ক্রিয়ায়াসদিরহিতঃ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং ঝ গ, তুষ্টিরাহারাদ্ দৃশ্যতে যথা।

৩ তা বি গ,—ক, শিষ্যাঙ্কঃখাপহারকঃ ; ঐ,—খ, পরতত্ত্বার্থপরাগঃ।

গুরবো বহবঃ সন্তি আত্মনোঽন্যপ্রদা ভুবি[১]।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি লোকেন্বাত্মপ্রকাশকঃ[২] ॥ ১০৬ ॥

দেবী, সংসারে এমন অনেক গুরু আছেন যাঁরা যা দেন তা আত্মজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু কিন্তু যিনি সংসারে আত্মাকে প্রকাশ করেন এমন গুরু দুর্লভ। ১০৬

গুরবো বহবঃ সন্তি কু°মন্ত্রৌষধিবেদিনঃ।
নিগমাগমশাস্ত্রোক্তমন্ত্রজ্ঞো দুর্লভো ভুবি ॥ ১০৭ ॥

কুমন্ত্র ও ঔষধ জানেন এরূপ অনেক গুরু আছেন কিন্তু নিগম-আগম-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র জানেন সংসারে এরূপ গুরু দুর্লভ। ১০৭

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি শিষ্যদুঃখাপহারকঃ ॥ ১০৮ ॥

দেবী, শিষ্যের বিত্তাপহারক অনেক গুরু আছেন। কিন্তু শিষ্যের দুঃখ অপহরণ করেন তেমন গুরু দুর্লভ। ১০৮

বর্ণাশ্রমকুলাচারনিরতা বহবো[৪] ভুবি।
সর্বসঙ্কল্পহীনো যঃ স গুরুর্দ্দেবি দুর্লভঃ ॥ ১০৯ ॥

দেবী, বর্ণ আশ্রম এবং বংশের আচারপালনকারী অনেক গুরু সংসারে আছেন কিন্তু যিনি সর্বসঙ্কল্পহীন এমন গুরু দুর্লভ। ১০৯ .

গুরোর্যস্যৈব সংস্পর্শাৎ[৫] পরানন্দোঽভিজায়তে।
গুরুং তমেব বৃণুয়ান্নাপরং মতিমান্নরঃ ॥ ১১০ ॥

যে গুরুর সংস্পর্শ থেকেই পরানন্দ উৎপন্ন হয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁকে গুরু-রূপে বরণ করবে, অপর কাউকে নয়। ১১০

যস্যানুভবপর্যন্তং[৬] কল্বিত্তত্র[৭] প্রবর্ত্ততে।
তস্যালোকনমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১১ ॥

অনুভবপর্যন্তং—অনুভব পর্যন্ত। অনুভব অর্থ এখানে আত্মানুভব অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি।

বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি। মন চিত্ত বুদ্ধি অহংকার এই অন্তঃ-করণচতুষ্টয়। প্রত্যেক অন্তঃকরণের বৃত্তি পৃথক্।

---

১ তা বি গ,—ও এবং র গ, যোগেনাত্মৎপদা ভুবি।
২ ঐ, লোকে যাত্মপ্রকাশকঃ। ৩ ঐ, স। ৪ ঐ, গুরবো।
৫ তা বি গ,—ও এবং র গ,—মুক্ত পাঠ; তা বি গ, সংস্পর্শাৎ; ঐ,—ক, সঙ্গলাৎ।
৬ তা বি গ,—ও এবং র গ, যস্যাত্মানুভবপর্যন্তং। ৭ ঐ, কল্বিত্তত্র।

অনুভব অবধিই যাঁর বুদ্ধি সক্রিয় থাকে তাঁর দর্শনমাত্র মুক্তিলাভ হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১১১

শঙ্কয়া ভক্ষিতং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
সা শঙ্কা ভক্ষিতা যেন স গুরুর্দেবি দুর্লভঃ[১] ॥ ১১২ ॥

দেবী, যে-শঙ্কা চরাচরসহ ত্রিলোক গ্রাস করেছে সেই শঙ্কাকে যিনি গ্রাস করেছেন সংসারে সেই গুরু দুর্লভ। ১১২

যথা বহ্নিসমীপস্থং নবনীতং বিলীয়তে।
তথা পাপং বিলীয়তে সদাচার্য[২]সমীপতঃ ॥ ১১৩ ॥

যেমন আগুনের কাছে থাকলে ননী গলে যায় তেমনি সৎ আচার্যের সমীপে থাকলে পাপ লোপ পায়। ১১৩

যথা দীপ্তানলঃ কাষ্ঠং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ[৩] নির্দহেৎ।
তথা গুরুকটাক্ষস্তু শিষ্যপাপং দহেৎ ক্ষণাৎ ॥ ১১৪ ॥

যেমন জ্বলন্ত অগ্নি শুষ্ক ও আর্দ্র কাষ্ঠ দগ্ধ করে তেমনি গুরুকটাক্ষ মুহূর্তে শিষ্যপাপ দগ্ধ করে। ১১৪

যথা মহানিলোদ্ধূতং তূলং দশদিশো ব্রজেৎ।
তথৈব গুরুকারুণ্যাৎ পাপরাশিঃ পলায়তে[৪] ॥ ১১৫ ॥

প্রচণ্ড বাতাসে উৎক্ষিপ্ত তুলা যেমন দশদিকে উড়ে যায় তেমনি গুরুকরুণায় পাপরাশি পলায়ন করে। ১১৫

দীপদর্শনমাত্রেণ প্রণশ্যতি তমো যথা।
সদ্গুরোর্দর্শনাদ্দেবি তথাঽজ্ঞানং বিনশ্যতি[৫] ॥ ১১৬ ॥

দেবী, প্রদীপদর্শনমাত্র যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয় তেমনি সদ্গুরুদর্শনে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। ১১৬

সর্বলক্ষণসম্পন্নো বেদশাস্ত্রবিধানবিৎ।
সর্বোপায়বিধানজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স হি[৬] ॥ ১১৭ ॥

---

১ তা বি গ,—দেবদুর্লভঃ। ২ তা বি গ,—খ, সদাচার।
৩ ঐ,—গ, ঘ, ঙ এবং র গ, শুষ্কমার্দ্রঞ্চ। ৪ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ, প্রলীয়তে।
৫ তা বি গ,—ক, প্রলীয়তে; ঐ—গ, ঘ, পলায়তে; ঐ,—ঙ, বিলীয়তে। র গ, তথা জ্ঞানং প্রকাশতে।
৬ তা বি গ,—খ, তত্ত্বহীনো গুরুর্নহি; ঐ,—ঙ, সর্বোপায়বিধাতৈব তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স হি; র গ, সর্বোপায়বিধানানি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স হি।

যিনি সর্বলক্ষণসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রবিধানবেত্তা, সর্বোপায়বিধানজ্ঞ এবং তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই গুরু। ১১৭

পূজাহোমাশ্রমাচারতপস্তীর্থব্রতাদিকম্।
মন্ত্রাগমাদিবিজ্ঞানং তত্ত্বহীনস্য নিষ্ফলম্ ॥ ১১৮ ॥

যে তত্ত্বজ্ঞানহীন তার পূজা, হোম, আশ্রমকৃত্য, আচারপালন, তপস্যা, তীর্থ-ব্রতাদি, মন্ত্র এবং আগমাদির বিশেষ জ্ঞান সবই নিষ্ফল ॥ ১১৮ ॥

স্বসংবেদ্যে[১] পরে তত্ত্বে স্বাত্মনশ্চ ন নিশ্চয়ং[২]।
আত্মনোঽনুগ্রহো[৩] নাস্তি পরস্যানুগ্রহঃ কথম্ ॥ ১১৯ ॥

পরতত্ত্ব স্বসংবেদ্য বলে যার এখনও আত্মাবধারণ হয় নি (অর্থাৎ পরতত্ত্ব বা পরমাত্মা যার কাছে আপনাকে বিজ্ঞাত করেন নি বলে যার আত্মজ্ঞান হয় নি) এবং যার প্রতি আত্মার অনুগ্রহ হয় নি, সে পরের প্রতি অনুগ্রহ করবে কি করে? ১১৯

ব্রহ্মাকারং[৪] মনোরূপং প্রত্যক্ষং স্বতনু[৫]স্থিতম্।
যো ন জানাতি চান্যস্য কথং মোক্ষং দদাত্যসৌ ॥ ১২০ ॥

স্বতনুস্থিত প্রত্যক্ষ মনোরূপ ব্রহ্মকে যে জানে না সে কি করে অন্যকে মোক্ষ প্রদান করবে। ১২০

সর্বলক্ষণহীনোঽপি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স্মৃতঃ।
তস্মাত্তত্ত্ববিদেবেহ মুক্তো মোচক এব চ ॥ ১২১ ॥

যিনি তত্ত্বজ্ঞানী সর্বলক্ষণহীন হলেও তাঁকে গুরু বলা হয়। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানীই নিজে মুক্ত এবং অন্যকেও মুক্তি দিতে পারেন। ১২১

যত্তত্ত্ববিন্মহেশানি স পশুং[৬] বোধয়ত্যপি।
তত্ত্বহীনাৎ কুতোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানপরিগ্রহঃ[৭] ॥ ১২২ ॥

ওগো মহেশানী, যিনি তত্ত্ববিদ্ তিনি পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও তত্ত্ববোধ দেন কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞানহীন তার কাছ থেকে কি করে অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যাবে। ১২২

---

১ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, স্বয়ং বেদ্যে; ঐ,—গ, ঘ, অসংবেদ্য। ঐ,—ঙ এবং ব গ, সুসংবেদ্যং।

২ তা বি গ,—খ,-ধৃতপাঠ; তা বি গ, স্বাত্মানং বেত্তি নিশ্চলঃ।

৩ তা বি গ,—খ, নিগ্রহো।

৪ ঐ,—ধৃত পাঠ; তা বি গ, ষট্প্রকারং।

৫ তা বি গ,—খ, স্বামিনি।

৬ তা বি গ,—ঙ, সাধুংশ্চ; ব গ, সগুশ্চ।

৭ তা বি গ—ঙ এবং ব গ, বোধঃ কুতোঽধ্যাত্মপরিগ্রহঃ।

তত্ত্বজ্ঞৈরুপদিষ্টা যে তত্ত্বজ্ঞাস্তে ন সংশয়ঃ।
পশুভিশ্চোপদিষ্টা যে দেবি তে পশবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২৩ ॥

যারা তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে উপদেশ লাভ করে তারা নিশ্চিতই তত্ত্বজ্ঞানী হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেবী, যারা পশুর কাছে উপদেশ লাভ করে তারা পশুই হয়। ১২৩

বিদ্ধস্তু বেধয়েদ্দেবি নাবিদ্ধো বেধকো ভবেৎ।
মুক্তস্তু মোচয়েদ্ বদ্ধং[১] ন মুক্তো মোচকঃ কথম্ ॥ ১২৪ ॥

বিদ্ধ—বেধদীক্ষাপ্রাপ্ত। বেধয়েৎ—বেধদীক্ষা দিতে পারে।

দেবী, যে বেধদীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে সে-ই বেধদীক্ষা দিতে পারে আর যে তা পায় নি সে বেধদীক্ষাদাতা হতে পারে না। যে মুক্ত সেই বদ্ধকে মুক্তি দিতে পারে আর যে মুক্ত নয় সে কি করে মুক্তিদাতা হবে। ১২৪

অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মূর্খং ন মূর্খো মূর্খমুদ্ধরেৎ।
শিলাং সন্তারয়েন্নৌর্হি কিং[২] শিলা তারয়েচ্ছিলাম্ ॥ ১২৫ ॥

অভিজ্ঞ—তত্ত্বাভিজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। মূর্খ—তত্ত্বজ্ঞানহীন।

যে অভিজ্ঞ সেই মূর্খকে উদ্ধার করতে পারে, মূর্খ মূর্খকে উদ্ধার করতে পারে না। নৌকাই শিলাকে পরপারে নিয়ে যেতে পারে, শিলা শিলাকে পরপারে নিয়ে যেতে পারে না। ১২৫

তত্ত্বহীনং[৩] গুরুং লব্ধ্বা কেবলং ভবতৎপরঃ।
ইহামুত্র ফলং কিঞ্চিৎ স নরো[৪] নাপ্নুয়াৎ প্রিয়ে ॥ ১২৬ ॥

প্রিয়ে, কেবলমাত্র সংসারতৎপর যে-ব্যক্তি তত্ত্বহীন গুরু লাভ করে সে ঐহিক পারত্রিক সামান্য ফলও লাভ করে না। ১২৬

শৈবে গুরুত্রয়ং প্রোক্তং বৈষ্ণবে গুরুপঞ্চকম্।
বেদশাস্ত্রেষু শতশো গুরুরেকঃ কুলাগমে[৫] ॥ ১২৭ ॥

শৈব শাস্ত্রের মতে তিন গুরু, বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে পাঁচ গুরু, বেদশাস্ত্রের মতে শত শত গুরু কিন্তু কুলাগমের মতে গুরু এক। ১২৭

প্রেরকঃ সূচকশ্চৈব বাচকো দর্শকস্তথা।
শিক্ষকো বোধকশ্চৈব ষড়েতে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২৮ ॥

---

১ ঐ, মোচয়েন্মূর্খং। ২ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, ন।
৩ তা বি গ,—খ, তত্ত্বহীনং। ৪ ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, নাপরো।
৫ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, কুলান্বয়ে ; ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, কুলপ্রিয়ঃ।

প্রেরক—যিনি দীক্ষাগ্রহণে প্রেরণা দেন। সূচক—যিনি শিষ্যের চিত্তের প্রবণতা ও আগ্রহানুযায়ী সাধনা সূচিত করেন। বাচক—যিনি সাধনার উপায় ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। দর্শক—যিনি সাধনাঙ্গ ক্রিয়াকর্মাদি দেখিয়ে দেন এবং সে-সবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেন। শিক্ষক—যিনি কি করে সাধনা করতে হয় তা শিখিয়ে দেন। বোধক—যিনি শিষ্যকে উদ্বুদ্ধ করেন, তার মানসিক ও আত্মিক দীপ প্রজ্বলিত করেন।

মোটে—এই ছয়। গুরুর এই ছয় প্রকার ভেদ। বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুসারে বিভিন্ন প্রকারভেদ স্বীকৃত। এখানে একটি সম্প্রদায়গত প্রকারভেদ বিবৃত হয়েছে।

গণেশ এণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত কুলার্ণবতন্ত্রের (১৯৬৫) ইংরেজি বিবরণের নবম অধ্যায়ে গুরুর দ্বাদশ প্রকারভেদের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—(১) ধাতুবাদিগুরু—ইনি শিষ্যকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্মাদি করিয়ে তার মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

(২) চন্দনগুরু—চন্দনগাছ কাছে থাকলে যেমন অন্যগাছও চন্দনের সৌরভে সুরভিত হয়ে যায় তেমনি এঁর সান্নিধ্যেই লোকের মুক্তি হয়।

(৩) বিচারগুরু—ইনি শিষ্যের বিচারশক্তিকে উন্মীলিত করে তাকে বুদ্ধি-বিচারের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর করে নিয়ে যান; অর্থাৎ জ্ঞানের পথে শিষ্যের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

(৪) অনুগ্রহগুরু—ইনি কেবলমাত্র অনুগ্রহের দ্বারা শিষ্যের উন্নতি বিধান করেন।

(৫) পরশগুরু—পরশ পাথরের স্পর্শমাত্র যেমন লৌহাদি ধাতুর রূপান্তর হয়ে যায় তেমনি এঁর স্পর্শমাত্র শিষ্যের আধ্যাত্মিক রূপান্তর হয়।

(৬) কচ্ছপগুরু—ইনি কেবলমাত্র ধ্যানের দ্বারা শিষ্যের মুক্তি বিধান করেন। কথিত আছে, কচ্ছপ কেবলমাত্র বাচ্চাদের চিন্তা করে তাদের পোষণ করে। ইনিও তেমনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক পোষণ করেন।

(৭) চন্দ্রগুরু—এঁর স্বভাবস্নিগ্ধ জ্যোতি শিষ্যের হৃদয় বিগলিত করে।

(৮) দর্পণগুরু—ইনি দর্পণের মতো শিষ্যের এবং বিশ্বের যথার্থ রূপ প্রতিবিম্বিত করেন।

(৯) ছায়ানিধিগুরু—কথিত আছে ছায়ানিধি পাখীর ছায়া যার উপর পড়ে সে রাজা হয়। তেমনি এই গুরুর ছায়া যার উপরে পড়ে সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

(১০) নাদনিধিগুরু—কথিত আছে যে-কোনো ধাতুর শব্দ নাদনিধি-পাথরের গায়ে লাগা মাত্র সেই ধাতু সোনা হয়ে যায়। তেমনি কোন সাধক যদি একান্তমনে নাদনিধিগুরুকে ডাকে তা হলে তার ডাক গুরুর কানে পৌঁছামাত্র গুরু তাকে জ্ঞানদান করেন।

(১১) ক্রৌঞ্চপক্ষিগুরু—কথিত আছে, ক্রৌঞ্চ শুধু স্মরণের দ্বারা তার শাবকদের খাওয়ায়। এই গুরুও তেমনি কেবলমাত্র স্মরণের দ্বারা শিষ্যের আত্মিক উন্নতি বিধান করেন।

(১২) সূর্যকান্তগুরু—সূর্যকান্তমণির উপর সূর্যকিরণ পড়লে যেমন তা থেকে আগুন জ্বলে উঠে তৃণাদি দগ্ধ করে তেমনি এই গুরুর দৃষ্টিপাতমাত্র শিষ্যের পাপরাশি দগ্ধ হয়ে যায়।

প্রেরক, সূচক, বাচক, দর্শক, শিক্ষক এবং বোধক—এই ছয় প্রকার গুরু। ১২৮

পঞ্চৈতে কার্যভূতাঃ স্যুঃ কারণং বোধকো ভবেৎ[১]।
পূর্ণাভিষেককর্তা যো গুরুস্তস্যৈব পাদুকা।
পূজনীয়া মহেশানি বহুত্বেঽপি ন সংশয়ঃ ॥ ১২৯ ॥

পূর্ণাভিষেককর্তা—যিনি পূর্ণাভিষেক করান। শাক্ত সাধকের অভিষেক অবশ্য কর্তব্য। "কৌলমার্গের সাধক সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অভিষেক ব্যতীত তিনি যদি কুলকর্ম করেন তা হলে তাঁর পূজাদি কর্ম অভিচার হয়ে যাবে।"

"তন্ত্রমতে অভিষেক দ্বিবিধ—শাক্তাভিষেক আর পূর্ণাভিষেক[২]। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক বিধি। দীক্ষার পরেই অভিষেক হয়। তবে পূর্বেও হতে পারে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে-অভিষেক হয় তাকে বলে শাক্তাভিষেক।"

"অভিষেক-অনুষ্ঠানের নানারকম বিধিব্যবস্থা আছে। গুরু মন্ত্রপূত জল শিষ্যের মস্তকে যথাশাস্ত্র সিঞ্চন করেন। এইটি অভিষেকের প্রধান বাহ্য অনুষ্ঠান।"

"কৃতশাক্তাভিষেক সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে তাঁর পূর্ণাভিষেক হয়। পূর্ণাভিষিক্ত হলেই সাধকের ক্রমদীক্ষা প্রভৃতি আত্মোৎকর্ষকারী সমস্ত কর্মে

---

১ ছা বি গ.—খ, বাধকাঃ কারণং ভবেৎ।

২ অভিষেকস্তু দ্বিবিধঃ শাক্তশ্চ পূর্ণ এবচ।—বামকেশ্বরতন্ত্রবচন, প্রাণতোষিণী, ২য় কাণ্ড, বসুমতী সং, পৃঃ ১৩২।

অধিকার হয়। তবে সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ না করলে শাস্ত্রোক্ত পূর্ণা-ভিষিক্ত হওয়া যায় না।"

"তন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের সুখদুঃখে লাভক্ষতিতে জয়পরাজয়ে সমান মনোভাব। শীতোষ্ণের সমতা করে তিনি সর্বদা তদ্গতমনা হয়ে থাকেন এবং দেবতায় মনোলয় করে দেব-স্বরূপ হয়ে যান।

"পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের হাতে সর্বমন্ত্রের অধিকার রয়েছে। তাঁকে সর্ববিদ্যা-স্বরূপ বলা হয়।"

"পূর্ণাভিষিক্ত সাধক পূর্ণরূপ হবেন। পূর্ণরূপ বলতে বুঝায় স্বয়ংশিব। পূর্ণাভিষিক্ত সাধক শিবস্বরূপ সন্দেহ নাই।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭২২—৭২৫।

এঁদের মধ্যে বোধক কারণস্বরূপ আর অন্য পাঁচজন কার্যস্বরূপ। ওগো মহেশানী, গুরু অনেক থাকতে পারেন। তবে যে-গুরু পূর্ণাভিষেক করান নিঃসংশয় তাঁর পাদুকারই পূজা করতে হবে। ১২৯

> শ্রীগুরুং লক্ষণোপেতং[১] সংশয়চ্ছেদকারকম্।
> লব্ধ্বা জ্ঞানপ্রদং দেবি ন গুর্বন্তরমাশ্রয়েৎ ॥ ১৩০ ॥

শ্রীগুরুং লক্ষণোপেতং—গুরুর লক্ষণযুক্ত গুরুকে। আলোচ্য উল্লাসে গুরুর লক্ষণ বিবৃত হয়েছে। অন্যান্য তন্ত্রেও হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় রুদ্রযামলের মতে গুরু হবেন শান্ত দান্ত কুলীন অর্থাৎ কৌল বিনীত শুদ্ধবেশধারী শুদ্ধাচারসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত শুচি দক্ষ সুবুদ্ধি আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ ধ্যাননিষ্ঠ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ মন্ত্রার্থজ্ঞাপক রোগহীন নিরহঙ্কার নির্বিকার মহাপণ্ডিত বাক্‌পতি শ্রীসম্পন্ন সর্বদা যজ্ঞবিধানকারী পুরশ্চরণকারী সিদ্ধ হিতাহিতবিবর্জিত সর্বসুলক্ষণযুক্ত মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারা আদৃত প্রাণায়াম-সিদ্ধ জ্ঞানী মৌনী বৈরাগ্যযুক্ত তপস্বী সত্যবাদী সর্বদা ধ্যানপরায়ণ আগমার্থ-বিশেষজ্ঞ নিজধর্মপরায়ণ অব্যক্তলিঙ্গচিহ্নস্থ ভাবুক কল্যাণকরদানপরায়ণ লক্ষ্মীবান্ ধৃতিমান্ এবং নাথ।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭২৯।

দেবী, গুরুর লক্ষণসম্পন্ন, সংশয়ছেদনকারী, জ্ঞানদাতা গুরু লাভ করলে আর অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। ১৩০

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, শ্রীগুরুর্লক্ষণোপেতং।

অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সদা সংশয়কারকম্[১]।
গুর্বন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে ॥ ১৩১ ॥

অনভিজ্ঞ, সর্বদা সংশয়কারক গুরু লাভ হলে শিষ্য অন্য গুরুর কাছে যেতে পারে। এতে তার কোনো দোষ হবে না। ১৩১

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যঃ গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ ॥ ১৩২ ॥

মধুলোভী ভ্রমর যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে যায় জ্ঞানলোভী শিষ্যও তেমনি এক গুরুর কাছ থেকে অন্য গুরুর কাছে যেতে পারে। ১৩২

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিল্লক্ষণং গুরুশিষ্যয়োঃ।
সমাসেন কুলেশানি কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩৩ ॥

ওগো কুলেশানি, এই তোমাকে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বললাম। আবার কি শুনতে চাও। ১৩৩

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যলক্ষণং নাম ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যলক্ষণ নামক ত্রয়োদশ উল্লাস সমাপ্ত। ১৩

১ তা বি গ,—গু এবং র গ, সংশয়চ্ছেদকারকং।

চতুর্দশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পরীক্ষাং গুরুশিষ্যয়োঃ।
উপদেশক্রমং দীক্ষাভেদাংশ্চ বদ মে প্রভো ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, গুরুশিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা বিষয়ে শুনতে চাই। প্রভু, গুরুর উপদেশক্রম এবং বিভিন্ন প্রকারের দীক্ষার বিষয় আমাকে বল। ১

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ চিত্তশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র চিত্ত-শুদ্ধি হয়। ২

বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাত্তদুক্তং[১] শিবশাসনে।
সা চ ন স্যাদ্বিনাচার্যমিত্যাচার্যপরম্পরা[২] ॥ ৩ ॥

দীক্ষা ছাড়া মুক্তি নেই—এটি শিবাজ্ঞা। আর আচার্য ব্যতীত দীক্ষা হয় না। এইজন্য, এক্ষেত্রে আচার্যপরম্পরা নির্দিষ্ট। ৩

তস্মাৎ সিদ্ধান্তং সম্প্রাপ্য সম্প্রদায়াদিহেতুভিঃ[৩]।
অন্তরেণোপদেষ্টারং মন্ত্রাঃ স্যুর্নিষ্ফলা যতঃ[৪] ॥ ৪ ॥

সেইজন্য আচার্যপরম্পরায় সম্প্রদায়াদি প্রমাণসহ সিদ্ধান্ত অবগত হতে হবে। কেননা, উপদেষ্টা ছাড়া মন্ত্রসমূহ (এবং সিদ্ধান্তাদি) নিষ্ফল হয়। ৪

দেবাস্তমেব শংসন্তি পারম্পর্যপ্রবর্ত্তকং[৫]।
গুরুং মন্ত্রাগমাভিজ্ঞং[৬] সময়াচারপালকম্ ॥ ৫ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাদ্বিপ্রাণাং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, বিনা দীক্ষাং ফলং ন স্যাদ্ যমিনাং। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পুরঃসরং।

৩ তা বি গ,—খ, জ্ঞেয়ঃ সিদ্ধান্তশাস্ত্রার্থসম্প্রদায়াদিহেতুকঃ ; ঐ—গ, ঘ, সিদ্ধান্তমাপ্রাপ্য ; ঐ,—ঙ এবং র গ, জ্ঞেয়া সিদ্ধান্তশাস্ত্রার্থসম্প্রদায়াদিহেতুভিঃ।

৪ তা বি গ,—খ, অন্তরেণোপদেষ্টা যে মন্ত্রা যে নিষ্ফলা যতঃ।

৫ ঐ, পারম্পর্যপ্রবর্ত্তকে ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পারম্পর্যপুরঃসরং।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্ত্রাগমাবিদং।

অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সদা সংশয়কারকম্[১]।
গুর্বন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে ॥ ১৩১ ॥

অনভিজ্ঞ, সর্বদা সংশয়কারক গুরু লাভ হলে শিষ্য অন্য গুরুর কাছে যেতে পারে। এতে তার কোনো দোষ হবে না। ১৩১

মধুলুব্‌ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্‌ধস্তথা শিষ্যঃ গুরোগুর্বন্তরং ব্রজেৎ ॥ ১৩২ ॥

মধুলোভী ভ্রমর যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে যায় জ্ঞানলোভী শিষ্যও তেমনি এক গুরুর কাছ থেকে অন্য গুরুর কাছে যেতে পারে। ১৩২

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিল্লক্ষণং গুরুশিষ্যয়োঃ।
সমাসেন কুলেশানি কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩৩ ॥

ওগো কুলেশানি, এই তোমাকে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বললাম। আবার কি শুনতে চাও। ১৩৩

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যলক্ষণং নাম ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকসমন্বিত সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যলক্ষণ নামক ত্রয়োদশ উল্লাস সমাপ্ত। ১৩

১ ভা বি গ,—গু এবং র গ, সংশয়চ্ছেদকারকং।

চতুর্দশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পরীক্ষাং গুরুশিষ্যয়োঃ।
উপদেশক্রমং দীক্ষাভেদাংশ্চ বদ মে প্রভো ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, গুরুশিষ্যের পরস্পর পরীক্ষার বিষয়ে শুনতে চাই। প্রভু, গুরুর উপদেশক্রম এবং বিভিন্ন প্রকারের দীক্ষার কথাও আমাকে বল। ১

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ চিত্তশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র চিত্ত-শুদ্ধি হয়। ২

বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাত্তদুক্তং[১] শিবশাসনে।
সা চ ন স্যাদ্বিনাচার্যমিত্যাচার্যপরম্পরা[২] ॥ ৩ ॥

দীক্ষা ছাড়া মুক্তি নেই—এটি শিবাজ্ঞা। আর আচার্য ব্যতীত দীক্ষা হয় না। এইজন্য, এক্ষেত্রে আচার্যপরম্পরা নির্দিষ্ট। ৩

তস্মাৎ সিদ্ধান্তং সম্প্রাপ্য সম্প্রদায়াদিহেতুভিঃ[৩]।
অন্তরেণোপদেষ্টারং মন্ত্রাঃ স্যুর্নিষ্ফলা যতঃ[৪] ॥ ৪ ॥

সেইজন্য আচার্যপরম্পরায় সম্প্রদায়াদি প্রমাণসহ সিদ্ধান্ত অবগত হতে হবে। কেননা, উপদেষ্টা ছাড়া মন্ত্রসমূহ (এবং সিদ্ধান্তাদি) নিষ্ফল হয়। ৪

দেবাস্তমেব শংসন্তি পারম্পর্যপ্রবর্ত্তকং[৫]।
গুরুং মন্ত্রাগমাভিজ্ঞং[৬] সময়াচারপালকম্ ॥ ৫ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাদ্বিপ্রাণাং; ঐ,—ঙ এবং র গ, বিনা দীক্ষাং ফলং ন স্যাদ্ যমিনাং। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পুরঃসরং।

৩ তা বি গ,—খ, জ্ঞেয়ঃ সিদ্ধান্তশাস্ত্রার্থসম্প্রদায়াদিহেতুকঃ; ঐ—গ, ঘ, সিদ্ধান্তমাশ্রাব্য; ঐ,—ঙ এবং র গ, জ্ঞেয়া সিদ্ধার্থশাস্ত্রার্থসম্প্রদায়াদিহেতুভিঃ।

৪ তা বি গ,—খ, অন্তরেণোপদেষ্টা যে মন্ত্রা যে নিষ্ফলা যতঃ।

৫ ঐ, পারম্পর্যপ্রবর্ত্তকে; ঐ,—ঙ এবং র গ, পারম্পর্যপুরঃসরং।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্ত্রাগমাবিজ্ঞং।

যে-গুরু পরম্পরাপ্রবর্তক, মন্ত্র ও আগমে অভিজ্ঞ এবং •সময়াচারপালক দেবতারা তাঁর প্রশংসা করেন। ৫

গুরুঃ[১] শিষ্যাধিকারার্থং বিরক্তোঽপি শিবাজ্ঞয়া।
কিঞ্চিৎকালং বিধায়েত্থং স্বশিষ্যায় সমর্পয়েৎ ॥ ৬ ॥

গুরু নিরাসক্ত হলেও শিষ্যকে অধিকার দেবার জন্য শিবাজ্ঞায় কিছুকাল ধরে তাকে পরীক্ষা করে তারপর পরম বস্তু প্রদান করবেন। ৬

তস্যার্পিতাধিকারস্য[২] যোগঃ সাক্ষাৎ পরে শিবে।
দেহান্তে[৩] শাশ্বতী মুক্তিরিতি শঙ্করভাষিতম্ ॥ ৭ ॥

এই অর্পিতাধিকার ব্যক্তির সাক্ষাৎ পরশিবের সঙ্গে যোগ সাধিত হয়। আর দেহান্তে সে শাশ্বতী মুক্তি লাভ করে—এটি শঙ্করের উক্তি। ৭

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সাক্ষাৎপরশিবোদিতম্।
সম্প্রদায়মবিচ্ছিন্নং[৪] সদা কুর্যাৎ গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে, সেইজন্য গুরু সর্বদা সর্বপ্রকারে যত্ন করে সাক্ষাৎ পরশিবোদ্ভূত সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন রাখবেন। ৮

শক্তিসিদ্ধিসুসিদ্ধ্যর্থং[৫] পরীক্ষ্য বিধিবদ্ গুরুঃ।
পশ্চাদুপদিশেন্মন্ত্রমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

যাতে শক্তিসিদ্ধি উত্তমরূপে লাভ হয় সেইজন্য গুরু শিষ্যকে যথাবিধি পরীক্ষা করে তারপর মন্ত্র দেবেন। অন্যথা তা নিষ্ফল হবে। ৯

অন্যায়েন তু যো দদ্যাদ্ গৃহ্ণাত্যন্যায়তশ্চ যঃ।
দদতো গৃহ্ণতো দেবি কুলশাপো ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

দেবী, যে অন্যায়ভাবে অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে মন্ত্র দেয় আর ঐভাবে যে গ্রহণ করে সেই দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে শক্তির অভিশাপ লাগে। ১০

গুরুশিষ্যাবুভৌ মোহাদপরীক্ষ্য পরস্পরম্।
উপদেশং দদদ্ গৃহ্ণন্ প্রাপ্নুয়াতাং পিশাচতাম্ ॥ ১১ ॥

মোহবশতঃ গুরু ও শিষ্য পরস্পরকে পরীক্ষা না করে যথাক্রমে উপদেশ দান এবং গ্রহণ করলে উভয়ে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়। ১১

---

১ তা বি গ,—খ, ঙ এবং ব গ, গুরু।
২ তা বি গ,—গ, ঘ, তস্যাপানধিকারস্য ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, তস্যাপি নাধিকারস্য।
৩ তা বি গ,—খ, তদন্তে।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, সম্প্রদায়পরিচ্ছিন্নং।
৫ ঐ, শক্তিসিদ্ধিমসিদ্ধ্যর্থং ; তা বি গ,—খ, ভক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধ্যর্থং।

অশাস্ত্রীয়োপদেশঞ্চ যো গৃহ্লাতি দদাতি হি।
ভুঙ্ক্তাতে তাবুভৌ ঘোরান্নরকানেকবিংশতিম্[১] ॥ ১২ ॥

অশাস্ত্রীয় উপদেশ যে দেয় এবং যে গ্রহণ করে তারা উভয়ে একবিংশতি ঘোর নরক ভোগ করে। ১২

অসংস্কৃতোপদেশঞ্চ যঃ করোতি স পাতকী।
বিনশ্যতি চ তন্মন্ত্রং সৈকতে শালিবীজবৎ[২] ॥ ১৩ ॥

সংস্কারহীন যে ব্যক্তি উপদেশ দেয় সে পাতকী। সৈকতে উপ্ত শালিধানের বীজ যেমন নষ্ট হয়ে যায় তেমনি তার দেওয়া মন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। ১৩

অনর্হে মন্ত্রবিজ্ঞানং ন তিষ্ঠতি কদাচন।
তস্মাৎ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

অযোগ্য ব্যক্তিতে মন্ত্রজ্ঞান কখনো টিকে না। সেইজন্য, পরীক্ষা করে মন্ত্র দিতে হয়; অন্যথা তা নিষ্ফল হয়। ১৪

কৃত্বা সময়দীক্ষাঞ্চ দত্ত্বা সময়পাদুকাম্।
সন্নিধায়াত্মনঃ[৩] শিষ্যং বদেন্মন্ত্রং ন চান্যথা ॥ ১৫ ॥

যথাচার দীক্ষা দিয়ে, যথাচার পাদুকামন্ত্র প্রদান করে গুরু শিষ্যকে নিজের কাছে বসিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, অন্য প্রকারে নয়। ১৫

সচ্ছিষ্যায়াতিভক্তায় যজ্‌জ্ঞানমুপদিশ্যতে।
তজ্‌জ্ঞানং তত্ত্ব[৪]শাস্ত্রার্থং ত্বভিদধ্যাদখণ্ডিতম্ ॥ ১৬ ॥

অতিশয় ভক্ত সৎশিষ্যকে যে-জ্ঞান উপদেশ করা হবে তা হবে শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্র থেকে আহৃত জ্ঞান এবং অখণ্ডিতরূপে তা দিতে হবে। ১৬

অসচ্ছিষ্যেষ্বভক্তেষু যজ্‌জ্ঞানমুপদিশ্যতে।
তৎ প্রযাত্যপবিত্রত্বং গোক্ষীরং শ্বদৃতাদিব ॥ ১৭ ॥

গোদুগ্ধ যেমন সারমেয়দৃতের সঙ্গে মিশ্রিত হলে অপবিত্র হয়ে যায় তেমনি অভক্ত অসৎ শিষ্যকে যে-জ্ঞান উপদেশ করা হয় তা অপবিত্র হয়ে যায়। ১৭

ধনেচ্ছাভয়লোভাদ্যৈরযোগ্যং যদি দীক্ষয়েৎ।
দেবতাশাপমাপ্নোতি কৃতঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

ধনাকাঙ্ক্ষায় ভয়ে বা লোভাদির জন্য অযোগ্য ব্যক্তিকে যদি দীক্ষা দেওয়া হয় তা হলে দীক্ষাদাতাকে দেবতার অভিশাপ লাগে এবং তার কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। ১৮

---

১ র গ. ভুঙ্ক্তে তাবুভৌ ঘোরে নরকানেকবিংশতীঃ।

২ তা বি গ.– ভ এবং র গ. পরীক্ষা বক্তাতে তন্ত্রং সৈকতে শালিবীজবৎ।

৩ ঐ, সন্নিধায়াত্মনঃ।

৪ ঐ, বহু।

জ্ঞানেন ক্রিয়য়া বাপি গুরুঃ শিষ্যং পরীক্ষয়েৎ।
সংবৎসরং তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা প্রযত্নতঃ ॥ ১৯ ॥

গুরু যত্ন সহকারে এক বৎসর, ছ মাস বা তিন মাস ধরে শিষ্যকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও কর্মের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করবেন। ১৯

উত্তমাংশ্চাধমে কুর্যান্নীচানুত্তমকর্মণি।
প্রাণদ্রব্যপ্রণামাদ্যৈরাদেশৈশ্চ সমাসমৈঃ[1] ॥ ২০ ॥

পরীক্ষার জন্য উত্তমকে অধম কর্মে এবং নীচকে উত্তম কর্মে নিযুক্ত করতে হবে। প্রাণধারণের ব্যাপারে, দ্রব্যসামগ্রী অর্থাৎ অর্থাদির ব্যাপারে কখনো পক্ষপাতশূন্য আদেশ, কখনো বা পক্ষপাতযুক্ত আদেশ দিতে হবে। ২০

তৎকর্ম[2]সূচকৈর্বাক্যৈর্মায়াভিঃ ক্রূরচেষ্টিতৈঃ।
পক্ষপাতৈরুদাসী[3]নৈরনেকৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ২১ ॥
আকৃষ্টস্তাড়িতো বাপি যো বিষাদং ন যাতি চ।
গুরুঃ কৃপাং করোতীতি মুদা সঞ্চিন্তয়েৎ সদা ॥ ২২ ॥
শ্রীগুরোঃ স্মরণে[4] চাপি কীর্তনে দর্শনেঽপি চ।
বন্দনে পরিচর্যায়ামাহ্বানে প্রেষণে প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥
আনন্দকম্পরোমাঞ্চস্বর[5]নেত্রাদিবিক্রিয়াঃ[6]।
যেষাং স্যুস্তেঽত্র যোগ্যাশ্চ[7] দীক্ষাসংস্কারকর্মণি ॥ ২৪ ॥

গুরুর ছলনাময় ক্রূরকর্ম, তৎসূচক অর্থাৎ ক্রূরকর্মসূচক কথাবার্তা, পুনঃপুনঃ অনেক পক্ষপাতিত্ব ও উদাসীনতা, কাছে টেনে আনা কিংবা তাড়না করা, কিছুতেই যে বিষাদগ্রস্ত হয় না, বরং এ সবের দ্বারা গুরু কৃপা করছেন সর্বদা আনন্দে এরূপ চিন্তা করে, এরূপ শিষ্য, প্রিয়ে, আর গুরুর স্মরণে মাহাত্ম্য-কীর্তনে দর্শনে বন্দনায় পরিচর্যায় তাঁকে আহ্বান করায় এবং বিদায় দেওয়াতে যাদের আনন্দ কম্প রোমাঞ্চ হয়, কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টি বিহ্বল হয়, তারাই দীক্ষা-সংস্কারকর্মের যোগ্য। ২১-২৪

---

১ ভা বি গ.—খ.-ধৃত পাঠ ; ভা বি গ. যদ্বৎ সমৈঃ ; ঐ.—ঙ এবং ব গ. প্রাপ্যদ্রব্যৈঃ প্রদানাদ্যৈর্বাদেশৈশ্চ সমাসমৈঃ।

২ ভা বি গ.—খ. তন্মূর্খ।

৩ ঐ.—ঙ. পক্ষপাতৈরূপ দানৈর্বালৈস্ত ; ব গ. পক্ষপাতৈরূপাদানৈর্বালৈস।

৪ ব গ. শ্রী-কম্পনে।

৫ ভা বি গ.—খ. যদ্বৎ।

৬ ঐ.—খ. আনন্দকম্পরোমাঞ্চং স্বনেত্রাদিষু বিক্রিয়াঃ।

৭ ঐ. যেষাং সন্ত্যত্র যোগ্যাঃ স্যুঃ।

শিষ্যোঽপি লক্ষণৈরেতৈঃ কুর্যাদ্ গুরুপরীক্ষণম্
আনন্দাদ্যৈর্জপস্তোত্রধ্যানহোমার্চনাদিষু[১] ॥ ২৫ ॥

আনন্দাদ্যৈঃ—আনন্দাদি দ্বারা। আনন্দাদি অর্থ পূর্বশ্লোকোক্ত আনন্দ কম্প রোমাঞ্চ কণ্ঠস্বরের বিহ্বলতা ও দৃষ্টিবিহ্বলতা।

শিষ্য ও আনন্দাদি লক্ষণের দ্বারা জপ, স্তোত্র, ধ্যান, হোম, অর্চনাদি ব্যাপারে গুরুকে পরীক্ষা করবে। ২৫

জ্ঞানোপদেশসামর্থ্যং মন্ত্রসিদ্ধিমপীশ্বরি।
বেধকত্বং[২] পরিজ্ঞায় শিষ্যো ভূয়ান্ন চান্যথা ॥ ২৬ ॥

ঈশ্বরী, গুরুর জ্ঞানোপদেশের সামর্থ্য, মন্ত্রসিদ্ধি ও বেধকত্ব জেনে তবে শিষ্য হতে হবে, অন্যথা নয়। ২৬

আদিমধ্যাবসানেষু যোগ্যাঃ শক্তিনিপাতিতাঃ[৩]।
অধমা মধ্যমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শিষ্যা দেবি প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৭ ॥

শক্তিনিপাতিতাঃ—যাদের উপর শক্তিপাত হয়েছে অর্থাৎ যাদের মধ্যে গুরু শক্তিসঞ্চার করে দিয়েছেন।

দেবী, শক্তিপাত অনুসারে কেউ কেউ আদিযোগ্য, কেউ কেউ মধ্যযোগ্য এবং কেউ কেউ হয় অন্তযোগ্য। এই সব শিষ্যদের যথাক্রমে অধম, মধ্যম এবং উত্তম বলা হয়। ২৭

আদৌ ভক্তির্ভবেদ্দেবি দীক্ষার্থং সমুদন্তি যে।
পুনর্বিলুপ্তহৃষ্টাস্তে[৪] আদিযোগ্যা ইতীরিতাঃ ॥ ২৮ ॥

দীক্ষার জন্য উপস্থিত হলে যাদের প্রথমে ভক্তি জন্মে কিন্তু আবার যাদের প্রীতি লোপ পায় তাদের বলা হয় আদিযোগ্য। ২৮

দীক্ষাসময়সম্প্রাপ্তা জ্ঞানবিজ্ঞানবর্জিতাঃ[৫]।
ভক্ত্যা প্রধ্বস্তবীর্যা যে[৬] মধ্যযোগ্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥

দীক্ষার সময় হলে যারা এসে উপস্থিত হয়, যারা জ্ঞানবিজ্ঞানবর্জিত এবং ভক্তি দ্বারা যাদের বীরত্ব বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের বলা হয় মধ্যযোগ্য। ২৯

---

১ তা বি গ.—খ. অর্পন্ স্তোত্রং ধ্যানদেবার্চনাদিষু। ঐ.—ঙ এবং ব্র গ. হোমার্চনাদিভিঃ। ২ তা বি গ.—ঙ এবং ব্র গ. বোধকত্বং।
৩ তা বি গ.—ঙ. যোগ্যা শক্তিনিপাতিতা। ব্র গ. যোগ্যাশক্তি নিপাতিতঃ।
৪ তা বি গ.—খ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. পুনর্বিপুলহৃষ্টাস্তে। ঐ.—ঙ. এবং ব্র গ. পুনর্বিহ্বলহৃষ্টাস্তে।
৫ তা বি গ.—ঙ এবং ব্র গ. জ্ঞানাজ্ঞানবিবর্জিতাঃ।
৬ তা বি গ.—খ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. প্রক্ষান্তপর্যায়া; ঐ.—ঙ এবং ব্র গ. প্রক্ষান্তবুদ্ধয়ো।

আদৌ ভক্তিবিহীনা যে মধ্যভক্তাস্তু যে নরাঃ।
অন্তপ্রবৃদ্ধভক্তাশ্চ অন্তযোগ্যা[1] ভবন্তি তে।
উত্তমজ্ঞানসংজ্ঞাশ্চেত্যুপদেশ[2]স্ত্রিধা প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥

উত্তমজ্ঞানসংজ্ঞাঃ—উত্তম, জ্ঞান এবং সংজ্ঞা। উত্তম অর্থ শ্রেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ অর্থ ধর্ম। কেননা, ধর্মের বাড়া আর কিছু নাই।

সংজ্ঞা—পণাদি সঙ্কেতসূচক শব্দ। পণ—ক্রয়বিক্রয়াদি। ক্রয়বিক্রয়াদি কর্মবিশেষ। অতএব, সংজ্ঞা অর্থ দাঁড়াল কর্ম। কাজেই, উত্তম, জ্ঞান এবং সংজ্ঞা অর্থ ধর্ম, জ্ঞান এবং কর্ম।

আদিতে যে-সব লোক ভক্তিহীন, মধ্যে ভক্তিযুক্ত এবং অন্তে যাদের ভক্তি প্রবল, তারা অন্তযোগ্য। প্রিয়ে, উত্তম-জ্ঞান-ও সংজ্ঞা-ভেদে উপদেশ ত্রিবিধ।৩০

যথা পিপীলিকা মন্দমন্দং বৃক্ষাগ্রগং ফলম্।
চিরেণাপ্নোতি কর্মোপদেশ[3]শ্চাপি তথা স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥

পিপীলিকা যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে অনেক সময় লাগিয়ে গাছের আগার ফলে গিয়ে লাগতে পারে কর্মোপদেশও তেমনি। ৩১

যথা কপিশ্চ শাখায়াঃ[4] শাখান্তুল্লঙ্ঘ্য যত্নতঃ।
ফলং প্রাপ্নোতি ধর্মস্য[5] চোপদেশস্তথা প্রিয়ে ॥ ৩২ ॥

প্রিয়ে, বানর যেমন গাছের শাখা থেকে শাখান্তরে লাফ দিয়ে চেষ্টা করে ফল পাড়ে ধর্মোপদেশও তেমনি। ৩২

যথা বিহগমঃ শীঘ্রং ফল এব নিষীদতি।
তথা জ্ঞানোপদেশশ্চ কথিতঃ কুলনায়িকে ॥ ৩৩ ॥

ওগো কুলনায়িকা, পাখী যেমন ক্ষিপ্র ফলের উপর গিয়ে বসে, বলা হয় জ্ঞানোপদেশও তেমনি। ৩৩

স্পর্শাখ্যা দেবি দৃক্‌সংজ্ঞা মানসাখ্যা মহেশ্বরি।
ক্রিয়ায়াসাদিরহিতা দেবি[6] দীক্ষা ত্রিধা স্মৃতা ॥ ৩৪ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, অন্তে প্রভূতভক্তিশ্চ অন্তযোগ্যা; ঐ,—ঙ এবং র গ, অন্তে ভক্তাঃ প্রবুদ্ধাঃ স্যুর্হ্যন্তযোগ্যা।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, উত্তমাজ্ঞানসংজ্ঞাশ্চেত্যুপদেশ:

৩ ঐ,—ঙ, ধর্মোপদেশ; র গ, ধর্মোপদেশস্তাপি।

৪ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, শাখায়াং; র গ, শাখায়াং।

৫ তা বি গ,—খ, ভক্তস্য।

৬ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দেবৌ।

স্পর্শাখ্যা দীক্ষা—স্পর্শদীক্ষা বা স্পর্শনী। "গুরু স্বীয় হস্তে পরমশিবরূপী স্বগুরুর ধ্যান করবেন, মূলমন্ত্র ষড়ঙ্গন্যাস-মন্ত্র, মাতৃকান্যাস-মন্ত্র জপ করবেন এবং কৃপা করে শিষ্যের মস্তক দক্ষিণ হস্তের দ্বারা স্পর্শ করবেন। তার পরে শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ দেবেন। এরই নাম স্পর্শদীক্ষা। এটি অতিশয় সিদ্ধিপ্রদা।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৯৭।

দৃক্‌সংজ্ঞা দীক্ষা—দৃক্‌দীক্ষা বা চাক্ষুষী। "গুরু নিমীলিত নয়নে পরমাত্মায় দেবতার ধ্যান করবেন এবং দেবতার দর্শনানন্দপূর্ণনয়নে শিষ্যকে বীক্ষণ করবেন এবং পরে প্রসন্নচিত্তে তাকে সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রোপদেশ দেবেন। এরই নাম ফলদায়িনী দৃক্‌দীক্ষা।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৯৬-৯৭।

মানসাখ্যা দীক্ষা—মানস দীক্ষা বা মনোদীক্ষা বা বেধময়ী দীক্ষা। "গুরু শিষ্যদেহে মূলাধারে চতুর্দল পদ্মের মধ্যস্থ ত্রিকোণে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান করবেন এবং ধ্যানে তাঁকে ষট্‌চক্রভেদ করিয়ে সহস্রারে পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করবেন। এরূপ করলে গুরুর আজ্ঞায় শিষ্যের সহজ, আগন্তুক, এবং সাংসর্গিক এই ত্রিবিধ পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। শিষ্যের তখন দিব্যবোধ জন্মে এবং তিনি শিব হয়ে যান। এই দীক্ষাকে সবচেয়ে কার্যকরী এবং আশুফলপ্রদা মনে করা হয়।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৯৫।

দেবী, ওগো মহেশ্বরী, স্পর্শ, দৃক্‌ এবং মানস এই ত্রিবিধ দীক্ষা। এই তিন দীক্ষায় কোনো ক্রিয়া এবং আয়াসের প্রয়োজন হয় না। ৩৪

যথা পক্ষী স্বপক্ষাভ্যাং শিশূন্ সংবর্দ্ধয়েচ্ছনৈঃ[১]।
স্পর্শদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়ে, পক্ষী যেমন নিজের পক্ষপুটে শাবককে ধীরে ধীরে বড় করে, স্পর্শ-দীক্ষা এবং উপদেশও সেইরূপ করে। ৩৫

স্বাপত্যানি যথা মৎস্যো বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ।
দৃগ্‌ভ্যাং দীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ পরমেশ্বরি ॥ ৩৬ ॥

ওগো পরমেশ্বরী, মাছ যেমন নিজের পোনাকে দৃষ্টি দিয়েই বড় করে, দৃষ্টি দ্বারা দীক্ষা এবং উপদেশও সেইরূপ করে। ৩৬

যথা কূর্মঃ স্বতনয়ান্ ধ্যানমাত্রেণ পোষয়েৎ।
বেধদীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাৎ তথাবিধঃ[২] ॥ ৩৭ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ. সম্বর্দ্ধয়েচ্ছনৈঃ ; ঝ গ, সম্বৰ্দ্ধয়েৎ শনৈঃ।
২ তা বি গ,—ঙ. মানুষস্তু ; ঝ গ, মানুষস্তু তথা বিধিঃ।

কূর্ম যেমন নিজের ছানাদের ধ্যানমাত্রের দ্বারাই বড় করে, বেধদীক্ষা এবং উপদেশও তেমনি মানস ব্যাপার। ৩৭

শক্তিপাতানুসারেণ[১] শিষ্যোঽনুগ্রহমর্হতি।
যত্র শক্তির্ন পততি তত্র সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥

শক্তিপাতানুসারে শিষ্য অনুগ্রহ লাভ করে। যেক্ষেত্রে শক্তিপাত হয় না সেক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ হয় না। ৩৮

ক্রিয়াবর্ণকলাস্পর্শবাগ্‌দৃঙ্‌মানসসংজ্ঞয়া[২]।
দীক্ষা মোক্ষপ্রদা দেবি সপ্তধা পরিকীর্ত্তিতা[৩] ॥ ৩৯ ॥

ক্রিয়াদীক্ষা—ক্রিয়াবতী দীক্ষা। "ক্রিয়াবতী দীক্ষা অনুষ্ঠানবহুল। গুরু কর্তৃক শিষ্যদেহে অবস্থিত ষড়ধ্বার শোধন, শিষ্যে আত্মচৈতন্য নিয়োজন, শিষ্যের অভিষেক ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই দীক্ষার অঙ্গ। সাধারণতঃ গুরু শিষ্যকে এই ক্রিয়াবতী দীক্ষাই দিয়ে থাকেন"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং পৃঃ, ৬৯৪।

বর্ণদীক্ষা—বর্ণময়ী দীক্ষা। বর্ণময়ী দীক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে এই দীক্ষায় গুরু শিষ্যদেহে শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্থানে বর্ণসমূহ ন্যাস করেন এবং প্রতিলোমক্রমে সেই-সব বর্ণকে ও সেই সঙ্গে শিষ্যচৈতন্যকে পরাত্মায় লীন করেন ; আবার পরমাত্মা থেকে বর্ণসমূহকে ও শিষ্যচৈতন্যকে উত্থিত করে শিষ্যদেহে অনুলোম-ক্রমে বা সৃষ্টিক্রমে ন্যস্ত করেন। এইভাবে শিষ্য পরমানন্দময় দেবভাব প্রাপ্ত হন"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৯৪।

কলাদীক্ষা—কলাবতী দীক্ষা। "কলাবতী দীক্ষারও বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। এই দীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরু শিষ্যদেহের পদতল থেকে আরম্ভ করে মস্তক-শীর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা শান্তি এবং শান্ত্যতীতা এই পঞ্চ-কলার অবস্থান শাস্ত্রনির্দিষ্টরূপে ধ্যান করেন এবং সংহারক্রমে শিবাবধি তাদের সংযোজন করে শিষ্যকে দীক্ষা দেন"—ঐ, পৃঃ ৬৯৪।

বাগ্‌দীক্ষা—বাচিকী দীক্ষা। "গুরু যত্নসহকারে নিজবক্ত্রকে স্বগুরুবক্ত্র ভাববেন এবং মুদ্রান্যাসাদি সহ দিব্যমন্ত্র স্বগুরুমুখেই শিষ্যকে প্রদান করবেন। এরই নাম বাচিকী দীক্ষা"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৯৭-৯৮।

---

১ তা বি গ,—খ, শক্তিমানানুসারেণ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, শক্তিমাত্রানুসারেণ।

২ তা বি গ,—গ, ঘ, ধ্যানসমাহ্বয়া ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, ক্রিয়াজ্ঞানকলা-স্পর্শজ্ঞান-ধ্যানসমাকুলাঃ।

৩ ব গ, পরিকীর্ত্তিতাঃ।

দেবী মোক্ষপ্রদা দীক্ষা সপ্তবিধা। যথা—ক্রিয়াদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা, কলাদীক্ষা, স্পর্শদীক্ষা, বাগ্‌দীক্ষা, দৃগ্‌দীক্ষা আর মানসদীক্ষা। ৩৯

সময়াখ্যা বিশেষা চ সাধিকা পুত্রিকাহ্বয়া।
বেধকা পূর্ণসংজ্ঞা চাচার্যা নির্বাণসংজ্ঞিকা[১] ॥ ৪০ ॥

সময়াখ্যা—সময়া নামক দীক্ষা। এতে শিষ্য গুরুর পূজাদি কর্মে যোগাড়-যন্ত্র করে দিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

সাধিকা—এ দ্বারা শিষ্য গূঢ় আন্তর সাধনার অধিকারী হন।

পুত্রিকা—এ দ্বারা শিষ্যকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্মাদিতে প্রবৃত্ত করা হয়।

বেধকা—বেধদীক্ষা। পূর্ণ-আচার্যা—যা দ্বারা আচার্যের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। নির্বাণ-সংজ্ঞিকা—নির্বাণ নামক দীক্ষা। এর ফলে যথোচিত সাধনা দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়।—দ্রঃ এম. পি. পণ্ডিত কৃত কুলার্ণব-তন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ, ১০ম অধ্যায়; গণেশ এণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত কুলার্ণবতন্ত্র, ১৯৬৫।

সময়া নামক বিশেষ দীক্ষা, সাধিকা, পুত্রিকা, বেধকা, পূর্ণ-আচার্যা এবং নির্বাণ নামক দীক্ষাও আছে। ৪০

ক্রিয়াদীক্ষাষ্টধা প্রোক্তা কুণ্ডমণ্ডপ[২]পূর্বিকা।
কলসাদিসমাযুক্তা কর্তব্যা গুরুণা বহিঃ।
দেবেশি দেহশুদ্ধ্যর্থং[৩] পূর্বোক্তবিধিনাচরেৎ[৪] ॥ ৪১ ॥

ক্রিয়াদীক্ষা আট প্রকার। তাতে কুণ্ড, মণ্ডপ, কলসাদি লাগে। গুরু এই সব দিয়ে বাহ্যানুষ্ঠান করবেন। দেবেশী, দেহশুদ্ধির জন্য পূর্বে উক্ত বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করতে হবে। ৪১

বর্ণদীক্ষা ত্রিধা প্রোক্তা দ্বিচত্বারিংশদক্ষরৈঃ।
পঞ্চাশদ্বর্ণৈর্বা দেবি দ্বিষষ্টিলিপিভিস্তু বা ॥ ৪২ ॥

দেবী, বেয়াল্লিশ বর্ণের, পঞ্চাশ বর্ণের বা বাষট্টি বর্ণের এই তিন রকমের বর্ণদীক্ষা। ৪২

বর্ণান্ শিষ্যতনৌ ন্যস্য প্রতিলোমেন সংহরেৎ[৫]।
পরমাত্মনি সংযোজ্য তচ্চৈতন্যং গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ৪৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ঙ, এবং র গ, বেধকা পূর্ণসংজ্ঞাঃ স্বাচার্যা নির্বাণসংজ্ঞকাঃ।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কুণ্ডমণ্ডপ। ৩ ঐ, দেহসিদ্ধ্যর্থং।
৪ তা বি গ,—ক, ত্রিবিধাচরেৎ। ৫ তা বি গ,—ঙ, সঞ্চরেৎ।

প্রিয়ে, গুরু শিষ্যের দেহে বর্ণন্যাস করবেন। তারপর শিষ্যের চৈতন্য পরমাত্মায় সংযুক্ত করে তাতে প্রতিলোমক্রমে বর্ণের সংহরণ করবেন। ৪৩

তস্মাদুৎপাদ্য তান্ বর্ণান্ ন্যসেচ্ছিষ্যতনৌ পুনঃ[১]।
সৃষ্টিক্রমেণ বিধিনা চৈতন্যঞ্চ প্রযোজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

তা থেকে (পরমাত্মা থেকে) বর্ণগুলি উৎপন্ন করে সৃষ্টিক্রমে গুরু আবার শিষ্যদেহে ন্যাস করবেন এবং শিষ্যের চৈতন্যও তাতে যুক্ত করবেন। ৪৪

জায়তে দেবতাভাবঃ পরানন্দ[২]ময়ঃ শিশোঃ।
এষা বর্ণময়ী প্রোক্তা দীক্ষা পাশহরা[৩] প্রিয়ে ॥ ৪৫ ॥

শিশোঃ—শিশুর। গুরুর শিশু অর্থাৎ শিষ্য।

প্রিয়ে, শিষ্যের অন্তরে পরানন্দময় দেবতাভাব সঞ্জাত হয়। এইটি বর্ণময়ী দীক্ষা। এ পাশ ছেদন করে। ৪৫

কলাদীক্ষা ত্রিধা জ্ঞেয়া[৪] কর্ত্তব্যা বিধিবৎ প্রিয়ে।
নিবৃত্তির্জানুপর্যন্তং[৫] তলাদারভ্য সংস্থিতা[৬] ॥ ৪৬ ॥

কলাদীক্ষা—কলাবতী দীক্ষা। "এই দীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরু শিষ্যদেহের পদতল থেকে আরম্ভ করে মস্তকশীর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তি এবং শান্ত্যতীতা এই পঞ্চকলার অবস্থান শাস্ত্রনির্দিষ্টরূপে ধ্যান করেন এবং সংহারক্রমে শিবাবধি তাদের সংযোজন করে শিষ্যকে দীক্ষা দেন"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬১৪।

প্রিয়ে, কলাদীক্ষা ত্রিধা জানতে হবে। যথাবিধি এই দীক্ষা সম্পন্ন করতে হয়। পায়ের তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত নিবৃত্তিকলা ব্যাপ্ত। ৪৬

জানুনোর্নাভিপর্যন্তং[৭] প্রতিষ্ঠা তিষ্ঠতি প্রিয়ে।
নাভেঃ কণ্ঠাবধি ব্যাপ্তা[৮] বিদ্যা শান্তিস্ততঃ পরম্ ॥ ৪৭ ॥
কণ্ঠাল্ললাটপর্যন্তং ব্যাপ্তা তস্মাচ্ছিরোঽবধি[৯]।
শান্ত্যতীতা কলা চৈষা[১০] কলাব্যাপ্তিরিতীরিতা ॥ ৪৮ ॥

---

১ র গ, পূবঃ। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পরাতীত।
৩ তা বি গ,—খ, দীক্ষা প্রোক্তা পাপৌঘহা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পাপহরা।
৪ তা বি গ,—ঙ, চ বিজ্ঞেয়ঃ ; র গ, চ বিজ্ঞেয়া।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নিবৃত্তিজানুপর্যন্তং। ৬ ঐ, সংস্থিতঃ।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, জানোশ্চ নাভিপর্যন্তং।
৮ ঐ, নাভৌ-কণ্ঠাবধি প্রোক্তা। ৯ তা বি গ,—খ, ছিদ্রাবধি।
১০ ঐ, জ্ঞেয়া।

প্রিয়ে, হাটু থেকে নাভি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাকলা, নাভি থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত বিদ্যাকলা, তারপর কণ্ঠ থেকে ললাট পর্যন্ত শান্তিকলা এবং ললাট থেকে মস্তক পর্যন্ত শান্ত্যতীতা কলা ব্যাপ্ত। একে বলা হয় কলাব্যাপ্তি। ৪৭-৪৮

সংহার[১]ক্রমযোগেন স্থানাৎ স্থানান্তরং প্রিয়ে।
সংযোজ্য বিধিবৎ[২] সম্যগ্‌বিধিবেত্তা[৩] শিরোঽবধি ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ে, সম্যক্‌বিধি যে জানে সে সংহারক্রমে (পদতল থেকে) মস্তকাবধি, এক স্থান থেকে অন্যস্থান পর্যন্ত যথাবিধি কলা সংযোজন করে। ৪৯

ইয়ং প্রোক্তা কুলেশানি দিব্যভাবপ্রদায়িনী।
অষ্টত্রিংশৎ[৪]কলাভির্বা পঞ্চাশদ্ভিরথাপি বা ॥ ৫০ ॥
তত্ত্বন্যাসক্রমেণৈব সৃষ্টিসংহারমার্গতঃ[৫]।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি শিষ্যে সংযোজ্য বেধয়েৎ ॥ ৫১ ॥
জায়তে দেবতাভাব যোগিনীবীরমেলনম্[৬]।
কলাদীক্ষা[৭] সমুদ্দিষ্টা পশুপাশাপহারিণী ॥ ৫২ ॥

কুলেশানী, এটিকে বলা হয় দিব্যভাবপ্রদায়িনী। আটত্রিশ অথবা পঞ্চাশ কলাদ্বারা, ওগো দেবী, সৃষ্টিমার্গে ও সংহারমার্গে তত্ত্বন্যাসক্রমে শিষ্যদেহে কলা-সংযোজন গুরুমুখে জেনে শিষ্যকে দীক্ষা দিতে হবে। এতে দেবভাব সঞ্জাত হবে এবং যোগিনীবীরমিলন হবে। এই কলাদীক্ষা বর্ণিত হল। এটি পশুপাশ ছিন্ন করে। ৫০-৫২

হৃৎস্থে শিবং গুরুং[৮] ধ্যাত্বা জপেন্মূলাঙ্গমালিনীম্।
গুরুঃ স্পৃশেচ্ছিষ্যতনুং[৯] স্পর্শদীক্ষা ভবেদিয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

মূলাঙ্গমালিনীং—মূল অঙ্গ এবং মালিনী। মূল অর্থ মূলমন্ত্র। অঙ্গ অর্থ ষড়ঙ্গন্যাসমন্ত্র। মালিনী অর্থ মাতৃকান্যাসমন্ত্র।

গুরু হৃৎস্থে শিব ও গুরুর ধ্যান করে মূলাঙ্গমালিনী জপ করবেন। তারপর শিষ্যদেহ স্পর্শ করবেন। এটি হবে স্পর্শদীক্ষা। ৫৩

---

১ ঐ, সংজ্ঞাত।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিষয়ে।
৩ তা বি গ,—খ, বিধিবত্তাঃ।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চিন্তং তত্ত্বোৎ।
৫ তা বি গ,—খ, যোগতঃ।
৬ ঐ, বীরসম্পদঃ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বীরসঙ্গমঃ।
৭ তা বি গ,—খ, কুলদীক্ষা।
৮ ঐ, হৃৎস্থে শিবপূর্বং।
৯ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, গুরুঃ স্পৃশেৎ শিষ্যস্য; ঐ,—ঙ এবং র গ, গুরুঃ স্পৃশেৎ বশিষ্যস্য।

চিত্তং তত্ত্বে সমাধায় পরতত্ত্বোপবৃংহিতান্[১]।
উচ্চরেৎ সংহৃতান্মন্ত্রান্[২] বাগ্‌দীক্ষেতি নিগদ্যতে ॥ ৫৪ ॥

তত্ত্বে—চিদ্‌রূপী সদাশিবে। পরতত্ত্বোপবৃংহিতান্—পরতত্ত্ব অর্থাৎ শিব থেকে উপবৃংহিত অর্থাৎ বিস্তারিত। সংহৃতান্ মন্ত্রান্—মিলিত মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ বিশেষ কর্মে শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রসমূহ।

তত্ত্বে চিত্ত সমাহিত করে গুরু পরতত্ত্বোপবৃংহিত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করবেন। একেই বলে বাগ্‌দীক্ষা। ৫৪

নিমীল্য নয়নে ধ্যাত্বা পরতত্ত্বং[৩] প্রসন্নধীঃ।
সম্যক্ পশ্যেদ্‌গুরুঃ শিষ্যং দৃগ্‌দীক্ষা চ ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ৫৫ ॥

প্রিয়ে, প্রসন্নধী গুরু চক্ষু মুদ্রিত করে পরতত্ত্বের ধ্যান করবেন এবং তারপর শিষ্যের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টিপাত করবেন। এতেই হবে দৃগ্‌দীক্ষা। ৫৫

গুরোরালোকমাত্রেণ ভাষণাৎ স্পর্শনাদপি।
সদ্যঃ সঞ্জায়তে জ্ঞানং সা দীক্ষা শাম্ভবী মতা ॥ ৫৬ ॥

গুরুর দৃষ্টিমাত্র সম্ভাষণমাত্র কিংবা স্পর্শমাত্র শিষ্যের জ্ঞানোদয় হলে তা-ই হবে শাম্ভবী দীক্ষা। ৫৬

মনোদীক্ষা দ্বিধা[৪] প্রোক্তা তীব্রা তীব্রতরাপি[৫] চ।
অধ্বানং[৬] ষড়্‌বিধং জ্ঞাত্বা শিষ্যদেহে স্মরন্ প্রিয়ে ॥ ৫৭ ॥
কল্পয়েদ্ভুবনং তত্ত্বং কলাং বর্ণং পদং মনুম্[৭]।
আজানুনাভিহৃৎকণ্ঠতালু[৮]মূর্দ্ধান্ত[৯]মম্বিকে ॥ ৫৮ ॥

অধ্বানং ষড়্‌বিধং—ষড়্‌ধ্বা। যথা—ভুবন, তত্ত্ব, কলা, বর্ণ, পদ এবং মন্ত্র।

প্রিয়ে, মনোদীক্ষা দ্বিবিধ—তীব্র ও তীব্রতর। ষড়ধ্বা অবগত হয়ে গুরু শিষ্যদেহে তার চিন্তা করবেন এবং জানু থেকে আরম্ভ করে নাভি হৃদয় কণ্ঠ তালু ও মূর্ধা পর্যন্ত ভুবন, তত্ত্ব, কলা, পদ ও মন্ত্রের অবস্থিতি ভাবনা করবেন। ৫৭-৫৮

---

১ তা বি গ,—গ, ঘ, ঙ এবং র গ, বৃংহিতাং।
২ তা বি গ,—ক, সংহৃতান্মন্ত্রৌ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, সংহৃতান্মন্ত্রৌ।
৩ তা বি গ,—খ,-মূত পাঠ ; তা বি গ, পরতত্ত্ব ; ঐ,—ঙ এবং র গ, পরতত্ত্বে।
৪ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, মধ্যা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, মনোদীক্ষা দ্বিধা।
৫ র গ তীব্রতমাপি। ৬ তা বি গ,—খ, অধ্বনাং।
৭ তা বি গ,—খ, কলাং বর্ণং পদং তনুং ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কলাবর্ণাপদং মনুং।
৮ তা বি, গ,—খ, ভাল। ৯ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মূলান্ত।

গুরূপদিষ্টমার্গেণ বেধং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পাশযুক্তঃ[1] ক্ষণাচ্ছিষ্যশ্ছিন্নপাশস্তদা[2] ভবেৎ।
এষা মুক্তিপ্রদা প্রোক্তা তীব্রদীক্ষা কুলেশ্বরি ॥ ৫৯ ॥

গুরূপদিষ্ট উপায়ে বিচক্ষণ গুরু বেধদীক্ষা দেবেন। তার ফলে পাশযুক্ত শিষ্য মুহূর্তে পাশমুক্ত হবে। কুলেশ্বরী, একেই মুক্তিপ্রদা তীব্রদীক্ষা বলা হয়। ৫৯

দেবি তীব্রতরা চাপি গুরুণা স্মৃতমাত্রতঃ।
সম্যক্‌সংবেধিনঃ শিষ্যশ্ছিন্নপাপস্তদা ভবেৎ ॥ ৬০ ॥

দেবী, গুরুকর্তৃক স্মৃত হওয়া মাত্র সম্যক্‌বেধবেত্তা-গুরুর শিষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয়। এরই নাম তীব্রতরা দীক্ষা।

বাহ্যব্যাপারনির্মুক্তো ভূমৌ পততি তৎক্ষণাৎ।
সঞ্জাতদিব্যভাবোঽসৌ সর্বং জানাতি[3] শাম্ভবি ॥ ৬১ ॥

শাম্ভবী, বাহ্যব্যাপারমুক্ত (অর্থাৎ যার বাহ্য বিষয়ের বোধ থাকে না) শিষ্য তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার অন্তরে দিব্যভাব সঞ্জাত হয় এবং সে সর্বজ্ঞ হয়। ৬১

যদস্তি বেধকালে তৎ[4] স্বয়মেবানুভূয়তে।
প্রবুদ্ধ সন্ ন শক্নোতি তৎ সুখং বক্তুমীশ্বরি[5] ॥ ৬২ ॥

ঈশ্বরী, বেধদীক্ষার সময়ে যা হয় তা শিষ্য স্বয়ংই অনুভব করে। বাহ্য বিষয়ে বোধ ফিরে আসার পর সে কিন্তু সেই সুখ কেমন তা বলতে পারে না। ৬২

বেধবিদ্ধঃ শিবঃ সাক্ষায় পুনর্জন্মভাগ্ ভবেৎ[6]।
এষা তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধবিমোচনী।
শিবভাবপ্রদা সাক্ষাৎ[7] ত্বাং শপে কুলনায়িকে ॥ ৬৩ ॥

বেধদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিব। তার আর পুনর্জন্ম হয় না। ওগো কুলনায়িকা, তোমার শপথ করে বলছি এই তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধন মোচন করে ও শিবভাব প্রদান করে। ৬৩

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পাপমুক্তঃ।
২ তা বি গ,—খ, পরানন্দময়ো।
৩ ঐ, বদতি।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বেধকং তন্ত্বৎ।
৫ তা বি গ,—ঙ, প্রবুদ্ধঃ সহসা শিষ্যস্তৎসৌখ্যং বক্তুমেশ্বরি ; র গ, প্রবুদ্ধঃ সহসা শিষ্টস্তৎসৌখ্যং বক্তুমেশ্বরি।
৬ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, ন পুনর্জন্মতাং ব্রজেৎ।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দেবি।

আনন্দশ্চৈব কম্পশ্চোদ্ভবো ঘূর্ণা[১] কুলেশ্বরি।
নিদ্রা মূর্চ্ছা চ বেধস্য[২] ষড়বস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৪।

কুলেশ্বরী, বেধদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছয় অবস্থার কথা বলা হয়। যথা—আনন্দ, কম্প, নবজন্ম, শিরোঘূর্ণন, নিদ্রা এবং মূর্চ্ছা। ৬৪

দৃশ্যন্তে ষড়্‌গুণা হ্যেতে বেধনেন[৩] কুলেশ্বরি।
বেধিতো[৪] যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠেন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

কুলেশ্বরী, বেধদীক্ষাহেতু এই ষড়্‌গুণ (আনন্দাদি) পরিলক্ষিত হয়। বেধ-দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেখানেই থাক না কেন সে মুক্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৬৫

বেধদীক্ষাকরো লোকে শ্রীগুরুর্দুর্লভঃ প্রিয়ে।
শিষ্যোঽপি দুর্লভস্তাদৃক্ পুণ্যযোগেন লভ্যতে।
ন দদ্যাদ্ যস্য কস্যাপি ইত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি ॥ ৬৬ ॥

প্রিয়ে, সংসারে বেধদীক্ষাপ্রদানকারী গুরু দুর্লভ আর সেরকম শিষ্যও দুর্লভ; পুণ্যবলেই পাওয়া যায়। পরমেশ্বরী, এই দীক্ষা যাকে তাকে দেওয়া চলবে না—এই আমার আজ্ঞা। ৬৬

কুলদ্রব্যৈঃ সমভ্যর্চ্য কুলচক্রং[৫] বিধানতঃ।
শিষ্যায় দর্শয়েদ্দেবি দীক্ষৈষা কৌলিকী স্মৃতা ॥ ৬৭ ॥

দেবী, গুরু কুলদ্রব্যের দ্বারা যথাবিধি কুলচক্রের পূজা করবেন এবং তা শিষ্যকে দেখাবেন। এরই নাম কৌলিকীদীক্ষা। ৬৭

কুলদ্রব্যং[৬] মুখে পূর্য পঞ্চগব্যা[৭]মৃতান্বিতম্।
অভিষিঞ্চেদ্ গুরুঃ শিষ্যং গণ্ডূষাখ্যা সমীরিতা ॥ ৬৮ ॥

পঞ্চগব্য—দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় ও গোমূত্র এই পঞ্চ গোসম্বন্ধীয় দ্রব্য। কুলদ্রব্য—শাস্ত্রবিহিত মদ্য।

পঞ্চগব্যরূপ অমৃতযুক্ত কুলদ্রব্য মুখে পুরে গুরু তা দিয়ে শিষ্যকে অভিষিক্ত করবেন। একেই বলে গণ্ডূষাভিষেক। ৬৮

---

১ তা বি গ,—খ, ঘূর্ণঃ। ২ তা বি গ,—ক, বেধস্থা।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, বেধকালে।
৪ তা বি গ,—ক, বেধতো; ঐ,—ঙ এবং র গ, বেধকো।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কুলদ্রব্যং।
৬ তা বি গ,—ঙ, শিবদ্রব্যং; ঐ,-খ, সিদ্ধদ্রব্যং। ৭ তা বি গ,—খ পঞ্চব্যোমা।

সজীব[১]মীনযুক্তেন সুরয়া পূরিতেন চ।
পঞ্চামৃতৈঃ সুসম্পূর্ণশঙ্খেন কলসেন বা।
অভিষেকং ততঃ কুর্যাদ্‌বাহ্যতঃ কথিতং প্রিয়ে[২] ॥ ৬৯ ॥

পঞ্চামৃত—দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা এই পঞ্চ অমৃততুল্য পদার্থ।

প্রিয়ে, সজীব-মীনযুক্ত এবং সুরা দ্বারা পূর্ণ ও পঞ্চামৃত দ্বারা পরিপূর্ণ শঙ্খ বা কলসের দ্বারা অভিষেক করতে হবে। এটি বাহ্যতঃ বলা হল। ৬৯

মীনস্তু[৩]লম্বিকা দেবি বক্ত্রং কলস উচ্যতে[৪]।
পঞ্চগব্যা[৫]মৃতাপূর্ণং শিষ্যং তেন অভিষিঞ্চিয়েৎ ॥ ৭০ ॥

দেবী, আলজিবকে মীন আর মুখকে কলস বলা হয়। মুখ পঞ্চগব্যামৃতে পূর্ণ করে তা দিয়ে শিষ্যকে অভিষিক্ত করতে হবে। ৭০

অয়ং[৬] সিদ্ধাভিষেকঃ স্যাদাচার্যস্যাপি[৭] পার্বতি।
ত্রিকালং দন্তকাষ্ঠঞ্চ[৮] পুষ্পাঞ্জলিরপি[৯] প্রিয়ে ॥ ৭১ ॥
শঙ্খোদকে[১০] কলান্যাস[১১]স্তজ্‌জ্ঞানঞ্চাষ্টধা[১২] ভবেৎ।
সময়ী[১৩]দন্তকাষ্ঠেন সাধকঃ কুসুমাঞ্জলিঃ ॥ ৭২ ॥
পুত্রং[১৪] শঙ্খাভিষেকেন বোধকং সজ্জলেন চ[১৫]।
পূর্ণাভিষেকেণাচার্যঃ[১৬] পঞ্চাবস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৩ ॥

পার্বতী, এটি সিদ্ধাভিষেক। আচার্য্যেরও এর প্রয়োজন। প্রিয়ে, ত্রিকাল (ত্রিসন্ধ্যা) দন্তকাষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলি শঙ্খ উদক কলা ন্যাস এবং এতৎসম্বন্ধী জ্ঞান, এই আট প্রকারের অভিষেক হয়। দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের দ্বারা সময়ী, পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা সাধক, শঙ্খোদকের দ্বারা পুত্র, সং-জলের দ্বারা বোধক এবং পূর্ণাভিষেকের দ্বারা আচার্য—অভিষেকের এই পঞ্চ অবস্থার কথা বলা হয়েছে। ৭১-৭৩

---

১ তা বি গ.—ঙ এবং র গ, সবীজ ; তা বি গ.—ক, সজীব। ২ তা বি গ.—ঙ এবং র গ.-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বাহ্যে তৎ কথিতং প্রিয়ে ; ঐ.-খ, বাহ্যেন কথিতা পুনঃ।
৩ র গ, মনস্তু।
৪ তা বি গ.—ঙ এবং র গ, বক্ত্রং কুম্ভমুচ্যতে।
৫ তা বি গ.—খ, পঞ্চব্যোমামৃতং।
৬ তা বি গ.—ঙ এবং র গ, অহং।
৭ ঐ, দাচার্য্যোঽপি।
৮ তা বি গ.—ক, ষোড়শদন্তকাষ্ঠঞ্চ।
৯ ঐ, ততঃ।
১০ তা বি গ.—ঙ এবং র গ.-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শঙ্খে বেদ।
১১ র গ, কলান্যাসং।
১২ তা বি গ.—খ, শঙ্খো বহ্নশ্চাভিষেকবেদকশ্চাষ্টধা।
১৩ তা বি গ.—খ, সময়াং।
১৪ ঐ, পুনঃ।
১৫ তা বি গ.—ঙ এবং র গ.-ধৃত পাঠ ; তা বি গ.—ক, বোধকং সজ্জলেন চ ; তা বি গ, বোধকো বেধসংজ্ঞয়া ; ঐ,—গ, ঘ, বেধকং সজ্জলেন চ।
১৬ তা বি গ.—ঙ, নাচার্য।

কুলাচারৈক[১]নিরতা গুরুভক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকপূতা যে তে মুক্তাশ্চেহ জন্মনি[২] ॥ ৭৪ ॥

যারা একমাত্র কুলাচারনিরত গুরুভক্ত দৃঢ়ব্রত পূর্ণাভিষেকপূত তারা এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যায়। ৭৪

পূর্ণাভিষেকপূতা যে মৃতাশ্চ কুলনায়িকে।
পুনর্লবেধ্বোত্তমং জন্ম গুরুণা শিবরূপিণা ॥ ৭৫ ॥
শুদ্ধাঃ পূর্ণাভিষেকেণ শিবসাযুজ্যদায়িনা।
তেন মুক্তিং ব্রজেয়ুস্তে[৩] শাম্ভবী বাচমব্রবীৎ ॥ ৭৬ ॥

ওগো কুলনায়িকা, পূর্ণাভিষেকপূত হয়ে যারা মারা যায় তারা আবার উত্তম জন্ম লাভ করতঃ শিবরূপী গুরু কর্তৃক শিবসাযুজ্যপ্রদানকারী পূর্ণাভিষেকের দ্বারা শুদ্ধীকৃত হয় এবং সেই কারণে মুক্তি লাভ করে—শাম্ভবী একথা বলেছেন। ৭৫-৭৬

পূর্ণাভিষেকহীনো যঃ কৌলিকো ম্রিয়তে যদি।
পিশাচত্বমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবম্[৪] ॥ ৭৭ ॥

কোনো কৌলিক যদি পূর্ণাভিষেকহীন হয়ে মারা যায়, তাহলে প্রলয়কালাবধি সে পিশাচ হয়ে থাকে। ৭৭

দীক্ষা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
ক্রিয়াদীক্ষা ভবেদ্বাহ্যা বেধাখ্যাভ্যন্তরী মতা ॥ ৭৮ ॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দীক্ষা দ্বিবিধ। ক্রিয়াদীক্ষা বাহ্য আর বেধদীক্ষাকে বলা হয় আভ্যন্তর। ৭৮

অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধির্দ্বিবিধা পরিকীর্তিতা।
অন্তরা চ ক্রিয়াশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিশ্চ দীক্ষয়া ॥ ৭৯ ॥

দ্বিবিধ শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে—অন্তঃশুদ্ধি আর বহিঃশুদ্ধি। শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্মের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি এবং দীক্ষা দ্বারা বহিঃশুদ্ধি হয়। ৭৯

দীক্ষয়া মোক্ষদীপেন চণ্ডালোঽপি বিমুচ্যতে।
আভ্যাং বিনা কুলেশানি[৫] কৌলিকো নৈব মুচ্যতে ॥ ৮০ ॥

কুলেশানী, মোক্ষের দীপস্বরূপ দীক্ষা দ্বারা চণ্ডালও মুক্তিলাভ করে। অন্তঃশুদ্ধি এবং বহিঃশুদ্ধি ছাড়া কৌলিকের মুক্তি হয় না। ৮০

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, কুলাচারেণ। ২ ঐ, কর্মণি।
৩ ঐ, ব্রজেদেব। ৪ তা বি গ,—ঙ, দাভূতসংপ্লবম্।
৫ তা বি গ,—ক, আবাভ্যাঞ্চ বিনা দেবি।

শরীরস্য ন সংস্কারো জায়তে ন চ কর্মণঃ[১] ।
আত্মনঃ কারয়েদ্দীক্ষামনাদিকুলকুণ্ডলীম্ ॥ ৮১ ॥

শরীরের সংস্কার হয় না, কর্মেরও নয়। আত্মার অনাদিকুলকুণ্ডলী দীক্ষা করাতে হয়। ৮১

দীক্ষা হেতোঃ[২] কর্মসাম্যে ভিন্নার্থপ্রতিপাদিকাঃ ।
অভিসন্ধানতো দেবি[৩] দেশিকোত্তমশিষ্যয়োঃ ॥ ৮২ ॥

দেবী, এইসব দীক্ষার ক্রিয়াকর্ম একরূপ হলেও দেশিকোত্তম অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের সঙ্কল্প অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেয়। ৮২

মন্ত্রৌষধৈর্যথা হন্যাদ্বিষশক্তিং কুলেশ্বরি ।
পশুপাশং তথা ছিন্দ্যাদ্দীক্ষয়া মন্ত্রবিৎ ক্ষণাৎ ॥ ৮৩ ॥

কুলেশ্বরী, মন্ত্র এবং ঔষধের দ্বারা যেমন বিষ-শক্তি নষ্ট করতে হয় তেমনি মন্ত্রবিদ্ দীক্ষা দ্বারা মুহূর্তে পশুপাশ ছিন্ন করবে। ৮৩

অস্মাদ্ প্রবিতত্যাদ্বন্ধাৎ পরসংস্থানবোধকাৎ[৪] ।
দীক্ষৈব মোক্ষয়েৎ পূর্বং দিব্যং ধাম নয়ত্যপি ॥ ৮৪ ॥

দীক্ষাই এই বিস্তৃত বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং পরমপদের উপলব্ধি ঘটিয়ে আদি দিব্যধামে নিয়ে যায়। ৮৪

উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটিশঃ[৫] ।
ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা ॥ ৮৫ ॥

যথাবিধি কৃত দীক্ষা মুহূর্তে লক্ষলক্ষ উপপাতক এবং কোটি কোটি মহাপাতক দগ্ধ করে। ৮৫

যয়া চোন্মীলিতাত্মনো ভবন্তি পশবঃ শিবাঃ ।
সা দীক্ষা স্মৃদিতা দেবি পশুপাশবিমোচিকা[৬] ॥ ৮৬ ॥

দেবী, যা দ্বারা আত্মোন্মেষ হওয়ায় পাশবদ্ধ জীবেরা শিব হয়ে যায় তাকে পশুপাশমোচনকারিণী দীক্ষা বলা হয়। ৮৬

---

১ ঐ,—খ, ন জায়তে চ কর্মণা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ন জাতি র্ন চ কর্মণঃ।

২ তা বি গ,—ক, দীক্ষয়ের্ ; ঐ,—গ, দীক্ষয়তা ; ঐ,—ঘ, দীক্ষীয়তা ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দীক্ষায়াতা।

৩ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, অভিসন্ধানকৃদ্ যন্ত্র।

৪ তা বি গ,—ক, অস্মাৎ প্রতিততাদ্বন্ধাৎ পরমস্থানবোধনাৎ ; ঐ,—খ পশুসংস্থানবন্ধনাৎ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, অকস্মাৎ প্রতিতত্বেন্ধাৎ পরসংস্থানবোধনাৎ৭

৫ র গ, কোটয়ঃ।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চণ্ডপাপবিশোধিকা।

যয়া দীক্ষিতমাত্রেণ জায়ন্তে প্রত্যয়াঃ প্রিয়ে।
সা দীক্ষা মোক্ষদা জ্ঞেয়া শেষাস্তু জনসেবিকাঃ ॥ ৮৭ ॥

প্রিয়ে, যে-দীক্ষা লাভ করামাত্র প্রত্যয় সঞ্জাত হয় সেই দীক্ষাই মোক্ষ প্রদান করে ; অন্য সব শুধু লোকরঞ্জন করে। ৮৭

উপাসনাশতেনাপি যাং বিনা নৈব সিধ্যতি[1]।
তাং দীক্ষামাশ্রয়েদ্ যত্নাৎ শ্রীগুরোর্মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ৮৮ ॥

শত উপাসনা সত্ত্বেও যা নৈলে সিদ্ধিলাভ হয় না, মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সেই দীক্ষা সযত্নে গুরুর নিকট গ্রহণ করতে হবে। ৮৮

রসেন্দ্রেণ যথা বিদ্ধময়ঃ সুবর্ণতাং ব্রজেৎ।
দীক্ষাবিদ্ধ[2]স্তথা হ্যাত্মা শিবত্বং লভতে প্রিয়ে ॥ ৮৯ ॥

প্রিয়ে, পারদবিদ্ধ লৌহ যেমন সুবর্ণতা প্রাপ্ত হয় তেমনি দীক্ষাবিদ্ধ আত্মা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৮৯

দীক্ষাগ্নিদগ্ধকর্মাসৌ মায়াবিচ্ছিন্নবন্ধনঃ।
গতঃ পরাং জ্ঞানকাষ্ঠাং[3] নির্বীজস্তু শিবো ভবেৎ ॥ ৯০ ॥

দীক্ষাগ্নি দ্বারা যার কর্ম দগ্ধ হয়েছে, যার মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়েছে, যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে, যে সংসারবীজহীন, সে শিব হয়ে যায়। ৯০

গতং শূদ্রস্য শূদ্রত্বং বিপ্রস্যাপি চ বিপ্রতা।
দীক্ষাসংস্কারসম্পন্নে জাতিভেদো ন বিদ্যতে ॥ ৯১ ॥

দীক্ষাসংস্কার সম্পন্ন হলে শূদ্রের শূদ্রত্ব থাকে না, বিপ্রের বিপ্রত্ব থাকে না, কোনো জাতিভেদ থাকে না। ৯১

শিবলিঙ্গে শিলা[4]বুদ্ধিং কুর্বন্ যৎ পাপমশ্নুতে।
দীক্ষিতশ্চাপি পূর্বত্বস্মৃত্যা তৎ পাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯২ ॥

শিবলিঙ্গকে শিলা মনে করলে যেরকম পাপ হয় দীক্ষিত ব্যক্তি পূর্বাবস্থা স্মরণ করলে তেমনি পাপ অর্জন করবে। ৯২

দার্বশ্মলৌহমৃদ্রত্ন[5]জাতিলিঙ্গপ্রতিষ্ঠিতম্।
যথোচ্যতে তথা শুদ্ধাঃ[6] সর্ববর্ণাস্তু দীক্ষিতাঃ ॥ ৯৩ ॥

---

১ ঐ, যা চিন্তা নৈব পশ্যতি।
২ রূ গ, দীক্ষাম্বিত।
৩ তা নি গ.—ড এবং রূ গ, গত্বাঃ পরাং জ্ঞাননিষ্ঠাং।
৪ ঐ, শিবাং।
৫ ঐ, দেবেহশ্মলোহমন্ত্র।
৬ ঐ, শুদ্ধ্যা।

যেমন কাষ্ঠ, প্রস্তর, লৌহ, মৃত্তিকা, রত্ন যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ (শিবলিঙ্গ) হয়ে যায় তেমনি দীক্ষা লাভ করলে সব বর্ণের মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায়। ৯৩

যেন পূজিতমাত্রেণ চাব্রহ্মভুবনান্তিকম্[১]।
পূজিতং তেন সর্বং স্যাদ্দীক্ষিতেন ন সংশয়ঃ ॥ ৯৪ ॥

দীক্ষিত ব্যক্তির পূজামাত্রের দ্বারা আব্রহ্মভুবনপর্যন্ত সমস্ত পূজিত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নেই। ৯৪

দীক্ষিতস্য ন কার্যং স্যাত্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ।
ন তীর্থক্ষেত্রগমনৈর্ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ ॥ ৯৫ ॥

দীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থক্ষেত্রে গমন, শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন এসবে কাজ নেই। ৯৫

অদীক্ষিতা যে কুর্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ফলন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ ॥ ৯৬ ॥

প্রিয়ে, অদীক্ষিত ব্যক্তি জপপূজাদি যেসব কর্ম করে তা পাথরে বুনা বীজের মতো নিষ্ফল হয়। ৯৬

দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥ ৯৭ ॥

দেবী, দীক্ষাহীন ব্যক্তির সিদ্ধিও নাই, সদ্গতিও নাই। অতএব, সর্বপ্রযত্নে সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে। ৯৭

দ্বিজো যো দীক্ষিতঃ পশ্চাদন্ত্যজঃ পূর্বদীক্ষিতঃ।
দ্বিজঃ কনিষ্ঠঃ স জ্যেষ্ঠ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ[২] ॥ ৯৮ ॥

অন্ত্যজ যদি পূর্বে দীক্ষিত হয় আর দ্বিজ পরে দীক্ষিত হয়, তা হলে সেই অন্ত্যজই জ্যেষ্ঠ এবং দ্বিজ কনিষ্ঠ হবে—এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৯৮

গুরুশক্তিসুতানাঞ্চ যো বা স্যাৎ[৩] পূর্বদীক্ষিতঃ।
গুরুবত্তেন[৪] তে পূজ্যা নাবমান্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৯৯ ॥

কেউ যদি গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রদের পূর্বে দীক্ষিত হয় তা হলেও তাকে তাঁদের গুরুর মতো সম্মান করতে হবে, কোনো প্রকারেই তাঁদের অবমাননা করা চলবে না। ৯৯

---

১ তা বি গ.—খ. ভুবনাশ্রয়ম্।
২ ব গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।
৩ তা বি গ.—খ. যো ভবেৎ।
৪ ঐ.—ড এবং ব গ. গুরুবদ্বেন।

শিষ্যো দীক্ষিতমাত্রশ্চেদ্ যদি স্বর্গং গতো গুরুঃ।
একসন্তানকেনৈব পূর্ণসংস্কারমাচরেৎ[১] ॥ ১০০ ॥

শিষ্যকে দীক্ষা দিয়েই যদি গুরু স্বর্গে যান তা হলে শিষ্য তাঁর একমাত্র সন্তানের মতো শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম করবে। ১০০

দর্শনেষু চ সর্বেষু গুরুণা জ্ঞানশালিনা।
দীক্ষিতো যস্তু বিধিনা স মুক্তো নাপরঃ প্রিয়ে ॥ ১০১ ॥

প্রিয়ে, জ্ঞানী গুরু যাকে সর্বদর্শনে যথাবিধি দীক্ষিত করেন সে মুক্তিলাভ করে, অন্য নয়। ১০১

অধিবাসন[২]পূর্বস্তু চক্রপূজাপুরঃসরম্।
দীক্ষয়া শোধয়েচ্ছিষ্যমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১০২

অধিবাস এবং চক্রপূজা পূর্বক শিষ্যকে দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ করতে হবে। নৈলে সব ব্যর্থ হবে। ১০২

শূদ্র[৩]সঙ্করজাতীনামাদি[৪]শুদ্ধির্বিধীয়তে।
পাদোদক[৫]প্রদানাদ্যৈঃ কুর্যাৎ পাপবিমোচনম্ ॥ ১০৩ ॥

শূদ্র ও সঙ্করজাতির লোকদের প্রাথমিক শুদ্ধিবিধান করতে হবে। পাদোদক প্রদানাদি দ্বারা তাদের পাপ বিমোচন করতে হয়। ১০৩

একাব্দেন দ্বিজো যোগ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বৎসরদ্বয়াৎ।
বৈশ্যো যোগ্যস্ত্রিভির্বর্ষৈশ্চতুর্ভিঃ শূদ্র এব চ ॥ ১০৪ ॥

একাব্দেন—এক বৎসরে। শাস্ত্রে আছে দীক্ষা দান ও গ্রহণের পূর্বে গুরু ও শিষ্য পরস্পরকে পরীক্ষা করে নেবেন। একাব্দেন ইত্যাদি দ্বারা শিষ্যের যোগ্যতা পরীক্ষার কাল নির্দেশ করা হয়েছে।—এ সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা,—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৩১-৩৪।

ব্রাহ্মণ একবৎসরে, ক্ষত্রিয় দুবৎসরে, বৈশ্য তিন বৎসরে ও শূদ্র চার বৎসরে যোগ্য নির্ণীত হয়। ১০৪

বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
নাধিকারঃ স্বতো নার্যা ভার্যায়া[৬] ভর্তুরাজ্ঞয়া ॥ ১০৫ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, পূর্বসংস্কারমাচরেৎ; ঐ,—খ, পূর্ণদীক্ষাং সমাচরেৎ; ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, পূর্ণসংখ্যাং সমাচরেৎ।
২ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, অধিবাসশ্চ।
৩ ঐ, শুদ্ধ।
৪ তা বি গ,—খ, নাং নাস্ত্র।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, পাদুকাদি।
৬ তা বি গ,—ঙ, নাধিকারো সুতো নার্যো ভার্যয়া; ব্র গ, নাধিকারো সুতো নার্যো ভার্যয়া।

দীক্ষার জন্য বিধবাকে পুত্রের, কন্যাকে পিতার, ভার্যাকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে নারীর নিজস্ব অধিকার নেই। ১০৫

স্যাদ্বেদাধ্যয়নে শূদ্রো নাধিকারী যথা প্রিয়ে[১]।
তথৈবাদীক্ষিতশ্চাপি নাধিকারী কুলেশ্বরি ॥ ১০৬ ॥

প্রিয়ে, যেমন বেদাধ্যয়নে শূদ্র অধিকারী নয় তেমনি, ওগো কুলেশ্বরী, অদীক্ষিত ব্যক্তি অধিকারী নয়। ১০৬

শ্রীগুরুং গুরুপত্নীঞ্চ তৎপুত্রং শক্তিকৌলিকান্[২]।
দীক্ষিত[৩]স্তোষয়েদ্দেবি যথাবিভববিস্তরম্[৪] ॥ ১০৭ ॥

দীক্ষিত ব্যক্তি গুরু, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, শক্তিকৌলিক এঁদের নিজ অর্থ-সামর্থ্যানুসারে পরিতুষ্ট করবে। ১০৭

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ পরীক্ষা গুরুশিষ্যয়োঃ।
দীক্ষাভেদাদিকং দেবি কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৮ ॥

দেবী, গুরু ও শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা, বিভিন্ন দীক্ষাদি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ তোমাকে বললাম। আবার কি শুনতে চাও। ১০৮

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ্-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে গুরুশিষ্যপরীক্ষাকথনং নাম চতুর্দশ উল্লাসঃ ॥ ১৪ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকপূর্ণ সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণব-তন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে গুরুশিষ্য-পরীক্ষাকথন নামক চতুর্দশ উল্লাস সমাপ্ত। ১৪

---

১ তা বি গ.—ঙ এবং র গ, ভবেৎ।
২ ঐ, কৈনিকান্।
৩ ঐ, দীক্ষিতাং।
৪ তা বি গ.—খ, বিস্তরৈঃ।

পঞ্চদশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চরণলক্ষণম্।
স্থানাহারাদিভেদঞ্চ বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১ ॥

পুরশ্চরণলক্ষণম্—পুরশ্চরণের লক্ষণ। "পুরশ্চরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেরুতন্ত্র বলেছেন—ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষের সাধন মন্ত্র। সেই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরঃ অর্থাৎ প্রথমে যে চর্যা বা অনুষ্ঠান করতে হয় তাই পুরশ্চর্যা বা পুরশ্চরণকর্ম।"

"ক্রিয়াসারের মতে জপ হোম তর্পণ অভিষেক এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে পুরশ্চরণ বলা হয়।"

"তবে পঞ্চাঙ্গ-উপাসনা পুরশ্চরণ এটি পুরশ্চরণের সাধারণ সংজ্ঞা নয়। কেননা, সব মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ হয় না। যে-সব মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ বিহিত, পুরশ্চরণের এই সংজ্ঞা তাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য।"—এ সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা, —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭১১—৭২১।

শ্রীদেবী বললেন—কুলেশ, পুরশ্চরণলক্ষণ এবং স্থান ও আহারাদির প্রকারভেদ সম্বন্ধে শুনতে চাই। পরমেশ্বর, আমাকে তাই বল। ১

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ মন্ত্রতত্ত্বং[১] প্রকাশতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র মন্ত্রতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। ২

জপযজ্ঞাৎ পরো যজ্ঞো নাপরোঽস্তীহ কশ্চন।
তস্মাজ্জপেন ধর্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সাধয়েৎ ॥ ৩ ॥

জপযজ্ঞাৎ—জপযজ্ঞের চেয়ে। জপই যজ্ঞ। "মন্ত্রাক্ষরের বার বার আবৃত্তিকে জপ বলে। অর্থাৎ জপ বলিতে বোঝায় মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ। কিন্তু এই উচ্চারণ যান্ত্রিকভাবে মন্ত্রবর্ণের উচ্চারণমাত্র নয়। কারণ জপ মন্ত্রের অর্থভাবনাও বটে। কাজেই, মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্যাদি অবগত হয়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলে তবে জপ হবে।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭৬৫-৬৬।

এ জগতে জপযজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর কিছু নেই। অতএব, জপের দ্বারা ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ লাভ করতে হবে। ৩

---

১ তা বি গ.—ক, মন্ত্রত্বং।

সর্বধর্মান্[১] পরিত্যজ্য মন্ত্ররাজং[২] সমভ্যসেৎ।
অপ্রমাদাদ্ ভবেৎ সিদ্ধিঃ প্রমাদাদশুভং[৩] ভবেৎ[৪] ॥ ৪ ॥

সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে মন্ত্ররাজ অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ মন্ত্র জপ করতে হবে। প্রমাদশূন্য জপে হয় সিদ্ধি আর প্রমাদযুক্ত জপে অশুভ। ৪

ভোগাপবর্গসঙ্কল্পকল্পব্রতশুভো[৫] জপঃ।
জপধ্যানময়ং[৬] যোগং[৭] তস্মাদ্দেবি সমাচরেৎ ॥ ৫ ॥

জপধ্যানময়ং যোগং—জপধ্যানময় যোগ। জপধ্যানই যোগ। "চিত্তের একাগ্রতা বা চিত্তস্থৈর্য ভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না; প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনো সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জপ চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনের বা চিত্তস্থৈর্যের অন্যতম সর্বজনসাধ্য উপায়।"

"পাতঞ্জল যোগসূত্রানুসারে চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ। চিত্তস্থৈর্য বা চিত্তের একাগ্রতা এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধ একই বস্তু। কেননা কোনো এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখার নামই চিত্তবৃত্তিনিরোধ।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৬-৬৭। তন্ত্রমতে ধ্যান অর্থ অবিক্ষিপ্ত মনে অভীষ্টদেবতা-চিন্তা। মন্ত্রজপের সঙ্গে মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতার চিন্তা ওতপ্রোত। কাজেই, জপ-ধ্যান যোগ।

দেবী, জপ ভোগ, মোক্ষ, সঙ্কল্প ও শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত ব্রত বিষয়ে শুভ। অতএব, জপধ্যানময় যোগ অভ্যাস করতে হবে। ৫

আব্রহ্মবীজদোষাশ্চ নিয়মাতিক্রমোদ্ভবাঃ[৮]।
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতাঃ[৯] সর্বে প্রণশ্যন্তি জপাৎ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥

প্রিয়ে, বীজ থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত নিয়মলঙ্ঘনজনিত যে-সব দোষ হয়, তা জেনেই করা হোক আর না জেনেই করা হোক, সে-সব জপহেতু বিনষ্ট হয়। ৬

সংসারে দুঃখভূয়িষ্ঠে[১০] যদীচ্ছেৎ সিদ্ধি[১১]মাত্মনঃ।
পঞ্চাঙ্গোপাসনেনৈব মন্ত্রজাপী ব্রজেৎ সুখম্[১২] ॥ ৭ ॥

---

১ তা বি গ,—ড এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সর্বপাদান্

২ ঐ,-ধৃত পাঠ, তা বি গ, মন্ত্রপাদং। ৩ তা বি গ,—খ, প্রমাদাজ্জাখতং।

৪ তা বি গ,—ড এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ফলং; ঐ,—খ, পদং।

৫ তা বি গ,—ড এবং র গ, ভোগাপবর্গসঙ্কল্পৈঃ কল্পব্রতশুভে।

৬ তা বি গ,—খ, ড এবং র গ, সমং। ৭ তা বি গ,—ক, যাগং।

৮ র গ,—ক্রমোদ্ভবং। ৯ র গ, কৃতং; তা বি গ,—খ, জ্ঞানসম্ভূতাঃ।

১০ তা বি গ,—ড এবং র গ, সংসারদুঃখভূয়িষ্ঠে।

১১ তা বি গ,—গ, শুভ। ১২ ঐ,—ক, প্রিয়ে; ঐ,—গ, প্রসিধ্যতি।

পঞ্চাঙ্গোপাসন—জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ-সমন্বিত উপাসন বা পূজন। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন পরবর্তী শ্লোকে পঞ্চাঙ্গের তালিকায় অভিষেকের উল্লেখ করা হয় নি, তার পরিবর্তে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা পূজার উল্লেখ করা হয়েছে।

দুঃখভূয়িষ্ঠ সংসারে কেউ যদি নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করে তা হলে তাকে পঞ্চাঙ্গোপাসনের সহিত মন্ত্র জপ করে সুখলাভ করতে হবে। ৭

পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।
হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

নিত্য ত্রিসন্ধ্যা পূজা, জপ, তর্পণ, হোম এবং ব্রাহ্মণভোজন একেই বলে পুরশ্চরণ। ৮

যদ্ যদঙ্গং বিহীয়তে তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
কুর্যাদ্ দ্বিত্রিচতুঃপঞ্চসংখ্যাং সা সাধকঃ প্রিয়ে ॥ ৯ ॥

তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ—সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ। পূজাঙ্গ জপের সংখ্যা ১০৮ (দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ষষ্ঠসং, পৃঃ ৪১)। কাজেই, এক অঙ্গের হানি হলে ১ × ২ = ২ গুণ জপ অর্থাৎ ১০৮ × ২ = ২১৬ জপ, দুই অঙ্গের হানি হলে ২ × ২ = ৪ গুণ জপ অর্থাৎ ১০৮ × ৪ = ৪৩২ জপ, এইভাবে হবে।

প্রিয়ে, যে-যে অঙ্গের হানি হবে সেই অঙ্গ-সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করতে হবে। অথবা সাধক দ্বিগুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ বা পঞ্চগুণ জপ করবে। ৯

কুর্বীত[১] চাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তৌ স ভক্তিতঃ[২]।
নচেদঙ্গং[৩] বিহীয়েত মন্ত্রী নেষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥

কোনো অঙ্গের অনুষ্ঠানে অশক্ত হলে সাধককে সেই অঙ্গসিদ্ধির জন্য ভক্তি-সহকারে জপ করতে হবে। নচেৎ অঙ্গহানি হয়েছে বলে সে ইষ্টলাভ করতে পারবে না। ১০

অন্নৈশ্চতুর্বিধৈর্দেবি পদার্থৈঃ ষড়্‌রসান্বিতৈঃ।
সুভোজিতেষু বিপ্রেষু সর্বং হি সফলং ভবেৎ ॥ ১১ ॥

দেবী, ষড়্‌রসান্বিত পদার্থের সঙ্গে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় এই চতুর্বিধ ভোজ্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করালে সব সফল হয়। ১১

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ঝ গ, কুর্বতে।

২ ঐ, তদশক্তেন ভক্তিতঃ।

৩ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, তচ্চেদঙ্গং; ঐ,—খ, স চেদঙ্গং।

সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ।
সর্বমন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি ত্বৎপ্রসাদাৎ[১] কুলেশ্বরি ॥ ১২ ॥

কুলেশ্বরী, পঞ্চাঙ্গোপাসনের দ্বারা তোমার প্রসাদে কেউ যদি সম্যক্ একটি-মন্ত্রসিদ্ধ হয়, তাহলে তার সর্বমন্ত্রসিদ্ধি হবে। ১২

উপদেশস্য সামর্থ্যাৎ শ্রীগুরোশ্চ প্রসাদতঃ[২]।
মন্ত্রপ্রভাবাদ্ভক্ত্যা[৩] চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৩ ॥

উপদেশসামর্থ্য, শ্রীগুরুর প্রসাদ, মন্ত্রপ্রভাব এবং ভক্তি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ১৩

সিদ্ধমন্ত্রাদ্ গুরোর্লব্ধো মন্ত্রো যঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ[৪]।
পূর্বজন্মকৃতাভ্যাসান্মন্ত্রো বা শীঘ্রসিদ্ধিদঃ ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধমন্ত্রগুরুর কাছে লব্ধ মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। অথবা পূর্বজন্মে যে-মন্ত্রের অভ্যাস করা হয়েছে তা শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করে। ১৪

দীক্ষাপূর্বং কুলেশানি পারম্পর্যক্রমাগতম্।
ন্যায়লব্ধশ্চ যো মন্ত্রঃ স চ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

কুলেশানী, পরম্পরাক্রমে আগত দীক্ষাপূর্বক যথারীতি-লব্ধ যে-মন্ত্র তার নিঃসংশয় সিদ্ধি হয়। ১৫

মাসমাত্রং জপেন্মন্ত্রং ভূতলিপ্যা তু সংপুটম্[৫]।
ক্রমাৎ ক্রমাৎ সহস্রন্তু তস্য সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ ॥ ১৬ ॥

ভূতলিপ্যা তু সম্পুটম্—ভূতলিপি দ্বারা পুটিত। অর্থাৎ আদিতে ও অন্তে ভূতলিপি যুক্ত। "যে-লিপি বা অক্ষর চেষ্টাবিশেষের দ্বারা উচ্চারিত হবার ধর্মবিশিষ্ট তাকে বলা হয় ভূতলিপি।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৭২।

"অ ই উ ঋ ৯ এই পাঁচটি হ্রস্বস্বর, এ ঐ ও ঔ এই চারটি সন্ধিবর্ণ, পঁচিশটি স্পর্শ বর্ণ এবং য র ল ব শ ষ স এবং হ এই আটটি ব্যাপকবর্ণ, মোট এই বেয়াল্লিশটি বর্ণ ভূতলিপি। এই বর্ণগুলি পঞ্চভূতাত্মক বলে এদের ভূতলিপি বলা হয়।" —ঐ, পৃঃ ৩৮২। ক্রমাৎ ক্রমাৎ—ক্রমে ক্রমে। সাধারণতঃ ১০৮ জপ বিধি। ক্রমে ক্রমে এই সংখ্যা বাড়াতে হবে।

---

১ তা বি গ,—ধ, প্রভাবাৎ। ২ ঐ, প্রভাবতঃ।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং ম গ, মন্ত্রপ্রভাবশক্ত্যা চ।
৪ ঐ, মন্মন্ত্রাক্ষরসংযুক্তমাতৃকাক্ষরমম্বিকে।
৫ তা বি গ,—ধ, মন্ত্রং জপ্যান্মহাদেবি ভূতলিপ্যার্ণসম্পুটম্।

ভূতলিপি দ্বারা সম্পুটিত করে মন্ত্র একমাস মাত্র জপ করতে হবে। ক্রমে ক্রমে যে সহস্র জপ করে তার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ১৬

সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং মাতৃকাক্ষরসংপুটম্।
অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৭ ॥

মাতৃকাক্ষরসংপুটম্—মাতৃকাক্ষর বা মাতৃকাবর্ণের দ্বারা সম্পুটিত অর্থাৎ মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে মাতৃকাবর্ণযুক্ত।

অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত "পঞ্চাশৎ বর্ণকে বলা হয় মাতৃকাবর্ণ। কারণ এদের থেকেই শব্দার্থময় সৃষ্টির উদ্ভব হয়।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩১৫।

অনুলোমবিলোমেন—অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে। অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত অনুলোমক্রম আর ক্ষ থেকে অ পর্যন্ত বিলোমক্রম।

অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে মাতৃকাবর্ণপুটিত মন্ত্রের সহস্র জপ করলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ১৭

ত্রিষষ্ট্যক্ষরসংযুক্তমাতৃকাক্ষরসংপুটম্।
ক্রমোৎক্রমাৎ শতং জপ্ত্বা মাসাৎ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ[১] ॥ ১৮ ॥

ক্রমোৎক্রমাৎ—ক্রমে ও বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে।

মাতৃকাক্ষরপুটিত তেষট্টিঅক্ষরযুক্ত মন্ত্রের অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে শত জপের দ্বারা এক মাসের মধ্যে উক্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ১৮

মাতৃকাজপমাত্রেণ মন্ত্রাণাং কোটিকোটয়ঃ।
জপিতাঃ স্যু র্ন সন্দেহো যতঃ[২] সর্বং তদুদ্ভবম্[৩] ॥ ১৯ ॥

কেবলমাত্র মাতৃকাজপের দ্বারা কোটি-কোটি মন্ত্রের জপ হয়। কারণ, সব মন্ত্রই মাতৃকা থেকে উদ্ভূত। ১৯

অনেক[৪]কোটিমন্ত্রাণি চিত্তাকুলকরাণি চ।
মন্ত্রং গুরুকৃপা[৫]প্রাপ্তমেকং স্যাৎ সর্বসিদ্ধিদম্ ॥ ২০ ॥

মন্ত্র অনেক কোটি। তারা চিত্ত বিহ্বল করে দেয়। গুরুকৃপায় প্রাপ্ত একটি মন্ত্রই সর্বসিদ্ধি প্রদান করে। ২০

---

১ ব গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মণ্ডলং পূজয়েন্মন্ত্রং [স্রী] মাতৃকাবর্ণমুচ্চরন্।
২ ব গ, যদ্ যৎ।
৩ তা বি গ,—খ, উদিতাস্তু ন সন্দেহ এতৎ সর্বং তদুদ্ভবম্।
৪ ব গ, অনেন।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, গুরুজপাৎ।

যদৃচ্ছয়া শ্রুতং মন্ত্রং দৃষ্টেনাপি ছলেন চ।
পত্রে স্থিতং বা চাধ্যাপ্য[১] তজ্জপঃ স্যাদনর্থকৃৎ[২] ॥ ২১ ॥

অধ্যাপ্য—উপদেশযোগ্য অর্থাৎ গুরুর কাছে যথাবিধি যার উপদেশ গ্রহণ করতে হয়।

অধ্যাপ্য মন্ত্র যদৃচ্ছা শ্রুত হলে কিংবা পত্রে স্থিত অবস্থায় ছলে দৃষ্ট হওয়ার জন্য, তার জপ অনর্থ ঘটায়। ২১

পুস্তকে লিখিতান্মন্ত্রান্ বিলোক্য প্রজপন্তি যে।
ব্রহ্মহত্যাসমং তেষাং পাতকং পরিকীর্ত্তিতং[৩] ॥ ২২ ॥

পুস্তকে লিখিত মন্ত্র দেখে নিয়ে যারা তার জপ করে, বলা হয়েছে তাদের ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ হয়। ২২

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্বতমস্তকম্।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্ ॥ ২৩ ॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
দেবায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্ ॥ ২৪ ॥
সাধনেষু[৪] প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি ॥ ২৫ ॥

পুণ্যস্থান, নদীতীর, গুহা, পর্বতশিখর, তীর্থক্ষেত্র, নদীসঙ্গম, পবিত্র বন, উন্মুক্ত উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রকূল এবং নিজগৃহ—এইসব স্থান গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তিদের জপসাধনের পক্ষে প্রশস্ত। অথবা যেস্থানে চিত্ত প্রসন্ন হবে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি সেই স্থানেই বাস করবে। ২৩-২৫

সূর্যস্যাগ্নে[৫]গুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলস্য চ[৬]।
গোবিপ্র[৭]কুলবৃক্ষাণাং সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ ॥ ২৬ ॥

সূর্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, গো, ব্রাহ্মণ এবং কুলবৃক্ষের সমীপে জপ প্রশস্ত। ২৬

---

১ তা বি গ,—খ, গাথা স্যাৎ।

২ ঐ,—ক, তজ্জপেন হ্যনর্থকৃৎ; ঐ,—খ, তজ্জপঃ স্যাদনর্থকঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, তজ্জপেন হ্যনর্থকৃৎ।

৩ তা বি গ,—গ, এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ব্যাধিদুঃখদম্।

৪ তা বি গ,—খ, সাধকানাং।

৫ তা বি গ,—খ, সূর্যস্যাগ্র।

৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, স্পন্দনস্য চ।

৭ তা বি গ,—গ, ঘ, গোবৃক্ষ; ঐ,—ঙ এবং র গ, গোবৃক্ষ।

গৃহে শতগুণং বিদ্যা[১]দ্ গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ।
কোটির্দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিবসন্নিধৌ ॥ ২৭ ॥

গৃহে জপে শতগুণ, গোষ্ঠে জপে লক্ষগুণ, দেবালয়ে জপে কোটিগুণ এবং শিবসন্নিধানে জপে অনন্ত পুণ্য হয়। ২৭

ম্লেচ্ছদুষ্টমৃগব্যাল[২]শঙ্কাতঙ্কবিবর্জিতঃ।
একান্তপাবনে নিন্দারহিতে ভক্তিসংযুতে ॥ ২৮।
স্বদেশে ধার্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
রম্যে[৩] ভক্তজনস্থানে নিবসেত্তাপসাশ্রমে[৪] ॥ ২৯ ॥

ম্লেচ্ছ দুষ্ট পশু হিংস্রজন্তু শঙ্কা ও আতঙ্ক নাই এমন স্থানে, একান্ত পবিত্র নিন্দাশূন্য ভক্তিসংযুক্ত স্থানে, স্বদেশে, ধর্মনিষ্ঠ দেশে, প্রচুর ভিক্ষা পাওয়া যায় এমন দেশে, যে-দেশ নিরুপদ্রব সেখানে, রম্যস্থানে, ভক্তজনস্থানে এবং তাপসাশ্রমে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি বাস করবে। ২৮-২৯

রাজানঃ সচিবা রাজ্ঞাং পুরুষাঃ প্রভবো[৫]জনাঃ।
চরন্তি যেন মার্গেণ ন বসে[৬]ত্তত্র মন্ত্রবিৎ ॥ ৩০ ॥

রাজারা, সচিবেরা, রাজপুরুষেরা এবং পরাক্রান্ত ব্যক্তিরা যে-পথে চলাফেরা করে সেখানে মন্ত্রবিৎ বাস করবে না। ৩০

জীর্ণদেবালয়োদ্যানগৃহ[৭]বৃক্ষতলেষু চ।
নদীতড়াগকূপেষু[৮] ভূছিদ্রাদিষু ন বিশেৎ[৯] ॥ ৩১ ॥

জীর্ণ দেবালয়, জীর্ণ উদ্যান, জীর্ণ গৃহ, জীর্ণ বৃক্ষতল, জীর্ণ অর্থাৎ মরা নদী, শুষ্ক তড়াগ ও কূপ, ভূগর্ভস্থ গর্ত—এসব স্থানে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি প্রবেশ করবে না অর্থাৎ জপের জন্য যাবে না। ৩১

দীপনাথমযষ্ট্বা যো জপপূজাদিকং চরেৎ[১০]।
তৎফলং গৃহ্ণতে দেবি তস্যায়াসঃ ফলং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিদ্যা। ২ তা বি গ,—খ, ব্যাঘ্র।
৩ ঐ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, রাজ।
৪ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, শ্রয়ে।
৫ তা বি গ,—খ, রাজপুরুষা বহবো; ঐ,—ঙ এবং র গ, রাজ্ঞঃ প্রভবাঃ পুরুষাঃ।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নিবসে।
৭ তা বি গ,—খ, দগ্ধ; র গ, দেবালয়োদ্যানে গৃহে।
৮ তা বি গ,—খ কূটেষু।
৯ ঐ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, বসেৎ।
১০ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, দীপনাথমবিজ্ঞায় যো জপাদিকমাচরেৎ।

দীপনাথ গুরুর পূজা না করে যে জপপূজাদির অনুষ্ঠান করে তার সেই অনুষ্ঠানের ফল গুরু নিয়ে নেন এবং তার ক্লেশমাত্র লাভ হয়। ৩২

বংশাশ্মধরণীদারুতৃণপল্লবনির্মিতম্।
বর্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদম্ ॥ ৩৩ ॥

ধীমান্ ব্যক্তি বাঁশ পাথর মাটি কাঠ তৃণ এবং পল্লব, এসবের আসন বর্জন করবে। কেননা, এইসব আসন দারিদ্র্য-দুঃখ-ও ব্যাধি-প্রদ। ৩৩

তূলকম্বলবস্ত্রাণাং সিংহ[1]ব্যাঘ্রমৃগাজিনম্।
কল্পয়েদাসনং ধীমান্ সৌভাগ্যজ্ঞানবৃদ্ধিদম্ ॥ ৩৪ ॥

ধীমান্ ব্যক্তি তুলা কম্বল বস্ত্র সিংহচর্ম ব্যাঘ্রচর্ম ও মৃগচর্মের আসন নির্মাণ করবে। এ রকম আসন সৌভাগ্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। ৩৪

পদ্মস্বস্তিকবীরাদিষ্বাসনেষূপবিশ্য চ।
জপার্চনাদিকং কুর্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

পদ্মস্বস্তিকবীরাদিষু আসনেষু—পদ্ম, স্বস্তিক, বীরাদি আসনে। এই আসন যোগাঙ্গ আসন। "হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষকে আসন বলা হয়। পদ্ম স্বস্তিক ইত্যাদি নামে এইসব আসন পরিচিত। হঠযোগপ্রদীপিকার মতে আসন হঠযোগের প্রথম অঙ্গ। আসনের অভ্যাসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য আরোগ্য ও লঘুত্ব লাভ হয়।" —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৭৭।

পদ্মাসন স্বস্তিকাসন বীরাসনাদিতে জপপূজাদি করতে হবে। অন্যথা তা নিষ্ফল হবে। ৩৫

দ্বাদশাবর্ত্তয়ন্[2] বুদ্ধ্যা প্রণবস্য ত্রিমাত্রকম্[3]।
মুঞ্চেৎ পিঙ্গলয়া বায়ুমন্তঃস্থং রেচকো ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥
ষোড়শাবর্ত্তয়ন্[4] তারং পূরয়েদ্বাহ্যমারুতম্।
শনৈকৈরিড়য়া বদ্ধা[5] পূরকং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৩৭ ॥
দ্বাদশাবর্ত্তয়ন্[6] তারং বায়ুং মধ্যে চ কুম্ভয়েৎ।
শোষয়েদ্বায়ুবীজেন দেহশোষনমীরিতম্ ॥ ৩৮ ॥

---

১ তা বি গ,—চিত্রকম্বলবস্ত্রাণি পদ।
২ ব গ, দ্বাদশাবর্ত্তয়েদ্।
৩ ঐ, ত্রিমাত্ৃকম ; তা বি গ,—খ, ত্রিমানকম্।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, বর্ত্তকং ; তা বি গ,—খ, বর্ত্তয়েৎ।
৫ তা বি গ,—খ, বিধান্।
৬ ঐ,—ঙ এবং ব গ, দ্বাদশাবর্ত্তকং।

পিঙ্গলয়া—পিঙ্গলা দ্বারা। "পিঙ্গলা যোগনাড়ী বিশেষ। যোগনাড়ী প্রাণবায়ুর প্রবাহপথ, স্থূলদেহের স্নায়ু নয়।" মুখ্যতম নাড়ী তিনটি—ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না।

"ষট্চক্রনিরূপণের মতে মেরুদণ্ডের বাহ্যদেশে বামে চন্দ্রনাড়ী ও দক্ষিণে সূর্যনাড়ী আর মেরুদণ্ডের মধ্যে ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপা সুষুম্না।" উক্ত সূর্যনাড়ী পিঙ্গলা।

"ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুটি নাড়ী মূলাধার থেকে সোজা আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে নাসারন্ধ্রে গেছে। বাম নাসারন্ধ্রে পৌঁচেছে ইড়া আর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে পিঙ্গলা।"

"পিঙ্গলা সম্বন্ধে সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন সূর্য, যেমন জীবকে বাইরের দিকে কার্যক্ষেত্রের দিকে চালিত করেন, সূর্যনাড়ী পিঙ্গলা তেমনি জীবকে বাইরের দিকে ক্রিয়াকলাপের দিকে চালিত করে বহির্মুখী করে দেয়। পিঙ্গলাতে যখন প্রাণবায়ু প্রবাহিত তখন সব রকম রাজসিক কর্ম করতে হয়।"

ইড়য়া বদ্ধা—ইড়া নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ বাম নাসাপথে। "কোনো কোনো যোগীর মতে যখন শ্বাস বাঁ নাকে চলে অর্থাৎ প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত হয় তখন আমাদের 'ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আদি' অন্তর্মুখী হয়। এইজন্য অনেকে ইড়াকে কেন্দ্রাভিমুখী নাড়ী বলেন।"

"যে-সময়ে প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত হয় তখন ধারণা ধ্যান জপ পূজাদি করার উপদেশ দেওয়া হয়।"—যোগনাড়ী সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৪২-৪৮।

আলোচ্য শ্লোক তিনটিতে রেচক পূরক ও কুম্ভকের কথা অর্থাৎ প্রাণায়ামের কথা বলা হয়েছে। রেচক পূরক ও কুম্ভক ভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ। অথবা বলা যায় এই তিনটি প্রাণায়ামের অঙ্গ। এই তিনটিতে মিলে প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণবায়ুর গতিচ্ছেদ বলা যায়। "শ্বাস টেনে সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস না ফেললেই প্রাণবায়ুর গতিচ্ছেদ হয় আবার নিঃশ্বাস ফেলে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস না টানলেও তা হয়। হঠযোগের পরিভাষায় এই ব্যাপারটাকেই পূরক কুম্ভক এবং রেচক বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় শ্বাসটানা পূরক, দম বন্ধ করে রাখা কুম্ভক আর নিঃশ্বাস ত্যাগ করা রেচক।"—দ্রঃ ঐ,পৃঃ ৮৬৪।

তারং—তার, প্রণব, ওঙ্কার। বায়ুবীজেন—বায়ুবীজের দ্বারা। বায়ুবীজ —যং। ত্রিমাত্রকম্—তিনমাত্রা। "মাত্রা সম্বন্ধে বলা হয়েছে বামজানুতে হস্তের ভ্রমণ করতে অর্থাৎ একবার হাত বুলাতে যেটুকু সময় লাগে বেদপারগ মুনিরা সেই সময়টুকু মাত্রা বলে জানেন।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৬৫।

ত্রিমাত্রা ওঁকার মনে মনে ১২ বার জপ করতে করতে অন্তঃস্থ বায়ু পিঙ্গলা-নাড়ী দ্বারা বিরেচন করতে হবে। একেই বলা হয় রেচক। ৩৬

১৬ বার ওঁকার জপ করতে করতে ধীরে ধীরে ইড়া নাড়ী দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু গ্রহণ করতে হবে। একেই বলে পূরক। ৩৭

১২ বার ওঁকার জপ করতে করতে বায়ু কুম্ভক করতে হবে। তারপর বায়ুবীজ জপ করে দেহ শুষ্ক করতে হবে। একে বলে দেহশোষণ। ৩৮

পুনশ্চ পূর্ববৎ[1]বায়ুং বিরেচ্যাপূর্য কুম্ভয়েৎ[2]।
দহেৎ[3] দহনবীজেন দেহ[4]দাহনমীরিতম্ ॥ ৩৯ ॥

দহবীজেন—অগ্নিবীজের দ্বারা। অগ্নিবীজ—রং।

আবার পূর্বের মতো বায়ু বিরেচন করে অর্থাৎ রেচক করে এবং পূরণ করে অর্থাৎ পূরক করে কুম্ভক করবে। আর অগ্নিবীজ জপ করে দেহ দগ্ধ করবে। একে বলে দেহদাহন। ৩৯

পুনশ্চ পূর্ববদ্বায়ুং বিরেচ্যাপূর্য কুম্ভয়েৎ।
শিবকুণ্ডলিনীযোগস্যন্দনামৃতধারয়া।
আপাদমস্তকং দেবি প্লাবয়েৎ প্লাবনং[5] ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

আবার পূর্বের মতো বায়ু বিরেচন করে অর্থাৎ রেচক করে এবং পূরণ করে অর্থাৎ পূরক করে কুম্ভক করতে হবে। দেবী, সহস্রারে শিব ও কুণ্ডলিনীর যোগ অর্থাৎ মিলন সাধন করে সেই যোগক্ষরণ অমৃতধারায় আপাদমস্তক প্লাবিত করতে হবে। এর নাম প্লাবন। ৪০

জপধ্যানং বিনাঽগর্ভঃ সগর্ভস্তদ্বিপর্যয়াৎ[6]।
অগর্ভাদ্ গর্ভ[7]সংযুক্তঃ প্রাণায়ামঃ শতাধিকঃ ॥ ৪১ ॥

জপধ্যান ছাড়া যে-প্রাণায়াম তাকে বলা হয় অগর্ভ প্রাণায়াম আর তার বিপরীত অর্থাৎ জপধ্যানযুক্ত যে প্রাণায়াম তা সগর্ভ প্রাণায়াম। অগর্ভ থেকে সগর্ভ প্রাণায়াম শতগুণ অধিক ফলদায়ক। ৪১

তপাংসি তীর্থযাত্রাদ্যা মখদানব্রতাদয়ঃ।
প্রাণায়ামস্য তস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৪২ ॥

---

১ তা বি গ,—খ. পূরয়েৎ। ২ তা বি গ,—ক, রেচয়েচ্চ সদা পুনঃ।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, দেহং। ৪ তা বি গ,—খ, পাপ।
৫ ঐ, শরীরং প্রাবণং ; তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, প্রাপয়েৎ প্লাবনং।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, বিপর্যয়ঃ। ৭ ঐ, অগর্ভগর্ভ।

তপস্যা, তীর্থযাত্রাদি, যজ্ঞ, দান, ব্রতাদি—এই সব সেই প্রাণায়ামের ষোলভাগের একভাগের সমানও নয়। ৪২

মানসং বাচিকং পাপং কায়িকং বাপি যৎকৃতম্।
তৎ সর্বং নির্দ্দহেচ্ছীঘ্রং প্রাণায়ামত্রয়ং শিবে[1] ॥ ৪৩ ॥

ওগো শিবা, মানস, বাচিক এবং কায়িক যে-সব পাপ করা হয় তা তিনটি প্রাণায়াম করলেই তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হয়ে যায়। ৪৩

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাঞ্চ যথা মলম্।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য সংযমাৎ॥ ৪৪ ॥

অগ্নিসংযোগে ধাতুসমূহের মল যেমন দগ্ধ হয় তেমনি প্রাণবায়ুর সংযমের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের সব দোষ দগ্ধ হয়। ৪৪

প্রাণায়ামৈর্বিশুদ্ধাত্মা যদ্ যৎ কর্ম করোতি হি।
তত্তৎ ফলত্যসন্দেহস্ত্ব[2]প্রযত্নেন বা কৃতম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রাণায়ামের দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা যে-যে কর্ম করে তা যত্ন করে না করলেও নিঃসন্দেহ সফল হয়। ৪৫

* আগমোক্তেন মার্গেণ ন্যাসং[3] নিত্যং করোতি যঃ।
দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৪৬ ॥

ন্যাস—সহজ কথায় "ন্যাস অর্থ সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তাঁর ইষ্টদেবতার সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতিভাবনা।"

"দেহসম্পর্কে কর্তৃত্বাভিমান বা মমত্ববুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করে সেই স্থলে দেবতাভাবনা বা ভগবদ্বুদ্ধি স্থাপন করাই ন্যাসের তাৎপর্য।" —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৫২।

আগমোক্ত উপায়ে যে নিত্য ন্যাস করে সে দেবভাব প্রাপ্ত হয় এবং তার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ৪৬

যো ন্যাসকবচেনৈব[4] মন্ত্রং জপতি তং[5] প্রিয়ে।
বিঘ্না দৃষ্ট্বা পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ ॥ ৪৭ ॥

কবচ—তন্ত্রশাস্ত্রে "দেবতার বিশেষমন্ত্রকে কবচ বলা হয়। লৌহবর্মাদির মতো দেবতার মন্ত্র সাধকের অঙ্গাদি রক্ষা করে বলে তার নাম কবচ।" —দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫০৪।

---

১ ভা বি গ,—খ, ঙ এবং ব গ, ত্রয়েণ বৈ। ২ ভা বি গ,—গ, ঘ, ফলত্য সন্দেহস্ত্ব।
৩ ভা বি গ,—খ, ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; ভা বি গ, মার্গেণাভ্যাসং।
৪ ভা বি গ,—ঙ এবং ব গ,-ধৃত পাঠ ; ভা বি গ, ন্যাসকবচচ্ছন্দো। ৫ ঐ, চ।

প্রিয়ে, যে ন্যাস ও কবচের সহিত মন্ত্র জপ করে, সিংহকে দেখে হাতীরা যেমন পালিয়ে যায় তেমনি তাকে দেখে সব বিঘ্ন পালায়। ৪৭

অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মূঢ়াত্মা[১] প্রজপেন্মনুম্।
বাধ্যতে সর্ববিঘ্নৈশ্চ ব্যাঘ্রৈর্মৃগশিশুর্যথা[২] ॥ ৪৮ ॥

যে মূঢ়াত্মা ন্যাস না করে মন্ত্র জপ করে তাকে সব বিঘ্ন তেমনি পীড়িত করে যেমন বাঘেরা পীড়িত করে মৃগশিশুকে। ৪৮

অক্ষমালা দ্বিধা প্রোক্তা কল্পিতাঽকল্পিতেতি চ।
কল্পিতা মণিভিঃ কৢপ্তা[৩] মাতৃকা স্যাদকল্পিতা ॥ ৪৯ ॥

দুই প্রকার অক্ষমালার কথা বলা হয়—কল্পিত অর্থাৎ রচিত আর অকল্পিত অর্থাৎ অরচিত। মণিমুক্তাদিরচিত মালা কল্পিত আর মাতৃকাবর্ণের মালা অকল্পিত। ৪৯

আদিক্ষান্তাক্ষরাত্ত্বা[৪]দক্ষমালেতি কীর্ত্তিতা।
অনুলোমবিলোমাভ্যাং গণয়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৫০ ॥

অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত অক্ষরে সমাপ্ত বলে (অ-ক্ষ) অক্ষমালা বলা হয়। শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিৎ এই অক্ষর একবার অনুলোম ক্রমে আবার বিলোমক্রমে অর্থাৎ একবার অ থেকে ক্ষ এবং আবার ক্ষ থেকে অ এই ক্রমে গণনা করবেন। ৫০

ঐকৈকমঙ্গুলীভিঃ স্যাদ্রেখাভির্দ্দশধা ফলম্[৫]।
মণিভিঃ[৬] শতসাহস্রং মাণিক্যাঽ[৭]নন্তমুচ্যতে ॥ ৫১ ॥

জপসংখ্যা আঙ্গুলের দ্বারা রাখলে একগুণ ফল, রেখা দ্বারা রাখলে দশগুণ ফল, মণিদ্বারা রাখলে সহস্রগুণ ফল এবং মাণিক্য দ্বারা রাখলে অনন্তগুণ ফল লাভ হয়। ৫১

ত্রিংশদ্ভিঃ স্যাদ্ধনং পুষ্টিঃ সপ্তবিংশতির্ভিভবেৎ।
পঞ্চবিংশতিভির্মোক্ষং পঞ্চদশ্যাভিচারকে।
পঞ্চাশদ্ভিঃ কুলেশানি সর্বসিদ্ধিরিতীরিতা[৮] ॥ ৫২ ॥

---

১ তা বি গ.—খ. কেবলং; ঐ.—ঙ এবং ব গ. মূঢ়ত্বাৎ।
২ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ. সিংহৈর্মৃগশুর্যথা।
৩ তা বি গ.—গ. ঘ. মণিভিঃ প্রোক্তা; ঐ.—ঙ এবং ব গ. মালাভিঃ।
৪ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. আদিক্ষান্তাক্ষরৈর্বা।
৫ তা বি গ.—খ. ঐকৈকমঙ্গুলিভিঃ স্যাদ্রেখাভির্দশগুণম্।
৬ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ. মালাভিঃ।
৭ তা বি গ.—খ, ঙ এবং ব গ. মাণিক্যা।
৮ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. সর্বসিদ্ধিফলোদিতা।

মালার গুটিকা বা বীজের সংখ্যা ত্রিশ হলে সেই মালা জপে ধন, সাতাশ হলে পুষ্টি, পঁচিশ হলে মোক্ষ লাভ হয়। আর উক্ত সংখ্যা পনর হলে সেই মালা অভিচারকর্মের জপে ব্যবহার করতে হয়। ওগো কুলেশানী, উক্ত সংখ্যা পঞ্চাশ হলে সেই মালা জপে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। ৫২

অঙ্গুষ্ঠেন চ মোক্ষঃ স্যাত্তর্জনী শত্রুনাশিনী।
মধ্যমাং ধনদাং বিদ্যাৎ শান্তিকর্মণ্যনামিকা।
কনিষ্ঠা স্তম্ভন্যাকর্ষণ্যঙ্গুলী সু[১]প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৩ ॥

আলোচ্য শ্লোকে কামনাভেদে জপে অঙ্গুলীনিয়ম বিবৃত হয়েছে।

অঙ্গুষ্ঠেন—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা। এখানে ব্যাপারটির সংকেত করা হয়েছে মাত্র। বৃহৎতন্ত্রসারে (পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সং, পৃঃ ৩৪) বৈশম্পায়নসংহিতার এই বচন উদ্ধৃত হয়েছে—"অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা এই অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা মধ্যমার মধ্যপর্বে জপমালা চালন করিবে। মালা তর্জনী স্পর্শ করাইবে না। এই প্রণালীতে জপ করিলে মুক্তিলাভ হয়।" সংকেতটির পুরো ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। জপে অঙ্গুলীনিয়ম সম্বন্ধে তন্ত্রে তন্ত্রে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা (টীকাবিবৃত প্রণালীতে) মালা জপে মোক্ষ লাভ হয়। মালাজপে অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্জনী শত্রুনাশিনী অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা মালা জপে শত্রুনাশ হয়। জপে অঙ্গুষ্ঠাযোগে মধ্যমাকে ধনদা বলে জানবে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা জপে ধনলাভ হয়। শান্তিকর্মে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা জপ করতে হয় আর স্তম্ভন ও আকর্ষণ কর্মে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা জপের কথা প্রকীর্ত্তিত হয়েছে। ৫৩

এতাবচ্চজপিষ্যামীত্যাদৌ[২] সঙ্কল্প্য মন্ত্রবিৎ[৩]।
স্থিরাসনো জপিত্বাংথ দেব্যৈ সোদকমর্পয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

এতাবচ্চ—এই পর্যন্ত। শাস্ত্রনির্দিষ্ট একটি সংখ্যা পর্যন্ত। যেমন ১০৮, ১০০০ ইত্যাদি। স্থিরাসনো—অজিনাদি বসবার আসনে পদ্মাসনাদি যোগাসন করে স্থির হয়ে উপবিষ্ট।

এই পর্যন্ত জপ করব এরূপ সঙ্কল্প করে মন্ত্রবিৎ আসনে স্থির হয়ে উপবিষ্ট হয়ে মন্ত্র জপ করবে এবং তারপর দেবীকে যথাবিহিত জলসহ জপ সমর্পণ করবে। ৫৪

---

১ ব গ, স্তম্ভনাকর্ষী চাঙ্গুলীযু।

২ তা বি গ,—খ, ও এবং ব গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এতজ্জপিষ্যামীত্যাদৌ।

৩ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মন্ত্রবিত্তমঃ।

উচ্চৈর্জপোঽধমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
উত্তমো মানসো দেবি ত্রিবিধঃ কথিতঃ জপঃ ॥ ৫৫ ॥

উচ্চৈঃ জপঃ—উচ্চৈঃস্বরে জপ। একে বলে বাচিক জপ। "বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ অন্যেও শুনতে পারে এরূপভাবে মন্ত্রোচ্চারণ বাচিক জপ।"

উপাংশুঃ—উপাংশু জপ। "দেবতাগতচিত্ত হয়ে জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ চালনা করে মন্ত্রকে কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য করে বার বার উচ্চারণ করাকে বলে উপাংশু জপ। উপাংশু জপ শুধু নিজের কর্ণগোচর হয়।"

মানসঃ—মানস জপ। "অর্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণস্বরপদাত্মক অক্ষরশ্রেণীর অর্থাৎ মন্ত্রের বার বার মনে মনে উচ্চারণকে বলে মানস জপ। মানস জপ নিজের কর্ণগোচরও হয় না।"

"মানস জপের অন্যরকম সংজ্ঞাও নির্দেশ করা হয়। সম্যক্ তন্ময়তারূপ ভাবনাকে সূক্ষ্ম বা মানস জপ বলা হয়। অর্থাৎ মন্ত্রের সঙ্গে তথা মন্ত্রোক্লিষ্ট দেবতার সঙ্গে মনের একাত্মকতা-ভাবনা মানস জপ।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৬৭-৬৮।

দেবী, উচ্চৈস্বরে জপকে অধম বলা হয়, উপাংশু মধ্যম আর মানস জপ উত্তম। এই ত্রিবিধ জপের কথা বলা হয়েছে। ৫৫

অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘস্তপঃক্ষয়ঃ।
অক্ষরাক্ষর সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি[১] ॥ ৫৬ ॥

জপে অতি হ্রস্ব উচ্চারণে ব্যাধি আর অতিদীর্ঘ উচ্চারণে তপঃক্ষয় হয়। মন্ত্রের এক অক্ষরের সঙ্গে আরেক অক্ষর জড়িয়ে গেলে সেই মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না। ৫৬

মনসা যঃ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং জপেৎ।
উভয়ং নিষ্ফলং দেবি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা ॥ ৫৭ ॥

দেবী, যে মনে মনে স্তোত্র স্মরণ করে বা শব্দ করে মন্ত্র জপ করে ফুটো পাত্রে জলের মতো তার উভয় কর্মই নিষ্ফল হয়। ৫৭

জাতসূতকমাদৌ স্যাত্তদন্তে মৃতসূতকম্।
সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ[২] স ন সিধ্যতি ॥ ৫৮ ॥

---

১ তা বি গ.—খ. অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেন্মৌক্তিকহারবৎ; তা বি গ.—ঙ এবং র খ. অক্ষরাক্ষরসংযুক্তা জপেন্মৌক্তিকপঙ্‌ক্তিবৎ।

২ তা বি গ.—ঙ. মন্ত্রঃ।

জাতসূতকম্, মৃতসূতকম্—জাতসূতক, মৃতসূতক। "তন্ত্রশাস্ত্রমতে মন্ত্র সচেতন পদার্থ, মন্ত্র জীব।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০৪।

"মন্ত্র যখন জীব তখন তার জন্ম মৃত্যু হয়। আর তা হলে তার জাতসূতক অর্থাৎ জাতকাশৌচ এবং মৃতসূতক অর্থাৎ মৃতাশৌচ হয়। মন্ত্রোচ্চারণের আদিতে জাতকাশৌচ আর অন্তে মৃতাশৌচ।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০৫।

আদিতে জাতকাশৌচ এবং অন্তে মৃতাশৌচ। এই অশৌচদ্বয়যুক্ত মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না। ৫৮

আদ্যন্তরহিতং[১] কৃত্বা মন্ত্রমাবর্ত্তয়েৎ সদা[২]।
সূতকদ্বয়নির্মুক্তো[৩] যো মন্ত্রঃ স হি সিধ্যতি[৪] ॥ ৫৯ ॥

আদ্যন্তরহিতং—আদি ও অন্ত রহিত অর্থাৎ পূর্বশ্লোকোক্ত আদিতে যে জাতকাশৌচ এবং অন্তে যে মৃতাশৌচ তা রহিত।

সর্বদা আদি ও অন্ত রহিত করে মন্ত্রের আবৃত্তি অর্থাৎ জপ করতে হবে। যে-মন্ত্র সূতকদ্বয়মুক্ত তারই সিদ্ধি হয়। ৫৯

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৬০ ॥

মন্ত্রার্থং—মন্ত্রার্থ। "মন্ত্র ও দেবতার অভেদজ্ঞান মন্ত্রার্থ। যামলে বিষয়টিকে বিশদ করে বলা হয়েছে—বাচ্যবাচকভাবে মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন। দেবতার এই অভিন্ন রূপচিন্তা মন্ত্রার্থ।"

"তবে তন্ত্রবিশারদেরা বলেন, মন্ত্রার্থ গুরুমুখে বোধ্য। কারণ শাস্ত্রে ত্রিবিধ মন্ত্রার্থের উল্লেখ আছে। তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতে সিদ্ধ সাধ্য এবং সাধক এই ত্রিবিধ উপাসকের জ্ঞাতব্য মন্ত্রার্থ ত্রিবিধ।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৭৭।

মন্ত্রচৈতন্যং—মন্ত্রচৈতন্য। "দীক্ষার পূর্বে যেমন মন্ত্রের দশসংস্কারাদি করতে হয় তেমনি তার চৈতন্য সম্পাদনও করতে হয় অর্থাৎ মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করতে হয়। মন্ত্র দেবতা গুরু ও সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে একই চৈতন্য বিরাজমান। মন্ত্রে এ চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে; সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যেও তাই। প্রবুদ্ধ-

১ ঐ এবং ব্র গ, অন্তস্বরহিতং।
২ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ক্রিয়া; ঐ,—ক, ধিয়া।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, সূতকদ্বয়াসংযুক্তো।
৪ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সর্বসিদ্ধিদঃ।

চৈতন্য গুরু আপন চৈতন্যের দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করেন এবং দীক্ষাদানের সময় তা শিষ্যচৈতন্যে সঞ্চারিত করে দেন।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০৮।

যোনিমুদ্রা—"যোনিমুদ্রা কথাটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে বলা হয়েছে—মূলাধারে আছে এক অতি সুন্দর ত্রিকোণ। তার মধ্যে আছে সুলক্ষণ কামবীজ আর সেই কামবীজোদ্ভব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। সেই লিঙ্গের উপরে হংসাশ্রিতা চিৎকলার ধ্যান করতে হবে আর ধ্যান করতে হবে সেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন কুণ্ডলিনী। চিৎকলায় জগন্ময়ী তেজোরূপা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করতে হবে। তেজস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে মূলাধারাদি চক্র ভেদ করিয়ে 'হংস' মন্ত্রসহ সুষুম্নাপথে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে দেবী সদাশিবের সঙ্গে ক্ষণমাত্র রমণ করবেন। সেই মিলন থেকে তৎক্ষণাৎ অমৃতের উদ্ভব হবে। লাক্ষারসসমন্বিত সেই অমৃত। তার দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করতে হবে। তার পর ষট্‌চক্রস্থ দেবতাদের তর্পণ করে যে-পথে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই পথে আবার মূলাধারে নিয়ে আসতে হবে। তারপর অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণমালা চিন্তা করতে হবে। মৃণালতন্তুর মতো চিত্রিণী নাড়ী মতান্তরে ব্রহ্মনাড়ী। চিন্তা করতে হবে, এই নাড়ীর দ্বারা সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী মালা গ্রথিত। মন্ত্রের দ্বারা ব্যবহিত বর্ণ এবং বর্ণের দ্বারা ব্যবহিত মন্ত্র এইভাবে অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে এই সর্বমন্ত্রপ্রকাশিনী বর্ণময়ী মালা গ্রন্থন করতে হবে; বর্ণমালার শেষ বর্ণ ক্ষ মেরুস্বরূপ। এটি লঙ্ঘন করতে নেই। বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করে মন্ত্রের পূর্বে স্থাপন করে জপ করতে হয়। সজ্ঞানে মূলমন্ত্রের একশ আট জপ কর্তব্য। বর্ণসমূহকে আটটি বর্গে ভাগ করে আটবার জপ করতে হয়। আটটি বর্গের আদি বর্ণ যথাক্রমে অ ক চ ট ত প য এবং শ। এই যোনিমুদ্রা।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭৭৮।

যে মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য এবং যোনিমুদ্রা জানেনা, শতকোটি জপেও তার সিদ্ধি লাভ হয় না। ৬০

সুপ্তবীজাশ্চ[১] যে মন্ত্রা ন দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে।
মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬১ ॥

সুপ্তবীজাঃ—সহজ কথায় অপ্রবুদ্ধচৈতন্য।

প্রিয়ে, সুপ্তবীজ মন্ত্র সফল হয় না। যে-সব মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত তাদেরই সর্বসিদ্ধিকর বলা হয়। ৬১

---

১ তা বি গ,—খ, ঙ এবং ঝ গ, গুপ্তবীর্যাশ্চ।

চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলম্।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিজপাদপি ॥ ৬২ ॥

চৈতন্যরহিতমন্ত্র বর্ণসমষ্টিমাত্র। লক্ষকোটি জপেও এসব মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। ৬২

মন্ত্রোচ্চারে কৃতে যাদৃক্[১] স্বরূপং প্রথমং ভবেৎ।
শতৈঃ সহস্রৈর্লক্ষৈর্বা কোটিজাপেন তৎ ফলম্ ॥ ৬৩ ॥

প্রথমে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণে তার স্বরূপ যেভাবে প্রকাশিত হয় এবং যে-ফল হয়, শত সহস্র লক্ষ বা কোটি জপেও সেই ফলই হয়। ৬৩

হৃদয়ে[২] গ্রন্থিভেদশ্চ সর্বাবয়ববর্দ্ধনম্।
আনন্দাশ্রু চ পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি।
গদ্‌গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥
সকৃদুচ্চরিতেঽপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে[৩]।
দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া যত্র পারম্পর্যং তদুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদঃ—হৃদ্দেশে স্থিত গ্রন্থিভেদ। হৃদ্দেশ বলতে বুঝাচ্ছে ষট্‌-চক্রের অন্যতম অনাহতচক্রকে। এখানকার গ্রন্থির নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। "গ্রন্থি অর্থ গিঁঠ। গ্রন্থিভেদ অর্থ গিঁঠখোলা। সহজ কথায় গ্রন্থিভেদ অর্থ বন্ধনমুক্তি" বিষ্ণুগ্রন্থি বিত্তৈষণা। "বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হলে বৈষ্ণবী মায়া ধনৈশ্বর্যাদির প্রলোভন সাধককে আর বিচলিত করতে পারে না। এই গ্রন্থিভেদের দ্বারা বিত্তৈষণা দূর হয়।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা. ১ম সং, পৃঃ ১৯৯ ১০০০।

কুলেশ্বরী, চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র যদি এইভাবে একবারমাত্র উচ্চারিত হয় তা হলে হৃদ্দেশেস্থিতগ্রন্থিভেদ হয়, সব অবয়ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আনন্দাশ্রু ঝরে, পুল-কোদ্‌গম হয়। দেহ আবেশাচ্ছন্ন হয় এবং সহসা কথা গদ্‌গদ হয়ে যায়, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এই সব প্রমাণ যেক্ষেত্রে দেখা যায় সেক্ষেত্রে পরম্পরা অনুসৃত হয়েছে বলতে হবে। ৬৪-৬৫

রুদ্ধঃ[৪] কূটাক্ষরো মুগ্ধ বদ্ধঃ ক্রুদ্ধশ্চ ভেদিতঃ।
বালঃ কুমারো যুবকঃ প্রৌঢ়ো বৃদ্ধশ্চ[৫] গর্বিতঃ ॥ ৬৬

---

১ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, মনসোচ্চারণকৃতঃ।

২ তা বি গ,-ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ,—হৃৎকণ্ঠ; ঐ,-খ, হৃৎকম্পো।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সংপুটে।

৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বদ্ধ।

৫ র গ, বৃদ্ধঃ প্রৌঢ়শ্চ।

স্তম্ভিতো মূর্চ্ছিতো মত্তঃ[1] কীলিতঃ[2] খণ্ডিতঃ শঠঃ[3]।
মন্দঃ[4] পরাঙ্মুখশ্ছিন্নো বধিরোঽন্ধস্ত্বচেতনঃ ॥ ৬৭ ॥
কিঙ্করঃ[5] ক্ষুধিতঃ স্তব্ধঃ[6] স্থানভ্রষ্টশ্চ[7] পীড়িতঃ।
নিঃস্নেহো বিকলো ধ্বস্তো[8] নির্জীবঃ[9] খণ্ডিতারিকৌ[10] ॥ ৬৮ ॥
সুপ্তস্তিরস্কৃতো নীচো[11] মলিনশ্চ দুরাসদঃ।
নিঃসত্ত্বো নির্দ্দয়ো[12] দগ্ধশ্চপলশ্চ ভয়ঙ্করঃ ॥ ৬৯ ॥
নিস্ত্রিংশো বিকৃতাচারঃ[13] ফলহীনো নিকৃন্তনঃ[14]।
নির্বীর্য্যো[15] ভ্রমিতো[16] শপ্তো[17] খনক্লিষ্টোঽঙ্গহীনকঃ[18]।
জড়ো রিপু[19]রুদাসীনো লজ্জিতো মোহিতোঽলসঃ[20] ॥ ৭০ ॥
ষষ্ট্যেতান্[21] মন্ত্রদোষাংশ্চ যোঽজ্ঞাত্বা প্রজপেন্মনুম্[22]।
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য লক্ষকোটিজপাদপি ॥ ৭১ ॥

মন্ত্রদোষান্—মন্ত্রদোষসমূহ। শাপগ্রস্ত হওয়ার জন্য মন্ত্র বিবিধ দোষগ্রস্ত হয়। আলোচ্য শ্লোকগুলিতে এইরকম দোষগ্রস্ত মন্ত্রের নাম করা হয়েছে। অবশ্য, সবতন্ত্রে দোষগ্রস্ত মন্ত্রের একই তালিকা পাওয়া যায় না। যেমন শারদাতিলক ২।৬৪-৭০ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে বিবৃত তালিকা অন্যরকম।

দোষযুক্ত মন্ত্রের শোধনব্যবস্থাও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।—এ সম্বন্ধে আলোচনা, দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০৫-৭০৭।

---

১ তা বি গ,—গ, ঘ, নষ্ট ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কষ্ট।
২ র গ, সংবিদ্ধঃ।
৩ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, প্রিয়ে।
৪ তা বি গ,-ঙ এবং র গ, মগ্নঃ।
৫ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ, কেকরঃ।
৬ তা বি গ,—ক, দৃপ্তঃ ; ঐ,—গ, ঘ, সুপ্তঃ ; ঐ,—ঙ, যদ্ধঃ ; র গ, কৃপ্তঃ।
৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ভ্রষ্টশ্চ।
৮ তা বি গ,—ক, খ, স্তব্ধা।
৯ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, নির্বীজঃ ; ঐ,—খ, নির্বীর্যঃ।
১০ ঐ,—ক এবং র গ,-মুক্ত পাঠ ; তা বি গ, খণ্ডিতারিকঃ ; ঐ,—খ, মূর্চ্ছিতঃ ; ঐ,—গ, ঘ, খণ্ডিতানিকৌ।
১১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নীচো।
১২ ঐ,-মুক্ত পাঠ ; তা বি গ, নির্জিতো।
১৩ তা বি গ,—গ, ঘ, ঙ এবং র গ,-মুক্ত পাঠ ; তা বি গ, নিন্দিতঃ ক্রূরঃ।
১৪ তা বি গ,—খ, নিরংসকঃ।
১৫ ঐ,—খ, ঙ এবং র গ, নির্বীজঃ।
১৬ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং র গ, ভ্রমিতঃ।
১৭ তা বি গ,—খ, কৃষ্ণ।
১৮ তা বি গ,—ক, গ, কৃষ্ণ : কষ্টোঽঙ্গহীনকঃ ; ঐ,—ঘ, কৃষ্ণঃ কষ্টোঽঙ্গহীনকঃ ; ঐ,—ঙ এবং র গ, কৃষ্ণঃ কৃষ্টোঽঙ্গহীনতঃ।
১৯ তা বি গ,—খ, ব্রীড়িতারি।
২০ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মোহিতঃ প্রিয়ে।
২১ ঐ, সপ্তোতান্।
২২ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ঙ, জ্ঞাত্বা পশ্চাজ্জপেৎ প্রিয়ে ; র গ, জ্ঞাত্বা পশ্চাজ্জপেন্মনুং।

রুদ্ধ, কূটাক্ষর, মুগ্ধ, বদ্ধ, ক্রুদ্ধ, ভেদিত, বালক, কুমার, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, গর্বিত, স্তম্ভিত, মূর্চ্ছিত, মত্ত, কীলিত, খণ্ডিত, শঠ, মন্দ, পরাঙ্মুখ, ছিন্ন, বধির, অন্ধ, অচেতন, কিঙ্কর, ক্ষুধিত, স্তব্ধ, স্থানভ্রষ্ট, পীড়িত, নিঃস্নেহ, বিকল, ধ্বস্ত, নির্জীব, খণ্ডিত, অরি, সুপ্ত, তিরস্কৃত, নীচ, মলিন, দুরাসদ, নিঃসত্ত্ব, নির্দয়, দগ্ধ, চপল, ভয়ঙ্কর, নিস্ত্রিংশ, বিকৃতাচার, ফলহীন, নিকৃন্তন অর্থাৎ নাশক, নির্বীর্য, ভ্রমিত, অভিশাপগ্রস্ত, ঋণক্লিষ্ট, অঙ্গহীন, জড়, রিপু, উদাসীন, লজ্জিত, মোহিত এবং অলস। এই ষাট দোষযুক্ত মন্ত্র। এই সব মন্ত্রদোষ না জেনে যে মন্ত্র জপ করে লক্ষকোটি জপেও তার সিদ্ধিলাভ হয় না। ৬৬-৭১

কথ্যন্তে দশ সংস্কারা মন্ত্রদোষহরাঃ প্রিয়ে।
জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনং ততঃ ॥ ৭২ ॥
অভিষেকোঽথ বিমলীকরণাপ্যায়নে তথা।
তর্পণং দীপনং গুপ্তিঃ সংস্কারাঃ কুলনায়িকে ॥ ৭৩ ॥

দশসংস্কারাঃ—দশ সংস্কার। দীক্ষার পূর্বে মন্ত্রের জননাদি দশ সংস্কার শাস্ত্রবিহিত। এই সব সংস্কার করেন গুরু।

জনন—"মাতৃকাযন্ত্র থেকে পর্যায়ক্রমে মন্ত্রের উদ্ধারের নাম জনন।"

জীবন—"উদ্ধৃত বর্ণসমূহের অর্থাৎ মন্ত্রের পঙ্‌ক্তিক্রমে প্রত্যেক বর্ণ প্রণব দ্বারা পুটিত করে শতবার জপ করার নাম জীবন। দশবার করেও এই জপ বিহিত।"

তাড়ন—"সুধী ব্যক্তি মন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণ পৃথক্ করে শতবার বা দশবার জপ করবেন। আর মন্ত্রবর্ণসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করে লিখে প্রত্যেকটি বর্ণকে বায়ুবীজ অর্থাৎ 'যং' এই বীজযুক্ত করে চন্দনের জল দিয়ে তাড়না করবেন। এরই নাম তাড়ন। তাড়ন শতবার বা দশবার বিহিত।"

বোধন—"মন্ত্রবর্ণসমূহ লিখে দশবার তাড়না করে, মন্ত্রবর্ণের সংখ্যা যত তত সংখ্যক করবীর ফুল দিয়ে 'রং' এই বীজ উচ্চারণপূর্বক হনন করতে হবে। একেই বলে বোধন।"

অভিষেক—"মন্ত্রের বর্ণগুলি লিখে যত বর্ণ ততটি রক্ত হয়ারিকুসুম অর্থাৎ করবীর ফুল দিয়ে প্রত্যেকটি বর্ণকে 'রং' এই বীজমন্ত্রে একবার করে অভিমন্ত্রিত করতে হবে এবং তারপরে মন্ত্রের বর্ণসংখ্যা যত ততটি অশ্বত্থ পল্লবের দ্বারা মন্ত্রবর্ণগুলিকে সেই সেই মন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সিঞ্চন করতে হবে। এরই নাম অভিষেক।"

বিমলীকরণ—"সুষুম্না নাড়ীর মূল ও মধ্যভাগে মন্ত্রের চিন্তা করে জ্যোতির্মন্ত্রে যতী মলত্রয় দগ্ধ করবেন। একেই বলে বিমলীকরণ। জ্যোতির্মন্ত্র—ওঁ হ্রৌং।"

আপ্যায়ন—"স্বর্ণ কুশোদক বা পুষ্পোদকের দ্বারা জ্যোতির্মন্ত্রে মন্ত্রের বর্ণগুলিকে যথাবিধি আপ্যায়ন করতে হবে। এরই নাম আপ্যায়ন।"

তর্পণ—"জ্যোতির্মন্ত্রে জল দিয়ে মন্ত্রের তর্পণকে তর্পণ বলা হয়। তর্পণ ও অভিষেক সম্বন্ধে আবার বিশেষ বিধিও আছে। শক্তিমন্ত্রের তর্পণ মধু দিয়ে, বিষ্ণুমন্ত্রের তর্পণ কর্পূরমিশ্রিত জল দিয়ে এবং শিবমন্ত্রের তর্পণ ঘৃত ও দুগ্ধ দিয়ে করা বিধি। অভিষেক সম্বন্ধেও এই একই ব্যবস্থা।"

দীপন—"ওঁ হ্রী" এবং শ্রী" এই বীজত্রয়যোগে মন্ত্রের দীপন হয়।"

গুপ্তি—"জপ্যমান মন্ত্রকে অপ্রকাশ রাখার নাম গুপ্তি।" —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০৩-৭০৪।

আলোচ্য শ্লোকে দশ সংস্কার মন্ত্রদোষহরণকারী বলা হয়েছে। এ-দোষ পূর্বোক্ত রুদ্ধাদি দোষ নয়। সে-সব দোষ শোধনের একাধিক ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে সকলের সাধ্যায়ত্ত একটি ব্যবস্থা—"হ্রী" শ্রী" ক্লী" ওঁ-এর যে-কোন একটি বীজের দ্বারা পুটিত করে মূলমন্ত্র আট হাজার বার জপ করলেই মন্ত্রের দোষশান্তি হবে।" —দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০৭।

প্রিয়ে, মন্ত্রের দোষহরণকারী দশসংস্কার বলা হচ্ছে। ওগো কুলনায়িকা, জনন, জীবন, তারপরে তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন এবং গুপ্তি—এই দশ সংস্কার। ৭২-৭৩

শানোল্লোঢ়ানি শস্ত্রাণি[১] যথা স্যুর্নিশিতানি বৈ।
মন্ত্রাশ্চ স্ফূর্তিমায়ান্তি সংস্কারৈর্দশভিস্তথা ॥ ৭৪ ॥

শান দেওয়া হলে, শস্ত্রসমূহ যেমন ধারাল হয় তেমনি দশ সংস্কারের দ্বারা মন্ত্রসমূহের স্ফুরণ হয়। ৭৪

ভক্ষ্যং হবিষ্যং শাকাদি বিহিতানি ফলান্যপি[২]।
মূলং শক্তুং যবানাঞ্চ[৩] শস্তান্যেতানি মন্ত্রিনাম্ ॥ ৭৫ ॥

গৃহীতমন্ত্র-সাধকদের ভোজনের পক্ষে হবিষ্যান্ন, শাকাদি, বিহিত সব ফল, মূল, যবাদির ছাতু এই সব প্রশস্ত। ৭৫

---

১ তা বি গ.—ঙ, শাস্ত্রাণি।

২ ঐ,—গ, ঘ, শাকানি বিহিতানি ফলং পয়ঃ।

৩ তা বি গ.—ঙ, যবোৎপন্নং।

যস্যান্নপানপুষ্টাঙ্গঃ[1] কুরুতে ধর্মসঞ্চয়ম্।
অন্নদাতুঃ ফলং চার্দ্ধং কর্ত্তুশ্চার্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

যার অন্নজলের দ্বারা শরীর পোষণ ক'রে কেউ ধর্মসঞ্চয় করে অন্নদাতা তার ধর্মসঞ্চয়ের অর্দ্ধেক ফল পায় এবং ধর্মসঞ্চয়কারী পায় অর্দ্ধেক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৭৬

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পরান্নং বর্জয়েৎ সুধীঃ।
পুরশ্চরণকালে চ কাম্যকর্মস্বপীশ্বরি[2] ॥ ৭৭ ॥

কাম্যকর্মসু—কাম্যকর্মে অর্থাৎ কাম্যকর্ম করার সময়। বিশেষ কোনো ফলপ্রাপ্তির বাসনায় যে শাস্ত্রবিহিত ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তাই কাম্যকর্ম; জপ-পূজাদি কাম্যকর্ম হতে পারে।

ওগো ঈশ্বরী, সেইজন্য সুধী ব্যক্তি পুরশ্চরণের সময় এবং কাম্যকর্ম করার সময়ও সর্বপ্রযত্নে পরান্ন বর্জন করবে। ৭৭

জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ কার্যসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ[3] ॥ ৭৮ ॥

পরান্নে জিহ্বা দগ্ধ হয়। পরের দান গ্রহণে হাত দগ্ধ হয়। পরস্ত্রীদের দ্বারা আকৃষ্ট হলে মন দগ্ধ হয়। কি করে আর কার্যসিদ্ধি হবে। ৭৮

ইন্দ্বগ্নিরুদ্রগ্রহদৃগ্[4] বেদার্কদিগ্‌ষড়ষ্টসু।
ষোড়শমনুবাণাব্ধিতিথিত্রয়োদশস্বপি[5] ॥ ৭৯ ॥
লিখেৎ ষোড়শকোষ্ঠেষু মাতৃকার্ণান্ বিচক্ষণঃ।
স্বনামাদ্যক্ষরাদ্ যাবন্মন্ত্রাদ্যক্ষরদর্শনম্ ॥ ৮০ ॥
সিদ্ধাদীন্ কল্পয়েন্মন্ত্রী কুর্যাৎ সাধ্যাদিভিঃ[6] পুনঃ।
চতুশ্চতুর্বিভাগেন সিদ্ধাদীন্ গনয়েৎ পুনঃ ॥ ৮১ ॥

এই শ্লোকগুলিতে 'অকথহ' চক্র (দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, পরিবর্দ্ধিত ষষ্ঠ সং, পৃঃ ১৬) বিচারের কথা বলা হয়েছে।

"দীক্ষা দেওয়ার আগে গুরু দেয়-মন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচার করেন। এ কথার সহজ অর্থ কোন্ মন্ত্র শিষ্যের উপযোগী হবে গুরু তা শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে স্থির

---

১ তা বি গ,—ঘ, যস্যান্নপানতুষ্টাঙ্গঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, যস্যান্নপানমশ্নাতি।
২ তা বি গ,—ঙ, কামকর্মস্বপীশ্বরি। ৩ ঐ,—ঘ, কথং সিদ্ধির্বরাননে।
৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, দৃক্।
৫ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ঋরশক্রেষত্রিতিথিত্রয়োদশস্বপি ক্রমাৎ।
৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সিদ্ধাদিভিঃ।

করেন। এইজন্য তিনি নক্ষত্রচক্র রাশিচক্র ঋণিধ্বনিচক্র কুলাকুলচক্র অকথহচক্র অকডমচক্র ইত্যাদি নানা চক্র বিচার করেন।" —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০১-৭০২।

ইন্দ্বগ্নি ইত্যাদিশ্লোকে সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে প্রধানতঃ সাংকেতিক ভাষায়। তা থেকে সংখ্যা উদ্ধার করা গেল।

ইন্দু=১ ; অগ্নি=৩ ; রুদ্র=১১ ; গ্রহ=৯ ; দৃক্=২ ; বেদ=৪ ; অর্ক=১২ ; দিক্=১০ ; ষড়্=৬ ; অষ্ট=৮ ; ষোড়শ=১৬ ; মনু=১৪ ; বাণ=৫ ; অব্দি=৭ ; তিথি=১৫ ; ত্রয়োদশ=১৩

অকথহ-চক্র

সিদ্ধ	১ অকথহ	২ উ ঙ প	৩ আ খ দ ক্ষ	৪ উ চ ফ
সাধ্য	৫ ও ড ব	৬ ঌ ঝ ম	৭ ঔ ঢ শ	৮ ৠ ঞ য
সুসিদ্ধ	৯ ঈ ঘ ন	১০ ঋ জ ভ	১১ ই গ ধ	১২ ঋ ছ ন
অরি	১৩ অঃ ত স	১৪ ঐ ঠ ল	১৫ অং ণ ষ	১৬ এ ট র

প্রথম কোষ্ঠের বর্ণগুলির সংজ্ঞানুসারে চক্রের সংজ্ঞা হয়েছে অকথহ-চক্র।

৭৯ এবং ৮০ সংখ্যক শ্লোকোক্ত সংখ্যাক্রমানুসারে নির্দিষ্ট তৎতৎ সংখ্যক কোষ্ঠে যথাক্রমে অ থেকে অঃ পর্যন্ত স্বরবর্ণ এবং ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সাজাতে হবে। এই চক্রের অঙ্কন সম্বন্ধে প্রমাণবচন—দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৯।

সিদ্ধাদীন্—সিদ্ধাদি। "পুরশ্চর্যার্ণবে উদ্ধৃত বারাহসংহিতার একটি বচনে বলা হয়েছে—পণ্ডিত ব্যক্তি সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধ এবং অরিমন্ত্রের এই চার শ্রেণী গণ্য করবেন। সিদ্ধমন্ত্র জপের দ্বারা সাধ্যমন্ত্র হোমাদির দ্বারা এবং সুসিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র সিদ্ধিদায়ক হয় আর অরিমন্ত্র সাধককে ভক্ষণ করে।"—দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব; ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৯।

আলোচ্য চক্রের দক্ষিণ থেকে বাম এই ক্রমে উপরের চার কোষ্ঠ সিদ্ধমন্ত্রের তার নীচের চার কোষ্ঠ সাধ্যমন্ত্রের, তার নীচের চার কোষ্ঠ সুসিদ্ধমন্ত্রের এবং তার নীচের চার কোষ্ঠ অরিমন্ত্রের। —দ্রঃ ঐ।

চতুশ্চতুর্বিভাগেন সিদ্ধাদীন্—চার চার বিভাগে সিদ্ধাদি। এর অর্থ সিদ্ধ-সিদ্ধ, সিদ্ধসাধ্য, সিদ্ধসুসিদ্ধ, সিদ্ধ-অরি এই ভাবে। সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি সম্বন্ধেও তাই। অর্থাৎ সাধ্যসিদ্ধ, সাধ্যসাধ্য এই ভাবে।

১, ৩, ১১, ৯, ২, ৪, ১২, ১০, ৬, ৮, ১৬, ১৪, ৫, ৭, ১৫, ১৩ এই সংখ্যা-সূচিত ষোলটি কোষ্ঠ অর্থাৎ ঘরে যে-ক্রমে কোষ্ঠগুলির সংখ্যা নির্দেশ করা করা হল সেইক্রমে অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত মাতৃকাবর্ণগুলি বিচক্ষণ ব্যক্তি লিখবে। নিজের নামের আদ্যক্ষর থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্যন্ত নিরূপণ করে সিদ্ধাদি নির্দ্ধারণ করবে। তারপর আবার সাধ্যাদি নির্দ্ধারণ করবে। আবার চার চার বিভাগে সিদ্ধাদির গণনা করবে। ৭৯-৮১

সিদ্ধসিদ্ধো জপাৎ সিদ্ধো দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ।
সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্ ॥ ৮২ ॥

সিদ্ধসিদ্ধমন্ত্রের যথানির্দিষ্ট সংখ্যক জপের দ্বারা সিদ্ধি হয়, সিদ্ধসাধ্যমন্ত্রের তার দ্বিগুণ জপে এবং সিদ্ধ-সুসিদ্ধ মন্ত্রের তার অর্ধেক জপে সিদ্ধি হয়। সিদ্ধারিমন্ত্রের জপ বন্ধুবান্ধবদের বিনাশ সাধন করে। ৮২

সাধ্যসিদ্ধোঽতিসংক্লেশাৎ সাধ্যসাধ্যো নিরর্থকঃ।
সাধ্যসুসিদ্ধো ভজনাৎ সাধ্যারির্হন্তি গোত্রজান্ ॥ ৮৩ ॥

সাধ্যসিদ্ধমন্ত্রের জপে অতিকষ্টে সিদ্ধি হয়। সাধ্যসাধ্যমন্ত্রের জপ নিরর্থক। সাধ্যসুসিদ্ধমন্ত্রের ভজনের দ্বারা সিদ্ধি হয় আর সাধ্যারিমন্ত্রের জপ গোত্রোদ্ভবদের বিনাশ সাধন করে। ৮৩

সুসিদ্ধসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাত্তৎসাধ্যস্তু যথোক্ততঃ।
তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ সগোত্রহা[১] ॥ ৮৪ ॥

সুসিদ্ধসিদ্ধমন্ত্রের যথানির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক জপে এবং সুসিদ্ধসাধ্যমন্ত্রের যথানির্দিষ্টসংখ্যক জপে সিদ্ধি হয়। সুসিদ্ধসুসিদ্ধমন্ত্রের গ্রহণমাত্র সিদ্ধি হয় আর সুসিদ্ধারিমন্ত্রের জপ সগোত্র বিনাশ করে। ৮৪

অরিসিদ্ধঃ সুতং হন্যাদরিসাধ্যস্তু যোষিতম্।
তৎসুসিদ্ধঃ কুলং হন্তি হ্যাত্মানং হন্তি তদ্রিপুঃ ॥ ৮৫ ॥

---

১ ম গ,-দৃত পাঠ; তা বি গ, মগোত্রহা; ঐ,—ক, স্মরণাত্তৎসুসিদ্ধস্তু তদরির্হন্তি সেবকান্।

অরিসিদ্ধমন্ত্র পুত্র, অরিসাধ্যমন্ত্র স্ত্রী, অরিসুসিদ্ধমন্ত্র কুল নাশ করে আর অরি-অরি মন্ত্র স্বয়ং মন্ত্রগ্রহীতাকে বিনাশ করে। ৮৫

সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্তে সেবকাঃ স্মৃতাঃ।
সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥

সিদ্ধমন্ত্রসমূহকে বান্ধব ও সাধ্যমন্ত্রসমূহকে সেবক বলা হয়। সুসিদ্ধ মন্ত্রসমূহ পোষক বলে পরিচিত আর অরিমন্ত্রসমূহকে বলা হয় ঘাতক। ৮৬

বান্ধবা নববাণৈকাঃ স্যুর্দ্বিষড়্দশ সেবকাঃ।
বহ্নিরুদ্রমুনয়স্তু পোষকা দ্বাদশাষ্টকচতুরস্তু ঘাতকাঃ ॥ ৮৭ ॥

এই শ্লোকটি অকডম-চক্র সম্পর্কে।

অকডম-চক্র
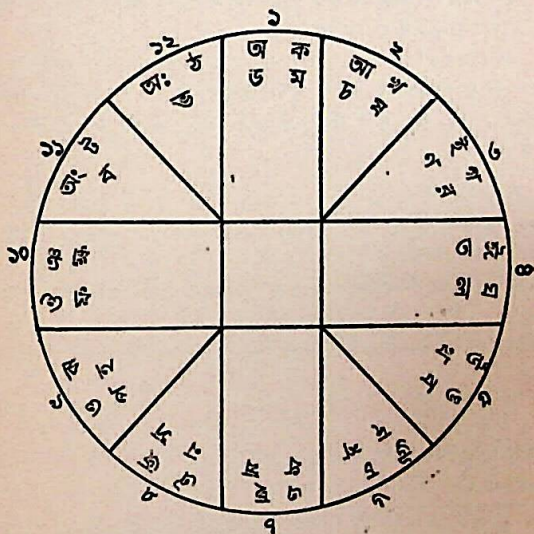
নববাণৈকাঃ—নব বাণ এক সংখ্যক কোষ্ঠগুলি। নব—৯, বাণ—৫, এক—১, দ্বিষড়্দশ—দ্বি ষড়্দশ সংখ্যক কোষ্ঠগুলি। দ্বি—২, ষড়্—৬, দশ—১০। বহ্নিরুদ্রমুনয়ঃ—বহ্নি রুদ্র মুনি সংখ্যক কোষ্ঠগুলি। বহ্নি=অগ্নি—

৩, রুদ্র—১১, মুনি=ঋষি—৭। দ্বাদশাষ্টকচতুরঃ—দ্বাদশ অষ্টক চতুর সংখ্যক কোষ্ঠগুলি। দ্বাদশ—১২, অষ্টক—৮, চতুর—৪।

চক্রটির অঙ্কন সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৬-১৭।

বান্ধব, সেবক ইত্যাদি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্রঃ ৮৬ সংখ্যক শ্লোক।

সিদ্ধমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ৯, ৫, এবং ১। সাধ্যমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ২, ৬, ১০। সুসিদ্ধমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ৩, ১১, ৭। আর অরিমন্ত্রের কোষ্ঠসংখ্যা ১২, ৮, ৪। ৮৭

প্রাপ লোভা পটু প্রাহ্বং রুদ্রস্যাদ্রিরুরুঃ করং।
লোক লোপ পটুঃ প্রায়ঃ খলোঘোভেদিতাঃ প্রিয়ে[১]।
বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরান্তৌ[২] তু রেবত্যংশগতৌ তদা ॥ ৮৮ ॥

এই শ্লোকে নক্ষত্রচক্রের কথা বলা হয়েছে। এই চক্রের অঙ্কনাদি সম্পর্কে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৪।

এই চক্রের অশ্বিনী থেকে রেবতী পর্যন্ত প্রত্যেক নক্ষত্রের কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা এই শ্লোকে সাংকেতিক ভাষায় সূচিত হয়েছে। যেমন চক্রের ১ম নক্ষত্র অশ্বিনী। তার ১নং কোষ্ঠ, উক্ত কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা ২ অর্থাৎ এতে অ আ এই দু'টি বর্ণ থাকবে।

সংকেত উদ্ধার

প্রাপ = প্ র্(২) আ প্(১) অ   লোভা = ল্(৩) ও ভ্(৪) আ   পটু = প্(১) অ ট্(১) উ

প্রাহ্বং = প্ র্(২) আ হ্ য্(১) অং   রুদ্রস্য = র্(২) উ দ্ র্(২) অ স্ য্(১) অ   অদ্রি = অ দ্ র্(২) ই

রুরুঃ = র্(২) উ র্(২) উঃ   করং = ক্(১) অ র্(২) অং   লোক = ল্(৩) ও ক্(১) অ

লোপ = ল্(৩) ও প্(১) অ   পটুঃ = প্(১) অ ট্(১) উঃ   প্রায়ঃ = প্ র্(২) আ য্(১) অঃ

খলোঘো = খ্(২) অ ল্(৩) ও ঘ্(৪) ও

---

১ তা বি গ, —গ, ঘ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, প্রাপলাভো পটু প্রাহ্বং রুদ্রস্যাদ্রিরুরুঃ করম্। লোক লোপ পটু প্রায়ঃ খলো ঘো ভেদ্যু ভেদিতাঃ ; ঐ,—খ, ঙ প্রাপ লেপ পটুপ্রাপ রুদ্রস্যাদ্রিবকং নরঃ। লোকালোকপটুপ্রাপঘনঘাতেষু ভেদিতাঃ। র গ, প্রাপলেপপটু-প্রাপরুদ্রস্যাভিবকং নরঃ। লোকালোকপটুপ্রাপঘনঘাতেষু ভেদিতাঃ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সুবান্ত্যৌ।

বর্গে বর্ণের স্থান অনুসারে সংখ্যা গণনা করা হয়েছে। যেমন প-বর্গের প্রথম বর্ণ প। অতএব, প=১.

অন্তঃস্থবর্ণপঞ্চকের বা য-বর্গের ১ম বর্ণ য; অতএব য=১, দ্বিতীয় বর্ণ র, অতএব, র=২

কোনো ফলাযুক্ত বর্ণের ফলাকে গণনায় ধরা হবে। যেমন প্রাপ শব্দের 'প্রা'র র-ফলাকে ধরা হল, প-কে নয়।

অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমালা যথাক্রমে কোঠগুলিতে লিখিত হবে।

নক্ষত্র-চক্র

অশ্বিনী অ আ দেবঃ	ভরণী ই মানুষঃ	কৃত্তিকা ঈ উ ঊ রাক্ষসঃ	রোহিণী ঋ ৠ ঌ ৡ মানুষঃ	মৃগশিরা এ দেবঃ	আর্দ্রা ঐ মানুষঃ	পুনর্বসু ও ঔ দেবঃ	পুষ্যা ক দেবঃ	অশ্লেষা খ গ রাক্ষসঃ
মঘা ঘ ঙ রাক্ষসঃ	পূর্ব- ফাল্গুনী চ মানুষঃ	উত্তর- ফাল্গুনী ছ জ মানুষঃ	হস্তা ঝ ঞ দেবঃ	চিত্রা ট ঠ রাক্ষসঃ	স্বাতী ড দেবঃ	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষসঃ	অনুরাধা ত থ দ দেবঃ	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষসঃ
মূলা ন প ফ রাক্ষসঃ	পূর্বাষাঢ়া ব মানুষঃ	উত্তরাষাঢ়া ভ মানুষঃ	শ্রবণা ম দেবঃ	ধনিষ্ঠা য র রাক্ষসঃ	শতভিষা ল রাক্ষসঃ	পূর্বভাদ্র ব শ মানুষঃ	উত্তর ভাদ্র ষ স হ মানুষঃ	রেবতী ল ক্ষ অং অঃ দেবঃ

প্রিয়ে, ২, ১, ৩, ৪, ১, ১, ২, ১, ২; ২, ১, ২, ২, ২, ১, ২, ৩, ১; ৩, ১, ১, ১, ২, ১, ২, ৩, ৪—এইগুলি যথাক্রমে অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণের নক্ষত্রচক্রস্থ প্রতিকোষ্ঠের সংখ্যা। উক্ত সংখ্যক বর্ণ প্রতিকোষ্ঠে লিখতে হবে। শুধু স্বরবর্ণের অন্ত্যবর্ণ দুটি অর্থাৎ অং অঃ রেবতীর কোষ্ঠে লিখিত হবে। ৮৮

জন্ম সম্পদ্ বিপৎ ক্ষেম প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ[১]।

মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মাদীনি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৯ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, বধং।

জন্মাদি নামের অর্থ এবং শ্লোকোক্ত গণনাপদ্ধতি গুরুমুখে জ্ঞাতব্য।

দ্রঃ—বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৪।

জন্ম, সম্পদ্, বিপদ্, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র, এই নয়টি নক্ষত্রের নাম নির্দিষ্ট আছে। মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রনক্ষত্র পর্যন্ত জন্মসম্পদাদিক্রমে পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। ৮৯

বালং[১] গৌরং খুরং[২] শোণং শমীশোভেতি রাশিষু[৩]।
ক্রমেণ ভেদিতা বর্ণাঃ কন্যায়াং শাদয়ঃ স্মৃতা[৪] ॥ ৯০ ॥

রাশিচক্রের মেষবৃষাদি প্রত্যেক রাশির কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা এই শ্লোকে সাংকেতিক ভাষায় নির্দিষ্ট হয়েছে।

এই শ্লোক আর শারদাতিলক দ্বিতীয় পটলের ১২৭ সংখ্যক শ্লোক এক। উক্ত শ্লোকের টীকায় রাঘবভট্ট নিম্নোক্তরূপে সংখ্যা উদ্ধার করেছেন—

বা	লং	গৌ	রং	খু	রং	শো	ণং	শ	মী	শো	ভা
৪	৩	৩	২	২	২	৫	৫	৫	৫	৫	৪

রাশিচক্রের মেষাদির কোষ্ঠের এই বর্ণসংখ্যাই সাধারণতঃ অন্যত্রও নির্দিষ্ট হয়েছে।—দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১১।

শারদাতিলক ৬।৩ শ্লোকের টীকায় রাঘবভট্ট 'ষড়্বর্গকৈঃ' পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন—"কাদয়ঃ ক চ ট ত প যান্তৈঃ অর্থাৎ ক চ ট ত প য এই ষড়্বর্গের দ্বারা।" এই হিসাবে শ, য-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। বর্গে বর্ণের স্থান অনুসারে সংখ্যা ধরা হয়েছে।

কান্যায়াং শাদয়ঃ—কন্যারাশির কোষ্ঠে শ-আদি বর্ণ। এর টীকায় রাঘবভট্ট লিখেছেন—"কন্যায়াং স্বরান্ত্যৌ বর্ণৌ তে শাদয়শ্চ স্থিতাঃ। অত্রাদিশব্দেন শষসহলা গৃহ্যন্তে। ক্ষকারস্য মীনে প্রবেশঃ। অর্থাৎ কন্যারাশির কোষ্ঠে স্বরবর্ণের অন্ত্যবর্ণ দুটি এবং শ-আদি বর্ণগুলি থাকবে। আদি শব্দের দ্বারা শ ষ স হ ল্ ধরতে হবে। ক্ষ-কার মীনরাশির কোষ্ঠে প্রবেশ করবে।"

---

১ র গ, বাণং।

২ তা বি গ—বালং গৌরীভুবং। ৩ তা বি গ,—ষু এবং র গ, সমীনোভেতি রাশিষু।

৪ তা বি গ,—ক, সাদয়ঃ স্মৃতাঃ; ঐ,—গ, ঘ, শাদয়ঃ স্থিতাঃ।

এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। আগমকল্পদ্রুমের মতানুসারে বৃহৎতন্ত্র-সার কন্যারাশির কোষ্ঠেই ক্ষ-কারেরও স্থান নির্দেশ করেছেন।

রাশি-চক্র
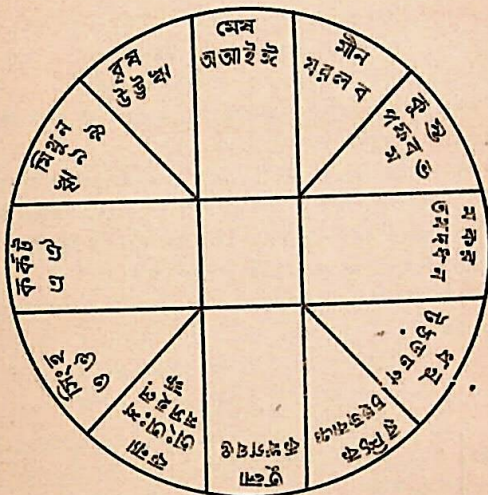
মেষবৃষাদি রাশির কোষ্ঠের বর্ণসংখ্যা যথাক্রমে ৪, ৩, ৩, ২, ২, ২, ৫, ৫, ৫, ৫, ৫ ও ৪। তবে, কন্যা রাশির কোষ্ঠে শাদিবর্ণের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ৯০

লগ্নো ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশত্রুকলত্রকাঃ।
মরণং ধর্মকর্মায়ব্যয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ ॥ ৯১ ॥

লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মরণ, ধর্ম, কর্ম, আয়, ব্যয়—মেষাদি দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশ নাম। ৯১

স্বরাশের্মন্ত্ররাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।
অজ্ঞাতে রাশিনক্ষত্রে নামাদ্যক্ষররাশিতঃ ॥ ৯২ ॥

স্বরাশেঃ—স্বীয় জন্মরাশি থেকে। মন্ত্ররাশ্যন্তং—মন্ত্ররাশি পর্যন্ত অর্থাৎ যে-রাশিতে মন্ত্রের আদিবর্ণ রয়েছে সেই রাশি পর্যন্ত।

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা স্বরাশি থেকে মন্ত্ররাশি পর্যন্ত গণনা করবে। নিজের জন্ম-রাশি-নক্ষত্র যদি জানা না থাকে তা হলে নিজের নামের আদ্যক্ষর যে-রাশিতে আছে তা থেকে মন্ত্ররাশি পর্যন্ত গণনা করবে। ৯২

নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রা[১]দিমাক্ষরম্
ত্রিধা কৃত্বা স্বরৈর্ভিন্দ্যাত্তদন্তদ্বিপরীতকম্ ॥ ৯৩ ॥
কৃত্বাধিকমৃণং জ্ঞেয়ং ঋণী চেন্মন্ত্র উত্তমঃ[২]।
স্বয়মৃণী চেত্তন্মন্ত্রং জপেৎ[৩] পূর্বমৃণী যতঃ ॥ ৯৪ ॥

এই শ্লোক দুটিতে ঋণি-ধনি-চক্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই চক্রের অঙ্কনাদি বিষয়ে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৭-১৮।

ঋণী—যথানির্দিষ্ট বিধি অনুসারে গণনা দ্বারা প্রাপ্ত মন্ত্রাঙ্ক বা সাধ্যাঙ্ক যদি উক্ত প্রকারে প্রাপ্ত সাধকের নামাঙ্ক বা সাধকাঙ্ক থেকে অধিক হয় তা হলে উক্ত মন্ত্রকে বলা হয় ঋণী; আর কম হলে ধনী। অন্যভাবে বলা যায় সাধকাঙ্ক অধিক হলে মন্ত্র ধনী আর কম হলে ঋণী হবে।

অঋণী—সাধকাঙ্ক সাধ্যাঙ্কের চেয়ে অধিক হলে বা উভয় অঙ্ক সমান হলে মন্ত্র হবে অঋণী।

ঋণি-ধনি-চক্র

সাধ্যাঙ্ক	৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
	অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
	ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
সাধকাঙ্ক	২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

সাধকের নামের আদ্যক্ষর থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্যন্ত গণনা করতে হবে। এইভাবে প্রাপ্ত অঙ্ককে তিন দিয়ে গুণ করে সাত দিয়ে ভাগ করতে হবে। বিপরীতক্রমে অন্যটি করতে হবে অর্থাৎ মন্ত্রের আদ্যক্ষর থেকে

---

১ তা বি গ,—ক, যাবদ্বর্ণা।
২ ঐ,—ক, গ, ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ ও র গ, চেন্মন্ত্রবিত্তমঃ।
৩ তা বি গ,—ক, গ, ঘ, ত্যজেদ্।

আরম্ভ করে সাধকের নামের আদ্যক্ষর পর্যন্ত পূর্বোক্ত প্রকারে গণনা করে যে অঙ্ক পাওয়া যাবে তাকে তিন দিয়ে গুণ করে সাত দিয়ে ভাগ করতে হবে।

সাধকের নামাঙ্ক অধিক হলে মন্ত্রকে অঋণী বলে জানবে। ঋণী মন্ত্র উত্তম। মন্ত্র স্বয়ং অঋণী হলে সেই মন্ত্র জপ করা উচিত। কেননা, পূর্ব থেকেই অঋণী মন্ত্র জপের বিধান আছে। ৯৩-৯৪

বায়্বগ্নিভূজলাকাশাঃ পঞ্চাশৎ লিপয়ঃ ক্রমাৎ[১]।
পঞ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘা বিন্দ্বন্তাঃ সন্ধিসম্ভবাঃ।
কাদয়ঃ পঞ্চশঃ যক্ষলসহান্তাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৯৫ ॥*

এই শ্লোকে কুলাকুলচক্রের কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চাশৎ লিপয়ঃ—পঞ্চাশ লিপি, অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ। এই-গুলিকে ভূতাত্মক লিপি বা ভৌতিক লিপিও বলা হয়। বর্ণগুলির পাঞ্চভৌতিক বিভাগ এইরূপ—

অ আ এ ক চ ট ত প য ষ—মারুত বা বায়ব্য—মরুৎ (বায়ু)
ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ—আগ্নেয় বা তৈজস—তেজ (অগ্নি)
উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ল—ভৌম বা পার্থিব—ক্ষিতি (ভূ)
ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স—বারুণ্য—অপ্ (জল)
ঌ ৡ ং ঙ ঞ ণ ন ম শ হ—ব্যোম—ব্যোম (আকাশ)

সন্ধ্যক্ষর = এ, ঐ, ও ঔ। কাদয়ঃ যক্ষলসহান্তাঃ—ব্যঞ্জনবর্ণের আদিতে ক আর অন্তে য স হ ল্ ক্ষ।

---

১ তা নি গ.—ঙ এবং ব গ. হ্রিতাঃ।

* আমাদের অনুসৃত মূলগ্রন্থে পঞ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘাঃ ইত্যাদি দিয়ে শ্লোকটি আরম্ভ হয়েছে। এতে অর্থসঙ্গতি হয় না। কিন্তু নিবন্ধে বায়্বগ্নিভূজলাকাশাঃ দিয়ে শ্লোকটি আরম্ভ হয়েছে (দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১০)। এতে অতি উত্তম অর্থসঙ্গতি হয়। সেইজন্য শ্লোকটির বিন্যাস উক্ত প্রকারেই করা হল।

কুলাকুল-চক্র

বায়ু	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
অ	ই	উ	ঋ	ঌ
আ	ঈ	ঊ	ৠ	ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	ং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল়	স	হ

এই চক্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১০-১১।

বায়ু অগ্নি ভূ জল ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চাশটি বর্ণ ক্রমানুসারে বিন্যাস করতে হবে। পাঁচটি হ্রস্বস্বর, পাঁচটি দীর্ঘস্বর, সন্ধ্যক্ষর, বিন্দু অর্থাৎ 'ং' এবং ক-আদি ষ-স-হ-ল্-ক্ষ-অন্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পাঁচ পাঁচটি করে বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে। ৯৫

মহীসলিলয়োর্মিত্রমনিলা[১]নলয়োরপি।
শাত্রবং বৈপরীত্যেন মৈত্রং সর্বত্র চাপরম্ ॥ ৯৬ ॥

মহী—ভৌম বা পার্থিব বর্ণ। সলিল—বারুণ্য বর্ণ। অনিল—বায়ব্য বা মারুত বর্ণ। অনল—আগ্নেয় বা তৈজস বর্ণ। অপরম্—ব্যোম বর্ণ। বৈপরীত্যেন—বিপরীত হলে অর্থাৎ মহী ও অনিলের মধ্যে এবং সলিল ও অনলের মধ্যে এরূপ হলে।

মহী ও সলিলের মধ্যে মিত্রতা, অনিল ও অনলের মধ্যেও মিত্রতা। তার বিপরীত হলে শত্রুতা। আর অপরের সহিত সব বর্ণের মিত্রতা। ৯৬

পরস্পরবিরুদ্ধানাং বর্ণানাং যত্র সঙ্গতিঃ।
বর্জয়েত্তাদৃশং মন্ত্রং নাশকৃত্তং কুলেশ্বরি ॥ ৯৭ ॥

পরস্পরবিরুদ্ধানাং বর্ণানাং যত্র সঙ্গতিঃ—যেখানে চক্র-বিচারে সাধকের নামের আদি বর্ণ ও মন্ত্রের আদি বর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ শত্রু, এরূপ সমাবেশ হয়। যেমন, একজনের নাম পরেশ। তিনি গ্রহণ করতে চান গণেশমন্ত্র। এখন পরেশ-এর আদ্যক্ষর প মারুত বা বায়ব্য বর্ণ আর গণেশমন্ত্রের (গং)

১ ভা বি গ,—ক, গ, ঘ, মৈত্রী হ্যনিলা।

আদ্যক্ষর ভৌম বা পার্থিব বর্ণ। মারুত বর্ণ এবং পার্থিব বর্ণ পরস্পর শত্রু অর্থাৎ বিরুদ্ধ।

যেখানে পরস্পরবিরুদ্ধ বর্ণের সমাবেশ হয়, ওগো কুলেশ্বরী, সেখানে সেরূপ মন্ত্র বর্জন করা উচিত। কেননা, তা নাশক হয়। ৯৭

একাক্ষরে তথা কূটে ত্রৈপুরে মন্ত্রনায়িকে[1]।
স্ত্রীদত্তে স্বপ্নলব্ধে চ সিদ্ধাদীন্নৈব সাধয়েৎ[2] ॥ ৯৮ ॥

কূট—"কূট অর্থ সমূহ। বিদ্যার যে-বর্ণসমূহ একসঙ্গে একবারে উচ্চারিত হওয়া বিধি তাকে বলা হয় কূট।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ ষোড়শীর একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যার উল্লেখ করা যায় —ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। এতে হ্রীঁ-অন্ত তিনটি অংশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রত্যেকটি অংশ কূট। ক এ ঈ ল হ্রীঁ এটি বাগ্‌ভব কূট। হ স ক হ ল হ্রীঁ এটি কামরাজ কূট। স ক ল হ্রীঁ এটি শক্তি কূট।

"আবার বিদ্যার অন্তর্গত বর্ণসংখ্যানুসারেও কূটসংখ্যা নির্ণীত হতে পারে। যেমন শারদাতিলকে ত্রিপুরভৈরবীর বিদ্যাকে পঞ্চকূটাত্মিকা বলা হয়েছে। এই বিদ্যায় হ স ক ল র এই পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। টীকায় (১২।৫ শ্লোকের) রাঘবভট্ট লিখেছেন এই ব্যঞ্জনবর্ণ পাঁচটির সংযোগহেতু বিদ্যার পঞ্চকূটাত্মকত্ব।"

"একাক্ষর বীজকেও কূট গণ্য করা হয়। হ্রীঁ শ্রীঁ যোগ করলে ত্রিকূট-মন্ত্রগুলি পঞ্চকূট, বৈষ্ণবীমন্ত্রসকল অষ্টকূট এবং চতুষ্কূট শঙ্করমন্ত্র ষট্‌কূট হয়।" —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫২৭-২৮।

ওগো মন্ত্রনায়িকা, একাক্ষরমন্ত্র, কূটমন্ত্র, ত্রৈপুরমন্ত্র, স্ত্রীদত্ত মন্ত্র এবং স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধাদি বিচার করতে হয় না। ৯৮

মন্ত্রসিদ্ধোপদিষ্টেষু চতুরাম্নায়জেষু চ।
মালামন্ত্রেষু দেবেশি সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

চতুরাম্নায়জেষু—চতুরাম্নায়জাত যেসব তাতে। আম্নায় শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। পরশুরামকল্পসূত্রের (১।২) বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন "আম্নায়শব্দের মুখ্য অর্থ যদিও বেদ তথাপি তন্ত্র বেদের সার বলে আম্নায়শব্দের অর্থ তন্ত্রও বটে।" আম্নায় বলতে তন্ত্রের বিভাগ বুঝায়। আম্নায় পাঁচটি—পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর এবং ঊর্ধ্ব। আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় উল্লাসের বিবরণ থেকে মনে

---

১ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; ঐ,—গ, ঘ, মন্ত্রণায় বৈ ; তা বি গ, ব গ, মন্ত্রনায়কে।

২ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, শোধয়েৎ।

হয় চতুরাম্নায় অর্থ উর্ধ্বাম্নায় ছাড়া অন্য চারটি আম্নায়। উর্ধ্বাম্নায়ের বিচার স্বতন্ত্র।

মালামন্ত্রেষু—মালামন্ত্রসমূহে। বিশ অক্ষরের বেশী অক্ষরের মন্ত্রকে মালা বলা হয়।—দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ১ম তরঙ্গ, পৃঃ ৭৩।

দেবেশী, মন্ত্রসিদ্ধ গুরুর উপদিষ্ট মন্ত্র, চতুরাম্নায়জ মন্ত্র ও মালামন্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধাদি বিচারের প্রয়োজন নেই। ৯৯

নৃসিংহার্কবরাহানাং প্রাসাদ প্রণবস্য চ।
সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥ ১০০ ॥

সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং—পিণ্ডাক্ষর মন্ত্র সমূহের সহিত। একাক্ষর মন্ত্রকে বলা হয় পিণ্ড। কাজেই পিণ্ডাক্ষর মন্ত্র অর্থ একাক্ষর মন্ত্র।

একাক্ষর মন্ত্র, হৌঁ, ওঁ, নৃসিংহমন্ত্র, অর্কমন্ত্র ও বরাহমন্ত্র—এসবের সিদ্ধাদি বিচার করতে নেই। ১০০

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ন সিধ্যতি বরারোহে লক্ষকোটিজপাদপি ॥ ১০১ ॥

ওগো বরারোহা! মন এক জায়গায়, শিব আরেক জায়গায়, শক্তি অন্য জায়গায় আর প্রাণবায়ু আরেক জায়গায় এরকম হলে লক্ষকোটি জপেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ১০১ .

বাদার্থং পঠ্যতে[1] বিদ্যা পরার্থং ক্রিয়তে জপঃ।
খ্যাত্যর্থং দীয়তে দানং কথং সিদ্ধির্বরাননে ॥ ১০২ ॥

ওগো বরাননা, যদি তর্ক-বিতর্কের জন্য শাস্ত্র পাঠ করা হয়, অপরের জন্য জপ করা হয়, খ্যাতির জন্য দান করা হয়, তা'হলে কি করে সিদ্ধিলাভ হবে। ১০২

ধনার্থং গম্যতে তীর্থং দম্ভার্থং ক্রিয়তে তপঃ।
কার্যার্থং দেবতাপূজা[2] কথং সিদ্ধির্ন্ন জায়তে ॥ ১০৩ ॥

যদি ধনের জন্য তীর্থস্থানে গমন, গর্ব করার জন্য তপস্যা আর কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দেবতাপূজা করা হয় তা হলে কি করে সিদ্ধি হবে। ১০৩

অমেধ্যেন তু দেহেন ন্যাসং দেবার্চনং জপম্।
হোমং কুর্বন্তি যে মূঢ়া[3]স্তৎ সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১০৪ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, বাদার্থে বিদ্যতে।

২ ঐ,—ক, কার্যার্থং দেবতা যাত্রা। ঐ,—খ, কাম্যার্থং দেবতা পূজা।

৩ স্ব গ,-ধৃত পাঠ। তা বি গ,—চেন্মূঢ়া।

অশুচি দেহে যারা ন্যাস, দেবার্চনা, জপ, হোম করে তারা মূঢ়। তাদের সে-সবই নিষ্ফল হয়। ১০৪

বিণ্মূত্রত্যাগশেষাদিযুক্তঃ[১] কর্ম করোতি যঃ।
জপা[২]র্চনাদিকং সর্বমপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ১০৫ ॥

বিণ্মূত্রত্যাগশেষাদিযুক্তঃ—মলমূত্রত্যাগের শেষ অবস্থাদিযুক্ত। উক্ত অবস্থা শৌচহীন অবস্থা অর্থাৎ মলমূত্রত্যাগের পর যথাবিহিত শৌচাদিহীন অবস্থায় বা শৌচাদি না করে এমন।

প্রিয়ে, মলমূত্রত্যাগের পর যথাবিহিত শৌচাদি না করে যে ক্রিয়াকর্ম করে তার জপপূজাদি সব অপবিত্র হয়। ১০৫

মলিনাম্বরকেশাদিমুখদৌর্গন্ধসংযুতঃ।
যো জপেত্তং দহত্যাশু[৩] দেবতাতিমুগুপ্সিতম্[৪] ॥ ১০৬ ॥

যার বস্ত্র মলিন, কেশাদি মলিন, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত এরকম কোনো ব্যক্তি জপ করলে সেই অতিগর্হিত জপ, দেবতা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করেন। ১০৬

আলস্যং জৃম্ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্।
নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জয়েৎ ॥ ১০৭ ॥

আলস্য, জৃম্ভণ, নিদ্রা, ক্ষুধা, নিষ্ঠীবন ত্যাগ, ভয়, নিম্নাঙ্গস্পর্শ, ক্রোধ—এইসব জপের সময় বর্জন করতে হবে। ১০৭

অত্যাহারঃ প্রলাপশ্চ[৫] প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ[৬]।
জনসঙ্গশ্চ[৭] লোল্যঞ্চ ষড্‌ভির্মন্ত্রো ন সিধ্যতি ॥ ১০৮ ॥

অতিভোজন, প্রলাপ, বহুভাষণ, নিয়মের বাড়াবাড়ি, জনসঙ্গ এবং চাঞ্চল্য এই ছ'টি থাকলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ১০৮

উষ্ণীশী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণাবৃতঃ।
অপবিত্রোত্তরীয়শ্চাশুচির্গচ্ছংশ্চ নো জপেৎ[৮] ॥ ১০৯ ॥

উষ্ণীশ ধারণ করে, পরিচ্ছদ পরে, নগ্ন হয়ে, মুক্ত কেশে, অনুচরপরিবৃত হয়ে, অপবিত্র উত্তরীয় ধারণ করে, অশুচি অবস্থায় এবং যেতে যেতে জপ করতে নেই। ১০৯

---

১ তা বি গ,—খ, বিণ্মূত্রোৎসর্গসংস্রাভিযুক্তঃ।
২ ঐ, জপোর্হর্চনাদিকং। ৩ তা বি গ,—খ, দহত্যাশু।
৪ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, মুহুগুপ্সিতা; ঐ,—ঙ এবং ব গ, দেবতায়ু জুগুপ্সিতং।
৫ তা বি গ,—খ, প্রয়াসশ্চ। ৬ ঐ, নিয়মগ্রহঃ।
৭ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, অভ্যাসমশ্চ; ব গ, অভ্যাসশ্চ।
৮ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, অপবিত্রোত্তরীয়স্তু নির্গচ্ছন্ন জপেৎ প্রিয়ে।

জাড্যং দুঃখং তৃণচ্ছেদং বিবাদং মদমেব চ[১]।
বহিস্তু দেহবায়ুঞ্চ[২] জপকালে বিবর্জয়েৎ ॥ ১১০ ॥

জড়তা, দুঃখ, নখ দিয়ে ঘাস ছেঁড়া, বিবাদ, অহংকার এবং দেহবায়ুর বহিঃ-নিঃসরণ জপের সময় বর্জন করতে হবে। ১১০

শান্তঃ শুচির্মিতাহারো ভূশায়ী ভক্তিমান্ বশী।
নির্দ্বন্দ্বঃ স্থিরধীর্মৌনী সংযতাত্মা জপেৎ প্রিয়ে ॥ ১১১ ॥

প্রিয়ে—শান্ত, শুচি, মিতাহারী, ভূমিতে শয়নকারী, ভক্তিমান্, জিতেন্দ্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব, স্থিরবুদ্ধি, মৌনী, সংযতাত্মা ব্যক্তি জপ করবে। ১১১

বিশ্বাসাস্তিক্যকরুণাশ্রদ্ধানিয়মনিশ্চয়ৈঃ।
সন্তোষৌৎসুক্যধর্মাদিগুণৈর্যুক্তো জপেন্নরঃ[৩] ॥ ১১২ ॥

বিশ্বাস, আস্তিক্য, করুণা, শ্রদ্ধা, নিয়ম, নিশ্চয়তা, সন্তোষ, ঔৎসুক্য, ধর্ম ইত্যাদি গুণসম্পন্ন নর জপ করবে। ১১২

সুগন্ধিপুষ্পাভরণবস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃতঃ।
তস্য হস্তগতা সিদ্ধির্নান্যস্য জপকোটিতঃ ॥ ১১৩ ॥

সুগন্ধিপুষ্প আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত ব্যক্তির জপসিদ্ধি হস্তগত। অন্যের কোটিজপেও সিদ্ধিলাভ হয় না। ১১৩

তন্নিষ্ঠস্তদ্‌গতপ্রাণস্তচ্চিত্তস্তৎপরায়ণঃ।
তৎপদার্থানুসন্ধানং কুর্বন্ মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে ॥ ১১৪ ॥

প্রিয়ে, মন্ত্রনিষ্ঠ, তদ্‌গতপ্রাণ, তন্ময়চিত্ত, তৎপরায়ণ হয়ে এবং মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করে মন্ত্র জপ করতে হবে। ১১৪

জপাৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েদ্ধ্যানাৎ শ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ।
জপধ্যানাদিযুক্তস্য ক্ষিপ্রং মন্ত্রঃ প্রসিধ্যতি ॥ ১১৫ ॥

জপ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে ধ্যান করতে হবে। ধ্যান করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে আবার জপ করতে হবে। এরূপ জপধ্যাননিরত ব্যক্তির ক্ষিপ্র মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ১১৫

---

১ ভা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; ভা বি গ এবং ব গ, বা মনোরথম্।
২ ভা বি গ,—খ, বিরামং দেহদাডাঞ্চ; ঐ—ঙ এবং ব গ, বহিঃ স্বদেহনাসঞ্চ
৩ ভা বি গ,—খ, গুরুভক্তং প্রজপেৎ প্রিয়ে।

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ পুরশ্চরণলক্ষণম্।
সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১৬ ॥

কুলেশানী, সংক্ষেপে তোমাকে পুরশ্চরলক্ষণ এই কিছুটা বললাম। আবার কি শুনতে চাও। ১১৬

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে পুরশ্চরণাদিকথনং নাম পঞ্চদশ উল্লাসঃ ॥ ১৫ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকবিশিষ্ট সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্ধ্বাম্নায় তন্ত্রে পুরশ্চরণাদিকথন নামক পঞ্চদশ উল্লাস সমাপ্ত। ১৫

ষোড়শ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি করুণামৃতবারিধে।
কাম্যকর্মবিধানঞ্চ বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১ ॥

শ্রীদেবী বললেন, করুণামৃতবারিধি, কুলেশ, পরমেশ্বর, কাম্যকর্মের বিধান শুনতে চাই। তাই আমাকে বল। ১

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ প্রয়োগনিপুণো ভবেৎ ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র মানুষ প্রয়োগনিপুণ হবে। ২

মন্ত্রী বিশুদ্ধহৃদয়ঃ পূর্বোক্তবিষয়ান্বিতঃ[১]।
শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রং তত্ত্বলক্ষং জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

তত্ত্বলক্ষং—তত্ত্বসংখ্যক লক্ষবার। কথাটাতে কিছু অস্পষ্টতা আছে। কেননা, তত্ত্বসংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। যেমন তত্ত্ব—অদ্বয়জ্ঞান, এখানে সংখ্যা ১; তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, এখানে সংখ্যা ৩; তত্ত্ব—মদ্যাদি পঞ্চ, এখানে সংখ্যা ৫; তত্ত্ব—সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, এখানে সংখ্যা ২৪; তত্ত্ব—শৈবমতে ষট্‌ত্রিংশৎ, এখানে সংখ্যা ৩৬। তবে আমাদের মনে হয়, আলোচ্য শ্লোকে তত্ত্বলক্ষ বলতে এক লক্ষই বোঝান হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ লক্ষ জপেরই বিধান দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্তবিষয়ান্বিত—পূর্বে কথিত বিষয় অর্থাৎ কাম্যকর্ম, তার দ্বারা অন্বিত অর্থাৎ তাতে প্রবৃত্ত।

প্রিয়ে, বিশুদ্ধহৃদয় গৃহীতমন্ত্র-ব্যক্তি পূর্বোক্ত বিষয়ান্বিত হয়ে প্রাসাদপরামন্ত্র (হ্সৌঃ) একলক্ষবার জপ করবে। ৩

দশাংশং জুহুয়াদ্দেবি সংস্কৃতে হব্যবাহনে।
মধুরত্রয়সংযুক্তৈঃ সলিলৈঃ সহ তণ্ডুলৈঃ[২] ॥ ৪ ॥

দেবী, জপের দশাংশ শোধিত অগ্নিতে ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত জল ও তণ্ডুল সহযোগে হোম করতে হবে। ৪

---

১ তা বি গ.—ঙ. এবং ঘ গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. নিয়মান্বিতঃ।

২ তা বি গ.—খ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ. এবং ঘ গ. দশাংশং তর্পয়েদ্দুগ্ধৈঃ সলিলৈঃ শালিতণ্ডুলৈঃ।

গন্ধপুষ্পাক্ষতাকল্পধনবস্ত্রাদিভিঃ প্রিয়ে।
ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানাদ্যৈর্হৃদ্যদ্রব্যৈ[১] র্মনোহরৈঃ ॥ ৫ ॥
তোষয়েদ্ যোগিনীচক্রং যথাবিভববিস্তরম্[২]।
এবং ন্যাসজপধ্যানসহোমার্চনতর্পণঃ[৩] ॥ ৬ ॥
মন্ত্রী সিদ্ধমনুর্দ্দেবি[৪] সাক্ষাৎ পরশিবো ভবেৎ।
ততঃ স্বমনসোঽভীষ্টান্[৫] প্রয়োগান্ কুলনায়িকে ॥ ৭ ॥
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ সাধয়েদ্ ভুক্তিমুক্তয়ে[৬]।
সিদ্ধমন্ত্রস্য সিধ্যন্তি ষট্ কর্ম্মাণি ন সংশয়ঃ।
নৈব সিধ্যন্ত্যসিদ্ধস্য দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥

ষট্ কর্ম্মাণি—শান্তি অর্থাৎ রোগকৃত্যাগ্রহাদি শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন অর্থাৎ প্রবৃত্তিরোধ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন অর্থাৎ স্বদেশাদিভ্রংশন, ও মারণ অর্থাৎ প্রাণহরণ—এই ষট্‌কর্ম।—দ্রঃ শারদাতিলক, ২৩।১২২।

প্রিয়ে—গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ভূষণ, ধন, বস্ত্রাদি, ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্নপানাদি, এসব মনোহর হৃদ্যদ্রব্যের দ্বারা অর্থসামর্থ্যানুসারে যোগিনীচক্রের পরিতোষ বিধান করতে হবে। এই প্রকারে ন্যাস, জপ, ধ্যান, হোমসহ পূজা, তর্পণ যে-গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি করে সে মন্ত্রসিদ্ধ এবং সাক্ষাৎ পরশিব হয়। ওগো কুলনায়িকা, তারপর মতিমান্ ব্যক্তি এই মন্ত্রের (প্রাসাদপরামন্ত্রের) দ্বারা ভুক্তি ও মুক্তির জন্য আপন মনের অভীষ্ট অনুষ্ঠান করবে। সিদ্ধমন্ত্র সাধকের ষট্‌কর্ম নিঃসংশয়ে সফল হয়। অসিদ্ধমন্ত্র সাধকের তা সফল হয় না। তাকে দেবতার অভিশাপ লাগে। ৫-৮

কাম্যপ্রয়োগকর্ত্তৄণাং পরলোকো ন বিদ্যতে।
প্রয়োগসিদ্ধিরেবৈষাং ফলমত্র তু প্রিয়ে[৭] ॥ ৯ ॥

কাম্যপ্রয়োগকর্ত্তৄণাং—কাম্য অর্থাৎ শান্তি-আদির প্রয়োগ অর্থাৎ তজ্জন্য ক্রিয়াকর্ম যারা করে তাদের।

পরলোকো ন বিদ্যতে—পরলোক নাই, অর্থাৎ পরলোকে সদ্‌গতি হয় না।

---

১ তা বি গ,—খ, কুলদ্রব্যৈঃ। ২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিস্তরৈঃ।

৩ তা বি গ,—খ, তর্পণৈঃ ; ঐ,—ঘ, তৎপরঃ।

৪ তা বি গ,—খ, মন্ত্রসিদ্ধিসাধকেন্দ্রঃ ; র গ, মন্ত্রসিদ্ধমনুর্দ্দেবি।

৫ তা বি গ,—খ, সমভ্যাঽসেদ্ভীষ্টান্ ; র গ, স মনসোঽভীষ্টান্।

৬ তা বি গ,—খ, ঙ, ভক্তিমুক্তয়ে ; র গ, ভক্তিমুক্তয়ে।

৭ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কারয়েৎ।

প্রয়োগসিদ্ধিঃ—অর্থাৎ যে কাম্যকর্মের জন্য ক্রিয়াকর্ম করে তার সিদ্ধি।

প্রিয়ে, কাম্যপ্রয়োগকারীদের পরলোক নাই। প্রয়োগসিদ্ধিই এদের লভ্য ফল, অন্য ফল নাই। ৯

একস্যাপি বিধানস্য ন কুত্রাপি ফলদ্বয়ম্।
দেবেশি দৃশ্যতে তস্মান্নিষ্কামো দেবতাং যজেৎ[১] ॥ ১০ ॥

একস্যাপি বিধানস্য—এক বিধানের অর্থাৎ কোনো এক বিশেষ বাসনায় কৃত ক্রিয়াকর্মের।

ওগো দেবেশী, এক বিধানের কখনো দুই ফল হয় না। অতএব, নিষ্কাম হয়ে দেবতার পূজা করতে হবে। ১০

হোমতর্পণমন্ত্রাদ্যৈর্ন্যাস[২]ধ্যানবিশেষকৈঃ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি ষট্ কর্মাণি সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥

হোম, তর্পণ, মন্ত্রজপ, ন্যাস, বিশেষ ধ্যান এই সবের সহযোগে নিজের জন্য এবং পরের জন্যও ষট্‌কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে। ১১

প্রয়োগান্তে চক্রপূজাং বিধিনৈব[৩] সমাচরেৎ।
লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং ন্যাসধ্যানসমন্বিতঃ[৪] ॥ ১২ ॥

প্রয়োগান্তে অর্থাৎ ষট্‌কর্ম সম্পর্কিত ক্রিয়াকর্মের পর যথাবিধি চক্রপূজা করতে হবে এবং ন্যাস-ও ধ্যান-সমন্বিত হয়ে একলক্ষ মন্ত্রজপ করতে হবে। ১২

প্রয়োগদোষশান্ত্যর্থমাত্মরক্ষার্থমেব চ।
ন চেৎ ফলং ন চাপ্নোতি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

প্রয়োগদোষশান্ত্যর্থং—শান্ত্যাদির জন্য কৃত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে দোষত্রুটি হলে তা নিরাকরণের জন্য।

প্রয়োগদোষশান্তির জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য চক্রপূজা করতে হবে। না করলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে না এবং দেবতার অভিশাপ লাগবে। ১৩

তিথিবারঞ্চ নক্ষত্রঞ্চ যোগমাসর্তুপক্ষকম্[৫]।
দীপেশকূর্মচক্রাণি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৪ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, ব্রজেৎ; ঐ,—খ, ভজেৎ। ২ ঐ,—ঙ এবং ব গ, র্নানা।

৩ তা বি গ,—ঘ, তথা মন্ত্রী। ৪ ঐ—খ, সমন্বিতং।

৫ তা বি গ,—ঘ, দিনমাসর্তু করণযোগ বদ্ধ পক্ষকং; ঐ,-ঙ, দিনমাসর্ত্তুকরণযোগবৃদ্ধ পক্ষকম্।

তিথিবারক্ষ—ষট্‌কর্মে তিথিবার ইত্যাদির প্রশস্ততার কথা তন্ত্রগ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে। যেমন, বুধ ও বৃহস্পতিবার এবং শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তৃতীয়া পঞ্চমী সপ্তমী তিথি ও হেমন্ত ঋতু শান্তিকর্মে প্রশস্ত।—দ্রঃ শারদাতিলক ২৩।১২৮-৩০ ও টীকা।

তিথি—প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্যন্ত কোন্ তিথি উদ্দীষ্ট কর্মের জন্য প্রশস্ত তা জানতে হবে।

বার—রবি থেকে শনি পর্যন্ত কোন্ বারটি উদ্দীষ্ট কর্মের পক্ষে প্রশস্ত তা জানতে হবে।

যোগ=রবিচন্দ্রযোগাধীন বিষ্কম্ভাদি সাতাশ যোগ। যথা—বিষ্কম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক্, ব্যতীপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সিদ্ধ, সাধ্য, শুভ, শুক্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বৈধৃতি। এই সবের কোনটি কোন কার্যের পক্ষে প্রশস্ত তা জানতে হবে।

পক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ। কোনটি কোন কর্মের পক্ষে প্রশস্ত তা জানতে হবে।

দীপেশকূর্মচক্রাদি—শারদতিলক ২।১৩২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় রাঘবভট্ট লিখেছেন "যেখানে পুরুষ দীপ্যমান হন তাকে বলে দীপস্থান।" আবার বলেছেন—"স্বরবর্ণকে বলে পীঠ আর ব্যঞ্জনবর্ণকে দীপ। কূর্মচক্রের যে-কোষ্ঠে দীপাক্ষর থাকবে তাই নিঃসংশয় দীপস্থান।" এই দীপস্থানের অধীশ দীপেশ। কূর্মচক্রের যে-কোষ্ঠে স্বরবর্ণ লিখিত হয় তার অধীশও দীপেশ। কূর্মচক্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং বিচার সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য পুরশ্চর্যার্ণব, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ তরঙ্গ, পৃঃ ৪৭৬-৪৮০।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, তিথি বার ইত্যাদির বিচারের কথা বিশেষ করে দীক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ২০-২৫।
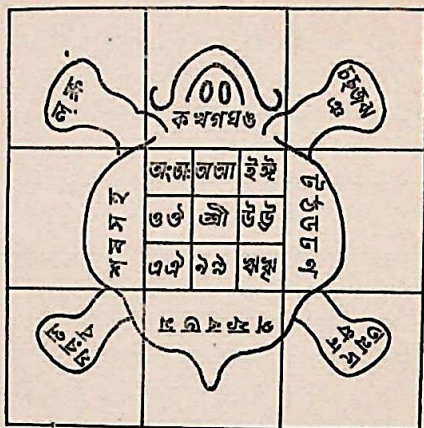
কূর্মচক্র

তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, মাস, ঋতু, পক্ষ, দীপেশ, কূর্মচক্র—এইসব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ১৪

ঋষিচ্ছন্দোদেবতাঙ্গন্যাসধ্যানার্চনাদিকম্।
বীজং শক্তিং কীলকঞ্চ[১] জ্ঞাত্বা মন্ত্রাণি সাধয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ঋষিচ্ছন্দোদেবতা—তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে "ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি এবং কীলক এই ছয়টি মন্ত্রাঙ্গ। যেমন কালীমন্ত্রের ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দেবতা কালিকা, বীজ হ্রীঁ, শক্তি হুঁ এবং কীলক আদ্যবীজ অর্থাৎ ক্রীঁ।" —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৯১-৯২। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন "ত্রিপুরাসিদ্ধান্তে দেখা যায়—ঋষি, ছন্দ, বীজ, কীলক, শক্তি, অঙ্গন্যাস এবং ধ্যান—মন্ত্রের এই সাতটি অঙ্গ।"—দ্রঃ ঐ।

অঙ্গন্যাস—অঙ্গন্যাস বলতে বোঝায় ষড়ঙ্গন্যাস। হৃদয় শির শিখা কবচ নেত্র ও অস্ত্রে মন্ত্রের অঙ্গন্যাস করতে হয়। এরই নাম ষড়ঙ্গন্যাস। যেখানে পঞ্চাঙ্গন্যাসের বিধান সেখানে নেত্র বাদ দিতে হয়। —দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৫৪।

ঋষি, ছন্দ, দেবতা, অঙ্গন্যাস, ধ্যান, বীজ, শক্তি, কীলক এইসব অবগত হয়ে তবে মন্ত্রসাধনা করতে হবে। ১৫

---

১ তা বি গ,—খ, কীলকেনৌ ; ঐ,—ঘ, বীজং শক্তিকীলকৌ চ।

পুত্রবান্ধবদারাশ্চ রাশিবর্ণানুকূলতা।
ভূতমৈত্রীং তথো(থা ?)ন্মন্তং জ্ঞাত্বা মন্ত্রাণি সাধয়েৎ ॥ ১৬ ॥

তথোন্মন্তং—তথা উন্মন্তং। এই পাঠে অর্থসঙ্গতি দুরূহ। আমাদের মনে হয়, এখানে লিপিকর বা মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে। পাঠটি হবে তথান্মন্তং। দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধটির অন্বয় এইভাবে যুক্তিসঙ্গত হয়—ভূতমৈত্রীং তথা আন্মন্তং জ্ঞাত্বা মন্ত্রাণি সাধয়েৎ। আন্মন্তং অর্থ ভাল করে পুরোপুরি।

রাশিবর্ণানুকূলতা—যথাবিধি রাশি ও বর্ণ অর্থাৎ সাধকের রাশি ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর নিয়ে বিচার করে আনুকূল্য নির্ধারণ কর্তব্য।

পুত্র, বান্ধব, পত্নী এদের অনুকূল মনোভাব, রাশিবর্ণের অনুকূলতা, ভূতমৈত্রী এসব আন্মন্ত অবগত হয়ে তবে মন্ত্রসাধনা করতে হবে।

মন্ত্রবিদ্যাঽভেদরূপং নিদ্রাঞ্চ বোধরূপকম্।
স্ত্রীপুংনপুংসকাদীংশ্চ জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রবিদ্যাঽভেদরূপং—মন্ত্র ও বিদ্যা এবং উভয়ের অভেদরূপ। মন্ত্র ও বিদ্যার মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়েছে। "যে-সব মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা পুরুষ তাদের বলা হয় পুরুষমন্ত্র আর যে-সবের উদ্দিষ্ট দেবতা স্ত্রী তাদের বলা হয় স্ত্রীমন্ত্র বা বিদ্যা। বাকী সব নপুংসক। মন্ত্র শব্দটি সাধারণ। স্ত্রীপুরুষ নপুংসক সব মন্ত্রই মন্ত্র।" —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৯৩।

তবে মন্ত্রের স্বরূপতঃ এরকম কোনো ভেদ নেই। শারদাতিলক ২।৫৮ শ্লোকের টীকায় "রাঘবভট্ট লিখেছেন, বিশেষ প্রয়োগসিদ্ধির জন্য এ রকম ভাগ করা হয়েছে। নৈলে নিষ্কলচৈতন্য অখণ্ডানন্দবাচ্য মন্ত্রের আবার স্ত্রীপুরুষাদি ভেদ কি? বস্তুতঃ এরকম কোনো ভেদ নেই। উপাসকদের প্রয়োজনে এরূপ ভেদ কল্পিত হয়েছে।"—ঐ।

নিদ্রাং—মন্ত্রের নিদ্রা অর্থাৎ প্রসুপ্তি। প্রসুপ্ত মন্ত্র দোষগ্রস্ত। প্রসুপ্ত বা সুষুপ্ত মন্ত্র সম্বন্ধে শারদাতিলক ২।৮৪ শ্লোকে বলা হয়েছে—ত্রিবর্ণ হংসহীন মন্ত্রকে বলা হয় সুষুপ্ত। টীকায় রাঘবভট্ট মন্ত্রমুক্তাবলীর একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। তাতে আছে—বর্ণত্রয়াত্মক যে-মন্ত্র হংসবর্জিত তাকে প্রসুপ্ত বলে জানবে। এরূপ মন্ত্র সর্বসিদ্ধিফল নাশ করে।

বোধরূপকম্—মন্ত্রের বোধরূপ অর্থাৎ প্রবুদ্ধচৈতন্যমন্ত্র। যথাশাস্ত্র প্রবুদ্ধ না করা পর্যন্ত মন্ত্রে চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে। 'মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ না হলে সে মন্ত্রে কোনো ফল হয় না।' মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার নানা উপায় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।—এ সম্বন্ধে দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭০৮।

মন্ত্র ও বিদ্যা, তাদের অভেদরূপ, মন্ত্রের নিদ্রা ও বোধরূপ, মন্ত্রের স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসক এই ভেদ, এসব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। ১৭

স্বরবর্ণপদদ্বিত্বং বিহ্ন্শৈচতন্যসূতকম্।
হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাদীংশ্চ জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৮ ॥

স্বরবর্ণ—স্বরবর্ণ শিবশক্তিময়।—দ্রঃ শারদাতিলক ২।৫। এটি জানতে হবে। সূতকম্—সূতক দ্বিবিধ—জাতসূতক আর মৃতসূতক। "তন্ত্রশাস্ত্র মতে মন্ত্র সচেতন পদার্থ, মন্ত্র জীব।......মন্ত্র যখন জীব তখন তার জন্ম মৃত্যু হয়। আর তাহলে তার জাতসূতক অর্থাৎ জাতকাশৌচ এবং মৃতসূতক অর্থাৎ মৃতাশৌচ হয়। মন্ত্রোচ্চারণের আদিতে হয় জাতকাশৌচ আর, অন্তে মৃতাশৌচ। এই সূতকদ্বয়-যুক্ত মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০৪, ৭০৫।

হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাদীংশ্চ—হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতাদি। একমাত্রক স্বরকে হ্রস্ব, দ্বিমাত্রককে দীর্ঘ, আর ত্রিমাত্রক স্বরকে বলে প্লুত।

মন্ত্রের স্বরবর্ণ, পদদ্বিত্ব, চৈতন্য, সূতক এবং স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতাদি জেনে তবে ক্রিয়া কর্ম করতে হবে। ১৮

পঞ্চশুদ্ধ্যাসনপ্রাণায়ামন্যাসাক্ষমালিকাঃ[১]।
দোষসংস্কারমুদ্রাদীন্[২] জ্ঞাত্বা কর্মাণি[৩] সাধয়েৎ ॥ ১৯ ॥

পঞ্চশুদ্ধি—আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি এবং দেবতাশুদ্ধি।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮২৪। অক্ষমালিকা—অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণের মালাকে বলে অক্ষমালা।—দ্রঃ শারদাতিলক ২৩।১১৫। আসন—পদ্মাসনাদি যোগাসন।

পঞ্চশুদ্ধি, আসন, প্রাণায়াম, ন্যাস, অক্ষমালা, মন্ত্রের দোষসংস্কার, মুদ্রাদি জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। ১৯

তথৈবাসনদিগ্‌বন্ধনাড়ীবন্ধাদিসঙ্গতিম্[৪]।
দেবতাকালমুদ্রাদি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ[৫] ॥ ২০ ॥

আসন—কুশাসনাদি বসার আসন। তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম করতে গেলে যথা-শাস্ত্র আসনশুদ্ধি করতে হয়। দিগ্‌বন্ধনাড়ীবন্ধাদি—দিগ্‌বন্ধন ও নাড়ীবন্ধন।

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, যামান্যাসাক্ষমালিকা।
২ তা বি গ,—ক, ঘ, ঙ এবং র গ, শুদ্ধ্যাদীন্। ৩ তা বি গ,—খ মন্ত্রাদি।
৪ ঐ, তত্ত্বানুসারতঃ; ঐ,—ক, ঘ, তত্ত্বাদিসঙ্গতিম্।
৫ তা বি গ,—খ, দেবতাকালমুদ্রাদি জ্ঞাত্বা কর্ম সমারভেৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, দেবতাকালমুদ্রাদি জ্ঞাত্বা শুধু বরাননে।

তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে সাধককে যথাবিহিত মন্ত্রপাঠাদি দ্বারা দশ দিগ্‌বন্ধন ও নাড়ীবন্ধন করতে হয়।

কাল—তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মাদির কাল। তন্ত্রশাস্ত্রে আচারভেদ পূজাদির প্রকারভেদ ইত্যাদি অনুসারে ক্রিয়াকর্মের কাল নির্দিষ্ট। সাধককে তা যথাশাস্ত্র অবগত হতে হবে।

যথোচিত আসন, দিগ্‌বন্ধন, নাড়ীবন্ধনাদি, দেবতা, কাল, মুদ্রাদি জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ২০

সাধ্যসাধককর্মাণি লেখনীদ্রব্যপঞ্চকম্ ।
স্থানং যন্ত্রং প্রমাণঞ্চ[1] জ্ঞাত্বা কর্মাণি[2] সাধয়েৎ ॥ ২১ ॥

লেখনীদ্রব্যপঞ্চকম্—লেখনী ও দ্রব্যপঞ্চক। এই শ্লোকে প্রধানতঃ যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের পদার্থের উপর যন্ত্ররচনায় বিভিন্ন প্রকারের লেখনী ব্যবহৃত হয়। দ্রব্যপঞ্চক বলতে বুঝাচ্ছে প্রধানতঃ যে পাঁচটি পদার্থের উপর যন্ত্র রচিত হয়। স্বতন্ত্রতন্ত্রমতে এই পাঁচটি—স্বর্ণ, রজত, তাম্র, পাষাণ এবং অষ্টধাতু। এই বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। যেমন সার-সংগ্রহমতে পঞ্চদ্রব্য এই—তাম্র, স্ফটিক, সুবর্ণ, রৌপ্য এবং ভূর্জপত্র।—দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, ষষ্ঠতরঙ্গ, পৃঃ ৫২৪-২৫।

স্থানং—যন্ত্রের স্থান। পূজাযন্ত্র ও ধারণযন্ত্রের স্থাপন-ও ব্যবহার-স্থান।

যন্ত্র—"দেবতার পূজা যেমন প্রতিমাতে হয় তেমনি হয় যন্ত্রে। যন্ত্র দেবতার প্রতীক। শাস্ত্রে আছে, সমস্ত দেবতার যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত। শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে যন্ত্র ছাড়া পূজা করলে দেবতা প্রসন্ন হন না।"

"যন্ত্রশব্দের সাধারণ অর্থ কোনো কার্যের সাধন অর্থাৎ যার সাহায্যে কার্য সাধিত হয় সেই বস্তু (Instrument)। পূজার ক্ষেত্রে যন্ত্রকে ধ্যেয় বস্তুতে মন নিবিষ্ট করার সাধন বলা যায়। যন্ত্রকে আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে শক্তিলেখা (dynamic graph)।"

"এইজন্য মর্মজ্ঞরা বলেন, যন্ত্রকে যে প্রতীক বলা হয় সে অগভীরের কথা। গভীরের কথা—যন্ত্র শক্তিলেখা, যে-দেবতার যন্ত্র সেই দেবতারই রূপ।"

"তন্ত্রমতে যন্ত্র মন্ত্রময়ী দেবতার দেহ। বলা হয়েছে, যন্ত্র মন্ত্রময়, মন্ত্র দেবতাত্মক। দেহ ও আত্মার মধ্যে যে-ভেদ যন্ত্র ও দেবতার মধ্যে সেই ভেদ।"

---

১ তা বি গ,—খ, মন্ত্রপ্রমাণঞ্চ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, তন্ত্রপ্রমাণঞ্চ।

২ তা বি গ,—খ মন্ত্রাণি।

"প্রত্যেক মন্ত্র তথা মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতার যন্ত্র পৃথক। আবার একদৈবত-মন্ত্রেরও একাধিক যন্ত্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। যে-দেবতার যে-পূজাযন্ত্র সেই যন্ত্রেই তাঁর পূজা করতে হয়।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, পৃঃ ৮৮৪-৮৮৭।

প্রমাণং—যন্ত্রের প্রমাণ। অর্থাৎ যন্ত্রের আকৃতি।

সাধনীয় সাধকর্ম, লেখনী, দ্রব্যপঞ্চক, স্থান, যন্ত্র এবং যন্ত্রের প্রমাণ এসব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ২১

উৎপত্তিবাসনাবর্ণমূর্তিসংস্কারসংস্থিতম্[১]।
কুণ্ডদ্রব্যপ্রমাণাদীন্[২] জ্ঞাত্বা হোমং সমাচরেৎ ॥ ২২ ॥

এই শ্লোকটি প্রধানতঃ হোমবিষয়ক। উৎপত্তি—হোমের উৎপত্তি অর্থাৎ তাত্ত্বিক জ্ঞান। বাসনা—হোমের বাসনা। বাসনার এক অর্থ উদ্দেশ্য, অন্য অর্থ ভাবনা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত ভাবনা। বর্ণ—ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে হোমবিধি। মূর্তি—আকার অর্থাৎ হোমকুণ্ডের আকার। সংস্কার—হোমদ্রব্যাদির যথাবিহিত সংস্কার অর্থাৎ শোধন। স্থিতম্—সংস্থান অর্থাৎ হোমকুণ্ডাদির যথাবিহিত সংস্থান। কুণ্ড—হোমকুণ্ড। দ্রব্যপ্রমাণ—হোমদ্রব্যপ্রমাণ অর্থাৎ ঘৃত মধু দুগ্ধ ইত্যাদি হোমদ্রব্যের যথাবিহিত পরিমাণ।

উৎপত্তি, বাসনা, বর্ণ, মূর্তি, সংস্কার, সংস্থান, কুণ্ড, হোমদ্রব্যের পরিমাণাদি জেনে তবে হোমানুষ্ঠান করতে হবে। ২২

অগ্নিপ্রভাং ধূম্রবর্ণধ্বনিগন্ধশিখাকৃতীঃ।
শুভং[৩]চেষ্টাদিকং জ্ঞাত্বা কল্পয়েত্তু শুভাশুভম্ ॥ ২৩ ॥

অগ্নিপ্রভাং—অগ্নির প্রভা। কি ধরণের অগ্নি কি কর্মে প্রশস্ত তাও তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য শারদাতিলক ২৩।১৩৫ শ্লোকের টীকা।

অগ্নিপ্রভা, ধূম্র, অগ্নির বর্ণ, প্রজ্বলিত অগ্নির ধ্বনি, অগ্নি প্রজ্বলিত হলে উত্থিত গন্ধ, অগ্নিশিখার আকৃতি—এ সবের শুভ ক্রিয়া জেনে অর্থাৎ কি ধরণের অগ্নিপ্রভা, ধূম্র ইত্যাদি শুভসূচক তা জেনে কৃত হোমের শুভাশুভ অনুমান করতে হবে। ২৩

মন্ত্রতত্ত্বা[৪]নুসন্ধানদেহাবেশাদিলক্ষণম্।
মন্ত্রোচ্চারণভেদঞ্চ জ্ঞাত্বা কর্মাণি[৫] সাধয়েৎ ॥ ২৪ ॥

দেহাবেশ—যথাবিহিতভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করলে সাধকদেহে আবেশ সঞ্চারিত হয়। মন্ত্রোচ্চারণভেদং—মন্ত্রোচ্চারণের হ্রস্বদীর্ঘাদি ভেদ।

১ তা বি গ,—খ, সংস্থিতীঃ। ২ ঐ,—ঙ এবং ব গ, কুণ্ডং তদ্ধ্বাসংখ্যাদীন্। ৩ ঐ, ব্রত; তা বি গ,—খ, হ্রাত। ৪ তা বি গ,—ঘ, তত্ত্বা। ৫ ঐ, মন্ত্রাণি।

মন্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধান, দেহের আবেশাদি লক্ষণ, মন্ত্রোচ্চারণের ভেদ এসব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ২৪

মণ্ডলং কলসদ্রব্যশুদ্ধি[১] গন্ধাষ্টকাদিকম্।
দীক্ষাকাম[২]প্রদানাদি জ্ঞাত্বা দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ২৫ ॥

এই শ্লোকটি প্রধানতঃ দীক্ষা সম্পর্কিত। মণ্ডলং—দীক্ষার সময়ে আত্মশুদ্ধি-আদি পঞ্চশুদ্ধির পর যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কন করে সেই মণ্ডলে পূজা করার বিধি তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। এখানে মণ্ডল অর্থ তন্ত্রবিহিত পদ্মভূষিষ্ট চিত্র বিশেষ। সর্বতোভদ্রমণ্ডল, নবনাভমণ্ডল ইত্যাদি মণ্ডলের কথা শাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে।—দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃ ৭৪-৭৭। গন্ধাষ্টক—শারদাতিলকে (৪।৭৯-৮০) বলা হয়েছে গন্ধাষ্টক ত্রিবিধ—শক্তিসম্বন্ধী, বিষ্ণুসম্বন্ধী, ও শিবসম্বন্ধী। শক্তি-সম্বন্ধী অষ্টগন্ধ—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চোর, কুঙ্কুম, গোরচনা, জটামাংসী এবং কপি। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬১৩-১৪, পাদটীকা। বিষ্ণুসম্বন্ধী ও শিবসম্বন্ধী গন্ধাষ্টক সম্বন্ধে—দ্রঃ শারদাতিলক ৪।৮০-৮১। দীক্ষাকামপ্রদান—দীক্ষাগ্রহণেচ্ছা ও দীক্ষাদান। দীক্ষাগ্রহণ ও দীক্ষাদান সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি জানতে হয়।

মণ্ডল, কলস, দ্রব্যশুদ্ধি, গন্ধাষ্টক, দীক্ষাকামনা ও দীক্ষাপ্রদান ইত্যাদি জেনে দীক্ষানুষ্ঠান করতে হবে। ২৫

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং নিয়মং নাম বাসনাম্।
পূজাধারণযন্ত্রাদি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ২৬ ॥

নিত্যং—নিত্যপূজা। "যে-পূজা প্রতিদিন করতে হয় এবং যা না করলে পাপ হয় তাকে বলে নিত্যপূজা।" নৈমিত্তিকং—"মাসকৃত্য তিথিকৃত্য বা বর্ষকৃত্য বিশেষ পূজাকে বলা হয় নৈমিত্তিক পূজা।" কাম্যং—"শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত বিশেষ বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য যে-পূজা করা হয় তাকে বলে কাম্য-পূজা।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮১১-১২। ধারণ-যন্ত্র—"ভূর্জপত্রাদিতে অঙ্কিত কালী তারা শ্রীকৃষ্ণ শিব প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার যন্ত্র মাদুলি করে ধারণ করার বিধি দেখা যায়। এই সব যন্ত্রকে বলে ধারণ-যন্ত্র। এইগুলি পূজাযন্ত্র থেকে পৃথক্।" এই সব যন্ত্রধারণে বিবিধ অনিষ্ট নিবারিত এবং নানা সিদ্ধিলাভ হয়।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৮৬।

---

১ তা বি গ.—খ, কলসকাথোদকং; ঐ.—ঙ এবং র গ, সকলং দ্রব্যং শুদ্ধি।
২ তা বি গ.—ঙ এবং র গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ, নাম।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যপূজাদি এবং সে-সবের নিয়ম ও বাসনা, পূজাযন্ত্র, ধারণযন্ত্রাদি জেনে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ২৬

পূজাগৃহপ্রবেশাদিকুলপূজক[১]লক্ষণম্।
কুলদ্রব্যাদিশুদ্ধিঞ্চ[২] জ্ঞাত্বা পূজাং সমাচরেৎ[৩] ॥ ২৭ ॥

পূজাগৃহপ্রবেশাদি—পূজাগৃহে প্রবেশ ইত্যাদি। এ সবের শাস্ত্রবিধি আছে। কুলপূজকলক্ষণম্—কুলপূজক অর্থাৎ কৌলাচারে অধিকারী সাধকের লক্ষণ। এ সম্বন্ধে অনেক তন্ত্রবচন পাওয়া যায়। "এই সব বচনের সার কথা—যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ষড়্‌রিপুজয়ী, ভক্তিশ্রদ্ধাবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, কৌলাচারে তাঁরই অধিকার।" তিনিই যথার্থ কুলপূজক।—এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৫৮৬-৮৭।

পূজাগৃহপ্রবেশ, কুলপূজকের লক্ষণ, কুলদ্রব্যাদির শুদ্ধি এ সব জেনে তবে পূজা করতে হবে। ২৭

অন্তর্যাগং বহির্যাগং ঘটার্ঘ্যস্থাপনাদিকম্[৪]।
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দেবি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ[৫] ॥ ২৮ ॥

অন্তর্যাগ—আন্তরপূজা। "দেবীভাগবতে বলা হয়েছে—সংবিৎ ভগবতীর নিরুপাধিক পররূপ। সেই সংবিদে সাধকের চিত্তলয়ের নাম আন্তরপূজা।" —দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮১৬।

পঞ্চপুষ্প—অন্তর্যাগের পঞ্চপুষ্প—অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা এবং জ্ঞান। —দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮১৭। বহির্যাগের পঞ্চপুষ্প—আম্র, চম্পক, শমী, পদ্ম এবং করবীর।

দেবী, অন্তর্যাগ, বহির্যাগ, ঘটস্থাপন, অর্ঘ্যস্থাপনাদি, পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ২৮

পাত্রাধারালিপিশিতং কলামুদ্রাধ্বমেলনম্[৬]।
বটুকাদিবলিং দেবি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ[৭] ॥ ২৯ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ঝ গ, পূজাদি।

২ ঐ, সিদ্ধিঞ্চ। ৩ তা বি গ,—ক, ঘ, কর্মাণি সাধয়েৎ।

৪ তা বি গ,—ধ, মধ্যযাগঞ্চ কেবলম্। ঐ,—ঙ এবং ঝ গ, অর্ঘ্যাদিস্থাপনাদিকং।

৫ তা বি গ,—ধ, পূজাং সমাচরেৎ।

৬ ঐ, কলামেলনতৎপরম্; ঐ,—ঙ এবং ঝ গ, পাত্রাধরাদিকন্তং দ্রব্যং কামকলাত্মকং।

৭ তা বি গ,—ধ, পূজাং সমাচরেৎ।

কলা—"তন্ত্রশাস্ত্রে কলাশব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কলা অর্থ প্রকৃতি, শক্তি, মায়া। আবার সময়ের একটি ভাগকেও কলা বলা হয়। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব কলা। সেখানে তার অর্থ ভিন্ন। তবে কলা শব্দের সাধারণ অর্থ অংশ। হঠযোগপ্রদীপিকার (৪।১) টীকায় বলা হয়েছে 'কলা নাদৈকদেশঃ'—কলা নাদের একদেশ অর্থাৎ অংশ।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৮৭-৮৮। কলা ষড়ধ্বার অন্যতম অধ্বাও বটে।

দেবী, পাত্রাধার, মদ্য, মাংস, কলা, মুদ্রা, অধ্বার মেলন, বটুকাদির বলি এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। ২৯

> কুলাকুলাখ্যসহজশক্তিভেদঞ্চ[1] লক্ষণম্।
> শুভ[2]লক্ষণসংযুক্ত[3] স্ত্রীসংস্কারার্চনাদিকম্।
> দেবি সম্ভোগকালঞ্চ জ্ঞাত্বা শক্তিং পরিগ্রহেৎ ॥ ৩০ ॥

কুলাকুলাখ্যসহজশক্তিভেদং—কুলশক্তি, অকুলশক্তি এবং সহজ শক্তির ভেদ। কুলশক্তি—চণ্ডালী ইত্যাদি অষ্টকুলশক্তি। অকুলশক্তি—কন্দুকী ইত্যাদি অষ্ট অকুলশক্তি। সহজশক্তি—তন্ত্রমন্ত্রসমাযুক্তা এবং অন্যান্য গুণশালিনী যে কুমারী পূজাকালে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়।—দ্রঃ আলোচ্য গ্রন্থের ৭।৪২-৪৫ শ্লোক ও টীকা।

শুভলক্ষণসংযুক্তস্ত্রীসংস্কারার্চনাদি—সুলক্ষণা স্ত্রী অর্থাৎ শক্তির সংস্কার অর্থাৎ শোধন এবং অর্চনাদি। সুলক্ষণা শক্তির বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থের ৭।৪৬-৪৮ শ্লোকগুলিতে দেওয়া হয়েছে।

শক্তিশোধন—পঞ্চতত্ত্বসাধনায় শক্তিশোধন অবশ্য কর্তব্য। "শক্তির অঙ্গে মাতৃকান্যাসাদি দ্বারা শক্তিশোধন করা হয়। এই কর্মের বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। দীক্ষা অভিষেক ইত্যাদি দ্বারা শক্তিশোধন করতে হয়।"—দ্রঃ শাস্ত্র-মূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫২।

অর্চনা—শক্তির পূজা। "বিভিন্ন তন্ত্রে সাধনসঙ্গিনী শক্তির পূজার বিবরণ আছে।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৬৭-৬৬৯। সম্ভোগকাল—শক্তিসম্ভোগকাল।

দেবী, কুলশক্তি, অকুলশক্তি ও সহজশক্তির ভেদ ও তাদের লক্ষণ, সুলক্ষণা শক্তির শোধন এবং অর্চনা, সম্ভোগকাল, এ সব অবগত হয়ে তবে শক্তিপরিগ্রহ করতে হবে। ৩০

---

১ তা বি গ,—কুলকুলাখ্যশক্তিঞ্চ মুদ্রাভেদঞ্চ; ঐ,—৩ এবং র গ, কুলাকুলাখ্যাগমনং শক্তিভেদঞ্চ।

২ তা বি গ,—ক, শুদ্ধ। ৩ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, শুভলক্ষণসংযুক্তং।

পানভেদ[১]ফলোল্লাসপ্রমাণস্থিতি[২]লক্ষণম্।
তত্ত্বত্রয়স্য স্বীকারং জ্ঞাত্বা কুলসুধাং[৩] পিবেৎ ॥ ৩১ ॥

পানভেদফল—মদ্যপানের প্রকারভেদ ও তার ফল। "তন্ত্রে মদ্যপানের প্রকারভেদ করা হয়েছে এবং কোন প্রকারের মদ্যপান প্রশস্ত তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরমানন্দতন্ত্রের মতে দিব্য-বীর ও পশু-ক্রমে স্বাস্বীকার অর্থাৎ মদ্যপান ত্রিবিধ। দেবতাবিসর্জনের পূর্ব পর্যন্ত দিব্যপান, তারপরে বীরপান এবং অসংস্কৃত দ্রব্যপান পশুপান।"—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬৪১। আলোচ্য গ্রন্থের ৭।১৪-২৬ শ্লোকে পানভেদ বিবৃত হয়েছে এবং দিব্যাদি পানের ফল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—দিব্যপান ভক্তিমুক্তিপ্রদ, বীরপান ভুক্তিপ্রদ এবং পশুপানে হয় নরকে গতি।

উল্লাস—তরুণাদি সপ্ত উল্লাস। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৬৫৫-৫৭।

প্রমাণ—মদ্যপানের পরিমাণ। প্রত্যেক উল্লাসে পেয় মদ্যের পাত্রসংখ্যা অর্থাৎ মদ্যের পরিমাণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। "শাস্ত্রের বিধান—যে-পরিমাণ সুরাপানে আনন্দসংপ্লব হয়, মনোলয় হয় এবং চিত্তের প্রসন্নতা হয় সেই পরিমাণ পান কর্তব্য।"

স্থিতিলক্ষণম্—উল্লাস স্থিতির লক্ষণ অর্থাৎ আরম্ভাদি উল্লাসে অবস্থিতির লক্ষণ। তত্ত্বত্রয়স্য স্বীকারং—তত্ত্বত্রয়গ্রহণ। এখানে একটি অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে। সাধনার্থী শিষ্যকে গুরু মন্ত্রসংস্কৃত তিন চুলুক মদ্য প্রদান করেন এবং শিষ্যকে যথাবিধি তা গ্রহণ করতে হয়। এই মন্ত্রসংস্কৃত তিন চুলুক মদ্যই তত্ত্বত্রয়। এই সঙ্গে গুরু আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয়ের দ্বারা যথাশাস্ত্র শিষ্যের স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ ও পরদেহ শোধন করেন।—এ সম্বন্ধে দ্রঃ আলোচ্য গ্রন্থ ৭।২৬-৭৬। কুলসুধাং—কুলামৃত, মন্ত্রসংস্কৃত মদ্য।

পানভেদ ও তার ফল, উল্লাস, পানের পরিমাণ, উল্লাসস্থিতির লক্ষণ, তত্ত্বত্রয়স্বীকার, এ সব জেনে তবে কুলামৃত পান করতে হয়। ৩১

চক্রপ্রবেশং প্রণতিং স্থিতিং নির্গমনং প্রিয়ে।
যোগিনীভোগ[৪]চেষ্টাদি জ্ঞাত্বা ভবতি কৌলিকঃ ॥ ৩২ ॥

---

১ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, পানভেদং।

২ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, ফলোল্লাসপ্রমাণং স্থিতি; তা বি গ,-খ, পয়োল্লাসপ্রমাণ-স্থিতি।

৩ র গ, কুলসুধাং।

৪ তা বি গ,—খ, ঙ এবং র গ, যোগ।

ক্রিয়ে, চক্রেপ্রবেশ, চক্রপ্রণাম, চক্রে অবস্থান, চক্র থেকে নির্গমন, যোগিনী-ভোগ, যোগিনীকার্যাদি অবগত হলে তবে কৌলিক হওয়া যায়। ৩২

রত্যুল্লাসনকালঞ্চ কুলদীপনিবেদনম্[১]।
শান্তিস্তবাদিপঠনং জ্ঞাত্বা স্যাৎ কুলদেশিকঃ ॥ ৩৩ ॥

রত্যুল্লাসনকালং—রতির উল্লাসন কাল। রতি—তন্ময়তা এবং উল্লাসন-কাল—প্রকাশকাল। যতটা সময় যথাশাস্ত্র মদ্যপানে সাধনায় তন্ময়তা জন্মে। কুলদেশিক—কৌল গুরু।

রত্যুল্লাসনকাল, কুলদীপনিবেদন, শান্তিবচনপাঠ, স্তবপাঠ ইত্যাদি জেনে তবে কুলদেশিক হতে হবে। ৩৩

মিথুনানুগ্রহাষ্টাষ্টপুষ্পিণীকন্যকার্চনাম্।
বিশেষতিথিপূজাঞ্চ জ্ঞাত্বা কর্মণি সাধয়েৎ[২] ॥ ৩৪ ॥

মিথুনানুগ্রহ—ভৈরবভৈরবীর অনুগ্রহ। অষ্টাষ্ট—অষ্ট অষ্ট অর্থাৎ অষ্ট-কুলশক্তি এবং অষ্ট অকুলশক্তি। পুষ্পিণীকন্যাকার্চনম্—পুষ্পিণী অর্থাৎ ঋতুমতী কন্যার পূজা।—এ সম্বন্ধে দ্রঃ আলোচ্য তন্ত্রের ১০।৪০ আদি শ্লোক।

বিশেষতিথিপূজাং—কৃষ্ণাষ্টমী চতুর্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ তিথিতে পূজা।

মিথুনানুগ্রহ, অষ্টাষ্ট, পুষ্পিণী কন্যার অর্চনা, বিশেষ তিথিতে পূজা, এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ৩৪

আম্নায়ভেদং সঙ্কেতং[৩] পুষ্পসংকোচমেব চ।
ওঘত্রয়ং[৪] সম্প্রদায়ং জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

সঙ্কেতং—কৌল সাধনায় অনেক গূঢ় বিষয় সঙ্কেতে বলা আছে এবং ক্রিয়া-কর্মেও সঙ্কেত আছে। এই সব গুরুমুখে অবগত হতে হয়। ওঘত্রয়ং—দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ এবং মানবৌঘ এই তিন গুরুপঙ্‌ক্তি।

সম্প্রদায়ং—গুরু পরম্পরায় আগত আচারানুসরণের নাম সম্প্রদায়।

আম্নায়ভেদ, সঙ্কেত, পুষ্পসঙ্কোচ, সম্প্রদায় এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ৩৫

---

১ তা বি গ,—খ, কুলদীপনসেবনম্।
২ ঐ, স্যাৎ কুলদেশিকঃ।
৩ তা বি গ,—ক, ঘ, ঙ এবং র গ, সংকোচং।
৪ তা বি গ,—ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ এবং র গ, গুরুত্রয়ং; তা বি গ,—ক, খ, গ, ওজস্ত্রয়ং।

শ্রৌতবিদ্যাকুলাচারং মন্ত্রভেদঞ্চ[1] পাদুকাম্ ।
চরণত্রিতয়ং[2] দেবি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ[3] ॥ ৩৬ ॥

দেবী, শ্রৌতবিদ্যা, কুলাচার, মন্ত্রভেদ, পাদুকা, চরণত্রিতয় এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ৩৬

স্বাধিকস্থ সমন্যূনকৌলিকারাধনক্রমম্ ।
সিদ্ধ[4]মুদ্রাধরার্চাদি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

সিদ্ধ—সিদ্ধ আসন অথবা সিদ্ধমন্ত্র। মুদ্রা—পূজাঙ্গ বিভিন্ন মুদ্রা।

নিজের চেয়ে বেশী অগ্রসর, নিজের সমান এবং নিজের চেয়ে কম অগ্রসর কৌলিকের আরাধনাক্রম, সিদ্ধ আসন বা সিদ্ধমন্ত্র, বিবিধ মুদ্রা, ধরার্চাদি সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ৩৭

কুলাগ্নি[5]প্রেতসংস্কারমন্ত্যেষ্টিং দিগ্‌বলিক্রমম্ ।
মোক্ষদীপবিধানাদি জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ[6] ॥ ৩৮ ॥

কুলাগ্নিসংস্কার, প্রেতসংস্কার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, দিগ্বলির ক্রম, মোক্ষদীপবিধান, এ সব জেনে তবে ক্রিয়াকর্ম করতে হবে। ৩৮

ইত্যাদ্যাঃ কথিতাঃ কিঞ্চিদ্বিশেষাঃ কুলনায়িকে ।
সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং বিধিঃ সাধারণক্রমঃ[7] ॥ ৩৯ ॥

ওগো কুলনায়িকা, ইত্যাদি কতগুলি বিশেষ বিধানাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা হল। এবার সব মন্ত্রের সাধারণক্রম-বিধি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। ৩৯

মন্ত্রাঃ পুরুষদেবাঃ স্যুর্বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ প্রিয়ে ।
মন্ত্রাঃ পুংসো হুংফড়ন্তাঃ প্রাণে চরতি দক্ষিণে ।
প্রবুধ্যন্তেঽগ্নিজায়ান্তা বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥
বামে প্রাণে প্রবুধ্যন্তে নমোঽন্তাঃ স্যুর্নপুংসকাঃ ।
নাড়ীদ্বয়গতে প্রাণে সর্বে[8] বোধং প্রযান্তি চ ॥ ৪১ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, মালিনীভেদ।   ২ ঐ, চরণদ্বিতয়ং।
৩ ঐ,—খ, স্যাৎ কুলদেশিকঃ।
৪ ঐ,—ক, ঙ এবং র গ, সিদ্ধিমুদ্রা।
৫ তা বি গ,—খ,-যুত পাঠ ; তা বি গ এবং র গ, কুর্বগ্নি।
৬ তা বি গ,—খ, জপহোমবিধানাদি জ্ঞাত্বা স্যাৎ কুলদেশিকঃ।
৭ ঐ,—ক, বর্ণানাং বিধিঃ সাধারণক্রমঃ। ঐ,—খ, বিধিং সাধারণং ক্রমাৎ। ঐ,—ঙ এবং র গ, বিধিঃ সাধরণক্রমঃ।
৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সর্বে মন্ত্রাঃ।

প্রাণে চরতি দক্ষিণে—প্রাণবায়ু দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে প্রবাহিত হলে। দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী। অতএব পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করলে। বামে প্রাণে—প্রাণবায়ু বামে অর্থাৎ বামনাসাপুটে প্রবাহিত হলে। বামে ইড়া নাড়ী। অতএব প্রাণবায়ু ইড়া নাড়ীতে সঞ্চরণ করলে।

নপুংসকাঃ—পুরুষদেবতার মন্ত্র—মন্ত্র, পুরুষ, স্ত্রীদেবতার মন্ত্র বিদ্যা; স্ত্রী; বাকী সব মন্ত্র নপুংসক। অগ্নিজায়া—স্বাহা। নাড়ীদ্বয়—ইড়া পিঙ্গলা।

প্রিয়ে, পুরুষদেবতার মন্ত্রকে বলা হয় মন্ত্র আর স্ত্রীদেবতার মন্ত্রকে বিদ্যা। পুংমন্ত্রের শেষে থাকে হুং ফট্। প্রাণবায়ু পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চরণ করলে পুংমন্ত্র প্রবুদ্ধ হয়। স্ত্রীদেবতার বিদ্যার অন্তে থাকে স্বাহা। ইড়া নাড়ীতে প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করলে বিদ্যা প্রবুদ্ধ হয়। নপুংসক মন্ত্রের অন্তে থাকে নমঃ। প্রাণবায়ু নাড়ীদ্বয়ে সঞ্চরণ করলে সব মন্ত্র প্রবুদ্ধ হয়। ৪০-৪১

শান্তিকে মনবঃ সৌম্যা ভূয়িষ্ঠেন্দ্বমৃতাক্ষরাঃ[১]।
স্বাহান্তাঃ স্যুর্বিয়ৎপ্রায়াশ্চাগ্নেয়াঃ ক্রূরকর্মসু[২] ॥ ৪২ ॥

শান্তিকে—শান্তিকর্মে। "রোগ, কৃত্যা অর্থাৎ অভিচার এবং গ্রহদোষ যাতে নষ্ট হয় তাকে বলে শান্তিকর্ম। সাধারণতঃ একে স্বস্ত্যয়ন বলা হয়।"

সৌম্যা—সৌম্য মন্ত্রগুলি। মন্ত্রের এক শ্রেণীবিশেষের নাম সৌম্য। সব স্ত্রীমন্ত্র অর্থাৎ বিদ্যা সৌম্য। সৌম্যমন্ত্র সোমদৈবত।

ভূয়িষ্ঠেন্দ্বমৃতাক্ষরাঃ—ইন্দু—স, অমৃতাক্ষর—ব। স ও ব এই অক্ষর অধিক পরিমাণে থাকবে। বিয়ৎপ্রায়াশ্চাগ্নেয়াঃ—বিয়ৎপ্রায়াঃ আগ্নেয়াঃ। আগ্নেয়াঃ—আগ্নেয় মন্ত্রগুলি। মন্ত্রের শ্রেণীবিশেষের নাম আগ্নেয়। আগ্নেয়মন্ত্র অগ্নিদৈবত।

বিয়ৎপ্রায়াঃ—এখানে মূল কথাটার আংশিক উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। এতে পুরো অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। শারদাতিলকে (২।৬১) পুরো কথাটি পাওয়া যাচ্ছে। যথা—বহ্নিতারস্ত্যবিয়ৎপ্রায়াঃ। বহ্নি—রং, তার—ওঁ, অন্ত্য—ক্ষং, বিয়ৎ—হং অর্থাৎ আগ্নেয় মন্ত্রে রং ওঁ ক্ষং হং এই বীজগুলির যে-কোনো বীজ প্রায়ই থাকে। ক্রূরকর্ম—আভিচারিক কর্ম।

সৌম্যমন্ত্র শান্তিকর্মে প্রশস্ত। এই সব মন্ত্রে 'স' ও 'ব' অক্ষর অধিক পরিমাণে থাকবে এবং এইগুলির অন্তে থাকবে স্বাহা। আগ্নেয় মন্ত্রে হং প্রভৃতি কোনো বীজ প্রায়ই থাকে। এই সব মন্ত্র ক্রূরকর্মে প্রশস্ত। ৪২

---

১ ভা বি গ,—ক, ভমিষ্ঠেন্দ্বমৃতাক্ষরাঃ। ঐ,—খ, ভূমিচ্চান্দ্বমৃতাক্ষরাঃ।

২ ভা বি গ,—খ, বিপৎপ্রায়া বিজ্ঞেয়াঃ ক্রূরকর্মসু; ঐ,—ঙ এবং ঝ গ, বিয়চ্ছায়া ক্রূরকর্মাণি সাধয়েৎ।

ফট্ চ পুষ্টৌ বষট্ বশ্যে[1] হুং ফট্ চৈব তু মারণে।
স্তম্ভনে চ নমঃ প্রোক্তং[2] স্বাহা শান্তিকপৌষ্টিকে ॥ ৪৩ ॥

ফট্ ও বষট্ থাকে পুংমন্ত্রের শেষে, হুং ফট্-ও পুংমন্ত্রের শেষে থাকে, নপুংসক মন্ত্রের শেষে থাকে নমঃ আর স্ত্রীমন্ত্র বা বিদ্যার শেষে স্বাহা। স্ত্রীমন্ত্রের শেষে বৌষট্ এবং নপুংসক মন্ত্রের শেষে হুং নমঃ-ও থাকে।—দ্রঃ শারদাতিলক ২।৫৯ ও টীকা। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ শারদাতিলক ২৩।১৩৫ শ্লোকের রাঘবভট্টকৃত টীকা।

পুষ্টিকর্মে ফট্-অন্ত মন্ত্র বশ্যকর্ম অর্থাৎ বশীকরণে বষট্-অন্ত মন্ত্র, মারণ-কর্মে হুংফট্-অন্ত মন্ত্র, স্তম্ভনে নমঃ-অন্ত মন্ত্র এবং শান্তি ও পুষ্টি কর্মে স্বাহা-অন্ত মন্ত্র বিহিত। ৪৩

হোমতর্পণয়োঃ স্বাহা ন্যাসপূজনয়োর্নমঃ।
মন্ত্রান্তে যোজয়েন্মন্ত্রী জপকালে যথাস্থিতম্[3] ॥ ৪৪ ॥

গৃহীতমন্ত্র সাধক মন্ত্রের শেষে হোম ও তর্পণে স্বাহা, ন্যাস ও পূজায় নমঃ এবং জপকালে যথানির্দিষ্ট শব্দ যোগ করবে। ৪৪

শান্তিকে রাজতং তাম্রং ভূর্জপত্রন্তু বশ্যকে।
সর্বকার্যেষু সৌবর্ণং ক্রূরে স্যাৎ প্রেতকর্পটম্ ॥ ৪৫ ॥

এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে যন্ত্রলিখনদ্রব্য অর্থাৎ কোন কর্মে কোন বস্তুর উপর কোন বস্তু দিয়ে যন্ত্র অঙ্কন করতে হবে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শান্তিকর্মে রাজত ও তাম্র, দ্রব্য, বশীকরণে ভূর্জপত্র, সব কর্মে সৌবর্ণ দ্রব্য এবং ক্রূরকর্মে মৃতের বস্ত্র বিহিত। ৪৫

ত্রিগন্ধং শান্তিকে প্রোক্তং পঞ্চগন্ধঞ্চ বশ্যকে।
সর্বকার্যেষ্বষ্টগন্ধং ক্রূরে চাষ্টবিষাণি চ ॥ ৪৬ ॥

ত্রিগন্ধং—চন্দন, অগুরু ও কর্পূর এই ত্রিগন্ধ।

অষ্টবিষাণি—অষ্টবিষ। "শ্যেনপক্ষীর বিষ্ঠা, চিতামূল, বিট্‌লবণ, ধুতুরার রস, গৃহধূম, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ইহার নাম অষ্টবিষ।"—দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ৬৬৫; শারদাতিলক ২৩।১৪৪ শ্লোকেও এই অষ্টবিষ বিবৃত হয়েছে।

শান্তিকর্মে ত্রিগন্ধ, বশ্যকর্মে পঞ্চগন্ধ, সর্বকর্মে অষ্টগন্ধ আর ক্রূরকর্মে অষ্টবিষ দ্বারা যন্ত্র লিখতে হবে। ৪৬

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, সিদ্ধিপুষ্টৌ বশ্যে হুংখং।

২ তা বি গ,—খ, নমো ভাগ্যে।

৩ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, যথাস্থিতিঃ।

শান্তিকে লেখনী দূর্বা বশ্যাদৌ শিখিপুচ্ছিকা।
হেম্না তু সর্বকার্যাণি ক্রূরে স্যাৎ কাকপুচ্ছিকা ॥ ৪৭ ॥

শান্তিকর্মে লেখনী দূর্বা, বশীকরণাদিতে লেখনী ময়ূরপুচ্ছ, স্বর্ণলেখনী সর্ব কর্মে আর ক্রূরকর্মে কাকপুচ্ছ লেখনী। ৪৭

স্বগৃহে[1] শান্তিকর্ম স্যাদ্বশ্যাদ্যং চণ্ডিকালয়ে।
সর্বকার্যং দেবগৃহে শ্মশানে ক্রূরকর্ম চ ॥ ৪৮ ॥

শান্তিকর্ম স্বগৃহে, বশীকরণাদি চণ্ডিকালয়ে, সর্বকর্ম দেবগৃহে এবং ক্রূরকর্ম শ্মশানে করতে হয়। ৪৮

লক্ষণান্যেবমাদীনি[2] জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ প্রিয়ে।
সর্বকর্মাণি কুর্বীত মন্ত্রী তত্তৎফলাপ্তয়ে ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ে, এই প্রকার সব লক্ষণ গুরুমুখে অবগত হয়ে গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তি যথাভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির জন্য শান্তিকর্মাদি সব কর্ম করবে। ৪৯

মূলে প্রাসাদবীজঞ্চ তরুণাদিত্যসন্নিভম্।
উত্তমাঙ্গে পরাবীজং চন্দ্রাযুতসমপ্রভম্ ॥ ৫০ ॥
পরস্পরজনস্পর্শজনিতানন্দনির্ভরঃ।
মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং অনবচ্ছিন্নরূপিভিঃ[3] ॥ ৫১ ॥
পরামৃতরসাসেকৈঃ[4] সিক্তমাপাদমস্তকম্।
আত্মানং ভাবয়েন্নিত্যং স ভবেদজরামরঃ ॥ ৫২ ॥

মূলে—মূলাধারে। প্রাসাদবীজং—হৌং, শিববীজ, শিব। পরাবীজং—হ্রীং, শক্তিবীজ, শক্তি। উত্তমাঙ্গে—মস্তকে। ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং—ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত। ব্রহ্মরন্ধ্র—মস্তকশীর্ষে।

এখানে উল্লেখ করা যায় ৫০ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৬৭ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত সাত্ত্বিক ধ্যান ও তার ফল বিবৃত হয়েছে।

মূলাধারে তরুণাদিত্যসন্নিভ প্রাসাদবীজ, উত্তমাঙ্গে অযুতচন্দ্রের মতো প্রভাযুক্ত পরাবীজ। উভয়ের পরস্পরস্পর্শজনিত যে আনন্দ সেই আনন্দনির্ভর যে-সাধক মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান পরামৃতরসের দ্বারা আপনাকে আপাদমস্তক অভিষিক্তরূপে নিত্য ধ্যান করে সে অজরামর হয়। ৫০-৫২।

---

১ তা বি গ,—ঙ, গৃহে চ।
২ ঐ,—খ, ইতি তত্ত্বসমাদীনি।
৩ তা বি গ,—খ, দীপ্তিভিঃ।
৪ ঐ,—খ, ঙ এবং র গ, পরামৃতসংসিক্তৈঃ।

এবং ধ্যাত্বা কুলেশানি সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ।
সিধ্যতি[১] তরসা দেবি নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ৫৩ ॥

কুলেশানী, এইরূপ ধ্যান করে যে ব্যক্তি সব ক্রিয়াকর্ম করে, ওগো দেবী, সে যে দ্রুত সিদ্ধিলাভ করবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। ৫৩

ধ্যানভেদং[২] প্রবক্ষ্যামি সর্বসিদ্ধিকরং প্রিয়ে।
ঈপ্সিতং লভতে যেন পূজাহোমাদিকং বিনা[৩] ॥ ৫৪ ॥

প্রিয়ে, সর্বসিদ্ধিকর ধ্যানবিশেষের কথা বলছি। পূজা হোমাদি ছাড়াই এ দ্বারা ঈপ্সিত বস্তু লাভ হয়। ৫৪

স্থানে মনোহরে দেবি সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
স্থিতো মৃদ্বাসনে ধ্যায়েদ্ গুরুবন্দনপূর্বকম্ ॥ ৫৫ ॥

দেবী, স্থিরমানস সাধক মনোহর স্থানে কোমল আসনে বসে গুরুবন্দনা পূর্বক ধ্যান করবে। ৫৫

মস্তকস্থিতসম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম্[৪]
শ্রীপ্রাসাদপরাবীজং ষোড়শস্বরসংযুতম্ ॥ ৫৬ ॥
মুক্তা[৫]স্ফটিককর্পূরকুন্দেন্দুধবলং প্রিয়ে।
সচ্চন্দ্রবিম্ব[৬]সঙ্গাতসুধাপ্লাবিতবিগ্রহম্ ॥ ৫৭ ॥
আত্মানং ভাবয়েন্নিত্যং নিশ্চলেনান্তরাত্মনা।
সর্বারিষ্টং[৭] বিলীয়তে শুভশ্রীপুষ্টিকারকম্[৮] ॥ ৫৮ ॥

মস্তকস্থিতসম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম্—মস্তকস্থিত পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্তী। মস্তকশীর্ষদেশে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্মের স্থান নির্দেশ করা হয়। এই সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। "অমৃতস্নিগ্ধ শীতল এই চন্দ্র জ্যোৎস্নাজাল বিকীরণ করছে।" উক্ত চন্দ্রের মণ্ডলমধ্যবর্তী। সচ্চন্দ্রবিম্ব—প্রাসাদপরাবীজের সন্নিহিত যে-চন্দ্র তার বিম্ব।

মস্তকস্থিত পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্তী শ্রীপ্রাসাদপরাবীজ ষোড়শ স্বরবর্ণযুক্ত। প্রিয়ে, এই বীজ মুক্তা-স্ফটিক-কর্পূর-কুন্দকুসুম-ও চন্দ্রের মত ধবল। উক্ত

১ তা বি গ,—ক,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ এবং স্ব গ, সিধ্যন্তি।
২ তা বি গ,—ঙ এবং স্ব গ, ন্যাসভেদং। ৩ তা বি গ,—খ, জপপূজাদিকং বিনা।
৪ তা বি গ,—খ, মধ্যগে ; ঐ,—ঙ এবং স্ব গ, মণ্ডলং।
৫ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ এবং স্ব গ, শুদ্ধ।
৬ স্ব গ, সচ্চন্দ্রবিম্ব ; তা বি গ,—খ, বীজ। ৭ তা বি গ,—ঙ এবং স্ব গ, সর্বাভীষ্টং।
৮ ঐ, শ্রীতন্ত্রপ্রাপ্তিকারণম্ ; তা বি গ,—ক, শুভশ্রীপ্রাপ্তিকারকম্।

বীজের এবং সন্নিহিত চন্দ্রের বিম্বসম্ভূত সুধা দ্বারা প্লাবিতদেহ আপনার রূপ অবিচলিত অন্তঃকরণে সাধক নিত্য ধ্যান করবে। এই ধ্যান সর্ব অরিষ্ট দূর করে এবং কল্যাণ, শ্রী ও পুষ্টি বিধান করে। ৫৬-৫৮

শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রমষ্টোত্তরসহস্রকম্।
তরুণোল্লাসসহিতো মণ্ডলং পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৫৯ ॥

প্রিয়ে, তরুণ-উল্লাসের সহিত শ্রীপ্রাসাদপরামন্ত্রের এক হাজার আট জপ করে মণ্ডল অর্থাৎ চক্রের পূজা করতে হবে। ৫৯

অপমৃত্যুমহারোগজরামরণজং ভয়ম্।
গ্রহাপস্মারবেতালভূতোন্মাদাদিজং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥
জিত্বাধিব্যাধিরহিতঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং সার্দ্ধং[1] পূজিতঃ সর্বমানবৈঃ ॥ ৬১ ॥

যে পূর্বোক্ত জপাদি করে সে অপমৃত্যু মহারোগ জরা মৃত্যু গ্রহ অপস্মার বেতাল ভূত উন্মাদাদির ভয় জয় করে আধিব্যাধিশূন্য ও পুত্রপৌত্রসমন্বিত হয়ে সকল মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করে দেড়শ বছর বেঁচে থাকবে। ৬০-৬১

অশ্রুতং বুধ্যতে শাস্ত্রং কবিতা নির্মলা[2] ভবেৎ।
চিন্ময়ো জায়তে[3] সাক্ষান্নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ৬২ ॥

অশ্রুত শাস্ত্রও তার বোধগম্য হয়, কবিতা তার কাছে পরিষ্কার অর্থাৎ সহজবোধ্য হয়, সে সাক্ষাৎ চিন্ময় হয়ে যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৬২

জ্বরোন্মাদাদিরোগেষু জপেচ্ছিরসি চিন্তয়ন্।
শূলবাতব্রণগ্রন্থিমূত্রকৃচ্ছ্রাদিসম্ভবে।
তত্তৎস্থানেষু দেবেশি[4] পূর্ববচ্চিন্তয়ন্ জপেৎ ॥ ৬৩ ॥

দেবেশী, জ্বর উন্মাদাদিরোগে মস্তকে পূর্বোক্তরূপ ধ্যান করে জপ করতে হবে। শূল, বাত, ব্রণ, গ্রন্থিরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্রাদিতে সেই সেই স্থানে অর্থাৎ সেই সেই রোগাক্রান্ত স্থানে পূর্ববৎ ধ্যান করে জপ করতে হবে।

মহারোগেষু জাতেষু সর্বাঙ্গেষু বিচিন্তয়েৎ।
তৎক্ষণাচ্ছান্তিমায়ান্তি রোগাঃ সর্বে ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

মহারোগ হলে সর্বাঙ্গে পূর্বোক্ত ধ্যান করতে হবে। তা হলে সব রোগ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হবে এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই। ৬৪

---

১ তা বি গ,—ক, খ, সাগ্রং। ২ ঐ,—খ, ঘ, নর্গলা; তা বি গ,—ক, মঙ্গলা।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চিন্ময়ো রোচতে। ৪ ঐ, সংস্পৃষ্টা।

দশেন্দ্রিয়েষু[1] যো ধ্যায়েদ্ভেদিন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্ ।
যত্র বীজং স্মরেত্তত্র তৎফলং লভতে[2] ধ্রুবম্ ॥ ৬৫ ॥

যে দশেন্দ্রিয়ে. ধ্যান করে সে ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করে। যেখানে পূর্বোক্ত বীজের ধ্যান করবে সেখানে সেইস্থান সম্পর্কিত ফল নিশ্চিত লাভ করবে। ৬৫

সদা যশ্চিন্তয়েন্মূর্দ্ধ্নি স ভবেদজরামরঃ ।
সর্বরোগপ্রহরণং[3] বিদ্যারোগ্যপ্রদং প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥
অস্মাৎ পরতরধ্যানং[4] নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ।
সাত্ত্বিকধ্যানজং দেবি ফলমেতদুদীরিতম্ ॥ ৬৭ ॥

যে সর্বদা মস্তকে পূর্বোক্ত বীজের ধ্যান করে সে অজরামর হয়। প্রিয়ে, এই ধ্যান সর্বরোগ নিরসন করে এবং বিদ্যা ও আরোগ্য প্রদান করে। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধ্যান আর নেই, একথা নিঃসংশয় সত্য। দেবী, সাত্ত্বিক ধ্যানের এই ফল বলা হল। ৬৬-৬৭

শান্তিকর্মাণি সর্বাণি বিধিনানেন কারয়েৎ ।
বিধিনানেন দেবেশি সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

দেবেশী, সব শান্তিকর্ম এই বিধি অনুসারে করাতে হবে। এই বিধি অনুসারে অতুলনীয় সৌভাগ্য লাভ হবে। ৬৮

দ্বাদশাধারপদ্মেষু দ্বাদশস্বরসংযুতম্ ।
বীজং সঞ্চিন্তয়েদ্ যস্তু স ভবেদজরামরঃ ॥ ৬৯ ॥

এই শ্লোক থেকে ৭৮ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত রাজসিক ধ্যান ও তার ফল বিবৃত হয়েছে।

দ্বাদশাধারপদ্মে দ্বাদশস্বরযুক্ত পূর্বোক্ত বীজের যে জপ করে সে অজরামর হয়। ৬৯

ষড়াধারেষু ষড়্[5]দীর্ঘযুক্তং বীজং বিচিন্তয়েৎ ।
ষড়াধারস্থদেবীভিঃ পূজ্যতে কুলনায়িকে ॥ ৭০ ॥

ষড়ধারেষু—ষড়াধারে। মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপূর অনাহত বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞা এই ষট্‌চক্র ষড়াধার।

ষড়্‌দীর্ঘযুক্তং—ষড়্‌দীর্ঘ বলতে বোঝায় আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ (দ্রঃ শারদাতিলক ৬।৩ শ্লোকের রাঘবভট্টকৃত টীকা) এই ষড়্ দীর্ঘ স্বরবর্ণযুক্ত।

---

১ তা বি গ,—দেহোল্লয়েষু। তা বি গ, ভবতি।
২ তা বি গ,—ক, ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ;
৩ তা বি গ,—ক, খ, সর্বরোগপ্রহহরং।
৪ ঐ,—ঙ এবং র গ, পরতরং কালং।
৫ ঐ, বা।

ষড়াধারাস্থদেবীভিঃ—ষড়াধারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের সহিত। যথাক্রমে মূলাধারাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডাকিনী রাকিনী লাকিনী কাকিনী শাকিনী এবং হাকিনী।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৯৫০।

ওগো কুলনায়িকা, ষড়াধারে ষড়্দীর্ঘযুক্ত পূর্বোক্ত বীজের ধ্যান করতে হবে এবং ষড়াধারস্থ দেবীদের সহিত তার পূজা করতে হবে। ৭০

হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে সূর্যমণ্ডলসংস্থিতম্।
পরাপ্রাসাদবীজন্তু তরুণারুণসন্নিভম্ ॥ ৭১ ॥
জবাবন্ধূকসঙ্কাশং[1] পদ্মরাগপ্রভোজ্জ্বলম্।
পঞ্চবিংশতিভি স্পর্শাক্ষরৈঃ সংবীতম[2]ম্বিকে ॥ ৭২॥
তৎপ্রভাপটলচ্ছায়ারক্তীকৃত[3] জগৎত্রয়ম্।
আত্মানঞ্চ স্মরেদ্দেবি নিশ্চলেনান্তরাত্মনা ॥ ৭৩ ॥

হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে—হৃদ্দেশে অবস্থিত যৌগিক পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে।
স্পর্শাক্ষরৈঃ—ককারাদি মকারান্ত বর্গীয় বর্ণের দ্বারা।

অম্বিকা, হৃৎপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে আছে সূর্যমণ্ডল। তাতে তরুণ অরুণের মতো পরাপ্রাসাদবীজ অবস্থিত। জবা ও বন্ধুক কুসুমের বর্ণবিশিষ্ট পদ্মরাগ-মণির প্রভায় উজ্জ্বল এই বীজ পঞ্চবিংশতি স্পর্শবর্ণের দ্বারা সংবীত। দেবী, স্থিরচিত্তে সেই প্রভাপটলছায়ায় ত্রিজগৎ ও নিজেকে রক্তীকৃত ধ্যান করতে হবে। ৭১-৭৩

পরাপ্রাসাদবীজন্তু তরুণোল্লাস[4]সংযুতঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু মণ্ডলং প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ ৭৪ ॥

সুধী সাধক তরুণোল্লাসযুক্ত হয়ে পরাপ্রাসাদবীজ যথাবিধি মালাদি ফিরায়ে একহাজার আটবার জপ করবে। ৭৪

দেবদানবগন্ধর্বসিদ্ধকিন্নরগুহ্যকান্।
বিদ্যাধরান্মুনীন্ যক্ষান্ নাগানপ্সরসঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭৫ ॥
সিংহব্যাঘ্রোরগেন্দ্রাদীনন্যান্[5] দুষ্টমৃগানপি।
বশ্যান্ করোত্যসন্দেহং কিং পুনর্মানবাদিকান্[6] ॥ ৭৬ ॥

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সিন্দুর।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বাচান্ত; তা বি গ,—ঘ, বেষ্টিত।
৩ তা বি গ,—ক, খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ এবং র গ, ব্যক্তীকৃত।
৪ তা বি গ,—ঙ, যৌবনোল্লাস। ৫ ঐ এবং র গ, দীন্ ত্যাস। ৬ ঐ, মানবাদয়ঃ।

এটি দেব দানব গন্ধর্ব সিদ্ধ কিন্নর গুহ্যক বিদ্যাধর মুনি যক্ষ নাগ অপ্সরা সিংহ ব্যাঘ্র উরগেন্দ্রাদি এবং অন্য সব দুষ্ট পশুকে নিঃসন্দেহ বশীভূত করে, মনুষ্যাদির আর কথা কি। ৭৫-৭৬

মহদৈশ্বর্যমাপ্নোতি স্বর্গভোগাদিকং প্রিয়ে।
যস্য মূর্ধ্নি স্মরন্ জপ্যাৎ স বশ্যো জায়তেঽচিরাৎ[১] ॥ ৭৭ ॥

প্রিয়ে, এর দ্বারা সাধক মহৈশ্বর্য ও স্বর্গভোগাদি প্রাপ্ত হয়। আর যার মাথায় পূর্বোক্ত ধ্যান করে জপ করা হয় সে অচিরে বশীভূত হয়। ৭৭

রাজসধ্যানজং দেবি ফলমেতদুদীরিতম্।
বশ্যকর্মাণি সর্বাণি বিধিনানেন কারয়েৎ[২] ॥ ৭৮ ॥

দেবী, রাজসিক ধ্যানের এই ফল বলা হল। সব বশীকরণ-কর্ম এই বিধি অনুসারে করতে হবে। ৭৮

সর্ববশ্যকরং দেবি সর্বৈশ্বর্যফলপ্রদম্।
অস্মাৎ পরতরং ধ্যানং নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

দেবী, সর্ববশ্যকর সর্বৈশ্বর্যফলপ্রদ এই ধ্যানের চেয়ে উত্তম ধ্যান আর নেই এ নিঃসংশয় সত্য। ৭৯

লিখেৎত্রিকোণং ষট্কোণং অষ্টারঞ্চ মহীপুরম্।
মূলমন্ত্রং লিখেন্মধ্যে সাধ্যনামসমন্বিতম্ ॥ ৮০ ॥

এই শ্লোকে যন্ত্রাঙ্কনের কথা বলা হয়েছে। অষ্টারং—অষ্টকোণ। মহীপুরম্—ভূপুর। "ভূপুর ত্রিরেখারচিত চতুর্দ্বারযুক্ত চতুষ্কোণ।" "ভূপুরের উপরই সমগ্র যন্ত্রটি স্থাপিত।" এটি যন্ত্রের সর্ববহিস্থ অংশ।

ত্রিকোণ, ষট্কোণ, অষ্টার, মহীপুর এঁকে মধ্যস্থলে সাধ্যের নাম যুক্ত করে মূলমন্ত্র লিখতে হবে। ৮০

ষট্কোণেষু ষড়ঙ্গানি বিলিখেৎ পরমেশ্বরি।
কেশরেষু স্বরানষ্টৌ বর্গান্ পত্রেষু পার্বতি ॥ ৮১ ॥
ভূগৃহস্য চতুষ্কোণে বিলিখেন্মূলমম্বিকে।
পঞ্চবর্ণরজোভিশ্চ শুভং দৃষ্টিমনোহরম্[৩] ॥ ৮২ ॥

কেশরেষু স্বরানষ্টৌ—যন্ত্রাঙ্গ পদ্মের কেশরে অষ্টস্বর। স্বরবর্ণগুলিকে যুগ্মশঃ নিলে অর্থাৎ অ আ, ই ঈ, এইভাবে নিলে আটটি যুগ্মক হবে এবং তা অষ্ট-কেশরে লিখতে হবে।

---

১ তা বি গ,—খ-ধৃত পাঠ; তা বি গ এবং স্ব গ, হঠাৎ।

২ তা বি গ.—ক, সাধয়েৎ।

৩ স্বগ, শুভদৃষ্টিমনোহরম্।

বর্গান্—অষ্টবর্গ। যথা—ক চ ট ত প য শ ল্। ল্ বর্গ—ল্ ক্ষ। শ বর্গ—শ ষ স হ। য বর্গ—য র ল ব। ভূগৃহস্য—ভূপুরের।

পঞ্চবর্ণরজোভিঃ—পঞ্চবর্ণের চূর্ণের দ্বারা। পঞ্চবর্ণচূর্ণ বলতে বোঝায় পীতবর্ণ—হরিদ্রাচূর্ণ, শুক্লবর্ণ—তণ্ডুলচূর্ণ, রক্তবর্ণ—কুসুম্ভচূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ—পুলাকজ চূর্ণ অর্থাৎ শস্যহীন ধান পুড়িয়ে তার চূর্ণ, শ্যামবর্ণ—বিল্বাদিপত্রচূর্ণ। —দ্রঃ শারদাতিলক ৩।১১৯-১২০।

ওগো পরমেশ্বরী, ষট্‌কোণে মন্ত্রের ষড়ঙ্গ লিখতে হবে। পার্বতী, কেশরে অষ্টস্বর এবং পত্রে অষ্টবর্গ লিখতে হবে। ওগো অম্বিকা, ভূগৃহের চতুষ্কোণে মূলমন্ত্র লিখতে হবে। পাঁচ রঙের চূর্ণ দিয়ে দৃষ্টিমনোহর যন্ত্র রচনা করতে হবে। ৮১-৮২

এবং যন্ত্রং সমালিখ্য বিধিবন্মন্ত্রবিত্তমঃ[১]।
একত্রিষড়্বসুচতুঃকলসান্ স্থাপয়েৎ প্রিয়ে[২] ॥ ৮৩ ॥

প্রিয়ে, এইরূপে যন্ত্র লিখে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিৎ একটি কিংবা তিনটি কিংবা চারটি কিংবা ছটি অথবা আটটি কলস স্থাপন করবে। ৮৩

মধ্যাদিচতুরস্রান্তং দ্বাত্রিংশৎ কলসান্ প্রিয়ে[৩]।
অথবাষ্টাদশৈশানি সপ্ত বা দশ বা প্রিয়ে ॥ ৮৪ ॥
চতুরো বাপ্যথৈকং বা কুর্যাৎ সাধকঃ শক্তিতঃ[৪]।
অস্থিরক্তশিরাতন্তুমৃন্মাসং[৫] রুধিরং জলম্ ॥ ৮৫ ॥
চর্মবস্ত্রাসন[৬]কূর্মনারিকেলফলং শিরঃ[৭]।
মন্ত্রপ্রাণ[৮]সমাযুক্তাং যজেৎ কলসদেবতাম্ ॥ ৮৬ ॥

অস্থিরক্ত—অস্থি রক্ত। রক্ত—সিন্দুর, কলসের গায়ে লিপ্ত সিন্দুর। তন্তু—কলসের গলায় যে-ত্রিসূত্র বাঁধা হয়েছে। বস্ত্র—যে-বস্ত্রের দ্বারা কলস আবৃত করা হয়েছে। মৃৎ—যে মাটি দিয়ে কলস তৈরি হয়েছে। কূর্ম—বাহ্য বায়ু, নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্যতম। নারিকেলফলং—কলসের মাথায় যে-

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্ত্রমুত্তমম্।
২ তা বি গ—ক, একত্রিচতুর্ষ্ চতুঃকলসানথস্থাপয়েৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, একদ্বিত্রিষষ্টৈর্ চতুঃকলসান্ স্থাপয়েৎ প্রিয়ে।
৩ তা বি গ,—খ, দ্বাবিংশতিঘটান্ ক্রমাৎ।
৪ ঐ,—ক,-ধৃত পাঠ; তা বি গ এবং র গ, সাধকসত্তমঃ।
৫ তা বি গ,—ঙ, সংযুতং।
৬ র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, বস্ত্রশিলা।
৭ ঐ,—খ, চর্মবস্ত্রশিখাকূর্মং নারিকেলফলং শিবঃ।
৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মন্ত্রপান।

নারকেল দেওয়া হয়েছে। ৮৫ সংখ্যক শ্লোকের প্রথমার্ধে এবং ৮৬ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে কলসদেবতার অবয়ব কল্পনা করা হয়েছে।

প্রিয়ে, সাধক যথাশক্তি মধ্য থেকে চতুরস্র পর্যন্ত বত্রিশটি কলস অথবা ওগো ঈশানী, আঠার কিংবা সাত কিংবা দশ কিংবা চার কিংবা একটি কলস স্থাপন করবে। সিন্দুর অস্থি, তন্তু শিরা, মৃত্তিকা মাংস, জল রুধির, বস্ত্র চর্ম, আসন কূর্ম এবং নারিকেল শির। কলসদেবতার এইরূপ ভাবনা করে মন্ত্রের দ্বারা তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে পূজা করবে। ৮৪-৮৬

সাবিত্রীমূর্তিবংশাদি[১] মাতরো ভৈরবান্বিতাঃ।
বিদিক্ষু গুরুবিঘ্নেশ[২] দুর্গাক্ষেত্রপতীন্ প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥
কলসেষু সমভ্যর্চ্য বিধিবন্মন্ত্রবিত্তমঃ[৩]।
অভিষিঞ্চেৎ প্রিয়ং শিষ্যং সর্বপাপপ্রশান্তয়ে[৪] ॥ ৮৮ ॥

সাবিত্রীমূর্তিবংশাদি—সাবিত্রীমূর্তি মানে ব্রহ্মাণী বা ব্রাহ্মী, বংশ মানে কুল, তা হলে দাঁড়াল ব্রাহ্মী-কুল যার আদি ; সহজ কথায় ব্রাহ্মী—আদি।

মাতরঃ—মাতৃকাগণ। সাত, আট, নয়, চৌদ্দ, ষোল সংখ্যক মাতৃকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সাধারণতঃ মাতৃকা বলতে অষ্টমাতৃকাই বোঝায়। অষ্টমাতৃকা—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা এবং মহালক্ষ্মী। আবার মহালক্ষ্মীর পরিবর্তে চর্চিকা নামও পাওয়া যায়।

প্রিয়ে, ভৈরবসংযুক্তা সাবিত্রীমূর্তিবংসাদি মাতৃগণ কোণে স্থাপিত গুরু গণেশ দুর্গা ও ক্ষেত্রপালগণ এঁদের যথাবিধি কলসে পূজা করে সেই সেই কলসের জলে সর্বপাপপ্রশমনের জন্য প্রিয় শিষ্যের অভিষেক করতে হবে। ৮৭-৮৮

আয়ুঃশ্রীকান্তিসৌভাগ্যবিদ্যারোগ্যাদিকং[৫] ভবেৎ।
রাজাভিষিক্তো লভতে চতুঃসাগরাং মহীম্ ॥ ৮৯ ॥

এই অভিষেকের দ্বারা আয়ু শ্রী কান্তি সৌভাগ্য বিদ্যা ও আরোগ্যাদি লাভ হয়। অভিষিক্ত হলে রাজা চতুঃসাগরা ধরিত্রী লাভ করে। ৮৯

অকিঞ্চনোঽভিষিক্তশ্চ মহদৈশ্বর্যমাপ্নুয়াৎ।
বন্ধ্যাভিষিক্তা লভতে পুত্রং সর্বগুণান্বিতম্ ॥ ৯০ ॥

---

১ ভা বি গ,—খ-ধৃত পাঠ ; ভা বি গ এবং র গ, সাবিত্রীনাপরাঙ্গানি ; ভা বি গ,—ক, ঘ, সাবিত্রীমূর্মিরঙ্গানি।

২ ভা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিদিতাগুরুবিঘ্নেন।

৩ ঐ, মন্ত্রমুত্তমম্।

৪ ঐ, শিষ্টং সর্বপাপপ্রণাশনম্।

৫ ভা বি গ,—ঙ এবং র গ, ধনং।

অকিঞ্চন ব্যক্তি যদি অভিষিক্ত হয় তা হলে সে মহৈশ্বর্য লাভ করে। বন্ধ্যা নারী অভিষিক্ত হলে সর্বগুণান্বিত পুত্র লাভ করে। ৯০

ভূতাপমৃত্যুরোগাদ্যা বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
ত্রিলৌহে বাপি ভূর্জে বা লিখিত্বা যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৯১ ॥
বিধৃতং বাহুনা দেবি সর্বরক্ষাকরং ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং বিদ্যালাভং যশো জয়ম্ ॥ ৯২ ॥

ত্রিলৌহে—সুবর্ণ রজত তাম্র ত্রিলৌহ, তাতে। যন্ত্রং—ধারণযন্ত্র। এটি মাদুলি করে শরীরে ধারণ করা হয়।

অভিষেকের দ্বারা ভূতপ্রেত, অপমৃত্যু, রোগাদি নিঃসংশয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দেবী, ত্রিলৌহে বা ভূর্জপত্রে উত্তম যন্ত্র লিখে বাহুতে ধারণ করলে তা সর্বরক্ষাকর হয় আর তা দ্বারা আয়ু আরোগ্য ঐশ্বর্য বিদ্যা যশ এবং জয় লাভ হয়। ৯১-৯২

যদ্ যৎ স্বমনসোঽভীষ্টং তত্তদাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
খড়্গাবশ্যং বয়ঃস্তম্ভং যক্ষিণ্যঞ্জনপাদুকাম্ ॥ ৯৩ ॥
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধ্যাদি মহারসরসায়নম্।
সঞ্জীবযোগগুটিকাপ্রমুখাখিলসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯৪ ॥
পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞৈর্দৃশ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
ষট্ কর্মাণি প্রযুঞ্জীত নান্যথা ভবতি প্রিয়ে ॥ ৯৫ ॥

যন্ত্রধারণকারী ব্যক্তির যা যা অভীষ্ট সেই সেই বস্তু সে নিঃসংশয় লাভ করে। পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা খড়্গাবশ্যতাশক্তি, স্তম্ভনশক্তি, যক্ষিণীর অঞ্জন ও পাদুকা, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, পারদঘটিত রসায়ন, সঞ্জীবযোগগুটিকা প্রভৃতি অখিল সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করে। প্রিয়ে, ষট্ কর্মের যথাবিধি সাধন করলে তার কখনো অন্যথা হয় না। ৯৩-৯৫

পীতদ্রব্যৈর্হরিদ্রাদ্যৈঃ সমিৎপত্রফলাদিভিঃ।
জুহুয়াৎ পূর্ববন্মন্ত্রী দেবতাধ্যানতৎপরঃ ॥ ৯৬ ॥

হরিদ্রাদি পীতদ্রব্য, সমিধ, পত্র, ফলাদি দিয়ে দেবতাধ্যানতৎপর গৃহীতমন্ত্র সাধক পূর্ববৎ হোম করবে। ৯৬

বাক্শ্রোত্রগতিদৃক্সেনানদীগ্রহরিপূন্ প্রিয়ে।
নানাদুষ্টমৃগান্ দেবি স্তম্ভয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥

প্রিয়ে, ওগো দেবী, এটি বাক্, কর্ণ, গতি, দৃষ্টি, সৈন্য, নদী, গ্রহ, রিপু, নানাবিধ দুষ্ট পশু এ সবের স্তম্ভন করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৯৭

গ্রহরোগাদিদুষ্টাদিবিনাশনকরং পরম্[১]।
অস্মাৎ পরতরং ধ্যানং নাস্তি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥

অশুভগ্রহ, রোগাদি, দুষ্টাদি এসবের পরম বিনাশকারী এই ধ্যানের (তামস ধ্যান) চেয়ে উৎকৃষ্ট ধ্যান আর নেই একথা নিঃসংশয় সত্য। ৯৮

তামসধ্যানজং দেবি ফলমেতদুদীরিতম্।
দুষ্টমারণকর্মাণি বিধানেন সাধয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

দেবী, তামসধ্যানের এই ফল বিবৃত হয়েছে। দুষ্টের মারণকর্ম যথাবিধি সংসাধিত করতে হবে। ৯৯

ইত্যাদি ধ্যানভেদাংশ্চ[২] জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ প্রিয়ে।
ষট্ কর্মাণি প্রযুঞ্জীত নান্যথা বীরবন্দিতে ॥ ১০০ ॥

প্রিয়ে, বীরবন্দিতা, এই সব ধ্যানভেদ গুরুমুখে অবগত হয়ে ষট্‌কর্মের সাধন করতে হবে, অন্য প্রকারে নয়। ১০০

খদিরশ্বেতমন্দারসিত[৩]ভানুসমিদ্বরৈঃ।
পলাশোডুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষাপামার্গসমিদ্বরৈঃ[৪] ॥ ১০১ ॥
নন্দ্যাবর্ত্তসিতাম্ভোজহয়ারি[৫]কুসুমাদিভিঃ।
সিতৈরন্যৈঃ শুভৈর্দ্রব্যৈঃ সমিৎপত্রফলান্তরৈঃ[৬] ॥ ১০২ ॥
ভক্ষৈশ্চ পায়সৈর্দূর্বাসহিতৈস্তিলতণ্ডুলৈঃ[৭]।
মধুরত্রয়সংযুক্তৈর্মন্ত্রবিৎ কুলনায়িকে ॥ ১০৩ ॥
একেন বাথ সর্বৈর্বা তৎকার্যগুরুলাঘবম্।
জ্ঞাত্বা দেবি সহস্রন্তু জুহুয়াদথ পঞ্চ বা[৮] ॥ ১০৪ ॥
অযুতং নিযুতং বাপি প্রযুতং বা কুলেশ্বরি।
তত্তৎকর্মোদিতে কুণ্ডে সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥ ১০৫ ॥

ভানু—অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। নন্দ্যাবর্ত্ত—তগর ফুল। হয়ারিকুসুম—করবী ফুল। মধুরত্রয়—ঘৃত মধু শর্করা। নিযুত—এক লক্ষ। প্রযুত—দশ লক্ষ।

---

১ তা বি গ,—খ, ঘ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, গ্রহবেগাদিদুষ্টানাং বিনাশনকরং প্রিয়ে।
২ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, ধ্যানভেদেন।
৩ তা বি গ,—খ, মন্দার ধৃত। ৪ ঐ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, সত্বচৈঃ।
৫ তা বি গ,—ক, গ, হারিদ্র।
৬ ঐ,—ক, সিতৈ রক্তৈঃ সিতৈর্দ্রব্যৈঃ সমিৎপত্রফলাদিভিঃ ; ঐ,—ঘ, সিতৈ রক্তৈঃ শুভৈ। ৭ তা বি গ,—খ, ভক্ষৈঃ সপায়সৈর্হুত্বা মধুরৈস্তিলতণ্ডুলৈঃ ; ঐ,—ঘ, ভক্ষৈশ্চ পায়সৈঃ সুবাসহিতৈস্তিলতণ্ডুলৈঃ।
৮ তা বি গ,—খ, জপ্তা দেবি সহস্রন্তু ত্রিসহস্রন্ত পঞ্চ বা ; ঐ,—ঘ, জ্ঞাত্বা (ততঃ খ-বৎ)

কুলনায়িকা, ওগো দেবী, মন্ত্রবিৎ সাধক সেই সেই কর্মনির্দিষ্ট কুণ্ডে কৃত-সংস্কার অগ্নিতে খদির শ্বেতমন্দার ও কৃষ্ণ আকন্দের উত্তম সমিধ, পলাশ ডুমুর অশ্বত্থ পাকুড় আপাঙ এসবের উত্তম সমিধ, তগর শ্বেতপদ্ম ও করবী এই সব ফুল, অন্যান্য শ্বেত ও শুভ দ্রব্য, অন্য সমিধ পত্র ও ফল, ভক্ষ্য দ্রব্য পায়স দূর্বা-সহ তিল, তণ্ডুল, মধুরত্রয় এ সবের একটি বা সব কটি দিয়ে হোম করলে তার ফল কিরকম গুরু অথবা লঘু হয় তা জেনে, ও গো কুলেশ্বরী, সহস্র অথবা পঞ্চ সহস্র কিংবা অযুত কিংবা নিযুত কিংবা প্রযুত হোম করবে। ১০১-১০৫

আবাহ্য দেবতামস্মিন্ ধ্যাত্বা সাবরণাং প্রিয়ে।
বিধিবজ্জুহুয়াদ্দেবি তদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ॥ ১০৬ ॥

প্রিয়ে, এতে দেবতাকে আহ্বান করে আবরণসহ তাঁর ধ্যান করতে হবে এবং ওগো দেবী, তদ্‌গতচিত্তে যথাবিধি হোম করতে হবে। ১০৬

সর্বরোগব্রণোন্মাদাপস্মারোৎপাতযক্ষ্মজম্।
সর্বদুঃখপ্রশমনং তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

এই হোম সর্বরোগ ব্রণ উন্মাদ অপস্মার উৎপাত রাজযক্ষ্মা এ সব থেকে সঞ্জাত সর্বদুঃখ তৎক্ষণাৎ নিঃসংশয় প্রশমিত করে। ১০৭

অনেন সর্বশান্তিঞ্চ জ্ঞানং বিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
কদম্বাশোকবকুলপুন্নাগাম্রমধূকজৈঃ ॥ ১০৮ ॥
চম্পকদ্বয়পলাশপাটলশ্রীকপিত্থকৈঃ।
মালতীমল্লিকাজাতিবন্ধূকারুণপঙ্কজৈঃ ॥ ১০৯ ॥
কহ্লারারুণমন্দারযূথি[১]কুন্দজবাদিভিঃ।
সনারিকেলকদলীদ্রাক্ষেক্ষুপৃথুকৈরপি ॥ ১১০ ॥
চন্দনাগুরুকর্পূররোচনাকুঙ্কুমাদিভিঃ।
রক্তৈরন্যৈঃ শুভদ্রব্যৈঃ সমিৎপত্রফলান্বিতৈঃ[২] ॥ ১১১ ॥
পূর্ববজ্জুহুয়াদ্দেবি বিধিবন্মন্ত্রবিত্তমঃ।
মহীপত্যাদি[৩] পুরুষান্ কান্তা যৌবনগর্বিতাঃ ॥ ১১২ ॥
সিংহান্ মত্তান্ তথা ব্যাঘ্রান্ মৃগান্ দুষ্টান্ গজানপি[৪]।
সিদ্ধদেবাপ্সরোযক্ষগন্ধর্ববনিতাস্তথা।
সর্বানপি[৫] কুলেশানি বশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, আতি। ২ ঐ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, সমিদ্দ্বয়ফলোত্তবৈঃ।
৩ তা বি গ,—খ,-ধৃতপাঠ; তা বি গ, মহীপতিংশ্চ।
৪ তা বি গ,—খ, মত্তগজব্যাঘ্রান্ সর্পদুষ্টমৃগানপি। ৫ ঐ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দেবানপি।

প্রিয়ে, এ দ্বারা সর্বশান্তি জ্ঞান ও বিদ্যালাভ হয়। কদম্ব অশোক বকুল পুন্নাগ আম্র মধূক দ্বিবিধ চম্পক পলাশ পারুল বিল্ব কপিত্থ এ সবের সমিধ্, মালতী মল্লিকা জাতি বন্ধুক রক্তপদ্ম কহ্লার রক্তমন্দার যূথি কুন্দ জবা এই সব ফুল, নারকেল কলা দ্রাক্ষা ইক্ষু পৃথুক (চিপিটক) এই সব, চন্দন অগুরু কর্পূর গোরচনা কুঙ্কুম এই সব, অন্য রক্তবর্ণ শুভদ্রব্য এবং পত্রফলযুক্ত সমিধ্ এই সবের দ্বারা ওগো দেবী, উত্তম মন্ত্রবিৎ সাধক পূর্বের মতো যথাবিধি হোম করবে।

রাজাদি পুরুষ, যৌবনগর্বিতা নারী, মত্ত সিংহ ও ব্যাঘ্র, দুষ্ট অন্য পশু এবং হাতী, সিদ্ধ-দেব-অপ্সরা-যক্ষ-গন্ধর্ববনিতা, এই সমস্তকেই ওগো কুলেশানী এই হোম বশীভূত করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১০৮-১১৩

বাজীলবণহোমেন স্ত্রিয়মাকর্ষয়েদ্ ধ্রুবম্।
বিধিনানেন দেবেশি সৌভাগ্যমুত্তমং লভেৎ ॥ ১১৪ ॥

বাসক ও লবণ দিয়ে হোম করলে তা নারীকে নিশ্চিত আকর্ষণ করে। দেবেশী, এই উপায়ে সাধক উত্তম সৌভাগ্য লাভ করে। ১১৪

বহুনাত্র কিমুক্তেন ত্রিষু লোকেষু মন্ত্রিণাম্।
অনেন মন্ত্ররাজেন নাসাধ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১১৫ ॥

এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলে কি হবে। এই মন্ত্ররাজের (অর্থাৎ পরা-প্রাসাদমন্ত্রের) দ্বারা গৃহীতমন্ত্র ব্যক্তির ত্রিলোকে কিছুই অসাধ্য নাই। ১১৫

ঊর্ধ্বাম্নায়ৈকনিষ্ণাতঃ[১] পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিৎ।
কুলার্ণবার্থতত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তঃ কুলেশ্বরি ॥ ১১৬ ॥

ওগো কুলেশ্বরী, ঊর্ধ্বাম্নায়ে একান্ত অভিজ্ঞ পরাপ্রাসাদমন্ত্রবিৎ কুলার্ণব-তত্ত্বজ্ঞ সাধক জীবন্মুক্ত। ১১৬

সুতীর্থে বাপ্যতীর্থে বা[২] জলমধ্যেঽপি বা বসন্।
পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞো মুক্ত এব ন সংশয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

পরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞ সুতীর্থে কিংবা অতীর্থে কিংবা জলমধ্যে যেখানেই বাস করুক না কেন সে মুক্তই এ বিষয়ে সংশয় নেই। ১১৭

দিক্‌পীঠক্ষেত্রমুদ্রাদিবৃক্ষবল্লীমঠাদিকাঃ।
পূর্বভৈরব[৩]দেব্যাশ্চ ঊর্ধ্বাম্নায়স্য পার্বতি ॥ ১১৮ ॥

---

১ তা বি গ,—খ, নিষ্ঠঞ্চ। ঐ,—ঙ এবং ব্র গ, নিষ্ঠাতঃ।
২ তা বি গ,—ঙ এবং ব্র গ, যতীর্থেনাপ্যতীর্থে বা।
৩ ঐ, পূর্বভৈরব।

পার্বতী, ষট্‌কর্মের উপযোগী দিক্‌ পীঠ মুদ্রাদি বৃক্ষ বল্লী মঠাদি উর্ধ্বাম্নায়ের পূরভৈরব ও দেবীগণ—এ সব সম্বন্ধে জানতে হবে। ১১৮

নিম্[১]বকারস্করোন্মত্তকণ্টকীবিপ্রদণ্ডিভিঃ[২]।
অস্থিকণ্টকবৃক্ষাদ্যৈর্দ্রব্যৈরশুভসাধনৈঃ[৩] ॥ ১১৯ ॥
বটকৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈশ্চ সমিৎপত্রফলান্তরৈঃ[৪]।
গৃহধূমচিতাঙ্গারত্রিকটু্ম্ল[৫]চিতাঞ্জনৈঃ[৬] ॥ ১২০ ॥
উন্মত্তরসসংসিক্তৈ পিষ্ট্বা সম্যক্‌ প্রসাধিতৈঃ[৭]।
সাধ্যপাদরজোভিশ্চ চিতাভস্মসমন্বিতৈঃ ॥ ১২১ ॥
সাধ্যপ্রতিকৃতিং কুর্যাদেকনক্ষত্রবৃক্ষজাম্‌।
সম্যক্‌প্রতিষ্ঠিতপ্রাণাং কুণ্ডস্যোপরিলম্বয়েৎ[৮] ॥ ১২২ ॥

কারস্কর—বিষতিন্দু, বিষগাবগাছ। উন্মত্ত—ধুস্তূর; মুচুকুন্দবৃক্ষ। কণ্টকী—খদিরবৃক্ষ। বিপ্র—অশ্বত্থ। দণ্ডী—দমনকবৃক্ষ, কুন্দবৃক্ষ। অস্থি—অস্থিসংহার (?), হাড়জোড়া। কণ্টকবৃক্ষ—শাল্মলীবৃক্ষ, কাঁটা গাছ। বটক—ক্ষুদ্র বটগাছ। গৃহধূম—ঘরের ভুসা। ত্রিকটু—মিলিত শুণ্ঠী পিপ্পলী ও মরিচ। ত্রি-অম্ল—কুল, তেঁতুল, ডালিম।

চিতাঞ্জনৈঃ—চিত—সম্পাদিত, অঞ্জনৈঃ—অঞ্জন দিয়ে। সাধ্যপ্রতিকৃতিং—সাধ্যের প্রতিকৃতি অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষণাদি করা হয় তার প্রতিকৃতি।

নিম, কারস্কর, উন্মত্ত, কণ্টকী, বিপ্র, দণ্ডী, অস্থি, কণ্টকবৃক্ষ ইত্যাদি সব অশুভকর দ্রব্য, ক্ষুদ্র বটবৃক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ অন্য সমিধ্‌ পত্র ও ফল, এই সবের দ্বারা ক্রূরকর্মের হোম করতে হয়।

গৃহধূম চিতাঙ্গার ত্রিকটু ও ত্রি-অম্লের মিশ্রণে তৈরী কালির সঙ্গে ধুতুরার রস, সাধ্যের পদধূলি এবং চিতাভস্ম মিশিয়ে ভাল করে মেড়ে তৈরি করা অঞ্জন

---

১ র গ, নিভ্য।　　২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, দণ্ডিভিঃ; ঐ, খ, মর্কটীবিষদণ্ডিভিঃ।

৩ তা বি গ,—খ, অগ্নিকুণ্ডক্ষবৃক্ষাদ্যৈর্দ্রব্যৈঃ; ঐ,—ঘ, অস্থিকণ্টকবিপ্রাদ্যৈর্হোমৈরশুভকারণম্‌; ঐ,—ঙ এবং র গ, স্তনা ন শুভকারণম্‌।

৪ তা বি গ,—ক, ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, বটুকৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈশ্চ সমিৎপত্রফলান্তরৈঃ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ফলার্ণবৈঃ।

৫ তা বি গ,—খ, ঘ, ঙ, ত্রিকটু্ম্লি।

৬ তা বি গ,—খ, ত্রিকটু্ম্লিবিধাঞ্জনম্‌।

৭ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ এবং র গ প্রসেচিতৈঃ।

৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চিন্তয়েৎ।

দিয়ে সাধ্যের একনক্ষত্রবৃক্ষজা প্রতিকৃতি করতে হবে। তারপর তাতে যথাবিধি সম্যক্ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে হোমকুণ্ডের উপরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। ১১৯-১২২

খনেত্তৎপ্রতিমাং মন্ত্রী কুণ্ডস্যাধো যথাবিধি।
মলীমসেন মনসা চোগ্রদৃষ্টিরমর্ষণঃ ॥ ১২৩ ॥

উগ্রদৃষ্টি ক্রুদ্ধ গৃহীতমন্ত্র সাধক মলিন মনে কুণ্ডের নিয়ে যথাবিধি সাধ্যের প্রতিমা খনন করবে। ১২৩

চিতানলে বিষতরু[1]সপ্তকাষ্ঠসমেধিতে।
তদ্দ্রব্যৈর্জুহুয়াদ্দেবি বিধিবন্মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ১২৪ ॥

দেবী, বিষতরুর সপ্ত কাষ্ঠ দ্বারা উদ্দীপ্ত চিতাগ্নিতে উত্তম মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি যথাবিহিত দ্রব্যে যথাবিধি হোম করবে। ১২৪

কুর্যাদ্বিদ্বেষণোচ্চাট[2]মারণানি[3] ন সংশয়ঃ।
শান্তিকে সাত্ত্বিকং দেবি শ্বেতবর্ণং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১২৫ ॥
বশ্যে তু রাজসং দেবি রক্তবর্ণং বিচিন্তয়েৎ।
তামসং ক্রূরকার্যেষু কৃষ্ণবর্ণং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১২৬ ॥

এইভাবে বিদ্বেষণ উচ্চাটন মারণাদি কর্ম করতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেবী, শান্তিকর্মে সাত্ত্বিক শ্বেতবর্ণের চিন্তা করতে হবে। বশীকরণে রাজসিক রক্তবর্ণের এবং ক্রূরকর্মে তামসিক কৃষ্ণবর্ণের চিন্তা করতে হবে। ১২৫-১২৬

আত্মরক্ষাং পুরা কৃত্বা পশ্চাৎ কর্মাণি সাধয়েৎ।
যোঽন্যথা কুরুতে মোহাৎ স ভবেদ্দেবতাপশুঃ ॥ ১২৭ ॥

আত্মরক্ষাং—শাস্ত্রবিহিত উপায়ে আত্মরক্ষা করতে হয়। কর্মাণি—বিদ্বেষণাদি ক্রূরকর্ম।

পূর্বে আত্মরক্ষা করে পরে কর্ম করতে হবে। যে মোহবশতঃ এর অন্যথা করে সে দেবতার পশু হয়। ১২৭

তস্মাদ্দেবি মহাঘোরাঘ্যাসং পূজাং বলিং সুধীঃ[4]।
কৃত্বা কর্মাণি কুর্বীত নান্যথা বীরবন্দিতে ॥ ১২৮ ॥

মহাঘোরাঘ্যাসাদি পূর্বোক্ত আত্মরক্ষার উপায়।

বীরবন্দিতা ওগো দেবী, সেইজন্য সুধী ব্যক্তি মহাঘোরাঘ্যাস পূজা বলি এইসব সমাপন করে তবে কর্ম করবে, অন্যপ্রকারে নয়। ১২৮

---

১ তা বি গ,—ক, বিপ্রতরু ; ঐ.—ঙ এবং র গ, রিপুতরু।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কুর্যাদ্বিশেষমুচ্চার্য।
৩ র গ, মারণাদি।　৪ তা বি গ,—ঘ, পূজামহাসুধীঃ,।

মূলাধারসরোজান্ত[1]র্বহ্নিমধ্যগতং[2] প্রিয়ে।
পরাপ্রাসাদবীজং তৎ কল্পান্তা[3]গ্নিসমপ্রভম্ ॥ ১২৯ ॥

প্রিয়ে, মূলাধারপদ্মের অভ্যন্তরস্থিত অগ্নির মধ্যে আছে কল্পান্তাগ্নিসমপ্রভ পরাপ্রাসাদবীজ। ১২৯

প্রতিলোমেষু[4] সংবীতং দশভির্ব্যাপকাক্ষরৈঃ।
স্বয়ং কালানলসমঃ[5] সর্বভূতভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩০ ॥

ব্যাপকাক্ষরৈ—ব্যাপক বর্ণের দ্বারা। য র ল ব শ ষ স হ ল্ এবং ক্ষ এই দশটি বর্ণ ব্যাপক বর্ণ। এইগুলি আগ্নেয় বর্ণ।

প্রতিলোমক্রমে ব্যাপকাক্ষরের দ্বারা সংবীত স্বয়ং কালাগ্নিসম এই বীজ সর্বভূতের ভীতিজনক। ১৩০

দক্ষিণাশামুখো ভূত্বাত্যুগ্রদৃষ্টিমলীমসঃ[6]।
যৌবনোল্লাসসহিতঃ পরাপ্রাসাদসংজ্ঞকম্ ॥ ১৩১ ॥
মন্ত্রং মণ্ডলকং[7] জপ্যাদষ্টোত্তরসহস্রকম্।
অনিষ্টকারিণঃ সত্ত্বান্ কলহায়াস[8]কারিণঃ ॥ ১৩২ ॥
বৃথা দ্বেষ[9]করান্ ক্রূরান্ সপর্যাবিঘ্নকারিণঃ।
ভূতোপগ্রহবেতালান্ পিশাচান্ যক্ষরাক্ষসান্[10] ॥ ১৩৩ ॥
ইত্যাদিদুষ্টসত্ত্বাংশ্চ সদা ক্লেশকরান্ পরান্।
তদ্বহ্নিমধ্যপতিতাগ্নির্দগ্ধাংশ্চ বিচিন্তয়েৎ।
ক্ষণেন নাশমায়ান্তি শলভা ইব পাবকে[11] ॥ ১৩৪ ॥

অত্যুগ্রদৃষ্টিমলীমসঃ—যার অত্যুগ্র দৃষ্টি মলযুক্ত বা মলিন অর্থাৎ ঘোরাল।

দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে অত্যুগ্রদৃষ্টিমলীমস ও যৌবনোল্লাসযুক্ত সাধক পরাপ্রাসাদ নামক মন্ত্র চক্রাবৃত্তে এক হাজার আটবার জপ করবে। অনিষ্ট-কারী প্রাণী, যারা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করে, যারা বৃথা দ্বেষ করে, যারা ক্রূর,

---

১ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, মূলাধারসরোজান্তং। ২ তা বি গ,—ক, বহির্মধ্যগতং।
৩ তা বি গ,—ক, ঘ, কালান্তাগ্নি। ৪ তা বি গ,—খ,-যুত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ, প্রতিলোমসু।
৫ তা বি গ,—খ, কালানলপ্রভঃ।
৬ তা বি গ,—ঘ, দৃষ্টির্মলীমসঃ; ঐ,—খ, দক্ষিণাশাভিমুখশ্চোগ্রদৃষ্টির্মলীমসঃ।
৭ তা বি গ—খ, মন্ত্রম্ মণ্ডলং। ৮ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, নিয়তাশয়।
৯ ঐ, ক্লেশ। ১০ তা বি গ,—খ, ব্রহ্মরাক্ষসান্।
১১ তা বি গ,—ক, খ, ঘ, পার্বতি।

যারা পূজার বিঘ্নকারী, ভূত, উপগ্রহ, বেতাল, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, ইত্যাদি দুষ্ট সত্ত্ব এবং সর্বদা ক্লেশকারী অন্য সব সেই আগুনে পড়ে দগ্ধ হচ্ছে এরূপ চিন্তা করবে। তা হলে আগুনে পতঙ্গের মতো এরা মুহূর্তে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। ১৩১-৩৪

> যস্য মূর্ধ্নি স্মরেদ্ বীজং স মৃত্যুমধিগচ্ছতি।
> ধ্যানেনানেন দেবেশি কালাদীনপি নাশয়েৎ[১] ॥ ১৩৫ ॥

যার মাথায় পূর্বোক্ত বীজমন্ত্রের অনুধ্যান করা হবে সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। দেবেশী, এই ধ্যানের দ্বারা কালাদিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ১৩৫

> ইতি তে কথিতঃ কিঞ্চিৎ কাম্যকর্মবিধিঃ[২] প্রিয়ে।
> সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩৬ ॥

প্রিয়ে, তোমাকে কাম্যকর্মবিধি সংক্ষেপে এই কিছুটা বললাম। কুলেশানী, আবার আর কি শুনতে চাও। ১৩৬

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে কাম্যকর্মবিধানং নাম ষোড়শ উল্লাসঃ ॥১৬॥

সপাদলক্ষশ্লোকবিশিষ্ট সর্বাগমোত্তমোত্তম নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে কাম্যকর্মবিধান নামক ষোড়শোল্লাস সমাপ্ত। ১৬

---

১ তা বি গ,—খ, কলাদীনপি নাশয়েৎ ; ঐ,—ঙ, কৌলাদীন্নাশয়েৎ ; ব গ, কৌলাদীনপি নাশয়েৎ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, কর্মাবধিং।

সপ্তদশ উল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুলেশ শ্রোতুমিচ্ছামি গুরুনামাদিবাসনাম্[1]।
তত্ত্বং কুলপদার্থানাং বদ মে পরমেশ্বর ॥ ১ ॥

বাসনাং—অর্থভাবনা।

দেবী বললেন—কুলেশ, গুরুনামাদির বাসনা এবং কুলপদার্থসমূহের তত্ত্ব শুনতে চাই। পরমেশ্বর, তাই আমাকে বল।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ কুলজ্ঞানং প্রকাশতে[2] ॥ ২ ॥

ঈশ্বর বললেন—দেবী, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করলে তা বলছি, শোন। এটি শোনামাত্র কুলজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ২

নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে।
বিদ্যাবতারসংসিদ্ধ্যৈ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ ॥ ৩ ॥
নারায়ণস্বরূপায় পরমাত্মস্বরূপিণে।
সর্বাজ্ঞানতমোভেদভানবে চিদ্ঘনায় চ ॥ ৪ ॥
সর্বজ্ঞায় দয়াকৢপ্তবিগ্রহায় শিবাত্মনে।
পরত্রেহ চ ভক্তানাং ভব্যানাং ভাবদায়িনে ॥ ৫ ॥
পুরস্তাৎ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমঃ কুর্যামুপর্যধঃ।
সদা সচ্চিত্তরূপেণ বিধেহি তব দাসতাম্ ॥ ৬ ॥

হে নাথ, হে ভগবান্, গুরুরূপী শিব, তোমাকে নমস্কার। পরাবিদ্যার প্রকাশ ও সংসিদ্ধির জন্য তুমি অনেক মূর্তি পরিগ্রহ করেছ.

তুমি নারায়ণস্বরূপ, পরমাত্মস্বরূপ, সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার বিদীর্ণকারী সূর্য-স্বরূপ, তুমি চিদ্ঘন, সর্বজ্ঞ, করুণারচিতবিগ্রহ, মঙ্গলস্বরূপ। ভব্য ভক্তদের ইহলোকে এবং পরলোকে তুমি ভাবদাতা। সামনে পাশে পিছনে উপরে নীচে সব দিকে তোমাকে নমস্কার। সচ্চিত্তরূপে আমাকে সর্বদা তোমার দাসত্ব দাও। ৩-৬

---

১ তা বি গ,—গ, বাচতাং ; ঐ,—ঘ, নামাদিরূপিণম্।   ২ য গ, প্রবর্ত্ততে।

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধত্বাৎ[১] গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৭ ॥

গু-শব্দের অর্থ অন্ধকার আর রু-শব্দের অর্থ তার নিরোধক অন্ধকার নিরোধ করেন বলে গুরুকে গুরু বলা হয়। ৭

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারো বিষ্ণুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ ॥ ৮ ॥

গ-কার অর্থ সিদ্ধিদাতা। র-কার অর্থ পাপদগ্ধকারী। উ-কার অর্থ বিষ্ণু। যিনি এই তিনের সম্মিলিত সত্তা তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু। ৮

গকারো জ্ঞানসম্পত্তী রেফস্তত্র প্রকাশকঃ।
উকারঃ শিবতাদাত্ম্যং গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৯ ॥

গ-কার বলতে বুঝায় জ্ঞান ও সম্পদ্, র-কার তার প্রকাশক আর উ-কার বলতে বুঝায় শিবতাদাত্ম্য। এই তিনের সমবায়ের জন্য গুরু বলা হয়। ৯

গুহ্যাগমার্থতত্ত্বার্থসন্ধানাৎ[২] বোধনাদপি।
রুদ্রাদিদেবরূপত্বাদ্[৩]গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ১০ ॥

গু বলতে বুঝায় গুহ্য আগমার্থ ও তত্ত্বার্থের সন্ধান ও বোধদান আর রু বলতে বুঝায় রুদ্রাদিদেবরূপত্ব। এই উভয়ের জন্য গুরু বলা হয়। ১০

স্বয়মাচরতে শিষ্যানাচারে[৪] স্থাপয়ত্যপি।
আচিনোতীহ শাস্ত্রার্থানাচার্যস্তেন কথ্যতে ॥ ১১ ॥

যিনি স্বয়ং যথোচিত আচরণ করেন এবং শিষ্যদের যথোচিত আচারে স্থাপিত করেন আর নানা শাস্ত্রার্থ চয়ন করেন তাঁকে বলা হয় আচার্য। ১১

চরাচরসমাসন্ন[৫]মধ্যাপয়তি যঃ স্বয়ং।
যমাদিযোগসিদ্ধত্বাদাচার্য ইতি কথ্যতে ॥ ১২ ॥

চরাচর যে-বিষয়ই আসুক না কেন যিনি স্বয়ং সব শিক্ষা দেন এবং যিনি যমাদি যোগে সিদ্ধ তাঁকে আচার্য বলা হয়। ১২

---

১ তা বি গ,—ঘ, নিরোধেন।

২ ঐ,—ক, ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, গুহ্যাগমাত্মতত্ত্বসন্ধানাৎ; ঐ,—খ, গুহ্যাগমার্থতত্ত্বস্বসন্ধানাৎ। ৩ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, দেবতারূপাৎ।

৪ তা বি গ,—ক, খ, শিষ্যানাচরেৎ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, শিষ্যো নাচরেৎ।

৫ তা বি গ,—ঙ এবং ব গ, আচারবশমাপন্ন।

আত্মভাবপ্রদানাত্তু[১] রাগদ্বেষাদিবর্জ্জনাৎ[২] ।
ধ্যানৈকনিষ্ঠচিত্তত্বাদারাধ্য ইতি কথ্যতে ॥ ১৩ ॥

যিনি আত্মা সম্বন্ধীয় ভাব প্রদান করেন, রাগদ্বেষ বর্জন করেন এবং যাঁর চিত্ত ধ্যানে একনিষ্ঠ তাঁকে আরাধ্য বলা হয়। ১৩

দেবতারূপধারিত্বাচ্ছিষ্যানুগ্রহকারণাৎ।
করুণাময়মূর্ত্তিত্বাদ্দেশিকঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ে, যিনি দেবতার রূপ পরিগ্রহ করেন, শিষ্যদের অনুগ্রহ করেন, যিনি করুণাময়মূর্তি, তাঁহাকে বলা হয় দেশিক। ১৪

স্বান্তঃশান্তিসমুন্মীলৎপরতত্ত্বার্থ-চিন্তনাৎ[৩] ।
মিথ্যাজ্ঞানবিহীনত্বাৎ স্বামীতি কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে, স্বীয় অন্তরের অন্তস্থ শান্তি যিনি উদ্ভাসিত করেন ও পরতত্ত্বের অর্থ চিন্তা করেন আর যিনি মিথ্যাজ্ঞানবর্জিত তাঁকে বলা হয় স্বামী। ১৫

মনোদোষাদিদূরত্বাদ্ধেতুবাদাদিবর্জ্জনাৎ[৪] ।
শ্বাদিপ্রাণিষু সাদৃশ্যাদ্ রম্যত্বাচ্চ মহেশ্বরঃ[৫] ॥ ১৬ ॥

হেতুবাদ—শ্রুতিস্মৃতিবিরোধিহেতূপন্যাস ; যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক বিতণ্ডা।

যিনি মনোদোষাদি দূর করেছেন, হেতুবাদাদি বর্জন করেছেন, শ্বাদি অর্থাৎ কুকুরাদি প্রাণীর প্রতিও যাঁর সদৃশভাব এবং যিনি রম্য, তিনি মহেশ্বর। ১৬

শ্রীমোক্ষজ্ঞানদাতৃত্বান্নাদব্রহ্মাত্মবোধনাৎ[৬] ।
স্থগিতাজ্ঞানচিত্তত্বাৎ[৭] শ্রীনাথঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥

প্রিয়ে, যিনি শ্রী ও মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞান দান করেন, নাদব্রহ্ম ও আত্মার বোধ জন্মান, যিনি স্থগিত অর্থাৎ তিরোহিত করেন অজ্ঞানচিত্ততা, তাঁকে বলা হয় শ্রীনাথ। ১৭

---

১ তা বি গ.—খ. প্রসক্তাচ্চ ; ব গ, প্রসাদাত্তু।

২ ব গ, বর্জ্জিতাৎ।

৩ তা বি গ.—খ, স্বতন্ত্রান্তঃ সমুন্মীলন্ পরতত্ত্বার্থচেতনাৎ ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, স্বান্তশান্তসমুন্মীলৎ পরতত্ত্বার্থচিন্তনাৎ।

৪ তা বি গ.—গ, হেতুবাদবিবর্জনাৎ।

৫ ঐ,—ঙ এবং ব গ, শ্বাদিপ্রাণেষু সদৃশাৎ দৃশ্যত্বাচ্চ মহেশ্বরি ; তা বি গ.—ক, দৃশ্যত্বাচ্চ।

৬ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ, নাদব্রহ্মানিরোধনাৎ।

৭ তা বি গ.—ঙ এবং ব গ.-দৃত পাঠ ; তা বি গ, স্থগিতাজ্ঞানচিন্তত্বাৎ ; ঐ,—গ, স্থাপিত জ্ঞানাচিৎ স্বত্বাৎ।

দেশকালবিরোধেন[১] বর্তমানাৎ কুলাগমে।
বশীকৃতজগজ্জীবা[২]দ্দেব ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

যিনি দেশকালের বিরোধসহ কুলাগমে বর্তমান অর্থাৎ দেশকালের বিরোধিতা সত্ত্বেও কুলাগমের অনুসরণ করেন এবং জগৎ ও জীবকে যিনি বশীভূত করেছেন তাঁকে দেব বলা হয়। ১৮

ভবপাশপ্রশমনাৎ টকারেণেন্দুশেখরাৎ[৩]।
রক্ষণাৎ কমনীয়ত্বাৎ ভট্টারক ইতীরিতঃ ॥ ১৯ ॥

টকারেণেন্দুশেখরাৎ—মাথায় 'ট' এই আকারের চন্দ্র অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র থাকার জন্য।

ভবপাশ যিনি ছিন্ন করেন, 'ট' এই আকারের চন্দ্র যাঁর মস্তকে, যিনি রক্ষা করেন, যিনি কমনীয়, তাঁকে বলা হয় ভট্টারক। ১৯

প্রগুপ্তা[৪]গমবেদান্তরহস্যার্থবিভাবনাৎ[৫]।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদানাচ্চ প্রভুরিত্যভিধীয়তে ॥ ২০ ॥

যিনি প্রগুপ্ত অর্থাৎ অতিযত্নে রক্ষিত আগম ও বেদান্তের রহস্যার্থ ভাবনা করেন আর ভুক্তিমুক্তি প্রদান করেন তাঁকে বলা হয় প্রভু। ২০

যোনিমুদ্রানুসন্ধানাৎ প্রস্ফুরন্মন্ত্রবৈভবাৎ[৬]।
গীর্বাণগণপূজ্যত্বাদ্ যোগীতি কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ২১ ॥

যোনিমুদ্রা—যোগমুদ্রাবিশেষ। কুব্জিকাতন্ত্রে যোনিমুদ্রা সম্বন্ধে "বলা হয়েছে, সাধক গুহ্যদেশে বামপদের গুল্ফ সংযুক্ত করবেন, শরীর স্থির করবেন, জিহ্বার সঙ্গে তালু যুক্ত করবেন, নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করবেন এবং কণ্ঠাসন করে মূলাধারবাসিনী ভুজঙ্গরূপিণী কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্ববাহিনী চিন্তা করবেন।" এই যোনিমুদ্রা।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭৭৯। আবার "মহাশক্তি কুণ্ডলিনীই যোনি। আলোচ্য কুব্জিকাতন্ত্রের মতে চতুর্বিধা সৃষ্টি সেই যোনিতেই প্রবর্তিত হয়। এঁকেই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী যোনিমুদ্রা বলা হয়।" —দ্রঃ ঐ।

---

১ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঙ এবং ঝ গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, দেশকালাবিরোধেন।
২ তা বি গ,—ক, খ, গ, ঘ, জগজ্‌জ্ঞানা।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং ঝ গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, টঙ্কারেন্দুকশেখরাৎ।
৪ তা বি গ,—খ, ঘ, প্রাগুক্তা।
৫ ঐ,—ঙ এবং ঝ গ, রহস্যাত্মনিবেদনাৎ।
৬ তা বি গ,—ক, ঙ এবং ঝ গ, ভৈরবাৎ।

"আবার যোনিমুদ্রা এক প্রকার যোগসাধনা। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে বলা হয়েছে সাধক কুলকুণ্ডলিনীকে স্বীয় জীবাত্মাসহ যথাবিধি সহস্রারে নিয়ে গিয়ে পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করেন, শিবশক্তির মিলনজনিত অমৃতের দ্বারা পর-দেবতা ও ষট্চক্রস্থদেবতাদের তর্পণ করে আবার তাঁকে যথাবিধি মূলাধারে নিয়ে আসেন। বার বার এরূপ করতে হয়। কুণ্ডলিনীর এই যাতায়াতের সঙ্গে সাধকের মনোলয় করতে হয়। প্রতিদিন এমনি অভ্যাস করতে সাধক জরামরণদুঃখাদিমুক্ত এবং ভববন্ধনমুক্ত হয়ে যাবেন। এই পরমযোগকে যোনিমুদ্রাপ্রবন্ধ বলা হয়।"—ঐ, পৃঃ ৭৮০। গীর্বাণগণ—দেবগণ।

প্রিয়ে, যোনিমুদ্রানুসন্ধানের জন্য যাঁর মন্ত্রবৈভব প্রস্ফুরিত এবং গীর্বাণগণের যিনি পূজ্য, তাঁকে বলা হয় যোগী। ২১

সঙ্গ[১]দুঃখপরিত্যাগাৎ[২] যত্র কুত্রাশ্রমাশ্রয়াৎ।
মিথ আত্মানুসন্ধানাৎ[৩] সংযমীত্যভিধীয়তে ॥ ২২ ॥

আসক্তির দুঃখ যিনি পরিহার করেছেন, যে-কোনো আশ্রম যিনি নিরাসক্ত-ভাবে অবলম্বন করেন, নিভৃতে যিনি আত্মানুসন্ধান করেন, তাঁকে বলা হয় সংযমী। ২২

তত্ত্বস্বরূপমননাৎ[৪] পরিবাদাদিবর্জিতাৎ।
স্বীকারাৎ শুভকর্মাণাং[৫] তপস্বীত্যভিধীয়তে ॥ ২৩ ॥

যিনি তত্ত্বস্বরূপের মনন করেন, পরিবাদাদি বর্জন করেন, সব শুভ কর্ম যিনি স্বীকার করেন, তাঁকে বলা হয় তপস্বী। ২৩

অক্ষরত্বাদ্বরেণ্যত্বাদ্ধূতসংসারবন্ধনাৎ[৬]।
তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাৎ[৭] অবধূতোঽভিধীয়তে ॥ ২৪ ॥

ধূতসংসারবন্ধনাৎ—সংসারবন্ধন বিদূরিত হওয়ার জন্য। তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাৎ—তৎ ত্বম্ অসি তুমি ব্রহ্ম, এই মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধির জন্য।

যেহেতু তিনি অক্ষর, বরেণ্য, ধূতসংসারবন্ধন এবং 'তত্ত্বমসি'র অর্থ উপলব্ধি করেছেন, সেই হেতু তাঁকে অবধূত বলা হয়। ২৪

---

১ তা বি গ.—ক, ঘ, শঙ্কা। ২ র গ, পরিত্যাগী।

৩ র গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ, আত্মনিবদ্ধত্বাৎ; ঐ,—খ, ঙ, যাত্রানুসন্ধানাৎ; ঐ,—গ, যাত্রানুবন্ধেন; ঐ,—ঘ, যাত্রানুবন্ধত্বাৎ।

৪ তা বি গ,—ক, ঘ, তত্ত্বৎ পশ্যমানত্বাৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, তত্ত্বরূপস্য মননাৎ।

৫ র গ, কার্যাণাং। ৬ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, ধূতসংস্কারবন্ধনাৎ।

৭ ঐ, তত্ত্ব মস্যাদ্যবোধত্বাৎ।

বীতরাগমদক্লেশকোপমাৎসর্যমোহতঃ ।
রজস্তমোবিদূরত্বাদ্বীর ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৫ ॥

বীত অর্থাৎ বিগত হয়েছে যার অনুরাগ মদ ক্লেশ কোপ মাৎসর্য এবং মোহ, রজোগুণ এবং তমোগুণ থেকে যে দূরে অবস্থিত, তাকে বলা হয় বীর। ২৫

কুলং গোত্রং সমাখ্যাতং তচ্চ শক্তিশিবোদ্ভবম্ ।
যেন মোক্ষ ইতি[১] জ্ঞানং কৌলিকঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ২৬ ॥

কুল বলতে বুঝায় শিবশক্তিসম্ভূত গোত্র। কুলের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় এই জ্ঞান যার আছে সে কৌলিক বলে অভিহিত হয়। ২৬

অকুলং শিব ইত্যুক্তং[২] কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা ।
কুলাকুলানুসন্ধানান্নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ে, শিবকে বলা হয় অকুল আর শক্তিকে কুল। কুলাকুলের অনুসন্ধানে যারা নিপুণ তারা কৌলিক। ২৭

সারসংগ্রহণাচ্চৈব ধর্মমার্গ[৩]প্রবর্ত্তনাৎ ।
করণগ্রামনিয়মাৎ সাধকঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ২৮ ॥

করণগ্রাম—ইন্দ্রিয়সমূহ।

যে ব্যক্তি সারসংগ্রহ করে, ধর্মপথে প্রবৃত্ত হয়, করণগ্রাম সংযত করে, তাকে বলা হয় সাধক। ২৮

ভজনাৎ পরয়া ভক্ত্যা মনোবাক্‌কায়কর্মভিঃ[৪] ।
তরত্যখিলদুঃখানি[৫] তস্মাদ্ভক্ত ইতীরিতঃ ॥ ২৯ ॥

কায়মনোবাক্যে ও কর্মে পরাভক্তির সহিত ভজন করে বলে এবং অখিল দুঃখ অতিক্রম করে বলে বলা হয় ভক্ত। ২৯

শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্‌গুরুভ্যো নিবেদ্য যঃ ।
গুরুভ্যঃ শিক্ষতে যোগং[৬] শিষ্য ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

শরীর অর্থ প্রাণ যে সদ্‌গুরুকে নিবেদন করে দেয় এবং গুরুর কাছে যোগ শিক্ষা করে তাকে বলা হয় শিষ্য। ৩০

---

১ তা বি গ,—খ, বিশ্বমতিজ্ঞানং ; ঐ,—গ, মোক্ষমপি ; ঐ,—ঘ, মোক্ষমিতি।
২ তা বি গ,—গ, ঙ এবং র গ, শিবতামুক্তং।
৩ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, কর্ম। ৪ তা বি গ,—খ, ভক্তিতঃ।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ দুর্গাণি।
৬ তা বি গ,—ক, গুরুভ্যঃ শিষ্যতো যোগং ; ঐ,—খ, গুরুভিঃ শাসিতুং যোগ্যঃ।

যোনিমুদ্রানুসন্ধানাৎ গিরিজাপাদসেবনাৎ।
নির্লীনো[১]পাধিবিভবাদ্ যোগিনীত্যভিধীয়তে ॥ ৩১ ॥

যোনিমুদ্রা সাধন করে বলে, গিরিজার পাদপদ্মের সেবা করে বলে এবং উপাধি বিলীন হওয়ার জন্য তার আত্মবিভব প্রকাশ পায় বলে তাকে যোগিনী বলা হয়। ৩১

শতকোটিমহাদিব্যযোগিনী[২]প্রীতিকারণাৎ।
তীব্রস্ফূর্তি[৩]প্রদানাচ্চ শক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩২ ॥

শতকোটি মহাদিব্যযোগিনীর প্রীতির কারণ বলে এবং তীব্র স্ফূর্তি প্রদান করে বলে বলা হয় শক্তি। ৩২

পালনাদ্দুরিতচ্ছেদাৎ কামিতার্থস্য বর্দ্ধনাৎ।
পাদুকেতি সমাখ্যাতা মম তত্ত্বং তব প্রিয়ে ॥ ৩৩ ॥

প্রিয়ে, পালন করার জন্য, দুরিত ক্ষয় করার জন্য, কাম্যবিষয় বর্ধন করার জন্য আমার এবং তোমার তত্ত্বকে পাদুকা বলা হয়। ৩৩

জন্মান্তরসহস্রেষু কৃতপাপপ্রণাশনাৎ।
পরদেবপ্রকাশাচ্চ জপ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৪ ॥

সহস্র জন্মান্তরে কৃত পাপ নাশের জন্য এবং পরদেবতার প্রকাশের জন্য জপ বলা হয়ে থাকে। ৩৪

স্তোকস্তোকেন মনসঃ পরমপ্রীতিকারণাৎ।
স্তোতৃসন্তারণাদ্দেবি স্তোত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥

দেবী, অল্পে অল্পে মনের পরম প্রীতি জন্মায় এবং স্তবকারীকে ত্রাণ করে, এইজন্য স্তোত্র বলা হয়। ৩৫

যাবদিন্দ্রিয়সন্তাপং মনসা সংনিয়ম্য চ।
স্বান্তেনাভীষ্টদেবস্য[৪] চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

মনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়সন্তাপ সংযত করে এবং আত্মবিলোপ করে অভীষ্ট দেবতার চিন্তাকে বলে ধ্যান। ৩৬

চরিতার্থবিকাশাচ্চ[৫] ব্রহ্মণাদপি পার্বতি।
নরনারীস্বরূপাচ্চ চরণং কথিতং প্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, খ, ঙ, বিলীনো ; ঐ,—গ, বিহীনো।

২ ঐ,—গ, দিব্যাযোগিন্যাঃ। ৩ ঐ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মুক্তি।

৪ তা বি গ,—ক, আত্মান্তরমভীষ্টস্য।

৫ ঐ, চারিতাত্মবিকাশাচ্চ ; তা বি গ,—ঙ এবং র গ, চারিতার্থবিকারাচ্চ।

চরিতার্থবিকাশাৎ—সাফল্য বিকাশের জন্য। রক্ষণাৎ—সমস্ত অকল্যাণ থেকে রক্ষার জন্য।

প্রিয়ে, ওগো পার্বতী, চরিতার্থতা বিকাশের জন্য, রক্ষণের জন্য এবং নর-নারীর স্বরূপ হওয়ার জন্য, চরণ বলা হয়। ৩৭

বেদিতা[১]ঽখিলশাস্ত্রার্থসদ্ধর্মার্থ[২]নিরূপণাৎ।
দর্শনানাং প্রমাণত্বাদ্বেদ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৮ ॥

অখিল শাস্ত্রার্থ যাতে বেদিত, সদ্ধর্মের অর্থ যাতে নিরূপিত, দর্শনসমূহের যা প্রমাণ, তাকে বেদ বলা হয়। ৩৮

পুণ্যাপাপাদিকথনাদ্রাক্ষসাদিনিবারণাৎ।
নবভক্ত্যাদিজননাৎ[৩] পুরাণ ইতি কথ্যতে ॥ ৩৯ ॥

নবভক্তি—বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, তাঁর পাদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন এই নবধা ভক্তি।—দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, ভক্তিশব্দ।

পুণ্যাপাপাদির কথা বলার জন্য, রাক্ষসাদি নিবারণ করার জন্য, নবধা ভক্তি জন্মানোর জন্য, পুরাণ বলা হয়। ৩৯

শাসনাদনিশং দেবি বর্ণাশ্রমনিবাসিনাম্।
তারণাৎ সর্বপাপেভ্যঃ শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৪০ ॥

দেবী, বর্ণাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিদের সতত শাসনের জন্য এবং সমস্ত পাপ থেকে ত্রাণ করার জন্য শাস্ত্র বলা হয়। ৪০

স্মরণাচ্চৈকচিত্তানাং[৪] ধর্মাধর্মনিরূপণাৎ।
তিমিরোৎপাটনাদ্দেবি স্মৃতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৪১ ॥

দেবী, একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিদের স্মরণের জন্য, ধর্মাধর্ম নিরূপণের জন্য এবং তিমির অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার দূর করার জন্য স্মৃতি এই নাম দেওয়া হয়। ৪১

ইষ্টধর্মাদিকথনাত্তিমিরাজ্ঞানভঞ্জনাৎ[৫]।
হরণাৎ সর্বদুঃখানাং ইতিহাস ইতি[৬]স্মৃতঃ ॥ ৪২ ॥

ইষ্টধর্মাদি বিবৃত করার জন্য, অজ্ঞানান্ধকার নাশ করার জন্য এবং সর্ব দুঃখ হরণ করার জন্য ইতিহাস এই নাম দেওয়া হয়। ৪২

১ র গ, বিদিত।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, সদ্ধর্ম।
৩ তা বি গ,—খ, ঘ, নবভক্ত্যাদিভজনাৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, নবতত্ত্বাদিকথনাৎ।
৪ তা বি গ,—ঘ,-ধৃত পাঠ; তা বি গ, স্মরণোৎসুকনিষ্ঠানাং; ঐ,—ঙ এবং র গ, স্মরণাদ্বৈ নিমিত্তানাং।
৫ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, পাপপুণ্যাদিকথনাত্তিমিরাজ্ঞানভঞ্জনাৎ।
৬ ঐ, রূপানিধিরিতি।

আচারকথনাদ্দিব্যগতিপ্রাপ্তিনিদানতঃ[১]।
মহার্থ[২]তত্ত্বকথনাদাগমঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৪৩ ॥

প্রিয়ে, যার সারকথা দিব্যগতিপ্রাপ্তি সেই আচার এবং মহার্থপূর্ণ তত্ত্ব বিবৃত করার জন্য আগম বলা হয়। ৪৩

শাকিনীগণপূজ্যত্বাত্তারণাদ্ভববারিধেঃ।
পরাদিশক্তিসান্নিধ্যাচ্ছাক্ত ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

শাকিনীগণের দ্বারা পূজিত হওয়ার জন্য, ভবসাগর তরিয়ে দেবার জন্য এবং পরাদিশক্তির সান্নিধ্যের জন্য বলা হয় শাক্ত। ৪৪

কৌমারাদিনিরোধত্বাৎ[৩]লয়জন্মাদিভঞ্জনাৎ[৪]।
অশেষকুলসম্বন্ধাৎ কৌল ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪৫ ॥

কৌমারাদি অবস্থা নিরোধের জন্য, মৃত্যু ও জন্মাদি নাশ করার জন্য এবং কুলের সহিত অশেষ সম্বন্ধহেতু বলা হয় কৌল। ৪৫

পাশ[৫]চ্ছেদকরাদ্দেবি রঞ্জনাৎ পরতেজসঃ।
যতিভিশ্চিন্ত্যমানত্বাৎ পারম্পর্যমিতীরিতম্ ॥ ৪৬ ॥

দেবী, পাশ ছেদন করে বলে, পরতেজের রঞ্জন করে বলে এবং যতিদের চিন্তার বিষয়ীভূত হয় বলে বলা হয় পারম্পর্য। ৪৬

সংসারসারভূতত্বাৎ[৬] প্রকাশানন্দদানতঃ।
যশঃ সৌভাগ্যকরণাৎ সম্প্রদায় ইতীরিতঃ ॥ ৪৭ ॥

সংসারের সারভূত হওয়ার জন্য, প্রকাশের আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং যশ ও সৌভাগ্য বিধানের জন্য বলা হয় সম্প্রদায়। ৪৭

আদিত্বাৎ সর্বমার্গাণাং মনোল্লাসপ্রবর্দ্ধনাৎ[৭]।
মন্ত্রাদিধর্মহেতুত্বাদাম্নায় ইতি কীর্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্বমার্গের আদি বলে, মনোল্লাস বর্ধিত করে বলে আর মন্ত্রাদিধর্মের কারণ বলে আম্নায় বলা হয়। ৪৮

---

১ তা বি গ,—বিধানতঃ। ২ তা বি গ,—খ, ঘ,-স্তুত পাঠ; তা বি গ, মহার্থ।
৩ তা বি গ,—খ, কৌমারাদিনিরোধত্বাৎ; ঐ,—গ, কৌলমার্গনিরোধত্বাৎ।
৪ ঐ,—গ, ভাবনাৎ; ঐ,—ঙ এবং র গ, ভাজনাৎ। ৫ তা বি গ,—খ, পাপ।
৬ ঐ,—গ, ভূতত্বত্বাৎ। ৭ ঐ,—ঙ এবং র গ, প্রবর্দ্ধনাৎ।

শ্রুতানেকমহামন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রাদিদৈবতাৎ[১]।
শ্রুতৌ যদনবিচ্ছিন্নাচ্ছ্রৌত ইত্যভিধীয়তে[২] ॥ ৪৯ ॥

অনেক মহামন্ত্র যন্ত্র তন্ত্রাদি ও দেবতার বিষয় শ্রুত হয়েছে বলে এবং শ্রুতবিষয়ে অনবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকার জন্য শ্রৌত বলা হয়।

আম্নায়তত্ত্বরূপত্বাচ্চাতুর্যার্থ[৩]নিরূপণাৎ।
রাগদ্বেষাদিশমনাদাচার[৪] ইতি কীর্ত্যতে ॥ ৫০ ॥

আম্নায়ের তত্ত্বরূপ ধারণ করার জন্য, অর্থনিরূপণে চাতুর্য অর্থাৎ নৈপুণ্যের জন্য আর রাগদ্বেষাদি প্রশমন করার জন্য আচার বলা হয়। ৫০

দিব্যভাবপ্রদানাচ্চ ক্ষালনাৎ কল্মষস্য চ।
দীক্ষেতি কথিতা সদ্ভিভববন্ধবিমোচনী[৫] ॥ ৫১ ॥

দিব্যভাব প্রদান করে এবং কল্মষ ক্ষালন করে এইজন্য সাধু ব্যক্তিরা ভববন্ধনবিমোচনকারিণী দীক্ষা এই নাম দেন। ৫১

অহম্ভাবহরাদ্ভীতিমথনাৎ সেচনাদপি[৬]।
কম্পা[৭]নন্দাদিজননাদভিষেক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥

অহংভাব দূর করার জন্য, ভীতি মন্থন করার জন্য, অভিমন্ত্রিত বারি সেচন করার জন্য এবং কম্প হর্ষাদি উৎপন্ন করার জন্য বলা হয় অভিষেক। ৫২

উল্বণত্বাৎ পরত্বাচ্চ দেবতাপ্রীতিদানতঃ।
শক্তিপাতনিমিত্তাদপ্যুপদেশ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৩ ॥

উল্বণত্বের জন্য, পরত্বের জন্য, দেবতার প্রীতি সম্পাদনের জন্য এবং শক্তিপাতের নিমিত্ত উপদেশ বলা হয়। ৫৩

মননাত্তত্ত্বস্বরূপস্য দেবস্যামিততেজসঃ।
ত্রায়তে সর্বভয়তস্তস্মান্মন্ত্র ইতীরিতঃ ॥ ৫৪ ॥

---

১ তা বি গ,– গ, ঘ, স্মৃতানেকমহামন্ত্রযন্ত্রতন্ত্রাদিদৈবতং ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, সংস্তুতানেকমাহেন্দ্রযন্ত্রতন্ত্রাদিদৈবতাৎ।

২ তা বি গ,—খ, শ্রোতারোঽপ্যনবচ্ছিন্নাঃ শ্রৌতমিত্যভিধীয়তে ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, শ্রৌতয়োপানবচ্ছিন্নাৎ শ্রৌত ইত্যভিধীয়তে।

৩ তা বি গ,—গ, চাতুর্যাদি ; ঐ,—ঘ, তুর্যার্থস্য ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, চাতুর্যাস্য।

৪ তা বি গ,—ঘ, ঙ এবং ব গ, দাচার।

৫ তা বি গ,—খ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, বিমোচনাৎ ; ব গ, বিমোক্ষণাৎ।

৬ তা বি গ,—গ, ঘ, অহঙ্কারহরাভীতিকথনাৎ সেচনাদপি ; ঐ,—ঙ এবং ব গ, অলঙ্কার ইবাভাতি কথনাৎ সেবনাদপি।

৭ তা বি গ,—খ, গ, কলা।

তত্ত্বস্বরূপ অমিতজ্যোতির্ময় দেবতার মননের জন্য এবং সমস্ত ভয় থেকে ত্রাণ করার জন্য বলা হয় মন্ত্র। ৫৪

দেহমাস্থায় ভক্তানাং বরদানাচ্চ পার্বতি।
তাপত্রয়াদিশমনাদ্দেবতা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫৫ ॥

পার্বতী, ভক্তদের দেহে অবস্থান করে বরদানের জন্য এবং আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রাপত্রয়াদি প্রশমন করার জন্য দেবতা বলা হয়। ৫৫

ন্যায়োপার্জিতবিত্তানামঙ্গেষু বিনিবেশনাৎ।
সর্বরক্ষাকরাদ্দেবি ন্যাস ইত্যভিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥

দেবী, ন্যায়োপার্জিত বিত্তের অঙ্গে বিন্যাসের জন্য এবং সর্বরক্ষাকর হওয়ার জন্য ন্যাস এই নাম দেওয়া হয়। ৫৬

মুদং কুর্বন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি[১] চ।
তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতব্যা[২] কুলেশ্বরি ॥ ৫৭ ॥

কুলেশ্বরী, দেবতাদের মুদ অর্থাৎ হর্ষ বিধান করে এবং মন দ্রবীভূত করে, এইজন্য মুদ্রা নামে খ্যাত। এটি প্রদর্শন করতে হয়। ৫৭

অনন্তফলদানাচ্চ ক্ষপিতাশেষকল্মষাৎ[৩]।
মাতৃকাত্মতয়া লাভকরণাদক্ষমালিকা ॥ ৫৮ ॥

অনন্তফল দান করার জন্য, অশেষ কল্মষ নাশ করার জন্য এবং মাতৃকাত্মতা-হেতু লাভকর হওয়ার জন্য বলা হয় অক্ষমালিকা। ৫৮

মঙ্গলত্বাচ্চ ডাকিন্যা যোগিনীগণসংশ্রয়াৎ।
ললিতত্বাচ্চ দেবেশি মণ্ডলং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৯ ॥

দেবেশী, ডাকিনীর অধিষ্ঠানহেতু মঙ্গলত্বের জন্য, যোগিনীদের সংশ্রয়হেতু এবং লালিত্যের জন্য মণ্ডল বলা হয়। ৫৯

কমলাসনরূপত্বাল্লঘুতত্ত্বাদিনাশনাৎ।
শমিতাপারপাপাচ্চ কলশঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৬০ ॥

কমলাসনরূপী বলে, লঘুতত্ত্বাদি নাশ করে বলে এবং অপার পাপ শমিত করে বলে কলশ এই নামে খ্যাত। ৬০

যমভূতাদিসর্বেভ্যো ভয়েভ্যোঽপি কুলেশ্বরি।
ত্রায়তে সততঞ্চৈব তস্মাদ্ যন্ত্রমিতীরিতম্ ॥ ৬১ ॥

১ ভা বি গ,—ড এবং র গ, তারয়ন্তি। ২ ঐ, তস্মাত্তব ইতি খ্যাতো দর্শিতব্যঃ।
৩ র গ, কল্মষঃ।

কুলেশ্বরী, যমভূতাদিসর্ব ভয় থেকে ত্রাণ করে, এইজন্য বলা হয় যন্ত্র। ৬১

আত্মসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ সর্বরোগনিবারণাৎ।
নবসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ আসনং কথিতং প্রিয়ে ॥ ৬২ ॥

নবসিদ্ধি—সাধারণতঃ অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব এবং কামবসায়িতা এই অষ্টসিদ্ধির কথা পাওয়া যায়। এছাড়া সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি আরও দশটি সিদ্ধির কথা পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। (—দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, সিদ্ধিশব্দ)। এখানে নবসিদ্ধি বলতে কি বোঝান হয়েছে তা একমাত্র সম্প্রদায়-বিদ্ সাধকেরা বলতে পারেন। তবে আমাদের অনুমান উপর্যুক্ত অষ্টসিদ্ধি এবং আত্মসিদ্ধি এই নবসিদ্ধি।

প্রিয়ে, আত্মসিদ্ধি প্রদান করে বলে, সর্বরোগ নিবারণ করে বলে আর নবসিদ্ধি প্রদান করে বলে আসন বলা হয়। ৬২

মায়াজালাদিশমনান্মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।
অষ্টদুঃখাদিবিরহান্মন্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৩ ॥

মায়াজালাদি নাশ করার জন্য, মোক্ষমার্গ নিরূপণের জন্য এবং অষ্ট দুঃখাদি বিরহিত করার জন্য মন্ত্র এই নাম দেওয়া হয়। ৬৩

মহাদানার্থরূপত্বাদ্ যাগভূম্যেককারণাৎ।
মদ্ভাবজননাদ্দেবি মদ্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥

মহাদানার্থরূপত্বাদ্—মহাদানের অর্থরূপত্বহেতু অর্থাৎ তাৎপর্য প্রকাশ করে বলে। যাগভূম্যেককারণাৎ—একমাত্র যাগভূমি অর্থাৎ পূজার ক্ষেত্র এর ব্যবহারের কারণ বলে। মদ্ভাবজননাৎ—শিবভাব উৎপন্ন করে বলে।

মহাদানের তাৎপর্য প্রকাশ করে বলে এবং একমাত্র পূজার ক্ষেত্রই এর ব্যবহারের কারণ বলে আর মদ্ভাব উৎপন্ন করে বলে বলা হয় মদ্য। ৬৪

সুমনসঃ সেবিতত্বাদ্ রাজ্যদত্বাৎ সদা প্রিয়ে।
সুরাকারপ্রদানত্বাৎ সুরেতি পরিকীর্তিতা ॥ ৬৫ ॥

সুমনসঃ সেবিতত্বাৎ—দেবতারা বা শোভবুদ্ধি ব্যক্তিরা এটি সেবা করেন বলে। রাজ্যদত্বাৎ—রাজ্য দান করে বলে অর্থাৎ রাজ্যলাভে যে আনন্দ সুরা পানে সেই আনন্দ হয় বলে।

প্রিয়ে, সুমনারা সেবা করেন বলে, সদা রাজ্য দান করে বলে এবং দেবরূপী করে দেয় বলে সুরা নামে খ্যাত। ৬৫

অমৃতাংশুস্বরূপত্বান্মৃত্যুভীতিনিবারণাৎ।
তত্ত্বপ্রকাশহেতুত্বাদমৃতং কথিতং প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥

প্রিয়ে, অমৃতকণাস্বরূপ বলে, মৃত্যুভয় নিবারণ করে বলে এবং তত্ত্বপ্রকাশ করে বলে বলা হয় অমৃত। ৬৬

পানাঙ্গবিশ্বরূপত্বাৎত্রিচতুষ্কলাশ্রয়াৎ।
পতিতত্রাণনাদ্দেবি পাত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৭ ॥

পানাঙ্গবিশ্বরূপত্বাৎ—পানাঙ্গ বিশ্বরূপ বলে অর্থাৎ পানাঙ্গ এই বস্তুটি স্বরূপতঃ বিশ্বরূপ বলে, বিচ্ছিন্ন পাত্রমাত্র নয় বলে।

ত্রিচতুষ্কলা—ত্রিকলা ও চতুষ্কলা। ত্রিকলা—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কলা।

চতুষ্কলা—তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে শক্তির কলারূপ চতুর্বিধ—পূর্ণকলা, কলা, অংশ এবং অংশাংশ।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৪০৪।

পানাঙ্গ বিশ্বরূপ বলে, ত্রিচতুষ্কলার আধার বলে এবং পতিতকে ত্রাণ করে বলে পাত্র এই নাম দেওয়া হয়।

আশুশুক্ষণিরূপত্বাদ্ধাতৃদেবপ্রিয়াদপি।
রক্ষণাদপি চাধেয়স্যাধারং তু বিদুর্বুধাঃ ॥ ৬৮ ॥

আশুশুক্ষণিরূপত্বাৎ—অগ্নির রূপ বলে।

অগ্নির রূপ বলে, ধাতৃদেবের প্রিয় বলে এবং আধেয়ের রক্ষণ করে বলে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আধার বলে জানেন। ৬৮

মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সংবিদানন্দদানতঃ।
সর্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥

দেবী, মাঙ্গল্যজনক বলে, চেতনায় আনন্দ-সঞ্চারকারী বলে এবং সর্বদেবতার প্রিয় বলে বলা হয় মাংস। ৬৯

পূর্বজন্মানুশমনাজ্জন্মমৃত্যুনিবারণাৎ।
সম্পূর্ণফলদানাচ্চ পূজেতি কথিতা প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥

প্রিয়ে, পূর্বজন্মের অনুশমনের জন্য, জন্মমৃত্যু নিবারণের জন্য এবং সম্পূর্ণফল দানের জন্য বলা হয় পূজা। ৭০

অভীষ্টফলদানাচ্চ চতুর্বর্গফলাশ্রয়াৎ।
নন্দনাৎ[২] সর্বদেবানামর্চনং সমুদাহৃতম্ ॥ ৭১ ॥

অভীষ্টফল দান করে বলে, চতুর্বর্গফলের আধার বলে এবং সর্বদেবতার আনন্দ বিধান করে বলে অর্চন বলা হয়। ৭১

---

১ তা বি গ.—ত এবং র গ. মদম্বত্যু। ২ ঐ. বন্দনাৎ।

তত্ত্বাত্মকস্য দেবস্য পরিবারবৃতস্য চ।
নবানন্দপ্রজনন্যত্তর্পণং[1] সমুদাহৃতম্ ॥ ৭২ ॥

পরিবারদেবতাদের দ্বারা পরিবৃত তত্ত্বাত্মক দেবতার নব আনন্দ জন্মায় বলে তর্পণ বলা হয়। ৭২

গভীরাপায়[2]দৌর্ভাগ্যক্লেশনাশনকারণাৎ।
ধর্মজ্ঞানপ্রদানাচ্চ গন্ধ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৩ ॥

গভীর সঙ্কট দৌর্ভাগ্য ও ক্লেশ নাশ করার জন্য এবং ধর্মজ্ঞান প্রদান করার জন্য বলা হয় গন্ধ। ৭৩

আঘ্রাণনপ্রজননান্মোক্ষমার্গপ্রদর্শনাৎ।
দগ্ধদুঃখাদিদমনাদামোদ ইতি কথ্যতে ॥ ৭৪ ॥

আঘ্রাণনপ্রজননাৎ—আঘ্রাণন অর্থ তৃপ্তি। অতএব, তৃপ্তি উৎপাদন করে বলে।

আঘ্রাণন উৎপাদন করে বলে, মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করে বলে এবং দগ্ধ-দুঃখাদি দমন করে বলে বলা হয় আমোদ। ৭৪

অন্নদানাৎ কুলেশানি[3] ক্ষপিতাশেষকল্মষাৎ।
তাদাত্ম্য[4]করণাদ্দেবি অক্ষতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৫ ॥

ওগো কুলেশানী, অন্নদানের জন্য, অশেষ কল্মষ নাশ করার জন্য এবং তাদাত্ম্য বিধান করার জন্য বলা হয় অক্ষত। ৭৫

পুণ্যসংবর্দ্ধনাচ্চাপি পাপৌঘপরিহারতঃ।
পুষ্কলার্থপ্রদানাচ্চ[5] পুষ্পমিত্যভিধীয়তে ॥ ৭৬ ॥

পুণ্য সম্যক্ বৃদ্ধি করার জন্য, পাপসমূহ অপনয়নের জন্য এবং পুষ্কল অর্থ প্রদান করার জন্য বলা হয় পুষ্প। ৭৬

ধূতাশেষমহাদোষপূতিগন্ধপ্রভাবতঃ।
পরমানন্দজননাদ্ধূপ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৭ ॥

ধূত অর্থাৎ অপনীত করে পূতিগন্ধজাত অশেষ মহাদোষ আর পরমানন্দ উৎপন্ন করে এই জন্য ধূপ এই নাম দেওয়া হয়। ৭৭

---

১ তা বি গ,—গ, নিরানন্দপ্রজননাত্তর্পণং ; ঐ,—গ, প্রদানাচ্চ তর্পণং।
২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, গম্ভীরাপায়।
৩ তা বি গ,—ধ, অমলত্বাৎ কুলেশানি ; ঐ,—ঙ এবং র গ, আত্মজ্ঞানপ্রদানাচ্চ।
৪ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, তদাত্ম।
৫ তা বি গ,—গ, পুষ্কলানন্দদানাচ্চ ; ঐ,—ঘ, পুষ্কলান্নপ্রদানাচ্চ।

দীর্ঘাজ্ঞানমহাধ্বান্তাহঙ্কারপরিবর্জনাৎ।
পরতত্ত্বপ্রকাশাচ্চ দীপ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৮ ॥

দীর্ঘ অর্থাৎ অতিপ্রবল অজ্ঞান, মহা তিমির এবং অহঙ্কার পরিহার করার জন্য আর পরতত্ত্ব প্রকাশের জন্য বলা হয় দীপ। ৭৮

মোহধ্বান্তপ্রশমনাৎ ক্ষয়ার্তিবিনিবারণাৎ[১]।
দিব্যরূপপ্রদানাচ্চ পরতত্ত্বপ্রকাশনাৎ।
খ্যাতো মোক্ষো দীপ ইতি মোক্ষমার্গৈকসাধনঃ ॥ ৭৯ ॥

মোহধ্বান্ত প্রশমন করে বলে, ক্ষয় এবং আর্তি নিবারণ করে বলে, দিব্যরূপ প্রদান করে বলে, পরতত্ত্ব প্রকাশ করে বলে আর মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন বলে মোক্ষদীপ এই নামে খ্যাত। ৭৯

চতুর্বিধং কুলেশানি দ্রব্যঞ্চ ষড়্রসান্বিতম্।
নিবেদনাত্তু:বত্তৃপ্তির্নৈবেদ্যং সমুদাহৃতম্ ॥ ৮০ ॥

চতুর্বিধং দ্রব্যং—চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্যদ্রব্য।

ষড়্রসান্বিতং—মধুর লবণ তিক্ত কষায় অম্ল এবং কটু এই ষড়্রসযুক্ত।

ওগো কুলেশানী, ষড়্রসান্বিত চতুর্বিধ দ্রব্য নিবেদিত হলে তৃপ্তি হয় বলে নৈবেদ্য বলা হয়। ৮০

বহুপ্রকারবিচরদ্ভূতৌঘপ্রীতিকারণাৎ[২]।
লিপ্তপাপপ্রশমনাদ্বলিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৮১ ॥

বহুপ্রকারে বিচরণশীল ভূতসমূহের প্রীতিকর বলে এবং লিপ্তপাপ নাশ করে বলে বলি এই নাম দেওয়া হয়। ৮১

তত্ত্বত্রয়বিশুদ্ধিঃ স্যাত্ত্বৎসেবা[৩]মাত্রতঃ প্রিয়ে।
তত্ত্বপ্রকাশহেতুত্বাত্তত্ত্বত্রয়মিতীরিতম্ ॥ ৮২ ॥

প্রিয়ে, তোমার সেবামাত্র তত্ত্বত্রয়ের বিশুদ্ধি হয়। তত্ত্বপ্রকাশ করে অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয় প্রকাশ করে বলে তত্ত্বত্রয় বলা হয়। ৮২

চতুর্বর্গফলাবাপাৎ লুণ্ঠিতা[৪]জ্ঞানবন্ধনাৎ।
কল্যাণধর্মমূলত্বাচ্চলুকং[৫] কথিতং প্রিয়ে ॥ ৮৩ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, পাপজন্মনিবারণাৎ; ঐ,—খ, ক্ষয়োৎপত্তিনিবারণাৎ; ঐ,—ঘ, ক্ষয়জন্মনিবারণাৎ।

২ তা বি গ,—ঙ এবং র গ, বিনিবারণাৎ।

৩ ঐ, ত্বৎসরা।

৪ ঐ, পোন্মোচিতা।

৫ ঐ, চক্রকং।

প্রিয়ে, চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয় বলে, অজ্ঞানবন্ধন থেকে ছিনিয়ে নেয় বলে এবং কল্যাণধর্মের মূল বলে চলুক বলা হয়। ৮৩

প্রকাশানন্দজননাৎ সামরস্যপ্রদানতঃ।
দর্শনাৎ পরতত্ত্বস্য প্রসাদ[1] ইতি কথ্যতে ॥ ৮৪ ॥

প্রকাশানন্দ উৎপাদন করে এইজন্য, সামরস্য প্রদান করে এইজন্য এবং পরতত্ত্বের দর্শন অর্থাৎ প্রকাশনের জন্য বলা হয় প্রসাদ। ৮৪

পাশসংছেদনাদ্দেবি নরকস্য নিবারণাৎ[2]।
পাবনাৎ পরমেশানি পান[3]মিত্যভিধীয়তে ॥ ৮৫ ॥

দেবী, ওগো পরমেশ্বরী, পাশ ছেদন করার জন্য, নরক নিবারণ করার জন্য এবং পাবন করার জন্য বলা হয় পান। ৮৫

কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
সমীপসেবা বিধিনা[4] উপাস্তিরিতি কথ্যতে ॥ ৮৬ ॥

কর্মে মনে বাক্যে সর্বাবস্থায় সর্বদা যথাবিধি সমীপসেবাকে বলে উপাস্তি। ৮৬

পঞ্চাঙ্গোপাসনেনেষ্টদেবতা প্রীতিদানতঃ।
পুরশ্চরতি ভক্তস্য তৎ পুরশ্চরণং প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥

পঞ্চাঙ্গোপাসনেন—পঞ্চাঙ্গ উপাসনা দ্বারা। পুরশ্চরণসম্পর্কিত পঞ্চাঙ্গ উপাসনা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যেমন ক্রিয়াসারের মতে জপ হোম তর্পণ অভিষেক এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনা। মেরুতন্ত্রমতে জপ হোম তর্পণ মার্জন এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনা। আবার কুলার্ণবতন্ত্রের (১৫।৮) মতে ত্রৈকালিকী পূজা, নিত্য জপ ও তর্পণ, হোম এবং ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনা।

প্রিয়ে, পঞ্চাঙ্গ উপাসনা দ্বারা ইষ্টদেবতার প্রীতিবিধান করে এবং ভক্তের আগে আগে চলে এইজন্য এটি পুরশ্চরণ। ৮৭

আবাহনাদিকর্মাণি ষোড়শ দ্বাদশাবধি।
বিধিনাচরণং প্রোক্তং উপহারমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮৮ ॥

আবাহনাদি কর্মের ষোড়শ বা দ্বাদশাবধি যথাবিধি অনুষ্ঠানকে উপহার বলা হয়। ৮৮

---

১ তা বি গ.—ঘ, ঙ এবং হ গ, আনন্দ।
২ তা বি গ.—ঙ এবং হ গ, নরতত্ত্বস্য দারণাৎ। ৩ ঐ.—ঙ, স্নান।
৪ তা বি গ.—ঘ, ঙ এবং হ গ.-ধৃত পাঠ; তা বি গ, বিধিবৎ।

সম্পূজ্য সাবৃতং[1] দেবং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
স্বস্থানপ্রেষণং প্রোক্তমুদ্বাসনমিতি প্রিয়ে ॥ ৮৯ ॥

স্বস্থানপ্রেষণং—স্বস্থানে প্রেরণ। সাধকের হৃদয় তাঁর ইষ্টদেবতার স্থান। ক্রিয়াসারসংগ্রহে বলা হয়েছে—"সাধক পূজান্তে দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করে তাঁকে স্বহৃদয়ে উদ্বাসন করবেন।"—দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণব, তরঙ্গ ৬, পৃঃ ৫১৩।

প্রোক্তমুদ্বাসনম্-স্থলে তা বি গ; ধৃত পাঠ প্রোক্তং মুদ্বাসনম্। আমাদের মনে হয় এই পাঠে লিপিকর প্রমাদ ঘটেছে। যুক্তিযুক্ত প্রসঙ্গসম্মত পাঠ হয় প্রোক্তমুদ্বাসনম্। আমরা তাই গ্রহণ করেছি।

প্রিয়ে, ষোড়শোপচারে আবরণদেবতাসহ দেবতার পূজা করে তাঁকে স্বস্থানে প্রেরণকে বলে উদ্বাসন। ৮৯

দেবং পূজার্থমাহ্বানমাবাহনমিতি স্মৃতম্।
আসনে সন্নিবেশঃ স্যাৎ স্থাপনং কুলনায়িকে ॥ ৯০ ॥

ওগো কুলনায়িকা, দেবতাকে পূজার্থে আহ্বান করাকে বলে আবাহন। তাঁকে আসনে সন্নিবিষ্ট করাকে বলে স্থাপন। ৯০

অন্যোন্যসম্মুখাকারঃ সন্নিধাপনমীরিতম্।
যত্র কুত্রাপ্যচলনং সন্নিরোধনমীরিতম্ ॥ ৯১ ॥

আরাধক ও আরাধ্যের পরস্পর সম্মুখীকরণকে বলা হয় সন্নিধাপন। যে-কোনো স্থানে না-চলাকে বলে সন্নিরোধন। ৯১

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ।
আচ্ছাদনং সমুদ্দিষ্টমবগুণ্ঠনমীরিতম্ ॥ ৯২ ॥

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস সকলীকরণ। দেবতার শাস্ত্রোক্ত আচ্ছাদনকে বলে অবগুণ্ঠন। ৯২

দর্শনং ধেনুমুদ্রায়া[2] অমৃতীকরণং প্রিয়ে।
কমযেত্যাঞ্জলির্দেবি[3] পরমীকরণং প্রিয়ে।
স্বাগতং কুশলপ্রশ্নং[4] নিবেদ্দেবতাগ্রতঃ ॥ ৯৩ ॥

অমৃতীকরণং—অমৃতীকরণ। "অমৃতীকরণের বিধান—সাধক তিনবার করে মূলমন্ত্র, দীপনীমন্ত্র এবং অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে অর্ঘ্যোদকের দ্বারা অমৃতবর্ষণবুদ্ধিতে দেবতার মস্তক

---

১ তা বি গ.—ধৃত পাঠ; তা বি গ, সাবৃতিং। ২ তা বি গ.—ও এবং ব গ, দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাঞ্চ। ৩ ঐ, কমযেত্যাঞ্জলির্দেবি। ৪ ব গ, কুশলং প্রশ্নং।

সিঞ্চিত করবেন। এরই নাম অমৃতীকরণ।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি-সাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৩০।

পরমীকরণং—পরমীকরণ। পুরশ্চর্যার্ণবে (তরঙ্গ ৫, পৃঃ ৩৪৬) বলা হয়েছে সাধক মহামুদ্রা করে দেবতার মস্তকে পরমামৃতবর্ষণবুদ্ধিতে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অমুকদেবতা, পরমীকৃতা হও, পরমীকৃতা হও, এই বলে দেবতার পরমীকরণ করবেন।

ক্ষমস্বেতি—ক্ষমা কর এই বলে। বৃহৎতন্ত্রসারে (১০ম সং, পৃঃ ৯৯) উদ্ধৃত বচন—ততো দেবতাঙ্গে আবরণদেবতা বিলোপ্য, ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জনং কৃত্বা, সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধমাঘ্রায় স্বহৃদয়মানয়েৎ—"অনন্তর দেবতার শরীরে আবরণদেবতা বিলীন হইয়াছে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া "ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে সংহারমুদ্রা দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া আঘ্রান করত সেই পুষ্পের সহিত দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়ে আনয়ন করিবে।" এ ব্যাপারটি উদ্বাসনের অন্তর্গত। এইজন্য, পরমীকরণের সঙ্গে 'ক্ষমস্ব' কিভাবে যুক্ত হল তা দুর্জ্ঞেয়। এটি সম্প্রদায়গত কোনো বিশেষ পদ্ধতিসম্মত হতে পারে। আবার উদ্বাসন আর পরমীকরণ এই উভয়ের মধ্যে লিপিকরেরা কিঞ্চিৎ গোলমাল করে ফেলেছেন এরূপও অনুমান করা যায়।

প্রিয়ে, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন অমৃতীকরণ। প্রিয়ে, ওগো দেবী, ক্ষমস্ব এই বলে বদ্ধাঞ্জলি হওয়া পরমীকরণ। ৯৩

পাদ্যং শ্যামাকদূর্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাভিরুচ্যতে।
জাতীলবঙ্গকক্কোলৈরুক্তমাচমনীয়কম্ ॥ ৯৪ ॥

বিষ্ণুক্রান্তাভিঃ—বিষ্ণুক্রান্তাশ্রেণীর তন্ত্রের দ্বারা। "তন্ত্রশাস্ত্রে তিনটি ভৌগোলিক বিভাগ নির্দেশ করা হয়েছে—বিষ্ণুক্রান্তা রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা। অশ্বক্রান্তাকে গজক্রান্তাও বলা হয়। শক্তিমঙ্গলতন্ত্র অনুসারে বিন্ধ্যপর্বত থেকে চট্টল পর্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, ১০১৪।

এই বিষ্ণুক্রান্তার তন্ত্রগুলিকে বলা হয় বিষ্ণুক্রান্তাতন্ত্র বা বিষ্ণুক্রান্তাশ্রেণীর তন্ত্র।

বিষ্ণুক্রান্তামতে পাদ্যে থাকবে শ্যামাক দূর্বা ও জল আর আচমনীয়ে থাকবে জায়ফল লবঙ্গ ও বনকর্পূর। ৯৪

অখিলাঘপ্রশমনাদ্ধনপুত্রবিবর্দ্ধনাৎ।
অনর্ঘফলদানাচ্চ অর্ঘ্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ৯৫ ॥

অখিল পাপ প্রশমন করে বলে, ধন ও পুত্র বৃদ্ধি করে বলে এবং অমূল্য ফল দান করে বলে বলা হয় অর্ঘ্য। ৯৫

সিদ্ধার্থমক্ষতঞ্চৈব কুশাগ্রং[1] তিলমেব চ।
যবং গন্ধঃ[2] ফলং পুষ্পমষ্টাঙ্গার্ঘ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৬ ॥

সাদা সরষে, খই, কুশাগ্র, তিল, যব, চন্দন, ফল ও পুষ্প এই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্যের কথা বলা হয়। ৯৬

মধ্বাজ্যদধিভিঃ প্রোক্তো মধুপর্কঃ কুলেশ্বরি।
দেহপ্রক্ষালনং স্নানং সুগন্ধিসলিলৈ সহ ॥ ৯৭ ॥
চন্দ্র[3]চন্দনকস্তুরীকালাগুরুভিরুচ্যতে।
অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতস্তু কথিতং বন্দনং প্রিয়ে ॥ ৯৮ ॥

কুলেশ্বরী, মধু ঘৃত ও দধি দিয়ে তৈরী দ্রব্যকে বলা হয় মধুপর্ক। চন্দ্র অর্থাৎ কর্পূর চন্দন কস্তুরী কালাগুরু দ্বারা সুগন্ধীকৃত জলে স্নানকে বলে প্রক্ষালন। প্রিয়ে, অষ্টাঙ্গ প্রণিপাতকে বলে বন্দনা। ৯৭-৯৮

এতচ্চরাচরং[4] সর্বং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
তৎক্ষেত্রং পালিতং যেন ক্ষেত্রপালঃ স উচ্যতে ॥ ৯৯ ॥

এই চরাচর সমস্তকেই বলা হয় ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র যার দ্বারা রক্ষিত হয় তাকে বলা হয় ক্ষেত্রপাল।

ইতি তে কথিতা কিঞ্চিৎ গুরুনামাদিবাসনা।
সমাসেন মহেশানি যো জানাতি স কৌলিকঃ[5] ॥ ১০০ ॥

মহেশানী, এই তোমাকে গুরুনামাদি বাসনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বললাম। এ সব যে জানে সে কৌলিক। ১০০

রহস্যাতিরহস্যানাং রহস্যোঽয়ং মহেশ্বরি।
উর্দ্ধাম্নায়ঃ সমাখ্যাতঃ সমাসেন ন বিস্তরাৎ ॥ ১০১ ॥

মহেশ্বরি, রহস্যাতিরহস্যের যা রহস্য সেই উর্দ্ধাম্নায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হল, বিস্তারিতভাবে নয়। ১০১

কুলার্ণবমিদং শাস্ত্রং যোগিনীনাং হৃদি স্থিতম্[6]।
প্রকাশিতং ময়া চান্ত গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১০২ ॥

---

১ তা বি গ,—ক, কুলাগ্র। ২ র গ, গন্ধং। ৩ তা বি গ,—ক, গন্ধ।
৪ ঐ,—ক, ঘ, এতচ্চাবরণং ; ঐ,—গ, এতদুচ্চারণং।
৫ ঐ,—ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ : তা বি গ, পূজকঃ ; ঐ,—ঘ, দেশিকঃ।
৬ ঐ,—ক, ঘ, যোগিনামুপবর্ণিতম্ ; ঐ,—গ, সর্বসারমিদং প্রিয়ে।

যোগিনীদের হৃদয়ে অবস্থিত এই কুলার্ণবশাস্ত্র আমি আজ প্রকাশ করলাম। এটি বিশেষ যত্নে রক্ষণীয়। ১০২

পুস্তকঞ্চ মহেশানি পশুগৃহে[১] ন নিক্ষিপেৎ।
ন দদ্যাৎ পশুহস্তে চ ন পঠেৎ পশুসন্নিধৌ।
ন পঠেদাসবোল্লাসং গ্রন্থং ভূমৌ ন নিক্ষিপেৎ ॥ ১০৩ ॥

মহেশানী, এই পুস্তক পশুগৃহে ফেলে যেতে নেই, পশুর হাতে দিতে নেই, পশুর সান্নিধ্যে পাঠ করতে নেই। আসবপানে উল্লাসযুক্ত অবস্থায় পাঠ করতে নেই। গ্রন্থ মাটিতে ফেলতে নেই। ১০৩

নিত্যং সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা জানীয়াদ্ গুরুবক্ত্রতঃ।
নাপুত্রায় প্রবক্তব্যং নাশিষ্যায় কদাচন ॥ ১০৪ ॥

এটি গুরুমুখে জানতে হবে এবং নিত্য ভক্তিভরে এর পূজা করতে হবে। যে পুত্র নয়, যে শিষ্য নয়, এমন কাউকে এটি কখনো বলতে নেই। ১০৪

স্নেহাল্লোভাদ্ভয়াদ্বক্তা সোঽচিরান্নশ্যতি ধ্রুবম্[২]।
দেবি যদ্বিদ্যতে প্রাজ্ঞে[৩] তত্তৎ কিঞ্চিন্ময়োদিতম্ ॥ ১০৫ ॥
সাধকানাং হিতার্থায় ভুক্তিমুক্তিফলৈষিণাম্।
যশ্চোর্দ্ধাম্নায়মাহাত্ম্যং পঠেৎ শ্রীচক্রসন্নিধৌ ॥ ১০৬ ॥
ভক্ত্যা পরময়া দেবি যঃ শৃণোতি স কৌলিকঃ।
ব্রতং স্নানং তপস্তীর্থং যজ্ঞদেবার্চনাদিষু ॥ ১০৭ ॥
যৎ[৪] ফলং কোটিগুণিতং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
তৎসন্নিধৌ সন্নিবসেন্নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ১০৮ ।

স্নেহবশে লোভে পড়ে বা ভয়ে যে এটি বলে সে অচিরে নিশ্চিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেবী, প্রাজ্ঞের নিকট যা আছে তারই কিঞ্চিৎ আমি ভুক্তিমুক্তি-ফলাকাঙ্ক্ষী সাধকদের হিতের জন্য বললাম। দেবী, যে চক্রসান্নিধ্যে পরম ভক্তি সহকারে এটি পাঠ করে বা এর পাঠ শোনে সে কৌলিক। ব্রত স্নান তপস্যা তীর্থগমন যজ্ঞ দেবার্চনাদি করলে যে-ফল লাভ হয় সে নিঃসংশয় তার কোটিগুণ ফল লাভ করে এবং তোমার সান্নিধ্যে বাস করে, এ বিষয়ে বিতর্ক চলে না। ১০৫-১০৮

---

১ র গ, পশুগেহে।
২ তা বি গ,—খ, পরেপ্রেত্য ভবিষ্যতি।
৩ ঐ, দেবি মায়া মদপ্রাক্কৎ।
৪ র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, তৎ।

ইতি শ্রীকুলার্ণবে নির্বাণমোক্ষদ্বারে মহারহস্যে সর্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদ-লক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে সপ্তদশ উল্লাসঃ ॥ ১৭ ॥

॥ সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥

সপাদলক্ষশ্লোকবিশিষ্ট নির্বাণমোক্ষদ্বার মহারহস্য সর্বাগমোত্তমোত্তম শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে সপ্তদশ উল্লাস সমাপ্ত। ১৭

গ্রন্থ সমাপ্ত।

শব্দসূচী

সংযোজন ও বর্জন

পৃঃ	পঙ্‌ক্তি	কোন পঙ্‌ক্তি বা শব্দের পর	সংযোজন	বর্জন
৫	১৭	১৬	অগ্নিতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গসমূহ তেমনি শিবে জীবগণ। তারা অনাদি কর্মজাত সর্বাদি উপাধি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। মূঢ়চেতা মানুষেরা নিজ নিজ সুখদুঃখজনক পুণ্যপাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সেই সেই জাতির (অর্থাৎ যার যার কর্ম-ফলানুসারে মনুষ্যত্ব গোত্ব ইত্যাদি ধর্মযুক্ত জীবশ্রেণীর) দেহ আয়ু এবং ভোগ নিয়ে বার বার জন্মলাভ করে। প্রিয়ে, জীবের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর মোক্ষলাভ-না হওয়া পর্যন্ত অক্ষয় থাকে। ৯-১১	
১৪	৬	ফল	পরলোকে	
২৫	৩০	২৯	ওগো বীরবন্দিতা, বেদাধ্যয়নে মুক্তি মিলে না ; শাস্ত্রপাঠেও নয়। একমাত্র জ্ঞানেই মুক্তি মিলে ; এর অন্যথা হয় না। ১০৫	
৪০	৩৩	৩২	৯ ভা বি গ,-খ, ঘ,	
৬৪	২৯	২৮	১	
„	৩০	২৯	২	
৮৫	৮	সুখ নেই	অষ্টাঙ্গ পূজার বাড়া পূজা নেই। মোক্ষের বাড়া ফল নেই।	
১০৬	১১	দঁ		চঁ
১৩২	৩০	২৯	৯	
১৩৪	২০	ব্রঃ		ঐঃ

পৃঃ	পঙ্ক্তি	কোন পঙ্ক্তি বা শব্দের পর	সংযোজন	বর্জন
১৪০	২৭	ক, গ, ঘ,		-ধৃত পাঠ; তা বি গ, এবং র গ,
১৫১	৫	দধাতু	তে	
১৫২	১	ব্রহ্মৈকরসকর	করে	
১৬১	১১	সপাদলক্ষগ্রন্থে	পঞ্চমখণ্ডে উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে	
১৮৯	১	স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধব হলেও		দের প্রতি যারা
	২	অনভিজ্ঞ	হলে	
২০২	২৪	২৩	১ক তা বি গ,-খ, ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, মধুমদালসান্ ৷	
২০৫	২৬	শক্নোমি	২ক তা বি গ,-গ, সমাধিনঃ ; ঐ, -ঘ, সমাধিনা ; ঐ,-ঙ, প্রবুদ্ধা তু বিশেষতঃ।	
২১৭	১১	ধ্যানেন	ক্ষণমাত্রং	
২৪০	২৮	হসন্তি		নিবসন্তি চ।
২৪১	৩০	২৯	৫ক তা বি গ,-ঙ এবং র গ,-ধৃত পাঠ ; তা বি গ, অপেদেকোত্তর-বৃদ্ধ্যাঽথবা মনুম্।	
২৫০	৩১	-ক,		খ
২৭৭	৭	করে,	যারা বিদ্যাচোর ও গুরুদ্রোহী,	
২৮২	৩২	বাসনাং	তা বি গ,-খ, বাসনঃ।	
২৮৭	২৭	তা বি গ		;গ, ধৃত পাঠ ; ঐ, জাতম্ ইষ্টং ; ঐ,-ঘ, জানম্ ইষ্টং ; ঐ,
	২৮	পদঞ্চ	ঐ,-গ, দৃষ্টং ; ঐ, ঘ, ইষ্টং।	

পৃঃ	পঙ্‌ক্তি	কোন পঙ্‌ক্তি বা শব্দের পর	সংযোজন	বর্জন
২৯৩	২৯	ধৃত পাঠ	তা বি গ, মহাপাতকজানি।	
৩০৭	২২	শিষ্য		গুরুর
৩১৬	২৪	তা বি গ,-	ঙ,	
৩২১	২৯	ন্নিকৃন্তয়েৎ। ৪	তা বি গ,-ঙ,	
৩৫৪	২৫	তা বি গ,—	ঙ,	
৩৬৯	২৭	তা বি গ,—	খ,	
৪১১	২৫	পুষ্পসঙ্কোচ,	ওঘত্রয়	
৪৩৪	৩১	৩০	৬	
৪৩৯	২৫	তা বি গ,—	ঙ,	
৪৪৭	২৯	তা বি গ,—	ঙ,	

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৩	হয়	হয়।"
৬	২৯	বক্ষ।	বৃক্ষ।
১৩	১১	জোঁক	চিনাজোঁক
১৮	১৮	জ্ঞান বিশেষ	জ্ঞানবিশেষ
২০	২৯	শাতবাতাতাপ	শীতবাতাতপ
২১	৫	ষড়দর্শন	ষড়্‌দর্শন
২২	২৪	গ্না	মগ্না
২৬	৮	তন্ত্রশাস্ত্র	তন্ত্রশাস্ত্র
২৮	১	নিত্যানিত্যবস্তুবিচার বোধ।	নিত্যাত্যিবস্তুবিচারবোধ।
৩০	২১	শ্রীকুলাণবতন্ত্রের	শ্রীকুলার্ণবতন্ত্রের
		জীবস্থিতি কথন	জীবস্থিতিকথন
৩১	১৯	পশ্চিমাম্নায়	পশ্চিমাম্নায়,
৩২	৮	ব্রহ্মাবাদিনী	ব্রহ্মবাদিনী
		কৃষ্ণপৃঙ্গলা,	কৃষ্ণপিঙ্গলা,
৩৫	১৮	কৌলচার	কৌলাচার
৩৬	১৩	সময়মত,	সময়—মত,
৩৭	৩৩	বিদ্যা	বিদ্যাভ্যাসেন।
৩৮	১৪	ন্যায় মতে	ন্যায়মতে
৪১	২৯	—গ	—গ,
৪২	১৬	প্রকাশ্যয়েৎ।	প্রকাশয়েৎ।
৪৪	৩	কাঙ্খতি।	কাঙ্ক্ষতি।
	২৮	ভুক্তিং	ভুক্তিং
৪৫	১৭	মৃতু	মৃত্যু
৪৭	১	ধামক	ধার্মিক
	২৯	সম্পূর্ণস্তু।	সম্পূর্ণস্থ।
৪৮	১১	বন্দা	বন্দ্যা
৪৯	৫	কাঙ্খন্তে	কাঙ্ক্ষন্তে

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯	৬	তজ্যতাহো	ত্যজত্যাহো
	৯	র্বসজ্ঞো	সর্বজ্ঞো
৫০	৪	ম্রদবৎ	যদ্বৎ
৫১	২৪	তস্ম স্মদাত্মকং	তস্মাস্মদাত্মকং
	২৮	সিদ্ধযে গীশ্বরো	সিদ্ধযোগীশ্বরো
	২৯	কোঽন্নুজানীতে।	কোঽন্নুজানীতে।
৫২	৯	কর্মঽবন্ধোধিকো	কর্মবন্ধোঽধিকো
	১৫	তাঁকে	তাকে
৫৮	১৩	পাপম্যা	পাপ্মা
৫৯	৩১	সূর্যদর্শনম চরেৎ	সূর্যদর্শনমাচরেৎ।
৬০	১৪	জীবাত্মুক্তির	জীবন্মুক্তির
৬১	১৪	সর্পির্মধুদকম্	সর্পির্মধূদকম্
	২৭	ভুয়ং	ভূয়ঃ
৬৩	২৭	শঙ্কবী	শঙ্করী
৬৬	১৩	তস্মাত্তাদব	তস্মাত্তদেব
		সিদ্ধিমাত্মানঃ	সিদ্ধিমাত্মনঃ
৬৮	১১	নান্যৈরুপায়ৈ	নান্যৈরুপায়ৈ
	১৮	জানীয়াদ্দুর্দ্ধাম্নায়ং	জানীয়াদূর্দ্ধাম্নায়ং
	২৭	বিজানতি	বিজানাতি
	৩০	শ্লোকাধটি	শ্লোকার্ধটি
৬৯	৩	নিবিকার	নির্বিকার
	৪	বিবজিত	বিবর্জিত
	৭	পরায়াণ	পরায়ণ
	১৯	যঃ	যঃ
৭৩	১২	শবেদ	শব্দে
৭৪	৫	বিবজিত	বিবর্জিত
	৮	পরাণার্থান্	পুরাণার্থান্
	২৮	প্যন্তশস্ত্রাণি	প্যন্তশাস্ত্রাণি
৭৫	১০	বাসষ্ঠাদি	বসিষ্ঠাদি
	২৩	দৃয়ায়তে	দুরায়তে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৫	২৬	ভাবষ্যাত	ভবিষ্যতি
৭৮	২১	বাণী ধাতারৌ	বাণীধাতাঁরৌ
৭৯	১৬	অর্থ	অর্থে
	৩১	তস্ম ন্মন্ত্রমিমং	তস্মান্মন্ত্রমিমং
৯০	২৪	বক্ষমাণেন	বক্ষ্যমাণেন
৯১	২৯	ন্যাসোত্তমেত্তাম্‌	ন্যাসোত্তমোত্তমং
৯২	২৬	বিন্দুবল্লভা	বিন্দুবল্লভা
৯৩	২৭	শুশ্রুতবচন	সুশ্রুতবচন
৯৪	১১	মধীশ্বরা	মধীশ্বরাঃ
৯৫	৫	ব্যাপকন্যাস।	ব্যাপকন্যাস।"
	১৬	ভুঃ	ভূঃ
৯৬	৮	সঞ্জকম্‌	সংজ্ঞকম্‌
	৯	অস্বয়োবিন্যাসেৎ	অস্বয়োর্বিন্যসেৎ
	১৬	মহাতললোকনিলয়	মহাতললোকনিলয়—
	২১	তলাতললোকনিলয়	তলাতললোকনিলয়—
	২৬	রসাতল-জ্ঞানরহস্যা	রসাতললোকনিলয়-জ্ঞানরহস্যা
৯৭	৪	পাতাললোকনিলয়	পাতাললোকনিলয়—
	১৩	ভুবোলোক	ভুবর্লোক
	১৫	ভুবর্লোকরহস্যা	ভুবর্লোকনিলয়রহস্যা
৯৮	১	য বর্গস্থ	যবর্গস্থ
	৩	য বর্গ	যবর্গ
	৪	জনর্লোকনিলয় গুপ্ততরা	জনর্লোকনিলয়গুপ্ততরা
	৯	নিলয়াতিগুহ্যহাকিনী	নিলয়াতিগুহ্যাহাকিনী
	১৩	লঁ	লৃঁ
১০০	১০	বিষ্ণুন্‌	বিষ্ক্ন্‌
	১৫	সম্বন্ধ পার্শ্ব	সম্বন্ধপার্শ্ব
	২৬	স্বাম্যন্ত	স্বাম্বন্ত
১০১	শিরোনাম	দ্বিতীয় উল্লাসঃ	চতুর্থ উল্লাসঃ
	৭	ত্রিতাবমূল	ত্রিতারমূল
	১৯	এক কূটেশ্বর্যম্বা	এককূটেশ্বর্যম্বা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৫	২৬	সিদ্ধিমহোচ্ছ্ম্মাং	সিদ্ধিমহোচ্ছুষ্মাং
১০৬	৯	চঁ	চ
	১০	রৌদ্রাম্বাম্বাদেব্যৈ	রৌদ্রাম্বাদেব্যৈ
	২৫	ষঁং সঁং	ষঁ সঁ
১০৭	৯	জপ্ত্বাস্	জপ্ত্বাস্
	১৪	মাতৃকন্যাসমাচরেৎ	মাতৃকান্যাসমাচরেৎ
	১৫	জপ্ত্বা	জপ্ত্বা
১০৮	৪	অম্বাদেব্যৈ নমঃ	অম্বাদেব্যৈ নমঃ
		অম্বাদেব্যৈ	অম্বাদেব্যৈ
	১২	লঁ	লঁ
	১৮	ক্ষ্মঁ	খ্মঁ
১০৯	২	খ্মঁ সঁ	খ্মঁ সঁ
	৩	খ্মঁ সঁ	খ্মঁ সঁ
	১৮	চঁ	চ
	২৭	কিলকিলীতি	কিলিকিলীতি
	২৮	কিলকিলঃ	কিলিকিলঃ
		কিলকিলা	কিলিকিলা
১১০	৫	ল	ল
	১৩	লঁ ক্ষঁ	লঁ ক্ষঁ
	১৪	লঁ ক্ষঁ	লঁ ক্ষঁ
	২৬	অঁঃ	অঁ ঃ
১১১	৬	অর্দ্ধাম্বকা	অর্দ্ধাম্বিকা
১১৪	২৭	অন্য শিষ্য প্রদায়িকা	অন্যশিষ্যপ্রদায়িকা
১১৭	৬	আধার	পাত্র
	১৯	যোগসিদ্ধি	যোগসিদ্ধি-
১১৯	৭	নিষ্কমাত্র প্রমাণতঃ	নিষ্কমাত্রপ্রমাণতঃ
১২০	২৮	সংমৃজ্য	সংমৃজ্য
১২১	১৫	দ্রাক্ষমাধ্বিকং	দ্রাক্ষমাধ্বিকং
	২১	খার্জ্জুর	খার্জ্জুর
১২২	২৩	শতক্রতুফলং	শতক্রতুফলং
	২৪	মধূকজা	মধূকজা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৪	১২	মাংষ	মাংস
	২৫	কুর্যাদ্দ্বেব	কুর্যাদ্দেব
১২৭	৮	কুলপূজাং	কুলপূজাং
১২৮	৫	শ্রীচক্রদর্শনম্	শ্রীচক্রদর্শনম্
১২৯	২৫	তা বি গ,-ধৃত	তা বি গ,-ঙ,-ধৃত
১৩০	২৭	তদ্ভভয়	তদ্ভর্য
১৩৪	১৬	কৌলচারে	কৌলাচারে
১৪০	১৫	পূর্ণাভিষেকবিহিতো	পূর্ণাভিষেকসহিতো
১৪১	৭	গুরুপদেশসংযুক্তঃ	গুরূপদেশসংযুক্তঃ
	২৭	পূর্ণাভিষেকসহিতো	পূজাভিষেকবিহিতো
১৪২	১৭	ধাত্বা	ধ্যাত্বা
১৪৩	৩১	বিধানবিৎ	বিঁধানবিৎ
১৪৫	৬	জলন্ধরপীঠ	জালন্ধরপীঠ
	১৯	স্বাপ্যর্ভ্যাচ্যাসবেন	স্বাপার্ভ্যর্চ্যাসবেন
১৪৬	১	ছ্র্গন্ধের্গন্ধবর্জিতৈঃ	ছ্র্গন্ধৈর্গন্ধবর্জিতৈঃ
	২৮	সৌখ্যংচ	সৌখ্যাঞ্চ
১৫০	৮	সদাশিব তত্ত্ব	সদাশিবতত্ত্ব
	১২	নাদাদ্ভূতা	নাদোদ্ভূতা
	২০	নৃষঘরসদ্	নৃষঘরসদ্বৃতসদ্
	২৪	ত্র্যম্বকং	ওঁ ত্র্যম্বকং
১৫১	২	সুরয়ঃ	সূরয়ঃ
	৫	দধাতু	দধাতু তে
	১৯	পরে	পরে॰
	২৪	কৃত্বার্ঘাং	কৃত্বার্ঘাং
১৫৩	১৭	ক্লীঁং	ক্লীঁ
	২২	মাতৃকা	মাতৃকা,
১৫৪	২৮	পুষ্প ক্ষতৈ	পুষ্পাক্ষতৈ
	২৯	মন্ত্রৈস্ত চ	মন্ত্রৈস্ত চা
১৫৫	১৮	(৭১-৭২ শ্লোকে বিবৃত)	(৭০-৭১ শ্লোকে বিবৃত)
১৫৭	১১	স্তরের	স্তবের
	১৩	যঃ৭	যঃ

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৭	১৪	ক্রমদোষতঃ	ক্রমদোষতঃ[৭]
	১৯	ঘাটতি	ঘাটতি,
১৫৮	২৯	তা বি গ, এবং	তা বি গ,-ঙ, এবং
১৫৯	৯	ষোড়শৈরুপচারৈস্ত	ষোড়শৈরুপচারৈস্ত
		সাঙ্কং	সাঙ্গং
	১০	পূজয়েন্মূলমন্ত্রেণ	পূজয়েন্মূলমন্ত্রেণ
	১৪	পরিবারংশ্চ	পরিবারাংশ্চ
	১৮	বিন্দভিঃ	বিন্দুভিঃ
	৩৩	তর্পয়েন্দেহদেবতা	তর্পয়েদ্দেহদেবতা
১৬০	৫	অনামিক	অনামিকা
	১৯	দ্রুতস্বর্ণপ্রখ্যামরুণ কুসুমা	দ্রুতস্বর্ণপ্রখ্যামরুণকুসুমা
	২০	কৃপাপূর্ণাপাঙ্গীমরুণ নয়না	কৃপাপূর্ণাপাঙ্গীমরুণনয়না
	২৬	তা বি গ,-ধৃত	তা বি গ,-ঙ,-ধৃত
১৬১	৩	তাম্বূলক্ষ	তাম্বূলক্ষ
	১৩	ষষ্ঠখণ্ডান্তর্ভুক্ত	পঞ্চমখণ্ডান্তর্ভুক্ত
১৬৫	৮	নাশায়	নাশয়
১৬৬	৫	হৌঁ	হংসঃ
	১৫	হৌঁ	হংসঃ
	২২	হ্রূঁ	হ্রূঁ
		ওঁ হৌঁ	ওঁ হংসঃ
১৬৭	৮	২৮	২৭
	৯	২৮	২৭
	১১	২৯	২৮
১৬৮	৩	ক্ষেত্রপাল বলি	ক্ষেত্রপালবলি
	২৭	কুর্যাদ্বেদাঙ্গুলাবিতান্	কুর্যাদ্বেদাঙ্গুলোন্নতান্
১৭০	৫	নিষেবতে	নিষেবতে
	২৪	তা বি গ, -ধৃত	তা বি গ, -খ, -ধৃত
১৭২	২১	চান্তে´	চান্তে
১৭৫	২৮	তা বি গ, -মাংসপাত্রন্ত	তা বি গ,-ঙ, মাংসপাত্রন্ত
১৭৭	১৬	অবরোহক্রমে	আরোহক্রমে
১৭৯	২২	মাদকতা শক্তি	মাদকতাশক্তি

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৯	৩০	তা বি গ, -স্বলন্তি	তা বি গ, -ঙ, স্বলন্তি
১৮১	২	ভাবতন্ময়তা	ভাব তন্ময়তা
	৭	অনাকুলমসাঃ	অনাকুলমনাঃ
১৮৩	২৪	পাত্রমুম্বত্য	পাত্রমুদ্ধৃত্য
১৮৪	৮	পৌঢ়ল্লাস	প্রৌঢ়োল্লাস
১৮৮	১	অদীক্ষিতৈরণাচারৈ	অদীক্ষিতৈরনাচারৈ
	২৮	বিত্তমঃ	বিত্তমাঃ
১৮৯	১	বন্ধুবান্ধবদের প্রতি	বন্ধুবান্ধব
		হলেও যারা	হলেও
	২	অনভিজ্ঞ তাদের	অনভিজ্ঞ হলে তাদের
	২১	পূর্বদক্ষিণযোরৈক্য	পূর্বদক্ষিণয়োরৈক্য
১৯৪	১১	হ্যাচার্যসাময়িক সাধক	হ্যাচার্য্যসাময়িকসাধক
১৯৫	৭	সর্বদা—,	সর্বদা—
১৯৬	৩২	বহ্ম	ব্রহ্ম
১৯৭	১৩	মাতরং	মাতৃঃ
১৯৮	৬	ষাঁরা	যাঁরা
১৯৯	২৩	তন্দ্রাঃ	তন্ত্রাঃ
	২৬	কণ্ঠুক্তিঃ	কণ্ঠূক্তিঃ
২০২	৩	মধুমদাকুলান্	মধুমদাকুলান্ঃক
	৪	বর্হিনৈব	বহির্নৈব
২০৩	৯	আকাঙ্খিত	আকাঙ্ক্ষিত
২০৫	৪	প্রবৃদ্ধস্তৎসমাহিতঃ	প্রবৃদ্ধস্তৎসমাহিতঃ২৯
২১৬	২১	নিগলিতাথ	নির্গলিতার্থ
২২০	২৪	নিজরূপনির্মগ্নঃ	নিজরূপনির্মগ্নঃ
২২১	১	নিবিকল্প	নির্বিকল্প
	২৯	মবমানস্ত	মবমানাস্ত
২২৭	১২	সন্তুষ্টা নির্দ্বন্দ্বা	সন্তুষ্টাঃ নির্দ্বন্দ্বাঃ
	১৪	নির্দ্বন্দ্ব	নিদ্বন্দ্ব
২২৮	২১	সংস্কৃতঃ	সংস্মৃতঃ
২২৯	৩১	ঐ, -ঙ,	তা বি গ,
২৩০	৬	খুল্	খলু

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩২	৩	কুলযোগিকে	কুলযোগীকে
	২২	যোগীশ্বরাপিতম্	যোগীশ্বরার্পিতম্
২৩৩	৩১	শিবেতেনৈব	শিবে তেনৈব
২৩৫	৯	কুল	ফুল
	২৯	পুষ্পং	পত্রং
	৩০	যোগেযোগীশ	যোগযোগীশ
২৩৮	১৫	পরমেষ্ঠি গুরু	পরমেষ্ঠিগুরু
২৪১	১৮	বদ্ধ্যাবধির্মনুম্	বদ্ধ্যাবধির্মনুমৃংক
২৪৩	৭	তাম্বূলং	তাম্বূলং
২৪৮	১১	ভোজ্য সমন্বিতম্	ভোজ্যসমন্বিতম্
	১২	ভক্ত্যা	ভক্ত্যা
	১৪	দেবী স্টোত্তর	দেবীমষ্টোত্তর
	১৯	দেবী মন্ত্র	দেবীমন্ত্র
২৫৫	২৩	অর্থসামর্থানুযায়ী	অর্থ-সামর্থ্যানুযায়ী
২৬৭	৩১	কুলযোষিতে	কুলযোষিতি
২৭৩	২৯	উল্লখ্য	উল্লঙ্ঘ্য
২৭৪	২০	যোষিতাম্	যোষিতম্
	২৪	যোগিনীসিদ্ধিরূপক যোগিনী	যোগিনীসিদ্ধিরূপক পুরুষ
২৭৫	১৮	করিলে	করলে
২৭৬	৩০	তা বি গ, -ধৃত	তা বি গ, -ঙ, -ধৃত
২৭৭	৭	করে	করে,
	১৮	ব্রহ্মপ্রাত	ব্রহ্মপ্রতি
২৭৯	৩০	বৈষ্ণবামতাঃ	বৈষ্ণবা মতাঃ
২৮১	৭	দারিদ্রং	দারিদ্র্যং
	২৬	স্যা	স্যাঃ
২৮২	১০	আজ্ঞাসিদ্ধিকার	আজ্ঞাসিদ্ধিকর
	৩২	ঐ, বাসনাং।	র গ, বাসনাং ;
২৮৪	২৮	পঞ্চখণ্ডান্তর্গত	পঞ্চমখণ্ডান্তর্গত
২৮৬	৬	তার	আর
২৮৭	২৭	দৃষ্টং।	দৃষ্টং ;

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮৭	২৮	পদক্ষ।	পদক্ষ;
২৯৩	২৯	-ধৃত পাঠ।	-ধৃত পাঠ;
২৯৭	১৭	যস্ত	যস্তু
২৯৯	১৮	বহিষ্কার যোগ্য	বহিষ্কারযোগ্য
	৩২	মূর্তি গুর্ব্ব	মূর্তির্গুর্ব্ব
৩০৩	৭	তদ্‌গুরো ২ যদি	তদ্‌গুরো ২ র্যদি
৩০৫	১৫	বিহিত	বিহিত।
৩১১	২৮	দ্রোহকারিনং	দ্রোহকারিণং
৩১৫	৭	কামিনী পূজকং	কামিনীপূজকং
৩১৬	২৪	তা বি গ,—সৌখ্যমাজ্ঞা	তা বি গ,—ঙ, সৌখ্যমাজ্ঞা
৩১৮	৩	দুঃসঙ্গ বাসনাদিষু	দুঃসঙ্গবাসনাদিষু
৩২১	২৯	৪ অবিচ্ছিন্ন সমাহৃষ্ট।	৮ তা বি গ,-ঙ, অবিচ্ছিন্ন সমাহৃষ্ট।
৩২২	১৪	ভূতভবৌ	ভূতভব্যৌ.
	২৬	শক্যতে	শক্তে
৩২৩	৩০	খ ঘটং	খ, ঘটং
৩২৫	২৮	করণবুদ্ধীন্দ্রিয়ত্ব	করণবুদ্ধীন্দ্রিয়ত্ব
৩২৯	৫	পশুজ্ঞৈর্ব	পশুজ্ঞৈর্যঃ
৩৩০	২৬	দলসমূহে	দলসমূহে।
৩৩২	৪	ক্রিয়ায়াসাদিরহিতঃ	ক্রিয়ায়াসাদিরহিতং
	২৭	প্রিয়ায়াসদিরহিতঃ	প্রিয়ায়াসাদিরহিতং
৩৩৪	২৫	তা বি গ,—দেবদুর্লভঃ	তা বি গ,—ঙ, দেবদুর্লভঃ
৩৪৭	৬	দৃক্‌দীক্ষা	দৃগ্‌দীক্ষা
	৯	দৃক্‌দীক্ষা	দৃগ্‌দীক্ষা
	১৪	সাংসগিক	সাংসর্গিক
৩৫৬	৬	পুনর্লবেধ্বাত্তমং	পুনর্লবে;ধ্বাত্তমং
৩৬০	২৯	নাত্র	নাত্র
৩৬১	১৫	সপাদ্‌	সপাদ—
৩৬৪	১২	সা	বা
	২৪	পদার্থেঃ	পদার্থৈঃ
৩৬৭	১৪	দেবায়তনং	দেবতায়তনং

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬৯	২১	বুদ্ধ্যা	ব্‌দ্ধ্যা
৩৭৫	১৮	অক্ষরাক্ষর সংযুক্তো	অক্ষরাক্ষরসংযুক্তো
৩৮২	২০	যাবন্মন্ত্রাদ্য	যাবন্মন্ত্রাদ্য
৩৮৩	২০	অরিমন্ত্রের	অরি মন্ত্রের
৩৮৫	১২	ষড়্‌দশ	ষড়্ দশ
৩৮৮	১৭	যাস্তৈঃ	যাস্তৈঃ
৩৯৫	১৩	জপ,	ব্যক্তিকে
৩৯৬	৮	নিম্বন্দ্ব	নির্দ্বন্দ্ব
৩৯৮	২২	(হৌং)	(হংসঃ)
	২৩	সংস্থতে	সংস্কৃতে
৩৯৯	২৯	সমভ্যাংসেদভীষ্টান্	সমভ্যাসেদভীষ্টান্
৪০১	৬, ৭	উদ্দীষ্ট	উদ্দিষ্ট
৪০৬	১	পৃথক	পৃথক্
৪০৮	২৯	পাত্রাধরাদিকশতং	পাত্রাধারাদিকশতং
৪১৪	২০	তাম্র.	তাম্র
৪১৫	২০	স্ত্রীং	সৌঃ
৪১৬	১৮	সাবিত্রীমূর্তিবংসাদি	সাবিত্রীমূর্তিবংশাদি
৪২৫	৮	সাবরর্ণাং	সাবরণাং
৪৩২	২৫	নিবোধেন	নিরোধেন
৪৩৩	৩০	জ্ঞানাচিৎ	জ্ঞানচিৎ
৪৩৫	২৯	স্বাত্মানুবন্ধত্মাৎ	স্বাত্মানুবন্ধত্বাৎ
	৩১	দ্ধতসংস্কারবন্ধনাৎ	দ্ধ্‌তসংস্কারবন্ধনাৎ
৪৩৭	১১	তর	তব
	৩১	চারিতাত্মবিকাশাচ্চ	চরিতাত্মবিকাশাচ্চ
		চারিতার্থবিকারাচ্চ	চরিতার্থবিকারাচ্চ
৪৪৪	২	নবানন্দপ্রজনন্যন্তর্পণং	নবানন্দপ্রজননান্তর্পণং
৪৪৬	১৫	পঞ্চাঙ্গোপাসনোনষ্টদেবতা	পঞ্চাঙ্গোপাসনেনেষ্টদেবতা:
৪৪`	৬	তা বি গ ;	তা বি গ—
		মৃন্বাসনম্	মৃধাসনম্

॥ সম্পাদনা চলিতাবস্থায় ॥

॥ তন্ত্র ॥

অন্নদাকল্প
আগমসার
আনন্দ লহরী
উড্ডামেশ্বর
উড্ডীশতন্ত্র
উৎপত্তিতন্ত্র
কঙ্কালমালিনীতন্ত্র
কামধেনুতন্ত্র
কামকলাবিলাস
কামাখ্যাতন্ত্র
কালীবিলাসতন্ত্র
কৈবল্যতন্ত্র
কৈলাসতন্ত্র
কুব্জিকাতন্ত্র
কুলার্চন চন্দ্রিকা
কুলামৃততন্ত্র
কৌলাবলীতন্ত্র
ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র
গন্ধর্বতন্ত্র
গায়ত্রীতন্ত্র
গৌতমীয়তন্ত্র
তন্ত্রসার
তন্ত্ররাজতন্ত্র
তারারহস্য
নিত্যাষোড়শি-
কার্ণবতন্ত্র
নির্বাণতন্ত্র
নিরুত্তরতন্ত্র
নীলতন্ত্র
পৌষ্করাগম
ফেৎকারিণীতন্ত্র
বর্ণবীজকোষ
বিশ্বসারতন্ত্র
বীজকোষ
বীজ নির্ঘণ্টু
বীজাভিধান
বৃহন্নীলতন্ত্র
ভৈরবযামল
মন্ত্রাভিধান
মহাকাল সংহিতা
মন্ত্রকোষ
মাতৃকাভেদতন্ত্র
মন্ত্রমহোদধি
মন্ত্রাতন্ত্র
মুণ্ডমালাতন্ত্র
মুদ্রানির্ঘণ্টু
যোগিনীতন্ত্র
যোগিনীহৃদয়
যোগতারাবলী
রুদ্রযামল
শারদাতিলক
শ্যামারহস্য
শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি
সনৎকুমারতন্ত্র
সময়াচারতন্ত্র

॥ পুরাণ ॥

দেবীপুরাণ
দেবীভাগবত
কালিকাপুরাণ